

तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY

09:31.26

B474

V1:2

255965

সাহিত্য পরিষদ, গ্রন্থাবলী-২৮

ভারত-শাস্ত্র-পিটক

স্বাদক—শ্রী ব্রহ্মেন্দ্রনাথ ত্রিবেদী এম্. এ.
সংখ্যা—২

স্বত্বক—

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুর এম্. এ.

সামান্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ

প্রথম খণ্ড

—:~:—

অনুবাদক

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

—:~:—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চট্টো

শ্রীবাসকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৬

মর্কটস্থ প্রকাশিত

কলিকাতা,

২৫ নং, ব্রায়ব'গান ষ্ট্রীট; ভারতমিহির যন্ত্র

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ।

তস্মৈ

প্রবেশক

(প্রাথমিক)



ঋকসংহিতা, যজুঃসংহিতা, সামসংহিতা, ও অথর্বসংহিতা, এই চারিখানি সংহিতা গ্রন্থের শাখাভেদে বিভিন্ন বিভিন্ন সংহিতা আছে। ইহাদের মধ্যে যজুঃসংহিতার বাজসনেয় ও তৈত্তিরীয় শাখা-ভেদে দুইখানি প্রধান সংহিতা আছে, বাজসনেয়সংহিতা ও তৈত্তিরীয়সংহিতা। ইহা ভিন্ন যজুঃসংহিতার মৈত্রায়ণী, কঠপ্রভৃতি শাখা-ভেদে মৈত্রায়ণীসংহিতা, কঠসংহিতা প্রভৃতিও আছে। মূল এক হইতে উৎপন্ন হইলেও বাজসনেয় ও তৈত্তিরীয় শাখার ক্রমশঃ ভেদ অধিকতর হইয়া পড়ে, ও সম্ভবত সেইজন্য তাহারা বথাক্রমে শুক্ল ও কৃষ্ণ নামে অভিহিত হয়। এই তন্ত্র বাজসনেয়সংহিতার অপর নাম শুক্লযজুর্বেদ, ও তৈত্তিরীয়সংহিতার অপর নাম কৃষ্ণযজুর্বেদ। পূর্কোক্ত মৈত্রায়ণী ও কঠ প্রভৃতি সংহিতা কৃষ্ণযজুর্বেদেরই অন্তর্গত। বাজসনেয়সংহিতার আবার অবান্তর কাণ্ড ও মাধ্যন্ধিন নামক শাখা বা উপশাখা ভেদে দুইখানি সংহিতা, কাণ্ডসংহিতা ও মাধ্যন্ধিনসংহিতা। এই উভয় সংহিতারই এক একখানি পৃথক ব্রাহ্মণ আছে। কাণ্ডসংহিতার ব্রাহ্মণের নাম কাণ্ড শতপথ, এবং মাধ্যন্ধিন সংহিতার ব্রাহ্মণের নাম মাধ্যন্ধিন-শতপথ। এই উভয় শতপথ ব্রাহ্মণের সাধারণ নাম বাজসনেয়-ব্রাহ্মণ। বর্তমান অনুবাদ মাধ্যন্ধিন-শতপথের।

সর্বপ্রথমে স্বর্দ্ধাণ পণ্ডিত বেবর সাহেব সাধারণাদি ভাষ্যের সায়াংশসম্বলিত মাধ্যন্ধিন-শতপথ প্রকাশ করেন, তাহার পর আকস্মীর-বৈদিকযন্ত্রালয়ে তাহা হইতে মূল মাত্র প্রচারিত হয়, এবং সম্প্রতি ভারতের বেদবিদ্যার অধিভীষ গৌরবন্তুল আচার্য্য ত্রিযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় প্রাচীন ভাষা ও পুঙ্কট টংকুট টিপ্পনীর সহিত বঙ্গীয় আশিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত করিতেছেন। অনুবাদক সামশ্রমী মহাশয়েরই সংস্করণ অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিতে সাহস পাইয়াছেন। Prof. Julius Eggeling কাণ্ডশতপথের . সংস্করণ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে ? এই প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয় যে, মন্ত্রের বা মন্ত্ররূপ সংহিতা-গ্রন্থের আদি ভাষা বা ব্যাখ্যান গ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণ । সংহিতায় যে সকল মন্ত্র রহিয়াছে, ব্রাহ্মণে তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; ঋগ্বেদ পদসমূহের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, মন্ত্রের তাৎপর্য কথিত হইয়াছে, বিষয়টি সূচাক্রমে বুঝাইবার জন্য আখ্যায়িকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং কোন মন্ত্রে কোথায় কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহাও উক্ত হইয়াছে । কল্পসূত্রসমূহের ভিত্তি এই ব্রাহ্মণেই ; ব্রাহ্মণ হইতেই গ্রহণ করিয়া কল্পসূত্রসমূহে বিনিয়োগগুলি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে । ব্রাহ্মণে মন্ত্রসমূহ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অধিকাংশ স্থলেই যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে । এই সমস্ত আলোচনা করিয়া তৎকালের চিন্তাপ্রণালী বুঝিতে পারা যায় । প্রসঙ্গক্রমে নানারূপ আচার-ব্যবহার রীতি-নীতির উল্লেখ করা হইয়াছে ; আখ্যায়িকা সমূহে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত রহিয়াছে । ব্যাখ্যাগ্রন্থে কখন কখন মতান্তর খণ্ডন করা হইয়াছে, আবার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মত গ্রহণ করা হইয়াছে । সংহিতায় যে সকল ভাব সংক্ষিপ্ত, ব্রাহ্মণে সে সমুদয় বিস্তৃত দেখিতে পাওয়া যায় । সংহিতায় কেবল মন্ত্রগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ সকল মন্ত্র আর্ঘ্যগণ কোথায় কিরূপে কি জন্ত ব্যবহৃত কারতেন, তাহা ভালরূপে বুঝা যায় না ; ব্রাহ্মণে তৎসমুদয় বুঝা যায় । সংহিতার সময় হইতে যে সকল আচার-ব্যবহার চলিয়াছে, ব্রাহ্মণেই তাহা প্রথম লিখিত । এক্ষণ প্রাচীন আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি জানিতে হইলে ব্রাহ্মণ আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক ।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের আখ্যায় মন্ত্র, এই উভয়ের নাম বেদ ; অতএব বেদ বলিলে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই বুঝিতে হয় ।

বৈদিক সাহিত্যে আর বত ব্রাহ্মণ আছে, তাহাওঁর সকলের অপেক্ষা শতপথ ব্রাহ্মণ উৎকৃষ্ট, এবং আকারেও শ্রেষ্ঠ । ইহাতে এক শত পথ অর্থাৎ অধ্যায় আছে বলিয়া ইহার নাম শতপথ । মাধ্যমিন-শতপথ ১৪ কাণ্ড, ১৫০ অধ্যায় বা ৬৮ প্রাণাঠক, ৪৩৮ ব্রাহ্মণ, ও ১৬২৪ কণ্ডিকার * বিভক্ত । কাণ্ড-শতপথে

* এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ভবিষ্যতে বৃহৎ পুস্তিকা দ্বারা হইবে ।

১৭ কাণ্ড আছে; ইহার কারণ এই যে, ইহাতে প্রথম, পঞ্চম, ও চতুর্দশ কাণ্ডকে দুই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। কাণ্ড-শতপথে প্রাণাঠক দ্বারা ভাগ দেখা যায় না, কেবল অধ্যায় দ্বারা ই ভাগ আছে।

শতপথের উল্লিখিত চতুর্দশ কাণ্ডের মধ্যে কোন কোন কাণ্ড পরে সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া পাক্ষাত্য পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন। তৎসমুদয় ভবিষ্যতে আলোচনা করা যাইবে।

পূর্বোক্ত চতুর্দশ কাণ্ডের প্রত্যেকের এক একটি স্বতন্ত্র নাম আছে; মূল গ্রন্থে ইহা না থাকিলেও ভাষ্যসমূহে পাওয়া যায়। বর্তমান প্রথম কাণ্ডের নাম হ বি ষ্ণ ক। ব্রাহ্মণসমূহেরও এইরূপ পৃথক পৃথক নাম আছে, প্রথম কাণ্ডের ব্রাহ্মণনামগুলি সূচীপত্রে প্রদর্শিত হইল।

প্রথম কাণ্ডে মোট ৯ অধ্যায়, বা ৭ প্রাণাঠক, ৩৭ ব্রাহ্মণ, ও ৮৩৮ কণ্ডিকা আছে।

শতপথের শেষ চতুর্দশ কাণ্ডে সুবিশদরূপে পরমাস্তব নিরূপিত হইয়াছে; সুপ্রসিদ্ধ বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ এই চতুর্দশ কাণ্ডেরই অন্তর্গত। ইহার পূর্ববর্তী প্রথম হইতে ত্রয়োদশ কাণ্ড পর্য্যন্ত প্রধানভাবে দক্ষিণ, গার্হপত্য, ও আহবনীয়-নামক ত্রিবিধ-সাধ্য কর্মসমূহ প্রতীপাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম কাণ্ডে দর্শ ও পূর্ণ্যাস নামক সুপ্রসিদ্ধ বাগধর বর্ণিত হইয়াছে; প্রথমে পূর্ণ্যাস, ও তাহার পর দর্শ। পূর্ণ্যাসের প্রথম অঙ্ক ত্রতোপায়ন অর্থাৎ সেই বাগের ক্ষত্র নিয়ম বিশেষের গ্রহণ; এই ত্রতোপায়নের অন্তর্ভূত জলাচমন হইতেই মূল শতপথ ব্রাহ্মণের আরম্ভ।

Prof. Eggeling কৃত শতপথ ব্রাহ্মণের ইংরাজী অনুবাদ Sacred Books of the East নামক গ্রন্থাবলীতে বহুদিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্য সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদী এম. এ. মহাশয়ের প্রেরণায় ও উদ্যোগে, বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের ইচ্ছায়, এবং দ্বীবাণতিয়ার স্বয়ং বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম. এ. বাহাদুরের উৎসাহ ও অর্থসহায়ত্বে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইতেছে।

অনুবাদ যথাসম্ভব আক্ষরিক করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অস্পষ্ট পদ-
সমূহের অর্থ স্থানে স্থানে বঙ্গীয়-মধ্যে দেওয়া হইয়াছে, কোথাও কোথাও বা

বন্ধনীর মধ্যে তাৎপর্যও লিখিত হইয়াছে। ছত্রহ স্থলসমূহের অধিকাংশ স্থানেই টীকা সন্নিবেশিত করা গিয়াছে। তথাপি এ গ্রন্থখানি যে সাধারণ পাঠকে হৃদয়াকর্ষক হইবে, তাহা আশা করা যায় না। নিতান্ত বৈষ্য না থাকিলে, মূল বা অনুবাদ হউক, এ জাতীয় গ্রন্থ সমগ্র অধ্যয়ন করিতে অনেকেই পারিবেন না। প্রাচীন যাগ-যজ্ঞের প্রণালী, প্রাচীন আচারব্যবহার-পদ্ধতি, ও প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রভৃতি তত্ত্ব জানিবার জন্য যাহারা বিশেষরূপে উৎসাহসম্পন্ন, তাঁহারা ভিন্ন কাহারো নিকটে ইহা ভাল লাগিবে বলিয়া মনে হয় না। তবুও এতাদৃশ গ্রন্থের যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শতপথ ব্রাহ্মণ অতি বৃহৎ গ্রন্থ, একত্র ইহা খণ্ডে খণ্ডে বাহির করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এক একটি খণ্ড উপযুক্ত আকারের হইবে, ও তাহাকে পাঠোপযোগী করা যাইবে। এই জন্য বর্তমান খণ্ডে প্রতিব্রাহ্মণের উপর সূক্ষ্মাক্ষরে তত্তৎ ব্রাহ্মণের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে। ইহা কতকটা সূচীপত্রের কাজ করিবে। এই খণ্ডে প্রাপ্ত যাজ্ঞিক কর্মসমূহের ও আখ্যায়িকাগুলির সূচীপত্র করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণগুলির নাম নির্দেশের দ্বারা এই খণ্ডের প্রতিপাদ্য স্থল বিষয় গুলি কতক জানা যাইবে। সমগ্র গ্রন্থশেষে বিশদ ও দীর্ঘ সূচী দেওয়া হইবে।

আচার্য্যের চরণপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া বেদ অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য আমার কোন দিনই ঘটে নাই; আচার্য্যপরম্পরা না থাকিলে বিদ্যা, বিশেষতঃ বেদবিদ্যা প্রসন্ন হয় না। অতএব আমার কৃত অনুবাদে যে নানা স্থানে ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে, তাহা খুবই সম্ভব। প্রজ্ঞানন্দ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী মহাশয় আমার উপর ঐ তার চাপাইয়া দিয়াছেন এবং আমিও তাঁহাদের উৎসাহ-বলি অবলম্বন করিয়া স্বকীয় ক্ষুদ্র বুদ্ধির ক্ষীণ-লোকের সাহায্যে বিষয় পথের মধ্যে যথাশক্তি ঐ তার বহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সহৃদয় পাঠকবর্গ করুণা করিয়া সাহায্য করিলে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ হইতে পারে, ইহা আশা করিতে পারি।

অনুবাদ করিতে গিয়া Prof. Eggelingএর ইংরাজী অনুবাদ হইতে ও আচার্য্য সামশ্রয়ী মহাশয়ের চিহ্ননী হইতে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। অনুবাদদলকে ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত মনো মনো আলোচনা করিয়াছি।

এবং তাহাতে উপকার পাইয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের পক্ষ হইতে ঐক্যন-সঙ্ঘদয় শ্রীযুক্ত কুমার বাহাদুর এই অনুবাদের স্তম্ভ অকাতরভাবে অর্থব্যয় করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পুস্তকালয়ে যথেষ্ট ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে বিশেষ সুযোগ প্রদান করিতেছেন। আমি ইহাদের সকলের নিকটেই চিরকৃতজ্ঞ।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম, শান্তিনিকেতন,
বোলপুর, ৬মাঘ, ১৩১৬।

শ্রীবিষ্ণুশেখর ভট্টাচার্য্য।

সংযোজন ও সংশোধন

১৬পৃ. ১৫প. ‘পালন’, ইহার স্থল “লঙ্গার;” √শ্চ অর্থ স্রীতি ও পালন, চলনও ইহার অর্থ হইতে পারে। সারণ অর্থ করিয়াছেন “পালয়ামান;” হরিশ্চামীর ভাষ্যের পুস্তকান্তরে তাহার অর্থ “বিক্রান্তবান্” লিখিত হইয়াছে, এবং সারণের “শ্চ স্রীতিপালনয়োঃ” স্থানে হরিশ্চামী “শ্চ স্রীতিচলনয়োঃ” পাঠ করিয়াছেন। ১. ৭. ৪. ৯ কণ্ডিকায় এই আখ্যায়িকা আবার উক্ত হইয়াছে। তদন্ত হরিশ্চামীর ভাষা দ্রষ্টব্য; সোমাইটী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ৩২৮ পৃ. ১৭ প.।

৪২ পৃ. ১৭প. ‘(বজমানের)’ এই অংশ হইবে না।

৫২ পৃ. ১ প. ‘অবিশ্রামে’ হইবে না।

৯২ পৃ. ১৯ প. ‘গান্তারী’, স্থানে ‘গান্তারী’ হইবে।

১০২ পৃ. ১২ প. ‘(বজমানের মধ্যে অবিক্ষেপে সংযুক্ত করিয়া)’ এই সমগ্র স্থলে ‘ধারণ করিয়া’ হইবে।

১০৩ পৃ. ২. প. ‘তাহাতে’ স্থানে ‘বজমানে’ হইবে।

১০৯ পৃ. ২০ প. সংযোগ করিতে হইবে ‘কেহ কেহ বলেন ম দা নী রা নদী গ ও কী নদীর নামান্তর, তাহা ক র তো রা নহে।’

১৫৩ পৃ. ১ প. ‘২ ত্রা.’ স্থলে ‘১ ত্রা.’ হইবে। ‘দ্বিতীয় কাণ্ড’ স্থলে ‘প্রথম কাণ্ড’ হইবে; ১৭৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সর্বত্রই ‘দ্বিতীয় কাণ্ড’ হইবে।

১৪৯ পৃ. ১৮ ও ২১ প; ১৫০ পৃ. ১৮ প. ‘ত নূ ন গা ৭’ হইবে।

১৬২ পৃ. ৪ প. ‘পারিবে’ স্থানে ‘না পারিবে’ হইবে।

১৯৪ পৃ. ১১ প. ‘দ্বারা’ স্থানে ‘দ্বারা’ হইবে।

২০৭ পৃ. ১০ প. ‘বায়ু বৃষ্টির প্রভাবাধীন’ স্থানে ‘বৃষ্টি বায়ুর প্রভাবাধীন’ হইবে।

২৪৮ পৃ. ১ পৃ. ‘৭ প্র. ২ ত্রা.’ হইবে।

সাংকেতিক অক্ষর

অর্থ.	স.	=	অর্থবোধসংহিতা
আপ.	শ্রৌ.	=	আপত্ত্বশ্রৌতমূল
আখ.	শ্রৌ.	=	আখ্যায়নশ্রৌতমূল
ঋ.	স.	=	ঋগ্বেদসংহিতা
ঐ.	ব্রা.	=	ঐতরেয়ব্রাহ্মণ
কা.	শ্রৌ.	=	কাত্যায়নশ্রৌতমূল
কৌবী.		=	কৌবীতকীব্রাহ্মণ
গো.	ব্রা.	=	গোপথব্রাহ্মণ
তৈ.	ব্রা.	=	তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ
তৈ.	স.	=	তৈত্তিরীয়সংহিতা
বৌ.	শ্রৌ.	=	বৌধায়নশ্রৌতমূল
বা.	স.	=	বাজসনৈয়সংহিতা
সাম্. ছা.	ব্রা.	=	সামবেদীয় ছান্দোগ্যব্রাহ্মণ
সাম্.	স.	=	সামসংহিতা

অ.	=	অধ্যায়
তুলঃ	=	তুলনীয়
ভঃ	=	ভ্রষ্টব্য
প্র.	=	প্রপাঠক
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
প.	=	পংক্তি
ব্রা.	=	ব্রাহ্মণ

শতপথ ব্রাহ্মণ

প্রথম কাণ্ড

প্রথম প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[১ যজ্ঞমানের ব্রত গ্রহণের ক্ষমতা জল আচমন, অনৃতবাচ্য উচ্চারণে অবৈধতা, জলের পবিত্রতা ;
—২ অগ্নির ব্রতপতিত্ব, ব্রত-গ্রহণের মন্ত্র ;—৩ ব্রত-বিসর্জনের মন্ত্র ;—৪ দেবগণের সত্যবাদিতা, মনুষ্যগণের অসত্যবাদিতা, ব্রতগ্রহণের বৈকল্পিক দ্বিতীয় মন্ত্র, ব্রতগ্রহণে দেবক-লাভ ;—৫ দেবগণের সত্যকথন ব্রত আচরণ হেতু বশবিতা, সত্যবাদী লোকের বশ প্রাপ্তি ;—৬ ব্রত-বিসর্জনে পুনরায় মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি ;—৭ ব্রতে ভোজনাতোজন-বিচার, তদ্বিষয়ে অ বা ঙে র মতে অনশন-কর্তব্যতা, উপবসন-শব্দের অর্থ নির্বাচন ;—৮ অ বা ঙে র মতে যুক্তিপ্রদর্শন ;—৯ বা জ ব জ্যে র মতে সেই সমস্ত ত্রবা ভোজ্য, যাহারা ভুক্ত হইলেও অতৃক্ত বলিয়া গণ্য হয় ;—১০ অরণ্যজাত গুহাধি বা গৃহকলের তে জনীয়তা ;—১১ পৃথীতব্রত ব্যক্তির আহবনীয় বা গার্হপত্য অগ্নির গৃহে রাহিতে নীচে পদন ;—
১২ পরদিন প্রাতে ‘প্রণীতা-প্রণয়ন’ অর্থাৎ পুরোডাশের নিমিত্ত পিষ্ট ক্রীহিতে শিশাইবার ক্ষমতা জল লইয়া যাওয়া ;—১৩ তাহার মন্ত্র ও সেই মন্ত্রের অর্থের অংশভূতা ;—১৪ প্রণীতা-প্রণয়নে যুক্তি ;—
১৫ তাহার ফলবর্ণন ;—১৬-১৭ জলের বজ্ররূপ প্রতীপাদনের ক্ষমতা আখ্যায়িকা, রক্ষা-শব্দের নির্বাচন, জলের বজ্ররূপে যুক্তি, প্রণীতা-প্রণয়নের দ্বারা নির্বিকল্পে বজ্র সম্পন্ন হয় বলিয়া তাহার কর্তব্যতা ;—
১৮ গার্হপত্য অগ্নির উত্তর দিকে প্রণীতা-নামক জলের স্থাপন ও তাহাতে যুক্তি ;—২০ আহবনীয়ের উত্তর ভাগে ঐ জলকে রক্ষা করা ;—২১ অর্পিতা ও অগ্নির মধ্যে সংকরণ নিষেধ, বসাবিহিত স্থানে প্রণীতা প্রণয়ন না করার দোষ ও যুক্তি ;—২২ দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় নামক অগ্নিভেদে তৃণ দ্বারা পরিপূরণ, যজ্ঞীয় পান্ড্রসমূহের সংগ্রহ ।]

১। তিনি (যজ্ঞমান) ব্রত গ্রহণ করিবার জন্ত আহবনীয় ও গার্হপত্য-নামক অগ্নিঘরের মধ্যে পূর্বমুখে দাঁড়াইয়া জল আচমন করেন।^১ তিনি জল আচমন করিয়া অন্তরে পবিত্র হন ; কেননা, যে ব্যক্তি অন্তঃকণ্ঠে বাসে, সে তাহাতে অমেধ্য হয়, এবং জন মেধ্য^২ ; (তিনি ইচ্ছা করেন)—‘মেধ্য হইয়া এত গ্রহণ করি ;’ জল পবিত্র, (তিনি ইচ্ছা করেন)—‘পবিত্রের দ্বারা পুত হইয়া এত গ্রহণ করি।’ তিনি সেই জন্তই জল আচমন করেন।

২। তিনি অগ্নিকেই^৩ সমুখে দেখিতে দেখিতে (এই মন্ত্রে) ব্রত গ্রহণ করেন—“হে ব্রতপতি অগ্নি, আমি ব্রত আচরণ করিব, তাহা যেন আমি পারি, তাহা আমার সুসিদ্ধ (বা সমৃদ্ধ) হউক।”^৪ অগ্নিই দেবগণের মধ্যে ব্রতপতি (বলিয়া) তিনি তাঁহাকেই বলেন—“আমি ব্রত আচরণ করিব, তাহা যেন আমি পারি, তাহা আমার সুসিদ্ধ হউক।” এখানে অস্পষ্টার্থের ভ্রায় কিছু নাই^৫।

৩। অনন্তর (ব্রত) শেষ হইলে তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) বিসর্জন করেন—“হে ব্রতপতি অগ্নি, আমি ব্রত আচরণ করিয়াছি, তাহা আমি পারিয়াছি, তাহা আমার সুসিদ্ধ হইয়াছে” ; কেননা, যিনি যজ্ঞের পর্য্যবসান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইহা পারিয়াছেন ; এবং যিনি যজ্ঞের পর্য্যবসান প্রাপ্ত

১। ‘ব্রত’-শব্দে এখানে পূর্বদ্বাস বাসের পূর্বানুষ্ঠানের নিয়ম। আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ নামে তিনটি অগ্নি বাসে স্থাপন করা হয়, এই অগ্নিদের ‘ব্রোতা’-নামে প্রসিদ্ধ।

২। মেধ-শব্দের অর্থ যজ্ঞ, (মেধ্যভেদে বধ্যভেদে পদ্যধিরত্রেতি √মেধ্ + যজ্), বধ্য—অথমেধ, নরমেধ ইত্যাদি ; “ব্রাতৃতিঃ সঙ্কিতো বীরস্ত্রীন্ মেধানাহরিযাতি”—মহাভারত, ১. ১২৩. ৩০ ; মেধ-শব্দে যজ্ঞের দ্বারা অংশ বা কবিকেশে বুঝায়, ত্রৈলোক্য ১. ২. ১ ৬ ; ও অর্থ ১. ১০০. ৬ দ্বাধ্যপ-ভাব। মেধের যজ্ঞের বোনা এই অর্থে ‘মেধা’ পদ হয় ; এবং তাহা হইতেই কালক্রমে তাহার অর্থ ‘পবিত্র’ হইয়াছে।

৩। অগ্নি-শব্দে এখানে আহবনীয় অগ্নিকে বুঝিতে হইবে।

৪। বা. স. ১. ৫. ১

৫। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ মন্ত্রের ব্যাখ্যা স্বরূপ, এক অনুবাদ্য ব্রত ব্রাহ্মণ ; উক্ত ইহা উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যার প্রবৃত্ত হইয়া সহজ বোধে বলিতেছে, ‘এখানে কিছু অস্পষ্টার্থের ভ্রায় নাই,’ অর্থাৎ এখানে ব্যাখ্যা করিবার কিছু নাই।

৬। বা. স. ২. ২৮, ১

হইয়াছেন, তাঁহার তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে । বহু লোকে ইহারই দ্বারা ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, (অতএব) ইহারই দ্বারা গ্রহণ করিবে ।

৪। সত্য ও অনৃত এই দুইই আছে, (ইহার) তৃতীয় নাই । সত্যই দেবগণ, এবং মনুষ্যগণ অনৃত ।^১ (তিনি যে বলেন)—“আমি অনৃত হইতে এই সত্য উপস্থিত হইতেছি ।”^২ তাহাতে তিনি মনুষ্যগণ হইতে দেবগণে উপস্থিত হইয়া থাকেন ।

৫। তিনি সত্যই বলিবেন ।^৩ দেবগণ এই সত্য ব্রতই আচরণ করিয়া থাকেন, এবং সেই ভক্তই তাঁহার যশস্বী । যে ব্যক্তি এই প্রকার জানিয়া সত্য বলেন, তিনিও যশস্বী হন ।

৬। (ব্রত) শেষ হইলে তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) বিসর্জন করেন—“আমি এই যে আছি, সেই আছি ।”^৪ তিনি ব্রত গ্রহণ করিয়া অমামুষের ঠায় হন, (অতএব ব্রত বিসর্জনের সময়) তাহা ঠিক হয় না যে, তিনি বলিলেন—“আমি এই সত্য হইতে অনৃত উপস্থিত হইতেছি ।” তজ্জন্ত, তিনি পুনর্বার মামুষ হন বলিয়া, “আমি এই যে আছি, সেই আছি”—এই বলিয়াই ব্রত বিসর্জন করিবেন ।

৭। অনন্তর, (যেহেতু ব্রতগ্রহণের পর ব্রতগ্রহণকারীকে নির্দিষ্ট ভোজন করিতে হইবে) সেই ভক্ত ভোজনাতোজনেরই (আলোচনা করা যাইতেছে)^৫ ।

১ অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ (৪ কৃতিকায়) “আমি অনৃত হইতে এই সত্যে গমন করিতেছি...” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা । এখানে ‘ইহারই’—এই ইকার, বা সংস্কৃত ‘এব’ দ্বারা পূর্ববর্ত্ত (‘হে ব্রতগতি অগ্নি...” ইত্যাদি) নিষিদ্ধ হইতেছে না, কিন্তু পরবর্ত্তী মন্ত্রের প্রাণসংক্রান্ত প্রতিপাদিত হইতেছে যে, পূর্বের অপেক্ষা পরের মন্ত্রটি ভাল । এই ভক্ত কাভার্যন-শ্রোতমন্ত্রে (২. ১. ১১) উভয় মন্ত্রেরই বৈকল্পিক বিধান দেখা যায় ।

২ অর্থাৎ দেবগণ সত্যাবাদী, ও মনুষ্যগণ অনৃতবাদী । তুলঃ—“সত্যসংহিতা বৈ দেবানুতসংহিতা মনুষ্যাঃ”—ঐ. ভা. ১. ১. ৬ ।

৩ । বা. স. ১. ৫. ২

১০। তুলঃ—“ভৈরবতম্ ব্রতং—নানুতম্ বসেৎ”,—ভৈ. স. ২. ৫. ৫. ১১ ।

১১ । বা. স. ২. ২৮. ২ ।

১২ । পূর্বমাস-মাসে আভ্যাহারিক শ্রাদ্ধাদি করিবার পর অগ্নিধান করিয়া বজ্রমাণকে পত্নীর সহিত বাস-মৈথুনের কর্জন সম্বল করিতে হয় । পরে শিখাধানে বেশ ও স্নান বশন করিয়া অপরাহ্নে

তৎসম্বন্ধে সা ব য় স (স ব য়ার পুত্র) অ বা চ অনশন ব্রতই মনে করেন ; কেননা, তিনি বলেন—‘দেবগণ মনুষ্যের মনকে সম্যাক্রূপে জানেন ; তাঁহারা এই ব্রতগ্রহণকারীকে জানেন যে, ‘ইনি প্রাতঃকালে আমাদের যাগ করিবেন ;’ সেই দেবগণ ইহঁার গৃহে (ব্রতদিবসে) আগমন করেন,—তাঁহারা ইহঁার গৃহে (আসিয়া) ইহঁার নিকটে বাস করিয়া থাকেন (উ প ব স স্তি), সেই জন্ত তাহার (ব্রত দিবসের) নাম উ প ব স থ ।

৮। ‘অপর সমস্ত মনুষ্য অতুত থাকিতে কেহ পূর্বে ভোজন করিবে,— ইহাই যখন উচিত নহে, তখন দেবগণ অতুত থাকিতে যে ব্যক্তি পূর্বে ভোজন করিবে, (তাহার সম্বন্ধে আর কি বলা বাইতে পারে) ? সেইজন্য ভোজন করিবে না ।’

৯। যা জ্ঞ ব ক্ত্য সে বিষয়ে বলিয়াছেন—‘তিনি যদি ভোজন না করেন, তবে পিতৃদেবতার যাগকারী হন ; আর যদি ভোজন করেন, তবে তিনি দেবগণকে অতিক্রম করিয়া ভোজন করিবেন ; (অতএব) তিনি তাহাই ভোজন করিবেন, যাহা ভুক্ত হইলেও অতুত (বলিয়া গণ্য হয়) ।’^{১০} যে বস্তুর (নির্মিত)

সপত্নীক নাথ, মাংস ও লবণাদি বর্জিত সুত বা দুগ্ধ ভোজন করিতে হয়—বাহাতে খুব তৃপ্তি না জন্মায়। ইহার পরে পূর্বোক্ত “হে এতপতি অগ্নি...ইত্যাদি,” অথবা “এই আমি...ইত্যাদি” মন্ত্রে ব্রত গ্রহণ করিয়া সেই দ্বাদশে রাত্রিতে অগ্নিহোত্র করিতে হয়। রাত্রিতে ভোজনের ইচ্ছা হইলে স্ত্রীমাক-নীবারাদি আরণ্যক ওষধি ভক্ষণ করিতে পারা যায়। (এই পৌরুষার্থ্য ও অশন সম্বন্ধে কোনো কোনো হৃদ-গ্রন্থে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মতভেদ দেখা যায়। কা. শ্রো. ২. ১০. ৪; আপ. শ্রো. ৪. ২. ৮; ৩. ১—১১ স্তম্ভ্য। কা. শ্রো. ২ অধ্যায়, ও আপ. শ্রো. ৪. ২. কণ্ডিকায় এই বাগের বিশেষ বিধান আছে)। যুগে এই রাত্রিতে কি কি ভক্ষণ করিতে পারা যায় না যায়, তাহাই নিরূপিত হইতেছে। কাহারো কাহারো মতে কিছুই ভোজন করা উচিত নহে, অপর মতে একরূপ ভোজন বিধেয়, বাহাতে ঐ ভোজনও অতোজন-তুলা হয়। যুগে এই শ্রেণীকৃত মতই পরিগৃহীত হইয়াছে, এবং তজ্জন্যই লিখিত হইয়াছে—“অশনানশনমত”।

১০। নিম্নে আছে—দৈবকর্মে বেষ্টীক্ষেপে যে হবি রাখা হয়, তাহাই প্রথমে অস্ত কোন স্থানে ব্যয় করিবে না ; অপর জব্য যথেষ্ট ব্যয় করা বাইতে পারে। কিন্তু পৈত্র্যকর্মে দৈরূপ নহে ; এহলে পিতৃগণের উদ্দেশে রক্ষিত-অরক্ষিত কোন ব্যবহারই প্রথমে অস্তর বিনিয়োগ উচিত নহে। অতএব যদি তিনি রাত্রিতে ভোজন না করেন, তবে, পিতৃলোকের উদ্দেশে রক্ষিত-অরক্ষিত কোন বস্তুরই ব্যবহারের অস্তাব হেতু মনে হইতে পারে যে, তিনি পিতৃদেবতার উদ্দেশে যাতঃ

হবি দেবগণ গ্রহণ করেন না, তাহা ভুক্ত (হইলেও) অভুক্ত। অতএব, তিনি ভোজন করেন বলিয়া পিতৃদেবতার বাগ্‌কারী হন না; আর যদি তিনি তাহাই ভোজন করেন—যাহার (নিশ্চিত) হবি (দেবগণ) গ্রহণ করেন না, তবে তিনি তাহাতে দেবগণকে অতিক্রম করিয়া ভোজন করেন না।

১০। তিনি আরণ্য বস্ত্রই ভোজন করিবেন—আরণ্য ওষধি, বা আরণ্য বৃক্ষফল। তদ্বিষয়ে বা ক' (ব্র বা র পুত্র) ব' ক, বলিয়াছেন—‘তোমরা আমার জ্ঞাত মাংস পাক কর, (দেবগণ) মাংসের হবি গ্রহণ করেন না।’^{১০} কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না; কারণ, এই যে শমোদ্যন্ত (তিল মাংস প্রভৃতি), ইহা ত্রীহি ও যবের বৃদ্ধিকারক; ব্জ্জন্ত (লোকে) ইহার দ্বারা ত্রীহি ও যবকে অধিকতর বৃদ্ধি করিয়া থাকে।^{১১} অতএব তিনি আরণ্য বস্ত্রই ভোজন করিবেন।^{১২}

১১। তিনি এত (ব্রতগ্রহণের) রাত্রি আহবনীয়া বা গার্হপত্য অগ্নির অগারে শয়ন করিবেন। যিনি ব্রত গ্রহণ করেন, তিনি দেবগণেরই নিকটে গমন করিয়া থাকেন,^{১৩} অতএব তিনি যাহাদের নিকটে গমন করেন, তাহাদেরই মধ্যে শয়ন করেন। তিনি নীচে শয়ন করিবেন, কেননা (উপরিস্থিত) মঙ্গলের নীচ হইতে সেবা হইয়া থাকে।^{১৪}

১২। তিনি (অম্বর্যু) প্রাতঃকালে প্রথম কশ্বে জলকেট (‘অপঃ’) সম্মুখে প্রাপ্ত হন, এবং (যজ্ঞস্থলে) তাহা প্রণয়ন করেন (অর্থাৎ লইয়া যান); যজ্ঞই জল, অতএব তিনি ইহাতে প্রথম কশ্বে যজ্ঞকেট সম্মুখে পান, এবং তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু দর্শপূর্ণ্যাস বাগ বস্ত্রত পৈত্রাকর্ষ নহে—ইহা দৈব। অপর পক্ষে, ভোজন করিলে দেবগণকে ছাড়িয়া ভোজন করা হয়। অতএব যাজ্ঞ ব' ক পারিতোষিক রূপে যুগপৎ ভোজন-অভোজন ব্যবহা করিয়াছেন।

১৩। অর্থাৎ মাংস খাইতে পারা যায়।

১৪। সাধারণ ইহার তাৎপর্য এইরূপ। বিধিয়াছেন—ত্রীহি-নিশ্চিত পিষ্ট (পিটুলা) অন্ন মাংস-পিষ্টের সহিত মিশ্রিত করিয়া তিন চারি প্রহর রাখিলে তাহা বাড়িয়া উঠে—ইহা প্রসিদ্ধ। অতএব মাংস ব্যবহার করিলে যেহেতু ত্রীহি ও যব ব্যবহার করিতেই হয়, সেই জন্ত মাংস ব্যবহার করিবে না।

১৫। ‘উপাধর্ষতে,’ “সবীশে শেতে”—ইতি সাধারণ।

১৬। আপত্য প্রথমে অশ্রয়ন বিধান করিয়া বলিয়াছেন যে, যদি ব্রহ্মচারীর স্ত্রী হয়:

• থাকে, তবে উপরেও শয়ন করিতে পারে। আপ. শ্রো ৪. ৩. ১৪-১৫।

যে জন প্রণয়ন করেন, ইহাতে যজ্ঞকেই বিজ্ঞীর্ণ (অর্থাৎ সম্পাদিত) করিয়া থাকেন ।^{১৭}

১৩। তিনি এই সমস্ত অনিরুক্ত (অকৃতনির্কটন-অবাধ্যাত-অনিশ্চিত , বাহুতি (অর্থাৎ সমস্ত) দ্বারা (জন) প্রণয়ন করেন—“কে গোমাকে বৃত্ত করে ? সে তোমাকে বৃত্ত করে। কি জন্ত বৃত্ত করে ? সেইজন্ত বৃত্ত করে ”^{১৮} প্রজাপতি অনিরুক্ত, এবং প্রজাপতি যজ্ঞ-স্বরূপ ; তিনি তজ্জন্ত তহ' দ্বারা প্রজাপতি (-রূপ) যজ্ঞকেই আৱস্ত করেন ।^{১৯}

১৪। তিনি যে জন প্রণয়ন করেন, (গ্রাহ্য করণ এই যে, —এই সমস্ত (বিশ্ব) জনের দ্বারা ব্যাপ্ত, সেই জন্ত এই প্রথম (জন-প্রণয়ন-রূপ) কশের দ্বারা তিনি সমস্তকে ব্যাপ্ত করেন (অর্থাৎ প্রাপ্ত হন) ।

১৫। এখানে ইহার (যজ্ঞের) হোতা, বা অধ্বর্যু, বা ব্রহ্মা, বা আগ্নেয়,

১৮। জনের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করা যায়, এই জন্য জনকে যজ্ঞরূপে স্তবত করিয়া এখানে তাহার প্রশস্ততা কীর্তন করা বাইতেছে। পরে (৩ত ব্রাহ্মণে) পুরোডাশ-নির্মাণ উক্ত হইবে; এই পুরোডাশ-নির্মাণে পিষ্ট ব্রাহ্মের সহিত জন মিশ্রিত করিতে হইবে (৩ কতিকা), তজ্জনাই এই জন সংগ্রহ বিধি।

১৯। বা. স. ১. ৩. ১—৪

২০। সাধারণার্থে এখানে বলিয়াছেন—উক্ত বাসতি বা বস্ত্র সমূহকে যে ‘অনিরুক্ত’ নাম; হইয়াছে তাহার প্রয়োজন দেখাইবার জন্ত বলা হইতেছে যে, “প্রজাপতি অনিরুক্ত।” কোন পরস্পরকে বিশেষরূপে না জানিলে লোকে ‘কঃ’ বলিয়া থাকে, অতএব ইহা ‘অনিরুক্ত’ (অনিশ্চিত), অথবা প্রজাপতিও ‘কঃ’শব্দে অভিহিত হন (তৈ. ব্রা. ২. ২. ১০)। এই সাদৃশ্য-অবলম্বনে প্রজাপতিকে ‘অনিরুক্ত’ বলা যায়। অথবা, যন্তোচ্চারণ বিনা মনে কেবল ধ্যান করিয়া প্রজাপতির হোম করা হয় (শত. ব্রা. ১. ৩. ৫. ১১; ২. ৪. ৪. ৫); এই জন্তও প্রজাপতি অনিরুক্ত (তৈ. স. ৬. ৬. ১০. ৩)। প্রজাপতি অনিরুক্ত হইলেও, এখানে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন এই যে, প্রজাপতি যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছেন (তৈ. ব্রা. ১. ৭. ১. ৪; ঐ. ব্রা. ৭. ৪. ১; ইত্যাদি), এই জন্ত প্রজাপতি কারণ ও যজ্ঞ কার্য্য। এই কার্য্য-কারণের আভেদ স্বীকার করিয়া প্রজাপতিকে যজ্ঞ বলা হইয়াছে। প্রজাপতি যে ‘অনিরুক্ত,’ তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, এখন যজ্ঞ প্রজাপতি-স্বরূপ হইলে, প্রজাপতি ‘অনিরুক্ত’ বলিয়া যজ্ঞও ‘অনিরুক্ত’। মুখে অনিরুক্ত-মধ্যে জন প্রণয়নের কথা বলা গিয়াছে। ইহাই অমূল্য করিয়া এখানে বলা বাইতেছে যে, অনিরুক্ত-মধ্যে জন প্রণয়ন করিয়া অনিরুক্ত যজ্ঞ আৱস্ত করা হয়। যজ্ঞকে অনিরুক্ত বলিবার অন্তই প্রজাপতি শব্দের অবতারণা।

বা স্বয়ং বজ্রমান বাহা প্রাপ্ত হন না, ইহার (জলপ্রণয়ন) দ্বারা তাঁহার তৎ-
সংস্কৃত পাওয়া যায়। **

১৬। তিনি বে জল প্রণয়ন করেন (তাঁহার অগর কারণ এই)—
দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা বাগ করিতেছিলেন; তখন, ‘হোমরা বাগ করিবে না!’—
এই বলিয়া অশুর ও বক্ষোগণ তাঁহাদিগকে ‘বক্ষা’ (প্রতিবন্ধ)** করিয়া-
ছিল। তাহারা (তাঁহাদিগকে) ‘বক্ষা’ করিয়াছিল বলিয়া বক্ষঃ (নামে
খ্যাত) হইয়াছে।

১৭। তাহার পর দেবগণ এই জল (রূপ) বজ্র দেখিয়াছিলেন। জল
বজ্রই; যেহেতু জল বজ্রই, সেই বজ্র ইহা সে স্থান দিয়া যায়, সেই স্থানকে নিম্ন
করিয়া দেয়, এবং সে স্থানে ইহা উপস্থিত হয়, তাহাকে নির্দম্ব (নিঃসার)**
করে। অনন্তর দেবগণ এই (জলরূপ) বজ্র উদ্যত করিয়াছিলেন, এবং তাহার দ্বারা
অভয়, শত্রুরহিত (অশুর-বাক্স-রহিত) ও (শত্রুশরীর লয়) বাত-বহীন স্থানে
বজ্র বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপই বজ্র উদ্যত করেন, এবং অভয়,
শত্রুরহিত ও বাতহীন স্থানে বজ্র বিস্তার করেন। তিনি সেই জন্য জল প্রণয়ন
করিয়া থাকেন।

১৮। তিনি (চন্দ্রস প্রভৃতি পাত্রে উপরে) জল ঢালিয়া গার্হপত্য অগ্নির
উত্তর ভাগে স্থাপন করেন।** জল (‘আপ্ জীং’) জ্বী, অগ্নি যুবা, ও গার্হ-
পত্য অগ্নির আবাস স্থান গৃহ; তজ্জন্ত ইহার দ্বারা গৃহেই এক উৎপাদক মিথুন

২১। জলপ্রণয়ন-স্থলে মূল মন্ত্রই ‘আপ্’ শব্দের প্রয়োগ আছে। ১৯ ও ১৫ কণ্ডিকায়
‘আপ্’ শব্দের নিকট-প্রতিপত্তি আছে।

২২। “বক্ষঃ” “বক্ষঃ”, “বক্ষঃ; প্রতিবন্ধঃ”—ইতি সারণ। প্রতিবন্ধ-অর্থ সংস্কৃতে
রক্ষা-কর্তৃ প্রয়োগ বক্ষঃ; “বক্ষা!”—এই অর্থ বাক্যে “বক্ষা!” অর্থ হইয়া থাকে।
বক্ষঃ = বক্ষঃ = বাধ।

২৩। “নিদহতি,” “নিদহতি নিঃ সারঃ কুপাভিতি”—সারণঃ। জলের সহিত দহাতুর
প্রদ্রাঘ আরও বিচিত্র। তুল—“কিরু খো মহারাজ, উত্তে”পিতে (তত্ত্বাংআয়োগোলকং, মীতং
হিমপিতং চ) দহেতু: “জি”—নিঃশিখ পত্র ২. ২. ৫।

২৪। আপত্য স্থাপিত পাত্রে জল পূরণের বিধান করিয়াছেন, আপ্. জো. ৪. ১, ৪.; কিন্তু
এখানে জলপূর্ণ পাত্রের স্থাপন উক্ত হইয়াছে। কাত্যায়ন ইহাই অবলম্বন করিয়াছেন (কা. জো.

করা হইয়া থাকে।^{১৯} যিনি জল-প্রণয়ন করেন, তিনি বজ্রকেই উদ্যত করেন। যিনি অপ্ৰতিষ্ঠিত^{২০} হইয়া বজ্র উদ্যত করেন, তিনি ইহার প্রতি (বজ্র) উদ্যত করিতে পারেন না; (বরং) তাহাকেই ইনি (জলপ্রণয়ন-কারী) হিংসা করেন।

১৯। তিনি যে গার্হপত্য (গার্হপত্য অগ্নির আবাস স্থানে) জল ('আপ্' জ্বীং) স্থাপন করেন, (তাহার কারণ এই—) গার্হপত্য (আবাস স্থান) গৃহ, এবং গৃহই প্রতিষ্ঠা; তজ্জন্ত তিনি ইহাতে গৃহেই—প্রতিষ্ঠাতেই—প্রতিষ্ঠিত হন; এবং সেইরূপ হওয়ায় বজ্র ইহাকে হিংসা করে না। সেই জন্ত তিনি তাহা গার্হপত্যে স্থাপন করিয়া থাকেন।

২০। তিনি আহবনীয়ের উত্তর ভাগে তাহা (জল) প্রণয়ন করেন। জল ('আপ্') জ্বী, ও অগ্নি যুবা; অতএব ইহাতে এক উৎপাদক মিথুনই, করা হয়। মিথুন এইরূপেই সম্পন্ন হয়; কারণ, জ্বী পুরুষের নিকটে উত্তর (বাম) ভাগেই শয়ন করে।^{২১}

২১। তাহার (জলের ও অগ্নির) মধ্যে কেহ সঞ্চরণ করিবে না; কেননা পাছে^{২২} তাহাতে বিহরণ-প্রবৃত্ত মিথুনের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফেলিবে, (আহবনীয় অগ্নির উত্তর ভাগ) অতিক্রম পূর্বক লইয়া গিয়া তাহা (জল)

২, ৩১); তিনি বলেন—জল-প্রণয়নে অভিচারকারী হইলে কাংস্যপাত্র, ব্রহ্মবর্চসকারী হইলে কাষ্ঠপাত্র, এবং প্রতিষ্ঠাকারী হইলে মৃন্ময়পাত্র ব্যবহার করিতে হইবে। কা. শ্রো. ২, ৩, ৫।

২৫। ২০ কণ্ডিকা জট্টবা। গার্হপত্য অগ্নির উত্তর দেশে জলস্থাপন করিবার প্রয়োজন কি, তাহাই এখানে বলিতে গিয়া ঐ জলের প্রশংসা করা হইয়াছে। অনুবাদের জল-শব্দের স্থানে মূলে 'আপ্' শব্দ আছে। এই আপ্ শব্দ ব্রাহ্মণ বলিয়া ইহাকে স্ত্রীরূপে, অগ্নি পুংলিঙ্গ বলিয়া তাহাকে বুৎকরূপে, এবং গার্হপত্য অগ্নির আবাস স্থানকে গৃহরূপে কল্পিত করা গিয়াছে। যেমন স্ত্রী ও পুরুষ রূপ মিথুন গৃহেই হয়, সেইরূপ এখানেও আপ্-রূপ স্ত্রী ও অগ্নিরূপ বুৎকের মিথুন গার্হপত্যের আবাসস্থান গৃহে উৎপন্ন হয়। মূলে 'যুবা' শব্দের অর্থ বীজসম্ভা বুৎক। ও. স. ৭ ২১, ৫, ৭. ৩১, ১ ইত্যাদি জট্টবা।

২৬। অর্থাৎ জলপ্রণয়নের জন্ত পূর্বোক্ত গার্হপত্য-আবাসে; ১৯ কণ্ডিকা জট্টবা।

২৭। তুলঃ—বক্ষিণ—জান।

২৮। "নেং", 'অথাপি নেতোব ইতিতোভেন সম্ভবুভাতে পরিতরে'—নিকন্ত ১ ৩, ৬।

স্থাপন করিবে না ; এবং তাহা (উত্তর ভাগ) প্রাপ্ত না হইলেও স্থাপিত করিবে না । ২১ তিনি যদি (আহবনীয় অগ্নির উত্তর ভাগ) অতিক্রম পূর্বক লইয়া গিয়া স্থাপন করেন, তবে, অগ্নি ও জলের বিশেষ শত্রুতা আছে বলিয়া, তাহা (এই শত্রুতা) যেমন অগ্নির (নিজের নির্ধাণভাঙ্গণ উপলব্ধের জন্ত) হয়, তিনিও তদ্রূপ (নিজের অনিষ্টের জন্ত) হইয়া থাকেন ; যদি তিনি (আহবনীয় অগ্নির উত্তর ভাগ) অতিক্রম পূর্বক (জল) স্থাপন করেন, তবে, (বজ্রমান ও ঋদ্ধিগুণ) যেখানে (যে কার্য্যে) ইহার (জলপ্রণয়ন-পাত্রে) জল আচমন করেন, সেখানে (তাহা দ্বারা) অগ্নিতে (জনরূপ) শত্রুকেই বর্দ্ধিত করেন । আর যদি (আহবনীয় অগ্নির উত্তর ভাগ) প্রাপ্ত না হইলে স্থাপন করেন, তবে, যে কামনায় ২২ (জল) প্রণীত হয়, তাহা তাঁহার উহা দ্বারা প্রাপ্ত হন ন । ২৩ অতঃপাশ্চাৎ তিনি তাহা আহবনীয়ের ঠিক উত্তর দিকেই প্রণয়ন করেন ।

২২ । অনন্তর তিনি ২৩ তৃণসমূহ দ্বারা (আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ, এই অগ্নিত্রয়ের) প রি স্ত র ণ করেন ; ২৪ এবং ‘দ্বন্দ্ব’ অর্থাৎ একত্র দুইটি করিয়া (যজ্ঞের) পাত্ৰসমূহ আহরণ করেন, ২৫ বথা—পূর্ণ ও অগ্নিহোত্রহবনী, ফা ও কপালসমূহ, শম্যা ও কুম্বাজিন, উলুখল ও মুসল, এবং দ্বন্দ্ব ও উপশা

২২ । অর্থাৎ আহবনীয় অগ্নির পূর্বে বা পশ্চি : ভাগে জল প্রণয়ন না করিয়া ঠিক উত্তর দিকে করিবে ।

২৩ । “কাংসা-বান-পত্ন-শাস্তি-করভিচার-ব্রহ্মবর্চন-প্রতিষ্ঠা-কামা বথালব্ধম্”—কা. শ্রৌ. ২. ৩. ৫ । ২৪ টিপনী ত্রুট্য ।

২৫ । তৃণ-শব্দে এখানে বর্ড বা কুশ, কা. শ্রৌ. ২. ৩. ৩ ; বর্কভাষা ।

২৬ । আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ, এই ত্রিবিধ যজ্ঞের অগ্নির প্রত্যেকের চতুর্দিকে বধাক্রমে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর ভাগে চারিচারি খানি কুশ পাতিয়া আচ্ছাদন করিতে হয়, ইহারই নাম প রি স্ত র ণ ; বৌ. শ্রৌ. ১. ৩. ১৮—২১ পং । এই পরিস্তরণ না করিলে বজ্র নাশাবহায় থাকে,—“স হৈব বজ্র উবাচ—নরত্তরো বিতেরীতি” প্রকৃতা “তন্মাহেতবদিত পরিব্রাজীজাহ,” —বর্কভাষা, কা. শ্রৌ. ২. ৩. ৩ ।

২৭ । এই যজ্ঞের পাত্ৰসমূহ গার্হপত্য অগ্নির পূরোভাগস্থ বেহিতে আহরণ করিতে হয় । এই পাত্ৰ স্থাপনে এই নাম পা ত্র্য স ঙ্গ ন ।

—এই দশ। ১০ বিরাট্ (ছন্দঃ) দশাক্ষরই, এবং বিরাট্‌ই যজ্ঞ ; তজ্জন্তু তিন ইহার (পূৰ্ণোক্ত দশটি পাত্র আহরণের) দ্বারা যজ্ঞকে বিরাট্‌ই অভিসম্পন্ন করেন। ১১ আর যে দ্বন্দ্ব (অর্থ্যাৎ একত্র দুইটি দুইটি করিয়া পাত্র আহরণ, তাহার কারণ এই যে), দ্বন্দ্ব (দুইটি) বীৰ্য্যবৃত্ত হয় ; (সেই জন্ত) যখন (কোন কার্য্য) দুই জন আরম্ভ করে, তখন তাহা বীৰ্য্যবৃত্ত হইয়া থাকে ; এবং দ্বন্দ্ব হইয়াই মিথুন উৎপাদক হয়। অতএব ইহাতে উৎপাদক মিথুনই করা হয়।

৩৪। অনুবাদে উল্লিখিত ঐ দশ প্রকার দ্বিগু আরও বহুবিধ পাত্র ও অন্ত্যস্ত্র প্রবা যজ্ঞ সাধনত হইয়া থাকে, যথা—জুহু, উপহৃত, ফব, ধ্রুবা, প্রাশিত্রহরণ, ইড়াপাত্র, সেক্ষণ, পিষ্টোষপনী, প্রপীতাপ্রণয়ন, আজ্ঞাহালী, দাক্ষপাত্রী, ধেমণরিবাসন, বৃষ্টি অধ্বাহার্য্যহালী ও বনস্তী ইত্যাদি। (বো, শ্রো, ১, ৪, ২—৮ পৃ।) আপস্তম্ব অনুবাদোক্ত দশবিধ পাত্রকে অপ র পাত্র ; এবং স্বব্, জুহু, উপহৃত, ধ্রুবা, সেক্ষ, (দাক্ষ) পাত্রী, আজ্ঞাহালী, প্রাশিত্রহরণ, ইড়াপাত্র ও প্রপীতাপ্রণয়ন—এই দশটিকে পূ র্ণ পাত্র বলিয়াছেন। আপ, শ্রো, ১, ১৫, ৭।

এই সমস্ত পাত্রের কোনটির কি প্রমাণ, কি আকার, ও কোন্ কাঠ দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়, তৎসমুদয় শ্রোতপুত্রসমূহে লিখিত আছে ; কা, শ্রো, ১, ৩, ৪১—৪১ ; ঐ কর্কভাষা ; আপ, শ্রো, ১, ৫, ১০—১৪। বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয় এখানে লিখিত হইল না। “শ্রোতপুত্রার্ঘ্যনির্বাচন” নামক ব্যক্তিকশস্যাদিখানে এই সমস্ত পাত্রের বিবরণ আছে। স্বামী জ্ঞানেশ্বর “সত্যার্থপ্রকাশ” (৩ উ, ৩৮ পৃ) ও “সংস্কারবিধি” (১৯—২০ পৃ) নামক পুস্তকে কতকগুলি যজ্ঞের পাত্রের চিত্র আছে।

৩৫। এখনে সাধারণ ভাষায় তাৎপর্য্য এই—যজ্ঞিগ্নপাত্রের সংখ্যা যে ‘দশ’ বলা হইরাছে, ইহা তাহার, প্রণয়সাধন ; যথা—বিরাট্-যজ্ঞের প্রত্যেক চরণে ১০ দশটি অক্ষর থাকে (ঐ, ব্রা. ৩. ৫. ১০ ; ডুলঃ—ঐ ৮. ১. ৪) ; এবং প্রথম যজ্ঞ জ্যোতিষ্টোমে (তা. ব্রা. ১৩. ১ ; ঐ ব্রা. ৫. ৪. ৫ ; তৈ. স. ৭. ৪. ১০. ১২) ১০ টি স্তোত্রিয় আছে, ইহাকে ১০ দ্বিগু ভাগ দিলে ১০ সংখ্যা পাওয়া যায় ; অতএব ইহাতেও ১০ আছে। বিরাট্, ছন্দ ও জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ—এই উভয় দ্ব্যনেই ‘দশ-সংখ্যারূপ সাদৃশ্য থাকায়, বিরাট্, ছন্দকেই ‘যজ্ঞ’ বলা হইরাছে ; যেমন ‘সিংহা দেবযজ্ঞ’—এখানে সিংহের দ্বারা বলশালী বলিরা দেবযজ্ঞকে সিংহ বলা হয়। ওদিকে যজ্ঞের পাত্রও দশটি। অতএব এই সাদৃশ্য সত্য অবলম্বনকরিয়া ঐরূপ উক্ত হইরাছে।

দ্বিতীয় ভ্রামণ

[১ শূর্ণ ও অগ্নিহোত্রহবনী নামক যজ্ঞের পাত্ৰবস্ত্রের গ্রহণ, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—২ ঐ উক্ত পাত্ৰের অগ্নিতে প্রভপন ও তাহার মন্ত্র ;—৩ যজ্ঞের প্রারম্ভে ঐ দুই পাত্ৰকে অগ্নিতে প্রতপ্ত করিলে অগ্নির ও রক্ষণপণের ভয় থাকে না—ইহারই আখ্যায়িকা দ্বারা বর্ণনা ;—৪ হবি গ্রহণের জন্য শকটের নিকট গমন, তাহার মন্ত্র ও সেই যজ্ঞের তাৎপৰ্য্য ;—৫ যজ্ঞের অন্ত পূহস্থিত ত্রোহি না লইয়া শকটস্থিত ত্রোহিই গ্রহণীয়, ও তাহার যুক্তি ;—৬ শকট হইতে ত্রাহি গ্রহণ করার অপরাধ যুক্তি ;—৭ ওষা (চৰ্মপাত্ৰ) হইতে ত্রাহি গ্রহণ-পক্ষকে পরিচায়ক করিয়া শকট হইতেই গ্রহণ পক্ষকে সমর্থন ;—৮ খাদ্যাদি রাখিবার পাত্ৰ হইতে ত্রাহি গ্রহণ করিলেও ঐ যজ্ঞে অধিকতর ভাবে সেখানে পাঠ করিতে হইবে ;—৯ শকটের যুগ্মপ্রান্তের অগ্নিরূপে বর্ণনা ;—১০ শকটের যুগ্ম-প্রান্ত স্পর্শ করিবার মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা ;—১১ ঐ বিষয়ে আত্মনির্যাস ;—১২ শকটের ইষা-নামক অস্ত্রের স্পর্শ, তাহার মন্ত্র ও তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা ;—১৩ শকটারোহণের মন্ত্র, তাহার ব্যাখ্যা, ভৎপ্রসঙ্গে বিকুর ত্রিবিজয় (বামন-অম্বতার) কথা ;—১৪ শকটস্থিত হবির দর্শন ও তাহার সন্ধ্যাধান মন্ত্র ;—১৫ ত্রোহির মধ্যে যদি কোন তুল থাকে তবে তাহার নিক্ষেপ, না থাকিলে ত্রোহির স্পর্শ, এবং তাহার মন্ত্র ;—১৬ ত্রোহি স্পর্শ করিবার মন্ত্র ও তাহার তাৎপৰ্য্য ;—১৭ ত্রোহি প্রতপ্ত ও তাহার সন্ধ্যাধান মন্ত্র ;—১৮ যে দেবতার অন্ত হবি পূহীত হয় তাহারানামোজ্জ্বল করিবার প্রয়োজনান্তর ;—১৯ পৃথোতিবিশিষ্ট ত্রোহির স্পর্শ, তাহার মন্ত্র ও তাৎপৰ্য্য ;—২০ শকট হইতে অগ্ন্যধ্বার পূর্ব দিক্ অলোকন, তাহার মন্ত্র ও তাৎপৰ্য্য ;—২১ শকট হইতে অবরোহণ, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—২২ গার্গপতা ও আহবনীয় এই উক্ত অগ্নিতেই হবি পাক করিতে পারা যায় ; বাহার হবি যে অগ্নিতে পাক করা হইবে, তাহার পাত্ৰ সমূহ ঐ অগ্নির সমীপে, এক পূর্ণস্থিত হবি ঐ অগ্নির পশ্চাতে স্থাপনীয়, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ।]

১। অনন্তর^১ তিনি (এই মন্ত্রে) শূর্ণ ও অগ্নিহোত্রহবনৌকে গ্রহণ করেন

১। পাত্ৰাসংকলের পর।

২। শূর্ণ প্রসিদ্ধ ; ইহা বল, বংশ বা ঈষিকানামক তৃণে নির্মিত।

অগ্নিহোত্রহবনী : এই পাত্ৰ দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করা হয় বলিয়া ইহার ঐ নাম হইয়াছে। ইহা দীর্ঘে প্রাশেষ পরিমাণ (অজুষ্ঠ হইতে বিস্তৃত তর্জুনীর অগ্র পর্য্যন্ত), বা অত্যন্ত পরিমাণ (কমুই হইতে বিস্তৃত কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত), অথবা বাহুপরিমাণ হয়। ইহার অগ্রভাগ হস্তের ওষ্ঠের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, এবং তখন তাহাতে অঙ্গুলি-পরিমিত গর্ত করা হয় ; কখন কখন অগ্রভাগ হৃৎস্পন্দনের দ্বারা, বা কাঞ্চপুঙ্খের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়, তখন তাহাতে প.চ বা চারি অঙ্গুলি পরিমাণ গর্ত করা গিয়া থাকে। গর্তের অবশিষ্ট ভাগে পরিবার অন্ত একটি দণ্ড লগ্ন করা হয়। এই পাত্ৰ

—“তোমাদের দুইটিকে কর্ণের ও পরিবেষণের জন্ত (গ্রহণ করিতেছি)।” *
 যজ্ঞই কৰ্ম ; অতএব (“কর্ণের জন্ত” ইহার অর্থ) যজ্ঞের জন্ত ; তিনি
 তজ্জন্ত বণেন—“কর্ণের জন্ত তোমাদের দুইটিকে” ; (তিনি বলেন—) “পরি-
 বেষণের জন্ত তোমাদের দুইটিকে” ; কেননা, তিনি (তাহাদের দ্বারা)
 যজ্ঞকে পরিবেষণ (বা ব্যাপ্ত) করেন ।*

২। অনন্তর ‘অবিস্কৃৎ হইয়া যজ্ঞ বিস্তার করিব’—এই (মনে করিয়া)
 তিনি বাক্ সংবধ করেন, কেননা বাক্ই যজ্ঞ (-সাধন) ।* পরে তিনি (শূর্ণ
 ও অগ্নিহোত্রহবনীকে* এই মন্ত্রে অগ্নিতে*) প্রেতপ্ত করেন—“রক্ষঃ দধু,
 অরাতিগণ দধু !” অথবা (এই মন্ত্রে)—“রক্ষঃ সন্তপ্ত, অরাতিগণ সন্তপ্ত !” *

৩। দেবগণ বধন যজ্ঞ বিস্তার করিতেছিলেন, (তখন) তাঁহারা অম্বর ও
 রক্ষঃসমূহের আক্রমণে ভীত হইয়াছিলেন । তজ্জন্ত তিনি যজ্ঞের আবৃত্ত হইতেই
 ইহার দ্বারা এতান (যজ্ঞ) হইতে নাশক-জীব (‘নাষ্ট্র’, অম্বর) ও রক্ষোগণকে
 বিতাড়িত করেন ।

৪। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে শকটের* নিকট) গমন করেন—“বিশ্তাগ

বৈকরত (বৈট) নামক কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত করিবার নিয়ম। আপ. শ্রো. ১. ১৪. ১২, “বায়সপুচ্ছা
 হংসমুখপ্রসেচনাঃ”—ভারদ্বাজঃ; শ্রো. প. নি. ৮. ৩৮ ।

৩। বা. স. ১. ৬. ৩।

৪। অগ্নিহোত্রহবনী দ্বারা শূর্ণ হবি (ব্রীহি) চালিতে হয়, এই এক্স কলা হইতেছে যে,
 তাঁহাতে যজ্ঞকে পরিবেষণই করা হয় ।

৫। বাক্ সংবধ করিলে বাধ্যবহার জনিত চিন্তাক্ষেপের অভাব হেতু ভালরূপে একাগ্রতা
 জন্মিলে, ও তাহার দ্বারা উত্তমরূপে যজ্ঞ সম্পাদিত হইবে—ইহাই এখানে তাৎপর্য্যার্থ ।

৬। কা. শ্রো. ২. ৩. ১০।

৭। গার্হপত্যানবক অগ্নিতে, বৌ. শ্রো. ১. ৪. (৭ পৃঃ ১ পং.) ; আপত্যব মনেন গার্হপত্য
 অথবা আহবনীয় অগ্নিতে, আপ. শ্রো. ১. ১৭. ২।

৮। বা. স. ১. ৭. ১—২।

৯। যজ্ঞ ব্যবহার্য্য পুরোভাগ ব্রীহি বা কবর দ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে । এই ব্রীহি বা ব
 ন শকটে করিয়া যজ্ঞভূমির নিকট রাখা যায়, এক শকট হইতে তাহা নামাইয়া লইবার জন্ত সেখানে
 রাখিতে হয় । ইহাই এখানে বর্ণিত হইতেছে ।

অস্তরিককে অনুগমন করিতেছি।” ১০ এই লোক যেমন মূলহীন (অর্থাৎ প্রতিবন্ধক-হীন) ও উত্তর দিকে (পার্শ্বে) বিগত-বন্ধন হইয়া আকাশে (অর্থাৎ উন্মুক্ত ফাঁকা স্থানে) বিচরণ করে, রক্তও সেটরূপ মূলহীন ও উত্তর দিকে বিগত-বন্ধন হইয়া বিচরণ করে। তিনি সেই জন্ত এই (পূর্বোক্ত) বস্ত্র দ্বারা আকাশকে অভয় ও নাশকজীব-হীন করেন। ১১

৫। তিনি শকট হইতেই (ত্রীহাদিরূপ হবি) গ্রহণ করিবেন, কেননা, শকটই অগ্রে, এবং এই গৃহ তাহার পরেই ১২ (হবির আধার হইয়া থাকে) ; এবং (তিনি মনে করেন যে—) ‘যাহা অগ্রে ছিল, তাহা (নাইয়া) আমি কার্য্য করিব।’ এইজন্ত তিনি শকট হইতেই (হবি) গ্রহণ করিবেন।

৬। শকট প্রাচুর্য্যবুজ্জই ; ১৩ শকট (যে) প্রাচুর্য্যবুজ্জই, (তাহা প্রসিদ্ধ) ; তজ্জন্ত যখন (কোন বস্তু) বহু হয়, তখন (লোকেরা) বলিয়া থাকে—‘(ইহা) শকট-বাহু হইয়াছে।’ তজ্জন্ত তিনি ইহাতে (শকটের নিকট গমন করিয়া) প্রাচুর্য্যেরই নিকটে গমন করেন। অতএব শকট হইতেই গ্রহণ করিবেন।

৭। শকট যজ্জই (অর্থাৎ যজ্ঞের সাধনই) ; শকট (যে) যজ্জই (তাহা প্রসিদ্ধ) ; সেই জন্ত শকটের যজুর্মন্ত্র-সমূহ আছে, ১৪ (কিন্তু) কোষ্ঠ ১৫ ও কুণ্ডীল ১৬ যজুর্মন্ত্র-সমূহ নাই। ঋষিগণ ভক্তা (চন্দ্রনির্ধিত পাত্র) হইতে (হবি)

১০। বা. স. ১. ৭. ৩।

১১ সাম্যচার্য্য এখানে বলিয়াছেন—যেমন রক্ত মূল দ্বারা পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে, গমন করে না ; অথবা যেমন ব্যাঘ্রাদি চারিদিকে পানবদ্ধ হইয়া থাকে, গমন করিতে পারে না ; পুরুষ সেটরূপ মূলবান্ নহে, এবং উত্তরদিকে (বাম ও দক্ষিণে) কোন সংসর্গে প্রতিবন্ধ নহে ; অতএব অস্তরিককে বিশ্বাসপূর্ব্বক বিচরণ করে। এইরূপ মূলহীন উত্তরদিকে অপ্রতিবন্ধ রক্তও শকট হইতে অবতারণাণ ত্রীহি প্রকৃতি গ্রহণ করিবার জন্ত ই ত্রীহি প্রকৃতির অবতারপকারী পুরুষের অনুগমন করে, সেই জন্ত ই পুরুষ সেই বস্ত্র দ্বারা গমন করিয়া অস্তরিককে অভয় ও শত্রু-রহিত করেন।

১২। যেহেতু হবিকে প্রথমে শকটে করিয়া তাহার পর গৃহে আনা হয়।

১৩। ইহার ভাবার্থ এই যে, শকটে বাহা থাকে, তাহা অতিশুচর।

১৪। “যুগ্মি”...ইত্যাদি, বা. স. ১. ৮. ১।

১৫। কুণ্ডল, গোলাঘর।

১৬। পাত্রবিশেষ, পশ্চিমে ইহার নাম ‘কুণ্ডা’ ; বাবোর কোথাও কোথাও ‘কুঁড়া’ বলে ; “কুণ্ডী খি পিঠরো কুণ্ডা”—অভিধানরত্নাশিকা (পালি) ৫৫৬।

গ্রহণ করেন—(প্রসিদ্ধি আছে) ; এ পক্ষে ঋষিগণের নিকট সেই প্রকৃত (শকটরূপ অর্থপ্রতিশোধক) বজ্রমূহ-সমূহ তত্ত্বার জন্ত (ব্যবহৃত) হইবে।^{১১} কিন্তু তিনি (যেহেতু মনে করেন যে,) ‘বজ্র-সাধন’ দ্বারা বজ্রকে নিশ্চয় করিব’, সেই জন্ত শকট হইতেই গ্রহণ করিবেন।

৮। কিন্তু যদি তাঁহার। পাত্র হইতে গ্রহণ করেন, তবে কোন ব্যবধান (অর্থাতঃ বাদ) না দিয়াই (ঐ) বজ্রমূহ-সমূহ^{১২} জপ করিবে ;^{১৩} এবং তাহা হইলে পাত্রের নীচে ‘ক্য’ (তন্নামক যজ্ঞের পাত্র) ^{১৪} রাখিয়া তাহা গ্রহণ করিবে। (তিনি মনে করেন—) ‘যেখানে (হ’ব) স্থাপিত করি, তাহা হইতে (তাহা) বহির্গত করি ;’ কেননা, (লোক) বাহ্যেই স্থাপিত করে, তাহা হইতেই বহির্গত করে।

৯। সেই এই শকটের যুগপ্রাপ্ত ^{১৫} (যুগ) অগ্নিই। যুগপ্রাপ্ত (যে) অগ্নিই (তাহা প্রসিদ্ধ) ; কেননা, যাহারা ঠাহাকে বহন করে, তাহাদের বহন-

১১। সাধারণ বলেন—শকট পক্ষে “হে শকট (‘অনঃ’)” এই সম্বোধন হলে, তত্ত্বা পক্ষে “হে ভগ্নে” সম্বোধন করিতে হইবে ; ইহাই বিশেষ। মূলমন্ত্রে কোন সম্বোধন পদ নাই।
বা. স. ১. ৮. ১।

১৮। বা. স. ১. ৮—২...ইত্যাদি।

১৯। যদিও এই সমস্ত যজ্ঞ পাত্র সম্বন্ধে কোন কথাই প্রকাশ নাই, তথাপি তাহাদিগকে সেখানে পাঠ করিতে হইবে ; তাহার প্রমাণ—“কোন বাহ বা দিয়াই (ঐ) বজ্রমূহকে জপ করিবে”—“অনন্তরায়ঃ হি তর্হি বজ্রং বি জপেৎ ;” “বিনিক্ষা অপি বচনসামর্থ্যাৎ বিনিমুক্তান্তে—অনন্তরায়ঃ...অপেদ্বিতঃ” কা. শ্রো. ২. ৩. ২৯. কর্তব্য। হরিথারী “বুধসি...” (বা. স. ১. ৮. ১) ইত্যাদি মন্ত্রের পাত্র-পক্ষেও নিত্যন্ত কষ্ট বহন করিয়া অর্থ করিয়াছেন। সাধারণাচার্য এখানে ঐ বজ্রমূহের পৃথক কোন ব্যাখ্যা না করিলেও, সেখানে যে তাহা ঐকপেই পাঠ করিতে হইবে, তাহা বলিয়াছেন। মূল শতপথব্রাহ্মণ পাত্রসম্বন্ধেও ঐ বজ্র পাত্রের ব্যবহার করিয়া, সম্ভবতঃ তাহার সাংস্কৃত রক্ষা করিবার জন্ত পাত্রের নীচে ‘ক্য’ নামক গন্ধদ্রব্যের কাষ্ঠ-নির্মিত বাহুপ্রমাণ (বা অরুণি-সমাণ) চতুঃসুপ্তিকার-যুক্ত বজ্র পাত্র রাখিতে বলিয়াছেন ; উদ্দেশ্য, যোগ্য হয়, এই কাষ্ঠই একই শকটের লেখা কাষ্ঠের দ্বারা গণ্য হইবে।

২০। ১৯ সংখ্যক টিপ্সনোক্তে ‘ক্য’এর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে ; কা. শ্রো. ১. ৩. ৩০, ৩১।

২১। শকটের যে দুই দ্বার কপদের দ্বারের উপর থাকে, দুই বা কোয়ারসের দুই প্রান্ত দ্বার।

স্থান (স্থান) ^{২২} অগ্নিদেবের জ্ঞান হইয়া যায়। ^{২৩} শকটের কন্তু স্ত্রীর ^{২৪} পশ্চাৎ দিকে যে প্র উ গ (ভ্রামক স্থান) আছে, ^{২৫} তাহা ইহার বেদিষ্ট, এবং নী ড় ^{২৬} (ভ্রামক স্থান) ইহার হবির্ধীন। ^{২৭}

১০। তিনি (এই ময়ে) শকটের যুগপ্রান্ত স্পর্শ করেন—“তুমি হিংসক, হিংসককে হিংসা কর; যে আমাদিগকে হিংসা করে, তাহাকে হিংসা কর; এবং তাহাকে আমরা হিংসা করি। তাহাকে হিংসা কর!” ^{২৮} যুগপ্রান্তে এই অগ্নি উৎপন্ন হয়, অতএব হবি গ্রহণ করিবার জন্য তাহাকে তাহা অতিক্রম করিয়া বাইতে হইবে; তজ্জন্ত তিনি (প্রথমে সেই অগ্নি স্পর্শ করিয়া) তাহাকে ইহাদের (নভমান প্রভৃতির) জন্য প্রসন্ন করেন। ^{২৯} সেই জন্তই এই যুগপ্রান্ত-স্থিত অগ্নি (নিম্নের) অতিক্রমকারীকে হিংসা করে না।

২২। মূল “বহ”; বহন-সাধন স্বকল্পণ অঙ্গ.—সারণ।

২৩। শ্রুত্যা—“ইয়মপি ধুরন্তম্মাবেব—বিহস্তি বহু”; নিকট ৩. ২. ৩।

২৪। গাড়ী বাহাতে নাচে গড়িয়া না যায়, তজ্জন্ত ঈবা দণ্ড-দ্বয়কে (চলিত কথায় ইহাকে স্থান-বিশেষে ‘পাদ’ বা ‘কর’ বলে; অর্থাৎ গাড়ীর যে দুইটি বাণ পশ্চাৎ দিক্ হইতে ক্রমশ সর্কোপভাবে আসিয়া সম্মুখে একত্র সম্মিলিত হয়) উর্দ্ধদিকে স্থির রাবিবার জন্য যে কাঠবয় ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম কন্তু স্ত্রী; ইহারই অপর নাম উৎপত্ত স্থান; কা. শ্রো. ২. ৩. ১৩।

২৫। উত্তর ঈবাদণ্ডের অগ্রভাগ যেখানে সম্মিলিত হয়, তাহার পশ্চাদ্ধিকের ঈবাদণ্ড-দ্বয়ের মধ্যস্থানকে প্র উ গ বলে। শকটের এই স্থানকে বেদি বলিবার তাৎপর্য এই যে, এই স্থান অনেকটা বেদির মত দেখায়। কা. শ্রো. ৭. ২. ৫ বৃত্তি; ভুলঃ—তৈ. ম. ৩. ২. ৫. ৮।

২৬। শকটের যে স্থানে বাস্ত রাখা হয়, পশ্চাৎভাগ;—কা. শ্রো. ৭. ২. ৬. বৃত্তি।

২৭। “হকি সোমাব্যো বীজন্তেবহাগ্যাত ইতি হবির্ধনে শকটে” (শা. শ্রো. ৫. ১৩. ২, বরকভাষা)। সোমবাগ করিবার সময় বজ্রচূড়িতে দুইখানি শকট রক্ষিত হয়, ইহাতে সোমরূপ হবি নিহিত অর্থাৎ স্থাপিত থাকে বলিয়া ঐ শকট দ্বয়ের নাম হবির্ধীন। এই হবির্ধীন-নামক শকট-দ্বয়কে রাবিবার জন্য সেখানে যে গৃহ নির্মিত হয়, তাহারও নাম হবির্ধীন। ৩. ৩. ৩. ৭; কা. শ্রো. ৮. ৩. ২১।

২৮। বা. ম. ১. ২. ১।

২৯। “এতান্”, সারণভাষ্যে এই পঙ্কের কোন অর্থ বা তাৎপর্য পাওয়া যায় না, তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ অনুসারে “বজ্রমান প্রভৃতি” অনুবাদ করা গিয়াছে। শ্রুত্যা—তৈ. ব্রা. ৩. ২. ৩।

১১। তদ্বিষয়ে আ রু পি বলিয়াছেন—‘আমি প্রতি অর্জমাসে (দর্শ ও পূর্ণমাসে) শক্রগণকে হিংসা করি।’ তিনি তদ্বিষয়ে ইহাই করিয়াছেন।”

১২। অনন্তর তিনি কস্তুরী পশ্চাৎমিকে ঈষাদণ্ড স্পর্শ করিয়া জপ করেন—“তুমি দেবগণের, (তুমি তাঁহাদের হবির) শ্রেষ্ঠ বাহক ও শুদ্ধতম,” (তাঁহাদের) প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠ আহ্বানকারী; তুমি অবক্র হবির্দায়ণ-কারী (‘হবির্দান’); তুমি গৃঢ় হও, বক্র হইও না (অর্থাৎ থাকিয়া পড়িও না)।” “তিনি ইহাতে শকটের স্তুতি করেন, (কেননা, তিনি মনে করেন যে), ‘উপস্তুত হইয়া সমুদ্র হইলে তবে তাহার নিকট হইতে হবি গ্রহণ করিব।’ “তোমার যজ্ঞপতি যেন বক্র না হয়”— ইহা বলিয়া তিনি যজ্ঞমানেরই জন্ত বক্র না হওয়া প্রার্থনা করেন, কেননা যজ্ঞমানই যজ্ঞপতি।

১৩। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে শকটে) আরোহণ করেন—“বিষ্ণু তোমাতে আরোহণ করুন!” “যজ্ঞই বিষ্ণু; তিনি, দেবগণের এখন এই যে শক্তি (‘বিজ্ঞাস্তি’) রহিয়াছে, তাহার উদ্দেশে পদক্ষেপণ (‘বিজ্ঞন’) করিয়া-ছিলেন; তিনি ইহাকেই (ভূস্থান) প্রথম পদের দ্বারা, এই অন্তরিক্ষকে (মধ্যস্থান) দ্বিতীয় পদের দ্বারা, ও দ্ব্যস্থানকে শেষ পদের দ্বারা পান করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞ-রূপ) বিষ্ণু ইহার (যজ্ঞমানের) শক্তির উদ্দেশেই পদক্ষেপণ করিয়া থাকেন।

১৪। অনন্তর তিনি (শকটস্থিত হবিকে এই মন্ত্রে) দর্শন করেন—“বায়ুর (‘বাত’) জন্ত (তুমি বিদ্যুত হও)!” “প্রাণই বায়ু; অতএব তিনি এট মন্ত্রদ্বারা প্রাণ বায়ুর বিস্তীর্ণতা সম্পাদন কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন।

৩০। “তুমি হিংসক...” ইত্যাদি মন্ত্র, উচ্চারণে আত্মনির শক্র নাপ হইত—ইহা বলায় ঐ মন্ত্রের উপাস্যেরতা প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

৩১। অথবা, ‘সূচতার কস্ত চর্যাবির দ্বারা অত্যন্ত বেষ্টিত’,—মহাবির।

৩২। বা. স. ১. ৮-৯। ‘বক্র হইও না’—ইহার মূল “সাহাঃ”; সাহাঃচাট্য অর্থ করেন—‘ভগ্ন হইও না।’

৩৩। বা. স. ১. ৮, ৩।

৩৪। ইহার ভাবার্থ এই যে, যদি হবির মধ্যে কোন তুণ্যদি থাকে, তবে বায়ু যেন তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা অপনয়ন করিতে পারে। বা. স. ১. ৯: ৪।

১৫। অনন্তর যদি ইহার মধ্যে (অর্থাৎ হবিতে) কোন কিছু (তৃণাদি) আসিয়া থাকে, তবে তিনি “রক্ষঃ অপহৃত”—এই (মন্ত্র) দ্বারা তাহা নিক্ষেপ করেন;” আর যদি না আসিয়া থাকে, তবে (ঐ মন্ত্রে হবিকেই) স্পর্শ করিবেন; কেননা ইহা (এই তৃণ-নিরসন) নাশক-জীব ও রক্ষঃ-সমূহকে বিতাড়িত করে।

১৬। পরে তিনি (এই মন্ত্রে) হবিকে স্পর্শ করেন—“পঞ্চ (অমূলী হবি-গ্রহণের জন্য) বদ্ধ হউক!”^{৩৫} এই অমূলী পঞ্চ, এবং যজ্ঞ ও পঞ্চ অবয়ব-যুক্ত (‘পাংক্ত’);^{৩৬} অতএব তিনি ঠোকা (‘পঞ্চ’-পদযুক্ত মন্ত্র উচ্চারণের) দ্বারা যজ্ঞকেই ধারণ করেন।^{৩৭}

১৭। তিনি শকটস্থ হবিকে (এই মন্ত্রে) গ্রহণ করেন—“দেব সবিতার প্রেরণায় অশ্বিষ্যের বাহুবুগলের দ্বারা ও পৃথার হস্তদ্বয়ের দ্বারা অগ্নির জন্য প্রিয় গোমাকে গ্রহণ করিতেছি!”^{৩৮} সবিতা দেবগণের প্রেরণিতা; তজ্জন্ত তিনি সবিতারই দ্বারা প্রেরিত হইয়া গ্রহণ করেন। তিনি বলেন—“অশ্বিষ্যের বাহুবুগলের দ্বারা”, কারণ, অশ্বিষ্য (দেবযজ্ঞে) অধ্বৰ্যু; তিনি বলেন—

৩৫। বা, ম, ১, ২, ৫।

৩৬। বা, ম, ১, ২, ৬।

৩৭। পংক্তি-জন্মের পঞ্চ পদ বা চরণ থাকে বলিয়া তাহার নাম ‘পংক্তি’ (ঐ, ব্রা, ৩, ৪, ৪; সমস্ত পংক্তি-সম্বন্ধে এ নিয়ম নহে, পিঙ্গল-সুত্র-পংক্তাবিকার সূত্র)। এইরূপ যজ্ঞে পঞ্চ প্রকার হবি থাকে বলিয়া তাহাকে এখানে ‘পাংক্ত’ বলা হইয়াছে। পঞ্চবিধ হবি কথা—১ ধান—ভাজা ধব, ২ করম—দ্রুত সংযুক্ত ছাতু, ৩ পরিধাণ—ধানের বৈ, ৪ পুরোডাশ—বব বা ব্রীহি পিথিয়া নির্মিত পিষ্টক, ৫ পয়স্তা—হৃদ্বিকৃতি; (তৈ, ম, ৬, ৫, ১১, ৮, সা, ভা, ১)। যজ্ঞ ও তৎসংখ্য যজ্ঞ, উভয় স্থানেই পঞ্চ সংখ্যার সম্বন্ধ-হেতু বলা হইতেছে যে, ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিলে যজ্ঞকেই ধারণ করা যায়।

৩৮। বা, ম, প্রথম অধ্যায়ের নবম মন্ত্রটি এইঃ—“অহুতযদি হবির্বানং যুঃহব মাহার্না তে যজ্ঞপতির্হোবাৎ। বিকুত্বা ক্রমভাবুকবাতারাগহত্য রক্ষা যচ্ছতাং পঞ্চ”।—এই মন্ত্রটিকে এখানে পঞ্চভাষে বিভক্ত করিয়া পঞ্চবিধ কর্মে বিনিয়োগ করা হইয়াছে; যথা—(১) “অহুত...হোবাৎ” পর্যন্ত (১২ ক,) শকটের ঐবাদন্ত স্পর্শ; (২) “বিকু...ক্রমভাৎ” (১০ ক,) শকটরোহণ; (৩) “উকবাতার” (১০ ক,) হবি-বর্পণ; (৪) “রক্ষা ..রক্ষ” (১৫ ক,) তৃণাদি নি.ক্ষেপ; এবং (৫) “যচ্ছ ..কেতি” (১৬ ক,) শকটস্থ হবি-স্পর্শ।

৩৯। বা, ম, ১, ১০, ১।

“পুষ্য হস্তধরের দ্বারা”, কারণ, পুষ্য কামগুরুণকারী, ও ইনি পাণিধরের দ্বারা (সমস্ত লোকের) ভোজন উপস্থাপিত করেন। দেবগণ সত্য, এবং মনুষ্যগণ অনৃত; তজ্জন্ত তিনি সত্যেরই দ্বারা গ্রহণ করেন।

১৮। অনন্তর তিনি যে (দেবতার জন্ত হবি গ্রহণ করা হইবে, সেই) দেবতার নামোল্লেখ করেন। সমস্ত দেবতাই হবিগ্রহণ-কারী অশ্বযুর নিকট (এই মনে করিয়া) উপস্থিত হন যে, ‘তিনি (অশ্বযুর) আমারই নাম গ্রহণ করিবেন! আমারই নাম গ্রহণ করিবেন!’ তজ্জন্ত তিনি ইহার (নামোল্লেখের) দ্বারা একত্রাবস্থিত ঠাঁহাদের অবিরোধ সম্পাদন করেন।

১৯। তিনি যে হবিগ্রহণে দেবতার নামোল্লেখ করেন, (তাহার অপর কারণ এই যে), যে সকল দেবতার জন্ত হবি গৃহীত হয়, তাহার সকলেই তাহাতে মনে করেন যে, (তাহা তাঁহাদের) স্বর্গই; এবং যে কামনা করিয়া (অশ্বযুর) হবি গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে তাহার জন্ত সেই কামনা সমুদ্র করিয়া দিতে হইবে। তিনি সেইজন্ত দেবতার নামোল্লেখ করিয়া থাকেন। এবং এই প্রকারেই স্বর্গক্রমে (অগ্নি ও সোম প্রভৃতির) হবি গ্রহণ করিয়া—^{১০}

২০। (বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে গৃহীতাবশিষ্ট) হবিকে স্পর্শ করেন—“প্রাচুর্যের জন্ত তোমাকে (অবশিষ্ট রাখিতেছি) অদানের জন্ত নহে!”^{১১} তিনি বাহা হইতে গ্রহণ করেন ইহা দ্বারা পুনর্ব্বার তাহাতেই ইহাকে বর্জিত করেন।

২১। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) পূর্ব দিকে অবলোকন করেন—“আমি সম্মুখে দীপ্তি (‘স্বর্গ’) দর্শন করিতেছি!”^{১২} (ব্রহ্মাদিকল্প হবি রাখিবার

১০। আগ্নেয় হবি গ্রহণের সময়ে ‘অগ্নির জন্ত শির তোমাকে গ্রহণ করিতেছি’ (‘অগ্নয়ে জুগং পূর্যামি’)—এই প্রাক্তল মন্ত্রে (১৭ ক.) অগ্নির নামোল্লেখ করিতে হয়। ইহার পর ‘অগ্নি ও সোমের জন্ত শির তোমাকে গ্রহণ করিতেছি’—এই মন্ত্রে অগ্নি ও সোমের নামোল্লেখ করিতে হয়।
বা, স. ১, ১০, ২।

১১। বা, স. ১, ১১, ১; তুঙ্গঃ—“স্বাতিয়া দ্বা বারাতিয়া,” ঠৈ, স. ১, ১, ৪, ২।

১২। বা, স. ১, ১১, ২।

জন্ত) এই শব্দটিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হয়** বলিয়া ইহাঁর (অধ্বযূঁর) চক্ষু পাপ গৃহীতের ভায়** (দুঃখিতের ভায়) হয়। দীপ্তি (শব্দের) অর্থ যজ্ঞ, দিন, দেবসমূহ ও সূর্য।** তজ্জন্ত তিনি ইহার (‘স্ব’-পদ-বিশিষ্ট মন্ত্রের উচ্চারণের) দ্বারা এতদান হইতে (ঐ চতুর্বিধ) দীপ্তিকেই** অংলোকন করিয়া থাকেন।

২২। পরে তিনি (শব্দট হইতে এই মন্ত্রে) অবরোধ করেন—‘হৃষ্য’ (গৃহ) -সমূহ পৃথিবীতে দৃঢ় হউক।*** ‘হৃষ্য’-সমূহ অর্থে গৃহসমূহকে বুঝায়। এই বে অধ্বযূঁ ইহাঁর (বজ্রমানের) বজ্র অনুষ্ঠান করেন, তিনি শব্দট হইতে গমন করিতে আশ্রয় করিলে বজ্রমানের সেই গৃহসমূহ তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া এতদান (পৃথিবী) হইতে প্রচ্যুতি লাভ করিতে পারে। তিনি ইহা (পূর্কোক্ত মন্ত্র) দ্বারা ঐ গৃহ-সমূহকেই পৃথিবীতে দৃঢ় করেন; এবং সেরূপ করিলে গৃহ সকল (অধ্বযূঁকে) অনুসরণ করিয়া আর প্রচ্যুত হয় না, ও (বজ্রমানকেও) বিক্ষুব্ধ করে না। তজ্জন্ত তিনি বলিয়া থাকেন—‘হৃষ্য (গৃহ) -সমূহ পৃথিবীতে দৃঢ় হউক।’ অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) স্থান হইতে অগ্নিসমীপে গমন করেন—‘বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকে অনুগমন করিতেছি।’*** ঐ সেই (৪ ক,) মন্ত্রই (এখানে) অনুকূল।

২৩। তাঁহার (ঋত্বিকের) হাঁহার (বজ্রমানের) হবিকে গার্হপত্য অগ্নিতে পাক করেন,** তাঁহার পাত্ৰসমূহ গার্হপত্যের নিকটে স্থাপিত

৪৫। এখানে ‘ইব’ পদের কোন অর্থ নাই; জটব্য :—“ইবোহপি দৃষ্টতে (কদাচিদনবর্ধকঃ)” নিরুক্ত ১, ৩, ৫—৬।

৪৬। “পপুগৃহীতব্” ; তুল :—“ভবসি বা এবোহস্তচরতি”, তৈ, ব্রা, ৩, ২, ৪।

৪৭। নিরুক্ত, ২, ৪, ২।

৪৮। তৈ, ব্রা, স্ততে ‘স্ব’ শব্দের অর্থ এখানে বৈশ্বানর জ্যোতি; ৩, ২, ৪।

৪৯। বা, স, ১, ১১, ৩।

৫০। বা, স, ১, ১১, ৪।

৫১। গার্হপত্য ও আহবনী এই অগ্নিক্রয়ের মধ্যে যে কোনটিতে হবি পাক করা যাইতে পারে (আপ, শ্রৌ, ১, ১৮, ৫—৬)। যেখানে পাক করা হয় হইবে, সেই অগ্নিরই পশ্চাৎ দিকে পূর্কোক্ত মন্ত্রে বজ্র পাত্ৰ ও গৃহীত ব্রীহি বা স্ব-রূপ হবি (আপ, শ্রৌ, ১, ১৭, ১১) স্থাপন করিতে ৫২। তাহাই এখানে উক্ত হইয়াছে।

করেন ; এবং তাহা হইলে (অধ্বয্যু হৃৎস্থিত ব্রীহাদিরূপ হবিকে) গার্হপত্যের পশ্চাৎ দিকে স্থাপিত করিবেন । আর ঐহার হবি আহবনীয় অগ্নিতে পাক করেন, তাহার ঐহার পাক্রদমুহকে আহবনীয় সমীপে স্থাপিত করেন ; এবং তাহা হইলে (অধ্বয্যু হবিকে) আহবনীরের পশ্চাৎ দিকে স্থাপিত করিবেন । (তাহার প্রথম মন্ত্র এই—) “পৃথিবীর ‘নাভিতে’ (মধ্যদেশে) তোমাকে স্থাপিত করিতেছি!”^{২২} ‘নাভি’-অর্থে মধ্য, এবং মধ্য অভয়;^{২৩} তজ্জ্ঞা তিনি বলেন—“পৃথিবীর নাভিতে তোমাকে স্থাপন করিতেছি।” (দ্বিতীয় মন্ত্র—) “অদিতির (পৃথিবীর)”^{২৪} উৎসঙ্গে (‘উৎসঙ্গে’, স্থাপিত করিতেছি)!”^{২৫} লোকেরা যে বস্তুকে সুরক্ষিত করিয়া রক্ষা করে, তৎসম্বন্ধে বলিয়া থাকে যে,—‘ইহাকে যেন উৎসঙ্গে ধারণ করিয়াছে’ তিনি সেই জন্য বলেন—“অদিতির উৎসঙ্গে।” (তৃতীয় মন্ত্র—) “হে অগ্নি, হব্য রক্ষা কর!” তিনি অগ্নি ও পৃথিবী উভয়কেই এই হবি রক্ষা করিবার জন্য প্রদান করেন ; এবং সেই জন্যই বলিয়া থাকেন—“হে অগ্নি হব্য রক্ষা কর!”

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১ ‘পবিত্র’-নামক কুণপত্র-দ্বয়ের ছেদন ও তাহার মন্ত্র;—২ পবিত্র কেন দুই খানা হইবে তদ্বিষয়ে যুক্তি, প্রাণ ও উদান বায়ুর বক্ষণ;—৩ পবিত্র তিন খানি করিবার অমুকুলে যুক্তি দেখাইয়া দুই খানি করারই বিহীন বিধান, সেই পবিত্র দ্বয়ের দ্বারা প্রোকণী-জলের উৎপত্তি;—৪ প্রোকণী-জলের উৎপত্তি করিবার প্রয়োজন, তৎপ্রসঙ্গে গ্রহাণুর গতিত আখ্যানিকার আরম্ভ ও বৃদ্ধ-শব্দের অর্থনির্ধারণ;—৫ ইন্দ্রকর্তৃক বৃদ্ধকে, নিহত বৃদ্ধের জলাভিস্মৃতি করণ, দর্ভের উৎপত্তি, তাহা দ্বারা উৎপত্তি প্রোকণী-জলের সেব্যত্ব-সম্পাদন;—৬ উৎপত্তির মন্ত্র ও তাহার বিশদ ব্যাখ্যা;—৭ উৎপত্তির পর সেই জলের স্তুতি-মন্ত্র, তাহার ব্যাখ্যা;—৮ উহারই অপরা মন্ত্র ও ব্যাখ্যা;—৯

২২। বা, স, ১, ১১, ৫।

২৩। পৃথিবীর নাভি বা মধ্য অভয় ইহার ব্যাখ্যার সাধারণ নিষিদ্ধাঙ্কন—“প্রাক্রদেশে হি চোর-ব্যাভ্রাদিতম্”।

২৪। ঐ, ব্রা, ৫, ৬, ৭; তৈ, স, ৩, ২, ১।

২৫। তৈ, স, ১, ১, ৪ ঋষ্টবা।

ঐ;—১০ মস্তবিশেষ পাঠ দ্বারা অপ্রোক্ষণ-জনিত ঘোষের নিবারণ, ও ঐ সংকৃত কণের দ্বারা হবির প্রোক্ষণ,—১১ হবি-প্রোক্ষণের মন্ত ও স্থানান্তরে তাহার অভিপ্রেত;—১২ যজ্ঞীয় পাত্র-সমূহের প্রোক্ষণ, তাহার মন্ত ও ভাষণার্থ ব্যাখ্যা।]

১। তিনি (অনন্তর এই মন্ত্রে) পবিত্র-দ্রব্য (কুশবণ্ড-দ্রব্য) ছেদন করেন—
“পবিত্রদ্রব্য, তোমরা বৈষ্ণব (যজ্ঞসম্বন্ধীয়)!” বজ্রই বিকু; অতএব তিনি বৈষ্ণব-শব্দে ‘তোমরা যজ্ঞীয়’ ইহাই বলেন।”

২। সেই পবিত্র দুইখানিই হয়। এই বাহ্য (বায়ু) গমন করিতেছে (অর্থাৎ প্রবাহিত হইতেছে, “পবতে”), ঠাই পবিত্র। এই সেই (বায়ু) একরূপ চটয়াই প্রবাহিত হয়, কিন্তু সেই বায়ু লোকের অন্তর্দেশে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব ও পশ্চিম-গামী (অর্থাৎ উচ্চ ও অশো-গামী) হয়, এবং সেই দুইটিই (যথাক্রমে) প্রাণ ও উদান। (অতএব পবিত্রের দ্বিত্ব-সংখ্যা) ইহারই (প্রাণ ও

১। ‘অনন্তর’ মন্ত্রে, সমবিচার-মুক্ত, প্রবেশ-প্রবাহ, গভীর দর্শন-দ্রব্যের নাম পবিত্র; কুশ দ্বারা ইহাকে ছেদন করিতে হয়। পবিত্র করণ শব্দে তাদৃশ দর্শনকে বাম হস্তে করিয়া বস্ত্রপূর্বক বল দ্বারা স্পর্শন করাকে বুঝায়। আপ, শ্রো, ১, ১১, ৬; কা, শ্রো, ২, ৩, ৩১।

২। বা, স, ১, ১২, ১।

৩। মন্ত্রটির মূল—“পবিত্রে হো বৈষ্ণবো;” পবিত্র শব্দ বৈদিক-সাহিত্যে (এবং এই ব্রাহ্মণও) ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ‘বৈষ্ণবো’ ত্রীলিঙ্গ, ইহাতে সন্দেহ নাই; এজন্য এখানে ‘পবিত্রে’ ত্রীলিঙ্গেই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। এজন্য সাধারণ পবিত্র-শব্দের অর্থ ধরিয়াছেন—“গভীরাভ্যো”।

৪। লৌকিক সংস্কৃতে √পুঙ-অর্থ ‘পবন’, অর্থাৎ পবিত্রীকরণ—সুকীকরণ; ইহা গভীরে প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু বেদে ইহার গভীরে অয়োগ দেখা যায়; বিদ্বৎ, ২, ১৪, ১০৮; “নেস্ত্রাদ্ব কতে পবতে দ্যম কিকন”—ক. স. ৭, ২, ২২, ১।

নিরুক্ত-মতে পবিত্র-শব্দ বেদে এই সকল অর্থে ব্যবহৃত হয় :—মন্ত্র, (সূর্য্য-) রশ্মি, জল (আপ), অগ্নি, বায়ু, সোম, সূর্য্য ও ইন্দ্র; “অগ্নিঃ পবিত্রঃ স মা পুনাতু, বায়ুঃ সোমঃ সূর্য্য ইন্দ্রঃ। পবিত্রা তে মা পুনতু”—নিরুক্ত ৫, ২, ১। অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতির পবিত্রতা-সম্পাদক শব্দটাই বুঝা বাইতে পারে, মূলগ্রন্থেও বায়ু ও সূর্য্যরশ্মির পবিত্রতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, ১, ৩, ২, ৬; স্মৃতিশাস্ত্রেও দেখা যায় :—“পহানক বিতুচ্ছান্তি সোমসূর্য্যাদুনারতৈঃ”—বিষ্ণুস্মৃতি, ২৩, ৪০।

৫। সাধারণার্থে এখানে ‘উদান’-শব্দের অর্থ ‘সপান’ করিতে চাহেন, এক তাহারে “প্রাণা-প্রাণো পবিত্রে...” ইত্যাদি তৈত্তিরীয়-শ্রুতির প্রামাণ্য প্রদর্শন করেন।

উদানরূপ দ্বিবিধ বায়ুহই) সংখ্যা অমুসরণ করিয়া হইয়াছে; তজ্জন্য পবিত্র ছইটি হইয়া থাকে।

৩। অথবা (তাহা) তিন খানি হইতে পারে; কারণ, (পবিত্র-নামক মুখ্য বায়ুর প্রাণ যেমন প্রথম বৃত্তি ও উদান দ্বিতীয় বৃত্তি, সেইরূপ) বান তৃতীয় (বৃত্তি)।* কিন্তু তাহা দুই খানিই হয়।* তিনি তাহাদের দ্বারা (অগ্নি-হোত্রহবনীতে আনীত*) প্রোক্ষণী-জলকে উৎপবন* করিয়া (অর্থাৎ তন্মামক সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া) তাহার দ্বারা (হবিকে) প্রোক্ষণ করেন। তিনি যে ইহাদের (পবিত্রত্বের) দ্বারা প্রোক্ষণী-জলকে উৎপবন করেন, (তাহার কারণ)—

৩। “স বা অগ্নঃ প্রাপ্তোহ্যো বিহিতঃ প্রাপ্তোহ্যো বানঃ” ;—ঐ, ব্রা, ২, ৪, ২ ; “অথ যঃ প্রাপ্তোহ্যোঃ সক্তিঃ স বা নিঃ”—ছা. উ. ১, ৩, ৩। আবার এক বায়ুই পঞ্চ ক্রিয়া ভেদে পঞ্চ নামে কথিত হইয়া থাকে; যথা—১ রূপকর্তা বায়ু প্রাণ, (“প্রাণো রূপয়ে”—তৈ, ব্রা, ৩, ১০, ৮, ৫; বেদান্তসারে লিখিত হইয়াছে—“প্রাণো নাম প্রাণগমনবান্ নাসাঃপ্রহানবর্তা” (১৩ ধ), বিশ্বকোষ-রঞ্জনীকার ইহার সীমানসা করিয়াছেন যে, নাসাগ্রে তাহার প্রত্যেক উপলব্ধি হয় বলিয়াই ঐরূপ লিখিত হইয়াছে); ২ অগ্ন্যগমনকারী বায়ু প্রভৃতি-স্থানবর্তী বায়ু অপান; ৩ শরীরের সর্বত্র গমনশীল অবিদ্যমান বায়ু বান; ৪ উর্ধ্বগমনশীল কঠর বায়ু উদান; ৫ এবং শরীরের মধ্যগত ভুক্ত পীত প্রভৃতি জন্মের সনিকরণকারী নাভিমণ্ডলস্থ বায়ু সমান। এই জন্ত উক্ত হইয়াছে :— “হৃদি প্রাণো গুহ্যেহ্যো সমানো নাভিমণ্ডলে। উদানঃ কঠরশ্চৈব বানঃ সর্বগমরোগঃ।” কেহ কেহ আরও পঞ্চবিধ বায়ুর উল্লেখ করেন, যথা—১ নাথ—উর্ধ্বার-সম্পাদক; ২ কুর্ধ—মরেনোমীলন-সম্পাদক; ৩ কুকর (বা)—মুখ্যকর; ৪ দেবদত্ত—জ্ঞাতকর; ও ৫ ধনঞ্জয়-পুষ্টিকর।

৭। কাত্যায়ন বিকরে উক্তই (দুই খানি, অথবা তিন খানি) বিধান করিয়াছেন; কা, শ্রো, ২, ৩, ৩২।

৮। কা. শ্রো, ২, ৩, ৩৩।

২। বাস হস্তোগরি দক্ষিণ হস্ত হাশব করিয়া উক্ত হস্তে পরস্পর অসংস্পৃশ্যভাবে কুণ্ডল গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা কোন পাত্রস্থিত স্কৃত প্রভৃতি ত্র্যক-জন্মের কিঞ্চিৎ অংশকে উর্দ্ধমুখে ক্ষেপণ করায় নাম উৎপবন। কুলের ‘উৎপূষ’ বা ‘উৎপূষাতি’ প্রভৃতি স্থানে এই রূপই সংস্কার বুঝিতে হইবে। উৎপবনের প্রয়োজন—জল, স্কৃতপ্রভৃতি পদার্থকে পবিত্র করা। এইরূপে জল পবিত্র হইলে, তাহার দ্বারা অগ্নির ত্র্যাকে প্রোক্ষণ করিয়া পবিত্র করা বাইতে পারিবে।

৪। (প্রসিদ্ধি আছে—) ছালোক ও পৃথিবীর মধ্যে এই সে অবকাশ রহিয়াছে, বৃত্ত এই সমস্তকে আবৃত করিয়া শয়ন করিয়া ছিল। সে এই সমস্ত আবৃত করিয়া শয়ন করিয়া ছিল বলিয়া তাহার নাম ব্রত “হইয়াছে।

৫। ঈশ্বর তাহাকে হত করিয়াছিলেন। সে হত হইয়া ছুর্গন্ধ (‘পুতি’) হইয়া উঠে, ও জলসমূহ লক্ষ্য করিয়া প্রস্রুত হয়; কেননা, চারিদিকে সমুদ্র রহিয়াছে। কোন কোন জল তাহাকে জুগুপ্সা করিয়াছিল, এবং উপরি-উপরি অতিক্রম করিয়া (অর্থাৎ বহিয়া বাইয়া) গমন করিয়া ছিল; ইহা হইতে এত দর্ভসমূহ (বাহাতে পবিত্র নিম্নিত হইয়াছে) হয়;” এই সকল জন দৌর্গন্ধাবিহীন। অপর সমস্ত ভলে (অমেধ্যত্ব-সম্পাদক কোন দ্রব্য) যেন সংস্রষ্ট থাকে, কেননা ছুর্গন্ধ বৃত্ত ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রস্রুত হইয়াছিল। তিনি এই পবিত্র দুই খানির দ্বারা উৎপবন করিয়া ইহাদের (জলের) তাহাই (অমেধ্যত্বকেই) অপহৃত করেন, এবং অনন্তর মেঘ জলের দ্বারাই (চবি প্রভৃতিকে) প্রোক্ষণ করিয়া থাকেন। তজ্জনাই এই দুইখানি (পবিত্রের) দ্বারা উৎপবন করেন।

৬। তিনি (এই নদ্রে) উৎপবন করেন—“সবিতার প্রেরণায় অচ্ছিন্ন পবিত্র ও হৃদয়ের রশ্মি সমূহের দ্বারা তোমাদিগকে (জলসমূহকে) উৎপবন

১০। বৃত্ত শব্দের অর্থ মেঘ, ও বক্ষ্যমাণ ইন্দ্রশব্দের অর্থ বায়ু। বায়ুর দ্বারা আবৃত হওয়ার মেঘ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। ইহাই অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মকে ইন্দ্র ও বৃত্তাহরের বৃদ্ধ বর্ণিত হইয়া থাকে। নৈরুক্তপত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত; নিরুক্ত ২, ৫, ২৩। “সে যে এই সমস্ত লোককে আবৃত করিয়াছিল—ইহাই বৃত্তের বৃত্তত্ব”—তৈ, স, ২, ৪, ১২, ২। ইন্দ্র ও বৃত্তাহরের কাথ্যাদিকা ইহার পরে (১.৫.২; ৫.৪.৩.২ প্রভৃতি) আরও বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও (২.৪.১২; ২.৫.১) ইহা বিস্তৃত ভাবে আছে এবং পূর্বাংশাদিতে আরও বহুরূপে বিস্তৃত হইয়াছে।

১১। “অত ইমে দর্ভাঃ,” সারণ্যচাৰ্য্য বলেন—সেই জলই দর্ভরূপে পরিণত হইয়াছিল; এসম্বন্ধে তিনি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ক্রতি (৩, ২, ৫, ১) উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—“ইন্দ্রে। ব্রহ্মহন্য, সোমপোহত্যঃ স্নিহত, তাসাং যদ্ব্যং বজ্রিযা সযেবাসাং, তদসোমকামং, তে দর্ভা অতবন্।”

করিতেছি !” সবিভা দেবগণের প্রেরিততা, তজ্জন্য, সবিভূ-প্রেরিত হইয়া তিনি এই উৎসবন করেন । তিনি বলেন—“অচ্ছিন্ন পবিত্রের দ্বারা”, কারণ, এই বাহা (বায়ু) বহিতেছে, ইহাই অচ্ছিন্ন পবিত্র ;” এবং ইহাতেই তিনি তাহা বলেন ; তিনি বলেন—“সূর্য্যের রশ্মিসমূহের দ্বারা”, কারণ, এই যে সূর্য্যের রশ্মিসমূহ, ইহারা উৎকৃষ্ট শোধক ; তিনি তজ্জন্য বলেন—“সূর্য্যের সমূহের দ্বারা ।””

৭। (অনন্তর) তিনি তাহাদিগকে (অগ্নিহোত্রহবনী-স্থিত প্রোক্ষণী-জলসমূহকে) বাম হস্তে (ধারণ) করিয়া দক্ষিণ হস্তে উচ্চদিকে চালিত করেন (অর্থাৎ উপরদিকে ঐ জলকে কিঞ্চিৎ উৎক্ষেপণ করেন ; এবং এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে) ইহাদিগকে প্রসংশাই করেন ও পূজা করেন—“দেবী আপ্ (জীং, জল) -সমূহ, তোমরা অগ্রে গমনকারিণী, ও অগ্রে শুদ্ধিকারিণী !” যেহেতু আপ্-সমূহ ছাতিবিশিষ্ট, সেই জন্য তিনি বলেন—“দেবী আপ্-সমূহ” ; তিনি বলেন—“অগ্রে গমনকারিণী,” কেননা, তাহারা (অগ্রে সমুদ্রে বর্জনান) সমুদ্রে গমন করে ; এইজন্ত তাহারা “অগ্রে গমনকারিণী”, “অগ্রে শুদ্ধি-কারিণী”— তাহার কারণ, রাজা (দীপ্তি-বিশিষ্ট) সোমকে তাহারা পূর্বেই ভক্ষণ করে, ” (এবং তাহাতে তাহাদের শুদ্ধি হয়), এই জন্য তাহারা “অগ্রে শুদ্ধিকারিণী ।” তিনি বলেন—“(তোমরা) এই বজ্রকে অগ্রে লইয়া যাও (অর্থাৎ নির্বিঘ্নে

১২। বা. স. ১. ১২. ৩।

১৩। সায়ণাচার্য্য বলেন—“বায়ু অবিচ্ছিন্নে সর্বত্র বর্তমান থাকে, এই জন্ত ইহা ছিন্নরহিত, ও পবিত্রতা-সাধক ।”

১৪। উৎসব বন-সংস্কার কি, তাহা উক্ত হইয়াছে (৩ টিপনীর) । তাহার সহিত এই মন্ত্রের সম্বন্ধ বিচার করিলে বোধ হয় যে, ব্যবহার্য্য যুত জলাদি প্রত্যেক বায়ু ও সূর্য্যরশ্মির দ্বারা শোধিত করা হইত ।

১৫। বা. স. ১. ১২. ৩।

১৬। সায়ণাচার্য্য বলেন—সোমভিষক করিতে হইলো তাহাতে জল দিতে হয়, এমনকি ঐ জল দেবতার পূর্বেই সোম পান করিয়া নিজেকে পবিত্র করে, এবং সেই জন্যই ঐ আপ্ বা জলকে “অগ্রে শুদ্ধিকারিণী” বলা হয় ।

সম্পাদন কর), এবং যিনি যজ্ঞকে উত্তমরূপে পোষণ ও রক্ষণ করেন, এবং যিনি দেবগণকে প্রার্থনা করেন, সেই যজ্ঞপতিকে তোমরা অগ্নে লইয়া যাও (অর্থাৎ অগ্নিগণ্য-শ্রেষ্ঠ কর)।”^{১৭} ‘যজ্ঞকে ভাল করিয়া ও যজ্ঞমানকে ভাল করিয়া অগ্নে লইয়া যাও (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কর)।’—ইহাই তিনি ইহা দ্বারা বলেন।

৮। তিনি বলেন—“বৃত্রের সহিত সংগ্রামে ইন্দ্র তোমাদিগকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।”^{১৮} ইন্দ্র বৃত্রের সহিত স্পর্ধা করিয়া ইহাদিগকে (জল-সমূহকে) প্রার্থনা করিয়াছিলেন; এবং ইহাদের দ্বারা তাহাকে (বৃত্রকে) বধ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তিনি বলেন—“বৃত্রের সহিত স্পর্ধা করিয়া ইন্দ্র তোমাদিগকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।”

৯।—“বৃত্রের সহিত সংগ্রামে তোমরা ইন্দ্রকে প্রার্থনা করিয়াছিলে।”^{১৯} ইহারা (জলসমূহ) বৃত্রের সহিত স্পর্ধমান ইন্দ্রকে প্রার্থনা করিয়াছিল, এবং ইন্দ্র ইহাদের দ্বারা তাহাকে (বৃত্রকে) বধ করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তিনি বলেন—“বৃত্রের সহিত সংগ্রামে তোমরা ইন্দ্রকে প্রার্থনা করিয়াছিলে।”

১০। তিনি “তোমরা প্রোক্ষিত।”^{২০}—এই (মন্ত্র দ্বারা) ইহাদের (জলের) নিকট হইতে (ইহাদের অপপ্রোক্ষণ-জনিত) অপবিভ্রত-রূপ দোষকে অপনয়ন করেন, ও পরে (ঐ সংস্কৃত জলের দ্বারা) হবিকে প্রোক্ষণ করেন। (সেই) এক (বিধি সর্বস্বত্বান্বেই) প্রোক্ষণের অনুকূল; এবং ইহা (বন্ধকে) মেঘ্যই করে।

১১। তিনি (এই মন্ত্রে) হবি প্রোক্ষণ করেন—“অগ্নির জন্ত প্রিয়

১৭। “অগ্নে গুহিকারিণী”—ইহার মূল “অগ্নে পুং,” ইহার অর্থ “অগ্নি পানকারিণী” হইতে পারে (মহীধর-তথ্য জট্টবা); এই অর্থ গ্রহণ করিলে সায়ণের কথিত ভাষ্যবোধের সহিত অনেকটা সঙ্গতি হয়।

১৮। “দেবী আগ্ন-সমূহ...” ইত্যাদি পূর্বোক্ত (বা. স. ১. ১২. ৩) মন্ত্রেরই ইহা অবশিষ্ট অংশ।

১৯। বা. স. ১. ১৩. ১—২।

২০। বা. স. ১. ১৩. ৩। এখানে প্রোক্ষণী-পাত্রই একটু জল লইয়া জলকেই প্রোক্ষণ করিতে হইবে; মূল শতপথ-ব্রাহ্মণ ও কাত্যায়ন শ্রোতস্থলে তাহাই বুঝা যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের মতে ঐশ্বর্যট উচ্চারণ করিলেই সেই জলকে প্রোক্ষিত করা হয়।

তোমাকে গ্রহণ করিতেছি!”^{২১} এইরূপে যে যে দেবতার জন্য হবি গৃহীত হয়, তিনি তাহা সেই দেবতার জন্ত পবিত্র করিয়াই থাকেন।^{২২} এইরূপেই যথাক্রমে হবি প্রোক্ষণ করিয়া—

১২। তিনি (এই মন্ত্রে) বিভিন্ন পাত্র সমূহ প্রোক্ষণ করেন—“দেবগণের যাগরূপ কর্ণের জন্ত তোমরা শুদ্ধ হও!”^{২৩} তিনি দেবগণের যাগরূপ দৈবকর্মেই (তাহাদিগকে) শোবন করেন বলিয়া (তাহা বলিয়া থাকেন) ;—“অপবিত্রেরা তোমাদের বাহা দূষিত করিয়াছিল, এই—তাহা আমি শোধন করিতেছি!”^{২৪} এখানে তক্ষণকারী (ছুতার) অথবা অপর কোন অমেধ্য লোক ইহাদের (পাত্রসমূহের) বাহা কিছু (দূষিত) করে, তিনি জল দ্বারা ইহাদের তাহাই মেধ্য করেন ; এবং সেই জন্তই বলেন—“অপবিত্রেরা তোমাদের বাহা দূষিত করিয়াছিল, এই—তাহা আমি শোধন করিতেছি।”

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১-৩ কৃষ্ণাজিন-গ্রহণ, ওৎপ্রসঙ্গে সজ্জের ব্রুকস্বরূপের বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণাজিনের প্রসঙ্গা, তদুপরি দীক্ষাগ্রহণ, হবির অবধন ও গেষণ, —৪ কৃষ্ণাজিন গ্রহণের মন্ত্র, ও তাহার ব্যাখ্যা, —কৃষ্ণাজিনের অবধন (খাড়ন), তাহার মন্ত্র, বিভিন্ন পাত্রসমূহের অবধন-নিবেধ, —৫ কৃষ্ণাজিন পাত্তিবার মন্ত্র, তাহার তাৎপৰ্য্য, (উলুখল স্থাপন না হওয়া পর্য্যন্ত) বাম হস্তে তাহার ধারণা, —৬ বক্ষিণ-হস্তের দ্বারা তদুপরি উলুখল-স্থাপন, ব্রাহ্মণ রাক্ষসের অশংকা, সেই জন্ত ব্রাহ্মণের বাম হস্তে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কৃষ্ণাজিন ধৃত হইয়া থাকে, —৭ উলুখলের স্থাপন ও তদন্ত, এবং মন্ত্রগত শব্দসমূহের যুক্তিপূর্বক অর্থ-নিরূপণ, —৮ উলুখলে হবি নিক্ষেপ, তাহার মন্ত্র, তাৎপৰ্য্য, পূর্বকৃত বাক্য-সংঘের তাগ ও তাহাতে যুক্তি, —৯ উলুখলে হবি প্রোক্ষণ করিবার পূর্বে অবজ্ঞিত বাক্য উচ্চারণ করিলে বিদ্রোহবতী প্রকাশক মন্ত্রের পাঠরূপ তাহার আয়ত্তিত, — ১০ মন্ত্রপাঠ-পূর্বক মূল্যের গ্রহণ ও

২১। এখানে বলা করিবার সময় “অগ্নি ও সোমের জন্য প্রিয় তোমাকে প্রোক্ষিত করিতেছি” —মূল্যের এই অংশ চুকুণ্ড পাঠ করা বিধেয়। বা, ম, ১, ১৩, ৪—৫।

২২। কা, শৌ, ২, ৩, ৩০।

২৩। বা, ম, ১, ১৩, ৪—৭।

২৪। ইহা পূর্বমন্ত্রেই অবশিষ্ট; ইহাও পাত্র-প্রোক্ষণে বিনিবোধ্য।

উল্খলের মধ্যে তাহার ক্ষেপণ ;— ১১ হবিকৃৎ অর্থাৎ অবহত ত্রীহির পেশণকারীর আস্থান, তন্নয়-
 বাধ্যা ;— ১২ ব্রাহ্মণবৈষ্ণব-কৃত্রিয় ও শূদ্রভেদে চতুর্বিধ আস্থান-বাধ্যা, এবং ব্রাহ্মণের আস্থান-
 বাধ্যা হবিকৃতেষু আস্থান ;— ১৩ পুরাকালে যজ্ঞমানের গ্রীহি হবিকৃৎ ইয়া উপস্থিত হইতেন, এখনও
 (ব্রাহ্মণ-সময়ে) স্থানকিপেয়ে এই প্রকার প্রচলন, তনৈক স্ববিকের দৃষ্ণ ও উপলার আঘাতে শব্দোৎ-
 পাদন, এবং তাহার কারণনির্দেশের উপক্রম ;— ১৪—১৫ তৎপ্রসঙ্গে মনুর যবত (বৃষত)-সম্বন্ধীয়
 আখ্যায়িক ;— ১৬ দৃষ্ণ-উপলার আঘাত করিবার মন্ত্র ও তদ্ব্যাখ্যা ;— ১৭ স্পর্শগ্রহণের মন্ত্র ও তদ-
 ব্যাখ্যা ;— ২০ স্পর্শে হবি চালিবার মন্ত্র ও তদ্ব্যাখ্যা ;— ২১ তুনের সমস্তক অপনয়ন ও অপদীত
 তুনের আঘাত ;— ২২ বিতুষীকৃত তন্তুল হইতে তাহার কণাসমূহের নিষ্ক্ষেপ, তাহার মন্ত্র, ও তাৎ-
 পর্য্যব্যাখ্যা ;— ২৩ সেই জন্তুতে মন্ত্রবিশেষের পাঠ, ও কণানবুহের জিনবার কণীকরণ বা নিষ্ক্ষেপ ;
 — ২৪ মতান্তরে কণীকরণে মন্ত্র-পাঠ, তাহার নিবেশ, ও যোনাবলম্বনেই কণীকরণের কর্তব্যতা ।]

১। অনন্তর তিনি যজ্ঞেরই সমগ্রতা বিধানের জন্ত কৃষ্ণাজিন গ্রহণ করেন ।
 (পুরাকালে) যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে চলিতা গিয়াছিল । সে ‘কৃষ্ণ’ ইয়া
 (কৃষ্ণমূগের রূপ ধারণ করিয়া) চরিতেছিল । পরে দেবগণ তাহাকে লাভ করিয়া
 (বা জানিতে পারিয়া, তাহার) স্বক্ ছেদন করিয়া আহরণ করেন ।

২। তাহার যে সকল গুরু ও কৃষ্ণ লোম ছিল, তাহার স্বক্ ও সাম-
 সমূহের রূপ ; অর্থাৎ যে সমস্ত (লোম) গুরু, তাহার সাম-সমূহের রূপ ; এবং
 যে সমস্ত কৃষ্ণ, তাহার স্বক্-সমূহের রূপ ; যদি বা অন্য প্রকারে (হয়, তবে) যে-
 গুলি কৃষ্ণ, তাহারই সাম-সমূহের ; যেগুলি গুরু, তাহারই স্বক্-সমূহের ; এবং
 যেগুলি পিঙ্গলাভ হরিত, তাহার বজ্জু-সমূহের রূপ ।

৩। এই ত্রয়ী (স্বক্-বজ্জু-সাম-রূপা) বিদ্যা যজ্ঞ, এবং এই (যে গুরু-
 কৃষ্ণাদি) চিত্র বর্ণ, ইহা তাহার (ত্রয়ীর) রূপ । সেইজন্ত, কৃষ্ণাজিনকে যে
 (গ্রহণ করা) হয়, তাহা যজ্ঞেরই সমগ্রতার জন্ত ; এবং সেই হেতু (সোমবাগে
 যে যজ্ঞমান) কৃষ্ণাজিনের উপর দীক্ষিত হন, (তাহা) যজ্ঞেরই সমগ্রতার জন্ত ।

১ স্বক্, বজ্জু, ও সাম দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করা হয় বলিয়া তাহার সামন, এবং যজ্ঞ সাধ্যা ; এই
 সাধ্য-সাধনের অভিধ স্বীকার করিয়া এখানে ত্রয়ী-বিদ্যাকেই যজ্ঞ বলা হইতেছে ।

ত্রয়ী না হইলে যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় না, এই জন্য ত্রয়ী যজ্ঞের সমগ্রতা সম্পাদন করে । কৃষ্ণাজিন
 ও ত্রয়ীর অভিন্নতা এই হিসাবে—কৃষ্ণাজিন যেমন গুরু ও কৃষ্ণ, বা গুরু, কৃষ্ণ ও পিঙ্গলাভ-হরিত
 বর্ণের, ত্রয়ীও সেইরূপ গুরু ও কৃষ্ণ, বা গুরু, কৃষ্ণ ও পিঙ্গলাভ-হরিত বর্ণের । এই বর্ণমাত্রের সাদা
 ধরিয়া উভয়ের অভিধ কল্পনা করা হইতেছে ।

অতএব (কৃষ্ণাজিনের) উপরে (ত্রীহি প্রভৃতি) হবির অবহনন ও পেষণ হয় ; (কারণ, তাহা করিলে, ঐ) হবি অপতিত থাকিবে (অর্থাৎ ভূমিতে পড়িয়া যাইবে না) ; সেইজন্য ইহাতে (কৃষ্ণাজিনে) বাহ্য কিছু তণ্ডুল বা পিষ্ট (তণ্ডুলাদি) পতিত হইবে, তাহাতে যজ্ঞই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।^২ সেই জন্ত (কৃষ্ণাজিনের) উপরে অবহনন ও পেষণ হয়।

৪। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) কৃষ্ণাজিন গ্রহণ করেন—“তুমি শর্মা।”^৩ কৃষ্ণের (কৃষ্ণ-মৃগের) যে এই (অজিন), তাহা চর্ম্মই ; ইহার সেই (‘চর্ম্ম’ নাম) মনুষ্য-সদৃশীয় ; দেবগণের নিকটে তাহা ‘শর্ম্ম’ ; তিনি সেইজন্য বলেন—“তুমি শর্মা।” অনন্তর (এই মন্ত্রে) তিনি তাহা (কৃষ্ণাজিন) অবধূত করেন (অর্থাৎ ঝাড়েন)—“রক্ষোগণ অবধূত ! অরাসিগণ অবধূত !”^৪ তিনি সেই অবধূতনের দ্বারা নাশক-জীবগণকে ও রক্ষঃ-সমূহকে এখানে ইহাতে অত্যন্ত অপহৃত (তাদৃশিত) করেন। তিনি কিন্তু যজ্ঞের পাত্র-সমূহকে অবধূত করেন না ; কেননা, ইহাঃ (কৃষ্ণাজিনের) সাধা অমেষা ছিল, তাহাটী তিনি তাহার (মন্ত্রের দ্বারা) অবধূত করেন।

৫। তিনি (এই মন্ত্রে) তাহা (সেই কৃষ্ণাজিনকে) একরূপ ভাবে পাতেন, তাহাতে তাহার গ্রীবাদেশ পশ্চিম দিকে থাকে—“তুমি অদিতির স্বকৃ, অদিতি তোমাকে (তাহার উপর তোমার অবস্থিতি বিষয়ে) অমুজ্ঞা প্রদান করুন।”^৫ এই পৃথিবীই অদিতি ; এবং ইহার (পৃথিবীর) উপর বাহ্য কিছু থাকে, তাহাই ইহার স্বকৃ ; এবং সেইজন্যই তিনি বলেন—“তুমি অদিতির স্বকৃ।” “অদিতি তোমাকে অমুজ্ঞা প্রদান করুন”—(ইহার তাৎপর্য্য এই যে), স্বজন স্বজনের প্রতি (যেমন পরস্পর আত্মকৃলা-ভাব প্রকাশ করিবার জন্ত) সম্মতি প্রদান করে, ইহাও (সেইরূপ) কৃষ্ণাজিনকে ঐ সম্মতিটী এই ভায়ে বলিতেছে যে, পাণ্ডে

২। অর্থাৎ কৃষ্ণাজিন যজ্ঞরূপ বলিয়া, এক তণ্ডুলাদিও যজ্ঞসাধন-হেতু যজ্ঞরূপ বলিয়া ঐ তথা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

৩। শর্ম্ম-শব্দের অর্থ স্বর্ষহেতু—বহীধর। ব্রাহ্মণ বলিতেছে যে, দেবতারা তাহাকে ‘শর্ম্ম’ বলে, মানুষেরা তাহাকে ‘চর্ম্ম’ বলে ; ‘শ’ স্থানে ‘চ’ হইয়াছে। সন্ত—বা, ম, ১, ১৫, ১।

৪। বা, ম, ১, ১৪, ২।

৫। বা, ম, ১, ১৪, ৩।

তাহারা (পৃথিবী ও কৃষ্ণাজিন) পরস্পর হিংসা করে। (যতক্ষণ তাহার উপর উলুখল স্থাপন করা না যায়, ততক্ষণ সেই কৃষ্ণাজিন) বাম পাণি দ্বারা ধৃত হইয়া থাকে।

৬। অনন্তর তিনি দক্ষিণ পাণি দ্বারা (তদুপরি) এই ভয়ে উলুখল আনয়ন করেন যে, পাছে ইহাতে (কৃষ্ণাজিনে) নাশক-জীবগণ ও রক্ষঃ সমূহ প্রথমে আবেশ করে। ত্রাঙ্গণ রক্ষোগণের আপহন্তা বলিয়া (ত্রাঙ্গণের) বাম পাণি দ্বারা তাহা ধৃত হইয়াই থাকে।

৭। অনন্তর তিনি (তদুপরি এই মন্ত্রে) উলুখল স্থাপন করেন—“তুমি অজি ও বানস্পত্য !” অথবা (এই মন্ত্রে স্থাপন করেন)—“তুমি বিজীর্ণমূল গ্রাবা !”^{*} (অজিকেরা) যেমন ঐ (সোমনাগে^{*}) গ্রাবা (পাষণ) সমূহের দ্বারা দীপ্তিশালী সোমনকে অভিষব করেন, সেইরূপই দুষৎ-উপলা (শিল-নোড়া) ও উলুখল-মুসল দ্বারা তিনি হবির্ঘজ্ঞকে (অর্থাৎ তাহার সাধন ব্রীহি-প্রভৃতিকে) অভিষব (অর্থাৎ তুমের পৃথক্-করণাদি সংস্কার) করেন। এই জন্ত তাহাদের (সোনাভিষব-সাধন পাষণসমূহের ও হবির্ঘজ্ঞাপেক্ষিত পুরোডাশাদির সাধন উলুখলাদির) ‘অজি’ এই এক নাম। তিনি সেই জন্ত বলেন—“তুমি বানস্পত্য (বনস্পতি-সম্ভব) ও অজি !” তিনি বলেন—“বনস্পত্য” ! কারণ ইহা বনস্পতি হইতে উৎপন্ন ;—“তুমি বিজীর্ণমূল গ্রাবা,”^{*} কারণ ইহা আঘাত করে (গ্রাবা), এবং ইহার মূল বিজীর্ণ ;—“তুমি অদিতির স্বক, তিনি তোমাকে (তাহার উপর তোমার অবস্থিতি বিষয়) অমুক্তা প্রদান করুন !” কারণ, (স্বজন যেমন স্বজনের প্রতি আমুক্য-ভাব প্রকাশ করিবার জন্ত সম্মতি প্রকাশ করে, সেইরূপ) ইহাও কৃষ্ণাজিনকে ঐ সম্মতিই এই ভয়ে বলিতেছে যে,—পাছে তাহারা পরস্পর হিংসা করে।

৩। বা, স. ১, ১৪-৪-৫।

৭। সোমনদ্বিগ্না যে বজ্র সম্পন্ন করা যায়, তাহা সো য যা গ ; এবং ব্রীহি-প্রভৃতির পিষ্টকের দ্বারা যে বজ্র করা যায় তাহা হ বি ঘ জ্ঞ।

৮। ‘গ্রাবা’-পদ $\sqrt{হন}$ হইতে নিস্পন্ন করা যাইতে পারে ; নিষট (১।১০) ছর্গাণ্য-কৃত টীকা

*ত্রাবা।

৮। অনস্তর তিনি (এই মন্ত্রে উলুখলের মধ্যে ব্রীহাদি) হবিকে প্রক্ষেপ করেন—“তুমি অগ্নির শরীর (সদৃশ), তুমি বাক্যনির্গমনের সাধন!”^{১০} কেননা, হবি গ্রহণ করিবার জন্য তিনি (অধ্বৰ্য্য) সেই যে বাক্যকে সংযত করেন,^{১১} তিনি তাহা এই স্থানে ত্যাগ করেন।^{১২} তিনি সেই বাক্যকে এখানে ত্যাগ করেন, কারণ, এই বজ্র (অর্থাৎ তৎসাধন হবি) উলুখলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, ও তাহা প্রসারিত হইয়া উঠিল; (অতএব বাক্য-সংযমের আর প্রয়োজন নাই); তিনি সেইজন্য বলেন—“তুমি বাক্যনির্গমনের সাধন!”

৯। তিনি যদি (উলুখলে হবি প্রক্ষেপ করিবার) পূর্বে মাহুযী (অর্থাৎ অযজ্ঞির) বাক্য ব্যবহার করেন, তবে সেখানে বিষ্ণুদেবতা-প্রকাশক ঋক্ বা যজু^{১৩} জপ করিবেন; কেননা, বজ্রই বিষ্ণু; সেইজন্য তিনি তাহার দ্বারা (তাদৃশ ঋক্ বা যজু জপের দ্বারা) বজ্রকেই আবার আরম্ভ করেন; এবং ইহাই তাহার (মাহুযী বাগ্-ব্যবহারের) প্রারম্ভিতি। তিনি বলেন—“দেবগণের তৃপ্তির জন্য^{১৪} তোমাকে গ্রহণ করিতেছি!”^{১৫} কেননা, ‘দেবগণকে তৃপ্ত করুক’,—এই অভিপ্রায়ে হবি গৃহীত হইয়া থাকে।

১০। অনস্তর তিনি (এই মন্ত্রে) মুসল গ্রহণ করেন—“তুমি বৃহৎ গ্রাবা ও বানস্পত্য।!”^{১৬} এই মুসল (দীর্ঘ, এবং সোমাত্তিকের গ্রাবা বা পাষাণের দ্বারা হবিসংস্কারক বলিয়া) বৃহৎ গ্রাবাই, এবং (বানস্পতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া) বানস্পত্যই। (অনস্তর এই মন্ত্রে) তিনি সেই মুসলকে (উলুখলের মধ্যে)

১০। বা, স, ১, ১৫, ১; তুলঃ—“বদা হি শ্রদ্ধা ওষধীনাংরক্তি, অথ বাচঃ বিসৃজন্তে”—তৈ, ব্রা, ৩, ২, ৫।

১০। ১, ১, ২, ২ জইয়া।

১১। বজ্রমানও এখানে নোদ ত্যাগ করেন;—কা, শ্রো, ২, ৪, ৭।

১২। বা, স, ৫, ১৫; ক, স, ১, ২২, ২৭।

১৩। অথবা—“জন্মণের জন্য”—তৈ, স, ১, ১, ৫, ৯, তাব্র তাবা।

১৪। ইহা পূর্বোক্ত “তুমি অগ্নির শরীর...” ইত্যাদির অবশিষ্ট মন্ত্র, বা, স, ১, ১৫, ১।

১৫। তুলঃ—১, ১, ৩, ৭; বা, স, ১, ১৫, ২।

প্রক্ষেপ করেন—“সেই তুমি দেবগণের জন্য হবিকে শাস্ত কর; সেইরূপে শাস্ত কর, যাহাতে তাহা সুশাস্ত হইতে পারে।”^{১০} তিনি সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া ইহাই বলেন যে, ‘তুমি এই হবিকে (তুমিাদি দোষ উপশব্দের দ্বারা) সংস্কৃত কর, যাহাতে ইহা সুসংস্কৃত হইতে পারে।’

১১। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) হবিষ্কৃৎকে^{১১} আহ্বান করেন—“হবিষ্কৃৎ আগমন কর! হবিষ্কৃৎ আগমন কর!”^{১২} বাক্যই হবিষ্কৃৎ, (কেননা বাক্যকে সংযত করিয়া পুরোডাশাদি রূপ হবি করা হয়);^{১৩} অতএব ইহার (মন্ত্রের) দ্বারা তিনি এই বাক্যকেই ভাগ করেন।^{১৪} বাক্যই যজ্ঞ, (কেননা বাক্য দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয়); তজ্জন্ত তিনি ইহার (বাক্যাত্মক হবিষ্কৃতের আহ্বান) দ্বারা যজ্ঞকেই পুনর্বার আহ্বান করেন।

১২। (আহ্বান-) বাক্যের এই চারিটি প্রকার আছে—ব্রাহ্মণের পক্ষে ‘এহি,’ বৈশ্যের ‘আগহি,’ রাজস্ববন্ধুর (কৃত্রিয়ের^{১৫}) ‘আজ্রব,’ ও শূত্রের ‘আধাব’।^{১৬} বাহ্য ব্রাহ্মণের (আহ্বান পদ—‘এহি’), তিনি তাহাই বলেন;

১৩। বা. স. ১, ১৫, ৩।

১৭। উল্খন-মূল্যের দ্বারা ক্রীড়ি অবধাত ক্রিয়ার পর যে ব্যক্তি ঐ তত্ত্বকে পেযগাদি করে, সে হবি প্রাপ্ত করে বলিয়া হবিষ্কৃৎ নামে কথিত হয়। ১, ১, ৪, ১৩ ত্রুট্য।

১৮। বা. স. ১, ১৫, ৪।

১৯। ত্রুট্য—১, ১, ২, ২; ৪, ৮।

২০। এই জন্য কাত্যায়ন সংযত বাক্যের পরিভাষায় বিকল্পে এই মন্ত্রটির বিনিয়োগ করিয়াছেন; ২, ৪, ২,; ত্রুট্য ১, ১, ৪, ৮।

২১। রাজস্ববন্ধুরা এখানে নিম্নিত্ত করিয়া নহে (তুল্য—“কৃত্রিয়কো মনৈত্যাং সপুশীং যজ্ঞদক্ষিণাম্”—মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৮, ৭৪; ‘ব্রহ্মবন্ধু’—ঐ ৭৫, ৬); ঐ শব্দ এখানে সাধারণ কৃত্রিয়কেই বুঝাইতেছে, যেমন—“আধাবিন্ধাং কৃত্রিয়কো...” মনু. ২, ৩৮। সাধারণার্থ্যও ইহা বলিয়াছেন। মূল ব্রাহ্মণে অনেক স্থানে এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। ত্রুট্য:—আপ. শ্রৌ. ১, ১২, ১।

২২। তৈত্তিরীয়-সংহিতার মূত্রকার আগন্তব্য বলেন, কৃত্রিয়ের ‘আগহি,’ এবং বৈশ্যের ‘আজ্রব’; আপ. শ্রৌ. ১, ১২, ৩। এ স্থানে শূত্রেরও মন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে; আপ. শ্রৌ. শূত্র-মন্ত্রিকার দ্রষ্টব্য বলেন—ইহা “নির্ধারিতপতি” নামের কথা বলা হইয়াছে; বা. দ. ৩, ১, ৫১-৫২;

কেননা, ইহাই বজ্জের যোগাতর ; কারণ, এই যে 'এহি' পদ, ইহা বাক্যের (অন্যান্য 'আত্মব' ইত্যাদি পদ অপেক্ষায়) শাস্ত্রতম। তিনি তজ্জনা 'এহি'—ইহাই বলিবেন।

১৩। পূর্বকালে তাহা এইরূপ ছিল যে, (আত্মার পর যজ্ঞমানের) জায়গাই হবিষ্কৃৎ (হবিসম্পাদন-কারিণী) হইয়া উপস্থিত হইতেন। তজ্জন্ম আজ কালও আছে যে, যে কেহ * (হবিষ্কৃৎ হইয়া) উপস্থিত হন। সেই ইনি (অধ্বর্যু) যেখানে হবিষ্কৃৎকে উঠে:স্বরে আহ্বান করেন, সেখানে এক জন (ঋত্বিক্, অর্থাৎ আত্মীষ) দৃষদ্ ও উপলাকে (শম্যা দ্বারা **) আঘাত করেন। তাঁহারা যে এখানে এই শব্দ প্রত্যুচ্চারণ করেন, (তাহার কারণ)—

১৪। মমুর একটা ঋত (বৃষ) ছিল। ঐ ঋতভে অমুর ও শক্রগণের হনন-কারী শব্দ (বাক্) প্রবেশ করে। তাহার দ্বাস ও শব্দে পীড়িত হইয়া অমুর ও রক্ষোগণ চলিয়া গিয়াছিল। অনন্তর তাহারা পরস্পরে এই আলাপ করে— 'হায়! এই ঋতভ আমাদের পাপ (পরাজয়) সম্পাদন করিতেছে; কি প্রকারে আমরা ইহাকে বিনাশ করিব!' কি না ত ও আ কু লি নামে অমুরগণের দুই পুরোহিত ছিলেন।

১৫। তাঁহারা উভয়ে বলিলেন—'মহু শ্রদ্ধাদেব (অত্যন্ত শ্রদ্ধালু,—সহজে আত্মের কথার বিশ্বাস করেন); আমরা ইহার অভিপ্রায় জানিব।' তাঁহারা আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'হে মহু, আমরা আপনার সাগ করিব!'

কা. শ্রো. ১. ১. ১২; জুল:—'রথকারাধান,' কা. শ্রো. ১. ১. ২. ১১; মী. দ. ৩. ১. ৪৪-৫০। 'এহি' প্রভৃতি চারিটি শব্দেরই অর্থ 'মাগমন কর।'

২৩। পত্নী বা ঋত্বিক্ (আত্মীষ)। কা. শ্রো. ২. ৪. ১৪; আপস্তম্ব বলেন (১. ২০. ১২—১৩) পত্নী উপস্থিত না থাকিলে অপর কেহ আসিতে পারে।

২৪। শম্যা; ইহা ঋত্বির কাষ্ঠ-নির্মিত বজ্জের পাত্র বিশেষ; ইহা দৈর্ঘ্যে ৩ অঙ্গুলি, অগ্রের দিকে ৮ অঙ্গুলিতে এক একটি করিয়া আটটি 'কৃষ' বা বর্জুল প্রতি থাকে। তজ্জুগারি পেষণের সময়ে ইহাকে দৃষদের (শিল-পাটার) নীচে রাখা হয়। মূলে এই শম্যা দ্বারা আঘাত করিবার কথা না থাকিলেও দৃষগ্রস্থ-মূহে কোথাও কোথাও বৈকালিক ভাবে উক্ত হইয়াছে। আঘাত তিনবার করিবার নিয়ম; দুইবার দৃষকে ও একবার উপলাকে। কা. শ্রো. ২. ৪. ১৫; আপ, শ্রো. ১. ২০. ২-৪।

‘কাহার দ্বারা ?’

‘এই ঋষভের দ্বারা ।’

মহু ‘তাঁহাই হউক’ বলিলে তাঁহার। সেই ঋষভকে বধ করার ঐ শব্দ (বাক্য) অপগত হইল।

১৬। (কিন্তু পুনর্বার) সেই শব্দ মহুর দ্বী মনাবীতে প্রবেশ করিল। অম্বর ও রক্ষোগণ তাঁহাকে যেখানে কিছু বলিতে শুনে, সেস্থান হইতেই পীড়িত হইয়া গমন করে। তাহার। পরস্পরে আলাপ করিল—‘সেইস্থান হইতে (নির্গত হইয়া ঐ শব্দ) আমাদের অধিকতর পাণ সাধন করিতেছে; কেননা মহুবা সম্বন্ধীয় শব্দ বহুতর বলিয়া থাকে।’ তখন কি লা ত ও আ কু লি বলিলেন—‘মহু শ্রদ্ধাদেব, আমরা ইহাঁর অভিশ্রুতির জানিব।’ অনন্তর তাঁহার। আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—‘হে মহু, আমরা আপনার বাণ করিব।’

‘কাহার দ্বারা ?’

‘এই (আপনার) দ্বী দ্বারা ।’

মহু ‘তাঁহাই হউক’ বলিলে, তাঁহাকে বধ করার সেই শব্দ অপগত হইল।

১৭। (পুনর্বার) সেই শব্দ বজ্রোপাভ-সমূহে প্রবেশ করিল। তাঁহার। (অম্বর-পুরোহিতস্বর) তাঁহাকে সে স্থান হইতে নির্গত করাইতে পারেন নাই। (সেই জন্য শম্বা দ্বারা দৃবদ্ ও উপলাকে আঘাত করায়, তাহা হইতে) সেই অম্বর ও শক্রগণের হননকারী শব্দ উদগত হয়। (অতএব) তিনি যে ব্যক্তির জন্ত—বিনি ইহা এইরূপ জানেন,—এই শব্দকে প্রত্যাচারণ করেন, তাহার। শত্রুগণ অত্যন্ত পাপযুক্ত হয়।

১৮। তিনি (এই মন্ত্রে পূর্বোক্ত ১,১৪,১৩) দৃবদ্ ও উপলাকে সমাক্রমে আহত করেন—“তুমি মধুজিহ্ব কুকুট!”^{২৫} সে (ঋষভ) দেবগণের জন্ত

২৫। “কুকুটোঃসি মধুজিহ্বঃ;” বা. স. ১. ১৩. ১। দৃবদ্ ও উপলাকে শম্বা দ্বারা আঘাত করা হয়, এবং এই মন্ত্রটি এখানে শম্বাকেই বুঝাইতেছে। কুকুট-পক্ষীর দ্বারা কলি করে বসিয়া তাহা কুকুট, এবং ঐ কলি মধুর বসিরা তাহা মধুজিহ্ব। মধীধর ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—“হে শম্বা-রূপ যজ্ঞাধিপতিশব্দ, তব কুকুটোঃসি অহরাণাম, মধুজিহ্বাকাসি দেবানাং। অহরাঃ ক কেতি তান্ হন্ত-

মধুজিহ্বা ও অশ্বুরগণের জন্ত বিযজিহ্ব ছিল। (তিনি মনে করেন)—‘সে দেবগণের জন্ত বেমন ছিল, আমাদের জন্ত সেইরূপ হউক!’ এই জন্ত তিনি তাহা বলিয়া থাকেন।—“তুমি অন্ন ও (বল-প্রাণের উদ্দীপক) রস আহ্বান কর; আমরা তোমার দ্বারা প্রত্যেক সংগ্রামকে জয় করিব!”^{২০} এখানে (এই মন্ত্রে) অস্পষ্টার্থের মত কিছু নাই।

১৯। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) স্বর্পকে গ্রহণ করেন—“তুমি বৃষ্টির দ্বারা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত!”^{২১} এই স্বর্প বৃষ্টির দ্বারাই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত, কেননা, যদি ইহা নল, যদি বাঁশ, (বা) যদি বীরণাদির (দ্বারা নিশ্চিত) হইয়া থাকে, এই সমস্ত পদার্থকেই বৃষ্টি বর্দ্ধিত করে।

২০। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে আহত ব্রোহি বা যব-রূপ) হবিবে (স্বর্পের উপরে) চালেন—“তুমি বৃষ্টির দ্বারা বর্দ্ধিত; (স্বর্প) তোমাকে জাহ্নুক [অথবা (তাহাতে তোমার অবস্থান বিষয়ে) অনুজ্ঞা করুক]”^{২২} (হবি) যদি ব্রোহি, বা যব-নিশ্চিত হয়^{২৩}, ইহার বৃষ্টি দ্বারাই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত, কেননা, বৃষ্টি ইহাদিগকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। (অতন যেমন স্বভবের প্রতি আহুকৃত্য) তাব প্রকাশের জন্ত সংজ্ঞা করে, তিনিও (সেইরূপ) ইহার (যন্ত্রের) দ্বারা স্বর্পকে সেই সংজ্ঞাই এই ভাবে বলিয়া থাকেন যে, পাঁচ গাহারা পরস্পরভিৎসা করে。^{২৪}

২১। পরে তিনি (স্বর্প-প্রাক্ষিপ্ত অবহত হবি হইতে) তুষমুহকে (এই মন্ত্রে) গ্রহণ করেন—“বকঃ পরাস্ত! অরাতিগণ পরাস্ত!”^{২৫} ইহাতে (উক্ত

মিচ্ছন্ ঘোহটতি সর্বত্র শকতি স কুকুটঃ; যদা কুকু কুংগিতশব্দং কুটতি তনোতীতি কুকুটঃ; যদা কুকুটোখা-পক্ষিবৎ ধনিবিশেষবহুস্বার্থঃ তনোতীতি কুকুট তদুপচর্যতে। মধুজিহ্বকন্যাঃ কচ্ছিদ্ দেবানাং ভৃত্যঃ, মধুর্ঘব্রতাবিনী জিহ্বা যদা, তরুণ হে যজ্ঞঃস্ব...।” ক। শ্রো. ২.৪.১৫।

২৬। বা. স. ১. ১৩. ১।

২৭। বা. স. ১. ১৩. ২।

২৮। বা. স. ১. ১৩. ৩।

২৯। কা. শ্রো. ১. ৯. ১। বী. ধ. ১৫. ৩. ১০-১৫; যজু. ২. ১৪-১৫।

৩০। তুলঃ—১. ১.৪.৫; ৭।

৩১। বা. স. ১. ১৩. ৪।

মন্ত্রদ্বয়ের উচ্চারণের দ্বারা) নাশক-জীব ও রক্ষঃসমূহ এই (যজ্ঞ) স্থান হইতে অপহৃত হয়।

২২। অনন্তর তিনি (সত্য ও নিস্বেষ তত্ত্ব লকে এই মন্ত্রে) পৃথক করেন—
“বায়ু তোমাদিগকে পৃথক করুন!”^{৩২} এই বাহা কিছু পৃথক-কৃত হয়,
তৎসমুদয়কে ইহাই (বায়ুই) পৃথক করে; তজ্জন্য ইহাদিগকে (পুরুষোক্ত তত্ত্ব ল-
সমূহকে) ইহাই (বায়ু) পৃথক করিয়া থাকে। যখন ইহারা (তত্ত্ব ল) ইহা
(পৃথক-করণকে) প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি বাহার (যে পাত্রে) উপরে ইহাদিগকে
পৃথক করেন, (ভাঙাভেই)—

২৩। (ইহাদিগকে এই মন্ত্রে) অস্থমন্ত্রিত করেন—“হিরণ্যপাণি দেব
সবিগ্ন তোমাদিগকে অচ্ছিন্ন (অঙ্গুলির কাঁক-রহিত) হস্তের দ্বারা গ্রহণ করুন!”^{৩৩}
(হস্ত বলিব্যব তাৎপর্য এই যে) অচ্ছিন্ন হস্ত দ্বারা (তত্ত্ব লসমূহ) অগৃহীত
হইতে পারিবে। অনন্তর তিনি তিনবার ফলীকরণ (অর্থাৎ তত্ত্ব লকণা সমূহের
নিষ্পেষ) করেন, কেননা যজ্ঞকে তিনবার আবর্তন করা হয়।^{৩৪}

২৪। সেখানে কেহ কেহ (এই মন্ত্রে) ফলীকরণ করেন—“দেবগণের
জন্ত তোমরা শুদ্ধ হও! দেবগণের জন্ত তোমরা শুদ্ধ হও!”^{৩৫} কিন্তু তাহা সেরূপ
করিবে না; কেননা, এই হবি (কোন বিশেষ) দেবতার জন্ত নির্দিষ্ট করা
হইয়া থাকে।^{৩৬} তিনি যে বলেন—“দেবগণের জন্ত তোমরা শুদ্ধ হও!”
ইহাতে তিনি এই হবিকে সমস্ত দেবতা-সম্বন্ধী (বৈশ্বদেব) করেন, এবং
তাহাতে দেবগণের মধ্যে কলহ (উৎপাদন) করেন। তজ্জন্ত মৌনাবলম্বন
করিয়াই ফলীকরণ করিবে।

৩২। বা. স. ১. ১৩. ৫; কা. সৌ. ২. ৪. ১০। কাণ্ডায়ন বলেন—এই মন্ত্রে তুষ্ণুগনিকে
আগ্নের মধ্যম কপালে ঢালিয়া, ও কৃষ্ণজিনের নীচে রাখিয়া উৎকর দেশে নিক্ষেপ করিবে।

৩৩। বা. স. ১. ১৩. ৬।

৩৪। বা. স. ১. ১৩. ৭।

৩৫। ‘সযনত্রয়াদিক্রমশেণ জিরাযুক্তো হি যজ্ঞঃ’—মার্কণ্ডেয়।

৩৬। মন্ত্রটি শাখাভ্রমরী; তুল্যঃ—“দেবেভ্যঃ শুদ্ধম্, দেবেভ্যঃ শুদ্ধম্”—ভৈ. স. ১. ২. ১২. ২

৩৭। হেটব্য—“আগ্নেবে বা হুইতং গৃহ্মণি”—১. ১. ২. ১৭।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

[১ যথাক্রমে আত্মীয় ও অধৰ্ম্য-কর্তৃক কপাল-সমূহ ও দৃষদ্-উপলার স্থাপন, ঐ উভয় কার্যের মূৰ্গপং বিধানের নিয়ম ;—২ তদ্বিষয়ে যুক্তিপ্রদর্শন-প্রসঙ্গে পুরোডাককে যজ্ঞের মন্তক-রূপে বর্ণনা ;—৩ আত্মীয়-কর্তৃক উপবেশ-গ্রহণ, তাহার মন্ত্র-ব্যাখ্যা, ও উপবেশ-শব্দের অর্থনির্বচন ;—৪ গার্হপত্য অগ্নি হইতে পূর্বদিকে অঙ্গারের বহন ও তাহার মন্ত্র-ব্যাখ্যা ;—৫ পুরোডাশ পাকের জন্ত অঙ্গার আহরণ ও তাহার মন্ত্র ব্যাখ্যা ;—৬ ঐ অঙ্গারের উপর মধ্যম কপালের স্থাপন, তৎসম্বন্ধে যুক্তিপ্রদর্শন-প্রসঙ্গে আত্মীয়িকা-বিশেষের অবতারণা, ও পুরোডাক বিধির সমর্থন ;—৭ ঐ কপালের স্থাপন-মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা, অতিচার করিতে হইলে ঐ মন্ত্রে পত্রের নামোদ্রেক, স্থাপিত কপালকে দ্বিতীয় অঙ্গার না আনয়ন পর্যন্ত বাস হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা বরিয়া রাখা ;—৮ তদ্বিষয়ে যুক্তি ও দ্বিতীয় অঙ্গারের আহরণ ;—৯ কপালের উপর অঙ্গার স্থাপন, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—১০ মধ্যম কপালের স্থাপন, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—১১ তৃতীয় কপালের স্থাপন, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা , — ১২ চতুর্থ কপালের উপস্থাপন, মন্ত্র ও ব্যাখ্যা, এই লোক-ত্রয়ের অতিরিক্ত চতুর্থ লোক আছে কি না—তদ্বিষয়ক সন্দেহ, অগ্নির কপাল সমূহের সৌম্যবলম্বনে বা মন্ত্রান্তরে স্থাপন ;—১৩ উপস্থাপিত কপালগুলিকে অঙ্গারিয়ার আচ্ছাদন করা, তাহার মন্ত্র, তাৎপৰ্য্য ;—১৪ দৃষদ্ ও উপলার স্থাপনকারীর সমস্তক কৃষ্ণাজিনে-গ্রহণ ;—১৫ কৃষ্ণাজিনের উপর সমস্তক দৃষদের স্থাপন ; ১৬ দৃষদ্-স্থাপন, ও তাহার মন্ত্র-ব্যাখ্যা ;—১৭ দৃষদের উপর সমস্তক উপলার স্থাপন ;—১৮ দৃষদের উপর হবি-স্বরূপ ত্রিহির ঢালা ও তাহার মন্ত্র ;—১৯ ত্রিহির পেষণ ও কৃষ্ণাজিনের উপর তাহা ঢালা, এবং তাহাৎদর মন্ত্র ,—২০ সেই মন্ত্রে ত্রিহি পেষণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহা হইলে অমৃত (সন্ন্য-রহিত) দেবগণের হবিকে অমৃত করা হইবে ;—২১ সেই মন্ত্রে কিরূপে তাহা হয়, তাহার প্রতিপাদন ;—২২ আজ্ঞা সৰ্বদেবতার সাধারণ বলিয়া যে মন্ত্র কোন বিশেষ দেবতাকে প্রকাশ করে না সেইরূপ বজ্রমন্ত্রের দ্বারা তাহার গ্রহণ, ও সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যা ।]

১। (ঋত্বিকৃ-গণের মধ্যে) সেই এক জন (আত্মীয়) কপাল-সমূহকে, এবং আর এক জন (অধৰ্ম্য) দৃষদ্ ও উপলাকে উপস্থাপিত করেন। সেই-এই উভয় কার্য এক সঙ্গেই করা হয়। সেই-এই উভয় কার্য এক সঙ্গে করিবার (কারণ এই)—

২। পুরোডাশ যজ্ঞের মন্তকই ; কেননা, মন্তকের যে-সকল কপাল

১। পুরোডাশ ত্রিহির অস্ত্র ব্যবহার্য্য দৃষদ পাকের মাস ক পাল। এখানে কপাল-সমূহকে গার্হপত্য-অগ্নির নিকটে, এবং দৃষদ্ ও উপলাকে কৃষ্ণাজিনের উপর স্থাপিত করিতে হয়।

(শিরোহস্থি) থাকে, ইহার (পুরোডাশের) সেই সমস্ত কপালই (শীত্ৰই) আছে ; এবং পিষ্ট (ক্রৌহি) সকল ইহার মস্তিষ্কই।” সেই-এই (অস্থিরূপ কপাল ও মস্তিষ্ক) একই অঙ্গ ; এবং তাঁহারা মনে করেন যে,—‘আমরা (ইহা) এক সঙ্গে করিব, আমরা (ইহা) সমান করিব ;’ তজ্জন্ত এই উভয় কার্য্য এক সঙ্গে করা হইয়া থাকে ।

৩। যিনি কপাল সমূহকে উপস্থাপিত করেন, তিনি (এই মস্ত্রে) উ প বে ব কে° গ্রহণ করেন—“তুমি ধূষ্ট !”° তিনি ইহার দ্বারা অগ্নিকে ধূষ্টের জায় বাবহার করেন° বলিয়া উহা ধূষ্ট। এবং যেহেতু তিনি ইহার দ্বারা যজ্ঞে (অঙ্গার প্রভৃতিকে) স্পর্শ করেন, ও ইহার দ্বারা (গার্হপত্য অগ্নিকে) উপবাস্তু করেন (‘উপবেবেটি’), সেই জন্ত ইহার নাম উ প বে ব।

৪। যিনি তাহার দ্বারা অঙ্গারসমূহকে (এই মস্ত্রে গার্হপত্য অগ্নির , পূর্নদিকে বহন করেন —“হে অগ্নি, অপকভোজী অগ্নিকে পরিভোগ করুন, এবং মাংসভোজী অগ্নিকে অগাস্ত নিষেধ করুন।”° মনুষ্যাগণ বাহা দ্বারা পাক করিয়া ভোজন করে, তাহার নাম অপকভোজী ; এবং বাহা দ্বারা তাহার (মৃত) লোককে দহন করে, তাহার নাম মাংসভোজী। তিনি ইহার (এই মস্ত্রের) দ্বারা এই উভয়কেই ইহা (গার্হপত্য অগ্নি) হইতে তাড়িত করেন ।

৫। অনন্তর তিনি (এই মস্ত্রে গার্হপত্য অগ্নি হইতে) অঙ্গার আহরণ করেন—“দেবগণের বাগকারীকে (অগ্নিকে) আনয়ন করুন !”° তিনি

২। মস্তক ও কপালের অন্তর্গত মাংস ।

৩। শবী বা পলাশ শাখার মূলভাগের প্রাচেশ পরিমাণ ও অগ্নিতাপে হস্তের জ্বালা বিস্তৃত কাঁদড়ের নাম উ প বে ব। সাম্রাঘা (দধি-দুগ্ধ) সংস্কার করিবার সময় ইহার দ্বারা গার্হপত্য অগ্নির অঙ্গার উত্তর দিকে লইয়া যাওয়া হয়। ইহা দ্বারা অস্ত্রাঙ্ক কার্য্যও হইয়া থাকে ।

৪। বা. স. ১.১৭.১।

৫। তীর্থ অঙ্গার সমূহকে ইতস্ততঃ সকালন করিতে পারে বলিয়া তাহা ধূষ্ট।

৬। বা. স. ১-১৭.২।

মনে করেন—‘যে (অগ্নি) দেবগণের বাগ করে, তাহাতে আমরা হবিসমূহ পাক করিয়া,—তাহাতে আমরা যজ্ঞ বিস্তার করিব;’ সেই জন্তই তিনি অঙ্গার আহরণ করেন।

৬। তিনি তাহার (ঐ অঙ্গারের) উপর মধ্যম কপালকে স্থাপন করেন। কারণ, দেবগণ (যখন) যজ্ঞ বিস্তার করিতেছিলেন, (তখন) তাহারা অঙ্গুর ও রক্ষোগণের আক্রমণ হইতে ভয় পাউয়াছিলেন যে, —‘পাছে (সেই) নাশক-জীব ও রক্ষোগণ আমাদের নীচে করিয়া তাহারা উখিত হয়।’ (এহজন্ত) অগ্নি রক্ষোগণের অপহৃষ্টা বলিয়া তিনি এইরূপে (অঙ্গারের উপর কপালকে) স্থাপিত করেন। (সেই কপালের আধার) যে ইহাই (এই অঙ্গারই) হয়, এবং অস্ত্র (কিছু) হয় না, (তাহার কারণ এই যে,) ইহাট (এই অঙ্গারই) যজুঃ (মন্ত্র) দ্বারা সংস্কৃত হইয়া মেঘা হইয়া থাকে। সেইজন্ত তিনি মধ্যম কপালের দ্বারা তাহা উপহিত (আচ্ছাদিত) করেন।

৭। তিনি (ঐ অঙ্গারের উপর মধ্যম কপালকে এই মন্ত্রে) স্থাপন করেন—‘তুমি ঐব, তুমি পৃথিবীকে দৃঢ় কর!’ তিনি (তাহা দ্বারা) পৃথিবীরই রূপে বর্তমান ইহাকেই (এই কপালকেই) দৃঢ় করেন, এবং ইহারই দ্বারা শত্রুকে বাধা প্রদান করেন। তিনি বলেন—‘তুমি ব্রহ্ম, ক্ষত্র, ও (যজ্ঞমানের) জ্ঞাতিগণের সেবাকারী, গোনাৎকে শত্রুর বধের জন্ত স্থাপিত করিতেছি!’* যজুর্মন্ত্র-সমূহে বহুবিধ কলপ্রার্থনা আছে; তজ্জন্ত তিনি (এই মন্ত্র দ্বারা) ব্রহ্ম ও ক্ষত্রকে, (অর্থাৎ ব্রহ্মবীৰ্য্য ও ক্ষত্রবীৰ্য্য এই) উভয় বীৰ্য্যকে প্রার্থনা করেন। (মন্ত্রে যে উক্ত হইয়াছে—) ‘জ্ঞাতিগণের সেবাকারী,’ (তাহার তাৎপর্য্য এই যে, এখানে) জ্ঞাতিগণ (অর্থে) প্রাচুর্য্যই (বুঝিতে হইবে); অতএব তিনি তাহার দ্বারা প্রাচুর্য্যকেই প্রার্থনা করেন। যদি তিনি অভিচার না করেন, তবেই বলিবেন—‘শত্রুর বধের জন্ত স্থাপন করিতেছি!’ আর যদি অভিচার করেন, তবে, (শত্রুর নাম করিয়া) ‘অসুরের বধের জন্ত (স্থাপন করিতেছি)’—বলিবেন।

৮। বা. ম. ১.১৭.৪।

৯। বা. ম. ১.১৭.৪।

(পূর্বোক্ত স্থাপিত কপাল) তাহা কর্তৃক বাম হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া থাকে।

৮। তিনি অনন্তর, পাঁচে নাশক-জীব ও রক্ষোগণ পূর্বোই ইহাতে (কপালে) প্রবেশ করে—এই ভয়ে (দক্ষিণ হস্তের দ্বারা দ্বিতীয়) অঙ্গারকে আহরণ করেন ; কেননা, ব্রাহ্মণ রক্ষোগণের অপহস্তা ; তজ্জন্ত (ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ কপাল) বাম হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াই থাকে।

৯। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে কপালের উপরে) তন্ত্র আর আনয়ন করেন—
“হে অগ্নি, এই বৃহৎ কক্ষকে (‘ব্রহ্ম’) গহণ করুন।” (তিনি ব্রহ্ম এই জন্ত বলেন যে,) পাঁচে নাশক-জীব ও রক্ষোগণ এখানে পূর্বোই প্রবেশ করে ; এবং অগ্নিই রক্ষোগণের অপহস্তা ; এবং তজ্জন্তই তিনি এইরূপে (কপালের উপর অঙ্গার) আনয়ন করেন।

১০। অনন্তর যাহা (অর্থাৎ যে কপাল প্রথম বা মধ্যম কপালের) পশ্চাৎ (বা পশ্চিম) দিকে থাকে, তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) উপস্থাপিত করেন—“তুমি ধারক, তুমি অন্তরিক্ষকে দৃঢ় কর।”^{১০} তিনি অন্তরিক্ষেরই রূপে ইহাকেই (পূর্বোক্ত কপালকেই) দৃঢ় করেন, এবং ইহারই দ্বারা দ্বৈতকারী শত্রুকে বাধা প্রদান করেন। তিনি বলেন—“তুমি ব্রহ্ম, ক্ষত্র, ও (যজমানের) জ্ঞাতিগণের সেবাকারী, শত্রুর বধের জন্ত তোমাকে স্থাপিত করিতেছি।”

১১। অনন্তর যাহা (সে কপাল) পুরোভাগে (অর্থাৎ প্রথম ও মধ্যম কপালের পূর্বদিকে) থাকে, তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) উপস্থাপিত করেন—“তুমি ধারক, তুমি দ্যলোককে দৃঢ় কর।”^{১১} তিনি দ্যলোকেরই রূপে ইহাকেই (পূর্বোক্ত কপালকে) দৃঢ় করেন, এবং ইহারই দ্বারা দ্বৈতকারী শত্রুকে বাধা প্রদান করেন। তিনি বলেন—“তুমি ব্রহ্ম, ক্ষত্র ও (যজমানের) জ্ঞাতিগণের সেবাকারী, শত্রুর বধের জন্ত তোমাকে স্থাপিত করিতেছি।”

১২। অনন্তর যাহা (অর্থাৎ যে কপাল প্রথম বা মধ্যম কপালের) দক্ষিণ

১০। বা, ম, ১, ১৮, ১।

১০। বা, ম, ১, ১৮, ২।

১১। বা, ম, ১, ১৮, ৩।

ভাগে থাকে, তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) উপস্থাপিত করেন—“সমস্ত দিকের জন্ত তোমাকে উপস্থাপিত করিতেছি।”^{১২} এই সমস্ত (তিনি) লোক, অতিক্রম করিয়া চতুর্থ (লোক) আছে কি না (সন্দেহ), তজ্জন্ত তিনি ইহা দ্বারা (চতুর্থ কপাল স্থাপন দ্বারা) ঘেবকারী শত্রুকে বাধা প্রদান করেন। ইহা নিশ্চয় নাই যে, এই সমস্ত (তিনি) লোককে অতিক্রম করিয়া চতুর্থ (লোক) আছে কি না; এবং ইহাও নিশ্চয় নাই যে, বাহ্যকে সমস্ত দিক্ বলা যাইবে। তিনি সেই জন্ত বলেন—“সমস্ত দিকের জন্ত তোমাকে উপস্থাপিত করিতেছি।” তিনি অপর সমস্ত কপালকে মৌনাবলম্বনে, অথবা (এই মন্ত্রে) উপস্থাপিত করেন—“তোমরা উপচরকারী, তোমরা উচ্চ-উপচরকারী।”^{১৩}

১৩। অনন্তর তিনি (উপস্থাপিত কপালগুলিকে এই মন্ত্রে) অঙ্গার সমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করেন—“ভৃঙ্গ গণ ও অঙ্গি রো-গণের তপের দ্বারা তোমরা তপ্ত হও।”^{১৪} কেননা, ভৃঙ্গ গণ ও অঙ্গি রো-গণের তেজই তেজোমতম। (ঐরূপ আচ্ছাদন করিলে, কপালগুলি) স্নাত্ত হইবে বলিয়াই তিনি আচ্ছাদন করেন।

১৪। অনন্তর যিনি দৃষ্ণ ও উপনাকে উপস্থাপিত করেন (১ কণ্ডিক), তিনি (এই মন্ত্রে) কৃষ্ণাজিনকে গ্রহণ করেন—“ভূমি শব্দ।” এবং তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) অবধূত করেন (ঝাড়েন)—“রক্ষোগণ অবধূত! অরতিগণ অবধূত!”^{১৫} সেই

১২। বা, স, ১, ১৮, ৪ সাধারণতঃ এখানে স্থলন—পূর্বে কপালত্রয় স্থাপনের দ্বারা পৃথিব্যাदि লোকত্রয় হইতে শত্রুকে বাধা প্রদান করা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন এই পৃথিব্যাदि লোকত্রয় তিন, অপর চতুর্থ লোক আছে কি না তাহা সন্দেহ। এই জন্ত মন্ত্রে ‘লোক’ শব্দকে প্রয়োগ না করিয়া ‘বিধ’ শব্দ প্রয়োগে চতুর্থ কপাল স্থাপনের দ্বারা সন্নিধ সমস্ত স্থান হইতে শত্রুকে বাধা দেওয়া হইতেছে।

১৩। ব, স, ১, ১৮, ৫; আর্যের পুত্রোভাষকে আটটি কপালে পাক করা হয়। ইহার মধ্যে পূর্বে চারিটি স্থাপন করা হইয়াছে, অবশিষ্ট চারিটির স্থাপনের কথা এখানে বলা হইল।

১৪। ব, স, ১, ১৮, ৬; এখানে ভৃঙ্গ ও অঙ্গিরা দশ পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণ ভাবে, অথবা পৃথক-ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, বিবেচ্য; এই দুই শব্দ বহু স্থানে একত্র প্রযুক্ত দেখা যায়; এবং তাহাদের সহিত অথর্বদশমেরও প্রয়োগ অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। অথর্বদশমের রচয়িত্ব ইহাদেরই উপর আরোপিত হইয়া থাকে।

১৫। বা, স, ১, ১৮, ১-২।

ঐ (বিধিই)^{১০} এখানে অনুকূল। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) তাহা (কৃষ্ণাজিন) একুণ ভাবে পাতেন, যাহাতে তাহার গ্রীবাভাগ পশ্চিমদিকে থাকে—“তুমি অদিতির (পৃথিবীর) স্বক্, অদিতি তোমাকে (তাহার উপর তোমার অবস্থিতি বিষয়ে) অনুজ্ঞা করুন!” সেই ঐ (বিধিই)^{১০} এখানে) অনুকূল।

১৫। অনন্তর তিনি (কৃষ্ণাজিনের উপরে এই মন্ত্রে) দৃষৎকে উপস্থাপিত করেন—“তুমি ধারণকারিণী ও পর্কতস্বরূপা (‘পার্কতী’); অদিতির (পৃথিবীর) স্বক্ (কৃষ্ণাজিন) তোমাকে (তদুপরি অবস্থানের জন্য) অনুজ্ঞা করুক!”^{১১} কেননা, ইহা (দৃষৎ) ধারণকারিণীই এবং পর্কতস্বরূপাই। “অদিতির স্বক্ তোমাকে অনুজ্ঞা করুক!”—ইহা দ্বারা তিনি কৃষ্ণাজিনকে (এই ভয়ে অনুকূল) সন্মতি বলিয়া দেন যে, পাছে তাহার পরম্পরে হিংসা করে। (ধারণ) রূপে ইহা (দৃষৎ) পৃথিবীই।

১৬। অনন্তর তিনি (দৃষদের পশ্চাৎভাগে) শমাকে অগ্রভাগ উত্তর দিকে করিয়া (এই মন্ত্রে) স্থাপন করেন—“তুমি ছালোকের স্তম্ভনকারিণী (ধারণিত্রী)!”^{১২} (ইহার অর্থ এই যে,) তুমি অন্তরিক্ষই; কেননা, অন্তরিক্ষ-রূপের দ্বারাই ছালোক ও পৃথিবী বিষ্টক (অর্থাৎ বিশেষরূপে বৃত্ত) হইয়া থাকে; তিনি ভজ্জন্তাই বলেন—“তুমি ছালোকের স্তম্ভনকারিণী।”^{১২}

১৭। পরে তিনি (দৃষদের উপরে এই মন্ত্রে) উপলাকে স্থাপন করেন—“তুমি ধারণকারিণী ও পার্কতেয়ী; পর্কতী (দৃষৎ) তোমাকে (তদুপরি তোমার অবস্থান সূচকে) অনুজ্ঞা প্রদান করুক!”^{১৩} (দৃষদ্ অপেক্ষা) অত্যন্ত ছোট বলিয়া ইহা (উপলা, তাহার) ছহিতার ভাব হয়, ভজ্জন্তাই তিনি বলেন—“পার্কতেয়ী

১০। জট্টা—১, ১, ৪, ৪।

১১। বা, স, ১, ১২, ২।

১২। বা, স, ১, ১২, ৩।

১৩। - দারণাচার্য্য এখানে বলেন—দৃষৎ ও উপলাকে বর্ষাক্রমে ছালোক ও পৃথিবীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; ছালোক ও পৃথিবী বেনন অন্তরিক্ষ দ্বারা বৃত্ত, দৃষৎ-উপলাও সেইরূপ শমা দ্বারা বৃত্ত হয়; এবং এই প্রকারে শম্যা অন্তরিক্ষ-স্বরূপ।

২০। বা, স, ১, ১২, ৪।

(পর্কতীপুত্রী)।” “পর্কতী তোমাকে অশ্রুজ্ঞা করুন”—(ইহার তাৎপর্য এই যে), স্বজন স্বজনের প্রতি (যেমন আশ্রুকুল্য ভাব প্রকাশ করিবার জন্ত) সম্মতি দান করে, তিনিও (সেইরূপ) তাহা দ্বারা দৃষৎ ও উপলাকে এই ভয়ে সেই সম্মতি বলিয়া দেন যে, পাছে তাহারা পরস্পর হিংসা করে। ইহা (অর্থাৎ উপলা যেন) রূপে ছালোকই।” দৃষৎ ও উপলা (যেন) রূপে জুইখানি চোয়ালই (‘হু’), এবং শম্যা (যেন) জিহ্বাই; সেই জন্তই তিনি শম্যা দ্বারা (দৃষৎ-উপলাকে) আঘাত করেন, কেননা, লোকে জিহ্বা দ্বারা কথা বলিয়া থাকে।

১৮। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে দৃষদের) উপর হবি (ত্রীহি) চালেন—“তুমি ধাত্ত, তুমি দেবগণকে আনন্দিত কর!”^{২২} ধাত্ত দেবগণকে আনন্দিত করিতে পারিবে বলিয়া তাহা হবিরূপে গৃহীত হয়।

১৯। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে তাহা) পেষণ করেন—“প্রাণের (প্রাণ-বায়ুর) জন্ত তোমাকে, উদানের জন্ত তোমাকে, এবং ব্যানের (বায়ন বায়ুর) জন্ত তোমাকে (পেষণ করিতেছি)। দীর্ঘ কৃকাজিন (বা কশ্মপ্রবাহ, ‘প্রসিতি’) লক্ষ্য করিয়া তোমাকে আয়ুর জন্ত স্থাপিত করিতেছি।”^{২৩} তিনি (এই মন্ত্রে পিষ্ট ত্রীহিকে কৃকাজিনের উপর) চালেন—“হব্যপাণি দেব সবিতা অচ্চিত্র (অঙ্গুলির বিশেষ-রহিত) হস্তের দ্বারা তোমাঙ্গিকে গ্রহণ করুন।”^{২৪}—“(মক্ষমানের) চক্ষুর জন্ত তোমাকে (দেখিতেছি)।”^{২৫}

২১। ছালোক যেমন উপরে থাকে, এই উপলাও সেইরূপ দৃষদের উপরে থাকে বলিয়া ইহা ছালোক, অর্থাৎ তৎসদৃশ—সাম্য।

২২। বা, ম, ১, ২০, ১।

২৩। বা, ম, ১, ২০, ২।

২৪। বা, ম, ১, ২০, ৩। এখানে মূল ব্রাহ্মণের সহিত কাত্যায়ন ও মহীধরের কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য আছে; তাহারা বলেন—উদ্বাস্ত মন্ত্রে “প্রাণের জন্ত...” ইত্যাদি অথবাংশের দ্বারা ত্রীহি পেষণ, এবং “দীর্ঘ কৃকাজিন...” ইত্যাদি অংশের দ্বারা কৃকাজিনে ঐ পিষ্ট ত্রীহি স্থাপন করিবে। সাম্য কাত্যায়নের এই ব্যাখ্যা দেখিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ ব্যাখ্যার মূল অংশ কোন ব্রাহ্মণ হইবে। কাত্যায়নের ব্যাখ্যা সম্ভব বোধ হয়। কা, শ্রো, ২, ৫, ৩। মন্ত্রের অনুবাদ মহীধরকে অনুসরণ করিয়া করা হইয়াছে।

২৫। বা, ম, ১, ২০, ৪। কাত্যায়ন বলেন—“চক্ষুর জন্ত...” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পিষ্ট-ত্রীহিকে দেখিতে হইবে। কা, শ্রো, ২, ৫, ২।

২০। তিনি যে এইরূপ পেষণ করেন, (তাহার কারণ এই যে), অমৃত (মরণ-রহিত) দেবগণের হবি জীবন-বৃক্ষ ও অমৃত (সুখা, বা মরণ-রহিত) হইয়া থাকে; কিন্তু তাঁহারা উলুখল ও মুসল, এবং দৃষৎ ও উপলা দ্বারা এই বস্তু সাধন হবিকে হনন করিয়া থাকেন।

২১। তিনি যে বলেন—“প্রাণের জন্ত তোমাকে (পেষণ করিতেছি), উদানের জন্য তোমাকে (পেষণ করিতেছি)!” (তাহার তাৎপৰ্য্য এই যে), তিনি তাহার দ্বারা (হবিতে) প্রাণ ও উদানকে স্থাপন করেন। এবং “বানের জন্য তোমাকে (পেষণ করিতেছি)”—বলিয়া তিনি তাহা দ্বারা (হবিতে) বানকে স্থাপন করেন। “দীর্ঘ কৃষ্ণাজিনকে লক্ষ্য করিয়া তোমাকে আয়ুর ভণ্ড স্থাপন করিতেছি”—বলিয়া তিনি তাহার দ্বারা (তাহাতে) আয়ু স্থাপন করেন। “হিরণ্যপাণি দেব সবিতা তোমাকে অহি হস্ত দ্বারা গ্রহণ করুন”—(ইহা বলিবার তাৎপৰ্য্য এই যে, তাহাতে ঐ পিষ্ট ব্রীহি) স্প্রেতিগৃহীত হইতে পারিবে। “চক্ষুর জন্য তোমাকে (দেখিতেছি)”—বলিয়া তিনি তাহাতে চক্ষু স্থাপন করেন। (পূরোক্ত) এই সমস্ত বস্তু জীবন্ত লোকেরই হইয়া থাকে; এবং এই প্রকারেই অমৃত দেবগণের হবি জীবন-বৃক্ষ ও অমৃত হয়। তিনি সেই জন্তই এইরূপে পেষণ করেন।^{২০} (সেই সময়ে) তাঁহারা পিষ্ট (হবিসমূহ) পেষণ করেন ও (উপস্থাপিত) কপালসমূহকে (অঙ্গার দ্বারা) প্রদীপ্ত (অর্থাৎ সস্তপ্ত) করেন।

২২। সেই সময়ে^{২১} এক জন^{২২} (আজ্ঞাস্থলীতে) দ্রুত নিক্ষেপ করেন। যে হবি দেবতার জন্ত নির্দিষ্ট করিয়া গৃহীত হয়, তাহা, যে-যে দেবতার চক্ষু

২০। “পিংহস্তি পিষ্টানি”; অর্কচীন সংস্কৃতে অনাবশ্যক কাৰ্য্য হুনে “পিষ্টপেষণ” বলা হইয়া থাকে। সায়াগাচাৰ্য্য প্রকৃত স্থানে বলেন—“অধ্বৰ্য্যু নম্র পাঠপূৰ্ব্বক পেষণ করিলে অবশিষ্ট সমস্ত ব্রীহিকে যজ্ঞবানের পরিচায়কগণ চূর্ণ করিবেন।” ঐত্ব্যঃ—“দ্বাসী পিনষ্টি পত্নী বা। অপি বা পত্নাবহস্তি শূদ্রা পিনষ্টিঃ” আপ. শ্রো, ১. ২. ১. ৮—৯।

২১। “অধ্বঃ” সায়াগাচাৰ্য্য শ্রোতৃজ্ঞানস্বারে এখানে “অধ্ব”-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—“তপ্তিন্ন সময়ঃ।”

২২। সায়াগাচাৰ্য্য বলেন—আগ্নীপ্রদীপ্তি কৃষ্ণিগুণের অন্যতম; কেহ বলেন—অধ্বঃ যজ্ঞবান; কেহ বা বলেন—ব্রহ্মা। কা. শ্রো. ২. ৬. ২. কর্কভাষ্য ঐত্ব্যঃ।

গৃহীত হয়, সেই সমস্ত দেবতারই হইয়া থাকে ;^১ এবং (গ্রহণ-কর্তা) বিভিন্ন বিভিন্ন যজুর্মন্ত্রে তাহা গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি আভ্যাক্রণ হবিকে গ্রহণ করিতে গিয়া কোন দেবতার অস্ত্র তাহা নির্দিষ্ট করেন না; সেই জন্য তিনি (এই) অনিরুক্ত (অর্থাৎ বাহ্যতে কোন বিশেষ দেবতা প্রকাশিত হয় না, এইরূপ) যজুর্মন্ত্রের দ্বারা তাহা গ্রহণ করেন—“তুমি মহীগণের দ্বন্দ্ব (‘পরঃ’)!”^২ “মহীগণ”—ইহা গৌসমুহের এক (সাধারণ) নাম, এবং এই (আভ্য) তাহাদেরই দ্বন্দ্ব ; তিনি সেই জন্য বলেন—“তুমি মহীগণের দ্বন্দ্ব !” এইরূপেই তাহার তাহা (আভ্য) যজুর্মন্ত্রেই গৃহীত হয়, এবং তজ্জন্তও তিনি বলেন—“তুমি মহীগণের দ্বন্দ্ব !”

যষ্ঠ ব্রাহ্মণ

[১ পাত্রেয় যথো দ্বই বানি পবিত্র দিয়া সম্যগ্বেপিত্ত্রীহিকে ঢালা ও তাহার মন্ত্র,—
২ অধ্ব্যার বৈদিসম্যো উপবেশন, পিষ্ট্রী ব্রাহ্মিতে মিশ্রিত করিবার জন্য আগ্নীত্রেয় অধ্ব্যার নিকটে জল-আনয়ন, অধ্ব্যার জল-গ্রহণ, তাহার মন্ত্র ও তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা;—৩ পিষ্ট্রী ব্রাহ্মি সহিত সেই জলের সংমিশ্রণ ও তাহার মন্ত্র ;—৪ হবিকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অগ্নি ও অগ্নীম্যোসের মন্ত্র পৃথক্ করিয়া স্থাপন, ও তাহার তাৎপৰ্য্য, অধ্ব্যার-কর্তৃক পুরোডাশের এবং আগ্নীত্রেয়-কর্তৃক আভ্যার স্থাপন অগ্নির উপর স্থাপন ;—৫ এই দুই কার্য্য স্থাপন করিবার কারণ এই যে, আভ্য ও হবি যজ্ঞ-শরীরের দুই অঙ্গ, এক সঙ্গে তাহা করিগে যজ্ঞের শরীর সম্প্রিলিত হইতে পারিবে ;—৬ আগ্নীত্রেয়-কর্তৃক আভ্য-স্থাপন ও তাহার মন্ত্র ;—৭ কপালের উপর পুরোডাশকে বিস্তৃত করা ও তাহার মন্ত্র ;—৮ পুরোডাশকে অত্যন্ত বিস্তৃত করিলে তাহা বানবীয় হইয়া বায় বলিয়া সঙ্গ্রহ করা কর্তব্য নহে ;—১০ কাহারো কাহারো মতে পুরোডাশকে অধ্ব্যার খুরের পরিমাণে করা বিবেক, কিন্তু অধ্ব্যার খুরের ঠিক পরিমাণ কেহ জানে না বলিয়া নিজে বটটাকে অতিবিস্তৃত মনে না করিবে, ততটাই বিস্তৃত করিবে ;—১১ একবার বা তিনবার জলের দ্বারা পুরোডাশের অভিসর্পন ও তাহার উদ্দেশ্য ;—১২ এই মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—১৩ পুরোডাশকে চারিদিকে অগ্নিসংযুক্ত করা ;—১৪ তাহার পাক, এবং পাক হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য স্পর্শ করা ;—১৫ এই স্পর্শ করিবার মন্ত্র ;—১৬ পুরোডাশ পক হইয়া

২৯। জটীবা :—১. ১. ২. ১৭।

৩০। বা. স. ১. ২০. ৫ ; বহীধর বলেন—“পরঃ” (দ্বন্দ্ব) হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া বৃত্তও এখানে “পরঃ”-শব্দ-বাচ্য।

পেলে (ভগ্ন বাক্য) তাহার আশ্রয়ন ;—১৭ ঐ মন্ত্র ও তাৎপর্য ;—১৮ আশ্রয়-নামক মেঘগণের জন্ত পাত্র ও অকুলী প্রক্ষালন জলের লইয়া বাতায় ।]

১। তিনি পবিত্রবৃত্ত পাঞ্জে—(অর্থাৎ পাঞ্জে দুই খানি পবিত্র স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে পিষ্ট ব্রৌহিকে এই মন্ত্রে) সম্যকরূপে চালেন—“দেব সবিতার প্রেরণায় অশ্বিনয়ের বাহুবৃগলের দ্বারা ও পূষার হস্তদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে সম্যকরূপে চালিতেছি !”^১ ঐ সেই (বিধিই*) এখানে অনুকূল ।

২। অনন্তর তিনি বেদিমধ্যে উপবেশন করেন,^২ এবং তাহার পর একজন (আঘৌত্র) উপ সর্জ নী* জলের সহিত আগমন করেন ও (অধ্বয্যুর নিকট) তাহা আনয়ন করেন । (অধ্বয্যু পিষ্ট ব্রৌহির উপরে সেই জলকে) দুই খানি পবিত্রের দ্বারা (এই মন্ত্রে) গ্রহণ করেন—“জল ওষধিসমূহের সহিত সম্পৃক্ত (মিলিত) হউক !”^৩ কেননা, ইহা দ্বারা জল এই পিষ্ট (ব্রৌহিরূপ) ওষধিসমূহের সহিত মিলিত হইয়া থাকে ;—“ওষধিসমূহ রসের সহিত সম্পৃক্ত হউক !”^৪ কেননা, ইহাতে ওষধিসমূহ রসের সহিত—অর্থাৎ এই (পিষ্ট ব্রৌহিরূপ ওষধি)-সমূহ জলের সহিত মিলিত হয়, এবং জলই ইহাদের রস ;—“রেবতীসমূহ জগতীসমূহের সহিত সম্পৃক্ত হউক !”^৫ রেবতীসমূহ (অর্থে) জল, ও জগতীসমূহ (অর্থে) ওষধিবৃন্দ ; (অতএব “রেবতীসমূহ জগতীসমূহের সহিত” ইত্যাদির তাৎপর্য এই যে), তাহারা উভয়ে (জল ও ওষধি) সম্পৃক্ত হয় ;—“মধুমতীসমূহ মধুমতীসমূহের সহিত সম্পৃক্ত হউক !”^৬ রসবতী (আপ)-সমূহ রসবতী (পিষ্ট ব্রৌহিরূপ

১। বা. স. ১. ২১. ১।

২। শ্রুত্যাঃ—১. ১. ২. ১৭।

৩। কাত্যায়ন বলেন—আহবনীৰ ও গার্হপত্য এই দুই অগ্নির মধ্যে বাহাড়ে হবি পাক করা যাইবে, তাহার পাশ্চাতেও বসিতে পারা যায় । কা. শ্রো. ২. ৫. ১১।

৪। পিষ্ট ব্রৌহিকে পিতৃকার করিবার জন্ত জল মিশাইয়া নরন করিতে হয় । ঐ উদ্দেশ্যে যে জলকে পিষ্ট ব্রৌহিতে মিশ্রিতাকরা হয়, তাহা ঐ পিষ্টের সহিত উপসংহত হয় বলিয়া তাহার নাম উপ সর্জ নী (‘আপ’, ব্রৌ) । কা. শ্রো. ২. ৫. ১. কর্তব্য ।

৫। বা. স. ১. ২১. ২।

৬। বা. স. ১. ২১. ২।

ওষধি)-সমূহের সহিত সম্পৃক্ত হউক—ইহাই তিনি (ঐ মন্ত্রে) বলিয়া থাকেন।

৩। অনন্তর তিনি (সেই জল ও পিষ্ট ব্রীহিকে ঐ মন্ত্রে) একত্র সংমিশ্রিত করেন—“উৎপত্তির অন্ত তোমাকে সংমিশ্রিত করিতেছি!” কেননা, (পিষ্ট-জাত পুরোডাশ) বাহাতে বজ্রমানকে শ্রী ও অগ্নির জন্ত এই সমস্ত সম্ভূতি প্রদান করিতে পারে, তিনি সেইরূপেই তাহা সংমিশ্রিত করেন। তিনি (পুরোডাশকে অগ্নির) উপর স্থাপন করিবেন বলিয়াও তাহা সংমিশ্রিত করেন, এবং বাহাতে অগ্নির নিকট হইতে তদুপরি স্থাপিত (পুরোডাশ) উৎপন্ন হইতে পারে, তিনি সেইরূপ ভাবেই তাহা সংমিশ্রিত করেন।

৪। অনন্তর, ষষ্টি ছুইটি হবি হয়, তবে তিনি (ঐ পিষ্টকে) বিধা (বিভক্ত) করেন; পৌর্ণমাসীতে ছুইটি হবিই হইয়া থাকে। তিনি (অধ্বযু) যখন আর তাহা (ঐ হবিদ্বয়কে) একত্র সংগ্রহ করেন না (অর্গ্য সংমিশ্রিত করেন না), তখন, “ইহা অগ্নির,” এবং “ইহা অগ্নি ও সোমের” এই বলিয়া তাহা স্পর্শ করেন। প্রথমে তাঁহারা পৃথক্ করিয়াই (শব্দট হইতে হবিকে গ্রহণ করিয়া থাকেন;” (কিন্তু) পরে তিনি তাহা একসঙ্গে অবদাত করেন, ও এক সঙ্গে তাহা স্পর্শ করেন, এবং পুনর্বার তাহা পৃথক্ করেন; তিনি এই জন্তই (তাহা) এইরূপ ভাবে স্পর্শ করেন। তিনি (অধ্বযু) পুরোডাশকে (অগ্নির) উপর স্থাপিত করেন, এবং তিনি (আগ্নীধ্ব) আজ্যাকে (অগ্নির) উপর স্থাপিত করেন।

৫। এই উভয় কার্য (পুরোডাশ ও আজ্যের অগ্নির উপরে স্থাপন) এক সঙ্গেই করা হইয়া থাকে। এই উভয় কার্য যে এক সঙ্গেই করা হয়, (তাহার তাৎপর্য্য এই যে,) যজ্ঞের শরীরের (এক) অর্দ্ধ আজ্য, ও (অপর) অর্দ্ধ হবি; তাঁহারা দুইজন (অধ্বযু ও আগ্নীধ্ব) মনে করেন যে, ‘ঐ যে (এক) অর্দ্ধ, (এবং) এই যে (অপর) অর্দ্ধ, এই উভয়কে আমরা

১। বা. স. ১. ২২. ১।

২। বা. স. ১. ২২. ২-৩।

৩। ঋষ্টব্য ১-১. ১. ১৭।

অগ্নির নিকটে লইয়া যাইব ;’ সেই জন্তই এই উভয় কার্য একসঙ্গে করা হইয়া থাকে, এবং এইপ্রকারেই যজ্ঞের শরীর সম্মিলিত হয়।

৬। সেই ঐ ব্যক্তি (আগ্নীত্র, অগ্নির উপরে আজ্যকে এই মন্ত্রে) স্থাপিত করেন—“ইবার (বৃষ্টির) জন্ত তোমাকে (স্থাপিত করিতেছি)।”^{১০} “ইবার জন্ত”—এই কথা বলিয়া গ্নি তাহা বৃষ্টির জন্তই বলেন। তিনি তাহা পুনর্বার এই মন্ত্রে অবতারণিত করেন—“উত্তম রসের জন্ত তোমাকে (অবতারণিত করিতেছি)।”^{১১} বৃষ্টি হইতে যে উত্তম রস জাত হয়, তিনি তাহার জন্তই ইহা বলেন।

৭। (অধ্ববু^{১২}) পুরোডাশকে (এই মন্ত্রে অগ্নির) উপরে স্থাপন করেন—“তুমি যক্ষ !”^{১৩} তিনি ইহার দ্বারা তাহাকে যজ্ঞ-সোম-ই করেন ; যেমন (সোমযাগে) যক্ষ কে স্থাপন করিতে হয়, তিনি সেই প্রকারেই ইহাকে স্থাপন করেন। তিনি (ঐ মন্ত্রে শেষে) “বিখাসু”^{১৪}—(উচ্চারণ করিয়া) তাহা দ্বারা (যজ্ঞমানের) আয়ু সম্পাদন করিয়া থাকেন।

৮। তিনি (এই মন্ত্রে) তাহাকে (পুরোডাশকে) বিস্তৃত করেন—“হে বিপুলবিস্তারশাল, তুমি বিপুলভাবে বিস্তীর্ণ হও।”^{১৫} তিনি ইহার দ্বারা তাহাকে (পুরোডাশকে) বিস্তৃতই করেন। “তোমার যজ্ঞপতি প্রথিত হউন।”^{১৬} যজ্ঞমানই যজ্ঞপতি, অতএব তিনি ইহা দ্বারা যজ্ঞমানেরই জন্ত আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

৯। তিনি তাহা (পুরোডাশকে) অত্যন্ত বিস্তৃত করিবেন না, যদি (অত্যন্ত) বিস্তৃত করেন, তবে তাহা মানবীয় করিয়া ফেলিবেন ; বাহা মানবীয়, যজ্ঞের সম্বন্ধে তাহা ঋদ্ধিহীন। তিনি ভয় করেন যে, ‘পাছে যজ্ঞে কিছু ঋদ্ধিহীন করিয়া ফেলি,’ সেইজন্ত তিনি (তাহা) অত্যন্ত বিস্তৃত করিবেন না।

১০। বা. স. ১. ২২. ৪।

১১। বা. স. ১. ২২. ৪।

১২। বা. স. ১. ২২. ৫; ধর্ম শব্দের অর্থ—এখানে উত্তম পাত্র, ইহার অপর নাম যক্ষা বীর। সোমযাগের পুরোডাশের প্রাণী নাক বাসে ইহাতে উক ছুঁচ ঢালা হয়।

১৩। বা. স. ১. ২২. ৬।

১০। কেহ-কেহ বলেন—“(তাহাকে) অশ্বের খুরের পরিমাণ (বিস্তৃত) করিবে।” কিন্তু অশ্ব-খুর যে পরিমাণের হইয়া থাকে, তাহা কে জানে? অতএব নিজেই মনে যতটাকে অতি বিস্তৃত বলিয়া মনে না করিবে, এইরূপ (পরিমাণই বিস্তৃত) করিবে।

১১। তিনি তাহাকে একবার, বা তিনবার জলের দ্বারা অভির্মর্শন করেন (অর্থাৎ তাহার উপরে হাত বুলায়)। জল শাস্তি-স্বরূপ; অতএব, অবঘাত করিয়া, বা পেষণ করিয়া তাহার বাহ্য কিছু কষ্ট করা হইয়াছে, বা বিস্মিষ্ট করা হইয়াছে, তিনি শাস্তি-স্বরূপ জলের দ্বারা তাহা উপশমিত করেন, জলের দ্বারা তাহা সম্মিলিত করিয়া দেন। তিনি তদন্তই জলের দ্বারা অভির্মর্শন করেন।

১২। তিনি (এই মন্ত্রে) অভির্মর্শন করেন—“অগ্নি যেন তোমার হৃদকে (উপবিতন ভাগকে) হিংসা না করেন!”^{১১} অগ্নি দ্বারাই তাহাকে ইহা (পুরোডাশ) অভিতপ্ত করিতে হইবে, এবং এইজন্তই তিনি বলেন—“অগ্নি যেন তোমার হৃদকে হিংসা না করে!”

১৩। তিনি তাহাকে (পুরোডাশকে) চারিদিকে অগ্নিযুক্ত করেন;^{১২} তিনি এরূপ ভাবে ইহাকে চারিদিকে অগ্নির দ্বারা গ্রহণ করেন, বাহাতে কোন ছিদ্র না থাকে; (তিনি তাহা এই ভর্য করেন যে,) পাছে নাশক-জীব ও অনুরগণ ইহাকে উপহত করে। অগ্নি রক্ষোগণের অপহৃত্য বলিয়া তিনি তাহাকে চতুর্দিকে অগ্নিযুক্ত করেন।

১৪। বা. স. ১. ২২-৩।

১৫। “পর্যগ্নিঃ কথ্যোতিঃ”—“পরিভোহগ্নিবস্তং পুরোডাশং কথ্যোতিঃ”—সায়ণঃ। ইহার পারিভাষিক শব্দ পর্যগ্নিঃ কথ্যোতিঃ (কা. শ্রো. ২. ৫. ২২)। কাত্যায়ন-শ্রোতপুত্রাবলম্বনে যাজ্ঞিক দেবতাকীর পদ্ধতিতে পর্যগ্নিঃ কথ্যোতিঃ বিধি এইরূপ লিখিয়াছেন যে, গার্হপত্য হইতে অম্বার গ্রহণ করিয়া তাহা আজ্যস্থানী ও পুরোডাশের চারিদিকে ঘুরাইতে হইবে।

J. Eggeling তাহার ইংরাজী অনুবাদের দ্বারা এই পর্যগ্নিঃ কথ্যোতিঃ সহিত স্টলভের এক আচারের তুলনা দেখাইয়াছেন:—“The practice of, *parjanya nikara nam* may be compared with the carrying of fire round houses, fields, boats,

১৪। তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) পাক করেন—“দেব সবিতা তোমাকে পাক করুন!”^{১০} কেননা, ইহার পাচক মনুষ্য হয় না, কিন্তু এই দেবই (সবিতা) হইয়া থাকেন, এবং সেই জন্ত দেব সবিতাই ইহাকে পাক করেন;—“অতুচ্চ স্বর্গের উপরে!”^{১১} তিনি দেবগণকেই লক্ষ্য করিয়া বলেন—“অতুচ্চ স্বর্গের উপরে!” অনন্তর তিনি তাহা অভিমর্শন করেন; ‘তাহা পক হইয়াছে (কি না) জানিব’—ইহা মনে করেন বলিয়াই তিনি তাহা অভিমর্শন করেন।

১৫। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) অভিমর্শন করেন—“তুমি ভীত হইও না, কম্পিত হইও না!”^{১২} ‘আমি মানুষ হইয়া অমানুষ তোমাকে অভিমর্শন করিতেছি’—ইহা মনে করেন বলিয়াই তিনি বলেন যে, “তুমি ভীত হইও না, কম্পিত হইও না!”

১৬। পক হইয়া গেলে তিনি তাহা (ভস্ম দ্বারা^{১৩}) আচ্ছাদিত করেন। পাছে নাশক-ভীষ ও অসুরগণ উপর হঠতে তাহা দেখিতে পায়, বা পাছে তাহার ছুইটি (পুরোডাশ ছুবানি) নয়ের জায়—অপহৃতের জায় শুইয়া থাকে—এই মনে করেন বলিয়াই তিনি আচ্ছাদিত করেন।

১৭। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) আচ্ছাদিত করেন—“বহু গানিরহিত হউক!”^{১৪} ‘আমি যে ইহা (পুরোডাশ) আচ্ছাদিত করিতেছি, তাহাতে ইহার

&c. on the last night of the year, a custom which, according to Mr. A. Mitchell (The Past in the Present, P. 145), still prevails in some parts of Scotland, and which he thinks is probably a survival of some form of fire-worship, and intended to secure fertility and general prosperity. The obvious meaning of the ceremony would seem to be the warding off of the dark and mischievous power of nature’.

১৬। ষা. ন. ১, ২২. ৮।

১৭। ব. ন. ১, ২৩. ১।

১৮। কা. প্রো. সূত্রে (২. ৫. ২৫) ভস্ম, বেদ বা উপবেশের দ্বারা পুরোডাশ-আচ্ছাদন উক্ত হইয়াছে; ঐ সূত্রের কর্তৃত্বাথে আছে যে, বর্ষশাখার অঙ্গার সহ ভস্মের দ্বারা ইহা আচ্ছাদন করিতে হয়।

১৯। ষা. ন. ১, ২২. ২; ‘বহু’ শব্দ এখানে সার্বভৌম মহীষরের মতে বহু-স্বাধন পুরোডাশকে বুঝাইতেছে। ভস্ম দ্বারা আচ্ছাদন হেতু পুরোডাশ যেন গানিবদ্ধ না হয়,—ইহাই তাহার এখানে আবশ্যার্থ।

পর বজ্র বা যজ্ঞমান গ্রানিষ্কৃত হইতে পারে’—তিনি এই ভয় করেন বলিয়াই তাহা আচ্ছাদিত করেন।

১৮। পরে তিনি পাত্র ও অঙ্গুলী প্রক্ষালনের জল** আশ্রয় নামক** দেবগণের জন্ত লইয়া যান।** তিনি যে আশ্রয় দেবগণের জন্ত তাহা লইয়া যান, (তাহার কারণ এই) :—

দ্বিতীয় প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[১ আশ্রয় দেবগণের উৎপত্তি বিষয়ে আখ্যায়িকা—অগ্নি চতুর্থা বিভক্ত, জল ইহাতে দেবগণ-কর্তৃক অগ্নির আনয়ন, জলের উৎক্ষেপে অগ্নি ধূপ, নিক্ষেপ, তাহাতে জল হইতে আশ্রয় দেবগণের উৎপত্তি ;—২ ইন্দ্রকর্তৃক বহুপুত্র বিবরণের বধ-বিষয়ক আখ্যায়িকা, —৩ ঐ আখ্যায়িকা, ও তাহার সহিত পাত্র ও অঙ্গুলী-প্রক্ষালন জল লইয়া বাহ্যিক সঞ্চক ;—৪ ঐ আখ্যায়িকা, ও দক্ষিণ-হীন হবির দ্বারা বাগ না করিবার কারণ ;—৫ অশ্বহাব্য-ওষন দর্শ ও পূর্বমানে বাগের দক্ষিণ-অঙ্গ, পত্র ও অঙ্গুলী-প্রক্ষালন জলের পূর্বক পৃথক ভাবে লইয়, বাগরা, তাহার সন্ম, বজ্রে পুরোডাশ প্রদান করিলেই পশু বধ করার কাজ হইয়া থাকে ;—৬-৭ দেবগণ বজ্রে প্রথমে পুরুষ-রূপে পশুকে বধ করিতেন, এবং ক্রমশঃ অশ্ব, গো, মেষ ও ছাগলকে বধ করিয়া শেষে ত্রীহি-বৈবের দ্বারা হবি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন—তদ্বিষয়ক নবোদয় আখ্যায়িকা ; ৮ পশুর সহিত পুরোডাশের

২০। পুরোডাশকে জলের দ্বারা অভিষেক করিবার (১. ১. ৩. ১১—২) পরে ও পর্যায়িকরণের (১৩) পরে পাত্র ও অঙ্গুলী প্রক্ষালন করিতে হয়।

২১। আশ্রয় দেবগণের উৎপত্তি বিষয়ে আবাবহিত পরবর্তী ব্রাহ্মণে (১. ২. ১. ১) বর্ণিত হইয়াছে। “সাধ্যাঃশান্তাঃ দেবঃ”—ঐ. ব্র. ৮. ৩. ১।

২২। কা. শ্রৌ. সূত্রের (২. ৫. ২৩) কর্তৃত্বা ও ব্যক্তিকদেরের পদ্ধতিতে উক্ত হইয়াছে যে, পিষ্ট (ব্রাহ্ম)-পিষ্ট পাত্র ও অঙ্গুলী-প্রক্ষালনের জল পাত্রতেই রাখিয়া, বাহ্যপত্রা অগ্নিতে আর্দ্রিত উদ্ভবের দ্বারা ভস্ম করিতে হইবে ; এবং বিহারের উত্তর দিক দক্ষিণ, দ্বারা তিনটি রেখা আঁকিত করিয়া ঐ রেখাজয়ের উপরে পরস্পর সংসংগতভাবে ঐ অতকে সজ্জোচ্ছারণ পূর্বক আনিতে হইবে।

অবগরণত নাদৃশ্য করণ;—৯ দেবগণ যে পূর্ব ও অব প্রভৃতিকে বধ করেন, তাহারা বিভিন্ন বিভিন্ন পদে হইয়া অঙ্গ গ্রহণ করে, তাহাবিশেষ মধ্যে সার অংশ না থাকায় তাহাদের মাংস ভোজন বিধেয় নহে।]

১। পূর্বে অগ্নি চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি (অক্ষয়্যু) যে অগ্নিকে দ্বোভূ-কর্ষণ করিবার জন্য অগ্রে বরণ করিয়াছিলেন, তিনি মৃত হইয়াছিলেন; দ্বিতীয়বার যাহাকে বরণ করিয়াছিলেন, তিনিও মরিয়াছিলেন; এবং তৃতীয়বার যাহাকে বরণ করিয়াছিলেন, তিনিও মরিয়াছিলেন। অনন্তর এই হদানীন্তন (চতুর্থ) অগ্নি ভয়ে অস্তহিত হইয়া জলের মধ্যে প্রবেশ করেন, ও দেবগণ তাহাকে (জনপ্রবষ্ট) জানিয়া সহসা জল হইতে আনয়ন করেন। হেহাতে, তিনি জলের প্রতি (এই বলিয়া) খুঁ খুঁ পর্য্যায় করেন যে,—‘যে-প্রোমাদা (অঃহার) অনাশ্রয়-ভূত হইলে, যে-প্রোমাদের নিকট হইতে আমার আনিচ্ছ। সত্ত্বেও দেবগণ আমাকে লইয়া গেলেন, সেও-প্রোমাদা খুঁ খুঁ দ্বারা দূষিত হও!’ তাহাতে ত্রি ত, দ্বি ত, ও এক ত নামে আশ্রয় (আপ-জল হইতে জাত) দেবগণ উৎপন্ন হন।

২। হদানীং আকণ যেমন রাজার অনুচর হন, তাহারাও সেইরূপ ইন্দ্রের সহিত বিচরণ করিতেন। ইন্দ্র যখন অষ্টার পুত্র ত্রিশীর্ষা বিশ্বকপকে বধ করেন, তখন ইহারাও তাহাকে বধা বলিয়া জানিয়াছিলেন; এবং ত্রি ত ই

১। দৃষ্টব্য :—১. ১. ৩. ৪, ১. ৫. ২; ৫. ৫. ৬. ২, তৈ. স. ২. ৪. ২; ২. ৫. ১। তেত্রায় সংহিতায় বিশ্বকপের উপাখ্যান এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—অষ্টার পুত্র বিশ্বকপ দেবগণের পুরোহিত ছিলেন। ও সম্বন্ধে অহুরগণের ভাষিণের হইতেন। বিশ্বকপের তিনটি মন্তক ছিল; একটি দ্বারা সোমপান, একটি দ্বারা হর্যাপান, ও অপর একটি দ্বারা অন্ন-ভোজন করিতেন। তিনি প্রত্যাকর্তব্যে বলিতেন যে, হবির্ভাষ দেবগণের আশা, কিন্তু পরোক্ষভাবে বলিতেন যে, তাহা অহুরেরা পাইবে। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া, ও তাহা দ্বারা রাষ্ট্র-বিশোধনের সম্ভাবনা আছে চিন্তা করিয়া বজ্রের দ্বারা তাহার মন্তকগুলি কাটিয়া দিলেন। সেই তিন মন্তকের মধ্যে, যাহার দ্বারা তিনি সোমপান করিতেন, তাহা কপিল্লক; যাহার দ্বারা তিনি হর্যাপান করিতেন, তাহা কলবিক; ও যাহার দ্বারা অন্নভোজন করিতেন, তাহা তিত্তিরিনামক পক্ষী হইল।

এদিকে ইন্দ্র বিশ্বকপের বধলবিত ব্রহ্মহত্যা-পাপকে অঙ্গলিযক্ষনপূর্বক স্বীকার করিয়া সংবৎসর পঁচাত্তর বহন করেন। পরে লোকেরা ‘ব্রহ্মহাতী’ বলিয়া তাহার অশ্রাব্য কীর্তন করিলে, পৃথিবী,

তাহাকে অধিষ্ঠান* বধ করিয়াছিলেন। দেব বলিয়া ইহা তাহা (অর্থাৎ তাহার বধনিমিত্ত পাণ) হইতে মুক্ত হন।

৩। (তখন) তাঁহার (লোকের) বলিয়াছিলেন—“বাহার তাহাকে (বিধিরূপকে) বধ্য বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাঁহারাই (সেই) পাণ গ্রস্ত হউন।” ‘কেন?’ ‘যেহেতু, বজ্র ইহাদের উপরি (পাণকে) মার্জ্জনা করিয়া (অর্থাৎ ঝাড়িয়া) দিয়াছেন।’ অতএব তাঁহার যে ইহাদের (আশ্রয় দেবগণের) জন্ত পাত্র ও অঙ্গুলী-প্রক্ষালনের জল লইয়া যান, (তাহার উদ্দেশ্য এই যে) বজ্র তাহা দ্বারা ইহাদের উপরে এই (পাণকে) মার্জ্জনা করিয়া দেয়।

৪। সেই আশ্রয়গণ বলিয়াছিলেন—“আমরা ইহা (পাণকে) আমাদের নিকট হইতে অন্তর্ভুক্ত লইয়া বাইব।” ‘কাহাকে লক্ষ্য করিয়া (লইয়া বাইব)?’ ‘যে ব্যক্তি দক্ষিণাধীন হবির দ্বারা বাগ করিবে।’ অতএব দক্ষিণাধীন হবির দ্বারা বাগ করিবে না ; কেননা, বজ্র আশ্রয়গণের উপরে (পাণ) মার্জ্জনা করিয়া দেয়, এবং আশ্রয়গণও যে ব্যক্তি দক্ষিণাধীন হবির দ্বারা বাগ কবে, তাহার উপর (তাহা) মার্জ্জনা করিয়া দেন।”

৫। সেইজন্ত দেবগণ অ বা হা যা কে* দর্শ ও পূর্ণমাসের দক্ষিণারূপে কল্পনা

বনশ্রুতি ও ত্রীজাতিকে তাহাদের অভিশ্রবিত বর প্রদানপূর্বক এক এক জনকে স্বকীয় পাপের এক তৃতীয়াংশ করিয়া প্রদান করেন ও তাহাতে তাহার মুক্তি হয়।

এই অধ্যায়িকা সূত্রগ্রন্থেও আছে, এক পূরণসমূহে বিবিধ আকারে বর্ণিত হইয়াছে।

২। “শব্দঃ” জঃ—১. ৫. ২. ১০; Eggeling অনুবাদ করিয়াছেন—straightway

৩। ত্রীহির অববাত ও পোষাদি ভুক্তি যদি কোন পাণ হইয়া থাকে, তবে তাহা পাত্র ও অঙ্গুলী-প্রক্ষালন জলের আকারে থাকে, এবং ইহা আশ্রয়গণের নিকট লইয়া গেলে তাহাদেরই উপরে সেই পাণ থাকিল।

৪। তদ্রাসিক প্রসিদ্ধ ওদন ; “অবাহরতি বজ্রসখঞ্চি যৌবশ্রুতঃ পরিহরত্যনেবেতি ব্যুৎপত্তা। অবহার্যো নাম বজ্রশ্রুত্যা দেহে ওদনঃ”—সায়ণ ; “বজ্রস্ত হীনবাহরভীতি”—কর্ক (ক. শ্রৌ. ২. ৫. ২৭) ;—বাহার দ্বারা বজ্রের যৌবসমূহ পরিহার করা যায়, তাহার নাম অ বা হা যা, বহিঃপাণকে দক্ষিণারূপে দেহে ওদন। এছাড়া চারিজন বক্তকের বাহাতে তৃপ্তি হয়, তৎপরিমাণ বা ততোধিক তত্ত্ব গ্রহণ করিতে হয়। এই তত্ত্বসমূহ দ্বারা দক্ষিণ-নামক অগ্নিতে পাক করা হইয়া থাকে ; এই জন্ত দক্ষিণারি অপর নাম অ বা হা যা প চ দ। ঋত্বাঃ—ঐত. স. ১. ৭. ৩. ১।

করিয়াছেন যে, পাঁচ হবি সন্ধিপাহীন হইয়া যায়। তিনি তাহা (সেই জনকে) পৃথক্-পৃথক্ ভাবে লইয়া যান, এবং তাহা সেইরূপে লইয়া গিয়া তাঁহাদের (আপ্তাগণের মধ্যে প্ৰস্পর) কলহ হইতে দেন না। তিনি তাহা (সেই জনকে) অভিত্যক্ত করেন, এবং সেইরূপ করায় তাহা ইহাদের (আপ্তাগণের) জন্ত পক্ষ (অর্গাং পানার্হ) হইয়া থাকে। তিনি (সেই জনকে এই মত্রে) লইয়া যান—“ত্রিংশতঃ স্তম্ভা দ্বিত্বৈব স্তম্ভা, একস্তৈব স্তম্ভা!”* এই যে পুরোডাশ (প্রদান), তাহা পশুবনষ্ট।*

৬। পূর্বে দেবগণ পুরুষ-রূপ পশুকেই বধ করিতেন। তাহাকে বধ করা হইলে (তদবস্থিত যজ্ঞের) সার-অংশ চলিয়া যায়। তাহা অশ্বে প্রবেশ করিল, তাঁহারা অশ্বকে বধ করিলেন; তাহাকে বধ করা হইলে (ঐ) সার-অংশ চলিয়া গেল। তাহা গরুতে প্রবেশ করিল, তাঁহারা গরুকে বধ করিলেন; তাহাকে বধ করা হইলে (ঐ) সার-অংশ চলিয়া গেল। তাহা মেঘে প্রবেশ করিল, তাঁহারা মেঘকে বধ করিলেন; তাহাকে বধ করা হইলে (ঐ) সার-অংশ চলিয়া গেল। তাহা ছাগে প্রবেশ করিল, তাঁহারা ছাগকে বধ করিলেন; তাহাকে বধ করা হইলে (ঐ) সার-অংশ চলিয়া গেল।

৭। তাহা এই পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। (তখন) তাঁহারা খনন করিয়া অবেষণ করিলেন, এবং (যেক্রমে) তাহাকে পাইলেন—তাহা, এই ব্রীহি ও যব।* সেইজন্য (লোকেরা) আভকালও খনন করিয়া ইহাদিগকে লাভ করিয়া থাকে। তিনি ইহা এইরূপে ভানেন, তাঁহার সম্বন্ধে সেই সকল পশু বধ করিলে হবি যে পরিমাণ বর্ষায়ুক্ত হয়, তাহা (ব্রীহি যবের) দ্বার নিশ্চিত হবিও তাঁহার পক্ষে সেই পরিমাণ বর্ষায়ুক্ত হবিই হইয়া থাকে। তাঁহারা পশুকে

*। বা. স ১ ২৩. ৩-৫।

৬। অর্গাং পশু বধ করিয়া বজ্র করিলে যে ফল হয়, পুরোডাশের দ্বারা বজ্র করিলেও তাহাই হয়

৭। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও (২. ১. ৮) ঠিক এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে। See Max Muller's *History of Ancient Sanskrit Literature*, p. 420; Haug's *Translation of the Aaitreyu Brāhmana*, p. 90; J. Muir's *Original Sanskrit Texts*, Vol. IV, p. 289, note.

‘পাংক্ত’ (অর্থাৎ পঞ্চ অবয়ব-যুক্ত) বলিয়া থাকেন, সেই (অবয়ব-) সম্পত্তি ইহাতেও (পুরোডাশে) আছে ।

৮। (পুরোডাশ) যখন গিষ্টে (অবস্থায়) থাকে, তখন (তাহাতে) লৌম-সমূহ হইয়া থাকে ; যখন তিনি (তাহাতে) শিশাইবার জন্য জল আনয়ন করেন, তখন (তাহার) ত্বক্ হয় ; যখন (তাহাকে) জলের দ্বারা) মিশ্রিত করেন, তখন (তাহার) মাংস হয়, কেননা, তখন তাহা সুবিস্তৃত হয় এবং (জীব-গণের) মাংসও সুবিস্তৃত হইয়া থাকে ; যখন তাহাকে পাক করা হয়, তখন তাহার অস্থি হয়, কেননা, তখন তাহা কঠিন হয়, এবং (জীবগণের) অস্থিও কঠিন ; এবং যখন তিনি তাহাকে অগ্নি হতে উঠাইবার জন্য তাহাতে ঘৃত ঢালেন, তখন তিনি তাহার দ্বারা তাহাতে নক্ষত্র স্থাপন করিয়া দেন । অতএব, যে কারণে তাহার পশ্চকে ‘পাংক্ত’ (পঞ্চ অবয়ব-যুক্ত) বলিয়া থাকেন, (পুরোডাশেরও) সেই ঐ (অবয়ব) সম্পত্তি রহিয়াছে ।*

৯। তাহার। যে পুরুষকে বধ করিয়াছিলেন, গাং কিম্পুরুষ* হইয়াছিল ; যে অশ্ব ও গোকে বধ করিয়াছিলেন, তাহার। (যথাক্রমে) গৌর ও গবয়**

৮। ঐতরের ব্রাহ্মণে (২. ১. ৮) উক্ত হইয়াছে :—ত্রীহির শূঁয়া (‘কিংশার’)-সমূহ পুরোডাশের লৌম, ভূষসবুহী তাহার ত্বক্, ফলীকরণ (অর্থাৎ চাউলকে পরিষ্কার করিতে হইলে যে অংশকে পরিত্যাগ করিতে হয়)-সমূহ তাহার রক্ত, গিষ্ট ও তদবয়ব তাহার মাংস, এবং তাহা কিছু ত্রীহিয় সার ভাগ, তাহা তাহার অস্থি । শতপথ অগ্নিকা ঐতরেরের সাদৃশ্য সন্নিবৃত্ততর ।

৯। ‘কিম্পুরুষ’-শব্দের অর্থ আধুনিক প্রচলিত খেবখোনি-বিষেপ নহে । কুৎসিতঃ পুরুষঃ, কিম্পুরুষঃ, কুৎসিতো নরঃ কিম্বঃ । সাংখ্যচার্য্য বলেন ইহা বানরজাতীয় । ঐতরের ব্রাহ্মণের ইংরাজী অনুবাদক Haug বলেন—“the author very likely meant a dwarf.” Max Muller বলেন—“savage” (*History of Ancient Sanskrit Literature*, p. 420). এখানে ঐ শব্দের অর্থ ‘কুৎসিত পুরুষ’ ধরা বাইতে পারে । রাজসেনেন্দ্র-সংহিতায় (৩১ অধ্যায়) ১৮৪ প্রকার পুরুষ-পশুর উল্লেখ করিয়া শেষে এই মন্তব্য উক্ত হইয়াছে :—“অশৈতানন্তৌ বিরূপান-লভতে—অতিদীর্ঘকাতিক্রুশক, অতিমূলকাতিক্রুশক, অতিপুরুকাতিক্রুশক, অতিক্রুশকাতিলোমশক ।” ইহাতে বিরূপ অর্থঃ কুৎসিত পুরুষ পশুর বুঝে কথা পাওয়া বাইতেছে ।

১০। গৌর গভ কিম্বঃ তাহার বিবরণ অনুসন্ধানের । গুব্বয় গৌসদৃশ পশু, গরুর যেমন গল-কমল বা সাঘা আছে, ইহার তাহা নহি ।

নামক পশু ছটয়াছিল; সে যেথাকে বধ করিয়াছিলেন, তাহা উই হইয়াছিল; এবং যে ছাগকে বধ করিয়াছিলেন, তাহা শরভ^১ নামক পশু হইয়াছিল। অতএব এই সকল পশুর মাংস ভোজন করিবে না, কেননা, এই সকল পশু হইতে সার-অংশ অপক্ৰান্ত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[১ প্রথম প্রতি উল্লেখকৃত ক্ষত ২৪ চারি ভাগে বিভক্ত হওয়ার সেই এক এক ভাগ হইতে বসাক্রুর নদ, যুগ, হুগ ও শরের উৎপত্তি, —২ যজ্ঞে ক্ষাণ্ড যুগের সহিত ব্রাহ্মণ্যপূর্ণের এবং যুগে রথ ও শরের মিলিত কাঃগ্রগণের ১৭৮২৭, —৩ অ-ধার-পূর প্রয়োজন; —৪ ক্ষ-গ্রহণের মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা, —৫ উক্ত মন্ত্রের অবশিষ্ট ব্যাখ্যা মন্ত্রভূষণের দ্বারা ক্ষ-এর উৎস, কল্প; —৬ জপের মন্ত্র ও ব্যাখ্যা, —৭ ঐ মন্ত্রের অবশিষ্ট ব্যাখ্যা, অভিচার করিলে মন্ত্রের মধ্যে শত্রুর নামের নিবেশ, জপ-সংস্কৃত ক্ষা দ্বারা নিবেশ ও পৃথিবীর স্পর্শন নিবেশ, —৮ দেব ও অমর-যুক্তি আখ্যায়িকা, —৯ ঐ আখ্যায়িকা; —১০-১২ ঐ আখ্যায়িকা, স্তম্ভ বজ্র ৩ রণ নামক কার্যের প্রয়োজন অমরগণকে তাড়াইয়া দেওয়া; —১৩ আগ্নীত্র অগ্নি-হানীয় এবং অমরগণ অমরগণের আক্রমণকারী দেবগণের স্তম্ভ ব্রাহ্মণের ও যজ্ঞে অমরগণকে বাধা প্রদান করণ; —১৪ স্তম্ভ বজ্র ৩ রণের দ্বারা যজ্ঞমানের শত্রুকেও বধা দেওয়া হয়, পৃথিবী হইতেই স্তম্ভ বজ্র ৩ রণ করা যুক্তিযুক্ত, শূন্য হইতে নহে, —১৫ ক্ষ দ্বারা বেদিতে প্রহার ও মন্ত্র ব্যাখ্যা; —১৬ প্রহরোক্ত পাণ্ডুর গহণ ও মন্ত্রব্যাখ্যা, গৃহীত পাণ্ডুর উৎকরে নিক্ষেপ ও তাহার ভাংপড়া, অভিচারিক কার্য বিশেষের বিধি; —১৭ ক্ষ দ্বারা বেদিতে দ্বিতীয় বার প্রহার, তদনন্তর অনুষ্ঠের কার্যের মন্ত্র; —১৮ অরক অমরের আখ্যায়িকা; —১৯ তৃতীয়বার প্রহার ও তদনন্তর অনুষ্ঠের কার্যের মন্ত্র, —২০-২১ যজ্ঞমন্ত্রে তিনবার ও অমন্ত্রক একবার এই চারিবার স্তম্ভ বজ্র ৩ রণের ভাংপড়া।]

১১। শরভ, ইহা প্রকাণ্ড জন্তু; সংস্কৃতভাষানে মহাস্তম্ভ, মহাস্তম্ভী, মহাসিংহ, পশুভাঃপ্র, মনযী ও অষ্টপদ লক্ষ্য ইহাকে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সকল নামে তাহার কতকটা বিবরণ জানা যায়। মহাভারতে (১২. ১১৭. ১২) অঃহঃ “অষ্টপদুর্দ্বয়ন উৎপাদচতুর্দয়ঃ। নতং নিংহ হস্তমাপঞ্চনুলেন্তস্ত নিবর্নন” কালিদাসও ইহার বর্ণনা করিয়াছেন—“যে সংরম্ভোৎপত্তনন্তমঃ...শরভাঃ...”—বেদান্ত, ১. ৫৫।

১। ঐচ্ছ বন্ধন যুক্তের প্রতি বজ্র প্রহার করেন, তখন সেই প্রস্তুত বজ্র চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। তাহার (তিন ভাগের মধ্যে এক) তৃতীয় ভাগ, অথবা যে পরিমাণ সম্ভব হয় তৎপরিমাণ ক্ষা হইয়াছিল; (এক) তৃতীয় ভাগ, অথবা যে পরিমাণ সম্ভব হয় তৎপরিমাণ যুগ হইয়াছিল; (এক) তৃতীয় ভাগ, অথবা যে পরিমাণ সম্ভব হয় তৎপরিমাণ রথ হইয়াছিল; এবং তিনি যে স্থানে (বজ্র) প্রহার করিয়াছিলেন, সেই স্থানে তাহা ষণ্ড ষণ্ড হইয়া শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং (এইরূপ) পতিত হইয়া তাহা শব (বাণ) হইয়াছিল; ইহা শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই তাহার নাম শব। সেই বজ্র এইরূপে চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল।

২। তদন্তর (ঐ চারি পদার্থের) দুইটির সহিত ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে, এবং দুইটির সহিত ক্ষত্রিয়জাতীয়গণ যুদ্ধে বিচরণ করেন; —অর্থাৎ ক্ষা ও যুগের সহিত ব্রাহ্মণগণ, এবং রথ ও শবের সহিত ক্ষত্রিয়জাতীয়গণ।

৩। তাঁহার ক্ষা গ্রহণ করিবার কারণ এই যে, ঐচ্ছ যেমন যুক্তের প্রতি বজ্র উদ্যত করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ বিদ্রোহীনা পাণ শত্রুর প্রতি তাহা দ্বারা বজ্র উদ্যত করেন; তিনি সেই জন্তই ক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন।*

৪। তিনি তাহা (এই যজ্ঞে) গ্রহণ করেন —“দেব সবিতার প্রেরণায় অশ্বিষ্যের বাহুযুগলের দ্বারা ও পুষার হস্তদ্বয়ের দ্বারা দেবগণের জন্ত অধ্বর-কারীকে গ্রহণ করিতেছি।”* সবিতা দেবগণের প্রেরণিতা বলিয়া তিনি সবিতা দ্বারাই প্রেরিত হইয়া ইহা গ্রহণ করেন। “অশ্বিষ্যের বাহুযুগলের দ্বারা”—(ইহার তাৎপর্য্য এই যে), অশ্বিষ্য (দেবগণের) অধ্বর্যু বলিয়া তিনি তাঁহাদেরই বাহুযুগলের দ্বারা গ্রহণ করেন, নিজের বাহুযুগলের দ্বারা নহে; “পুষার হস্তদ্বয়ের দ্বারা”—(ইহার তাৎপর্য্য এই যে), পুষা দেবগণকে ভাগ প্রদান করেন বলিয়া তিনি তাঁহারই হস্তদ্বয়ের দ্বারা গ্রহণ করেন, নিজের হস্তদ্বয় দ্বারা নহে।” (আরও), ইহা (ক্ষা) বজ্র বলিয়া মনুষ্য

১। ক্ষা-এর আকার যজ্ঞের জায় (ক. জে. ১, ৩, ৩১, ৩২) বলিয়া এখানে গ্রহণ করা হইয়াছে। জে—১. ১. ২. ৮।

২। বা. স. ১. ২৪. ১।

৩। জে—১. ১. ২. ১৭।

ঈহার ধারণকারী হইতে পারে না; এই জন্য তিনি দেবভাগ্যের দ্বারাই তাহা গ্রহণ করেন।

৫। “দেবগণের জন্য অধ্বরকারীকে”—(ইহার তাৎপর্য্য এই যে),—অধ্বর (শব্দে) যজ্ঞ, অতএব “দেবগণের জন্য যজ্ঞকারীকে”—ইহাই তিনি ঐ বাক্য দ্বারা বলেন। তিনি তাহা বাম হস্তে ধারণ করিয়া ও দক্ষিণ হস্তে স্পর্শ করিয়া জপ করেন; ঐহার জপ করিবার কারণ এই যে, তাহাতে তিনি ইহাকে (ক্ষাকে) তীক্ষ্ণ করিয়া তোলেন।

৬। তিনি (এই মন্ত্র) জপ করেন—“তুমি ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু!” ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহুই বীৰ্য্যবতম বলিয়া তিনি বলেন—“তুমি ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু!”—“সহস্রকোণবিশিষ্ট ও শততেজোযুক্ত।” ইন্দ্র বৃদ্ধের প্রতি বাহাকে প্রহার করিয়াছিলেন, সেই বজ্র সহস্রকোণবিশিষ্ট ও শততেজোযুক্ত ছিল; তিনি (এই মন্ত্র জপের দ্বারা) ইহাকে (ক্ষাকে) তাহাই (সেই বজ্রই) করিয়া ফেলেন।

৭। তিনি বলেন—“তুমি তীব্রতেজোযুক্ত বাহু!” এই বাহা (বায়ু) প্রবাহিত হইতেছে, ইহাই সমস্ত তেজের শ্রেষ্ঠ তেজ; কেননা ইহাই সমস্ত লোকে তর্য্যাক্ ভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে। তিনি ইহাতে (এই মন্ত্র জপের দ্বারা) ইহাকে (ক্ষাকে) তীক্ষ্ণ করেন। তিনি যদি কাহারও অভিচার না করেন, তবে,—“(তুমি) শত্রুর বধকারী”—ইহা বলিবেন; আর যদি অভিচার করেন, তবে, (“শত্রুর বধকারী” স্থানে)—“অমুকের (শত্রুর নাম) বধকারী”—ইহাই বলিবেন। ‘পাছে এই তীক্ষ্ণীকৃত বজ্রের দ্বারা নিজেকে ও পৃথিবীকে হিংসা করিয়া ফেলি’—এই মনে করিয়া তিনি তীক্ষ্ণীকৃত তাহা (ক্ষা) দ্বারা নিজেকে ও পৃথিবীকে স্পর্শ করেন না। অতএব (তাহা দ্বারা) নিজেকে ও পৃথিবীকে স্পর্শ করিবেন না।

৮। দেবগণ ও অশ্বরগণ উভয়েই প্রজাপতির পুত্র। ঐহার (পরস্পর) স্পর্শ করিয়াছিলেন। দেবগণ যখন অশ্বরগণকে জয় করেন, তখনই অশ্বরগণ ঐহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্বার উৎখত হন।

৯। সেই দেবগণ (নিজের মধ্যে) বলিয়াছিলেন—‘অসুরগণকে আমরা জয় করিতেছি, কিন্তু তাহারা তাহার পরেই আমাদেরকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার উত্থিত হয়। আমরা কি প্রকারে ইহাদিগকে সেইরূপ ভাবে জয় করিতে পারি, যাহাতে আর আমাদেরকে জয় করিতে না হয়।’

১০। (তখন) অগ্নি বলিয়াছিলেন—‘তাহারা আমাদের নিকট হইতে উত্তর মুখে গলায়ন করিয়া মুক্ত হইতেছে।’ তাহারা ইহাদের নিকট হইতে উত্তরমুখে গলায়ন করিয়া মুক্ত হইতেন।

১১। সেই অগ্নি বলিয়াছিলেন—‘আমি উত্তর দিকে ঘুরিয়া যাইব, আর তোমরা এই স্থান হইতে’ তাহাদিগকে উপসংরুদ্ধ করিবে। সংরুদ্ধ করিবার পর আমরা তাহাদিগকে এই (তিন) লোকসমূহ হইতে নিষ্কিপ্ত করিয়া ফেলিব, এবং এই লোকসমূহ অতিক্রম করিয়া যে চতুর্থ (লোক আছে, তাহা হইতেও ইহাদিগকে নিষ্কিপ্ত করিব),’ তাহা হইলে আর তাহারা সমুত্থিত হইবে না।’

১২। অগ্নি উত্তর দিকে ঘুরিয়া গেলেন, এবং ইহারাও এস্থান হইতে তাহাদিগকে উপসংরুদ্ধ করিলেন। সংরুদ্ধ করিয়া তাহারা তাহাদিগকে এই সমস্ত (তিন) লোক হইতে নিষ্কিপ্ত করিলেন ; এবং এই সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া যে চতুর্থ (লোক আছে, তাহা হইতেও তাহাদিগকে নিষ্কিপ্ত করিয়া দিলেন)। তাহার পর আর তাহারা সমুত্থিত হইতে পারেন নাই। অতএব স্ত ব য জু র (ত্ৰৈময়িক বক্ষ্যমাণ কার্য্যটির) কারণ ঐহাই (অর্থাৎ অসুরগণের অপসারণ)।

১৩। ঐ যে আত্মীয অগ্নির উত্তর দিকে ঘুরিয়া যান, তিনি মূলত এই (অসুর-নিরসনকারী) অগ্নিই। অধ্বৰ্য্যুই তাহাদিগকে (অসুরগণকে) এই স্থান হইতে উপসংরুদ্ধ করেন, এবং সংরুদ্ধ করিয়া এই সমস্ত (তিন) লোক হইতে নিষ্কিপ্ত করেন ; এই সমস্ত লোক অতিক্রম করিয়া যে চতুর্থ (লোক আছে,

৫। অর্থাৎ বেদি হইতে—সায়ণ।

৬। এখানে একরূপ ব্যাখ্যাও হইতে পারে—‘তাহা হইলে এই সমস্ত লোক অতিক্রম করিয়া যে চতুর্থ লোক আছে, তাহাতে আর তাহারা গমন করিতে পারিবে না।’ পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ সায়ণ মতে। পরবর্ত্তী কল্পিকাতেও এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

তিনি তাহা হইতেও তাঁহাদিগকে নিষ্কিন্তু করেন)। তাহার পর আর তাঁহারা সমুখিত হইতে পারেন নাই। সেজন্ত এখনও অমুগ্ধগণ সমুখিত হন না; দেবগণ তাঁহাদিগকে বেক্রপে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, বজ্রে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে এখন সেইরূপে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন।

১৪। যে ব্যক্তি যজ্ঞমানের প্রতি অরাতির জ্ঞান আচরণ করে, অথবা যে ব্যক্তি তাঁহাকে ঘেঁষ করে, তিনি তাহাকেই এই সমস্ত (তিন) লোক হইতে নিষ্কিন্তু করেন, এবং সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া যে চতুর্থ লোক আছে, (তাহা হইতেও তাহাকে নিষ্কিন্তু করেন)। তিনি (অশ্বর্ষ্য) এই সমস্ত লোক হইতে, এবং এত সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া যে চতুর্থ লোক আছে, তাহা হইতে তাহাকে নিষ্কিন্তু করিয়া ঠহা (এই পৃথিবী) হইতেই সমস্ত (স্তম্ভ-যজ্ঞকে) লইয়া যান, কেননা সমস্ত লোকই ইহাতে (পৃথিবীতে) প্রতিষ্ঠিত। তিনি যদি ‘অস্তরিক্ষ লইয়া যাউতেছি। ছালোক লইয়া যাইতেছি!’ বলিয়া লইয়া যান, তবে কি লইয়া যাইবেন! তজ্জন্ত হহা (পৃথিবী) হইতেই লইয়া যান

১৫। অনন্তর তিনি মধ্যে তৃণ স্থাপন করিয়া প্রহার করেন, কেননা, তিনি মনে করেন—‘পাছে এই অতিভীক্ষ বজ্রের দ্বারা পৃথিবীকে হিংসা করিয়া ফেলিব;’ তজ্জন্ত তিনি মধ্যে তৃণ স্থাপন করিয়া প্রহার করেন।

১৬। তিনি এই মন্ত্রে প্রহার করেন—“হে দেবগণের যাগের আধারভূতা পৃথিবী, আমি তোমার ওয়ামির মূলকে হিংসা করিব না!” তিনি (ক্ষা

৭। স্তম্ভ যজ্ঞে, অথবা স্তম্ভ যজ্ঞে ব্রহ্মণ, —একটি যজ্ঞব্রহ্ম উচ্চারণ করিয়া যে দর্ভ বা কুশ-মূলকে লইয়া বাঁধিয়া হয়। “যজ্ঞব্রহ্মকে দর্ভ: স্তম্ভযজ্ঞে, তন্ত স্তম্ভযজ্ঞে ক্যান ভিত্তা উৎকরবেশে হরৎ”—তৈ. ব্রা. ৩. ২. ৯ সারণ ভাষা; “যজ্ঞ: যজ্ঞে হরণীক: পাণ্ডুগহিত: স্তম্ভ: স্তম্ভযজ্ঞে, তন্ত হরণীক:”—তৈ. স. ২. ৩. ৪ সারণ ভাষা; “বেদিকানাং সত্বন্ত পাণ্ডোর্মহেপানাং হরণম্”—ঐ।

৮। অর্থাৎ বেদি ও ক্যান-এর মধ্যস্থলে তৃণ রাখিয়া ঐ ক্যানদ্বারা সেই স্থানে বেদিতে প্রহার করিতে হইবে। জঃ—কা. শ্রৌ. ২. ৩. ১৫; যজ্ঞিকধর্মের পদ্ধতি। কেহ কেহ বলেন—ঐ তৃণের নীচে ভূমিতে প্রহার করিতে হয়; কেহ কেহ বলেন—তৃণের উপরেই প্রহার করিতে হইবে। ঐ তৃণকে “পৃথিবী বর্ধাদি” এই মন্ত্রের দ্বারা বেদির উত্তরদিকে অগ্রভাগ করিয়া পাতিতে হয়।

দ্বারা উৎখাত পুরী য অর্থাৎ মৃত্তিকা) গ্রহণ করিবার জন্য ইহাকে (পৃথিবীকে)
 এরূপ (গ্রহণ) করেন যে, (ওষধিসমূহের) মূলসমূহ ইহার উপরিস্থিত
 হইয়া যায় ; তিনি তচ্ছব্দই বলেন—“আমি তোমার ওষধিসমূহের মূল
 হিংসা করিব না !”—“তুমি গোসমূহের আবাসস্থান ব্রজে গমন কর !”
 —তিনি (এই মন্ত্রে ঐ মৃত্তিকাকে) নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়া ইহাকে এরূপ
 করেন যে, ইহা আর অঙ্গগত হইতে না পারে, কেননা, সাহা ব্রজের মধ্যে থাকে,
 তাহা অঙ্গগত হয় না ; এবং তিনি তচ্ছব্দই বলেন—“তুমি গোসমূহের আবাস-
 স্থান ব্রজে গমন কর !”—“দ্রালোক তোমার জন্য বর্ষণ করুক !”^{১০} তাহার
 যেখানে খনন করিয়া ইহার (পৃথিবী) প্রতি ত্রু কর্ষ করিয়াছেন ও তহাকে
 অঙ্গগত করিয়াছেন, জল শাস্তিস্বরূপ বলিয়া তাহার সেই শাস্তিস্বরূপ জল
 দ্বারা তাহার সেই স্থানকেই শাস্ত করেন, এবং জলদ্বারা দ্বারা তাহা সম্মিলিত
 করিয়া দেন ; এবং তিনি সেই জব্দই বলেন—“দ্রালোক তোমার জন্য বর্ষণ
 করুক !”—“হে দেব সর্বিভা, (তাহাকে) পৃথিবীর অন্তর্দেশে বন্ধন কর !”^{১১}
 —(এই বলিয়া তিনি ঐ উৎখাত মৃত্তিকাকে আবর্জনার মধ্যে ফেলিয়া দেন),
 এবং ইহার দ্বারা দেব সর্বিভাকেই বলেন—“(তাহাকে) অন্ততনসের মধ্যে বন্ধন
 কর !” তিনি যে বলেন—“পৃথিবীর অন্তর্দেশে” ও “শতসংখ্যক পাশে
 দ্বারা (তাহাকে বন্ধন কর)”^{১২}, তাহা (তাহাকে) মুক্ত না দিবার জন্য বলেন ।
 তিনি যদি অভিচার না কোন, তবে বলেন—“যে আমাদেরকে দ্বেষ করে, অথবা
 আমরা যাহাকে দ্বেষ করি, তাহাকে ইহা হইতে মুক্ত করিও না !”^{১৩} আর যদি
 অভিচার করেন, তবে, “অমুককে (শত্রুর নাম উল্লেখ করিয়া) ইহা হইতে মুক্ত
 করিও না”—ইহাই বলিবেন ।

১৭। অনন্তর তিনি (ক্ষ্য) দ্বারা এই মন্ত্রে দ্বিতীয় বার গ্রহণ করেন—
 “দেবগণের যাগের আধারস্বরূপ পৃথিবী হইতে অ র ক কে (তাড়িত

১০। বা. স. ১. ২৫. ২।

১১। বা. স. ১. ২৫. ৩।

১২। বা. স. ১. ২৫. ৪।

১৩। বা. স. ১. ২৫. ৫।

১৪। বা. স. ১. ২৫. ৬।

করিব !”^{১৫} অরক নামে এক অমুর-রক্ষঃ ছিল, দেবগণ তাহাকে ইহা (পৃথিবী) হইতে তাড়িত করিয়াছিলেন ; ইনিও (অধবর্ষ্য) সেইরূপ ইহার (মস্তের) দ্বারা তাহাকে গ্রহণ (পৃথিবী) হইতে তাড়িত করেন । (তিনি গ্রহণ করিয়া পূর্বের দ্বায় বলেন)—“তুমি গোসমূহের আবাসস্থান ব্রজে গমন কর ! ছালোক তোমার জন্য বর্ষণ করুক ! হে দেব সবিভা, পৃথিবীর অন্তঃদেশে শতসংখ্যক পীশের দ্বারা তাহাকে বন্ধন কর । যে আশাদিগকে দেব করে, অথবা যাহাকে আমরা দেব করি, তাহাকে ইহা হইতে মুক্ত করিও না ।”^{১৬}

১৮। আগ্নীধ্র (ক্ষয় দ্বারা উৎখাত মৃত্তিকাকে এঁঠ মস্ত্রে নিক্ষেপ করেন)^{১৭}—
“অরক, তুমি ছালোকে গমন করিও না ।”^{১৮} সপন দেবগণ অমুর-রক্ষঃ অরক কে তাড়িত করিয়াছিলেন, তখন সে ছালোকে গমন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, এবং আগ্নীধ্র তাহাকে (এঁঠ বলিয়া) নীচে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন —
“হে অরক, তুমি ছালোক গমন করিও না !” এবং সে (ইহাতে) ছালোক গমন করে না। সেইরূপই ইহার দ্বারা অধবর্ষ্য ইহাকে (অবরুকে) এঁঠ লোক হইতে, এবং আগ্নীধ্র ছালোক হইতে বহিষ্কৃত করেন । তিনি (আগ্নীধ্র) সেইজন্য এঁঠকপ করিয়া থাকেন ।

১৯. অনন্তর তিনি (এঁঠ মস্ত্রে) তৃতীয়বার গ্রহণ করেন—“তোমার দ্রুপ যেন ছালোকে না যায় ।”^{১৯} ইহা (পৃথিবীর) যে রসকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত লোক ভাবিত থাকে, তাহাই ইহার দ্রুপ । তিনি ইহার (মস্তের) দ্বারা এঁঠ বলেন যে,—“হে পৃথিবী, তোমার যেন ইহা (রস) ছালোকে না যায় !”

১৫. বা. স. ১. ২৬. ১।

১৬. বা. স. ১. ২৬।

১৭। ইহার সংস্কৃত “অভিনিবধাতি” ; যাজ্ঞা অর্থ করিয়াছেন—“উপর হস্তনিধানেন অথস্তাৎ ক্লিপণতীতার্থঃ ;” অর্থাৎ ঐ উৎখাত মৃত্তিকার উপর হাত দ্বাৰা উৎকর অর্থাৎ আবর্জনা-রাশির নীচে (ঢালিয়া) নিক্ষেপ করিবে । কা. ভ্রো. মূত্রে “অভিনিবধাতি” পদের অমুরগণ করিয়া “অভিস্তম্ভতি” লিখিত হইয়াছে (২. ৯. ২২) ; ইহার ব্যাখ্যাকার বলেন—হস্তের দ্বারা ঐ উৎকর বা মৃত্তিকা আচ্ছাধন করিতে হইবে, এক প্রকৃপে নীচে নিক্ষেপ করিতে হইবে । সাধারণ্যে “অভিনিবধাতি” (১. ২. ২, ১৬) পদের অর্থ করিয়াছেন “অভিতো নিক্ষেপ্তব্ধ ।”

১৮। বা. স. ১. ২৬. ২।

১৯। বা. স. ১. ২৬. ৩।

(তিনি প্রহায় করিয়া পূর্ববৎ বলেন —) “তুমি গৌনমূহের আবাসস্থল ব্রজে গমন কর! ছ্যলোক তোমার জন্ত বর্ষণ করুক! হে দেব সুবিভা, পৃথিবীর অন্তঃদেশে শতসংখ্যক পাশের দ্বারা বন্ধন কর! যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, অথবা আমরা বাহাকে দ্বেষ কর, তাহাকে ইহা হইতে মুক্ত করিও না। ”

২০। তিনি (উৎখাত মুক্তিকাক্রে) তিনবার যজুর্মন্ত্র দ্বারা লইয়া যান, কেননা, এই তিনটি লোকই আছে। তিনি ইহার দ্বা এই সমস্ত লোক হইতেই ইহাকে (অরককে) নীচে িক্ষিপ্ত কবেন। এই লোকসমূহ প্রত্যক্ষ এবং যজুর্মন্ত্রও প্রত্যক্ষ; তজ্জন্য তিনি যজুর্মন্ত্র দ্বারা তাহা তিন বার লইয়া যান।

২১। তিনি মৌনাবলম্বনে চতুর্ধবার (তাহা লইয়া যান)। এত সমস্ত লোক অতিক্রম করিয়া চতুর্থ (লোক) আছে বা নাই; তাহা আশ্রয় করিয়া/ যে দ্বেষ করে, তিনি সেই শত্রুকে ইহার দ্বারা (চতুর্ধবার মুক্তিকা বহনেন দ্বারা) তাড়িত করেন। এই সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া চতুর্থ (লোক) আছে কি না তাহা অপ্রত্যক্ষ, এবং মৌনাবলম্বনেও অপ্রত্যক্ষ; তজ্জন্য তিনি মৌনাবলম্বনে চতুর্ধবার লইয়া যান।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ ।

[১—৩ দেব ও অহরগণের পরস্পর স্পর্শা, দেবগণের অবনতি, অহরগণের তুহন-অধিকার, যজ্ঞরূপ বিষ্ণুকে অস্ত্রে করিয়া দেবগণের অহরগণের নিকটে তুহনের অংশ-প্রার্থনা, অহরগণের বিষ্ণুর পয়নোপযুক্ত হান প্রদান করিবার প্রস্তাব;—৪ বিষ্ণু বাসনরূপ হইলেও দেবগণের সেই প্রস্তাবকে বহু বলিয়া স্বীকার করা;—৫ দেবগণ-ওঁর্ভুক বিষ্ণুকে পূর্বমুখে কেনিয়া ছন্দঃসমূহের দ্বারা বেটন করা;—৬ যজ্ঞরূপ বিষ্ণুর তাবুশ পরিগ্রহে অর্চনা দ্বারা দেবগণের সমস্ত পৃথিবী লাভ, যজ্ঞস্থানের বেধিনাম হইবার কারণ;—৭ বিষ্ণুর অনুগ্রহতা;—৮ দেবগণ কর্তৃক বিষ্ণুর অদেবগণ ও তিন আঙ্গুল ভূমিঃ নীচে তাহার প্রাপ্তি, তদনুসারে বেধি তিন আঙ্গুল গভীর করিবার নিয়ম;—৯ ঐক্য নিয়মের নিষেধ, বেধিনামের অর্থনির্বাচন;—১০ উক্ত্যস্ত্রে বেধির উত্তর-পরিগ্রহ;—১১ পূর্ব-পরিগ্রহ তিন ও উত্তর-পরিগ্রহ তিন—এই। ছয়বার পরিগ্রহ করিবার বৃত্তি;—১২ পূর্ব ও উত্তর উত্তর পরিগ্রহে মোট দ্বাণশ ব্যাক্তি প্রয়োগ করিবার বৃত্তি;—১৩ বেধির পরিমাণ সম্বন্ধে সত্যগত;—১৪ আহবনীঃ অগ্নির উত্তর, পার্শ্বে বেধির অঙ্গকে উদ্রীত করা;—১৫ পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্যভাগে বেধির আকার;—১৬ বেধি পূর্ব বা উত্তর দিকে নির হওয়া দরকার,

দক্ষিণ দিকে নিয় হইলে তাহা ঘোঁরাবহ ;— ১৮ বেদিকে সমান করা প্রসঙ্গত আখ্যায়িকায় চন্দ্রের কলঙ্ক বাখ্য।, — ১৯ প্রতিবার্জনের মন্ত ও ব্যাখ্যা ; — ৩০ প্রোক্ষণীজলের স্থাপন ও তৎসময়ে স্নানকে তুলিয়া ধীরবরে গন্ধে বৃত্তি, — ২১ প্রোক্ষণীজল ও কাষ্ঠপ্রতৃতি স্থাপনের জন্ত অপর্যায় আয়ীত্রকে প্রেরণ ;— ২২ উদ্ধৃত স্নানকে উত্তরগাত্র করিয়া নিষ্কেশ এক অভিচার করিলে তাহার মন্ত ;— ২৩ পার্ণদ্বয়ের প্রক্ষালন ও তাহার বৃত্তি ;— ২৪ বাগের পূর্বে গন্ধ হবিত্রে ও বহিস্তরগণের পূর্বে ঘোঁদিকে স্পর্শ করা নিবেদ্য—এতদ্বয়ক আখ্যায়িকা, বাগে বসুধাগণের অশ্রদ্ধা, দেবগণের মাগবন্ধ — ২৫ দেবগণকর্তৃক প্রেরিত বৃহস্পতির বসুধাগণের নিকটে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা ;— ২৬ বৃহস্পতিকর্তৃক তাহার প্রতীকার-নির্দেশ ও পূর্বোক্ত বিষয় সম্বন্ধন।]

১। দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য। তাঁহারা (পরস্পর) স্পর্ধা করিয়াছিলেন, এবং দেবগণ তাহাতে অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর অসুরগণ মনে করিল—‘এই ভুবন আমাদেরই।’

২। তাহারা বলিয়াছিল—‘অহো ! আমরা এই পৃথিবীকে বিভাগ করিয়া তাহা দ্বারা আমরা বাঁচিয়া থাকিব !’ এই বলিয়া তাহারা বৃষচন্দ্রের দ্বারা পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্বদিকে বিভাগ করিতে করিতে গমন করিয়াছিল।

৩। দেবগণ তাহা শুনিতে পাইলেন যে, অসুরগণ এই পৃথিবীকে বিভাগ করিতেছে। (এই শুনিয়া) তাঁহারা বলিলেন—‘চল, আমরা সেই স্থানে যাইব,—যেখানে অসুরগণ ইহাকে (পৃথিবীকে) বিভাগ করিতেছে। আমরা যদি ইহাকে ভাগ না করি, তবে আমরা কি?’ এইরূপে তাঁহারা যজ্ঞরূপ বিষ্ণুকে অগ্রে করিয়া গমন করিলেন।

৪। তাঁহারা (যাইয়া) বলিলেন—‘এই পৃথিবীতে আমাদেরকে ভাগ প্রদান কর, আমাদেরও ইহাতে ভাগ থাকুক !’ সেই অসুরগণ যেন অসুখা করিয়া বলিল—‘এই বিষ্ণু যে পরিমাণ স্থান ব্যাপ্ত করিয়া শয়ন করিবেন, তৎপরিমাণ তোমাদিগকে দিব।’

৫। বিষ্ণু বাগন ছিলেন ;’ কিন্তু তাহা হইলেও দেবগণ (অসুরগণের বাক্যে) অনাদর করেন নাই। তাঁহারা তাহা বলেন—‘ইহারা যে আমাদেরকে যজ্ঞপরিমিত স্থান দিয়াছে, তাহা অনেক দিয়াছে।’

৬। তাঁহার বিষ্ণুকে পূর্বমুখে কেলিয়া ছন্দঃসমূহের দ্বারা সমস্ত (তিন) দিকে তাঁহাকে (এই বলিয়া) পরিগ্রহ (বেষ্টন) করিলেন—দক্ষিণ দিকে “গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা তোমাকে পরিগ্রহ করিতেছি।” পশ্চিম দিকে—“ত্রিষ্টুভ্ ছন্দের দ্বারা তোমাকে পরিগ্রহ করিতেছি।” উত্তর দিকে—“জগতী ছন্দের দ্বারা তোমাকে পরিগ্রহ করিতেছি।”

৭। তাঁহার তাঁহাকে সমস্ত (তিন) দিকে পরিগ্রহ করিয়া ও পূর্বদিকে (আহবনীর নামক) অগ্নিকে স্থাপন করিয়া তাহা দ্বারা অর্চনা করিতে আরম্ভ করেন, ও তাহাতে শ্রাস্ত হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন। তাঁহার তাহা দ্বারা এই সমস্ত পৃথিবীকে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইহা দ্বারা সমস্ত (পৃথিবীকে) লাভ করিয়াছিলেন (‘সমবিন্ধত’, √বিদ্) বলিয়া তাহার যজ্ঞস্থানরূপ পৃথিবীর নাম বেদি।^১ এই জন্তই উক্ত হইয়া থাকে, বেদি যে পরিমাণ পৃথিবী সেই পরিমাণ; কেননা, তাঁহার ইহার (বেদির) দ্বারা এই সমস্ত (পৃথিবীকে) লাভ করিয়াছিলেন। যিনি ইহা এই প্রকার জানেন, তিনি এইরূপেই শত্ৰুগণের এই সমস্ত (পৃথিবীকে) অপহরণ করিয়া লন, এবং তাহাদিগকে ইহার ভাগে বঞ্চিত করেন।

৮। এই সেই বিষ্ণু স্থানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কেননা, তিনি সমস্ত (তিন) দিকে ছন্দঃসমূহের দ্বারা পরিগৃহীত হইয়াছিলেন, এবং পূর্বদিকে অগ্নি

২। যজ্ঞের বেদি কি পরিমাণে হইবে তাহা নিরূপণ করিয়া বলার জন্যই দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে পূর্বে তিনটি, ও পরে আর তিনটি রেখা দ্বারা অঙ্কিত করিতে হয়। বেদি ধ্বন করিবার পূর্বে যে তিনটি রেখা বেদিস্থানে অঙ্কিত করা হয়, তাহাকে পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর বলা হয়; এবং পরে যে তিনটি রেখা অঙ্কিত হয় তাহাকে উত্তর পশ্চিম ও উত্তর বলা হইয়া থাকে (১২.৩. ১১)। এই বেদি পরিগ্রহ করিবার পূর্বে অক্ষর্যু ব্রাহ্মণের নিকটে জিজ্ঞাসা করেন—হে ব্রাহ্মণ, বেদি পরিগ্রহ করি কি? ব্রাহ্মণ “হী পরিগ্রহ কক্চন,” এই বলিয়া অমুমতি প্রদান করিলে অক্ষর্যু পূর্বে রেখা অঙ্কিত করিয়া বেদি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। কা. শ্রো. ২. ৩. ২৫-৩৬।

৩। কা. স. ১. ২৭ ১।

৪। এখানে যাদুর্ঘ লইয়া যজ্ঞস্থানের নাম বেদি বলা হইয়াছে, “বিদ্যতে লভ্যতে অনেনোতি যজ্ঞস্থানন্ত বেদিনামধেয়ং নির্বর্তীতি”—সাধারণ।

ছিল, পলায়ন (করিবার উপায়) ছিল না; তিনি সেই স্থানেই ওষধিসমূহের মূলে উপস্থিত হইয়া অদৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

৯। সেই দেবগণ বলিয়াছিলেন—“বিষ্ণু কোথায় রহিয়াছেন? যজ্ঞ কোথায় রহিয়াছে?” তাঁহারা বলিলেন—“তিনি সমস্ত (তিন) দিকে ছন্দঃ-সমূহের দ্বারা পরিগৃহীত হইয়াছেন, অগ্নি পূর্বদিকে রহিয়াছে, পলায়ন (করিবার উপায়) নাই, অতএব তিনি এইখানেই আছেন, অব্বেষণ কর!” অনন্তর তাঁহারা (ভূমি) খনন করিয়া তাঁহাকে অব্বেষণ করিতে লাগিলেন, এবং তিন অঙ্গুলি নীচে তাঁহাকে পাইলেন। এষ্ট জন্ত বেদি তিন অঙ্গুলি (গভীর) হইবে; এবং সেই জন্তই পাঞ্চি* সোমযাগের বেদিকে তিন অঙ্গুলি (গভীর) করিয়াছিলেন।

১০। কিন্তু তাহা সেকূপ করিবে না। তিনি (বিষ্ণু) ওষধিসমূহের মূলে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তজ্জন্ত (অগ্নি, আত্মীশ্বকে) ওষধিসমূহের মূলগুলি উচ্ছেদ করিবার জন্ত বলিবেন।^১ তাঁহারা এখানে বিষ্ণুকে পাঠিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম বেদি।

১১। তাঁহারা তাঁহাকে (যজ্ঞবেদিকূপ বিষ্ণুকে) লাভ করিয়া উত্তর পশ্চিমে দ্বারা (এই মন্ত্রে) পরিগ্রহ (বেষ্টন) করিলেন—দক্ষিণদিকে—“তুমি উত্তম ভূমি ও শিবা!” কেননা, তাঁহারা এই পৃথিবীকেই লাভ করিয়া ইহার দ্বারা ইহাকে উত্তম ভূমি ও শিবা করিয়াছিলেন; পশ্চিম দিকে—“তুমি স্তম্ভরূপা ও সম্যক উপবেশনযোগ্যা!” কেননা, তাঁহারা এই পৃথিবীকে লাভ করিয়া ইহার দ্বারা ইহাকে স্তম্ভরূপা ও সম্যক উপবেশনযোগ্যা করিয়াছিলেন; উত্তরদিকে—“তুমি প্রচুর (অন্ন) রসযুক্তা ও প্রচুরপয়স্কৃত্তা!”^২ কেননা, তাঁহারা এই

*। অজ্ঞাত (২. ১. ৪. ২৭) না বৃকি ও আত্মরির সহিত ইহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

১। ভূমির নীচে মূল বতবুর দ্বারা থাকে, ততবুর পর্বাঙ্গ খনন করিতে হইবে—সায়ণ।

২। এই কৃত্তিকার ২ সংখ্যক টীকা জটায়ু।

৩। বা. দ. ১. ২৭. ৪-৬; ‘প্রচুররসযুক্তা’ ইহার মূল ‘উর্জ্জবতী,’ সাধারণ বলেন—এখানে উর্জ্জব-শব্দের অর্থ বলকর রস; বহীধর বলেন—অন্ন; ‘প্রচুরপয়স্কৃত্তা’ ইহার মূল ‘পদ্মবতী;’ বহীধর বলেন—পদ্মশব্দের অর্থ এখানে পরোষিকার বহি প্রভৃতি।

পৃথিবীকে লাভ করিয়া ইহার দ্বারা ইহাকে প্রচুররসযুক্ত ও আশ্রয়দীয়া করিয়াছিলেন।

১২। তিনি তিনবার পূৰ্ণ-পরিগ্রহকে, এবং তিনবার উত্তর-পরিগ্রহকে বেষ্ঠন করেন; অতএব তাহা তিনি ছয়বার (করিয়া থাকেন); কেননা, সংবৎসরের ছয় ঋতু, এবং সংবৎসর যজ্ঞ ও প্রজাপতি-স্বরূপ; অতএব সেই যজ্ঞের যে পরিমাণ ও মাত্রা হয়, তিনি তাহাকে সেই পরিমাণেই বেষ্ঠন করেন।

১৩। তিনি ছয়টি ব্যাহতি (মজ্জাবয়ব)^{১০} দ্বারা পূৰ্ণ-পরিগ্রহকে এবং ছয়টি ব্যাহতির দ্বারা উত্তর-পরিগ্রহকে বেষ্ঠন করেন; অতএব তাহা তিনি দ্বাদশ বার করিয়া থাকেন; কেননা, সংবৎসরের দ্বাদশ মাস, এবং সংবৎসর যজ্ঞ ও প্রজাপতি-স্বরূপ; অতএব সেই যজ্ঞের যে পরিমাণ ও যে মাত্রা হয়, তিনি সেই পরিমাণেই ইহাকে বেষ্ঠন করেন।

১৪। উক্ত হইয়া থাকে যে,—(বেদি বিস্তারে)^{১১} পশ্চিম ভাগে এক ব্যাস-প্রমাণ^{১২} হইবে, কেননা, লোক এই পরিমাণই হইয়া থাকে এবং (বেদি) লোকের পরিমিত হয়; ইহা পূৰ্ণভাগে তিন অরস্বি-প্রমাণ হইবে, কেননা, যজ্ঞ অবয়বত্রয়-বিশিষ্ট।^{১৩} কিন্তু এখানে কোন (স্থির নির্দিষ্ট) পরিমাণ নাই; তিনি বেদিকে যে পরিমাণ উপযুক্ত মনে করেন, সেই পরিমাণ করিবেন।

১০। পূৰ্ণ-পরিগ্রহে “পায়ত্রেণ বা..., জৈষ্টভেন বা..., জাগভেন বা...” ইত্যাদি তিন; এবং ঐ সকল প্রত্যেক মন্ত্রের অবশিষ্ট “পরিপূর্যামি” অংশ তিন; এই ছয় ব্যাহতি। উত্তর-পরিগ্রহে পূজা চাসি... ইত্যাদি ছয়; যেটি বারটি ব্যাহতি। বা. স. ১. ২৭।

১০। পার্শ্বপদ্য ও আধ্বনীর অগ্নির মধ্যস্থিত বেদি দৈর্ঘ্যে যজ্ঞমানের পরিমাণ, বিস্তারে পশ্চাদ্ভাগে চারি অরস্বি ও পূৰ্ণভাগে তিন অরস্বি প্রমাণ হইয়া থাকে।

১১। দুই হাত উভয়দিকে বিস্তৃত করিলে এক মধ্যমাস্থলির প্রান্ত হইতে অপর মধ্যমাস্থলির প্রান্ত পর্যন্ত যে পরিমাণ, তাহার নাম ব্যাস; “ব্যাসো বাহোঃ সকরয়োত্তরয়োঃ পিত্তরঃ।” ইহা চারি অরস্বির প্রমাণ; কনিষ্ঠাস্থলি বিস্তৃত করিয়া মুষ্টি বন্ধন করিলে তামুশ প্রকোষ্ঠের নাম অরস্বি; “অরস্বিত্ত বিকনিষ্ঠেন মুষ্টিনা”—নবম; ইহার পরিমাণ ২১ অঙ্গুলি। কোন লোকের দৈর্ঘ্য তাহার এক ব্যাস বা চারি অরস্বির প্রমাণ।

১২। “সবনত্রয়রূপেণ যজ্ঞস্ত জিবৃকঃ”—সায়ণ; সকলত্রয় বর্ষা—প্রাতঃসবন, মধ্যাহ্নিক-সবন ও সায়ন্তন-সবন।

১৫। তিনি (আহবনীয়) অগ্নির (দক্ষিণ ও উত্তর) উভয় পার্শ্বে (বেদির) অংসদ্বয় উন্নীত করেন। বেদি (জ্বীং) জ্বী, ও অগ্নি (পুং) যুবা; এবং জ্বী যুবাকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করে; অতএব ইহাতে (অর্থাৎ অংসদ্বয় উন্নীত করায়) উৎপাদক মিথুনই করা হয়। তজ্জন্ত তিনি অগ্নির উভয় পার্শ্বে অংসদ্বয়কে উন্নীত করেন।

১৬। তাহা (বেদি) পশ্চিমভাগে বিস্তীর্ণতর, মধ্যো সঙ্কুচিত, আবার পূর্বভাগে বিস্তীর্ণ হইবে; কেননা, এই প্রকার জ্বীকেট (লোকেরা) প্রেংসা করিয়া থাকে,—যাহার শ্রোণি পুং ও অংসদ্বয়ের অন্তর (তদপেক্ষায়) নুন, এবং যাহাকে মধ্যভাগে গ্রহণ করিতে পারা যায়। তিনি ইহাতে ইহাকে (বেদিকে) দেবগণের প্রিয়ই করেন।

১৭। তাহা (বেদি) পূর্ব দিকে নিম্ন হইবে, কেননা, দেবগণের দিক পূর্ব; অথবা তাহা উত্তর দিকে নিম্ন হইবে, কেননা, মনুষ্যগণের দিক উত্তর।^{১০} তিনি দক্ষিণ দিকে উৎখাত পাংক্তকে (পূরী য) নিক্ষেপ করেন, কেননা, এই দিকট পিতৃগণের।^{১১} তাহা যদি দক্ষিণ-নিম্ন হয়, তাহা হইলে বজ্রমানকে সম্বরে ঐ (দক্ষিণ দিকে অবস্থিত পিতৃগণের) লোকে গমন করিতে হইবে; আর সেই (বিহিত) প্রকারে নির্মিত হইলে বজ্রমান চিরকাল বাঁচিয়া থাকেন; তজ্জন্ত তিনি দক্ষিণ দিকে উৎখাত পাংক্তকে নিক্ষেপ করেন। তিনি ইহাকে (নব-) পাংক্তযুক্ত করিবেন, কেননা পাংক্ত পণ্ডস্বরূপ, অতএব তাহার দ্বারা তিনি ইহাকে (বেদিকে) পণ্ডযুক্তই করেন।

১৮। তিনি (আত্মীজ) তাহা প্রতিমার্জ্জন করেন।^{১২} দেবগণ সংগ্রামে

১৩। “দেবমুখ্যো দিশো বাতজন্ত,—প্রাচীর দেবাঃ, দক্ষিণাঃ পিতরঃ, প্রতীচীর মনুষ্যাঃ, উত্তীচীর কব্রাঃ—” (উ. স. ৩. ১. ১. ১)। “উত্তীচ্যাঃ মনুষ্যাসবন্ধঃ শান্তরূপদ্বাং, অন্তঃপ্রান্ত্রাদ্বার্যতে ‘এবা বৈ দেবমুখ্যাপাং শান্তা দিক্’ (উ. ব্রা. ২. ১. ৩. ৫)”—সারণ। কাঁতায়ন বিবরণবিধানই করিয়াছেন। আপত্ত্য বলেন—বেদি পূর্বনিম্ন, অথবা পূর্বোত্তর-নিম্ন হইবে (আপ. শ্রো. ২. ২. ৯)।

১৪। বেদির দক্ষিণ দিককে খনন-কাত বুদ্ধিকা দ্বারা উচ্চ করিতে হয়, তাহাই এখানে উক্ত হইতেছে।

১৫। পূর্বে বেদিকে খনন করায় ইহা অসমান হইয়াছিল, এখন তাহাই সমান করা হইতেছে। এই সমান করাই এখানে প্রতিমার্জ্জ ব শব্দের তাৎপর্যার্থ। কা, শ্রো. ২. ৩. ৩২ জট্টবা।

সম্মিহিত হইবার জন্ত (প্রস্তুত হইয়াছিলেন)। তাঁহারা (সেই সময়ে) বলিয়া-
ছিলেন—‘অহো ! এই পৃথিবীর যে অবিদ্যমান দেবযজ্ঞ স্থান আছে, তাহা
আমরা চন্দ্রমাতে নিহিত করিব । সেই অমৃতেরো যদি আমাদেরকে এখানে ভ্রম
করে, তবে সেই স্থানেই আমরা অর্চনা করিয়া ভ্রম করিয়া পুনর্বার (তাহা-
দিগকে) অভিভব করিব ।’ (অনন্তর) এই পৃথিবীর যে দেবযজ্ঞ স্থান ছিল,
তাহা তাঁহারা চন্দ্রমাতে নিহিত করিলেন ; এবং তাহাই এই চন্দ্রমায় কৃষ্ণ
(কলঙ্ক) ; তজ্জন্তই উক্ত হইয়া থাকে—‘এই পৃথিবীর দেবযজ্ঞ স্থান চন্দ্রমায় ।’
এই দেবযজ্ঞ স্থানেই ইহার (যজ্ঞমানের) যাগ করা হয়, এবং তজ্জন্তই তিনি
তাহা প্রতিমার্জ্জন করেন ।

১৯। তিনি (তাহা এই সময়ে) প্রতিমার্জ্জন করেন—“হে মহান্, ক্রুরের
বিচরণের পূর্বে !”^{১০} সংগ্রামই ক্রুর, কেননা, সংগ্রামে ক্রুর (কশ্ম) করা
হয়—হত লোক ও হত অশ্ব (সেখানে) শুইয়া থাকে ; এই সংগ্রামের পূর্বে
(তাঁহারা দেবযজ্ঞ স্থানকে চন্দ্রমায়) নিহিত করিয়াছিলেন, এই জন্ত তিনি
বলেন—“হে মহান্, ক্রুরের বিচরণের পূর্বে !”—“জীবনদায়িনী পৃথিবীকে
উদ্ধৃত করিয়া !” এই পৃথিবীর বাহ্য জীবন (-স্বরূপ) ছিল, তাহা তাঁহারা উদ্ধৃত
করিয়া চন্দ্রমায় নিহিত করিয়াছিলেন, এই জন্ত তিনি বলেন—“জীবন-
দায়িনী পৃথিবীকে উদ্ধৃত করিয়া !”—“তাঁহারা স্বধা দ্বারা বাহ্য চন্দ্রমায়
প্রেরণ করিয়াছিলেন !” তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, ‘বাহ্য তাঁহারা মস্ত
দ্বারা চন্দ্রমায় স্থাপিত করিয়াছিলেন ;’—“দীর্ঘপণ তাহা লক্ষ্য করিয়া যাগ করিয়া
ধাকেন !” তাঁহারা ইহা (দেবযজ্ঞ স্থান) দ্বারা তাহাকেই (চন্দ্রমায় অবস্থিত
পৃথিবীকেই) লক্ষ্য করিয়া যাগ করিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি ইহা এই
প্রকার জানেন, তাঁহার যাগ এই দেবযজ্ঞ স্থানে করা হইয়া থাকে ।

২০। অনন্তর তিনি (আগ্নীধ্রুকে) বলেন—“(বেদিতে) প্রোক্ষণী
(প্রোক্ষণ করিবার জল) স্থাপন করুন ।”^{১১} বজ্র- (স্বরূপ) ক্ষ্য^{১২} ও ব্রাহ্মণ

১০। বা. স. ১. ২৮. ১।

১১। বা. স. ১. ২৮. ২।

১২। ১. ২. ২. ১ ; ১. ২. ৩. ২২। এইখানে বস্তুশব্দ ব্রাহ্মণপদের সহিত অধিত,
“ব্রাহ্মণোহপি বজ্রাধিকঃ, শুভবজ্রসানর্থোহন বক্ষসোঃ বজ্রাধিকঃ”—সারণ ।

পূর্বে এই বজ্রকে অভিরক্ষিত করিয়াছিল, এবং জলও বজ্রই, ** তজ্জন্তু অভি-
রক্ষার নিমিত্ত তিনি ইহার দ্বারা বজ্রকেই স্থাপন করেন। যখন (বেদি-নিহিত
ক্ষাএর) উপরি-সংলগ্ন স্থানে প্রোক্ষণী-জলকে স্থাপন করা যায়, তখন তিনি
ক্ষমক তুলিয়া ধারণ করেন, কেননা, যদি ক্ষা নিহিত থাকিলে তিনি প্রোক্ষণী-
জল স্থাপন করেন, তবে বজ্রদ্বয় (প্রোক্ষণী-জল ও ক্ষা) একত্র সম্ভব (অর্থাৎ
সংঘর্ষে) হইতে পারে, কিন্তু সেইরূপ করিলে বজ্রদ্বয় আর সম্ভব হয় না। তজ্জন্তু
(ক্ষাএর) উপরি-সংলগ্ন স্থানে যখন প্রোক্ষণী-জলকে স্থাপন করা হয়, তখন তিনি
ক্ষাকে তুলিয়া ধারণ করেন।

২১। পরে তিনি (আগ্নীত্রকে) এষ্ট কথা বলেন—‘প্রোক্ষণী-জল স্থাপন
করুন, কাঠ ও কুশ (আহবনীয়-) সমীপে স্থাপন করুন, ঋক্‌সমূহ
সমার্জন করুন, বজ্রমানের পত্নীকে (রজ্জু দ্বারা) বন্ধন করুন, ** এবং ঘূতের
সহিত আগমন করুন।’ ইহা প্রেরণা-বাক্যট (স শ্লেষ) ; ** তিনি (অধর্ষ্য)।
যদি ঠেঁচা করেন, ঠেঁচা বলিবেন ; অথবা যদি ঠেঁচা করেন, ঠেঁচাকে আদর না
করিতেও পারেন (অর্থাৎ না বলিতেও পারেন) ; কেননা, তিনি (আগ্নীত্র)
নিজেই জানেন যে, অতঃপর এষ্ট কার্য্য করিতে হইবে।

২২। অনন্তর তিনি (উচ্চৃত) ক্ষাকে উত্তরাগ্র করিয়া (উৎকরে) প্রহার
করেন। তিনি যদি অভিচার করেন, (তবে তখন এই মন্ত্র বলিবেন)—
‘অমূকের (শক্রের নাম করিয়া) তন্তু বজ্র (-শব্দরূপ) তোমাকে প্রহার
করিতেছি।’ ** ক্ষা বজ্রই, অতএব তিনি ইহার দ্বারা (শব্দকে) হিংসাই করেন।

২৩। অনন্তর তিনি পাণিদ্বয় শোধন (অর্থাৎ প্রেকালন) করেন। ইহার
(বেদির) বাহা কিছু (খনন-রূপ) জ্বর (কার্য্য করা) হইয়াছিল, তাহা তিনি

১৯। ১. ১. ১. ১৭।

২০। আগ্নীত্র অধর্ষ্য দ্বারা প্রেরিত হইয়া মন্তোচ্চারণ পূর্বক বজ্রমানের পত্নীকে কটিদেশে
মুগ্ধা-তৃণ নির্গিত অক্ষু দ্বারা ভিন ভিন দিয়া বন্ধন করেন। এই রজ্জুর বৈদিক নাম যোক্ত।

২১। বজ্রে অধর্ষ্য-অভূতি হোতৃপ্রভৃতিকে যে দাক্ষা উচ্চারণ করিয়া কোন কার্য্যে প্রবর্তিত
করেন, তাহার নাম শ্রেষ—বাহার দ্বারা প্রেবণ অর্থাৎ প্রেরণ করা যায়।

২২। অভিচার না করিলে ‘তুমি ষেকাগ্নীর হিসেকা বা. স. ১. ২৮. ৩)’ এই মন্ত্র উচ্চাৰ্য্য।
জ্য. ভৌ. ২, ৩. ৪২।

ইহা দ্বারা (অর্থাৎ ক্ষতকে উত্তরাগ্রে প্রহারের দ্বারা) করিয়াছিলেন ; সেই (ক্রুর-কর্ম-সংসর্গ) জন্ত তিনি পাণিধরকে শোধন করেন ।

২৪। পূর্বে বাহারা যাগ করিতেছিলেন, তাঁহারা (হবি ও বেদিকে) স্পর্শ করিয়া যাগ করিতেন ও পাণীয়ান্ হইয়া পড়িতেন । কিন্তু বাহারা যাগ করিতেন না, তাঁহারা শ্রেয়ান্ হইয়াছিলেন । অনন্তর মনুষ্যাগণের অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইল যে—‘বাহারা যাগ করেন, তাঁহারা পাণীয়ান্ হন ; আর বাহারা যাগ করেন না, তাঁহারা শ্রেয়ান্ !’ তজ্জন্ত এই স্থান (ভুলোক) হইতে হবি (আর) দেবগণের নিকট গমন করিল না ; এ স্থান হইতে যাগ প্রদান করা হয়, দেবগণ তাহাষ্ট আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকেন ।

২৫। দেবগণ আঙ্গিরস বৃহস্পতি কে বলিলেন—‘মনুষ্যাগণের অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের জন্ত আপনি বজ্রের বিধান করুন !’ সেই আঙ্গিরস বৃহস্পতি (মনুষ্যাগণকে) বলিলেন—‘তোমরা কি জন্ত যাগ করিতেছ না ?’ তাহারা বলিল—‘কি কামনা করিঃ আমাদের যাগ করিবে ? বাহারা যাগ করে, তাহারা পাণীয়ান্ হয় ; কিন্তু বাহারা যাগ করে না, তাহারা শ্রেয়ান্ হয় ।’

২৬। আঙ্গিরস বৃহস্পতি বলিলেন—‘দেবগণের জন্ত বাহা পরিগৃহীত হয়, আমরা তুনিগাচ্চি, তাহা এই যজ্ঞ—অর্থাৎ পক হবি ও নিশ্চিত বেদি । তোমরা তাহা স্পর্শ করিয়া যাগ করিয়াছিলে বলিয়া পাণীয়ান্ হইয়াছিলে, অতএব (তাহা) স্পর্শ না করিয়া যাগ কর, তাহা হইলে তোমরা শ্রেয়ান্ হইবে ।’ তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—‘কত ফল পর্য্যন্ত (তাহা স্পর্শ করিতে হইবে না) ?’ তিনি বলিলেন—‘(বেদিতে) কুশ আচ্ছাদন (বর্হিত্তরণ) পর্য্যন্ত ।’ কুশ দ্বারাই ইহা (বেদি) শাস্ত হয় । কুশ আচ্ছাদন করিবার পূর্বে (বেদি মধ্যে) যদি কিছু পড়ে, তবে কুশ আচ্ছাদন করিতে করিতে তাহা ফেলিয়া দিবে ; তাঁহারা যখন কুশ আচ্ছাদন করেন, তখন তাহাতে পদ দ্বারা অধিষ্ঠান করেন ।’’ যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া স্পর্শ না করিয়া যাগ করে, সে শ্রেয়ান্ হইয় । তজ্জন্ত স্পর্শ না করিয়াই যাগ করিবে ।

২৭। বাগের পূর্বে পক হবিকে, এবং কুশ বিহাইবার (বর্হিত্তরণের) পূর্বে বেদিকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ । তাহাই এখানে আখ্যায়িকার বলা হইতেছে ।

২৮। ইহার ভগবৎপা এই যে, সেই সময়ে তাহা স্পর্শ যোগ্য নাই ।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১২ শ্রক-সম্বর্জ্ঞান, সমুদ্রগণের আচরণ ঘেবপণের আচরণের অনুসারী, উক্তর আচারের সাহা-
 প্রদর্শন ;—৫ শ্রক-সম্বর্জ্ঞান করার উদ্দেশ্য তাহাকে শোবন করা, ঘেব-পাত্রে কুশ ও ময়্র দ্বারা
 এবং সমুদ্র পাত্রে কেবল ঘ্রসের দ্বারা সম্বর্জ্ঞান করা হয় ;—৬ শ্রব গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে তপ্ত
 করা ;—৭ অগ্নি-বিচার দ্বারা তাহার প্রয়োজন কীৰ্ত্তন ;—৮ ঘেবের অগ্রভাগের দ্বারা শ্রব-সম্বর্জ্ঞান,
 তাহার ময়্র, শ্রক ও প্রাণিভরপ-সম্বর্জ্ঞানে এই ময়্রের পরিবর্তন করিয়া প্রয়োগ ;—৯ ঘেবের অগ্র
 দ্বারা ক্ষবের তিত্তর ও মূলদ্বারা শ্রবের বহির্ভাগের সম্বর্জ্ঞান, ও তাহা দ্বারা তাহাতে প্রাণ ও উমান
 বায়ুর স্থাপন, —১০ শ্রকসমূহের সম্বর্জ্ঞান ও প্রতপ্ত করার সহিত লৌকিক বাসন মাজার তুলনা ;
 —১১ শ্রবকে অগ্নি এবং শ্রকসমূহকে পরে সম্বর্জ্ঞান করার অনুকূলে লৌকিক ব্যবহারের উল্লেখ ;—
 ১০ অগ্নিতে বাহাতে সম্বর্জ্ঞান-জল না পড়ে একপ তাহা লৌকিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ সম্বর্জ্ঞানের
 বিধান ;—১১ সম্বর্জ্ঞান-কৃৎসনসমূহকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করাই বিধি বলিয়া কাহারো কাহারো মত, ইহা
 খণ্ডন করিয়া সে শুনিকে উৎকরে কেলিবার বিধান ;—১২ অগ্নি-কর্তৃক বজ্রমান-পত্নীর বটি প্রদেশে
 বন্ধন ;—১৩ এই বন্ধন রক্ষা দ্বারা বিঘ্নের, পত্নীকে বন্ধন করার ভাটার বাতির নীচের অমেধ্যাংশ
 শুণ্ড থাকে ও তাহাতে তিনি পবিত্র উত্তরাঙ্কের দ্বারা আজাকে দর্শন করিতে পারেন ;—১৪ পত্নীকে
 বস্ত্রের উপরে বন্ধন করিবার তাৎপর্য ;—১৫ বন্ধন করিবার ময়্র ও তাহার বাখা ;—১৬
 বন্ধন করিবার সময় রক্ষিতে প্রস্তুতি প্রদান নিষিদ্ধ ;—১৭ বজ্রমান-পত্নীর (গার্হপত্য অগ্নির)
 পশ্চিম দিকে উপবেশন নিষেধ করিয়া কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে উপবেশনের বিধান ও তাহার
 যুক্তি, —১৮ বজ্রমানপত্নীর আজাদর্শনবিধির যুক্তিপ্রদর্শন ;—১৯ আজাদর্শনের ময়্র ও বাখা ;—
 ২০ আত্মীয় কর্তৃক আজোর পূর্বদিক বন্ধন, বাহার সমস্ত হবি আহবানীয় অগ্নিতে পক হয়
 তাহার সম্বন্ধে এই আজা গলাইবার ক্ষমতা প্রথমে গার্হপত্য অগ্নিতে চড়াইবার নিয়ম ;—
 ২১ বৈরি মধ্যে আজানাপনের অতিকূল মত উপাগন করিয়া বাজ্রব্যস্তের বচনে তাহার
 খণ্ডন, —২২ পবিত্র দ্বারা উৎপবন করিয়া আজোর বেদাহ-সম্পাদন ;—২৩ আজোৎপবনের ময়্র ও
 পূর্ণোক্ত বিধির অভিলেখ ;—২৪ প্রোক্ষণী-জলের উৎপবন ;—২৫ আজা-লিগু পবিত্রের দ্বারা
 প্রোক্ষণী-জল উৎপবন করিবার প্রয়োজন, —২৬ যন্ত্র বজ্রমান আজা দর্শন করিবেন এই মত উল্লেখ
 করিয়া বজ্রব্যস্তের মতে তাহার খণ্ডন ও অক্ষর্য্যকর্তৃকই আজা দর্শনের বিধান ;—২৭ আজা-দর্শনের
 ফল, চতুর্দশ সত্য-স্বরূপ প্রতাপাদন ;—২৮ আজা-দর্শন করিবার ময়্র ও বাখা ।]

১। তিনি শ্রকসমূহকে সম্বর্জ্ঞান করেন। তিনি যে শ্রক-
 সমূহকে সম্বর্জ্ঞান করেন, (তাহার কারণ এই যে,) ঘেবপণের আচরণ ঘেবপণ

হইয়া থাকে, মনুযাগণের আচরণও তদনুসারী হয় ; তজ্জন্ত যখন মনুযাগণের পরিবেষণ প্রস্তুত (অর্থাৎ সমাগত) হয়,—

২। তখন তাহার পাঁত্রসমূহ শোধন করে, ও শোধন করিয়া 'সেই সমুদয়ের দ্বারা পরিবেষণ করে। এবং এইরূপেই দেবগণের যজ্ঞ হইয়া থাকে ; (সেখানে) পক্ষ হবি ও নিশ্চিত বেদি থাকে, এবং ঋকসমূহই তাঁহাদের ঐ সকল পাঁত্র ।*

৩। তিনি যে (ঋকসমূহকে) সম্বার্কজন করেন, তাগতে ঠাহাদিগকে শোধনই করিয়া থাকেন ; কেননা, তিনি মনে করেন—'আমি ত্বক্ (পাঁত্র) -সমূহের দ্বারা আচরণ করিব।' তিনি (পাঁত্রসমূহকে) দেবগণের জন্ত দুইটির দ্বারা শোধন করেন, এবং মনুযাগণের জন্ত একটির দ্বারা শোধন করেন,— জল ও ব্রহ্মের দ্বারা দেবগণের জন্ত ;—জল-অর্থে কুশ* ও ব্রহ্ম-অর্থে যজুমর্জ ; এবং মনুযাগণের জন্ত একটিরই দ্বারা, কেবল জলের দ্বারা ; এই প্রকারেই (দেব ও মনুষ্যের পাঁত্র) পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে।

৪। অনন্তর তিনি ঋব গ্রহণ করেন ও (গার্হপত্য) অগ্নিতে এই মন্ত্রে, তাহা প্রোতপ্ত করেন—“রক্ষঃ প্রতিদক্ষ, অরাতিগণ প্রতিদক্ষ !” অথবা (এই মন্ত্রে) —“রক্ষঃ নিস্তপ্ত, অরাতিগণ নিস্তপ্ত !”*

৫। দেবগণ (যখন) যজ্ঞ করিতেছিলেন (তখন) তাঁহার অমুর ও রক্ষাগণের আক্রমণ হেতু ভয় পাইয়াছিলেন ; তিনি সেই জন্ত যজ্ঞের আরম্ভ হইতেই তাঁহার দ্বারা (তাদৃশ ঋব প্রোতপনের দ্বারা) নাসক-জীব ও অমুরগণকে এস্থান হইতে অপহৃত করেন ।*

২। মনুযাগণের ভোজ্য ত্বক্, শূণ, শাকাদি অন্তত হইলে এবং ভোজন স্থান শোধিত হইলে যেমন পরিবেষণের উপযোগী পাঁত্রসমূহকে জল দ্বারা প্রক্ষালন করা হয়, দেবগণেরও সেইরূপ হবি পক্ষ হইলে, এবং বেদি সংস্কৃত হইলে পরিবেষণ-সাধন ঋকসমূহকে সম্বার্কজন করা হয়।

৩। ১. ১. ৩. * ঐটব্য।

৪। বা. স. ১. ২৩. ১।

৫। ইহা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে ; ১. ১. ২. * ঐটব্য।

৩। তিনি (এই মন্ত্রে বেদের) অগ্রভাগ দ্বারা ইহাকে অভ্যন্তরে সম্মার্জন করেন—“তুমি অতীত, (তথাপি) শত্রুহিংসাকারী !” (কুব) বাহ্যতে উপরত (অর্থাৎ বিরত) না হইয়া যজ্ঞমানের শত্রুসমূহকে হিংসা করিতে পারে, তিনি সেইরূপেই ইহা বলেন ;—“অন্নশালী (পুং) তোমাকে অন্নের দীপ্তির জন্ত সম্মার্জন করিতেছি !” তিনি ঈহাব দ্বারা এষ্ট বলেন যে, ‘তুমি যজ্ঞার্থ, যজ্ঞের জন্ত গোমাকে সম্মার্জন করিতেছি !’ তিনি ঈহারট (অর্থাৎ এই মন্ত্রের) দ্বারা ঋক্সমূহকে সম্মার্জন করেন ;—“অন্নশালিনী (স্ত্রীং) তোমাকে”—এই (মন্ত্রে) ঋক্কে (স্ত্রীং), এবং নোনাবলম্বনে প্রা শি এ হ র ণ কে ।”

৭। তিনি (বেদের) অগ্নসমূহের দ্বারা (ইহাকে) এই প্রকারে” ভিতবে এবং মূলসমূহের দ্বারা এই প্রকারে” বাহ্য ভাগে সম্মার্জন করেন ; এবং এইরূপেই

৬। “য অগ্নিতে পতন্তু করিবার পর অগ্নিঃ অগ্নিব নিকটে হইতে পূর্বদিকে গিয়া বেদ-নামক পুণ্যমুষ্টির অগ্রভাগ দ্বারা মন্দের মুখভাগস্থিত গর্ভ-প্রদেশকে, এবং বেদের মূল দ্বারা কবের পৃষ্ঠ ভাগকে সম্মার্জন করেন। ক। শ্রো. ২. ৬. ৩৬।

বেদমন্দের অর্ধ দর্ভমুষ্টি ; কুশ মথো ভাসিয়া দ্বিল্পণ করিয়া তাহাকে দক্ষিণাবর্তে বন্ধন করিলে ও প্র দেশ পরিমাপ রাখিয়া অগ্রভাগ চাঁটিয়া ফেলিলে, তাহাকে বেদ বলা হয়। ইহা দেখিতে উপবিষ্ট গোবৎসের জাহুর স্তায় দেখায়। ইহা বেদি সম্মার্জনাদি কার্যে ব্যবহৃত হয়।

৭। বা. স. ১. ২২. ২।

৮ “বাক্সিনস্তা বাজে ধ্যাংঃ ;” বাক্সিনদের অর্ধ অন্ন, এখানে হবি-ধারণ অন্ন বুঝিতে হইবে ; যজ্ঞের যোগ্য বলিদ্বা সেই বাক্স বা অন্নই বজ্র, বাক্স আছে বাক্স সে বাক্সী বজ্রশালী। পরবর্তী ব্রাহ্মণ অবলম্বন করিয়া সাধারণার্থে ইহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহীধর বলেন—বাক্স শব্দে যজ্ঞার্থ অন্ন, তাহার বোমা বলিদ্বা বাক্সী, অর্থাৎ হব প্রভায়।

৯। প্রা শি এ হ র ণ—বরণ-কাষ্ঠের প্রদেশপরিমাপ দর্পণাকৃতি (বস্তুল), অথবা চন্দ্রাকৃতি (চতুঃস্র) পাত্র। প্রা শি এ শব্দের অর্থ ব্রহ্মকে প্রবেশ হস্তশেষ হবি ভাগ, বাহার দ্বারা ইহাকে হরণ করা যায়—এইহা যাওয়া হয়, তাহার নাম প্রা শি এ হ র ণ। ক। শ্রো. ১. ৩. ৩৬ ; ৪০-৪১। কেহ কেহ বলেন প্রা শি এ হ র ণ বহিরকাষ্ঠনির্মিত, গোবর্ধনাকৃতি ও চতুঃস্থল-দণ্ডবিশিষ্ট—বোদানবক্তাভূদ্বারা শ্রোতপদার্থ-নির্কটন ; সাধারণ বলেন—ইহা গোবর্ধনাকৃতি ; অত্রোক্ত শব্দ, ভ্রা. উষ্ট্রা।

১০। আগস্তাবে ও প্রত্যগস্তাবে ; সম্মার্জন করিবার সময় পূর্বাত্মমুখে থাকিতে হয়। ভিত্তরের সম্মার্জন আগস্তাবে—পূরোভাবে—অগ্নের দিকে (forward direction), এবং বাহ্য ভাগের সম্মার্জন প্রত্যগস্তাবে—পশ্চাৎ ভাগে—পশ্চিম দিকে (backward direction)।

প্রাণ ও এইরূপেই উদান (বায়ু সঞ্চরণ করে) ; তিনি ইহার দ্বারা (ফবে)
প্রাণ ও উদানকেই স্থাপিত করেন। তজ্জন্ত^{১১} এই (অবত্বির উপরিভাগস্থ)
লোমসমূহ এই প্রকার (প্রাচীন, অর্থাৎ প্রাগ্ভাবে স্থিত), এবং এই (অবত্বির
পৃষ্ঠ ভাগস্থিত) লোমসমূহ এই প্রকার (প্রতীচীন, অর্থাৎ প্রত্যগ্ভাবে স্থিত)।^{১২}

৮। তিনি (ফক্ প্রভৃতি পাত্ৰকে) সম্ভার্জন করিয়া করিয়া ও অগ্নিতে
(তাহাদিগকে) প্রতপ্ত করিয়া করিয়া (অধ্বৰ্য্যকে) প্রদান করেন। লোকে
যেমন (কাংস্তাহি পাত্ৰকে) স্পর্শপূর্বক শোষণ করিয়া শেষে তাহা স্পর্শ না
করিয়াই পরিক্ষালন করে, এখানেও সেইরূপ। এই জন্ত তিনি প্রতপ্ত করিয়া
করিয়া প্রদান করেন।

৯। তিনি অগ্নে ফবকেই (পুং) সম্ভার্জন করেন, এবং পরে অস্ত্র ফক্-
(স্ত্রীং) সমূহকে ; কেননা, ফক্ সমূহ স্ত্রী, এবং ফব যুবা পুরুষ ; তজ্জন্ত, যদি
বহু স্ত্রী এক সঙ্গে গমন করে, তবে তাহাদের মধ্যে বাণকেরও স্তায় যে পুরুষ
থাকে, সেই সেখানে অগ্নে গমন করে, এবং অপরেরা (স্ত্রীগণ) তাহার
অনুসরণ করে। তিনি তজ্জন্ত ফবকেই অগ্নে সম্ভার্জন করেন, এবং পরে অস্ত্র
ফক্ সমূহকে।

১০। তিনি সেইরূপেই সম্ভার্জন করিবেন, যাহাতে অগ্নিকে (সম্ভার্জন
জলের দ্বারা) অভূক্ষণ না করেন ; কেননা, যাহার জন্ত ভোজন আহরণ
করিবে, তাহাকেই পাত্ৰ প্রক্ষালন-জলের দ্বারা অভূক্ষণে করিবে—ইহা যেরূপ
(অমুচিত), তাহাও সেইরূপ হয়।^{১৩} তজ্জন্ত তিনি সেইরূপেই সম্ভার্জন
করিবেন, যাহাতে অগ্নিকে অভূক্ষণ না করেন ;—(অর্থাৎ আহবনীয়া অগ্নির
নিকট হইতে) পূর্ব দিকে সরিয়া গিয়া (সম্ভার্জন করিবেন)।

১১। যে জন্ত ফবের বিলম্বের সম্ভার্জন প্রাচীন—প্রাগ্ভাবে হয়, ও পৃষ্ঠ ভাগের সম্ভার্জন
প্রতীচীন—প্রত্যগ্ভাবে হয়।

১২। “তস্মাৎস্বরত্নো প্রাক্ষাপরিষ্টোজোবাসি প্রত্যাক্ষাযন্তাৎ”—ভে. ব্রা. ৩-৩১।

১৩। যাহাকে ভোজন তরাস হইবে, তাহাকে পাত্ৰ-প্রক্ষালন জলের দ্বারা অভূক্ষণ করা
যেমন অনায়াস, তেমনি, অগ্নির হোমের জন্ত হবি, এবং হবি নির্ধারের মাধন স্কন্ধ-স্রাবাদি পাত্ৰ,
অন্তএব ইহাদের প্রক্ষালন-প্রসঙ্গের দ্বারা অগ্নিকে অভূক্ষণ করা ঠিক নহে।

১১। সে স্থলে কেহ কেহ^১ অকের সম্মার্জনসাবন-সমূহকে (অর্থাৎ বেদের অগ্রভাগগুলিকে, আহবনীর) অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন ; কেননা, তাঁহারা বলেন—‘সে স্থলি বেদেরই, এবং (ঋত্বিগ্গণ) সে স্থলির দ্বারা অক্সমূহকে সম্মার্জন করিয়াছেন, অতএব ইহা কিছু যজ্ঞস্বকীয় বস্তু ; (তজ্জন্তু আমরা এই জ্বরে ইহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করি যে,) পাছে ইহা বজ্রের বহির্ভূত হইয়া পড়ে ।’ কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না, কারণ, বাহার জন্ত ভোজন আহরণ করিবে, তাহাকে পাত্র প্রক্ষালন জল পান করাইবে—ইহা যে রূপ, তাহাও সেইরূপ ।^২ অতএব এগুলিকে (উৎকরে) ফেলিয়া দিবে ।

১২। অনন্তর (আগ্নীধ্র যজ্ঞমানের) পত্নীকে বন্ধন করেন ।^৩ পত্নী বজ্রের অপর অর্দ্ধ ; তিনি (বন্ধনের সময়) মনে করেন—‘যজ্ঞ আমার সমুখে বিস্তার্যমাণ হইয়া গমন করিবে ।’ এবং তিনিও (আগ্নীধ্র) এই মনে করিয়া ইহাকে (যজ্ঞের সহিত) যুক্ত করেন যে, ‘তিনি (আমার দ্বারা) যুক্ত হইয়া আমার যজ্ঞ লক্ষ্য করিয়া (সমাপ্তি পর্য্যন্ত) বসিয়া থাকিবেন ।’

১৩। তিনি (তাঁহাকে) রজ্জ্বর (যোক্ত) দ্বারা বন্ধন করেন, কেননা, (লোকেরা) যোজনীয় (অশ্বপ্রভৃতিকে) রজ্জ্বর দ্বারাই যোজনা করে, পত্নীর নাভির নীচের অংশ অমেধাই, (অথচ) তাঁহাকে তাহা দ্বারা (বস্ত্রিয়) আজ্যাকে দেখিতে হইবে ; এই জন্য তিনি (আগ্নীধ্র) ইহার সেই অংশকে রজ্জ্বর দ্বারা অন্তর্হিত করিয়া রাখেন ; এবং তাহার পর তিনি (পত্নী) মেঘা উত্তরাজের দ্বারা আজ্যাকে দর্শন করেন । তিনি সেই জন্য পত্নীকে বন্ধন করেন ।

১৪। তিনি (তাঁহাকে) বজ্রের উপরে বন্ধন করেন । ওষধিসমূহই বজ্র,

১৪। তৈ ব্রা. ৩. ৩. ২।

১৫। ভোজনের জন্ত উপবিষ্ট ব্যক্তিকে ভোজনের পূর্বে পাত্র-প্রক্ষালন জল পান করান যেমন কন্যার, যোনের পূর্বে সম্মার্জন-তৃণসমূহের অগ্নিতে নিক্ষেপ করাও সেইরূপ । কাত্যায়ন উক্ত পক্ষই স্বীকার করিয়াছেন ; ২. ৩. ৫০-৫১ ।

১৬। আগ্নীধ্র পার্ধগন্ত্য অগ্নির বৈমুখ্যে কোণে ঈশান দিক্-অভিমুখে উপবিষ্ট যজ্ঞমান-পত্নীকে ত্রিগুণ দুগ্ধযর রজ্জ্বর দ্বারা (বা. স. ১. ৩০ মন্ত্ৰে) নাভির নীচে কটি প্রদেশে কাপড়ের উপরে বেটন করিয়া বন্ধন করেন । নাভির নীচে কটি প্রদেশে বন্ধন করিবার তাৎপর্য্য মূল ব্রাহ্মণেরই অবাবহিত পরবর্তী কৃত্তিক হ উক্ত হইয়াছে । কা. ভো. ২. ৭. ১।

এবং (সেই রজ্জু) বরুণের রজ্জু (-স্বরূপ) ; এই জন্য তিনি তাহা ধাৰা ওষধিসমূহকেই (পত্নী ও রজ্জুর) মধ্যে স্থাপন করেন, এবং সেইরূপেই বরুণ সম্বন্ধীয় রজ্জু ইহাকে (পত্নীকে) হিংসা করে না। তজ্জন্ত তিনি বস্ত্রের উপরে বন্ধন করেন।

১৫। তিনি (তাঁহাকে এই মন্ত্রে) বন্ধন করেন—“তুমি অদিতির রাস্না (মেথলা) !”^{১১} এই পৃথিবীই অদিতি। এই (পৃথিবী) দেবগণের পত্নী, এবং ইনি ইহার (যজ্ঞমানের) পত্নী। তিনি তাহা দ্বারা (অর্থাৎ তাদৃশ রজ্জু বন্ধনের দ্বারা) ইহার (যজ্ঞমান পত্নীর) রাস্নাই করেন, রজ্জু নহে। রাস্না-অর্থে মেথলা, অতএব তিনি ইহার তাহাই করেন।

১৬। তিনি (বন্ধন করিবার সময় রজ্জুতে) গ্রহি করিবেন না, কেননা, গ্রহি বরুণ-সম্বন্ধীয় ; তিনি যদি গ্রহি করেন, তবে বরুণ (যজ্ঞমানের) পত্নীকে গ্রহণ করিবেন ; তজ্জন্ত তিনি গ্রহি করিবেন না।^{১২}

১৭। তিনি (রজ্জুর মূল ও অগ্রভাগ একত্র করিয়া এই মন্ত্রে হাঁহ) উপরিভাগে ঝুলাইয়া দেন—“তুমি বিষ্ণুর বাপক !”^{১৩} তিনি (যজ্ঞমান পত্নী, গার্হপত্য অগ্নির) পশ্চিম দিকে পূর্বাভিমুখে দেবগণের যজ্ঞে উপবেশন করবেন না ; কারণ, এই পৃথিবী অদিতি, এবং সেটাই ইনি (অদিতি) দেবগণের পত্নী, ইনি (গার্হপত্য অগ্নির) পশ্চিম দিকে পূর্বাভিমুখে দেবগণের যজ্ঞে উপবেশন করেন ; অতএব সেই (যজ্ঞমান-) পত্নী (যদি ঐরূপে উপবেশন করেন), তাহা হইলে ইহার (দেবপত্নী অদিতির) উপর আরোহণ করেন, এবং সম্বরে ঐ (পর) লোকে গমন করেন। কিন্তু সেই (বিহিত) রূপে উপবেশন করিলে (যজ্ঞমান-) পত্নী দীর্ঘ কাল বাঁচিয়া থাকেন, এবং তাহাতে ইহার (দেবপত্নীর উপবেশন স্থানকে) পরিভ্রাণ করেন ; এবং তজ্জন্তই ইনি (দেবপত্নী) তাঁহাকে (যজ্ঞমান-পত্নীকে) হিংসা করেন না। অতএব তিনি কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকেই (অর্থাৎ গার্হপত্যের নৈঋত দিকে) উপবেশন করিবেন।

১৭। বা. স. ১. ৩০. ২

১৮। কিন্তু তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩৩.৪) গ্রহি করারই বিধি দেখা যায়।

১৯। বা. স. ১. ৩০. ১।

১৮। অনন্তর (যজ্ঞমান-) পত্নী আজ্ঞা দর্শন করেন; কেননা, পত্নী জ্ঞো, এবং আজ্ঞা রোত; অতএব ইহাতে উৎপাদক যিখুনই করা হয়। তিনি সেইজন্ত আজ্ঞা দর্শন করেন।

১৯। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) দর্শন করেন—“অহিংসিত চক্ষুর দ্বারা তোমাকে দর্শন করেছেছি!” তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, ‘অপীড়িত চক্ষুর দ্বারা তোমাকে দর্শন করেছেছি।’ —“তুমি অগ্নির জিহ্বা!” (যাজ্ঞকেরা) যখন ইহা (আজ্ঞা) অগ্নিতে হোম করেন, তখন অগ্নির জিহ্বাসমূহ উখিত হয়, তিনি চক্কর বলেন—“তুমি অগ্নির জিহ্বা!”—“তুমি দেবগণের উত্তম আহ্বানকারী!” তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে,—“তুমি দেবগণের জন্ত উত্তম (আহ্বান কর)!”—“তুমি প্রত্যেক নাগ স্থানের (অথবা অগ্নির তেজের) ও প্রত্যেক যজ্ঞস্থলের জন্ত তৎ!” “তুমি আমার সমস্ত যজ্ঞের জন্ত হও”—ইহাই তিনি ইহার দ্বারা বলেন।

২০। অনন্তর তিনি (আগ্নীত্র) আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পূর্বদিকে গমন করেন।** যাহার অবিসমৃক্ত (অবিকল্পিত) আহবনীর অগ্নিতে পাক করেন,** তাহার পক্ষে তিনি তাহা (গ্নাতিবার জন্ত) আহবনীয় অগ্নিতে চড়ান, কেননা, তিনি ইচ্ছা করেন যে, ‘আমার সমগ্র যজ্ঞ’ আহবনোদ্রে পাক হইবে। তিনি যে ই আজ্ঞাকে প্রথম উহাতে (ঐ গার্হপত্য অগ্নিতে) চড়ান, তাহার কারণ

২০। বা. স. ১. ৩০. ৪।

২১। মূল “স্বঃ” সাধারণ বলেন ইহার অর্থ—বাহ্যিক হস্তরূপে হোম করা যায়—“স্বঃ হস্তমানসঃ স্বঃঃ” যজ্ঞধর্মের মধ্যে আরও এক অর্থ হইতে পারে—বাহ্য দ্বারা দেবতাকে হোম করা যায়। তাৎপর্য্য মূল ব্রহ্মণ্ডে উক্ত হইয়াছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ঐ স্থানে “স্বঃ” পাঠ দেখা যায়। মূল ব্রহ্মণ তাৎপর্য্য্য প্রকাশ করিতে গিয়া তৈত্তিরীয়ের পাঠকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া শেষ হয়।

২২। আগ্নীত্র আজ্ঞাবানীকে অগ্নি হইতে উত্তর দিকে (বা. স. ১. ৩০. ৩. মন্ত্রে) নামাইয়া ও যজ্ঞমান-পত্নীর অগ্নি স্থাপন করিয়া ‘হে পত্নী, আজ্ঞা দর্শন কর’ বলিয়া তাঁহাকে আবেশ করেন। পত্নী তৎক্ষণে আজ্ঞা দর্শন করিলে আগ্নীত্র ঐ আজ্ঞাকে গ্রহণ করিয়া অগ্নির পূর্ব দিকে গমন করেন। এখানে ইহাই কথিত হইয়াছে।

২৩। গার্হপত্য ও আহবনীরের যে কোনটিতে হবি পাক করা যাউতে পারে; ১.১.২ ২৩ দৃষ্টব্য।

* ২৪। অর্থাৎ যজ্ঞসাধন হবি।

এই বে, তাঁহাকে ইহা পত্নীকে দেখাইতে হইবে ;^{২০} কেননা, ইহা ঠিক হয় না যে, পত্নীকে দেখাইব এই মনে করিয়া তিনি ঐ আজ্যকে অর্ধেক কার্যের মধ্যে (আহবনীয়ের) পশ্চিম দিকে লইয়া শাইবেন ; আবার পত্নীকে যদি তাহা না দেখান, তবে বজ্র হইতে তাঁহাকে বিযুক্ত করিয়া ফেলেন ; কিন্তু সেরূপ করিলে (অর্থাৎ প্রথমে গার্হপত্যে চড়াইলে) তাঁহাকে বজ্র হইতে বিযুক্ত করেন না । অতএব সঙ্গে সঙ্গেই (অর্থাৎ তাঁহার নিকটেই, গার্হপত্য অগ্নিতে সেই আজ্য) গলাইয়া ও পত্নীকে তাহা দেখাইয়া পূর্বদিকে লইয়া যান । বাহার পত্নী থাকেন না,^{২১} তাঁহার পক্ষে তিনি তাহা (আজ্য) প্রথমেই আহবনীর অগ্নিতে চড়ান, ও পরে তাহা ইহাতে গ্রহণ করিয়া বেদিমধ্যে স্থাপন করেন ।

২১। তৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়া থাকে—‘বেদির মধ্যে তাহা স্থাপন করিও না ; কারণ, ইহা (আজ্য) হইতেই তাঁহারা দেবপত্নীগণের যাগ করিয়া থাকেন,’^{২২} (কিন্তু সেই আজ্যকে বেদির মধ্যে স্থাপন করিলে) তিনি দেবপত্নীগণকে তাঁহাদের স্বামী (দেবগণের) সত্য হইতে বহিষ্কৃতই করিয়া দেন,^{২৩} এবং ইহার

২৫। আহবনীর ও গার্হপত্য উভয় অগ্নিতেই হবি পাক করা যাইতে পারে । ইহার মধ্যে যদি গার্হপত্যে পাক করা যায়, তবে কোন সোলমাল বা অহবিধা নাই, কেননা এ পক্ষে আজ্যকেও গলাইবার ক্ত্ত গার্হপত্যেই চড়াইতে হইবে, এবং তৎসমীপে উপবিষ্ট বজ্রমান-পত্নী অনায়াসেই তাহা দেখিতে পাবেন । কিন্তু যদি আহবনীয়ে পাক করা যায়, তবে গার্হপত্য-সমীপে উপবিষ্ট বজ্রমান-পত্নীর ঐ আজ্য দর্শন ঘায়া উঠে না, কেননা বজ্রমান-পত্নী এক স্থানে ও আজ্য আর এক স্থানে থাকে । যদি বজ্রমান-পত্নীকে দেখাইবার ক্ত্ত সংস্কারের দ্বয়োই আজ্যকে আহবনীর হইতে পশ্চিম দিকে বজ্রমান-পত্নীর নিকট আনয়ন করা হয়, তবে সংস্কারের ব্যাঘাত হয় । এই ক্ত্ত প্রথমে গার্হপত্যে চড়াইয়া ও বজ্রমান-পত্নীকে তাহা দেখাইয়া তাহার পরে আহবনীয়ে চড়াইতে হয় ।

২৬। অর্থাৎ রজোবর্ণবাহি ঘোষে উপস্থিত না থাকিলে—সাম্য ।

২৭। “দেবান্যঃ পত্নাঃ সংবাক্ষরতি ;” পত্নী সং বা ক্ত্ত নাচে চারিটি বাগ আছে, ইহাতে মো ৮, ত ঠা, দে ব প ক্ত্ত-গণ ও গৃ হ প ক্ত্তি-অগ্নিকে আজ্য দ্বারা যাগ করিতে হয় । পরে (১, ৭, ৩) ইহা আলোচিত হইয়াছে ।

২৮। “অবসজাঃ করোতি ;” সাম্য ইহার অর্থ করেন—“অবসজ্ঞানদ্বহাঃ করোতি ;” কেননা, বজ্রনীর দেবগণ বেদিতেই অবস্থান করেন । Eggeling বলেন—বৃগ ব্রাহ্মণে (১, ২, ৬, ৮) লিখিত হইয়াছে যে, বেশগণ বেদির চারি দিকে থাকেন ; অতএব বেদির মধ্যে আজ্য স্থাপন করিলে অর্ধাৎ দেবপত্নীগণকে তাঁহাদের স্বামীর নিকট হইতে ত্যক্ত করিয়া দেন ।

(যজমানের) পত্নীও (স্বকীয়) পুরুষ হইতে অন্ত্র গমন করেন।' যা জ্ঞ ব দ্য তদ্বিধয়ে বলিয়াছেন—“স্বীয় সন্ধকে বাহা আদিষ্ট হইয়াছে ইউক ! কে সে কথা আদর করিবে যে, পত্নী (স্বকীয়) পুরুষ হইতে অন্ত্র গমন করিবেন, বা যেরূপ আছেন, সেইরূপ থাকিবেন ?” তিনি মনে করেন—বেদি যেমন যজ্ঞ, আজ্ঞাও তেমনি যজ্ঞ ;^{২২} অতএব আমি যজ্ঞ হইতে যজ্ঞ নিশ্চীর্ণ করিব ;’ তজ্জন্ত তিনি বেদির মধ্যো আত্মাকে স্থাপন করেন।

২২। প্রোক্ষণী-জলের উপর দুইখানি পবিত্র থাকে,^{২৩} তিনি তাহা হইতে সেই দুইখানি গ্রহণ করিয়া তাহাদের দ্বারা আত্মাকে উৎপবন^{২৪} করেন ; উৎপবনের (সেই) একট (বিধি) অনুকূল।^{২৫} তিনি ইহাতে আত্মাকে মেধোষ্ট করেন।

২৩। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) উৎপবন করেন—“সবিতার প্রেরণায় অচ্ছিন্ন পবিত্রের দ্বারা ও সূর্য্যের রশ্মিসমূহের দ্বারা তোমাকে উৎপবন করিতেছি ?” সেই ঐ (বিধিই এখানে) অনুকূল।^{২৬}

২৪। অনন্তর তিনি আত্মালিপ্ত পবিত্র দুই খানির দ্বারা প্রোক্ষণী-জল-সমূহকে (এই মন্ত্রে) উৎপবন করেন—“সবিতার প্রেরণায় অচ্ছিন্ন পবিত্রের দ্বারা ও সূর্য্যের রশ্মিসমূহের দ্বারা গোমাদিগকে উৎপবন করিতেছি !” সেই ঐ (বিধিই) এখানে অনুকূল।^{২৭}

২৫। তিনি আত্মালিপ্ত পবিত্র-দ্বয়ের দ্বারা প্রোক্ষণী-জলকে উৎপবন করিয়া (সেই) জলের মধ্যে দুগ্ধকে স্থাপন করেন,^{২৮} ও তাহার দ্বারা জলের মধ্যে এই দুগ্ধ হিতকর হয় ; কেননা, ইহা (যেহা) যখন বর্ষণ করে, তাহার পর ঔষধিসমূহ জাত হয়, ঔষধিসমূহ ভক্ষণ করিয়া ও জল পান করিয়া (পশুগণের)

২২। অর্থাৎ যজ্ঞের সাধন।

৩১। ১. ১. ৩. ১—৩ ব্রহ্মণ্য।

৩১। ১. ১. ৩. ৩. উৎপবন শব্দের উচ্চা যথ্য।

৩২। ১. ১. ৩. ৩ ব্রহ্মণ্য।

৩৩। আজ্ঞা দুগ্ধ হইতে হয়, অতএব আজ্ঞা জলের মধ্যে থাকিলে আজ্ঞার কারণ দুগ্ধও তাহাতে থাকিল।

এই (হৃৎরূপ) রস সংস্কৃত হয়, সেই জন্ত রসেরই সমগ্রতার নিমিত্ত (তিনি তাহা করিয়া থাকেন)।

২৬। অনন্তর তিনি (অধ্বৰ্য্যু) আজ্য দর্শন করেন। তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ যজমানকে তাহা দেখাতিয়া থাকেন। সে বিষয়ে যা ক্ষু ব দ্বা বলেন—‘তাহারা (যজ্ঞমানেরা) স্বয়ং কেন অধ্বৰ্য্যু না হন? যে স্থানে প্রচুর আশীঃ প্রার্থনা করা হয়, সে স্থানে কেন তাহারা স্বয়ং (হোতা হইয়া সেই মন্ত্রকে) উচ্চারণ না করেন? কেন তাহাদের এত স্থানেই (কেবল আজ্য দর্শনেই) প্রজ্ঞা উপস্থিত হয়? ঋত্বিগ্গণ যজ্ঞে যে-কোন আশীঃ প্রার্থনা করেন, তাহা যজ্ঞমানেব হইয়া থাকে।’ অতএব অধ্বৰ্য্যুই তাহা দর্শন করিবেন।

২৭। তিনি দর্শন করেন, কেননা চক্ষু সত্যঃ; চক্ষু সত্য বলিয়াই, এখন যদি দুইজন লোক পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে আর্গমন করে, (ও বলে) —‘আমি দেখিয়াছি’ ও ‘আমি জানিয়াছি’, তবে বে ব্যক্তি বলিবে —‘আমি দেখিয়াছি,’ আমরা তাহাকেই শ্রদ্ধা করিব। অতএব তিনি ইহাতে (অর্থাৎ দর্শন করিয়া) সত্য দ্বারাই তাহা সমুদ্ধ করেন।

২৮। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) দর্শন করেন—“তুমি তেজ, তুমি নিম্নল (অথবা গুহ), তুমি অমৃতঃ” ** এই মন্ত্রটি সত্যঃ, কেননা ইহা (আজ্য) তেজই, ইহা নিম্নলই, এবং ইহা অমৃতই। অতএব তিনি ইহাতে সত্য দ্বারাই তাহা সমুদ্ধ করেন।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

[১ যজ পুরুষবরূপ, তাহার বৃত্তি ;—২ যজরূপ পুরুষের পাত্ররূপ অন্ত নিদেপ, প্রবাস্যাসক পাত্র তাহার মধ্যভাগ ; ৩ এবং যজ্ঞের প্রাণ-স্বরূপ, তাহার বৃত্তি ;—৪ ক্রবাহিত আজ্য সর্বসাধারণ, তদ্বিষয়ে বৃত্তি ;—৫ এবং পবন-স্বরূপ বলিয়া প্রক্সবুহে সঞ্চার করে ;—৬ যজ দেব, কতু ও ছন্দোগণের জন্ত করা হয়, বিভিন্ন হবির দেবতার নাম নির্দেশে গ্রহণ, সোম ও পুরোডাশ-

৩৪। বি. স. ১ ৩১, ১। অন্তত শব্দের মাত্রণ অর্থ করেন—“যান্নাদিহান্না জমরণ সাধনঃ” মহীধর বলেন—“অনুভবসি বিনাপরহিতসি। বহুবিবসাবস্থানেহপ্যাবনাদিবং পশুর্দামিতবাদি-মোহান্তাবাদিমিশ্রিক্ণ।

স্বরূপ হবি দেবদেবের জন্ত, —৭ স্বহৃৎ ও হৃদয়সমূহের জন্ত দেবতার নাম অনির্দেশেই আজ্ঞার গ্রহণ; —৮ স্রব দ্বারা জুহুতে গৃহীত আজ্ঞা বহুবর্ণের জন্ত, এই আজ্ঞা-গ্রহণে দেবতার নাম নির্দেশ না করিবার যুক্তি; —৯ উপভূতে গৃহীত আজ্ঞা হৃদয়সমূহের জন্ত; —১০ ক্রব্বার আজ্ঞা সমস্ত দেবতার জন্ত বলিয়া বিশেষ দেবতার নামে তাহা নির্দেশ করিতে পারা যায় না; —১১-১২ জুহুতে চারিবার ও উপভূতে অষ্টবার আজ্ঞা গ্রহণ করিবার যুক্তি; —১৩ স্রব পূর্ণ করিয়া জুহুতে এবং অর্ধপূর্ণ স্রবে উপভূতে আজ্ঞা-গ্রহণ; —১৪ জুহুতে চারিবার ও উপভূতে অষ্টবার আজ্ঞা-গ্রহণ করিবার ফল, জুহুতে ও উপভূতে গৃহীত আজ্ঞার জুহুর দ্বারাই হোন; —১৫ উপভূতে গৃহীত আজ্ঞার জুহুর দ্বারা হোম বিধেয় নহে—এই মতান্তরের উল্লেখপূর্বক যজ্ঞ ও সমর্থন; —১৬ ক্রব্বাহিত আজ্ঞা যে সর্ববজ্ঞ সাধারণ তাহার দৃঢ়তর রূপে প্রতিপাদন; —১৭ আজ্ঞা গ্রহণের মন্ত্র ও-ব্যাখ্যা; —প্রতি পাত্রে এক একবার বজ্রমন্ত্র পাঠ ও অপরাপর বার যোবাবলম্বনে আজ্ঞা গ্রহণ, মতান্তরে প্রতি পাত্রে তিন তিন বাৎ ই মন্ত্র পাঠে আজ্ঞা গ্রহণ, তাহার যজ্ঞন ।]

১। বজ্র পুরুষত; পুরুষ বজ্রকে বিদ্যুত করে বলিয়া ইহা পুরুষ; পুরুষ যে পরিমাণ ইষ্টয়া থাকে, ইহা বিস্তার্যমাণ ইষ্টয়া সেই পরিমাণই বিহিত হয়; সেইজন্ত বজ্র পুরুষ ।

২। এত জুহু ও উপভূত গ্রাহার অজ্ঞ, এবং ক্রব্বা তাহার আত্মাই (মধ্য-দেহ) ^১ (লোকে) আত্মা ইহাতেই এই সমস্ত অজ্ঞ জাত ইষ্টয়া থাকে, সেইজন্ত (বজ্র বিধিতেও) ক্রব্বা ইহাতে সমগ্র বজ্র উৎপন্ন হয় ।

৩। স্রব (তাহার) প্রাণই।^২ এষ্ট প্রাণ (বায়ু) সমস্ত অঙ্গে অনুক্রমে সঞ্চার করিয়া থাকে, সেইজন্ত (এখানেও) স্রব স্রবসমূহে সঞ্চার করে ।

৪। ঐ দ্ব্যলোকত তাহার জুহু, এষ্ট অন্তরিক উপভূত, এবং ইহাই (পৃথিবী) ক্রব্বা । ইহা (পৃথিবী) ইহাতেই এই সমস্ত লোক জাত ইষ্টয়া থাকে, সেইজন্ত (এখানেও) ক্রব্বা ইহাতে সমগ্র বজ্র উৎপন্ন হয় ।

১। জুহু উপভূত ও ক্রব্বা—যজ্ঞের পাত্র, লক্ষণ পূর্ণ উক্ত হইয়াছে । বজ্ররূপ পুরুষের জুহু দক্ষিণ হস্ত, উপভূত বাম হস্ত, ও ক্রব্বা মধ্যদেহ বলিয়া ক্রমিত হয়; —“জুহুর্দক্ষিণা হস্ত উপভূত সবা আত্মা ক্রব্বা”—ভৈ. বা. ৩. ৩. ১।

২। কেননা ক্রব্বাহিত আজ্ঞা সমস্ত দ্বায়েই সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হয় ।

৩। জুহু প্রকৃতি স্রব-পাত্রে স্রব-নামক পাত্র উত্তম কণ্ডের জন্ত সঞ্চার করে, অর্থাৎ সেই সমস্ত পাত্র স্রবকে লইয়া বাহীতে হয়; স্রবের সঞ্চার ক্ষমতা সর্বদেবের জন্ত এখানে তাহার প্রতিপাদিত প্রতিপাদন করা হইতেছে ।

৫। এই যাহা বহিঃগেছে (পবন), ইহাই ঋব। ইহা (পবন) এই সমস্ত লোকে প্রবাহিত হয়, তজ্জন্ত (এখানেও) ঋব সমস্ত ঋকে অনুক্রমে সঞ্চরণ করে।

৬। এই সেই বিস্তার্যমাণ (ক্রিয়মাণ) বজ্র দেবগণের জন্ত, ঋতু-গণের জন্ত, ও চন্দ্রসমূহের জন্ত বিস্তারিত হয়।^১ যজ্ঞে যে হ'ব থাকে—যথা রাজা (দীপ্যমান) সোম ও পুরোডাশ, তাহা দেবগণের জন্ত। তিনি তৎসমুদয় (এইরূপে দেবতার নাম) নির্দেশ করিয়া গ্রহণ করেন—“অমূকের জন্ত পিয় তোনাকে গ্রহণ করিতেছি।”^২ এতরূপেই তাঁহা ইহাঁদের হয়।

৭। আর যে সকল আত্মা গ্রহণ করা হয়, তৎসমুদয় ঋতুদের জন্ত ও চন্দ্র-সমূহের জন্য গৃহীত হইয়া থাকে। তিনি তৎসমুদয়কে (দেবতা বিশেষের নামে) নির্দেশ না করিয়া আভ্যোরট রূপে গ্রহণ করেন।^৩ তিনি তাহা জুহুতে চারিবার ও উপভূতে আটবার গ্রহণ করেন।

৮। তিনি যাহা (অবের) দ্বারা জুহুতে চারিবার গ্রহণ করেন, তাহা ঋতু-গণের জন্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন; কেননা, তিনি তাহা প্রাচ্য-সমূহের জন্ত গ্রহণ করেন, এবং ঋতুগণই প্রাচ্য-সমূহ। তিনি অপুনরুত্তর^৪ জন্ত তৎসমুদয়কে (দেবতা-বিশেষের নামে) নির্দেশ না করিয়া আভ্যোরট রূপে গ্রহণ করেন; কেননা, তিনি যদি “বসন্তের জন্ত তোমাকে (গ্রহণ করিতেছি),” “গ্রীষ্মের জন্ত তোমাকে (গ্রহণ করিতেছি)” —বলিয়া এইরূপে গ্রহণ করেন, তবে পুনরুত্তর

১। ঋতু বসন্তাদি; বলব পের পূর্ণাচুর্থে প্রাচ্য জনানক পাঁচটি আহুতি আছে, বসন্তাদি ঋতু ইহাদেই দেবতা; ১. ৪. ১ উক্তব্য। চন্দ্র: পায়ত্রাদি; বুল যানের শেষে, অমু যা জনানক কয়েকটি আত্মাহুতি বিহিত আছে; পায়ত্রাদি সেই অমু যা জের ই দেবতা। ১. ৬. ১ ইত্যাদি উক্তব্য।

২। বা. স. ১. ১০. ২—৩; ব্রহ্মণ ১. ১. ২, ১৭—১৮।

৩। ১. ১. ৫. ২২ উক্তব্য।

৪। “অত্মানিত্যৈ;” অর্থাৎ জ্ঞানিতার অভাবের জন্ত; ‘জানি’ শব্দের অর্থ ‘এক;’ যান্ন-নিরুক্ত ৪. ৩. ৪; নিরুক্তের বৃত্তিকার লিখিয়াছেন তাহার অর্থ ‘পুনরুক্ত;’ একদিনে সমান যন্তে সমান কার্য নিবদ্ধ (ই. ব্রা. ৩. ৫. ৩), অতএব এখানে প্রত্যেকের জন্ত এক যন্তে আত্মা গ্রহণ করিলে পুনরুক্তি করা হইবে। উক্তব্য:—১. ৪. ৮; ১. ১. ২ ১৮।

করেন। উজ্জ্বল (দেবতাবিশেষের নামে) নির্দেশ না করিয়া আজোরই রূপে গ্রহণ করেন।

৯। তিনি যে আটবার উপভূত গ্রহণ করেন, তাহা ছন্দসমূহের জন্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন ; কেননা, তিনি তাহা অম্ব বা জ-গণের জন্ত গ্রহণ করেন, এবং ছন্দসমূহই অম্ব বা জ-গণ। তিনি অপুনরুক্তির জন্ত তাহা (দেবতার নামে) নির্দেশ না করিয়া আজোরই রূপে গ্রহণ করেন। তিনি যদি “গায়ত্রীর জন্ত তোমাকে (গ্রহণ করিতেছি),” “ত্রিষ্টুভের জন্ত তোমাকে (গ্রহণ করিতেছি)”—বলিয়া এইরূপে গ্রহণ করেন, তবে পুনরুক্তি করেন। উজ্জ্বল তিনি (দেবতাবিশেষের নাম) নির্দেশ না করিয়া আজোরই স্বরূপে তাহা গ্রহণ করেন।

১০। আর যে তিনি চারিবার ক্বাতে গ্রহণ করেন, তাহা মনগ্র যজ্ঞের জন্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি কাহ (দেবতার নামে) নির্দেশ না করিয়া আজোরই রূপে গ্রহণ করেন ; কেননা, তিনি কাহার জন্ত নির্দেশ করিয়া গ্রহণ করিবেন ? কারণ, তিনি কাহা (ক্বাহিত আজাকে) সমস্ত দেবতার জন্ত ভাগ করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব (দেবতাবিশেষের নামে) নির্দেশ না করিয়া তিনি আজোরই নামে গ্রহণ করেন।

১১। যজ্ঞমানেরই ভাগ জুহু, এবং যে ব্যক্তি ইহাকে (যজ্ঞমানকে) অন্যত্রের জ্ঞান আচরণ করে, তাহার ভাগ উপভূত।^১ ভোক্তারই ভাগ জুহু, এবং ভোক্তার ভাগ উপভূত ; ভোক্তাই জুহু, এবং ভোক্তা উপভূত। তিনি চারিবার জুহুতে এবং আটবার উপভূতে গ্রহণ করেন।^২

১২। তিনি যে জুহুতে চারিবার (অজ্ঞা) গ্রহণ করেন, ইহাতে ভোক্তাকে পরিস্ফুটন ও অন্নগ্রন করিয়া থাকেন ; এবং আটবার যে উপভূতে গ্রহণ করেন, তাহাতে ভোক্তাকে অপরিমিতগ্রন ও বহুগ্রন করিয়া থাকেন ; কেননা, যেখানে ভোক্তা অন্নগ্রন ও ভোক্তা বহুগ্রন, তাহাই সমৃদ্ধ হয়।

১। “যজ্ঞমানদেবত্যা বৈ জুহু, ভাতৃব্যসেবজাগত্ব” — তৈ. ব্রা. ২. ৩. ৫. ৪।

২। সারণ বলেন—জুহুতে চারিবার এবং উপভূতে যে আটবার অজ্ঞা গ্রহণ করিতে হয়, তাহারই উপপত্তির জন্ত এই কৃত্তিকার অবতারণা।

১৩। তিনি চারিবার জুহুতে গ্রহণ করিবার অস্ত্র বহুতর আজ্য গ্রহণ করেন, এবং উপভূতে আটবার গ্রহণ করিবার অস্ত্র অল্পতর আজ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।”

১৪। তিনি যে জুহুতে চারিবার গ্রহণ করিতে বহুতর আজ্য গ্রহণ করেন, তাহাতে তিনি ভোক্তাকেই পরিমিততর ও অল্পতর করিয়া তাহাতে বীৰ্য্য ও বল স্থাপন করেন;” এবং উপভূতে আটবার গ্রহণ করিতে যে অল্পতর আজ্য গ্রহণ করেন, তাহাতে তিনি ভোক্তাকেই অপরিমিততর ও বহু করিয়া তাহা বীৰ্য্যবহিত ও অবলবন্তর করেন। (বেহেতু ভোক্তা বীৰ্য্যবহিত হয়), সেইজন্য রাজা অদীম প্রজা পাইয়াও একখানি মাত্র ঘরের দ্বারাই ভাজদিগকে ভয় করেন, এবং যাহা যাহা সেক্ষেপ কামনা করেন, তাহা তাহাই সেইরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি (অধর্য্য) জুহুতে যে অধিকতর আজ্য গ্রহণ করেন, তাহা সেই বীৰ্য্যোক্ত (গ্রহণ করিয়া থাকেন)। তিনি যাহা (আজ্য) জুহুতে গ্রহণ করেন, তাহা জুহু দ্বাবাই হোম করেন; এবং যাহা উপভূতে গ্রহণ করেন, তাহাও জুহু দ্বারাই হোম করেন।

১৫। তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—“যদি উপভূতের দ্বার পোন না করে, তবে তাহা কিচ্ছ উপভূতের দ্বারা গ্রহণ করিবে?” (তাহার উত্তর এই—) “তিনি যদি উপভূতের দ্বারা হোম করেন, তাহা হইলে এই প্রজাগণ (রাজার নিকট হইতে) পৃথক্ হইয়া পড়িবে, এবং ভোক্তাও হইবে না, ভোজ্যও হইবে না; আর যদি তিনি জুহুই দ্বারা আনয়নপূর্ব্বক তাহা হোম করেন, তবে, এই প্রজাগণ রাজাকে (‘কজিয়’) কর প্রদান করে। আর যে তিনি তাহা উপভূতে গ্রহণ করেন, তাহাতে রাজার বশে থাকায় প্রজার (‘বৈশ্ব’) নিকট পশুসমূহ উপস্থিত হয়। আর যে তিনি জুহু দ্বারাই আনয়নপূর্ব্বক হোম করেন, তাহাতে রাজা সৰ্ব্বদা কামনা করেন,

১০। অর্থাৎ জুহুতে আজ্য গ্রহণ করিবার সময় শ্রব পূর্ণ করিবে, এবং উপভূতে গ্রহণ করিবার সময় শ্রব অর্ধপূর্ণ করিয়া গ্রহণ করিবে—সাম্ব।

১১। ভোজ্য বস্ত্র অপেক্ষা ভোক্তা অল্প হওয়ায় এই প্রভৃতির ভোজ্যে ভোক্তার বীৰ্য্য ও বল স্থাপিত করা হয়—সাম্ব।

তখনই প্রজ্ঞাকে বলেন—‘তোমার ষাণ (ধন) অল্পত্ব নিহিত আছে, তাহা আনয়ন কর!’ এবং (এইরূপে) তাহাকে জয় করেন, ও যাহা যাহা সেক্ষণ কামনা করেন, এই বীর্য্যেরই দ্বারা তাহা তাহা সেইরূপ সেবা করেন।

১৬। এই সেই সমস্ত আজ্ঞা হৃন্দসমূহের চক্ষু গৃহীত হয়। তিনি যে চারিবার জুহুতে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা গায়ত্রীর চক্ষু গ্রহণ করেন; আর যে আটবার উপভুক্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা ত্রিষ্টুপ্ ও জগদ্বীর জনা গ্রহণ করেন, এবং চারিবার যে ক্রবান্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা অমুষ্টুভের জনা গ্রহণ করেন। বাকাষ্ট অমুষ্টুপ্, এবং বাকা হইতেই এই সমস্ত উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য ক্রবা হইতেই সমগ্র বক্ষ উৎপন্ন হয়গা থাকে :—ইগাষ্ট (পৃথিবী), অমুষ্টুপ্, এবং হতা হইতেই এই সমস্ত উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য ক্রবা হইতেই সমস্ত বক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে :”

১৭ ‘তিনি (স্বর্গের দ্বারা এই মন্ত্রে আজ্ঞা) গ্রহণ করেন—“তুমি দেবগণের প্রিয় বান।” আজ্ঞাত দেবগণের প্রিয়তম বান, এবং তজ্জন্যই তিনি বলেন—“তুমি দেবগণের প্রিয় বান!”” —‘তুমি অনতিভূত দেবগণের উপাধি!”” আজ্ঞা বক্ষ (স্বরূপ) বলিয়া তিনি বলেন—“তুমি অনতিভূত দেবগণের উপাধি!”

১২. কবাহিত আজ্ঞা সমস্ত বক্ষে ব্যবসৃত হয়, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে (১. ২. ৫. ১০); জুহু প্রভৃতিহিত আজ্ঞাকে প্রকারান্তরে বর্ণনা করিয়া কবাহিত আজ্ঞার সর্ববক্ষ-সাধারণত্ব দৃঢ়তর-রূপে প্রতিপাদন কব বাইতেছে।

১৩; এখানে হৃন্দসমূহের চরনের সংযুক্ত সাদৃশ্য গ্রহণ করিয়াও বলা হইয়াছে যে, অমুক পংখ্যে এতখানি আজ্ঞা গ্রহণ করিলে তাহা অমুক চন্দ্রের চক্ষু হইবে। গায়ত্রী আট অক্ষরের পাদত্রয়-বিশিষ্ট হইলেও, ছয় অক্ষরের হিসাবে তাহারও চারি পাদ হইয়া থাকে; এই জন্য বলা হইয়াছে যে, জুহুতে যে চারিবার আজ্ঞা গ্রহণ করা যায় তাহা গায়ত্রীর চক্ষু। প্রত্যন্তও এককপ বৃত্তিতে হইবে। ত্রিষ্টুপ্ ও জগদ্বীর একত্র্যামিলিত পাদ-সংখ্যা আট। অমুষ্টুপের পাদ-সংখ্যা চারি।

১৪। “ধামনামসি শিখং দেবানাং”—বা স. ১. ৩১. ৪। ধাম শব্দের অর্থ তেজ (নিবৃত্ত, ৯. ৩. ২)। প্রত্য ব্যবহারে তেজ হয়, একত্ব তেজ হেতু সূতও এখানে তেজ (ধম) বলিয়া উক্ত হইতেছে—সাধারণ। বসীধর বলেন—ধাম অর্থে এখানেও স্থান। সম্বন্ধিত ‘নাম’ শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে, আজ্ঞাকে দেখিয়া তাহা পান করিবার ঔষ্ত্র সকলে বত হয়, এইরূপ তাহা ‘নাম’।

১৮। তিনি এই (পূৰ্বোক্ত) যজুর্মন্ত্রের দ্বারা একবার, ও মৌনাবলম্বনে তিনবার জুহুতে (আজ্ঞা) গ্রহণ করেন ; এই যজুর্মন্ত্রের দ্বারা একবার ও মৌনাবলম্বনে সাতবার উপভূতে গ্রহণ করেন ; এবং এই যজুর্মন্ত্র দ্বারা একবার ও মৌনাবলম্বনে তিনবার জুহুতে গ্রহণ করেন । তদ্বিষয়ে কেহ কেহ বলিয়াছেন— ‘তিন তিন বারই যজুর্মন্ত্রের দ্বারা গ্রহণ করিবে, কেননা, যজ্ঞ ত্রিগাহুঃ ।’ কিন্তু সেখানে এক-এক বারই (গ্রহণ করা হয়), এবং ইহাও তিনবার গ্রহণ করা সম্পন্ন হয় ।^{১৫}

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

[১ প্রোক্ষণী-জল গ্রহণপূর্বক অধ্বর্ষ্য-কর্তৃক কাষ্ঠের প্রোক্ষণ ও তাহার মন্ত্র ;—২ বেদি প্রোক্ষণ ও তাহার মন্ত্র ;—৩ বহির প্রোক্ষণ ও মন্ত্র ;—৪ অবশিষ্ট প্রোক্ষণী-জলের দ্বারা বহিঃস্থানীয় মূল ভিজান ও তাহার উপকার ;—৫ প্রস্তর-নাশক দর্ভমুষ্টিয় গ্রহণ ও যজ্ঞরূপ বিষ্ণু কেশচূড়-রূপে তাহার বর্ণন ;—৬ বহিঃস্থানীয় দ্বন্দ্বুর সেচন, তাহার ফল, বেদির দক্ষিণ প্রোক্ষিতে ঐ দ্বন্দ্বুর স্থাপন, দত্ত দ্বারা আচ্ছাদন, লৌলিক দৃষ্টান্তে তাহার সম্বর্ধন ;—৭ বেদির উপরে বহির আন্তরণ ;—৮ আন্তরণের দ্বারা দেবপ্রভৃতির অধা-স্থিত স্ত্রী-রূপা বেদিকে অনগ্রাধিকার রাখা হয় ;—৯ বেদিতে বহির আন্তরণের দ্বারা পৃথিবীতে গুহ্যবস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় ;—১০ পূর্বপ্রচলিত মন্ত্রোক্তে বহল বহির আন্তরণ, আন্তরণ করিবার দ্বিবিধ প্রণালী ও তাহাতে যুক্তি ;—১১ আন্তরণ করিবার মন্ত্র ;—১২ আহবানীয় অগ্নির সঙ্কল্পণ, সঙ্কল্পণসময়ে তাহার উপরিভাগে প্রস্তর রাখণ করিবার প্রয়োজন ;—১৩ অগ্নির চারিদিকে পরিধি কাষ্ঠের স্থাপন, তদ্বিষয়ক আখ্যানিকা ;—১৪ পতিত হবির স্পর্শ ও তাহার মন্ত্র ;—১৫ কেহ কেহ ইহা হইতেই পরিধি-কাষ্ঠ গ্রহণ করেন, ইহা মন্ত্রের পঠন ও পৃথক পরিধির নিয়মে যুক্তি ;—১৬ পরিধিসমূহ পলাশকাষ্ঠের হওয়া আবশ্যক, তদ্বিষয়ে যুক্তি ;—১৭ পলাশকাষ্ঠের ন্যায় পাওয়া গেলে ন্যায়নির্দেশপূর্বক অন্য কাষ্ঠসমূহের বিধান ।]

১। অধ্বর্ষ্য। প্রোক্ষণী-জল গ্রহণ করেন ও (তাহার দ্বারা এই মন্ত্রে) প্রথমে ইথাকে’ প্রোক্ষণ করেন—“ভুমি কৃষ্ণা যুগ, এবং কঠিন বৃক্ষ-স্থিত : অগ্নির প্রায়

১৫। হানত্রয়ে এক-এক বার করিয়া গ্রহণ করিলেও সোষ্ঠের উপর তিন বার গ্রহণ করা হয় ।

১৬। অগ্নকে সমুদ্রীণ করে বলিয়া কাষ্ঠের নাম ইথ । কুড়ি খানি কাষ্ঠ একত্র করিলে তাহাকে ইথ বলা হয় ; ‘ইথো বিশভিকাক্ষকঃ’—কাভ্যায়ন-পরিশিষ্ট ।

তোমাকে আমি প্রোক্ষণ করিতেছি।”^২ তিনি তাহা ইহার দ্বারা অগ্নির জন্ত মেধাই করেন।

২। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) বেদি প্রোক্ষণ করেন—“তুমি বেদি, বহির (আচ্ছাদন কুশের) প্রিয় তোমাকে আমি প্রোক্ষণ করিতেছি।”^৩ তিনি ইহার দ্বারা তাহা বহির জন্ত মেধাই করেন।

৩। অনন্তর তিনি (আগ্নীত্র) ইঁহাকে (অধ্বৰ্য্যাকে) বহি প্রদান করেন। তিনি তাহার (বন্ধন বজ্রের) গ্রন্থি পূৰ্ণভাগে করিয়া (বেদিতে) স্থাপন করেন ও (এই মন্ত্রে) প্রোক্ষণ করেন—“তুমি বহি, অক্ষমসূত্রে প্রিয় তোমাকে আমি প্রোক্ষণ করিতেছি।”^৪ ইহার দ্বারা তিনি তাহা অক্ষমসূত্রে জন্ত মেধাই করেন।

৪। অনন্তর বে প্রোক্ষণী তল অবলিষ্ট থাকে, তিনি তাহা (বহিস্বরূপ) ওষধিসূত্রে মূলে (এই মন্ত্রে) লইয়া যান (অর্থাৎ চালিয়া দেন)—“তুমি অদিতির অশ্রুসম্পাদক।”^৫ এটি পৃথিবীই অদিতি, এবং তিনি ইহার দ্বারা ইহারই ওষধিসূত্রে মূলগুলিকে আচ্ছাদন করেন। (এটিকে বহিস্বরূপ) এটি (ওষধি-) সমূহ আর্দ্রমূল তটীয়া থাকে; তজ্জন্ত বহিও সেগুলি শুষ্কগ্রহণ হয়, তথাপি তাহাদের মূলসমূহ আর্দ্রই থাকে।

২। “কৃষ্ণোক্তব্যবেষ্টঃ”—বা. স. ২. ১. ১...। ‘আবেষ্ট’ শব্দের অর্থ মহীধর দুই প্রকার করিয়াছেন, এক প্রকার অনুশাঙ্গে লিখিত হইয়াছে; অল্প প্রকার এই—“খ” স্বর্ণ দ্বারা তি থর আহবনীয়ঃ, তত্র আ সমস্তাং তিষ্ঠতীতি আবেষ্টঃ—;” অগ্নি বেদ্যানে স্থাপিত হয় তাহার নাম থর; অতএব কষ্ট থরের চারিদিকে থাকে বলিয়া তাহাকে ‘আবেষ্ট’ বলা হইতে পারে। ‘কৃষ্ণ’-শব্দের আদি স্বর এখানে উল্লেখ, এতদ্ভিন্ন তাহার অর্থ বৃক্ষমূল। কোন সময়ে যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে অপক্ৰান্ত হইয়া নিজেকে ধোপন রাখিবার জন্ত বৃক্ষসূত্রে রূপ ধারণপূর্বক বনে ব’জ্রয় গুরুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন কঠিন বৃক্ষের নিকট জিল—ইহাই অবলম্বন করিয়া ঐরূপ বলা হইয়াছে—মহীধর। ১. ১. ৪. ১ জটীয়া।

৩। বা. স. ২. ১. ২।

৪। বা. স. ২. ১. ৩।

৫। বা. স. ২. ২. ১।

৫। অনন্তর তিনি গ্রহি মৌচন করিয়া পূর্বভাগে* (এই মন্ত্রে) প্র স্ত রং গ্রহণ করেন—“তুমি বিষ্মর কেশচূড়া (‘জগঃ’) !” যজ্ঞই বিষ্ম, এবং ইহাই (প্র স্ত র) তাঁহার শিখা—কেশচূড়া, অতএব তিনি ইহা (প্রস্তর) দ্বারা তাঁহাতে (যজ্ঞরূপ বিষ্মতে) ইহাই (শিখাকেই) স্থাপন করেন। তিনি তাহা পূর্বভাগে গ্রহণ করেন, কেননা, এই কেশচূড়া (লোকের) পূর্বভাগে ইইয়া থাকে ; তজ্জন্ত তিনি তাহার পূর্বভাগ গ্রহণ করেন।

৬। পরে গিনি (বহিঃ) বন্ধন-রজ্জ্বকে মৌচন করেন, কেননা, ইহার (যজ্ঞমানের) স্ত্রী তাহাতে পূর্ণাবয়বত (অপায়া) প্রসব করেন ; তিনি তজ্জন্তই বন্ধন-রজ্জ্বকে মৌচন করিয়া থাকেন। তিনি তাহা (বেদির) দক্ষিণ শ্রোণিতে স্থাপন করেন ; কেননা, ইহা তাঁহার (যজ্ঞমানের) নীবিষ্ট (অর্থাৎ বসন-গ্রহি স্বরূপই), এবং নীবি দক্ষিণ ভাগেই থাকে ; তজ্জন্ত তিনি তাহা দক্ষিণ শ্রোণিতে স্থাপন করেন। তিনি আবার উপরে (মর্ভেব দ্বারা) তাহা আচ্ছাদিত করিয়া দেন, কেননা, এই (মন্মথ্যগণের) নীবি উপরে আচ্ছাদিত থাকে ; তজ্জন্ত তিনি আবার উপরে তাহা আচ্ছাদিত করিয়া দেন।

৭। অনন্তর তিনি (বেদির উপরে) বর্চি আস্তরণ করেন (বিচাচয়া দেন) কেননা, প্রস্তর (যজ্ঞের) কেশ-চূড়া এবং অপর বর্চি ইহার (কেশচূড়ার) নীচে স্থিত (প্রাকপ্রভৃতি) নোনরাজি ; তিনি তাহা দ্বারা ইহাতে (যজ্ঞে)

৮। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের বর্কভাষ্যে ও ব্যক্তিকম্বের পদ্ধতিতে লিখিত হইয়াছে যে, বহির পূর্বভাগ হইতে তাহা গ্রহণ করিবে, কিন্তু মূল আলোচনায় অনুবাদোক্ত ভাবই ভাল বোধ হয়।

৯। প্রকৃতি-নামক ইষ্টিতে চারিটি দর্ভমুষ্টির প্রয়োজন হয়, ইহার মধ্যে একটি সর্বাপেক্ষা গ্রহণ। চারিটি দর্ভমুষ্টির মধ্যে তিনটি বেষ্টিতে আস্তরণ করিবার এবং হবি ও পাত্রসমূহের স্থাপন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই তিন দর্ভমুষ্টির নাম বহিঃ। অপর বৃহৎ দর্ভমুষ্টির নাম প্র স্ত র। যে বেষ্টিতে জ্বলকে স্থাপন করা হয়, অন্তরবেণ্ড সেই বেষ্টিতে বি ধু তিনাশক দর্ভমুষ্টির উপরে পূর্বাগ্রে স্থাপন করা যায়। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (৫. ১. ২০) প্রস্তরের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ এইরূপ—পূর্ণিত দর্ভমুষ্টিসমূহকে যদি বন্ধন করিয়া বহির নিকটে স্থাপন করা যায়, তবে তাহারই নাম প্র স্ত র। * প্রকৃতি-দর্ভমুষ্টিরূপ—ইতি বেদগোপ।

সেই সমস্তই (নোম) স্থাপন করিয়া থাকেন; এবং সেই জন্তই বর্হি আন্তরণ করেন।

৮। বেদি (ত্রীং) ত্রীলোকই, এবং তাঁহার চারিদিকে দেবগণ, ও এই যে ঋতবেদ ও অনুচান (অবীতসাক্ষবেদ) ব্রাহ্মণগণ (ঋত্বিক্),—তাঁহারা উপবিষ্ট থাকেন; সেই সমস্ত উপবিষ্ট লোকের মধ্যে তিনি ইহাকে (বেদিকে) (আন্তরণেব দ্বারা) অনঙ্গা করেন। তিনি সেই জন্ত বর্হি আন্তরণ করিয়া থাকেন।

৯। বেদি যে পরিমাণ, পৃথিবী সেই পরিমাণ; এবং বর্হি ওষধিসমূহ (স্বরূপ); সেই জন্ত তিনি তাহা (আন্তরণ) দ্বারা পৃথিবীতে ওষধিসমূহ স্থাপন করিয়া থাকেন, এবং সেই-এই ওষধিসমূহ এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তজ্জন্য বর্হি আন্তরণ করেন।

১০। তদ্বিষয়ে তাঁহারা বলেন—‘বহু পরিমাণ (বর্হি) আন্তরণ করিবে, কেননা, ইহার (পৃথিবীর) যে স্থানেই বহুলতম ওষধি থাকে, সেই স্থানই আশ্রয়নীয়তম; তজ্জন্ত বহু পরিমাণে আন্তরণ করিবে।’ তাহা (বহুল আন্তরণ করার ফল) তাহার আহরণ-কর্তারই (যজ্ঞমানেরই) হইয়া থাকে। গিনি ত্রিগুণ আন্তরণ করেন, কেননা, যজ্ঞ ত্রিগুণ। অথবা (বর্হির অগ্র) উঠাইয়া উঠাইয়া আন্তরণ করিবে, কেননা, ঋষি বলিয়াছেন—‘তাঁহারা বর্হিকে পরস্পর সংস্কৃত করিয়া আন্তরণ করেন।’^{১১} তিনি (বহিসমূহের) মূলকে (অগ্র দ্বারা) নীচে করিয়া আন্তরণ করেন, কেননা, এই পৃথিবীতে এই

২। এখানে তিন সূত্র বর্হি আন্তরণ করিতে হইবে; প্রথম সূত্রে বেদির পূর্বভাগে আন্তরণ করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে বেদির মধ্যভাগে পূর্ব সূত্র সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া আন্তরণ করিতে হইবে; এইরূপ তৃতীয় সূত্রে দ্বিতীয় সূত্র সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া বেদির পশ্চাৎ আন্তরণ করিতে হইবে। কা. শ্রো. ২. ৭. ২২—২৩।

১০। অর্থাৎ প্রথম সূত্রে বেদির পশ্চাৎ স্থাপন করিয়া তাহার অগ্রভাগ উঠাইয়া তাহার নীচে দ্বিতীয় সূত্র মূল স্থাপন করিয়া বেদির মধ্যভাগে তাহা স্থাপন করিবে, এইরূপ দ্বিতীয় সূত্র অগ্র তুলিয়া ও তাহার নীচে তৃতীয় সূত্র মূল স্থাপন করিয়া বেদির পূর্বভাগে তাহাকে আন্তরণ করিবে। কা. শ্রো. ২. ২. ২৭।

১১। স্ব. স. ৮. ৪৫. ১।

ওষধিসমূহ নীচমূল হইয়া প্রতিষ্ঠিত থাকে। তিনি তজ্জনা মূল নীচে করিয়া আন্তরণ করেন।

১১। তিনি (এই মন্ত্রে) আন্তরণ করেন—“উর্ণায় ন্যায় মূহতর ও দেবগণের উত্তম উপবেশন স্থান তোমাকে আন্তরণ করিতেছি।”^{১১} তিনি যে বলেন—“উর্ণায় ন্যায় মূহতর তোমাকে,” তাহাতে ইহাই বলেন যে, ‘দেবগণের উত্তম (তোমাকে);’ তিনি যে বলেন—“দেবগণের উত্তম উপবেশনের স্থান,” তাহাতে ইহাই বলেন যে, “(তাহা) যুগ্মে উপবেশন করিবার যোগ্য।”

১২। অনন্তর তিনি অগ্নিকে সম্পন্ন (অর্থাৎ হবির্দাহনে সমর্থ, প্রবল) করেন।^{১২} আহবনীয় যজ্ঞের মন্তকেই, কেননা, মন্তক (শরীরের) পূর্বার্দ্ধ; অতএব তাহাকে তিনি যজ্ঞের পূর্বার্দ্ধই সম্পন্ন করেন।^{১৩} তিনি (আহবনীয় অগ্নির) অত্যন্ত সন্নিবৃত্ত উপরিভাগে প্রস্তর ধারণ করিয়া (অগ্নিকে) সম্পন্ন করেন, কেননা, প্রস্তর এই কেশচূড়া (স্বরূপ), এবং তিনি ইহা দ্বারা (ভাদ্র প্রস্তর ধারণ দ্বারা) তাহাতে (যজ্ঞে) ইহাই (কেশচূড়াই) স্থাপন করেন। তজ্জনা তিনি অত্যন্ত সন্নিবৃত্ত উপরিভাগে প্রস্তর ধারণ করিয়া (অগ্নিকে) সম্পন্ন করেন।

১৩। অনন্তর তিনি গরিমি-সমূহকে^{১৪} (অগ্নির) চারিদিকে স্থাপন

১২। বা. স. ২. ২. ৩।

১৩। আহবনীয় অগ্নিকেই প্রবল করিতে হয়, এবং তাহাই এখন প্রতিপাদিত হইতেছে। এই অগ্নি প্রবল করিতে হইলে পূর্বোক্ত ইন্দ্র হইতে একখানি কাঠ গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা অগ্নিকে সঙ্কলন করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন ঐ কাঠ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া, আবার কেহ কেহ বলেন ঐ কাঠ দ্বারা অগ্নিকে সঞ্চালিত করিয়া সঙ্কলন বিষয়। কা. শ্রো. ২. ৭. ২২, যাজ্ঞিকদেবের পদ্ধতি।

১৪। আহবনীয় অগ্নি বেদির একদ্বারে পূর্বভাগে থাকে বলিয়া তাহাকে যজ্ঞের পূর্বার্দ্ধ বা মন্তক-স্বরূপ কল্পনা করা হয়।

১৫। পলাশ, বিকট (বঁইচি), কাশ্মরী (গাভার) বিব, খদির, ও উল্লস, এই সকলের অন্ততম বৃক্ষের ২ জনানের বাহুপ্রমাণ আর্দ্র কাঠের নাম গরিমি। ইহা তিনখানি বা চারিখানি হইতে পারে, এবং দশদণ্ডালিই একদ্বারীয় কাঠের হওয়া আবশ্যক। ১. ২. ৬. ১২-২০; কা. শ্রো. ২. ৮. ১; কথ-প্রদীপ ২. ৫. ১২।

করেন। অগ্নে দেবগণ যখন হোতৃকর্ম করিবার জন্য অগ্নিকে বরণ করেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—‘আমার উৎসাহ হইতেছে না যে, আমি আপনাদের হোতা হই, বা আপনাদের হব্য বহন করি। আপনারা পূর্বে তিন জনকে বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন।’^{১৩} তাঁহা-দিগকে আমার নিকটে আনিয়া উপস্থিত করুন, তবে আমি উৎসাহ করিতে পারি যে, আমি আপনাদের হোতা হইব, বা আপনাদের হব্য বহন করিব। ‘তাঁহাই হউক’ এই বলিয়া তাঁহারা (দেবগণ) তাঁহা-দিগকে ইহার নিকটে আনিয়া উপস্থিত করেন; এবং তাঁহারা এই প রি নি-সমূহ।

১৪। তিনি (অগ্নি) বলিয়াছিলেন—‘বজ্র (-রূপ) বষট্কার তাঁহা-দিগকে পীড়িত করিয়াছিল, বজ্র বষট্কার হইতে আমি ভীত হইতেছি; যাহাতে বজ্র বষট্কার আমাকে পীড়িত না করে, (এইরূপে) ইহাদেরই (পরিধিসমূহ) দ্বারা আমাকে বেষ্টিত করুন, তাহা হইলে বজ্র বষট্কার আমাকে পীড়িত করিবে না।’ ‘তাঁহাই হউক’ বলিয়া তাঁহারা (দেবগণ) তাঁহাকে চহাদের দ্বারা বেষ্টিত করিয়াছিলেন, এবং বজ্র বষট্কার তাঁহাকে পীড়িত করে নাই। অতএব তিনি যে ইহাদের দ্বারা (অগ্নিকে) বেষ্টিত করেন, তাহাতে অগ্নির বর্ষ বন্ধনই করিয়া থাকেন।

১৫। তাঁহারা (সেই পূর্বোক্ত অপর তিন অগ্নি) বলিয়াছিলেন—‘এই যজ্ঞে যদি আমাদের যুক্ত করেন, তবে, যজ্ঞে আমাদেরও ভাগ হউক!’

১৬। দেবগণ বলিলেন—‘তাঁহাই হউক; যাহা পরিধির বাহিরে পড়িবে, তাহা আপনাদিগকে হৃত হইবে; আর যাহা (অগ্নিগণ) আপনাদের অত্যন্ত নিকট উপরিভাগে হোম করিবেন, তাহা আপনাদিগকে তৃপ্ত করিবে; এবং যাহা তাঁহারা অগ্নিতে হোম করিবেন, তাহা আপনাদিগকে তৃপ্ত করিবে।’ এইরূপে যাহা তাঁহারা অগ্নিতে হোম করেন, তাহা ইহাদিগকে (অগ্নিয়কে) তৃপ্ত করে, এবং যাহা তাঁহারা ইহাদের অত্যন্ত নিকট উপরিভাগে হোম করেন, তাহা ইহাদিগকে তৃপ্ত করে; আর যাহা পরিধির বাহিরে পতিত হয়, তাহা ইহাদিগকে হৃত হয়। তজ্জন্ত যাহা কিছু (আজ্ঞা) পতিত হয়, তাহাতে

অপরাধ হয় না, কেননা, তাঁহারা (অগ্নিদ্বয়) এই পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছেন ; এবং যাহা কিছু পতিত হয়, তৎসমুদয় ইহাতেই (পৃথিবীতেই) প্রতিষ্ঠিত ।

১৭। তিনি পতিত (হবিকে এই মন্ত্রে) স্পর্শ করেন—“ভূপতিকে প্রাপ্ত (‘স্বাহা’ ! ভুবনপতিকে প্রাপ্ত ! ভূতগণের পতিকে প্রাপ্ত !)”^{১৭} ভূপতি, ভুবনপতি, ও ভূতগণের পতি—এই সমুদয় সেই সকল (পূর্বকথিত) অগ্নির নাম । যেমন বযট্কারের দ্বারা (হবি) হৃত হয়, সেইরূপ তাহা দ্বারা (ঐ নামোক্তগণের দ্বারা) ইহার (যজমানের) এই সমস্ত (হবি) অগ্নিতে হৃত হয় ।

১৮। তদ্বিবরে^{১৮} কেহ কেহ ইহা হইতেই এই পরিধিসমূহ গ্রহণ করিয়া চারিদিকে স্থাপন করেন ; কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না, কেননা, তিনি যে সকল (পরিধিকে) ইহা হইতে গ্রহণ করিয়া চারিদিকে স্থাপন করেন, তৎসমুদয় তাঁহার পক্ষে অনুপযুক্ত হয়, কারণ, ইহা (অগ্নিতে) নিহিত করিবার জন্য করা হইয়া থাকে । যাহার (যে যজমানের) সম্বন্ধে তাঁহারা (অধ্বর্যূগণ) অপব (অর্থাৎ ইহা হইতে ভিন্ন) পরিধি আহরণ করেন, তাঁহারই পরিধি উপযুক্ত হয় ; তজ্জন্তু অপর পরিধিই আহরণ করিবে ।

১৯। তৎসমুদয় (পরিধি) পলাশ-জাতই হইবে ; কেননা, পলাশ ব্রহ্মই, এবং ব্রহ্ম অগ্নি ; তজ্জন্তু অগ্নিসমূহ পলাশ-জাতই হইবে ।

২০। তিনি যদি পলাশ-জাত (পরিধিসমূহ) না পান, তবে, তাহারা বিকঙ্কত (বঁইচি)-জাত হইবে ; যদি বিকঙ্কত-জাত না পান, তবে, ^{৫৮} কাম্বরী (গাঙ্গারী)-জাত হইবে ; যদি কাম্বরী-জাত না পান, তবে বিব-জাত, বা খদির-জাত, বা উদ্ভব-জাত হইবে । এই সমস্ত বৃক্ষই বজ্রিয় ; তজ্জন্তু (পরিধিসমূহ) এই সমস্তেরই হইয়া থাকে ।

১৭। ‘স্বাহা’ শব্দ যেন তাঁর উদ্দেশে দান করাকে বুঝায় । যজ্ঞ বা. স. ২. ২. ৪ ।

১৮। পরিধি-বিবরে ।

তৃতীয় প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[১ পরিধিকষ্টে আশ্রয় হইবে ;—২-৪ মদাম, দক্ষিণ ও উত্তর পরিধির স্থাপন এবং তাহার মন্ত্র ;—
৫-৬ আহবনীয় অগ্নিতে সন্নিব-নিক্ষেপ, তাহার প্রণালী ও ঐ মন্ত্র ;—৭ অগ্নিতে দ্বিতীয় সন্নিব
নিক্ষেপের প্রয়োজন ;—৮ দ্বিতীয় সন্নিব নিক্ষেপের পর জপনীয় মন্ত্র ;—৯ তৃতীয় সন্নিব নিক্ষেপ
করিবার প্রয়োজন ;—১০ বিধুতিনামক তৃণভ্রমের স্থাপন ও তাহার মন্ত্র ;—১১ বিধুতিনামক উপরে
প্রস্তর স্থাপন ;—১২-১৩ বাম হস্তের দ্বারা তাহা চাপিয়া ধরা, তাহার মন্ত্র, জুহুগ্রহণ পর্যন্ত প্রস্তর
বাম হাতে চাপিয়া রাখা ও তাহার প্রয়োজন ;—৪ জুহু, ফ্রা ও উপকৃতের গ্রহণ-মন্ত্র ও তাহার
বাখ্যা ;—১৫ জুহুকে প্রস্তরের উপরে ও অপর শব্দসমূহকে তাহার নীচে স্থাপন করার বিধি ও
যুক্তি ;—১৬ পুরোডাশাদি হবি স্পর্শ করিবার মন্ত্র ও তাহার বাখ্যা ।]

১। সেই সমুদয় (পারিসি) আদ্রিই হইবে ; কেননা, ইহাই (আদ্রি) হইবে
গাহাদের জীবন, ইহাতে তাহারা ভোজ্যযুক্ত, ও ইহাতে তাহারা বীৰ্য্যযুক্ত হইয়া
থাকে । অতএব তাহারা আদ্রি হইবে ।

২। তিনি প্রথমে মদাম পরিধিকেই (আহবনীয়ের পশ্চিমদিকে এই মন্ত্রে)
পরিস্থাপিত করেন—“বিশ্বের অহিংসার জন্ত গন্ধর্ব্ব বিধাবহু” তোমাকে
পরিস্থাপিত করুন ! তুমি যজ্ঞমানের পরিধি,° তুমি অগ্নি,° তুমি স্ততির যোগ্য
এবং স্তুত !”°

৩। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) দক্ষিণ (পরিধিকে) পরিস্থাপিত করেন—
“তুমি বিশ্বের অহিংসার জন্ত ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু, তুমি যজ্ঞমানের পরিধি, তুমি
অগ্নি, তুমি স্ততির যোগ্য এবং স্তুত !”°

১। বিধাবহু গন্ধর্ব্বের নাম যথেষ্টেও পাওয়া যায় ; ১০. ৮৪. ২১ ইত্যাদি ; ১০. ১৩৯. ৪ ; হুল
ব্রাহ্মণ ১৪. ৭. ৫. ১৮। গন্ধর্ব্ব অর্থে স্বর্গারশ্বিকেও বুঝায়. নিকট ২. ২. ২।

২। অর্থাৎ পরিবেষ্টক ।

৩। ১. ২. ৬. ১৩।

৪। বা. স. ২. ৩. ১।

৫. ৫। বা. স. ২. ৩. ২।

৪। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) উত্তর (পরিধিকে) স্থাপন করেন—“বিশ্বেব অহিংসার জন্ত মিত্র ও বরুণ প্রব বর্ষের দ্বারা উত্তর দিকে তোমাকে পরিস্থাপিত করুন! তুমি যজ্ঞমানের পরিধি, তুমি অগ্নি, তুমি স্ততির যোগ্য এবং স্তত!”^{১০} তাহারা অগ্নি বলিয়াই তিনি বলিয়া থাকেন—“তুমি স্ততির যোগ্য এবং স্তত!”

৫। পরে তিনি (আহবনীর অগ্নিতে) সমিৎ প্রক্ষেপ করেন।^{১১} তিনি প্রথমে (ইহা দ্বারা) মধ্যম পরিধিকেই স্পর্শ করেন, এবং তাহাতে ইহাদিগকে (পরিধিরূপ অগ্নিত্রয়কে) সমুদীপ্ত করিয়া থাকেন; এবং পরে তিনি তাহা (সেই সমিৎকে) অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন, ও তাহা দ্বারা প্রত্যেক অগ্নিকে সমুদীপ্ত করিয়া থাকেন।

৬। তিনি তাহা এই গায়ত্রী (ছন্দোবুল্ল মন্ত্র) দ্বারা নিক্ষেপ করিয়া থাকেন—“হে কবি,^{১২} হে অগ্নি, ছাত্রমান বৃহৎ ও বাতিহোত্র” তোমাকে যজ্ঞে সমুদীপ্ত করিতেছি!”^{১৩} তিনি ইহাতে গায়ত্রীকেই সমুদীপ্ত করেন, সেই গায়ত্রী সমুদীপ্ত হইয়া অপর ছন্দসমূহকে সমুদীপ্ত করেন, এবং ছন্দসমূহ সমুদীপ্ত হইয়া দেবগণের জন্ত বজ্র বহন করে।

৭। তিনি যে দ্বিতীয় সমিৎকে নিক্ষেপ করেন, তাহাতে বসন্তকে সমুদীপ্ত করিয়া থাকেন, বসন্ত সমুদীপ্ত হইয়া অন্ত ঋতুসমূহকে সমুদীপ্ত করে, এবং ঋতু-সমূহ সমুদীপ্ত হইয়া প্রজাসমূহকে উৎপাদন করে ও ওষধিসমূহকে পক করে।

৬। বা. স. ২. ৩. ৩।

৭। বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন দ্বারায় আচ্ছাদ্যরা হোম করিতে হয়, ইহার নাম পূর্বা বায়ু; দ্বারা বেধনে সমাপ্ত হয় সেখানে সমিৎ প্রক্ষেপ বিধেয়। এইরূপ নৈঋত দিক হইতে দশান দিক পর্যন্ত যে অবিচ্ছিন্ন হোম, তাহার নাম উত্তর বায়ু; ইহা সেখানে শেষ হয়, দ্বিতীয় সমিৎ সেই স্থানে প্রক্ষেপ করিতে হয় (৭ম কণ্ডিকা দেখ)।

৮। অর্বাৎ বেধাবী, নিষক্ট ৩. ১৫; ক্রান্তদর্শী, নিরুক্ত ১২. ১৩।

৯। সমুদ্রিত জন্ত বাহাতে হোম করা যায়; অথবা হেতুকর্ষ করিবার জন্ত দ্বারায় অভিলাষ—বহীষয়।

১০। বা. স. ২. ৫. ১।

তিনি তাঁরা (এই মন্ত্রে) নিক্ষেপ করেন—“তুমি সমুদ্রীপক (‘সমিং’)!”^{১১} কেননা, বসন্ত সমুদ্রীপকই।

১৮। তিনি (দ্বিতীয় সমিং) নিক্ষেপ করিয়া (এই মন্ত্র) জপ করেন—^{১২} “সূর্য্য তোমাকে যে-কোন হিংসা হইতে পূর্ব্বদিকে রক্ষা করুন।”^{১৩} বক্ষার জন্তই পরিধিগুলি সমস্ত (তিন) দিকে থাকে, এবং ইহাতে (ভাঙ্গা মন্ত্র ভূপে) তিনি পূর্ব্ব দিকে সূর্য্যকেই রক্ষক করেন ; কেননা, তিনি ভয় করেন যে, পাছে নাকর রক্ষোগণ পূর্ব্বদিকে আসিয়া উপস্থিত হয় ; এবং সূর্য্যই রক্ষোগণের অপহন্তা।

১৯। তিনি যে ঐ^{১৪} তৃতীয় সমিংকে অ হু বা জে (অর্থাৎ অ হু বা জে র প্রাক্কালে)^{১৫} নিক্ষেপ করেন, তাহাতে ব্রাহ্মণকেই (যজমানকেই) সমুদ্রীপ্ত করিয়া থাকেন, এবং ব্রাহ্মণ সমুদ্রীপ্ত হইয়া দেবগণের বজ্র বহন করেন।

১০। অনন্তর তিনি (বহি দ্বারা) অচ্ছাদিত বেদিতে প্রণ্যাবর্তন করেন, ও দুইখানি ভূণ^{১৬} পুত্র করিয়া (পূর্ব্বাংশ আন্তর বহির উপরে এই মন্ত্রে) তির্ঘাণ-ভাবে স্থাপন করেন—“তোমরা দুইখানি সবিতার বাহুদয়।”^{১৭} প্রস্তর

১১। বা. স. ২. ৫. ১।

১২। আহবনীয় অগ্নির পূর্ব্ব তিন অপর তিনদিকে পরিধিব্রহ্ম থাকে, এবং তাহারাই ঐ তিনদিকে সেই অগ্নিতে রক্ষা করে ; পূর্ব্বদিকে কাক থাকার সেবানে সূর্য্যকে রক্ষক বলা গিয়াছে। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণবাক্যে ইহা আরও স্পষ্ট হইবে।

১৩। বা. স. ২. ৫. ২।

১৪। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ইহা স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে—“পরিধীন পরিধবাতি রক্ষসোহপহন্তো, সংস্পর্শন্তি রক্ষসামবচরায়, ন পুরস্তাৎ পরিধবাতি আধিত্যো হেবোদান্ পুরস্তাৎ রক্ষান্তপহন্তি—৩, ৩, ৭।

১৫। প্রথম ও দ্বিতীয় সমিং নিক্ষেপ করিয়া অনেক পরে অম্বাজের সমস্ত তৃতীয় খানি নিক্ষেপ করিবার জন্ত রাখিয়া দিতে হয়। এই জন্ত দূরার্ধবাচী ‘ঐ’ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

১৬। ১৬. ৫. ৩।

১৭। এই ভূণ আন্তর বহি হইতে লইতে হয়, অথবা অপর কোন ভূণ লইলেও চলে। এই ভূণ দুইখানির নাম বি বৃ তি ; বি বৃ তি-দ্বয় সমান ও গর্তবৃত্ত ইওয়া আবশ্যক ; আয়, শ্রো. ২. ৯. ১২ ; দীর্ঘ ইহা আরজিপ্রমাণ হইয়া থাকে ; “অরজিবায়ে বিবৃতী করোতীতি প্রসূতে”—কা. শ্রো. ২. ৮. ৫, কর্ণভাষ্য।

১৮। বা. স. ২. ৫. ৩।

(যজ্ঞের) কেশচূড়াই এবং তিনি এই তিৰ্য্যগ্ভাবে স্থিত (তৃণদ্বয়কে) ইহার (যজ্ঞের) ঋদ্বয়ই স্থাপন করেন ; এবং সেই জন্ত (লোকের) ঋদ্বয় তিৰ্য্যক্ হইয়া থাকে। প্রস্তর ক্ষত্রিয়-(-স্বরূপ)ই, এবং অপর বর্হি প্রজা-সমূহ (-স্বরূপ), (এবং ঐ যে তৃণদ্বয় স্থাপিত হয়), তাহা ক্ষত্রিয় ও প্রজাগণের পৃথক্ করণের নিমিত্ত ;” সেই জন্ত তিনি (ঐ তৃণদ্বয়কে) তিৰ্য্যগ্ভাবে স্থাপন করেন, এবং তন্নিমিত্তই তাহাদের নাম বিধু তি।

১১। তিনি তাহার (বিধুতিদ্বয়ের) উপরে (এই মন্ত্রে) প্রস্তরকে আস্তৃত করেন—“উর্বার স্তায় মুহুত্তর ও দেবগণের উত্তম উপবেশনের স্থান তোমাকে আস্তৃত করিতেছি।”^{১*} তিনি যে বলেন “উর্বার স্তায় মুহুত্তর তোমাকে,” তাহাতে ইহাই বলেন যে, ‘দেবগণের সম্বন্ধে উত্তম (তোমাকে) ;’ আর যে বলেন—“দেবগণের উত্তম উপবেশন স্থান,” তাহাতে ইহাই বলেন যে, ‘(তাহা) সুখে উপবেশনের যোগ্য।’

১২। তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) বামহস্তের দ্বারা অভিনিহিত করেন^{২*}—“বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ তোমাতে উপবেশন করুন।” দেবগণ এই তিনটিই, যথা—বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ ; এবং তিনি তাহাতে (ঐ মন্ত্রে) ইহাই বলেন যে, ‘এই দেবগণ তোমাতে উপবেশন করুন।’ (প্রস্তর) বাম হস্তদ্বারা অভিনিহিত হইয়াই থাকে—

১৩। আর তিনি দক্ষিণ (হস্তের) দ্বারা এই ভয়ে জুহু গ্রহণ করেন যে, পাছে নাশক রক্ষোগণ আসিয়া প্রথমে তাহাতে প্রবেশ করে, কেননা, ঐক্ষণ রক্ষোগণের অপহস্তা। তজ্জন্ত (প্রস্তর) বামহস্ত দ্বারা অভিনিহিত হইয়া থাকে।

১৪। এবং তিনি দক্ষিণ (হস্তের) দ্বারা (এই মন্ত্রে) জুহু গ্রহণ করেন—

১২। “কজন্তু চৈব বিশচ বিধূভ্যে”—“বিধূভ্যে বিবিধ ধরণায়...ইতরথা হি প্রস্তরবর্হিযোঃ সাক্ষর্ধ্যাৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্বদেৱ্যনি সাক্ষর্ধ্যাং স্তাৎ”—সায়ণ। বিধুতি অর্থাৎ বিবিধরূপে বিভাগ করিয়া ধারণ, তাহাতে প্রস্তর ও বর্হি একত্র সংযুক্ত না হইয়া পরস্পর পৃথক্ থাকিতে পারে।

২০। বা. স. ২. ৫. ৪।

২১। অর্থাৎ প্রস্তরভিত্তিতে হস্তকে তদুপরি স্থাপন করেন।

“তুমি দ্ব্যতপূর্ণা,^{২২} এবং নামে জুহু!” কেননা, তাহা দ্ব্যতপূর্ণাই এবং নামে জুহুই;^{২৩}—“সেই তুমি প্রিয় ধামের (অর্থাৎ আজ্ঞার) সহিত প্রিয় (প্রস্তর-রূপ) আসনে উপবেশন কর!” “তুমি দ্ব্যতপূর্ণা ও নামে উপভূৎ!”—(এই মন্ত্রে) তিনি উপভূৎকে গ্রহণ করেন, কেননা, তাহা দ্ব্যতপূর্ণাই এবং নামে উপভূতই;^{২৪}—“সেই তুমি প্রিয় ধামের সহিত প্রিয় আসনে উপবেশন কর!” “তুমি দ্ব্যতপূর্ণা ও নামে ঋবাই!”—(এই মন্ত্রে) তিনি ঋবাকে গ্রহণ করেন, কেননা, তাহা দ্ব্যতপূর্ণাই এবং নামে ঋবাই;^{২৫}—“সেই তুমি প্রিয় ধামের সহিত প্রিয় আসনে উপবেশন কর!”^{২৬} অপর বাহা কিছু (পুরোডাশাদি) হবি থাকে, তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) প্রস্তরের উপরে স্থাপন করেন—“তুমি প্রিয় ধামের সহিত প্রিয় আসনে উপবেশন কর!”

. ১৫। তিনি জুহুকে (প্রস্তরের) উপরে, এবং অপর অক্ষসমূহকে (অর্থাৎ ঋবাই ও উপভূৎকে) নীচে স্থাপন করেন, কেননা, জুহু কজ্রিয়স্বরূপই, ও অপর অক্ষসমূহ প্রজাস্বরূপ; এবং তিনি তাহা দ্বারা কজ্রিয়কেই প্রজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করেন। সেই জন্য এই প্রজাসমূহ নীচে থাকিয়া উপরি আনীন কজ্রিয়কে উপাসনা করিয়া থাকে। তিনি এই নিমিত্ত জুহুকে উপরে ও অপর অক্ষসমূহকে নীচে স্থাপন করেন।

১৬। তিনি (এই মন্ত্রে পুরোডাশাদি হবিকে) স্পর্শ করেন—“তাহারা”^{২৭} ঋব (স্থির) হইয়া উপবেশন করিয়াছে!”^{২৮} কেননা, তাহারা ঋব হইয়াই উপবেশন

২২। “দ্ব্যতপূর্ণা;” “দ্ব্যত অকৃতি প্রাণোত্তীতি দ্ব্যতপূর্ণা”—বহীধর। জুহু, ঋবাই ও উপভূতে দ্ব্যত ধারণ করা হয় বলিয়া এ স্থলে সমস্ত পাককে “দ্ব্যতপূর্ণা” বলা হইয়াছে।

২৩। “হুয়তে অনয়। ইতি জুহুঃ”—ইহাতে হোম করা যায় বলিয়া ইহার নাম জুহু।

২৪। “উপ সমাসে বিভায়া বিতর্কি আজ্ঞাং ধারয়তীত্যাপভূৎ”—নিকটে থাকিয়া আজ্ঞা ধারণ করে বলিয়া তাহার নাম উপভূৎ।

২৫। হোমের অন্তর্যম্যে জুহু ও উপভূতের বেদন সকাশন আবশ্যক, ঋবায় সেৱণ নহে, তাহা স্থির হইয়া থাকে এই জন্য ইহার নাম ঋবাই।

২৬। উল্লিখিত মন্ত্র সমুদায় বা, স, ২, ৩, ১—৪।

২৭। অর্থাৎ জুহু প্রকৃতি।

২৮। বা, স, ২, ৩, ৫।

করিয়াছে ;—“সত্যের (‘ঋত’) স্থানে (‘যোনি’) !” যজ্ঞই সত্যের স্থান, এবং যজ্ঞই তাহার উপবেশন করিয়াছে ;—“হে বিষ্ণু, তাহাদিগকে রক্ষা কর, যজ্ঞকে রক্ষা কর, ও যজ্ঞপতিকে রক্ষা কর !” তিনি (যজ্ঞপতি শব্দে) যজ্ঞমানকেই বলিয়া থাকেন ;—“যজ্ঞের নেতা আমাকে রক্ষা কর !” তিনি ইহা দ্বারা নিজেকে যজ্ঞ হইতে বিযুক্ত করেন না। যজ্ঞই বিষ্ণু ; অতএব, তিনি যে এই সমস্ত রক্ষার নিমিত্ত করেন,^{২২} তাহা যজ্ঞেরই জন্ত করিয়া থাকেন। তিনি উজ্জ্বল বলেন—“হে বিষ্ণু, তাহাদিগকে রক্ষা কর !”^{২৩}

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ ।

[১ ইগ ও সানিথেনী শব্দের ই অর্থ নির্বচন ;—২ সানিথেনী উচ্চারণ কবিবার জন্ত অক্ষরদ্বারা হোতাকে প্রার্থনা ;—৩ ই প্রার্থনাবাক্যে সন্বেদনবাচী হোতৃশব্দনিবেশ করা উচিত নহে ;—৪ অগ্নেয় সানিথেনীসমূহের উচ্চারণ ও তাহার ফল ;—৫ একাঘণ সানিথেনীর আদি ও অন্তকে তিন-তিন বার উচ্চারণ করার মোট পঞ্চাশটি সম্পন্ন হয়, এবং তাহার ফল ;—৬-৭ সানিথেনীর পঞ্চাশ সংখ্যারই একান্তরে গুণিত ;—১০ ইষ্টির জন্ত সপ্তাশ সানিথেনীর উচ্চারণ, অনুচ্চস্বরে সেবতার যাগ ও তাহার কারণ ;—১১ কাহারো মতে বর্ষপূর্ণমাসে একবিংশতি সানিথেনী পড়িবার নিয়ম ও তাহার সমর্থন ;—১২ ঐসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই এই একবিংশতি সানিথেনী পঠনীয়, হোতৃধৰ্ম্ম ধরুপ হইবার জন্ত সানিথেনী পাঠ করিবেন, তিনি ইচ্ছা না করিলেও সেইরূপ উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হইতে হইবে,— ইহা বিচার নাই, শুদ্ধরূপে একবিংশতি সানিথেনী পাঠ করিবে না ;—১৩ দ্বাস ত্যাগ না করিয়া প্রথম ও অন্তিম সানিথেনীকে তিন-তিন বার করিয়া পড়িবার প্রয়োজন ;—১৪ ববানক্তি দ্বাস ত্যাগ করিয়া উচ্চারণ করা নিষেধীয় ;—১৫ যদি কেহ এই ববানক্তি উচ্চারণ ইচ্ছা না করেন, তবে তিনি এক নিখাসে এক-একটি করিয়া বন্ধ উচ্চারণ করিতে পারেন, এবং তাহাতেও সমগ্র ফল লাভ হয় ;—১৬ ব্রহ্মসমূহের পরম্পর সংযুক্ত ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে উচ্চারণ করিবার নিয়ম ।]

১। অক্ষরদ্বয় ইজ্ঞান কাণ্ডের (ইগ্ধ) দ্বারা অগ্নিকে সন্দীপ্ত (সম্ + √ ইজ্) করেন বলিয়া তাহার নাম ইগ্ধ ; এবং হোতা অগ্নিসন্দীপক (সা মি থে নী)

২২। “পরিমলতি ;” ইহার বৈদিক অর্থ এখানে দ্রুত ; সাগ্ন ইহা ছাড়িয়া গিয়াছেন ,

৩০। যজ্ঞ সমুদায় বা, স, ২, ৩, ৫।

মন্ত্রসমূহের' দ্বারা অগ্নিকে সন্দীপ্ত (সম্+√ইক্) করেন বলিয়া তাহাদের নাম সা মি ধেনৌ ।

২। তিনি (অধ্বৰ্ঘা, হোতাকে) বলেন—“সন্দীপ্যমান অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া আপনি (সামিধেনীসমূহ) উচ্চারণ করুন,” কেননা, তিনি সন্দীপ্যমান অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া তাহা উচ্চারণ করিয়া থাকেন ।

৩। তদ্বিষয়ে কেহ কেহ বলেন—“হে হোতা, সন্দীপ্যমান অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া (সামিধেনীসমূহ) উচ্চারণ করুন।” কিন্তু তাহা সেক্ষণ বলিবে না, কারণ, (বরণের) পূর্বে তিনি হোতা থাকেন না, যখন তাঁহাকে বরণ করা হয়,* তাহার পর হোতা হইয়া থাকেন; তজ্জন্ত ‘সন্দীপ্যমান অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারণ করুন’—ইহাই বলিতে হইবে ।

৪। তিনি আগ্নেয় (সামিধেনী-রূপ) মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করেন, ও তাহাতে স্বকীয় দেবতা দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন । তিনি গায়ত্রী-ছন্দোবৃত্ত মন্ত্রসমূহকে উচ্চারণ করেন, কেননা, অগ্নির ছন্দ গায়ত্রীই, এবং (এইরূপে) তিনি তাহাতে স্বকীয় ছন্দের দ্বারাই ইহাকে সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন । গায়ত্রী বীর্ঘ্য (-স্বরূপ), গায়ত্রী ব্রহ্ম (-স্বরূপ),* অতএব তিনি ইহাতে বীর্ঘ্যেরই দ্বারা ইহাকে সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন ।

৫। তিনি একাদশ (সামিধেনী) উচ্চারণ করেন, কেননা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ একাদশাক্ষর । গায়ত্রী ব্রাহ্মণ ও ত্রিষ্টুপ্ ক্ষত্রিয়, অতএব তিনি ইহাতে এই উভয়েরই বীর্ঘ্যের দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন । তজ্জন্ত তিনি একাদশ (সামিধেনী) উচ্চারণ করেন ।

৬। তিনি প্রথম (সামিধেনীকে) তিনবার, এবং শেষ (সামিধেনীকে) তিনবার উচ্চারণ করেন, কেননা, যজ্ঞসমূহের প্রারম্ভ ত্রিগুণ, এবং পরিসমাপ্তি ত্রিগুণ । তজ্জন্ত তিনি প্রথমকে তিনবার ও শেষকে তিনবার উচ্চারণ করেন ।

১। “প্র যো রাভা...” ইত্যাদি ঋক্ ; মূল ব্রাহ্মণ ১. ৩. ৩. ৭—৯ ; তৈ. স. ২. ৫. ৭. ২ ; তৈ. ভা. ৩. ৫. ২. ১—১২ ।

২। ইহা পরে উক্ত হইবে ; ১. ৪. ২. ৫ ।

৩. ৩। ব্রহ্মণ্যে এখানে ব্রাহ্মণ আতি বৃদ্ধিতে হইবে—সাম্য ।

৭। (এইরূপে) সেই সামিধেনীসমূহ পঞ্চদশটি সম্পন্ন হয়। পঞ্চদশ (মহাদ্বাক স্তোম) বজ্রই, এবং বজ্র (শব্দের তাৎপর্যার্থ) বীৰ্য্য, অতএব তিনি ইহাতে সামিধেনীসমূহকে বীৰ্য্যরূপেই সম্পন্ন করেন; এই জন্ত, যখন ‘এই সমস্ত সামিধেনীকে উচ্চারণ করা হয়, তখন, তিনি যে ব্যক্তিকে ঘেষ করিয়া থাকেন, তাহাকে (পায়ের) অন্তর্গতের দ্বারা (এই বলিয়া) পীড়িত করিবেন’ — ‘এই আমি অমুককে (শতকে) পীড়া দিতেছি;’ ইহাতে তিনি তাহাকে বজ্রেরই দ্বারা পীড়িত করেন।

৮। অর্দ্ধমাসের রাত্রি পঞ্চদশটিই হইয়া থাকে; এবং অর্দ্ধমাস-অর্দ্ধমাস রূপেই সংবৎসর আগমন করে; অতএব তিনি তাহাতে সেই সমস্ত রাত্রি পাইয়া থাকেন।*

৯। পঞ্চদশটি গায়ত্রীর (অর্থাৎ সেই ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের) অক্ষর সংখ্যা তিন শত ষাট্ (৩৬০),* এবং সংবৎসরের দিনসংখ্যাও তিন শত ষাট্ (৩৬০); অতএব তিনি তাহা দ্বারা সেই দিনসমূহকে প্রাপ্ত হন, সংবৎসরকে প্রাপ্ত হন।

১০। তিনি ইষ্টির* জন্ত সপ্তদশ সামিধেনী উচ্চারণ করিবেন, কেননা, তিনি যে দেবতাকে ঈষ্টি অর্পণ করেন, তাহার ষাগ অমুক্তম্বরে (‘উপাংগু’) করিয়া থাকেন। সংবৎসরের মাস বারটি, ও ঋতু পাঁচটি;† এবং ইহাও

৪। এখানে পায়ের অন্তর্গত দ্বারা তুমিক পীড়িত করিতে হয়; কা. ব্রো. ৩. ১. ৭; ভূম:— তে. স. ১. ৩. ৩।

৫। সামিধেনী গুরুাক্ত একারে পঞ্চদশটি হওনায়, ইহার দ্বারা তাহারই উৎকর্ষ দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ইহাতে তিনি সংবৎসরের সমস্ত রাত্রি প্রাপ্ত হন।

৬। গায়ত্রী হ্রস্ব ৮ অক্ষরের পায়ের তিন পাদবিশিষ্ট, অতএব এক একটিতে ২৪ অক্ষর থাকায় গননরীতিতে (২৪ × ১৫ = ৩৬০) তিনি শত ষাট্ অক্ষর হয়।

৭। ইষ্টিশব্দে এখানে কাস্যটি ব্রুজিত হইবে। কামিনাক্ষিপের পূর্ণের জন্ত দর্শ-পূর্ণবাসের আদর্শ এই ইষ্ট করা হয়, একমুহূর্ত ইহাকে যে কৃতি দর্শ-পূর্ণবাস যাসের বি কৃতি বলা হয়।

৮। অন্ততঃ হয় ঋতু বলা সিদ্ধান্তে—১. ২. ৩. ১২—১৩; এখানে হেমন্ত ও শিশিরকে একত্র ধরিয়া পাঁচ ঋতু বলা হইয়াছে (ঐ. ব্রা. ১. ১. ১১)।

(দ্বাদশ মাস ও পঞ্চ ঋতু-যুক্ত সংবৎসর) সপ্তদশাঙ্গক প্রজাপতি ;* কেননা, স ক ল ই (‘সকল’) প্রজাপতি ; এবং সেইজন্য, তিনি যে কামনা করিয়া ইষ্ট অর্পণ করেন, সেই কামনাকে স ক লে র ই দ্বারা অবিকল ভাবে সাধন করিতে পারেন। তিনি অমুক্তস্বরে দেবতার যাগ করেন, কেননা, অমুক্তস্বর অনিরুক্ত (অম্পষ্ট), এবং স ক ল ও অনিরুক্ত ;† তজ্জন্য, তিনি যে কামনার নিমিত্ত ইষ্ট অর্পণ করেন, সেই কামনাকে স ক লে র ই দ্বারা অবিকল ভাবে সাধন করিয়া থাকেন ; এবং ইহা ইষ্টের ধর্ম ।

১১। তাঁহারা বলিয়া থাকেন—‘দর্শ ও পূর্ণমাসে একবিংশতি সামিধেনী উচ্চারণ করিবে। সংবৎসরের মাস দ্বাদশটি, ও ঋতু পাঁচটি, এবং তিন লোক,—ইহাতে বিংশতি হয় ; এবং যিনি তাপ দিতেছেন (সূর্য), তিনিই একবিংশ ;—তিনিই সেই-এই গতি, এবং তিনিই এই প্রতিষ্ঠা ; (যজমান) তাহা দ্বারা এই গতি,—এই প্রতিষ্ঠাকে প্রাপ্ত হন। তজ্জন্য একবিংশতি সামিধেনী উচ্চারণ করিবে।’

১২। তিনি এই সমস্ত (সামিধেনীকে) প্রাপ্তশ্রী ব্যক্তির পক্ষেই উচ্চারণ করিবেন। যিনি ইচ্ছা করিবেন যে, ‘আমি উৎকৃষ্ট (‘শ্রেয়ান্’) হইব না, বা নিকৃষ্ট (‘পাপীয়ান্’) হইব না, তিনি সেইরূপই হইয়া থাকেন,—যে রূপ হইবার জন্ত তাঁহারা (হোতৃগণ, তাহা) উচ্চারণ করেন ;—অর্থাৎ যিনি ইহা এইরূপ জানেন ও বাহার জন্ত তাঁহারা এই সমস্ত (সামিধেনীকে) উচ্চারণ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট হইবেন। কিন্তু ইহা (“যিনি ইচ্ছা করিবেন

২। পাঁচ কৃত্ত ও বার মাস থাকায় সংবৎসর সপ্তদশাঙ্গক, প্রজাপতিও মন্ত্রে সপ্তদশ অক্ষর থাকায় সপ্তদশাঙ্গক, বলা—“আশ্রাব্যেতি চতুরক্ষরঃ, জন্ত শ্রৌয্যেতি চতুরক্ষরঃ, দজ্জেতি দ্ব্যক্ষরঃ, যে যজামহ ইতি পঞ্চাক্ষরঃ, দ্ব্যক্ষরো বচৎকারঃ, এব বৈ সপ্তদশ প্রজাপতিঃ”—ঐ. স. ১. ৫. ১১। এই সাদৃশ্য হেতু সংবৎসরকে প্রজাপতিবরূপ বলা হইয়াছে। ভুল :—১. ২. ৩. ১২।

১০। সাধারণ কলেন—“উপাংগ উচ্চারণ পার্বেহ কোন পদার্থবিশেষের প্রত্যায়ক হয় না বলিয়া তাহা অনিরুক্ত ; বাহা অনিরুক্ত, তাহা বিশেষ করিয়া কাহারও নির্জন করিতে পারে না বলিয়া তাহা সর্বব্যাপক।”

যে,..." ইত্যাদির দ্বারা বাহা উক্ত হইল তাহা) কেবল মীমাংসাই, এই সমস্ত (একবিংশতি সামিধেনীকে) উচ্চারণ করিবে না ।^{১১}

১৩। তিনি ঋসত্যাগ না করিয়া তিনবার প্রথম ও তিনবার অষ্টম (ঋক্কে) উচ্চারণ করিবেন ; কেননা, এই লোক তিনটিই ; তিনি তাহা দ্বারা এই তিন লোককেই বিস্তৃত (অথবা পরস্পর সংযুক্ত) করেন এবং এই তিন লোককেই আনন্দিত করেন । মনুষ্যে এই তিন প্রাণ (প্রাণ, অপান ও বান) থাকে ; তিনি তাহা দ্বারা ইহাকেই (এই প্রাণকেই) ইহাতে (যজ্ঞমানরূপ মনুষ্যে) অবিলম্বে বিস্তৃত (অথবা সংযুক্ত) করিয়া রাখেন । এবং এইরূপেই উচ্চারণ করিতে হয় ।

১৪। ঠাঁহার (হোতার) যতক্ষণ পর্য্যন্ত (অবিলম্বে ঋসত্যাগ না করিয়া উচ্চারণ করিবার) শক্তি থাকে, তিনি ততক্ষণই (ঋসত্যাগ না করিয়া) উচ্চারণ করিবার ইচ্ছা করিবেন ;^{১২} কিন্তু ইহার নিন্দা আছে ; এই নিন্দা যে, গিনি (হোতা) ঋস অপরিত্যাগে উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা করিয়া (ঋকের) মধ্যে ঋস পরিত্যাগ করিয়া ফেলিবেন এবং সেই কার্য শিথিল হইয়া যাইবে ।

১৫। তিনি যদি ইহা (যথার্থকি উচ্চারণ) ইচ্ছা না করেন, তবে ঋস পরিত্যাগ না করিয়া এক-একটি (ঋক্কেই) উচ্চারণ করিবেন ; তিনি এক-একটি দ্বারাই এই সমস্ত (তিন) লোককে বিস্তৃত (অথবা সংযুক্ত) করেন, এক একটি দ্বারাই এই সমস্ত (তিন) লোককে আনন্দিত করেন । আর যে তিনি প্রাণকে (যজ্ঞমানের মধ্যে ^{প্রাণ} অবিলম্বে সংযুক্ত করিয়া) রাখেন, তাহার কারণ এই যে,

১১। এখানে মূল পাঠ পৌলশাল ধরণের ; "তা হৈতা গভশ্রেবোহুজ্ঞান্ । য ইচ্ছন্ন শ্রেয়ান্ভ্যত্র পাণ্ডিয়ানিতি বাধ্যশ্চ হৈব স তেহবাহুস্তাদৃণ্ বা হৈব ভবতি পাণ্ডিয়ান্ বা যৈস্তব বিদ্বব এতা অস্বাহঃ সো এবা মীমাংসৈব নহেবৈতা অনুচান্তে ।" কাণ্বাখ্যার পাঠ সংক্ষিপ্ত হইলেও বেশ পরিষ্কার ; যথা—"ভবেত্তদ গভশ্চৈব কুবীড় ন হ শ্রেয়ান্ ন পাণ্ডিয়ান্ ভবতি যৈস্তবস্বাহঃ সৈবা মীমাংসৈব নহনুচান্তে ।"

১২। "শত্ৰুদ্রুপসেবাস্ত্রদ্রুসমং । দণ্ডাভাবে হি গুহ্মযোহবসানে যোচ্ছ্রাসে নাস্তি দোষ ইত্যভিপ্রায়ঃ"—সারণ্য ।

গায়ত্রীই প্রাণ ;^{১০} তিনি সমগ্র গায়ত্রীকে উচ্চারণ করিয়া সমগ্র প্রাণকে (অর্থাৎ সংযুক্ত করিয়া) রাখেন। অতএব শ্বাস পরিত্যাগ না করিয়া এক-একটিই উচ্চারণ করিবে।

১৬। তিনি সেই সমস্ত (ঋক্কে) অবিচ্ছেদে ও পরস্পর-সংযুক্ত ভাবে উচ্চারণ করিবেন। তিনি ইহাতে সংবৎসরেরই অহোরাত্রসমূহকে পরস্পর-সম্বন্ধ করিয়া থাকেন, এবং পরস্পর-সম্বন্ধ ও অবিচ্ছিন্ন হইয়াই সংবৎসরের এই অহোরাত্র সমুদয় আবর্তন করিতেছে। তিনি ইহাতে ছেবকারী শত্রুকে উপস্থিত হইতে দেন না ; যদি তিনি (সেই সমুদয় ঋক্কে) পরস্পর-অসংযুক্ত ভাবে উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে, সেই শত্রু উপস্থিত হইয়া পড়ে।^{১১} তজ্জন্ম তিনি (ঋকসমূহকে) পরস্পর সংযুক্ত ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে উচ্চারণ করেন।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ ।

[১ সামিধেনীসমূহ উচ্চারণের পূর্বে হিংশব্দ উচ্চারণ আবশ্যক, বজ্র সামসহিত হয় না, হিংসার প্রণবসকৃত হইয়া সামের রূপ ধারণ করে ;—২ এই হিংশব্দ উচ্চারণ করিবার কারণান্তর ;—৩ হিংশব্দ অনুচ্চস্বরে উচ্চারণীয়, উচ্চস্বরে উচ্চারণের বোধ্য ;—৪ 'আ' ও 'এ' শব্দের সহিত ঋক-সমূহের উচ্চারণ শু ভাহার কল ;—৫-৬ এই দুই শব্দ উচ্চারণ করিবার অপর কারণস্বর ;—৭ সামিধেনীস্বর উল্লেখ করিয়া এই দুই শব্দের সম্ভাব প্রদর্শন ;—৮ উল্লিখিত দুইটি সামিধেনীতেই 'প্র'-শব্দের অর্থ প্রতিপাদিত হয়—এই মন্ত খণ্ডন করিয়া উভয়ের পার্থক্য সমর্থন ;—৯ প্রথম সামিধেনীর কতকগুলি পদের ব্যাখ্যা, —১০ বি দে হ(ষ) ঘের অধিপতি রাজা না ঋ ব এবং ভাহার পুরোহিত গো ত ম ক লইয়া অগ্নিবিধবক আধারিকাবিশেষের প্রস্তাবনা ;—১১-১৪ এই আধারিকা, ম ধা নী রা (ক র তো ধা) নদীর উল্লেখ, পুরাকালের ব্রাহ্মণেরা এই নদী পার হইতেন না ;—১৫ ভাহার পর এই

১৩। গায়ত্রী ত্রিণাদ, এক প্রাণবায়ুও প্রাণ, অপান ও ব্যানরূপ বৃত্তিভেদে ত্রিবিধ ; গায়ত্রী ও প্রাণের এইরূপ ত্রিবসংখ্যারূপ সাদৃশ্য থাকায় প্রাণকে গায়ত্রীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সামিধেনীরূপ ঋকসমূহ ত্রিণাদ বলিয়া ভাহার এক-একটির উচ্চারণেও বোঝাত্মকে বিস্তৃত করা হয়।—সারণ।

১৪। শত্রু ছিত্রাঘেবী, পরস্পর-অসংযুক্ত ভাবে ঋক্ উচ্চারণ করিলে সেই কঁক পাইয়া সে উপস্থিত হইতে পারে, অবিচ্ছেদে সংযুক্ত ভাবে উচ্চারণ করিলে সেই কঁক আর পায় না।

নদীর পূর্বভাগে ব্রাহ্মণ-বসতি, পূর্বে তাহা ক্ষেত্রের নিত্যন্ত অযোগ্য ও মলপ্রচুর ছিল ;—১৬ এখন তাহা ক্ষেত্রযোগ্য, সেখানে ব্রাহ্মণগণের বজ্রাহুতান। ত্রীশের সময়েও এই নদীর প্রবলতাব থাকে ও তাহার মল শীতল ;—১৭ এই নদীর পূর্বভাগে না খ বের বাসভূমি নির্দেশ ; এই নদী বি দে হু ও কো স লে র সীমা, এবং এই দেশদ্বয়ের নাম না খ ব (অর্থাৎ না খ ব তাহাদের রাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ) ;—১৮-১৯ বি দে ঘ সেই সময়ে পো ত ম কে কেন উত্তর ঘেন নাই, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন ও উত্তর ;—২০ সামি-
ধেনীসমূহে যুত শব্দ থাকায় তাহা অগ্নির সমীপক হয় ;—২১ পূর্বোক্ত প্রথম সামিধেনীর অবশিষ্ট অংশের ব্যাখ্যা ;—২২-২৩ এই সামিধেনীস্থিত 'বীভয়ে' পদ ব্যাখ্যার অষ্ট আখ্যায়িকা—পূর্বে ভুলোক দ্বালোকাদি পরম্পর সংস্কৃত ছিল, পরে দ্বেবগণ তাহা পৃথক্ পৃথক্ করেন ;—২৪ সামিধেনীর অবশিষ্ট অংশের ব্যাখ্যা ;—২৫ তৃতীয় সামিধেনীর ব্যাখ্যা ;—২৬-২৭ চতুর্থ সামিধেনীর ব্যাখ্যা ;—২৮-২৯ পঞ্চম সামিধেনীর ব্যাখ্যা ও ষষ্ঠ সামিধেনীর প্রথমভাগের ব্যাখ্যা ;—৩০-৩১ এই সামিধেনীর অপরাংশের ব্যাখ্যা ;—৩২ সপ্তম সামিধেনীর ব্যাখ্যা ;—৩৩ 'বর্ষকারী' ('বৃষা')-পদবৃত্ত শব্দত্রয় অগ্নিদেবতার হইলেও তাহা ইন্দ্রদেবতার হইয়া থাকে ;—৩৪-৩৫ অষ্টম সামিধেনীর ব্যাখ্যাশ্রমকে আখ্যায়িকা-
বিশেষের উল্লেখ ;—৩৬ উক্ত ষষ্ঠে অষ্টাক্ষরবিশিষ্ট গায়ত্রী থাকায় তাহা অষ্টম সামিধেনীরূপে পাঠ্য ;—
৩৭ কেহ কেহ এই অষ্টম সামিধেনীর পূর্বে দ্বাখ্য-নামক দুইটি শব্দকে উচ্চারণ করিয়া থাকেন,—এই যত বস্তুন করিয়া অষ্টম সামিধেনীর পর দ্বাখ্যের উচ্চারণের ব্যবস্থা ;—৩৮ নবম সামিধেনীর ব্যাখ্যা ;—দশম সামিধেনী উচ্চারণ করিবার পূর্বে অনুবাক্যের সমিৎ ত্রিণ সমস্ত ইন্দ্রের অগ্নিতে নিক্ষেপ, তাহার অন্তর্থা করিলে দেখ ;—৩৯ নবম সামিধেনীর অবশিষ্ট অংশের ব্যাখ্যা, দশম সামিধেনীর ব্যাখ্যা ;—৪০ নবম, দশম ও একাদশ সামিধেনীতে অব্যয় শব্দ থাকায় তাহার মল, অক্ষর-শব্দের তাৎপর্যার্থ এসম্মে ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাবিশেষ ।]

১। তিনি 'হিং' (শব্দ) উচ্চারণ করিয়া (শব্দসমূহকে) উচ্চারণ করেন । তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, 'সামরহিত বজ্র হয় না, এবং 'হিং'-(শব্দ) না করিয়া সাম গান করা যায় না । তিনি যে 'হিং' করেন, তাহাতে হিকারের (অর্থাৎ হিং শব্দের) রূপ করা হইয়া থাকে, এবং তাহা প্রণবের (ওঁ) দ্বারাই সামের রূপ প্রাপ্ত হয় । তাঁহারা 'ওঁ, ওঁ'-উচ্চারণের দ্বারা এই সমগ্র বজ্রই সামবান্ হয় ।”

২। তিনি যে 'হিং-শব্দ উচ্চারণ করেন, (তাহার অপর কারণ এই

১। সাম উচ্চারণে 'হিং' ও 'ওঁ' শব্দ থাকা চাইই ; অষ্টক—২.২.১১.... । “সমাপ্য সামিধেনীরদ্বাঃ । হিং ইতি দ্বিত্বা ভূত্বং বরেনিতি অপতি ।” আখ. মৌ. ১.২.২-৩ ।

যে),—হিঙ্গার প্রাণই; হিঙ্গার প্রাণই, সেই জন্ত নাসিকাদ্বয় বন্ধ করিলে হিংশব্দ উচ্চারণ করিতে পারা যায় না। তিনি বাক্যের দ্বারা ঋক্ উচ্চারণ করেন; এবং বাক্য (‘বাচ্,’ জ্বীং) ও প্রাণ (পুং) একটা মিথুন (স্বরূপ); অতএব তিনি তাহা দ্বারা সান্নিবেশীসমূহের অগ্রে এক উৎপাদক^২ মিথুন (সৃষ্টি) করিয়া থাকেন। তিনি সেই জন্তই হিং করিয়া উচ্চারণ করেন।

৩। তিনি ‘হিং’-শব্দকে অনুচ্চস্বরে উচ্চারণ করেন। আর যদি তিনি ‘হিং’-শব্দকে উচ্চস্বরে উচ্চারণ করেন, তবে তাহা বাক্য দ্বারাষ্ট সম্পাদিত করিয়া ফেলেন; সেই জন্ত তিনি ‘হিং’-শব্দকে অনুচ্চস্বরে উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

৪, তিনি ‘আ’ ও ‘প্র’ শব্দের সহিত (ঋক্‌সমূহকে) উচ্চারণ করেন; এবং তাহা দ্বারা গুরজীকোঁঠ অভিমুখী ও পরাভুম্বী^৩ করিয়া যোগ করেন, তাহা পদাশ্রুতা হইয়া দেবগণের যজ্ঞ বহন করে, এবং অভিমুখী হইয়া সমুদ্রাগণকে বন্ধ করে, তিনি এই জন্তই ‘আ’ ও ‘প্র’ শব্দের সহিত উচ্চারণ করেন।

৫, তিনি বে ‘আ’ ও ‘প্র’ শব্দের সহিত (ঋক্‌সমূহকে) উচ্চারণ করেন, (তাহার অপর কারণ এই বে), ‘প্র’ (শব্দে) প্রাণ, ও ‘আ’ (শব্দে) উদান; অতএব তিনি তাহা দ্বারা (যজ্ঞমানের) প্রাণ ও উদানকেই ধারণ করেন। সেই জন্ত তিনি ‘আ’ ও ‘প্র’ শব্দের সহিত উচ্চারণ করেন।

২। স. ভা. ব্রা. ৪. ৭. ১।

৩। অর্থাৎ যজ্ঞমানের পুত্র পৌত্রাদির উৎপত্তির নিমিত্তত্ব।

৪। “অথ যজ্ঞৈর্হিষ্ণুর্বাদ অস্তঃস্বরে কুর্যাদাচসেব;” সাধারণ এখানে লিখিয়াছেন—“উচ্চৈর্হিঙ্গারস্তোচ্চারণে হি সোঃপি বাটসে নির্ধৌত ইতি তদাঙ্গক এব স্তামজু প্রাণাশ্রকঃ, ওখাচ মিথুনসম্পত্তিঃ স্তাৎ।” ইহাই অনুসরণ করিয়া ভাববাদে এখানে অনুবাদ করা হইয়াছে।

৫। অর্থাৎ ‘প্রাণ’ ও ‘প্র’ উপসর্গযুক্ত ঋক্‌সমূহকে উচ্চারণ করিবেন। যথা প্রথম সান্নিবেশী—“প্র বো রজা...,” এখানে ‘প্র’ শব্দ রহিয়াছে; দ্বিতীয় সান্নিবেশী—“অথ আ বাহি বীতয়ে...,” এখানে ‘আ’ শব্দ আছে।

৬। ‘অভিমুখী ও পরাভুম্বী,’ ইহাদের মূল যথাক্রমে “অবীচী” ও “পরীচী”। সাধারণ ইহাদের অর্থ তাহাই লিখিয়াছেন। ‘আচ্’ উপসর্গের অর্থ আভিমুখা, অর্থাৎ নিজের দিক, ভিতর;

৬। তিনি যে ‘আ’ ও ‘প্র’ শব্দের সহিত উচ্চারণ করেন, (তাহারা আরও কারণ এই যে), ‘প্র’ অর্থাৎ সামনে রেত সেচন করা হয়, এবং ‘আ’ অর্থাৎ অভিমুখে—নিজের দিকে (সন্ধান) জাত হয় ; ‘প্র’ অর্থাৎ সামনে (বন-প্রান্তর প্রভৃতিতে) গন্তগণ (চরিত্বার জন্ত) গমন করে (‘বিত্তিষ্ঠন্তে’), ‘আ’ অর্থাৎ অভিমুখে—নিজের দিকে তাহারা ফিরিয়া আসে ; এবং এষ্ট সমস্তই (বস্ত) সামনের দিকে ও নিজের দিকে (যথাক্রমে গমন ও আগমন করে)। তিনি সেই জন্তই ‘প্র’ ও ‘আ’ শব্দের সহিত উচ্চারণ করেন ।

৭। তিনি উচ্চারণ করেন—“তোমাদের অন্নসমূহ ও অর্দ্ধমাসসমূহ প্রবৃত্ত হইয়াছে !” ইহাতে ‘প্র’ (শব্দ প্রাপ্ত) হওয়া যায়, এবং (দ্বিতীয় সামিধেনীতে), “হে অগ্নি, বিস্তারের (বাঁ হবি ভক্ষণের) জন্ত আগমন করুন !” ইহা দ্বারা ‘আ’ (শব্দ প্রাপ্ত) হওয়া যায় ।

৮। তদ্বিষয়ে কেহ কেহ বলেন—“এই উভয় (মন্ত্রট) ‘প্র’ (শব্দের অর্থ)

নিজের গ্রামাধিতে কেহ আসিলে সেখানে ‘প্রাপ্ত’ শব্দ আরও ব্যবহার করিয়া থাকি ; ‘প্র’ উপসর্গের অর্থ ইহার ঠিক বিপরীত, নিজের সামনে বহির্দিক ; কেহ নিজের গ্রামাধি হইতে চলিয়া গেলে আমরা ‘প্রযাত’ ‘প্রস্থত’ ইত্যাদি ব্যবহার করি। নিকৃষ্টে (১.১.৫) আছে—“জাৎ ইত্যাবাগর্থে, প্রপরেতান্ত প্রাতিসোমায়।” মূল ব্রাহ্মণে ‘আ’ ‘প্র’ এই দুই উপসর্গের অর্থ প্রকাশ করিবার জন্ত “অব্যাচী” ও “পর্যচী” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গায়ত্রী “অব্যাচী” অভিযুগী অর্থাৎ নিজের দিকে থাকিয়া ইহলোকস্থ মনুয্যগণকে রক্ষা করে, এবং তাহাই “পর্যচী” অর্থাৎ তদ্বিপরীতমুখী হইয়া উপরিস্থিত ছালোকবর্তী দেবগণের বক্ষা বহন করে। “পর্যচী” শব্দের অর্থ যে মায়ণ ‘পর্যজুখী’ লিখিয়াছেন, ইহারও তাহাই তাৎপৰ্য্য—“দেববজ্রান্নিক্ৰম্য পরাচী পরাশ্রয়ী অনিবর্তনানেন গায়ত্রী ছালোকং প্রতি...।”

৯। “অপত্যরূপেণ জায়মানন্ত অভিযুগাবর্তনায়”—মায়ণঃ ।

১। “প্র যো বাজা অভিযাব-...” ইহা প্রথম সামিধেনীর প্রথম পাদ ; তৈ. ব্রা. ৩. ৫. ২. ১ ; মূল ব্রাহ্মণের পরবর্তী ৯ম কণ্ডিকায় ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও (২. ৫. ১. ২—৩) ইহার ব্যাখ্যা আছে। মায়ণচার্য্য তন্মুসারে সেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—“হে দেবগণ, তোমাদের কৃত্তিক ও বজ্রযানগণ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং মাস, অর্দ্ধমাস ও হবির্ভাগশালী দেবসমূহ যুতপ্রদানকারিণী পাতীর সহিত প্রবৃত্ত হউন।” তৈত্তিরীয়সংহিতায় ঐ স্থানে বাজ-শব্দের অর্থ অন্ন লিখিত হইয়াছে ।

২। “অগ্ন জায়াহি বীতয়ে...”—তৈ. ব্রা. ৩. ৫. ২. ২ ; ঋ. স. ৩. ১৩. ১০ ।

সম্পাদন করে।” কিন্তু তাহা অতিবিক্ৰান্ত-জনিত (বলিতে হইবে) ! (বস্তুতঃ) “তোমাদের অন্নসমূহ ও অর্দ্ধমাসসমূহ প্রেরিত হইতেছে !”—ইহাতে ‘প্র’ (শব্দ), এবং “হে অগ্নি, বিস্তারের জন্য আগমন করুন !” ইহাতে ‘আ’ (শব্দ) প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৯। তিনি উচ্চারণ করেন—“তোমাদের অন্নসমূহ ও অর্দ্ধমাসসমূহ প্রেরিত হইতেছে !”—ইহাতে ‘প্র’ (শব্দ প্রাপ্ত) হওয়া যায়। (ঐ মন্ত্রের মধ্যে যে তিনি) ‘বাক্স’-শব্দ” (উচ্চারণ করেন, সেই) ‘বাক্স’-শব্দ অন্নকেই (বুঝায়) ; অতএব অন্নকেই লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহা উচ্চারণ করেন। (ঐ মন্ত্রের মধ্যে যে) ‘অভিধ্যাবঃ’ শব্দ আছে, (সেই) ‘অভিধ্যাবঃ’ শব্দ অর্দ্ধ-মাসসমূহকেই (বুঝাইয়া থাকে) ; অতএব তিনি অর্দ্ধমাসসমূহকেই লক্ষ্য করিয়া তাহা উচ্চারণ করেন। (আর যে ঐ মন্ত্রে) ‘হবিষ্যন্তঃ’ শব্দ (দেখা যায়), সেই ‘হবিষ্যন্তঃ’ শব্দ পশুসমূহকে বুঝায় ; অতএব তিনি পশুগণকেই লক্ষ্য করিয়া তাহা উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

১০। তিনি (সেই মন্ত্রে) “ব্রতপূর্ণার দ্বারা”—(এই বাক্যাংশটি উচ্চারণ করেন)। বি দে ঘ (বি দে ঘ-দেশের রাজা)”—মা খ ব”—বৈশ্বানর অগ্নিকে মুখে ধারণ করিয়াছিলেন। রা হ গ ন (রা হ গ ন পুত্র) গো ত ম ঋ ষ তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। পাছে বৈশ্বানর অগ্নি আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া যায় এই ভয়ে তিনি (পুরোহিতের দ্বারা) আহুতমান হইয়াও তাঁহাকে উত্তর প্রদান করেন নাই।

১১। “অগ্নি আয়াহি...,” অর্থাৎ “অগ্নি, আগমন করুন” এই মন্ত্রে যে অগ্নিকে নিজের অভিমুখে আগমন করিতে বলা হয়, সেই অভিমুখাগমন স্বর্ণগাদী দেবগণের সমুদয়ে গমন ত্রিষ্র অর কিছুই নহে ; অতএব ‘আ’ উপসর্গ থাকিলেও তাহা ‘প্র’ উপসর্গেরই অর্থ প্রকাশ করে।—সায়ণ

১০। মূল মন্ত্র লক্ষণীয়—“প্র বো বাক্সা অভিধ্যাবঃ। হবিষ্যন্তো ব্রতাকা।। দেবান্ জিগাতি সন্নমুঃ।”

১১। শ্রুতগণ ব্রাহ্মণের অজ্ঞাত সমস্ত স্থলেই বি দে ঘ শব্দই পাওয়া যায় (১৪.১.১৭ ; ১৪.৬. ১১.৬ ; ৭.২.৩১)।

১২। Weber ও সাব্রেরী বহাশর যে সকল পুঁথির সাহায্যে মূল ব্রাহ্মণ প্রকাশিত করেন, তাহার সর্বত্রই মা খ ব পাঠ আছে ; কিন্তু সায়ণাচার্য্য মা খ ব পাঠে বহিঃ, ৩-তম অর্থ করিয়াছেন ন দূর পুত্র।

১১। তিনি (ঋষি পোতম) তখন ঋকসমূহের দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলেন—“হে মেবাবিন্ (‘কবে’) অগ্নি, ঐহার হোন দ্বারা সমুদ্ভি লাভ হইয়া থাকে (অথবা যিনি হোমস্থানে দেবগণকে আহ্বান করেন), সেই চ্যতিমান্ মহান্ আপনাকে আমরা যজ্ঞে সন্দীপ্ত করিতেছি!”^{১০}—বি দে ঘ।^{১১}

১২। তিনি (বি দে ঘ) প্রভাতের প্রদান করিলেন না। (ঋষি বলিলেন)—“হে অগ্নি, আপনার দীপ্যমান বিত্ত্ব রশ্মিসমূহ উদ্ভিত হইতেছে, আপনার শিখাসমূহ ও জ্যোতিসমূহ উদ্ভিত হইতেছে!”^{১২}—বি দে ঘ-অ-অ।^{১৩}

১৩। তিনি উত্তর প্রদান করিলেন না। (ঋষি বলিলেন,—“হে যুক্তফলশালিন্, আমরা সেই আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি!”^{১৪} তিনি এই মাত্র বলিলেন, এবং ইহার মধ্যে তাঁহার ঘৃণ শব্দ উচ্চারণ করাতেই বৈদ্যনব অগ্নি (রাজার) মুখ হইতে জলিয়া উঠিল, তিনি তাল্ল ধারণ করিতে পারিলেন না। সেই (অগ্নি) তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়া এই পৃথিবীতে পতিত হইল।

১৪। বি দে ঘ না থ ব সেই সময়ে সরস্বতী তে (অর্থাৎ সমস্ত নদীর ভীষ্ম) ছিলেন।^{১৫} সেই (অগ্নি) ঐ স্থান হইতে পূর্বাভিমুখে এই পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে করিতে গমন করিয়াছিল, এবং রা হ গ ন গো ত ন ও বি দে ঘ মা থ ব সেই দহনপ্রবৃত্ত (অগ্নির) পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিলেন। সেই (অগ্নি) এই সমস্ত নদীকে বিদগ্ধ করিয়া ফেলে,^{১৬} কিন্তু স দা নী বা^{১৭} (নামে

১৩। বা. স. ২. ৪. ১; ঋ. স. ৫. ২৬. ৩।

১৪। এই সমস্ত কবের দ্বারা বি দে ঘের মুখগত অগ্নিকে জ্বল করিয়া তিনি বগুত গাহকেই আহ্বান করিয়াছিলেন—সাহরণ; শব্দেও দেখে সেই জন্ত তাঁহাকে সোধাধন করা হইয়াছে।

১৫। জৈ. স. ১. ৩. ১৪ ২৮; ঋ. স. ৮. ৪৫. ১৬।

১৬। ঋ. স. ৫. ২৬. ২।

১৭। সাধারণ কলম—তিনি ভাগশালিত্রি এক সরস্বতী নদীর মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ছিলেন।

১৮। বুল “অতিবদাচ;” এই সমস্ত নদীতে অতিক্রম করিয়া দগ্ধ করিয়াছিল—এ অর্থও হইতে পারে, এবং ইহাই সম্ভবতঃ বোধ হয়। অনুবাদ সাধারণদ্বারা।

১৯। সাধারণ বলেন—স দা নী বা এর অপর নাম ক র তো রা; অমরকোষেও (১ ১০. ৩৩) ইহা আছে।

নে নদী, বাহা) উত্তর পর্বত হইতে প্রবাহিত হইতেছে, কেবল ইহাকেই বিদগ্ধ করিতে পারে নাট। 'বৈশ্বানর অগ্নি ইহাকে বিদগ্ধ করে নাই'—এই মনে করিয়া ব্রাহ্মণগণ পুরা কালে তাহা (ঐ নদী) পার হইতেন না।

১৫। তাহার পর এখন (তাহার) পূর্বভাগে বহু ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন। (সেই সময়ে) ঐ স্থান ক্ষেত্রের নিগন্ত অযোগ্য ও জলপ্রচুর ছিল, কেননা, বৈশ্বানর অগ্নি তাহার স্বাদ গ্রহণ করেন নাট।

১৬। কিন্তু এখন তাহা বেশ ক্ষেত্রযোগ্য হইয়াছে, কারণ, ব্রাহ্মণগণ নিশ্চয়ই যজ্ঞের দ্বারা অগ্নিকে ইহার আশ্বাদন করাইয়াছিলেন। সেই (নদী) নিদাঘের চরম ভাগেও যেন সংকুচিত হইয়া উঠে; বৈশ্বানর অগ্নি বিদগ্ধ করে নাহ বলিয়া তাহা তত্ত্বানি শীতল।

১৭। (তখন) বিদেহ মাথব বলিলেন—‘আমি কোথায় থাকিব?’ তিনি (অগ্নি) উত্তর করিলেন—‘তহারই (এই নদীর) পূর্ব দিকে তোমার (বাস-ভূমি হইবে)’ সেত এই (সদানীরা নদী) এখনও কোসল ও বিদেহ দেশের সীমা হইয়া রহিয়াছে; এবং তাহার মাথব (বলিয়া প্রসিদ্ধ)।’

১৮। অনন্তর রাহগণ গোতম (রাজাকে) বলিলেন—‘আপনি অতীত হইয়া আমাদিগকে উত্তর প্রদান করেন নাই কেন?’ তিনি বলিলেন—‘আমার মুখে (তখন) বৈশ্বানর অগ্নি ছিলেন; পাছে তিনি আমার মুখ হইতে ‘নজ্রাস্ত হইয়া যান—এই ভয়ে আমি উত্তর প্রদান করি নাই।’

১৮। এই আখ্যায়িকাটি বিশেষ আলোচনার যোগ্য। Prof. Weber প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহা অনুসরণ করিয়া আবারও তাহাৎবর্ষে ক্রমান্বয়ে তিনবার উপনিবেশ স্থাপনের কথা বলিয়া থাকেন। আবারও প্রথম পঞ্চদশ প্রদেশে সরস্বতীর তীর পর্যাঙ্ক বিস্তৃত হইয়াছিলেন, তাহার পব সরস্বতীর তীর হইতে (৪৭ ক্রোড়ক) নাগব ও তাহার পুত্রোহিত যোক্তবের নেত্রুৎ সদানীরা অর্থাৎ কর্তা স্বরভাব পবাপ্ত (বস্তুমান বস্তুতা নগর এই নদীর উপরেই অবস্থিত) আগমন করেন; এবং তাহার পর সেই নদীরও পুনর ভাগে তাহার অবস্থিতি করেন। বিদেহ ও কোসল জনপদ বোধ হয় সেই সময়ে এক নৃপতির অধীন ছিল, এবং সেই নৃপতি মাথব, এই জন্ত এই দুই জনপদকেও মাথব বলা হইত; এবং কর্তা রাহা পর্যাঙ্ক ঐ রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল Prof. Weber মনে করেন ব্রাহ্মণোক্ত অগ্নিবাহনক আধিপত্যের দেশ আক্রমণের কল স্করূপ ধ্বংসকে বুঝাইতেছে। প্রাকৃত ভাষায় যাহানে বহু স্থানেই দেখা যায়, যেসকল লগ্ন লহ, সেই জন্ত বিদেহ হইতে পরে বিদেহ হইয়া আসিলে, মনে করা যাইতে পারে।

১৯। ‘কিন্তু তাহা কিরূপে হইল?’—‘আগনি যখনই “হে যুতফরণ-শালিন্ আমরা (তোমাকে) প্রার্থনা করিয়াছি।”—এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন, তখনই যুত (শব্দ) কীর্ত্তনে বৈশ্বানর অগ্নি মুখ হইতে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন, আমি তাঁহাকে ধারণ করিতে পারিলাম না; তিনি আমার মুখ হইতে নিস্তাস্ত হইয়া পড়িলেন।’

২০। সান্নিধেনীসমূহে যে যুত (শব্দ)-যুক্ত (পদ) থাকে, তাহা তাহার (অগ্নির) সন্দীপকই হয়;” তিনি তাহা দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) সন্দীপ্ত করেন, ও ইহার বীৰ্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

২১। (তিনি) সেইজন্ত (ঐ মন্ত্রে) ‘যুতযুক্ত (অগ্নির) দ্বারা’—(এই পদটি উচ্চারণ করিয়া থাকেন)।—“তিনি স্নেহেচ্ছু হইয়া দেবগণের নিকটে গমন করিতেছেন।” ‘স্নেহেচ্ছু’ (শব্দে এখানে) যজমানট, কেননা, তিনি দেবগণকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, কারণ, তিনি দেবগণের নিকটে গমন করিতে ইচ্ছা করেন; তিনি সেই জন্ত বলিয়া থাকেন—“তিনি স্নেহেচ্ছু হইয়া দেবগণের নিকটে গমন করিতেছেন।” এহ বে ঋক্ট অগ্নি দেবতার (বলিয়া এখানে উচ্চারিত হইতেছে), তাহা অনিক্ত (অনির্দিষ্ট), এবং স ক ল ও অনিক্ত; তিনি এইরূপে স ক লে র দ্বারা (এই কার্য্য) প্রাপ্ত হন।

২২। (তিনি দ্বিতীয় সান্নিধেনী উচ্চারণ করেন)—“হে অগ্নি, বিস্তারের জন্ত আগমন করুন।” তিনি বে বলেন “বিস্তারের জন্ত”, (তাহার তাৎপর্য্য এই)—পূর্বে এই সমস্ত লোক (ভুলোক ছালোক ইত্যাদি) পরস্পর অধিক ৩৭ সন্ধিকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং ছালোককে (তখন হস্ত দ্বারা) এইরূপে^{১*} স্পর্শ করিতে পারা বাতত।

২৩। দেবগণ (তখন) কামনা করিলেন যে, ‘এই সমস্ত লোক কিরূপে অধিকতর বিস্তারিত হইতে পারে, এবং কিরূপে আমাদের এই (স্থান) বিস্তীর্ণতর হইতে পারে। (অনন্তর) তাহার ‘বী ত রে’^{২*} (‘বিস্তারের জন্ত’) এই তিন

১২। জুল :—ঐত. স. ২. ৫. ৮.

২০। হস্তের অভিন্ন করিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইলেহে যে, ‘এইরূপ’।

২১। অর্থাৎ বি+ইভ্যে, ইতি (√ই+তি); বিদ্যে গমনের ভক্ত।

অক্ষরের দ্বারা এই (লোক-সমূহকে) বি-নীত (অর্থাৎ বিশিষ্ট) করিলেন; এবং তাহাতেই এই সমস্ত লোক বিদূরস্থিত হইয়াছে; ও তাহা হইতেই দেবগণের (স্থান) বিস্তীর্ণতর হয়। তিনি ইহা এইরূপ জানেন ও বাহার জ্ঞাত (ঋত্বিগ্গণ) 'বিস্তারের জ্ঞাত' ('বীক্রে') এত (পদযুক্ত ঋক্) উচ্চারণ করেন, তাহার (স্থান) 'বিস্তীর্ণতর হয়।

২৪। তিনি বলেন—“ত্বিপ্রদানকানৌর জনা বলিতে বলিতে।” ‘ত্বি-প্রদানকানৌ’ (শব্দে) সম্ভ্রান্ত (বৃদ্ধিতে হইবে); অতএব ‘বজ্রমানের জ্ঞাত বলিতে বলিতে’—তাহা তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন।—“আগ্নি হোতা হইয়া বহিতে উপবেশন করুন।” অগ্নি হোতা, এবং এত (তু) লোক বর্হিঃ; অতএব তিনি হতা দ্বারা এত লোকেই অগ্নিকে স্থাপন করেন, এবং সেই-এই অগ্নি এত লোকে স্থাপিত হইয়া থাকেন; এবং এত লোকেই লক্ষ্য করিয়া এইটি (ঋক্) উচ্চারণ হয়। তিনি ইহা এইরূপ জানেন, ও বাহার জ্ঞাত (ঋত্বিগ্গণ) এই (ঋক্) উচ্চারণ করেন, তিনি হতা দ্বারা এত লোকেই জয় করিয়া থাকেন।

২৫। (তিনি তৃণীয় সামিনৌ উচ্চারণ করেন)—“হে অগ্নিঃ, সেই-আপনাকে সমিৎসমুহের দ্বারা।”^{২২} অগ্নি ঋগ-গণ সমিৎসমুহের দ্বারা ইহাকে সন্দেহ করিয়াছিলেন।^{২৩} (তিনি বলেন)—“হে অগ্নিঃ, কেননা, অগ্নি অগ্নিঃ,^{২৪}—“যুতঃ দ্বারা আহর বর্হিঃ করিতেছি।” (ইহার মধ্যে) সেই (যুত) পদটি অগ্নিসন্দীপন-বিষয়ক; তিনি হতার দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) সন্দেহ করিয়া থাকেন, ও ইহার বীর্ষ্য সম্পাদন করেন।

২৬।—“হে তরুণতম, বৃহদভাবে দীপ্ত হউন।”—তিনি সন্দীপ্ত হইয়া বৃহদভাবে দীপ্ত পাইয়া থাকেন। তিনি বলেন—“হে তরুণতম,” কারণ, অগ্নি তরুণতমই;^{২৫} তিনি সেইজন্তই বলেন—“হে তরুণতম।” এই

২২। তৈ. ভা. ৩. ৫. ২. ৩; তৈ. স. ২. ৫. ৮. ১—১১।

২৩। ঐ. ভা. ৩. ৫. ৮—৯ ইহার বর্ণনা আছে।

২৪। ত্রৈব্যঃ—ঋ. স. ১. ৩১. ১; অগ্নি অগ্নিরোগের মধ্যে প্রথম।

২৫। ‘তরুণতম’ শব্দের মূলপাঠ ‘বর্হিঃ’ ইহার অর্থ ‘কর্নিষ্ঠ’; হইতে পারে, কেননা এই বর্হিঃস্থান অগ্নি চতুর্থ, ইহার পূর্বে আর তিন অগ্নি ছিলেন। ১. ২. ১. ১; ২. ৩. ১৩।

লোককেই অর্থাৎ অন্তরিক লোককেই লক্ষ্য করিয়া এইটি (ঋক্) উচ্চারিত হয়; সেই জন্য অগ্নিদেবতার জন্য উচ্চারিত এই (ঋক্টি) অনিরুক্ত (অনির্দিষ্ট), কেননা, এই (অন্তরিক) লোক অনিরুক্ত। যিনি ইহা এইরূপ জানেন, ও বাহার জন্য তাঁহারা (ঋত্বিকেরা) এই (ঋক্কে) উচ্চারণ করেন, তিনি ইহার দ্বারা এই (অন্তরিক) লোককে জয় করেন।

২৭। (তিনি চতুর্থ সামিবেনী উচ্চারণ করেন)—“সেই (আপনি) আমাদের জন্য বিস্তীর্ণ ও শ্রবণযোগ্য (স্থান)।” ই স্থানই বিস্তীর্ণ, যেখানে দেবগণ (বাস করেন); এবং এই স্থানই শ্রবণযোগ্য, যেখানে দেবগণ (বাস করেন)।—“হে দেব, (আমাদের) অভিযুগে প্রকাশিত করুন।” “হে দেব, (আমাদের) অভিযুগে প্রকাশিত করুন।”—তঁহা দ্বারা তিনি এই বলেন যে, ‘আমাদিগকে এখানে লভয়া যান।’

২৮।—“হে অগ্নি, বৃহৎ ও সুবীৰ্য্য (স্থান)।” ই (স্থান) বৃহৎ, যেখানে দেবগণ (বাস করেন); এবং ওচ (স্থান) সুবীৰ্য্য, যেখানে দেবগণ (বাস করেন)। এই লোককেই লক্ষ্য করিয়া এটি (ঋক্) উচ্চারিত হইয়াছে। অতএব যিনি ইহা এইরূপ জানেন, ও বাহার জন্য তাঁহারা ইহা (এই ঋক্কে) উচ্চারণ করেন, তিনি ইহা দ্বারা এই লোককেই—এই ছালোককেই জয় করেন।

২৯। তিনি (পঞ্চম সামিবেনী) উচ্চারণ করেন—“(আপনি) স্তবাহ ও নমস্তু!” কেননা, এই (অগ্নি) স্তবাহই ও নমস্তুই;—“তিমির তিরস্কার করিয়া (আপনি) দৃষ্ট হইয়া থাকেন!” কেননা, তিনি (অগ্নি) সন্দীপ্ত হইয়া তিমিরসমূহ তিরস্কৃত করিয়া দৃষ্ট হন;—“প্রার্থিতবর্ষণকারী অগ্নি সন্দীপ্ত হইতেছেন!” কেননা, তিনি সন্দীপ্তই হন ও প্রার্থিতবর্ষণকারী।

(তিনি ষষ্ঠ সামিবেনী উচ্চারণ করেন)—“(প্রার্থিত) বর্ষণকারী অগ্নি সন্দীপ্ত হইতেছেন!” কেননা, তিনি সন্দীপ্তই হন।

৩০। “অশ্বের ন্যায় দেবগণের বাহন।” কেননা, ইনি অশ্ব হইয়াই দেবগণের জন্য যজ্ঞ বহন করেন। এই ঋকের মধ্যে যে ‘ন’ (ন্যায়) পদ আছে, তাহার অর্থ ‘ওম’ (অঙ্গীকারবাচী সত্যই); তিনি সেইজন্য বলেন—“অশ্বের ন্যায় দেবগণের বাহন।”

৩১। “হবিঃশালিগণ তাঁহাকে স্তুতি করেন।” কেননা, হবিঃশালী মনুষ্যগণ তাঁহাকে স্তুতি করিয়া থাকেন ; তিনি সেই জন্য বলেন—“হবিঃশালিগণ তাঁহাকে স্তুতি করেন।”

৩২। (তিনি সপ্তম সামিধেনীকে উচ্চারণ করেন)—“তে বর্ষণকারিন্, আমরা বর্ষণ করিয়া বর্ষণকারী আপনাকে সন্দীপ্ত করিতেছি।” কেননা, তাঁহারা হাঁহাকে সন্দীপ্তই করিয়া থাকেন ;—“হে অগ্নি, বৃহদ্ভাবে দীপ্যমান (আপনাকে)।” কেননা, তিনি সন্দীপ্ত হইয়া বৃহদ্ভাবে দীপ্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন :

৩৩। তিনি ‘বর্ষণকারী’ (‘বৃষন্’) শব্দ-যুক্ত এই তিনটি^{১১} স্বক্কে উচ্চারণ করেন। এই সমস্ত সামিধেনীও অগ্নি দেবতার হইয়া থাকে, কিন্তু ইন্দ্রই যজ্ঞের দেবতা, এবং ইন্দ্র বর্ষণকারী, তজ্জন্য হাঁহার (যজ্ঞমানের) এই সমস্ত সামিধেনী ইন্দ্রের হয়। তিনি সেই জন্য ‘বর্ষণকারী’ শব্দ যুক্ত স্বক্ত্রয়কে উচ্চারণ করেন।

৩৪। তিনি (অষ্টম সামিধেনীকে) উচ্চারণ করেন—“আমরা অগ্নিকে দূত (-রূপে) বরণ করিতেছি।” দেব ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য ; তাঁহারা (কোন সময়ে) পরস্পর স্পর্ধা করিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন পরস্পরে স্পর্ধা করিতেছেন, সেই সময়ে গায়ত্রী তাহাদের মধ্যে (আসিয়া) দাঁড়াইয়াছিলেন। ঐ যে গায়ত্রী (তাহাদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়া) ছিলেন, তিনি এই পৃথিবীই, এবং ইনিই (পৃথিবীহ) তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিলেন।^{১২}

২৬। অমুবায়ে ‘বর্ষণকারিন্’ ইত্যাদি স্থলে যুগে ‘বৃষন্’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐ শব্দের অর্থ নানা স্থানে নানারূপ করা হইয়া থাকে, কোন কোন স্থলে তাহা ইন্দ্রকে, বা রেতসেনকারী পুরুষকে, বা বৃষকে, বা বৃষককে বুঝাইয়া থাকে ; আবার কোন কোন স্থলে কাষ বা অভিলষিত বস্তুর বর্ষণকারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ‘বর্ষণকারী আমরা’ এখানে সাধারণ বলেন—“স্বাভাবিকরূপে কৃষ্ণিতো বয়ম্।” তৈ. স. ২. ৫. ৮।

২৭। ২৯ কণ্ডিকায় “(আপনি) স্তবাহ ইত্যাদি ;” “(প্রার্থিত) বর্ষণকারী ইত্যাদি,” ও ৩০ কণ্ডিকায় “হে বর্ষণকারিন্ ইত্যাদি।”

২৮। “সেতর অগ্নিতে অধরাবতী নগর, যেরূপ সেখানে বাস করেন ; এবং সেতর অধোভাগে ই রা মুখ নামক নগর, সেখানে অধরবশ থাকেন ; তাহার মধ্যে পৃথিবী বর্তমান।”—সাধারণ।

তাঁহারা উভয়েই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আমাদের মধ্যে ষাঁহাদের নিকটে ইনি সমাগত হইবেন, তাঁহারাষ্ট সমর্থ (বা বিজয়ী), এবং অপরেরা পরাভূত হইবেন। তাঁহারা (তখন) উভয়েই তাঁহাকে গুপ্তভাবে আমন্ত্রণ করেন। অগ্নিই দেবগণের দূত হইয়াছিলেন, এবং অম্বরগণের হইয়াছিলেন স হ র ক্ষা নামে একজন অম্বর-রক্ষা। তিনি (গায়ত্রী, তখন) অগ্নির দিকেই গমন করিয়াছিলেন; এবং সেইজন্যই তিনি বলিয়া থাকেন—“অগ্নিকে আমরা দূত (রূপে) বরণ করিতেছি!” কেননা, তিনি দেবগণের দূত ছিলেন।—“হোতা ও বিশ্ববেদীকে (“হোতারং বিশ্ববেদসম্”) !”

৩৫। তদ্বিশেষে কেহ কেহ উচ্চারণ করেন—“মিনি হোতা ও বিশ্ববেদী (“হোতা যো বিশ্ববেদসঃ”) !”^{২২} কেননা, (তিনি ভয় করেন যে, “হোতারং বিশ্ববেদসম্” উচ্চারণ করিলে) “পাছে নিজেকেই নিষিদ্ধ করিয়া ফেলিব।”^{২৩} কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না, কেননা, তাঁহারা (“হোতা যো বিশ্ববেদসঃ” এই উচ্চারণ করিয়া সেট মন্ত্রে অর্ধ পাঠ-ভাগে) মানবীয় (পাঠ ষৌকার) করিয়া থাকেন; এবং ষাঁহা কিছু মানবীয়, তাহা যজ্ঞের অসমৃদ্ধিকর; “পাছে কিছু যজ্ঞের অসমৃদ্ধিকর করিয়া ফেলিব” এই ভয়ে (তিনি তাহা সেরূপ করিবেন না)। সেইজন্য ঋকের দ্বারা বেরূপ (পাঠ) উক্ত হইয়াছে—“হোতারং বিশ্ববেদসঃ”, তিনি তাহাই উচ্চারণ করিবেন। তিনি বলেন—“এই যজ্ঞের অসমৃদ্ধিপাদক!” কেননা, এই যে অগ্নি তিনিই যজ্ঞের অসমৃদ্ধিপাদক; সেট জ্ঞাত তিনি বলিয়া থাকেন—“এই যজ্ঞের অসমৃদ্ধিপাদক!” তিনি (গায়ত্রী বা পৃথিবী) দেবগণের নিকট সমাগত হইয়াছিলেন, এবং তাহাতে দেবগণ সমর্থ ও অম্বরগণ পরাভূত হন। মিনি ইহা এইরূপ জানেন ও ষাঁহার জন্ত তাঁহারা (ঋত্বিজগণ) ইহা উচ্চারণ করেন, তিনি নিজে সমর্থ ও তাঁহার শত্রুগণ পরাভূত হন।

৩৬। তিনি তাহাই (পূর্বোক্ত মন্ত্রকেই) অষ্টম (সামিধেনী-রূপে) উচ্চারণ করিবেন; কেননা, তাহা গায়ত্রী, এবং গায়ত্রী মূলত (প্রতিপাদে) অষ্টাকরক হইয়া থাকে। তজ্জন্ত তিনি অষ্টম (সামিধেনীরূপে তাহা) উচ্চারণ করিবেন।

২২। অর্থাৎ “হোতারং বিশ্ববেদসঃ” ন. বলিয়া “হোতা যো বিশ্ববেদসঃ” বলিয়া থাকেন।

৩৩। “হোতারং বিশ্ববেদসঃ” উচ্চারণে “হোতা+অঃ” এই বোধ্য হইতে পারে; এবং তাহা হইলে “অঃ” শব্দেরই রূপান্তর “অলঃ” শব্দ এখানে নিবেদ্যার্থক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

৩৭। তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ (অষ্টম সামিধেনীর) পূর্বে বা যান-নামক** মন্ত্রদ্বয়কে এই বলিয়া স্থাপন করেন যে, 'যা যা-দ্বয় অন্ন (-স্বরূপ), এবং আমরা এই ভোজনীয় অন্নকে যুগে স্থাপন করিয়া থাকি।' কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না, কেননা, যিনি (পূর্বোক্ত অষ্টম সামিধেনীর পূর্বে ঐ) ধায়াদ্বয়কে স্থাপন করেন, তাঁহার ইহা (অষ্টম সামিধেনী) অসমর্থ হইয়া পড়ে (অর্থাৎ স্থানচ্যুত হইয়া যায়), কেননা, তাহা হইলে ইহা দশম বা একাদশ** হইয়া থাকে; কিন্তু তাঁহারা যাহার জন্ত ইত্যাকে অষ্টম (-রূপে) উচ্চারণ করেন, তাঁহারই তাহা সমর্থ হয়। অতএব ধায়াদ্বয়কে (নবমের) পরে স্থাপন করিবে।

৩৮। (তিনি নবম সামিধেনীকে উচ্চারণ করেন)—“অধ্বরে সন্দীপ্যমান,” অধ্বর (শব্দে) যজ্ঞ, অতএব ‘যজ্ঞে সন্দীপ্যমান’—ইহাটি তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন; —“সুবাহি পাবক অগ্নি,” কেননা, ইনি সুবাহি ও পাবকই (অর্থাৎ শুদ্ধিবিধায়কট); “তিনি শোচিক্শে,” তাহাকে আমরা প্রার্থনা করি।” কেননা, সন্দীপ্ত হইলে ইহার (জ্বালারূপ) কেশসমূহ দীপ্তি পাইতে থাকে। তিনি “হে অরাধিত অগ্নি, আপনি সন্দীপ্ত!”—ইহার (অর্থাৎ এই দশম সামিধেনী উচ্চারণ করিবার) পূর্বে (অনুযাজের) সমিৎ ভিন্ন** সমস্ত ইন্দ্রকে (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন, কেননা, এই সময়ে গোভা (অগ্নিসন্দীপন) পরিসমাপ্ত করিয়া ফেলেন, (অনুযাজের জন্ত) সমিদ্ ভিন্ন ইন্দ্রের বাহা কিছু অতিরিক্ত হয়, তাহা অতিরিক্তই (গ্রাহ্য আর ব্যবহার হয় না); যজ্ঞের বাহা অতিরিক্ত হয় তাহা (বজ্রহানের) দ্বেষাকারী শত্রুকে লক্ষ্য করিয়াই অতিরিক্ত হইয়া থাকে; অতএব (দশম সামিধেনীর) পূর্বেই (অনুযাজের) সমিৎ ভিন্ন সমস্ত ইন্দ্রকে (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করিবে।

৩১। যে মন্ত্রদ্বারা অগ্নিতে সমিৎ নিহিত করা যায়, তাহার নাম ধা যা; পানিনি ৩. ১. ১২৯
অধ্বরে ৩. ২৭. ৫-৬ মন্ত্রদ্বয়কে ধা যা কলা হয়।

৩২। “সমিধ্যমানবতী-সমিদ্ধকৃত্যার্থো হি ধাযো প্রকল্পব্যো, সা চ সমিধ্যমানবতী সামিধেনীনাং পাকরশ্যো নবনী, সা চ সাপ্তমস্ত্রে উৎকর্ষাদ্ একাদশী সম্প্রসাদে”—সায়ণ।

৩৩। রশ্মিসমূহ বাঁহার কেশের স্তাধ বেণার তিনি শোচিক্শে।

৩৪। ব্রহ্মবা :- ১.৬. ৪. ৩।

৩৯। (তিনি বলেন)—“হে উত্তম অশ্বর-নিপামক, আপনি দেবগণের যাগ করুন !” অশ্বর (শব্দে) যজ্ঞ, অতএব “হে উত্তম যজ্ঞকারিন্, দেবগণের যাগ করুন !”—ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন ;—“যেহেতু আপনি হব্যবাহী !” কেননা, এই অগ্নি হব্যবহন করিয়া থাকেন ; তিনি সেই জন্ত বলেন “যেহেতু আপনি হব্যবাহী !”

(তিনি অস্তিত্ব সাগিষেনীকে উচ্চারণ করেন—) “তোমরা প্রবর্তমান যজ্ঞে (অশ্বরে) অগ্নির হোম কর, পরিচর্যা কর, ও (সেই) হব্যবাহীকে প্রার্থনা কর ।” তিনি ইহার দ্বারা (ঋত্বিগ্গণকে) এই বলিয়া প্রেরণ করেন যে, ‘আপনারা হোম করুন, যাগ করুন !’ ‘আপনারা যে (যাগ হোমাদি রূপ) কামনার জন্ত (অগ্নিকে) সন্দীপ্ত করিয়াছেন তাহা এখন করুন !’—ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন ।—“প্রবর্তমান অশ্বরে অগ্নিকে ;” অশ্বর (শব্দে) যজ্ঞই ; ‘অতএব প্রবর্তমান যজ্ঞে অগ্নিকে’—ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলেন । তিনি বলেন—“হব্যবাহীকে প্রার্থনা কর,” কেননা এই অগ্নি হব্য বহন করিয়াই থাকেন । তিনি সেই জন্তই বলেন—“হব্যবাহীকে প্রার্থনা কর !”

৪০। তিনি ‘অশ্বর’ (পদ) যুক্ত এই তিনটি (নবম, দশম ও একাদশ) ঋক্কে উচ্চারণ করেন । দেবগণ যখন যজ্ঞের দ্বারা যাগ করিতেছিলেন, তখন শত্রু অস্তুরগণ তাঁহাদিগকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা হিংসা করিতে ইচ্ছা করিলেও হিংসা করিতে পারে নাই, প্রভূত পরাভূত হইয়াছিল ; এই জন্তই যজ্ঞের নাম অশ্বর (অর্থাৎ হিংসারহিত) । যিনি ইহা এইরূপ জানেন, এবং যাহার জন্ত তাঁহারা (ঋত্বিগ্গণ) অশ্বর (শব্দ)-যুক্ত ঋকত্রয় উচ্চারণ করেন, তাঁহার হিংসা-ইচ্ছাকারী শত্রু পরাভব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সোম যাগ (‘সৌম্য অশ্বর’) দ্বারা লোকে বাহ্য জয় (অর্থাৎ লাভ) করিয়া থাকে, তিনি (যজ্ঞমান, দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের দ্বারাও) তাহা জয় করিতে পারেন ।”

৩৫। অশ্বর-শব্দ দ্বারা সৌম্যবাক্যকেই বুঝাইয়া থাকে ; এখানে দর্শপূর্ণমাস যাগে অশ্বর-শব্দযুক্ত যজ্ঞ পাঠ করায় সৌম্যবাক্যসদৃশই ইহার কল হইয়া থাকে—ইহাই বুল ব্রাহ্মণের ভাষ্যপর্য্য ।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ ।

১। ব্রহ্মসোম রস উচ্চারণের প্রশংসা, তাহাতে অগ্নির বীৰ্য্য সম্পাদন করা হয় ;—২.৩ অগ্নিকে যজ্ঞমানের অগোত্রীয় পূর্ববর্তী ঋষিগণের অপত্যরূপে হোতৃত্ব বরণ ও তাঁহার রস (নি গ দ-রূপ প্র ব র-সম্ব) ,—৩ বরণ সময়ে যজ্ঞমানের উপরিতন পুরুষবর্গের ক্রমাবধি পূর্ব ও পর-ভাবে উল্লেখ—৪.১৫ নি বি ৭ নামে অশ্বিচ্ছ একাদশটি অগ্নিপ্রশংসাসূচক মন্ত্রের উল্লেখ পূর্বক বাখ্যা ;—১৬-১৭ ঋ বা হ ন নি গ দ নামক মন্ত্রোচ্চারণে অগ্নিকে তন্ত্ৰদেবতা আনন্দের মন্ত্র প্রার্থনা ;—১৮ অ নু বা ক ঞ্জ অর্থাৎ দেবতাসমূহার্থক পূর্বোক্ত সানিধেনী প্রভৃতি মন্ত্রকে হাঁড়াইয়া পড়িবার বিধি ;—১৯ যা জা অর্থাৎ হবিপ্রদানার্থক মন্ত্রকে উপবিষ্ট হইয়া পাঠ করিবার নিয়ম ।]

১। পূর্বে দেবগণ অগ্নিকে হোতৃত্বরূপ গুরুতম কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং ‘আপনি আমাদের এই হবি বহন করুন’ এই বলিয়া তাঁহাকে নিয়োগ করিয়া (এতরূপে) তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন—‘আপনি বীৰ্য্যবান্, আপনি ইহাও সমর্পণ !’ যেমন আজ কাল (লোকেরা) জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে যাহাকে কোন গুরুতর কার্য্যে নিয়োগ করে, তাঁহাকে ‘আপনি বীৰ্য্যবান্, আপনি ইহার সমর্পণ !’—এই বলিয়া তাঁহার স্তুতি করিয়া থাকে, ও তাহা দ্বারা তাঁহাকে বীৰ্য্যে স্থাপন করে, তাঁহাও (দেবগণ) সেটরূপ তাহা দ্বারা তাঁহাকে (অগ্নিকে) বীৰ্য্যে স্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি ইহার পর যাহা কিছু উচ্চারণ করেন, তাহা দ্বারা ইহাও (অগ্নিকে) স্তব্ধ করেন, ও ইহাকে বীৰ্য্যে স্থাপন করিয়া থাকেন ।

২। (তিনি বলেন)—‘হে ব্রাহ্মণ, হে ভারত, হে অগ্নি, আপনি মহান্ !’ অগ্নি ব্রহ্ম বলিয়া তিনি ‘হে ব্রাহ্মণ’ বসিয়া থাকেন ; (তিনি যে বলেন)—‘হে ভারত,’ তাহার কারণ এই যে, তিনি (অগ্নি) দেবগণের হব্য ধারণ করেন (‘ভরতি’) ; তাহার সেট জন্ত বলিয়া থাকেন, ‘অগ্নি ভারত’ । অথবা ইনি প্রাণ হইয়া এই সমস্ত ব্রাহ্মকে পোষণ করেন (‘বিভর্তি’) বলিয়া তিনি ‘হে ভারত’ বলিয়া থাকেন ।

৩। অনন্তর তিনি (যজ্ঞমানের পূর্ববর্তী প্রাধান প্রাধান) ঋষির অপত্যরূপে (অগ্নিকে হোতৃত্বে) বরণ করেন ।’ (ইহার প্রয়োজন এই যে), তিনি তাঁহাকে

১। অব্যবহিত দ্বিতীয় কতিকাং উক্ত মন্ত্রটি নি গ দ মন্ত্রের অন্তর্গত । অস্ত্রের প্রত্যয়ের জন্ত এতদ্ মন্ত্রের নাম নি গ দ ;—‘পরমজ্যোতির্বা ব্রহ্ম নিগদত’—যদিবাচা, জৈমিনীযজ্ঞবাল্য-

ইহা দ্বারা ঋষি ও দেবগণের নিকটে (এই বলিয়া) বিজ্ঞাপিত করেন যে, “যিনি যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি মহাবীৰ্য্য !” তিনি সেই জন্ত ঋষির অপত্যরূপে (উঁহাকে) বরণ করিয়া থাকেন ।

৪। তিনি (যজ্ঞমানের পূৰ্ব্বপুরুষবংশের) পূৰ্ব্ব হইতে নীচে বরণ করেন (অর্থাৎ গোত্রপ্রবর্তক সৰ্ব্বপূৰ্ব্ববর্তী ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্তন ঋষিগণের অপত্যরূপে অগ্নিকে* বরণ করেন) ; কেননা, পূৰ্ব্ব হইতেই অনন্তন প্রজাসমূহ জাত হয় ; তিনি তাহা দ্বারা ভোক্তাদের অধিপতিকৈ ইহার (যজ্ঞমানের) নিমিত্ত প্রসন্ন করিয়া থাকেন ; কেননা, পিণ্ডই আগে, তাহার পর পুত্র, এবং তাহার পর পৌত্র হয় । তিনি সেই জন্ত পূৰ্ব্ব হইতে নীচে বরণ করেন ।

৫। তিনি (উঁহাকে) ঋষির অপত্য বলিবার পর বলেন—“আ নি দেবগণের দ্বারা সন্দীপিত, মনুর দ্বারা সন্দীপিত !”^১ কেননা, পূৰ্ব্ব দেবগণ

বিশ্বয়. ২. ১. ১৩ ; “প্রক্ষোদীরাসাময়,” “ইক বহিঃপদাশয়” ইত্যাদি মন্ত্র নিগদ্যের অন্তর্গত । একত্ব হুগে এই মন্ত্রটি নিগদ্য হইলেও প্রবর মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত । যে মন্ত্রের দ্বারা ঋগোত্রীয় পূৰ্ব্ববর্তী প্রধান ঋষির অপত্যরূপে অগ্নিকে হোতৃত্ব বরণ করা হয়, সেই মন্ত্রের নাম প্রবর মন্ত্র । এত বরণ করিতে যে মন্ত্রের প্রয়োজন, তাহাই দ্বিতীয় ক্তিকার উক্ত হইয়াছে ; এখন তৃতীয় ক্তিকার এই স্থানে, ঋষির অপত্যরূপে যে অগ্নিকে বরণ করিতে হইবে, তাহাই উক্ত হইতেছে । যেমন, যদি কোন ভৃগুগোত্রীয় ব্যক্তির জন্ত অগ্নিকে বরণ করিতে হয়, তাহা হইলে পূৰ্ব্বোক্ত দ্বিতীয় ক্তিকার মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পর, ভৃগুগোত্রের ঋষি বলিয়া প্রসিদ্ধ পাঁচজনের অপত্যরূপে এই কয়টি শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে—তাঁ র্গ ব, চা ব ন, আ শ্ৰ বা ন, ঔ র্জ ও জা ম দ য়া । এই পদ কয়টি সম্বোধনান্ত হইবে ; এবং ইহার সমস্তই অগ্নির বিশেষণ । এইরূপ ত র্গা জ গোত্রীয়ের পক্ষে বরণ করিতে হইলে ঐ গোত্রের প্রসিদ্ধ ত র্গা জ, অ দ্ভি রা ও বৃ হ শ্চ ত্রি, এই তিন জন ঋষির অপত্যরূপে অগ্নিকে ঐ মন্ত্রের সহিত সম্বোধন করিয়া বলিতে হইবে—তাঁ র্গা জ, অ দ্ভি র স, বা হ-
ল্ল ত্য ; অথত্র ও এইরূপ । বিশেষ বিবরণের জন্ত অষ্টধ্যা—উত. স. ২. ৫. ৮. ৭ ; ২. ১ (মূল ও সাধারণ ভাষা) ; আষ. শ্রো. ১২ (উত্তরার্দ্ধ ৯. কলিকাতা সং.) ১১. ৩ (পূর্বদ্বারাগতভাষা) ; আপ. শ্রো. ২. ১৫. ৫, ১১, ১৪ ; কা. শ্রো. ৩. ২. ১ ।

২। যেমন ভৃগু গোত্রের পূৰ্ব্ববর্তী ভৃগু, তদপত্য চা ব ন, তদপত্য অ শ্ৰ বা ন, তদপত্য ঔ র্জ, তদপত্য জ ম দ য়ি এবং ইহার অপত্য ব্রহ্মান, অতএব প্রথমে তাঁ র্গ ব তাহার পর চা ব ন, ও তাহার পর আ শ্ৰ বা ন প্রভৃতি উল্লেখ করিতে হইবে ।

৩। এখন হইতে বক্ষ্যমাণ একাদশটি মন্ত্র নি নি ৭ নামে প্রসিদ্ধ । এই সকল মন্ত্র তৈত্তিরীয়

ইহাকে সন্দীপিত করিয়াছিলেন; তিনি সেই জন্ত বলেন “দেবগণের দ্বারা সন্দীপিত।”—“মম্বুর দ্বারা সন্দীপিত;” কেননা পূর্বে মম্বু ইহাকে সন্দীপিত করিয়াছিলেন; তিনি সেই জন্ত বলিয়া থাকেন “মম্বুর দ্বারা সন্দীপিত।”

৬। “ঋষিগণের দ্বারা জ্বত;” কেননা, পূর্বে ঋষিগণ ইহাকে জ্বতি করিয়াছিলেন; তিনি সেই জন্ত বলিয়া থাকেন “ঋষিগণের দ্বারা জ্বত।”

৭। “মেবাবিগণের দ্বারা সন্তোষিত;” কেননা, ঋষিগণই মেবাবী, এবং পূর্বে তাহারা ইহাকে সন্তোষিত করিয়াছিলেন; তিনি সেই জন্ত বলিয়া থাকেন “মেবাবিগণের দ্বারা সন্তোষিত।”

৮। “কবিগণের প্রশংসিত;” কেননা, ঋষিগণই কবি, এবং পূর্বে তাহারা ইহাকে প্রশংসা করিয়াছিল; তিনি সেই জন্ত বলিয়া থাকেন “কবিগণের প্রশংসিত।”

৯। “ব্রহ্ম (অর্থাৎ মম্বু) দ্বারা তীক্ষ্ণকৃত;” কেননা, তিনি বস্তুতই ব্রহ্ম দ্বারা তীক্ষ্ণকৃত।—“ঘৃতাহতিশালী;” কেননা, তিনি বস্তুতই ঘৃতাহতিশালী।

১০। “যজ্ঞসমূহের নেতা, ও বাগসমূহের রথী (অর্থাৎ বহনকারী);” কেননা, যে সমস্ত পাকবজ্ঞ ও অপর যজ্ঞসমূহ আছে, তৎসমুদায়কেই তাঁহারা ইহার দ্বারা প্রণীত করিয়া থাকেন; তিনি সেই জন্য বলেন “যজ্ঞসমূহের নেতা।”

১১। “বাগসমূহের রথী;” কেননা, ইনিই এখ হইয়া দেবগণের অন্য যজ্ঞবহন করেন; তিনি সেই জন্য বলেন “বাগসমূহের রথী।”

১২। “অনতিক্রান্ত হোতা, ও তরণকারী হব্যবাহী;” কেননা, রক্ষোগণ ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না; তিনি সেইজন্য বলেন “অনতিক্রান্ত হোতা;”—“তরণকারী হব্যবাহী;” কেননা, ইনি সমস্ত পাপকেই তরণ (অর্থাৎ অতিক্রম) করেন; তিনি সেই জন্য বলিয়া থাকেন “তরণকারী হব্যবাহী।”

১৩। “বদনরূপ” পাত্র, দেবগণের জুহু (সদৃশ) ;” কেননা, এই অগ্নি দেবগণের পায়ই ; এবং সেইজন্য সমস্ত দেবগণের উদ্দেশে তাঁহারা অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন, কারণ, ইনি দেবগণের পাত্রই। যিনি ইহা এইরূপ জ্ঞানেন, তিনি বাহ্যর পাত্র ইচ্ছা করেন তাহারই পাত্র পাইয়া থাকেন।

১৪। “দেবগণের পানসাধন চমস ;” কেননা, চমসভূত ইহার দ্বারাই দেবগণ পান করিয়া থাকেন ; তিনি সেইজন্য বলেন “দেবগণের পানসাধন চমস।”

১৫। “হে অগ্নি, চক্রেব নেমি যেমন অর (অর্থাৎ তিৰ্য্যগ্ভাবে স্থিত কঠিন) সমূহকে পরিব্যাণ্ড করিয়া থাকে, আপনি সেইরূপ দেবগণকে পরিব্যাণ্ড করেন ;” “নেমি যেমন সমস্ত দিকে অরসমূহকে ব্যাণ্ড করে, আপনিও সেইরূপ সমস্ত দিকে দেবসমূহকে পরিব্যাণ্ড করেন”—ইহাট তিনি গ্রহাণ দ্বারা বলিয়া থাকেন।

১৬। তিনি বলেন—“যজ্ঞমানের জন্ত দেবগণকে আনয়ন করুন !” এই যজ্ঞের উদ্দেশে দেবগণকে আনয়ন করিবার জন্ত তিনি ইহা বলিয়া থাকেন।—“হে অগ্নি, অগ্নিকে আনয়ন করুন !” তিনি ইহা আশ্রয় আজ্ঞা ভাগের নিমিত্ত অগ্নিকে আনয়ন করিবার জন্ত বলেন।—“সোমকে আনয়ন করুন !” তিনি ইহা সোমের আভ্যাত্ম্যের নিমিত্ত সোমকে আনয়ন করিবার জন্ত বলেন।—“অগ্নিকে আনয়ন করুন !” এই যে উভয় স্থানেই (দর্শ ও পূর্ণমাসে) অপরিবৰ্জনীয় আশ্রয় পুরোডাশ, তিনি হ্রস্বাট নিমিত্ত অগ্নিকে আনয়ন করিবার জন্ত তাহা বলিয়া থাকেন।

৪। আশ্রয়ঃ ;” “জাতরূপং পাত্রম্” ইতি সাধন ; ইনি তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্যে (২.৫.২.৩) ঐ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—“লোহণামিব দৃঢ়ম্।” যেমন লোহের পাত্রস্থিত কোন ব্রহ্মকে ব্যবহার করে, সেই প্রকার অরিরূপ পাত্রস্থিত সোমাদি ব্রহ্ম দেবগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাই ঐ পদের তাৎপৰ্য্য।

৫। ইহাকে বলিয়া বক্ষ্যমাণ জয়োদশটি শব্দ আ বা হ ন নি গ দ বা বে প্রসিদ্ধ।

১৭। অনন্তর দেবগণের ক্রমানুসারে (তিনি তাঁহাদের আরাহন করিয়া থাকেন) * তিনি বলেন— “ব্রতপায়ী দেবগণকে আনয়ন করুন।” তিনি ইহাতে প্র বা জ ও অ হু বা জ (অর্থাৎ পূর্বে ও পরে অহুর্হেয় বাগ)-সমূহকে আনয়ন করিবার জন্ত বলেন ; কেননা প্র বা জ ও অ হু বা জ-সমূহই ব্রতপায়ী দেবগণ (বলিয়া প্রসিদ্ধ)।*—“হোতৃকশ্বের জন্ত অগ্নিকে আনয়ন করুন।” তিনি ইহা হোতৃকশ্বের নিমিত্ত অগ্নিকে আনয়ন করিবার জন্ত বলিয়া থাকেন।—“স্বকীয় মহিমাকে আনয়ন করুন।” তিনি ইহা স্বকীয় মহিমা আনয়নের জন্ত বলেন ; বাক্যটি ইহার স্বকীয় মহিমা, অতএব বাক্যকেই আনয়নের জন্য তিনি তাহা বলিয়া থাকেন।*—“হে জাতবেদা, (দেবগণকে) আনয়ন করুন, এবং শোভন বাগের দ্বারা (তাঁহাদিগের) বাগ করুন।” তিনি বে-সকল দেবতা আনয়ন করিবার জন্য বলেন, নৈট সকলকেই লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, “ইহাদিগকে আনয়ন করুন, ও অহুক্রমে বাগ করুন ;” “শোভন বাগের দ্বারা বাগ করুন” বলিয়া তিনি তাহাই বলিয়া থাকেন।

১৮। তিনি (অ হু বা ক্যা* অর্থাৎ দেবতাস্বরণার্থক মন্ত্রসমূহকে) দাঁড়াইয়া উচ্চারণ করেন ; কেননা, তিনি (বাহা) উচ্চারণ করেন, (সেই)

৬। পূর্বে হবির্নিবণনের সময় যে সকল দেবতার উল্লেখ করা গিয়াছিল, যথাক্রমে তাহাদেরই আরাহন করিতে হয় ; যথা—“অগ্নীষোমাবাহ ;” অগ্নি ও সোমকে আরাহন কর, ইত্যাদি রূপে।

৭। প্র বা জ অ হু বা জ নামে তৎসংঘটী দেবতাকে বুঝিতে হইবে।

৮। সূর্য ইহার ব্যাখ্যা (তৈ. স. ২. ৫. ৯) বলিয়াছেন—“আরাহনবিষয়াণামুক্তানাং দেবানাং যো যন্ত দেবন্ত স্বকীয়ো মহিমা সামর্থ্যাতিশয়ন্ত মহিমানাবাহ। অত্র হবির্ভূজ এব দেবানতিপ্রোক্তা অঃ মহিমানসিভূত্যাভে নত্বাবাহনকর্ত্তরূপেন হিমানঃ তত্ত্বাবাহনবিষয়ত্বাভাবাৎ।”

৯। বাগের পূর্বে দেবতাকে অনুকূল করিবার জন্ত যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, তাহার নাম পূ. রো ২ হু বা ক্যা, বা অ হু বা ক্যা ; আর যে মন্ত্রে বাগ বা হবিপ্রদান করা যায়, তাহার নাম বা জ্যা। “পূরোহুত্বাক্যা দেবতাস্বরণার্থা, বাজ্যা চ হবিসম্প্রদানার্থা ;” কা শ্রৌ বৃতি ১. ৮. ১ ; কা শ্রৌ. ১. ২. ৫ ; ভূজ—তৈ. স. ২. ৬. ২. ৩. সাধারণতঃ। পূর্বেক্ত সামিধেনী প্রভৃতি সমস্ত যজুই দাঁড়াইয়া পঠ করিতে হইবে।

অ নু বা ক্যা (শব্দ) এই (ছালোক বুঝায়) ; তজ্জনা, তিনি এইরূপ হতয়া উহাকেই (ছালোকেকেই) উচ্চারণ করিয়া থাকেন । অতএব তিনি (তাহা) দাঁড়াইয়া উচ্চারণ করেন ।

১০। তিনি যাজ্ঞা (অর্থাৎ হবিপ্রদানার্থক মন্ত্র) উপবিষ্ট হইয়া পাঠ করেন ; কেননা যাজ্ঞা (শব্দ) এই (পৃথবী বুঝায়) ; সেই জন্য কেহ দাঁড়াইয়া যাজ্ঞা পাঠ করে না ; কেননা ইহাট (এই পৃথিবীই) যাজ্ঞা, এবং তিনি এইরূপ হইয়া ইহাকেই (এই পৃথিবীকেই) পাঠ করিয়া থাকেন । তিনি সেইজন্য উপবিষ্ট হইয়া যাজ্ঞা পাঠ করেন ।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

[১ সামিধেনী দ্বারা সন্দীপ্ত অগ্নি অপর অগ্নি অপেক্ষা তেজস্বী ;—২ সামিধেনী উচ্চারণকারী ব্রাহ্মণও ঐরূপ তেজস্বী হইয়া থাকেন ;—৩-১০ পূর্বোক্ত সানিধেনীসমূহের দ্বারা বস্তুত প্রাণ-অপান প্রভৃতিই সন্দীপ্ত হয়, ইত্যাদি রূপে তাহাদের প্রাণসা ;—৪-৪ বাক্যই তাহা ;—৫ মনই মনস্বিগণকে প্রধানভাবে বহন করে ;—৬ চক্ষু অত্যন্ত দ্রুতিবিশিষ্ট ;—৭ শরীরের যথাযস্ত ন্যায় প্রাণবায়ুর বর্ণনা ;—৮ শির লোককে জ্ঞানায় ;—৯ অপান বায়ু ;—১১ ২২ সামিধেনী-সমূহ উচ্চারণ করিবার সময়ে যদি কোন ব্যক্তি হোতাকে শাপ প্রদান করে বা নুগত্য করে, তবে হোতা প্রত্যুত্তরে প্রতি-সামিধেনীতে তাহাকেও শাপ প্রদান করেন—ইহারই বিবরণ ।]

১। যে অগ্নি সামিধেনীসমূহের দ্বারা সন্দীপ্ত হয়, তাহা অপর অগ্নি অপেক্ষা অধিকতরভাবে তাপ প্রদান করে, কেননা, তাহা (তখন) অপরি-ভবনীয় ও অস্পর্শনীয় হইয়া উঠে ।

২। সেই অগ্নি যেমন সামিধেনীসমূহের দ্বারা সন্দীপ্ত হইয়া তাপ প্রদান করে, যে ব্রাহ্মণ (ঋত্বিক্) জানিয়া সামিধেনীসমূহকে উচ্চারণ করেন, তিনিও সেইরূপ তাপ প্রদান করিয়া থাকেন, কেননা, তিনি (তখন তাহা দ্বারা) অপরিভবনীয় ও অস্পর্শনীয় হইয়া উঠেন ।

৩। তিনি উচ্চারণ করেন—“প্র বঃ ;” কেননা, প্রাণ (শব্দ) ‘প্র’ বৃক্ ; অতএব তিনি ইহা (প্রথম সামিধেনী) দ্বারা ঐগণকেই সন্দীপ্ত

করিয়া থাকেন। (তিনি দ্বিতীয় সান্নিধ্যেনীতে উচ্চারণ করেন) —“হে অগ্নি, বিস্তারের জন্ত আগমন কর।” অপানই এইরূপ^১ হইয়া থাকে, অতএব তিনি ইহার দ্বারা অপানকেই সন্দীপ্ত করেন। (তিনি তৃতীয় সান্নিধ্যেনীতে উচ্চারণ করেন) —“হে তরুণতম, বৃহদ্বাবে দীপ্ত হও।” উদানট বৃহদ্বীপ্তিশালী,^২ অতএব তিনি ইহা দ্বারা উদানকেই দীপ্ত করিয়া থাকেন।

৪। (তিনি চতুর্থ সান্নিধ্যেনীতে বলেন) —“সেই তুমি আমাদিগের জন্ত বিতর্পণ-শ্রবণাহ^৩ ;” শ্রোত্রট বিতর্পণ-শ্রবণাহ, কেননা, (লোকে) শ্রোত্র দ্বারাষ্ট বিপুল-বিতর্পণ ভাবে শুনিয়া থাকে ; অতএব গনি ইহার দ্বারা শ্রোত্রকেই সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন।

৫। (তিনি পঞ্চম সান্নিধ্যেনীতে বলেন) —“সেই স্তবাহ^৪ ও নমস্ত^৫ ;” বাক্যই স্তবাহ, কেননা, বাক্যই এত নমস্তকে স্তব করে, এবং বাক্য দ্বারাষ্ট এই নমস্ত স্তব চতুঃপাশ্বে থাকে ; অতএব তিনি ইহা দ্বারা বাক্যকেই সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন।

৬। (তিনি ষষ্ঠ সান্নিধ্যেনীতে বলেন) —“অশ্বের জায় দেবগণের বাহন ;” মনই দেবগণের বাহন, কেননা, মনই মনস্বী লোককে প্রাণনভাবে অহিশ্বর বহন করিয়া থাকে ; অতএব তিনি ইহার দ্বারা মনকেই সন্দীপ্ত করেন।

৭। (তিনি সপ্তম সান্নিধ্যেনীতে বলেন) —“হে বৃহদ্বাবে দ্যোতমান অগ্নি ;” চক্ষুই অত্যন্ত দ্যুতি পায়, অতএব তিনি ইহার দ্বারা চক্ষুকেই সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন।

৮। (তিনি অষ্টম সান্নিধ্যেনীতে বলেন) —“আমরা অগ্নিকে দূত (কপে) বরণ করিতেছি ;” এই যে (শরীরে) মহাম প্রাণ^৬ রহিয়াছে, তাহাকেই

২। “বহিনির্গতস্ত বায়োরাশ্মির্ভূবী বৃত্তির্হাপানঃ, অভ আগবনবিশিষ্টাং অপান আকারো-পদগ্গমন্” —সায়ণ।

৩। “উদানবায়ুরপি দেহস্তোত্রকণাৎ অধিকস্তোত্রোবুতঃ” —সায়ণ। ব্রাহ্মণকার এখানে “বৃহঃছাটা” এই পদটিকে একটি সমস্ত পদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

৪। প্রাণাপানাদি পঞ্চ বৃত্তির আশ্রয়ভূত মিত্রাশক্তিবরূপ বেহমধ্যাহ্নিত বায়ু।

তিনি ইহার দ্বারা সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন। সমস্ত প্রাণের মধ্যে ইহাই মধ্যস্থ ; ইহা হইতেই কয়েকটি প্রাণ উৎপাদিতমুখে, এবং ইহা হইতেই আর কয়েকটি প্রাণ অবাস্তুখে বিচরণ করে ; কেননা ইহা মধ্যস্থিত। যিনি ইহাকে প্রাণসমূহের মধ্যে মধ্যস্থিত বলিয়া জানেন, তাহার ঐহাকে মধ্যস্থিত বলিয়া মনে করেন।

৯। (তিনি নবম সামিধেনীতে বলেন,—“সেই জ্বালারূপ-কেশ-যুক্তকে আমরা প্রার্থনা করি!” শিশ্রুট জ্বালারূপ কেশযুক্ত, কেননা, শিশ্রু শিশ্রুশালী ব্যক্তিকে প্রভূত রূপে জ্বালার ; অতএব তিনি ইহার দ্বারা শিশ্রুকেই সন্দীপ্ত করেন।

১০। (তিনি দশম সামিধেনীতে বলেন)—“হে আর্যধিত অগ্নি, আপনি সন্দীপ্ত!” এই বে অবাস্তুখ প্রাণ (অর্থাৎ অপান) রহিয়াছে, তাহাকেই তিনি ইহার দ্বারা সন্দীপ্ত করেন ;—“তোমরা ইহার হোম কর, ইহাকে পরিচর্যা কর।” তিনি ইহার দ্বারা অথ হইতে লোন পর্বাঙ্ক সমস্ত দেহকে সন্দীপ্ত করেন।

১১। প্রথম সামিধেনী উচ্চারণ করিবার সময় যদি সেহ (শত্রু) ব্যক্তি ইহাকে (হোতাকে) শাপ প্রদান করে, তবে তিনি প্রত্যুত্তররূপে বলিবেন—“তুমি ইহার দ্বারা নিজের প্রাণকেই অগ্নিতে নিষিত করিলে, তুমি নিজের প্রাণের নিমিত্ত পীড়া প্রাপ্ত হইবে!” ইহা সৌকর্য্যপূর্ণ হইয়া থাকে।

১২। যদি সে দ্বিতীয় (সামিধেনী) উচ্চারণ করিবার সময় শাপ প্রদান করে, তবে তিনি প্রত্যুত্তররূপে তাহাকে বলিবেন—“তুমি ইহাতে

১। “স্বা হৈবাক্ত্বা প্রাণানাম্ ;” সারণ ইহার ব্যাখ্যার বলেন—“অগ্নিকে দ্রুতরূপে বরণ করি”—এই সামিধেনীই প্রাণাপানাদিরূপে-সংস্কৃত অপর বাক্যসমূহের মধ্যে বধ্যমপ্রাণরূপে অবস্থিত।

২। “অমুবাঃক্বে ;” সারণ এখানে লিখিয়াছেন—“অমুবাঃক্বে : শাপ ইতি হি ধৃত্বানী ভাব্যাকারঃ ।” কিন্তু বোধ হয় তাহার অর্থ এখানে বুঝতদী করা, বা তাহার উচ্চারণ করিবার পর বিকৃত হয়ে আবার তাহাই উচ্চারণ কর;। অতএব এইরূপ বুঝিতে হইবে।

নিজের অপানকেই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি নিজের অপানের নিমিত্ত পীড়া প্রাপ্ত হইবে !’ ইহা সেইরূপই হইয়া থাকে ।

১৩। যদি সে তৃতীয় (সামিধেনী) উচ্চারণ করিবার সময় শাপ প্রদান করে, তবে তিনি প্রত্যুত্তররূপে তাহাকে বলিবেন—‘তুমি ইহাতে নিজের উদানকেই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি নিজের উদানের নিমিত্ত পীড়া প্রাপ্ত হইবে !’ ইহা সেইরূপই হইয়া থাকে ।

১৪। যদি সে চতুর্থ (সামিধেনী) উচ্চারণ করিবার সময় শাপ প্রদান করে, তবে তিনি প্রত্যুত্তররূপে তাহাকে বলিবেন—‘তুমি ইহাতে নিজের শ্রোত্রকেই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি নিজের শ্রোত্র নিমিত্ত পীড়া প্রাপ্ত হইবে—বধির হইবে !’ ইহা সেইরূপই হইয়া থাকে ।

১৫। যদি সে পঞ্চম (সামিধেনী) উচ্চারণ করিবার সময় শাপ প্রদান করে, তবে তিনি প্রত্যুত্তররূপে তাহাকে বলিবেন—‘তুমি ইহাতে নিজের বাক্যকেই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি নিজের বাক্যের নিমিত্ত পীড়া প্রাপ্ত হইবে—মূক হইবে !’ ইহা সেইরূপই হইয়া থাকে ।

১৬। যদি সে ষষ্ঠ (সামিধেনী) উচ্চারণ করিবার সময় শাপ প্রদান করে, তবে তিনি প্রত্যুত্তররূপে তাহাকে বলিবেন—‘তুমি ইহাতে নিজের মনকেই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি নিজের মনের নিমিত্ত পীড়া প্রাপ্ত হইবে—মনের বিপরিলোপের দ্বারা গৃহীত হইয়া নিভাস্ত মুঢ় হইয়া বিচরণ করিবে !’ ইহা সেইরূপই হইয়া থাকে ।

১৭। যদি সে সপ্তম (সামিধেনী) উচ্চারণ করিবার সময় শাপ প্রদান করে, তবে তিনি প্রত্যুত্তররূপে তাহাকে বলিবেন—‘তুমি ইহাতে নিজের চক্ষুকেই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি নিজের চক্ষুর নিমিত্ত পীড়া প্রাপ্ত হইবে—অন্ধ হইবে !’ ইহা সেইরূপই হইয়া থাকে ।

১৮। যদি সে অষ্টম (সামিধেনী) উচ্চারণ করিবার সময় শাপ প্রদান করে, তবে তিনি প্রত্যুত্তররূপে তাহাকে বলিবেন—‘তুমি ইহাতে নিজের মধ্যম প্রাণকেই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি ইহাতে নিজের মধ্যম প্রাণের জন্ত পীড়া প্রাপ্ত হইবে—উর্দ্ধ্বাস করিয়া মৃত হইবে !’ ইহা সেইরূপই হইয়া থাকে ।

১৯। যদি সে নবম (সামিধেনী) উচ্চারণ করিবার সময় শাপ প্রদান করে, তবে তিনি প্রত্যুত্তররূপে তাহাকে বলিবেন—‘তুমি ইহাতে নিজের শিগ্নকেই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি নিজের শিপ্পের নিমিত্ত পীড়া প্রাপ্ত হইবে—‘ক্লীব হইবে!’ ইহা সেটরূপই হইয়া থাকে।

২০। যদি সে দশম (সামিধেনী) উচ্চারণ করিবার সময় শাপ প্রদান করে, তবে তিনি প্রত্যুত্তররূপে তাহাকে বলিবেন—‘তুমি ইহাতে নিজের অবজুখ প্রাণকেই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি নিজের অবজুখ প্রাণের জন্য পীড়া প্রাপ্ত হইবে,—(মল) বদ্ধ হইয়া মৃত হইবে!’ ইহা সেটরূপই হইয়া থাকে।

২১। যদি সে একাদশ (সামিধেনী) উচ্চারণ করিবার সময় শাপ প্রদান করে, তবে তিনি তাহাকে প্রত্যুত্তররূপে বলিবেন—‘তুমি নিজের সমস্তই অগ্নিতে নিহিত করিলে, তুমি নিজের সমস্তের জন্যই পীড়া প্রাপ্ত হইবে, সমস্তই (এঁ (পর) লোকে গমন করিবে!’ ইহা সেটরূপই হইয়া থাকে।

২২। যেমন কেহ সামিধেনীসমূহের দ্বারা সন্দীপ্ত অগ্নির নিকটে গমন করিয়া অত্যন্ত পীড়া প্রাপ্ত হয়, সেটরূপ, সামিধেনীসমূহের বিজ্ঞানঃ উচ্চারণকারী ব্রাহ্মণকে শাপ প্রদান করিয়া সেও অত্যন্ত পীড়া প্রাপ্ত হয়

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

[১ মন ও বাক্যের উদ্দেশ্য আচার নামক প্রথম আহুতি প্রদান করিবার কারণ ;—২ তাদৃশ আহুতি প্রদানে তাহার প্রাণ হইয়া দেবগণের বস্ত্র বহন করে ;—৩ মন ও বাক্যের নিমিত্ত প্রদেয় আচার নামের বখাক্রমে প্রথম ও প্রথম দ্বারা প্রদান, এবং তাহার কারণ ;—৪ মন ও বাক্যের আচার নামক বখাক্রমে মৌনাবলম্বনে ও মন্ত্রোচ্চারণে বিষয় ;—৫ মন ও বাক্যের আচার নামক বখাক্রমে বসিয়া ও দাঁড়াইয়া করিবার কারণ ;—৬ (আহবনী (যের) দ্ব্যংগ দিকে থাকিয়া তাহা করিবার বিধান ;—৭ যজ্ঞের মূল অঙ্গণ আচার নামের দ্বারা ও মৌনাবলম্বনে, এবং যজ্ঞের শীর্ষস্বরূপ আচার নামক দ্বারা ও মন্ত্রোচ্চারণে বিষয় ;—৮ তাহার বখাক্রমে উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান হইয়া নিষ্কল করিবার কারণ ;—৯ অগ্নিসম্বর্জনের জন্য আগ্নীধ্রুকে প্রবর্তন, পূর্ব আচারের দ্বারা অগ্নিকে পূর্ববর্তী যজ্ঞের কার্যের জন্য সন্দীপ্ত করিয়া সমর্থ করা ;—১০ অগ্নিসম্বর্জন ;—১১ এই মন ও বাক্য, লৌকিক বৃষ্টান্তে এই সম্বর্জনের উপযোগিতা প্রদর্শন]

১। ‘আমরা সন্দীপ্ত অগ্নিতে দেবগণের জন্ত হোম করিব’ এই মনে করিয়া তাহারা সেই-এত (আ হ ব নী য়) অগ্নিকে সন্দীপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি হহাও মন ও বাক্যের জন্ত এই প্রথম আহুতিরূপ হোম করেন, কেননা, মন ও বাক্যই (পরস্পর) সংযুক্ত হইয়া দেবগণের জন্ত যজ্ঞকে বহন করে।

২। ‘তিনি অহুচ্চস্বরে (মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া) বাতা করেন, তাহা দ্বারা মন দেবগণের জন্ত যজ্ঞকে বহন করে; আর বাতা তিনি স্পষ্টভাবে (উচ্চারিত মন্ত্ররূপ) বাক্যের দ্বারা করিয়া থাকেন, তাহা দ্বারা বাক্য দেবগণের জন্ত যজ্ঞকে বহন করে। এত-সেত (আহুতিরূপ কার্য্য) দুইটি করা হইয়া থাকে, এবং তিনি তাহার দ্বারা এত দুইটিকে (অর্থাৎ মন ও বাক্যকে) এই মনে করিয়া সম্বর্ণিত করেন যে, ‘তাহারা তৃপ্ত ও প্রীত হইয়া দেবগণের জন্য যজ্ঞ বহন করিবে।’

৩। তিনি বাহা (স্বত্ববাক্যকে) মনের জন্য প্রক্ষেপ করেন, তাহা স্রবের দ্বারা প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন; কেননা, মন পুরুষ (‘ব্রহ্ম,’ বীজসেবককারী পুরুষ), ও পুরুষই স্রব।

৪। তিনি বাতা বাক্যের (‘বাচ্’ জ্যৈঃ) জন্ত প্রক্ষেপ করেন, তাহা স্রবের দ্বারা প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন; কেননা, বাক্য জ্যৈ, এবং জ্যৈই স্রব্জ (জ্যৈঃ)।

৫। তিনি বাহা মনের জন্য প্রক্ষেপ করেন, তাহা মৌনাবলম্বনে প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন,—‘বাহা’ শব্দও উচ্চারণ করেন না; কেননা, মন অনিৰুক্ত (অর্থাৎ অকৃতনিৰ্ব্বচন, অস্পষ্ট, বাহাকে ঠিক করিয়া বলা যায় না) ও মৌনাবলম্বনও অনিৰুক্ত।

৬। তিনি বাহা বাক্যের জন্ত প্রক্ষেপ করেন, তাহা মন্ত্রদ্বারা প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন; কেননা, বাক্য নিরুক্ত ও মন্ত্রও নিরুক্ত।

৭। তিনি বাহা মনের জন্ত প্রক্ষেপ করেন, তাহা উপবিষ্ট হইয়া এবং বাতা বাক্যের জন্ত প্রক্ষেপ করেন, তাহা দাঁড়াইয়া প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন।

১। ইহাঙ্গের নাম আ বা র। প্রচলিত বহির এক লেশ হইতে অপর বেশ শব্দান্ত অবিস্কৃত স্বরম্বারা প্রক্ষেপের নাম আ বা র।

মন ও বাক্য সংযুক্ত হইয়া দেবগণের জন্ত যজ্ঞ বহন করে । (শকটাদির যুগদণ্ডে) সংযুক্ত (পশু-) ঘরের যেটি অপেক্ষাকৃত ছোট হয়, (উত্তর পশুর সমান উচ্চতা রক্ষা করিবার জন্ত) তাহার (লোকেরা) তাহার (বন্ধের উপর) স্বকদাক^২ (স্থাপন) করিয়া থাকেন । মন হইতে বাক্য হ্রস্বতর, কেননা, মন অপারমিততর ও বাক্য পরিসিততর^৩; অতএব তিনি ইহার দ্বারা বাক্যেরই স্বকদাক করিয়া থাকেন, এবং তাহার উত্তরে সমান ভাবে যুক্ত হইয়া দেবগণের জন্ত যজ্ঞ বহন করে । তিনি সেই জন্ত দণ্ডায়মান হইয়া বাক্যের নিমিত্ত (স্থতধারা) প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন ।

৮। দেবগণ যজ্ঞ বিস্তার করিতেছিলেন । (সেই সময়ে) তাঁহারা অশ্ব ও রাক্ষসগণের আক্রমণ হইতে ভীত হইয়া (আ হ ব নী য়ে র) দক্ষিণ ভাগে উন্নত হইয়া ছিলেন ; কেননা বীৰ্য্য উন্নতমদৃশই হইয়া থাকে ; সেই জন্ত তিনি দক্ষিণ দিকে দণ্ডায়মান হইয়া (স্থতধারা) প্রক্ষেপ করেন । তিনি (অগ্নির) উত্তর দিকে (উত্তর ও দক্ষিণে) প্রক্ষেপ করেন বলিয়া মন ও বাক্য সমান হইলেও পৃথকের জ্ঞান হইয়া থাকে, কেননা, (স্থতধারা-) প্রক্ষেপঘরের একটি যজ্ঞের শীর্ষ ও অপরটি তাহার মূল ।

৯। বাহ্য যজ্ঞের মূল, তাহা তিনি ক্ষবের দ্বারা, এবং বাহ্য যজ্ঞের শীর্ষ, তাহা তিনি ক্ষবের দ্বারা প্রক্ষেপ করেন ।

১০। যজ্ঞের বাহ্য মূল, তাহা তিনি মৌনাবলম্বনে প্রক্ষেপ করেন ; কেননা, এই (বৃক্ষাদির) মূল মৌনাবলম্বনের (নিঃশব্দতার) মদৃশ ; কারণ, বাক্য এখানে শব্দত হয় না ।^৪

১১। বাহ্য যজ্ঞের শীর্ষ, তাহা তিনি সন্মোচ্চারণে প্রক্ষেপ করেন ; কেননা, বাক্যই মন্ত্র, এবং এই বাক্য শীর্ষ হইতেই শব্দিত হইয়া থাকে ।

২। “উপবহঃ,” “বহঃ স্বকপ্রবেশঃ, ভক্তোপরিগৃহীতমৌক্ত্যকরং বাক্যমহং পীঠাদিকং লৌকিকঃ কুব্ধতি”—মার্কণ্ডেয় ।

৩। অর্থাৎ মন অপারমিততর বহু বিষয় গ্রহণ করে, ও বাক্য পরিসিততর অল্প বিষয়কে গ্রহণ করে ।

৪। অর্থাৎ এখানে কোন শব্দব্যাপার নাই ।

১২। যাহা যজ্ঞের মূল তিনি তাহা উপবিষ্ট হইয়া প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন, কেননা, এই (বৃক্ষাদির) মূল উপবিষ্টের ভায়; আর যাহা যজ্ঞের শীর্ষ, তিনি তাহা দণ্ডায়মান হইয়া প্রক্ষেপ করেন, কেননা, এই শীর্ষ উষ্মিতের ভায় হইয়া থাকে।

১৩। তিনি পূর্ব (আ দ্বা র অর্থাৎ সূত্রধারা) প্রক্ষেপ করিয়া (আগ্নীধ্বকে) বলেন—‘হে আগ্নীধ্ব, অধিকে (আ হ ব নী য়) সম্ভার্জন করুন!’ যেমন (শকট বহনের পূর্বে বুধেব স্বকের) উপরে যুগকাষ্ঠ যোজন করা হয়, তিনি যে পূর্ব সূত্রধারাকে প্রক্ষেপ করেন, তাহাও সেইরূপ; কেননা, তাহার (লোকেরা) যুগকাষ্ঠ যোজনা করিবার পর (রজ্জ্ব দ্বারা বুধকে) বন্ধন করিয়া থাকে।

১৪। অনন্তর তিনি (আগ্নীধ্ব, ঈন্ধনকাষ্ঠ-) বন্ধনে প্রযুক্ত ভূগমসূহ দ্বারা* অধিকে সম্ভার্জন করেন, ও তাহা দ্বারা ঈগাকে (হবির্বহনের জন্ত) যুক্ত করিয়া থাকেন, কেননা, তিনি মনে করেন যে, ‘ইহা যুক্ত হইয়া দেবগণের জন্ত হবি বহন করিবে;’ তিনি সেই জন্তই সম্ভার্জন করিয়া থাকেন। তিনি পরিক্রম করিতে করিতে সম্ভার্জন করেন, কেননা, পরিক্রম করিতে করিতেই তাহার (লোকেরা) যোজনীয় (অশ্বাদি পশুকে) যুক্ত করিয়া থাকে। তিনি (পবিত্রত্বের এক একটিতে) দিন-তিনবার করিয়া সম্ভার্জন করেন, কেননা, যজ্ঞ ত্রিগুণিত।

১৫। তিনি (এই সময়ে) সম্ভার্জন করেন—‘হে অন্নভোতা অগ্নি, অম্মের উদ্দেশে গমনকারী ও অন্নভয়কারী তোমাকে আমি সম্ভার্জন করিতেছি।’’ তিনি ইহাতে এই বলেন যে, ‘তুমি যজ্ঞ বহন করিবে, তুমি যজ্ঞ ই, আমি তোমাকে সম্ভার্জন করিতেছি।’ অনন্তর (পরিধিজ্ঞানসূত্রে সম্ভার্জন করিবার পর) তিনি মৌনাবলম্বনে (অগ্নির) উপরিভাগে তিনবার (সম্ভার্জন করেন); কেননা, যেমন (শকটে পশুকে) যোগ করিয়া লোকে ‘চল! বহন কর!’

৫। অর্থাৎ সেই সূত্রধারার দ্বারা সমীপ হইয়া অগ্নি বজ্রোচিত কার্যের ক্ষমতা সমর্থ হইতে পারে।

৬। ক. ব্রো ৩, ১. ১২-১৩; ই ভূগমসূত্রে বৈদিক নাম ই ব্র সং ন হ ন।

৭। বা. স ২. ৭. ১।

বলিয়া তাহাকে চালন করে, তিনিও সেইরূপ ইহা দ্বারা 'চল ! দেবগণের জন্ত যজ্ঞ বহন কর !' এই বলিয়া তাহাকে কশা দ্বারা প্রেরণ করেন ; সেই জন্ত তিনি উপরিভাগে সোণাবলম্বনে তিনবার (সম্মার্জন করিয়া থাকেন)। অ২এব (ঘৃতধারাদ্বয়ের প্রক্ষেপের) মধ্যে এই (সম্মার্জনরূপ) ক'ধ করা হয় বলিয়াই এই মন ও বাক্য সমান (অর্থাৎ সমানাত্ম্য) হইয়াও ভিন্নের জ্ঞায় হইয়া থাকে ।

চতুর্থ প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[১ পূর্বধর্মী ঘৃতধারা নিষ্ক্ষেপের জন্ত অঞ্জলিধকন, তাহার মন্ত্র, সম্বন্ধক শব্দ-স্বরের গ্রহণ ;—২-৩ ঐ মন্ত্র, ইন্দ্রকর্করূপ দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত নাশক প্রজ্ঞা ও অম্বরগণের তাড়না,—৪ ঐ মন্ত্র, অগ্নি দেবগণের হোতা ও দূত ;—৫ বেদির পশ্চাদ্ভাগে প্রত্যাবর্তন-পূর্বক জুহু হিত অজোর প্রবাহিত অজোর সহিত সম্মিশ্রণ, তাহার তৎপূর্ণব্যাপার, গ্রামাদির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে খান দিব শীর্ষ বলা হয় ;—৬ জুহুস্থিত অজোর উপভূতের অজোর সহিত সম্মিশ্রণে দোষ—বজ্রমানের শত্রুকেই তাহা হইলে ক্রীসম্পন্ন করা হয় ;—৭ ঐ মিশ্রণের মন্ত্র ;—৮ মন ও বাক্যের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ইহা লইয়া তাহাদের পরস্পর বিবাদ ;—৯-১০ মন ও বাক্য উভয়েরই নিজ-নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ;—১১ বিবাদ নিষ্পত্তির জন্ত তাহাদের প্রজ্ঞাপতির নিকট গমন, ও তাহার দ্বারা বাক্যের নিবৃদ্ধি কখন ;—১২ ত্রীরূপ বাক্যের (বাচ্) তাহা প্রবণে গর্তগত, ও প্রজ্ঞাপতির হবা বহন করিতে না—অর্থাৎ সেই অর্ধ প্রকাশ করিবে না বলিয়া তাহার নিকটে তাহার সেই কথার প্রকাশ, প্রজ্ঞাপতির কার্য এই জন্তই অসুচক্যের হয় ;—১৩ বাক্যের সেই রেককে ধারণ করিয়া দেবগণের পাশ্রে স্থাপন, তাহা হইতে অজির উৎপত্তি, বজ্রধ্বনি দ্বারা সহিত সম্ভাষণে পাণ ।]

১। তিনি স্রকের দ্বারা পূর্বধর্মী ঘৃতধারা প্রক্ষেপ করিবার কন্ত (জুহু ও উপভূতের) পূর্বভাগে (এই মন্ত্রে) অঞ্জলি বন্ধন করেন—দেবগণকে নমস্কার ! পিতৃগণকে স্ববা !^১ তিনি ঋত্বিক-কার্য করিবার জন্ত ইহা দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন । তিনি (এই মন্ত্রে) স্রকরূপকে (জুহু ও উপভূতকে) গ্রহণ করেন—“তোমরা উভয়ে স্থনিয়ত (অর্থাৎ স্থস্থির)

১। বা. ম. ২. ৭, ২; 'স্বা' শব্দের অর্থ, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দেয়জব্যের দান, অতএব এখানে তাহার তাৎপর্ষ্য এই যে—'দানাদিককে দেবজব্য দান করিব' ।

হও।” “তোমরা আমার নিকটে সুপুত্রীয় হও, তোমাদিগকে যেন আমি পূর্ণ করিতে পারি।” ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন।—“যাহাতে ক্ষরিত হইয়া না পড়ে, এইরূপ ভাবে অদ্য দেবগণের জন্ত অন্ন যোগ করিব।” “অবিস্কৃত ভাবে অদ্য দেবগণের জন্ত যজ্ঞ করিব” ইহাই তিনি তাহার দ্বারা বলিয়া থাকেন।

২।—“হে বিষ্ণু, পদদ্বারা তুমাকে অবজ্ঞা পূর্বক অতিক্রম করিব না।” যজ্ঞই বিষ্ণু, অতএব তিনি ইহা দ্বারা “তোমাকে অবজ্ঞা পূর্বক অতিক্রম করিব না” বলিয়া তাহাকেই প্রণয় করিয়া থাকেন।—“হে অগ্নি, আমি তোমার পদদ্বারা চাষার নিকটে গমন করিয়া থাকিব।” “আমি তোমার উত্তম চাষার নিকটে গমন করিয়া থাকিব” ইহাই তিনি তাহার দ্বারা বলিয়া থাকেন।

৩।—“তুমি বিষ্ণুর স্থান।” যজ্ঞই বিষ্ণু, এবং তাহারই নিকটে তিনি থাকেন; এতজন্য তিনি বলিয়া থাকেন “তুমি বিষ্ণুর স্থান।”—“ইন্দ্র এক স্থানে বীরকর্ষ করিয়াছিলেন;” কেননা, ইন্দ্র এই স্থানে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ দিকে অবস্থিত নাশক প্রজা ও অসুরগণকে তাড়িত করিয়াছিলেন। তিনি মেঘজ্ঞানই বলেন “ইন্দ্র এই স্থানে বীরকর্ষ করিয়াছিলেন।”—“অধর উন্নত হইয়া প্রবৃত্ত হইয়াছিল;” অধর (শব্দে) যজ্ঞ, অতএব ‘যজ্ঞ উন্নত হইয়া প্রবৃত্ত হইয়াছিল’ ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলেন।

৪।—“হে অগ্নি, তুমি হোতৃকর্ষ ও দূতকর্ষ জান।” অগ্নি দেবগণের হোতা ও দূত এই উভয়ই, অতএব, ‘যাহা তুমি দেবগণের সম্বন্ধে (গ্রহণ করিয়াছ), সেই এই উভয় (কার্য্যকে) তুমি জান’ ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন।—“দ্ব্যলোক ও পৃথিবী তোমাকে বক্ষা করুক, এবং দ্ব্যলোক ও পৃথিবীকে তুমি বক্ষা কর।” এখানে কিছু অস্পষ্টার্থের স্ভাব্য নাই।—‘ইন্দ্র আত্মারূপ হবির দ্বারা দেবগণের শোভন যাগকারী (“স্বিষ্টকৃত”) হউন, স্বাস্থ্য।’ ইন্দ্রই যজ্ঞের দেবতা, এইজন্য তিনি বলিয়া থাকেন

২। বা. স. ২. ৭. ৩।

৩। বা. স. ২. ৮. ১-৩।

৪। বা. স. ২. ৮. ৪; ২. ১; ইহাতে দ্বিতীয় স্থল্যারা বিবেচন করা হয়।

“ইন্দ্র আজ্য দ্বারা...।” তিনি বাক্যের জন্ত এই দ্ব্যর্থার্থী প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন,* এবং তাঁহার বশেন যে, ইন্দ্র বাক্য (-স্বরূপ), তিনি সেইজন্ত বলিয়া থাকেন “হে ইন্দ্র, আজ্য দ্বারা...।”

৫। অনন্তর তিনি অক্ষ-দ্বয়কে পরস্পর সংস্পৃষ্ট না করিয়া (বেদীর পশ্চাতে) প্রত্যাবর্তন পূর্বক (জুহুস্থিত আজ্যকে জুহুদ্বারা) ঋবার (আজ্যের) সহিত মিশ্রিত করেন। উত্তর (দ্বিতীয়) দ্ব্যর্থার্থী যজ্ঞের শীর্ষ, এবং ঋবা তাহার দেহ, অতএব তিনি তাহা দ্বারা দেহেতেই শীর্ষকে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। উত্তর দ্ব্যর্থার্থী যজ্ঞের শীর্ষট, এবং শীর্ষ ত্রীম্বরূপট; শীর্ষ যে ত্রীম্বরূপ তাহা প্রসিদ্ধ, সেইজন্ত যে ব্যক্তি গ্রামাদির* শ্রেষ্ঠ হয়, লোকেরা তাহাকে বলিয়া থাকে যে, ‘ঐ ব্যক্তি অমুক গ্রামাদির শীর্ষ।’

৬। যজ্ঞমানেই ঋবার পশ্চাতে অবস্থান করেন, এবং যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি শত্রুর স্তায় আচরণ করে সে উপভূতের পশ্চাতে। তিনি যদি (জুহুস্থিত আজ্যকে) উপভূতের (আজ্যের) সহিত মিশ্রিত করেন, তবে যে ব্যক্তি যজ্ঞমানের প্রতি অরাতির স্তায় আচরণ করে, তাহাতেই তিনি ত্রীকে স্থাপিত করিয়া ফেলেন; কিন্তু তাহাতে (অর্থাৎ ঋবার আজ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া) তিনি যজ্ঞমানেই ত্রীকে স্থাপিত করিয়া থাকেন।

৭। তিনি (এই যজ্ঞে) মিশ্রিত করেন—“জ্যোতির সহিত জ্যোতি সন্মিলিত (হউক)!” এক ক্ষকে অবস্থিত আজ্য জ্যোতি, এবং অপর ক্ষকে অবস্থিত আজ্যও জ্যোতি; সেই উভয় জ্যোতি তাহার দ্বারা একত্র সন্মিলিত হয়, এবং সেইজন্তই তিনি এইরূপ মিশ্রিত করিয়া থাকেন।

৮। মন ও বাক্যের ‘আমি উত্তম! আমি! উত্তম’ করিয়া এক বিবাদ হয়। মন ও বাক্য উভয়েই বলিয়াছিল যে, ‘আমি উত্তম!’

৯। তৎপ্রসঙ্গে মন (বাক্যকে) বলিয়াছিল—‘আমিই তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, কেননা, আমি যদি (বিষয়ে) গমন না করি, তবে তুমি কিছুই

৫। ১. ৩. ৩. ১ ব্রহ্মা।

৬। “অর্কস্তঃ,” “বেশতাক্ত গ্রামাদিঃ”—সারণ।

৭। বা. স. ২. ২. ২।

বলিতে পার না। অতএব তুমি আমার কৃতান্তকারী ও অনুগামী বলিয়া আমিই তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।’

১০। অনন্তর বাক্য বলিল—‘আমিই তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর; কেননা, তুমি বাহ্য জ্ঞান, আমিই তাহা বিশেষরূপে জানাইয়া দিই—সম্যাক্রূপে জানাইয়া দিই।’

১১। তাহার প্রজ্ঞাপতির নিকটে প্রণ করিবার জন্ত গমন করে। প্রজ্ঞাপতি মনেরহী অনুকূলভাবে বলিলেন—‘মনই তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, কেননা, মনেরহী তুমি কৃতান্তকারী ও অনুগামী; নিকৃষ্টতর ব্যক্তিই উৎকৃষ্টতরের কৃতান্তকারী ও অনুগামী হইয়া থাকে।’

১২। (প্রজ্ঞাপতিদ্বারা এইরূপে) পরাজিত উক্ত হইয়া বাক্য (‘বাক্’, জ্ঞীঃ) ভগ্নবীৰ্য্য হইয়া পড়িল, ও তাহার গৰ্ভপাত হইল। বাক্য প্রজ্ঞাপতিকে বলিল—‘আপনি আমাকে পরাজিত করিয়াছেন, আপনার জন্ত আমি হব্য-বাগিনী হইব না।’ এতজনা বজ্র বাহ্য কিছু প্রজ্ঞাপতির জন্ত করা হয়, তাহা অনুচ্চস্বরের কণা হইয়া থাকে; কেননা, বাক্য প্রজ্ঞাপতির জন্ত অহব্যবাহী হইয়াছিল।

১৩। দেবগণ তখন সেই (বাক্যের গৰ্ভদধকীয়) রেতকে চক্ষু বা অপর যে-কোন (এক পাত্রে) ধারণ করেন। তাহার জিজ্ঞাসা করেন—‘এখানে (‘অজ্জ’) চৈহা (রেত) কিরূপ?’ এবং তাহা হইতে অজি সম্ভূত হন। সেই জন্তই ‘আয়েয়ী’ (অর্থাৎ রজস্বলা) জীর সহিত (সম্ভাষণ করিয়া) লোক পাণবুক্ত হয়;’ কেননা, বাগ্‌দেবতারূপ এই জী হইতেই ইহার (লোকেরা) সম্ভূত হইয়াছে।

৬

১। “‘অজ্জ’ অগ্নি পাত্রে কিং ‘তাব’ এতৎ প্রসিদ্ধং রেতঃ কিমূতম্”—সারণ।

২। “ওম্মাদয়লব্ধবাসীয়া ন সংবদেত ন সহ্যমীত” —তৈ. স. ২. ৫. ১. ৫; এখানে অতি-মিত্তত ভাবে রজস্বলা বর্ষ উক্ত হইয়াছে। বশিষ্ঠসংহিতাদিতে উক্ত রজস্বলাবর্ণের ইহাই মূল।

দ্বিতীয় ভ্রাঙ্কণ

[১ দৈবহোতার বরণ নিমিত্ত অধ্বর্ষ্যুর আহ্বান ;—২ আহ্বান সময়ে ইক্ষনকাষ্ঠবন্ধনের দর্ভশূত্র গ্রহণ ;—৩ যতান্তরে কুশান্তীর্ণ বেদি হইতে কুশ বহনপূর্বক আহ্বান, তাহাতে যুক্তি, ঐ মতের খণ্ডনপূর্বক পূর্বসূক্তের স্থাপন ;—৪ পূর্বো দৈব হোতা অগ্নির বরণ ;—৫ বরণের মস্ত্রোচ্চারণ দ্বারা অগ্নি ও দেবগণের অপরিত-তন্ত্রন ;—৬ বরণবস্ত্রের বাণ্যা, যমুই প্রথমে যগ করেন, এবং তদনুকরণে লোকেরা করিতেছে ;—৭-১০ অর্ঘ্যের হোতুবরণ ও তাহার প্রণালী ;—১১-১২ ঐ মন্ত্র ;—১৩ যমুবা হোতার বরণ ;—১৪ বৃত হোতার জপ দ্বারা দেবগণের সাহায্য প্রার্থন ;—১৫-১৬ ঐ জপের মন্ত্র ও তাৎপর্য বাণ্য, সন্নিভা দেবগণের অনুজ্ঞাভা ;—১৭ ঐ মন্ত্র, বস্তু-কল্প ও আদিভা— এই তিন দেবগণ ;—১৮-২০ ঐ মন্ত্র ও বাণ্যা ;—২১ অধ্বর্ষ্যকর্তৃক অর্ঘ্যদ্বয়ের স্পর্শ ;—২২ অধ্বর্ষ্যুর সেই সময় জপনীয় মন্ত্র ;—২৩ হোতৃ বহন অর্থাৎ হোতার উপবেশন স্থানে তাহার প্রত্যাবর্তন, তদ্রূপ তৃণের নিষ্কপ, তাহার মন্ত্র, অহুদগণের হোতার মন প দা ব হ ;—২৪ দেবগণের হোতার নাব অর্থাৎ ব ত্ত ;—২৫ জপনীয় মন্ত্র, মন্ত্রবিগ্নে উচ্চারণে তাহার উত্তর দিকে সরিয়া যাওয়া ;—২৬ অগ্নিকে দর্শন করিয়া মন্ত্রবপ, মন্ত্রগাথাগ্রসঙ্গে প্রভুর নিকটে পাঠ্যেণ গচ্ছা প্রার্থনার উদ্দেশ্য ।]

১। তিনি (অধ্বর্ষ্য) প্র ব র (অর্থাৎ হোতার বরণ)-নিমিত্ত আহ্বান করেন। তিনি যে প্র ব র-নিমিত্ত আহ্বান করেন, (তাহার কারণ এই যে,) আহ্বান যজ্ঞ, (এবং তিনি হচ্ছা করেন যে,) ‘যজ্ঞকে বলিয়া তাহার পর হোতা’ক বরণ করিব।’ তিনি সেইজন্য প্র ব র-নিমিত্ত আহ্বান করিয়া থাকেন।

২। তিনি ইক্ষনবন্ধনের দর্ভশূত্রসমুহই গ্রহণ করিয়া আহ্বান করেন, কেননা, যদি অধ্বর্ষ্য যজ্ঞকে গ্রহণ না করিয়া আহ্বান করেন, তবে তিনি হয় কম্পিত হন, বা অগর কোন পীড়া প্রাপ্ত হইতে পারেন।

৩। তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ আন্তীর্ণ বেদির কুশ (‘বর্হিঃ’) গ্রহণপূর্বক আহ্বান করিয়া থাকেন, অথবা ইক্ষনকাষ্ঠের এক খণ্ড ছেদন করিয়া গ্রহণ-পূর্বক আহ্বান করেন ; তাঁহারা বলেন—‘ইগ (কুশ বা কাষ্ঠখণ্ড) দি ছু ি.চয়ই যজ্ঞের (অঙ্গ), এবং এই যজ্ঞকেই গ্রহণ করিয়া আমরা আহ্বান করিয়া থাকি।’ কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না, কারণ, যে সকলের দ্বারা

ইক্ষনকাষ্ঠকে বন্ধন করা যায়, ও অগ্নিকে তাঁহারা সম্মার্জন করিয়া থাকেন,^১ হাঁট যজ্ঞের ককিৎ (অন্ন বলিয়া গণ্য হইতে পারে); এবং তাঁহাকেই গ্রহণ করিয়া তিনি আহ্বান করেন। সেইজন্য তিনি ইক্ষনকাষ্ঠ-বন্ধনের নভস্কেটে গ্রহণ করিয়া আহ্বান করিবেন।

৪। তিনি আহ্বান করিয়া, যিনি দেবগণের হোতা তাঁহাকেই অর্থাৎ অগ্নিকেই অগ্রে বরণ করেন, এবং তাঁহা দ্বারা অগ্নি ও দেবগণকে প্রসন্ন করেন; তিনি বে প্রথমে অগ্নিকে বরণ করেন, তাহাতে অগ্নিকে প্রসন্ন করেন; এবং যিনি দেবগণের হোতা, তাঁহাকেই তিনি অগ্রে বরণ করেন বলিয়া দেবগণকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন।

৫। তিনি বলেন—“অগ্নিদেব দেবসম্বন্ধীয় হোতা;” কেননা অগ্নি দেবগণের হোতা; তিনি সেইজন্য বলিয়া থাকেন “অগ্নিদেব দেবসম্বন্ধীয় হোতা” তিনি তঁহা দ্বারা অগ্নি ও দেবগণকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন, তিনি যে অগ্রে অগ্নিকে বলেন, তাহাতে অগ্নিকে প্রসন্ন করেন; এবং যিনি দেবগণের হোতা তাঁহাকে অগ্রে বলিয়া দেবগণকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন।

৬ —“(সেই) বিদ্বান্ ও বিজ্ঞ দেবগণের বাগ ককন,” এই যে অগ্নি, তঁনি দেবগণকে অমুরূপে জানেন; অতএব ‘সেই অমুরূপে জ্ঞানশালী দেবগণকে অমুরূপে বাগ ককন’ হাঁট তিনি তাঁহা দ্বারা বলিয়া থাকেন।

৭। —“মমুর জাহ ভরতের জাহ;” মমুই প্রথমে যজ্ঞের দ্বারা বাগ করেন, এবং তাঁহা অমুরূপ করিয়া এই সমস্ত লোক বাগ করিতেছে; তিনি সেইজন্ত বলেন “মমুর জাহ;” অথবা, তাঁহারা বলেন (যে, ঐ বাক্যের অর্থ) ‘মমুর যজ্ঞে,’ তিনি সেইজন্তই বলিয়া থাকেন—“মমুর জাহ।”^২

৮। —“ভরতের জাহ,” ইনি দেবগণের জন্ত হব্য বরণ করেন (‘ভরতি’) বলিয়া তাঁহারা অগ্নিকে ভরত বলেন; অথবা, ইনিই প্রাণ-স্বরূপ হইয়া এই

১। কা. শ্রো. ৩. ১. ১৩।

২। পূর্ব পঙ্কের অর্থ—মমু যেমন যজ্ঞ দ্বারা বাগ করিয়াছিল, সেইরূপ বাগ করিতে হইবে; পর পঙ্কের অর্থ—মমুর যজ্ঞে যেমন বাগ করা হইয়াছিল, সেইরূপ করিতে হইবে।

সমস্ত লোককে পোষণ করেন (‘বিভর্তি’) ; সেই জন্যই তিনি বলিয়া থাকেন “ভরতের দ্বায়।”

৯। অনন্তর তিনি (পূর্ববর্তী প্রবান প্রবান) ঋষির অপত্যরূপে (অগ্নিকে হোতৃত্বে) বরণ করেন ; তিনি তাঁহাকে ঈহা দ্বারা ঋষিগণ ও দেবগণের নিকটে (এই বলিয়া) বিজ্ঞাপিত করেন যে, ‘যিনি যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি মহাবীৰ্য্য ;’ তিনি সেই জন্য ঋষির অপত্যরূপে (তাঁহাকে) বরণ করেন।

১০। তিনি (যজ্ঞমানের পূর্বপুরুষ বংশের) পূৰ্ব হইতে নীচে বরণ করেন (অর্থাৎ গোত্র প্রবর্তক সর্বপূর্ববর্তী ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া অবন্তন ঋষিগণের অপত্যরূপে অগ্নিকে বরণ করেন) ; কেননা পূৰ্ব হইতেই অধস্তন প্রজাসমূহ জাত হয় ; তিনি ঈহার দ্বারা জ্যোতিষের অধিপতিকে ঈহার (যজ্ঞমানের) জন্য প্রসন্ন করিয়া থাকেন ; কেননা পিতাই আগে, তাহার পর পুত্র, এবং তাহার পর পৌত্র হয়। তিনি সেইজন্য পূৰ্ব হইতে নীচে বরণ করেন।

১১। তিনি (অগ্নিকে) ঋষির অপত্য বলিবার পরে বলেন—“ব্রহ্মের নায়” কেননা, ব্রহ্ম অগ্নি ; এবং তিনি সেইজন্য বলেন “ব্রহ্মের নায় ;” —“এখানে বহন করুন,” কেননা, তিনি যে সকল দেবতাকে এখানে বহন করিবার জন্য বলেন, তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকেন “এখানে বহন করুন।”

১২।—“ব্রাহ্মণগণ এই যজ্ঞের রক্ষক,” কেননা, এই ব্রাহ্মণগণই যজ্ঞের রক্ষক হইয়া থাকেন ; বাহারা সাক্ষবেদাধারী তাঁহারা ইহা (যজ্ঞ) বিস্তার করেন, ও তাঁহারা ইহা উৎপাদন করেন ; অতএব তিনি তাহার দ্বারা (ঐ মন্ত্র পাঠ দ্বারা) তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন। তিনি সেই জন্য বলেন “ব্রাহ্মণগণ এই যজ্ঞের রক্ষক।”

১৩। “অমুক মনুষ্য,” এই বলিয়া তিনি মনুষ্য হোতাকে বরণ করেন ; তিনি ঈহার পূৰ্বে হোতা থাকেন না, এখন হোতা হন।

১৪। সেই বৃত্ত হোতা জপ করেন ; তিনি (ঈহাতে) দেবতাগণের নিকট গমন করেন (অর্থাৎ সাহায্য প্রার্থনা করেন), বাহাতে দেবগণের জন্য বসট্ করি করিতে পারেন, ও দেবগণের জন্য হব্য বহন করিতে পারেন, এবং বাহাতে তিনি বিচলিত না হন ; তিনি এই প্রকারেই দেবতাগণের নিকট গমন করেন।

১৫। তিনি সেখানে (এই মন্ত্ৰ) জপ করেন—“হে দেব সন্নিভা, তাঁহার। ইহার দ্বারা (আমার বরণের দ্বারা) তোমাকেই বরণ করিতেছেন!” তিনি ইহার দ্বারা অমুক্তার জন্য সন্নিভার নিকটে গমন করেন, কেননা, তিনি দেবগণের অমুক্ততা।—“হোতৃকর্মের জন্য অগ্নিকে,” তিনি ইহা দ্বারা অগ্নি ও দেবতা-গণকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন; তিনি যে প্রথমে “অগ্নিকে” বলেন, তাহাতে অগ্নিকে প্রসন্ন করেন; এবং প্রথমে যে বলেন “যিনি দেবগণের হোতা তাহাকে,” ইহার দ্বারা দেবগণকে প্রসন্ন করেন।

১৬।—“পিতা বৈশ্বানরের সহিত,” সংবৎসরই পিতা বৈশ্বানর, (এবং সংবৎসর অর্থে) প্রজাপতি, অতএব তিনি ইহা দ্বারা সংবৎসররূপ প্রজাপতিকেই প্রসন্ন করিয়া থাকেন।—“হে অগ্নি, হে পৃথ্বী, ও হে বৃহস্পতি, উচ্চারণ কর ও যাগ কর!” তিনি (অমুক্ত বা ক্যা-সমূহ) উচ্চারণ করিবেন ও (বা ক্যা-সমূহ দ্বারা) যাগ করিবেন, এইজন্য তাহা দ্বারা সেই সকল দেবতাকে (এই বলিয়া) প্রসন্ন করেন যে, “তোমরা উচ্চারণ কর, তোমরা যাগ কর!”

১৭।—“আমরা বসুগণের দানে ও রুদ্রগণের মহত্ব অবস্থান করিব, এবং অবিনাশের জন্য অনপরাধী ইহরা আদিত্যগণের প্রিয় হইব!” বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ, এই তিনটিই দেবগণ (অর্থাৎ দেবশ্রেণী) আছে; ‘ইহাদেরই রক্ষণে আমরা থাকিব’ ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন।

১৮।—“অগ্নি দেবগণের প্রিয় বাক্য উচ্চারণ করিব!” ‘দেবগণের জন্ত বাহা প্রিয়, আজ তাহা উচ্চারণ করিব’ ইহাই তিনি তাহার দ্বারা বলেন; কেননা, যিনি দেবগণের জন্ত প্রিয় উচ্চারণ করেন, (তাঁহার) তাহা সমৃদ্ধ হইয়া থাকে।

১৯।—“ব্রহ্মগণের প্রিয়,” ব্রাহ্মগণের বাহা প্রিয় আজ তাহা আমি উচ্চারণ করিব’ ইহাই তিনি তাহা দ্বারা উচ্চারণ করিয়া থাকেন; কেননা, যিনি ব্রাহ্মগণের জন্ত প্রিয় উচ্চারণ করেন, (তাঁহার) তাহা সমৃদ্ধ হইয়া থাকে।

২০।—“নরশংসের প্রিয়,” নর (শক্কে অর্থাৎ) প্রজাই, অতএব তিনি তাহা সমস্ত প্রজার জন্ত বলিয়া থাকেন; তাহাতে ইহা সমৃদ্ধ হয়, এবং যিনি (সেই

প্রিয় বাক্য) জানেন, বা যিনি জানেন না, তাঁহার সম্বন্ধে লোকেরা বলিয়া থাকে—ইনি ‘উত্তম উচ্চারণ করিয়াছেন! ইনি উত্তম উচ্চারণ করিয়াছেন!’—“আজ হোতার বরণে যাহা কিছু কুটিল চক্ষুকে (অতিক্রম করিয়া) ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, বিশেষদর্শী ও উৎকর্ষ পদার্থের জ্ঞাত (“জ্ঞাতবেদাঃ”) অগ্নি তাহা সমাহিত করেন!” ‘বেমন, পূর্বে তাঁহারা যে সকল অগ্নিকে হোতৃকর্মের জন্য বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা চলিয়া গিয়াছিলেন (এবং আগনিই সেখানে ছিলেন)’, সেইরূপ, বরণের নিমিত্ত এখানে যাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাহা আপনি বর্দ্ধিত করেন!’—ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন, এবং সেইরূপই তাঁহার তাহা পুনর্বার বর্দ্ধিত হয়।

২১। অনন্তর তিনি অক্ষবু ও আয়ীত্রকে স্পর্শ করেন; কেননা, অক্ষবু মন, এবং হোতা বাক্য; অতএব তিনি তাহা দ্বারা মন ও বাক্যকেই সম্মিলিত করেন।

২২। তিনি সে সময়ে জপ করেন—“ছয়টি বিশাল (পদার্থ) আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করুক—অগ্নি, পৃথিবী, জল, অন্ন, দিবা ও রাত্রি!” ‘এই সকল দেবতা আমাকে পীড়া হইতে রক্ষা করুন,’ ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন; কেননা, এই সকল দেবতা যাহাকে রক্ষা করিবেন তাহার ভ্রংশ হয় না।

২৩। অনন্তর তিনি হোতার উপবেশনস্থানের (হোতৃ বহন)^১ নিকটে প্রত্যাবর্তন করেন ও হোতার উপবেশনস্থান হইতে একখানি তুণ “প রা ব হু” নিরস্ত!” (এই মন্ত্রে) নিক্ষেপ করেন। প রা ব হু নামে অশ্বরূপের এক হোতা আছেন, তাঁহাকেই তিনি ইহা দ্বারা হোতার উপবেশনস্থান হইতে নিরস্ত করিয়া থাকেন।

২৪। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) হোতার উপবেশনস্থানে উপবেশন করেন, “আমি অর্কী ব হু র উপবেশন স্থানে উপবেশন করিতেছি!” অর্কী ব হু^২

১। ব্রহ্মা ১. ২. ১. ১।

২। বেদির উত্তর প্রাণিদেশ।

৩। “পর্যাপ্ত বহু ধনং বস্ত্রং স তথোক্তঃ (প রা ব হু)”—মায়ণ; ব্রাঃ—শ. শ্রৌ. ১ ৩. ৩; প রা ব হু. কোবী. ৩. ১৩৭।

৪। “অর্কী অর্কী ভক্তিব্যং বহু ধনং বস্ত্রং স তথোক্তঃ (অর্কী ব হু)”—মায়ণ। বাজ-সম্মেলনসংহিতায় (১৫-১২) অর্কী প্ ব হু আছে। ব্রহ্মা—৮. ৩. ৩. ২০।

নামে দেবগণের এক হোতা আছেন, তিনি ইহা দ্বারা তাঁহারই উপবেশন-স্থানে উপবেশন করিয়া থাকেন।

২৫। তিনি সেখানে জপ করেন—“হে বিশ্বকর্ষন, তুমি শরীরের রক্ষক!” “তোমরা (উভয় অগ্নি) আমাকে অধিক দধ্ব করিও না, আমাকে হিংসা করিও না! এই লোক তোমাদের;”—তিনি (এই মন্ত্বে) উত্তর দিকে সরিয়া যান; তিনি আহবনীয় ও গার্হপত্যের মধ্যে থাকেন বলিয়া তাহাদের উভয়কে (এই মন্ত্বে) প্রসন্ন করেন যে, ‘তোমারা আমাকে অধিক দধ্ব করিও না, আমাকে হিংসা করিও না!’ এবং সেইরূপে তাহারাও তাঁহাকে হিংসা করে না।

২৬। অনন্তর তিনি অগ্নিকে দোষিতে দোষিতে জপ করেন—“হে বিশ্বদেব-গণ, আমি হোত্বরূপে বৃত্ত হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক যেক্রপে ও যাহা চিন্তা করিব, আপনারা তাহা আমাকে উপদেশ করুন! (যজ্ঞ-সম্বন্ধে) আমার (কর্তব্য) অংশকে বলিয়া দিন, এবং যেক্রপে ও যে পথে আপনাদের হব্য বহন করিব তাহাও বলিয়া দিন।”^১ যেমন, যাহাদের জন্ত (অন্নাদি) পাক করা যায়, (পাচক) তাঁহাদিগকে বলিয়া থাকে সে, ‘যেক্রপে পাক করিব ও যেক্রপে পরিবেষণ করিব, তাহা আমাকে আজ্ঞা করুন,’ তিনিও সেই প্রকার ইহার দ্বারা দেব-গণের নিকটে অনুশাসন ইচ্ছা করেন যে, ‘আমাকে অনুশাসন করুন যাহাতে আমি যথাক্রমে ব ব ট্ কা র করিতে পারি, ও যথাক্রমে হব্য বহন করিতে পারি।’ সেইজন্তই তিনি এইরূপ জপ করিয়া থাকেন।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

১। হোতা মন্ত্রবিশেষের দ্বারা অধ্বৰ্য্যকে দিয়া প্রকৃপাত গ্রহণ করান, এই মন্ত্রবিশেষ প্রণা দা প ন-
নি গ ৮ নামে প্রসিদ্ধ, এই মন্ত্রকে নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার ভাবপার্থ ব্যাখ্যা (ইহা পরবর্তী
কণ্ডিকাতেও করা হইয়াছে) ;—২ একটি মাত্র প্রকৃপাত গ্রহণ করিবার ভাবপার্থ ;—৩ মনুয্যগণ
স্তুবাহ, পিতৃগণ নন্দস্ত, ও দেবগণ বজ্রাহ ;—৪ যজ্ঞে অনুপ্রবিষ্ট ও অননুপ্রবিষ্ট বস্তু, অননুপ্রবিষ্ট
বস্তুর পরাভব ;—৫ পূর্বোক্ত মন্ত্রের নয় ভাগে উচ্চারণ ও তাহার প্রয়োজনীয়তা ;—৬ বন্ধাধাপ
অধ্বৰ্য্যকর্তৃক আহ্বান (আ শ্রা ব ণ) ও আগ্নীত্রকর্তৃক প্রত্যুত্তর প্রশ্নের (প্র ত্যা শ্রা ব ণ)
অর্থ নির্ণয়ের জন্য আখ্যায়িকা, যেরূপকে পরিচাণ করিয়া যজ্ঞের প্রদ্বাপ, ও আহ্বান করায়
প্রত্যাগমন ;—৭ আ শ্রা ব ণ ও প্র ত্যা শ্রা ব ণের ভাবপার্থ কখন, লৌকিক দৃষ্টান্তে ঋত্বিগ্ধর্ণের
পদম্পরের নিকট যজ্ঞকে সমর্পণ ; ৮—১১ ঋত্বিগ্ধর্ণের অপ্রামাণিক বাক্য কখনের নিষেধ ;—
১২-১৪ সোমযাগ-সম্বন্ধে বাকসংঘের নিয়ম ;—১৫ বাকসংঘ না করিলে কার্যে বিশৃঙ্খল হইয়া
যজমানের অনিষ্ট উৎপাদন করে, ঋত্বিকেরা পদম্পর জানিরা গুনিয়া কাজ করিলে তাহা সমৃদ্ধ
হয়, —১৬ বাকসংঘের নিয়মান্তর্গত বাক্য পাঁচটি ও তাহার প্রশংসা ;—১৭-২০ ঐ কয়েকটি
বাক্যেরই নানাক্রম প্রশংসা, প্রদক্ষককে গোদোহনের পরিপাটি ।]

১। (হোতা বলেন)—“হোতা অগ্নি অগ্নির হোতৃকর্ম জানুন,”—
‘হোতা অগ্নি ইহা জানুন’ ইহাই তিনি তাহার দ্বারা বলিয়া থাকেন ; তিনি
বলেন - “অগ্নির হোতৃকর্ম”, কেননা, হোতৃকর্ম তাঁহারই।—“স্বরক্ষককে
জানুন”, স্বরক্ষক যজ্ঞট, অতএব ‘যজ্ঞকে জানুন’ ইহাই তিনি তাহা
দ্বারা বলেন।—“হে যজমান, দেবতা তোমার সম্বন্ধে সম্ভাবে রহিয়াছেন”,
‘হে যজমান, দেবতা তোমার সম্বন্ধে সম্ভাবে রহিয়াছেন, কেননা, তোমার
হোতা অগ্নি’ ইহাই তিনি তাহার দ্বারা বলেন।—“হে অধ্বৰ্য্য, স্তুতপূর্ণ
প্রকৃপাতকে গ্রহণ কর”, তিনি ইহাতে অধ্বৰ্য্যকে অজুজ্ঞা প্রদান করেন।
তিনি যে একটিমাত্র (স্রকের কথা) বলেন, (তাহার কারণ এই) :—

২। যজমানই জুহুর অজুকুল ; এবং যে ব্যক্তি তাঁহার সহিত শক্রের ত্রায়
আচরণ করে, সে উপভূতের অজুকুল। অতএব তিনি যদি ভূটটি (স্রকের

১। এই মন্ত্রের দ্বারা হোতা অধ্বৰ্য্যকে দিয়া প্রকৃপাত গ্রহণ করান, এই মন্ত্র এই মন্ত্রটির
নাম প্রণা দা প ন-নি গ ৮, ইহাকে নয়ভাগে বিভক্ত করিয়া ক্রমশঃ এখানে ব্যাখ্যাত হইতেছে ।

কথা) বলেন, তবে যজ্ঞমানের দেবকারী শত্রুকে প্রতিকূল ভাবে উদ্ভিত করিয়া ফেলেন। ভোক্তাই দুহুর অমুকূল, এবং উপভূতের অমুকূল ভোক্তা; অতএব তিনি যদি দুইটি (ঐশ্বরের কথা) বলেন, তাহা হইলে ভোক্তাকে ইহা প্রতিকূলে উদ্ভিত করেন।

৩। (তিনি বলেন)—“যাহা দেবগণকে ইচ্ছা করে, এবং যাহাকে বিশ্ব (দেব)-সমূহ প্রার্থনা করেন, (সেই ঐশ্বরে)”, তিনি যে বলেন—“যাহা দেবগণকে ইচ্ছা করে, এবং যাহাকে বিশ্ব (দেব)-সমূহ প্রার্থনা করেন”, তাহাতে ইহার স্তুতি ও পূজাই করিয়া থাকেন। “আমরা স্তবাই দেবগণকে স্তব করি, নমস্তগণকে নমস্কার করি ও বজ্রয় (অর্থাৎ বাগাই)-গণকে বাগ করি।” (ইহার অর্থ এই যে), যে সকল দেব স্তবের যোগ্য ঐহাদিগকে আমরা স্তব করি, যাহারা নমস্ত ঐহাদিগকে আমরা নমস্কার করি, এবং যাহারা বজ্রাই ঐহাদিগকে আমরা বাগ করি। মনুষ্যেরাই স্তবাই, পিতৃগণ নমস্ত, ও দেবগণ বজ্রাই।

৪। যে সকল প্রজা যজ্ঞে অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই তাহারা পরাভূতই; কিন্তু এইরূপে যে সকল প্রজা পরাভূত হয় নাই তাহারা যজ্ঞে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে, (যথা)—মনুষ্যগণকে অনুসরণ করিয়া পশুসমূহ, এবং দেবগণকে অনুসরণ করিয়া পক্ষিসমূহ, ওষধিসমূহ ও বনস্পতিসমূহ; এবং এইরূপ যাহা কিছু থাকে তৎসমস্তই যজ্ঞে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

৫। ঐ সেই উচ্চারণগুলি (বাহুতি)^২ নয়টি হইয়া থাকে, কেননা, এই শরীরে প্রাণ^৩ নয়টি; এবং তিনি তাহা দ্বারা ইহাতে (যজ্ঞমানে) এই সকল (প্রাণকে) স্থাপিত করিয়া থাকেন। সেই জন্যই উচ্চারণগুলি নয়টি হয়।

৬। যজ্ঞ দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া যায়। তখন দেবগণ (এই বলিয়া) তাহাকে অনুনয় পূর্বক আহ্বান করিয়াছিলেন—“আমাদের কথা শ্রবণ কর (‘আ শ্রু’)! প্রত্যাবর্তন কর!” “তাহাই হউক” এই বলিয়া সে

২। প্রথম কতিকা প্রভৃতিতে উক্ত—“হোতা অগ্নি অগ্নির হোতৃকর্ম জাম্বুন” ইত্যাদি; ইহার পূর্ববর্তী প্রথম টীকায় দ্রষ্টব্য।

৩। মেহনিত এক বায়ু যজ্ঞের সপ্ত দিগে ও তদন্যোতপে দুই দিগে সঞ্চরণ করে বলিয়া প্রুতিভেদে নয় প্রাণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

দেবগণের নিকট প্রত্যাভর্জন করিল। সে প্রত্যাভর্জন করিলে তাহা দ্বারা দেবগণ বাগ করিলেন ও বাগ করিয়া এই দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেন।*

৭। তিনি (অধ্বর্যু) যে আহ্বান করেন (“আশ্রাবয়তি”), তাহাতে যজ্ঞকেই (এই বলিয়া) আমন্ত্রণ করেন—“আমাদের কথা শ্রবণ কর! প্রত্যাভর্জন কর!” আর তিনি (আগ্নীত্র) যে প্রত্নাত্তর প্রদান করেন (“প্রত্নাত্তরপ্রতি”), তাহাতে ‘তাহাই হউক’—এই বলিয়া যজ্ঞ প্রত্যাভর্জন করে; এবং সে প্রত্নাত্তর হইলে বীজস্বরূপ* তাহা দ্বারা ঋত্বিজগণ যজ্ঞমানের অপেক্ষা না করিয়া (স্বস্থ সমীপে অবস্থিত যজ্ঞকে) পরস্পর পরস্পরকে প্রদানপূর্বক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; যেমন লোকেরা কোন পূর্ণ পাত্র পরস্পরকে প্রদান করিয়া সঞ্চরণ করেন,* ঋত্বিকেরাও এইরূপ পরস্পরকে (যজ্ঞ) প্রদান করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাকে বাক্য দ্বারাই প্রদান করিয়া অনুষ্ঠান করেন, কেননা, বাক্যই যজ্ঞ (সাধন), এবং বাক্য বীজ (মূলস্বরূপ)। সেইজন্য তাঁহারা ইহার দ্বারাই প্রদান করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

৮। অধ্বর্যু ‘উচ্চারণ কর’ এইমাত্র (হোতাকে) বলিয়া (প্রকৃত বিষয়ের) অনুপযোগী কথা বলিবেন না, এবং হোতাও অনুপযোগী কথা বলিবেন না। অধ্বর্যু যে আহ্বান করেন, তাহাতে যজ্ঞ আত্মীয়েদের নিকট উপগত হয়।

৯। আগ্নীত্র প্রত্নাত্তরপ্রদানপর্যন্ত অনুপযোগী কথা বলিবেন না; তিনি যে প্রত্নাত্তর প্রদান করেন, তাহাতে যজ্ঞ পুনর্বার অধ্বর্যুর নিকটে উপগত হইয়া থাকে।

১০। অধ্বর্যু ‘যজ্ঞ’ (‘বা জ্যা পাঠ করুন!’) এই বলা পর্যন্ত অনুপযোগী কথা বলিবেন না; ‘যজ্ঞ’ বলিয়া অধ্বর্যু হোতাকে যজ্ঞ প্রদান করেন।

৪। বন্ধনাপ অধ্বর্যুকৃত্বক আশ্রাবণ (আহ্বান) ও আত্মীয়েকৃত্বক প্রত্নাত্তরপ্রতি (প্রত্নাত্তর) শব্দের মৌলিক অর্থ নির্ণয়ের জন্য এই আখ্যায়িকার প্রস্তাবনা। “ও শ্রাবয়” এই বাক্যের নাম আশ্রাবণ; এবং “অন্ত প্রৌষট্”—এই বাক্যের নাম প্রত্নাত্তরপ্রতি।

৫। বীজস্বরূপ যজ্ঞ হইতে কল উপগত হয়—সাধন।

৬। পূর্বস্থিত কোন যজ্ঞ পাত্র পূর্ণ করিবার সময় যেমন জলপূর্ণ খঁটাদি পূরণকারী-লোকগণের হস্তে সঞ্চরণ করিরা থাকে, সেইরূপ।—সাধন।

১১। হোতা বষট্কার উচ্চারণ পর্য্যন্ত অল্পযোগী কথা বলিবেন না। তিনি বষট্কারের দ্বারা যোনিতে রেতের স্রাব ইহাকে (বজ্রকে) অগ্নিতে নিষ্ক্ষেপ করেন; অগ্নি বজ্রের যোনি, কেননা, ইহা তাহা হইতে জাত হয়। ইহা হবির্যজ্ঞ বিষয়ে (নিয়ম)। আর সোমবার্গ-সম্বন্ধে—

১২। অধ্বর্যু গ্রহ (ভ্রামক পাত্র) গ্রহণ করিয়া উপাকরণ^১ উচ্চারণ পর্য্যন্ত অল্পযোগী কথা বলিবেন না। ‘নিকটে আগমন করুন’ এই (উপাকরণ) বলিয়াই অধ্বর্যু উদগাতৃগণকে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকেন।

১৩। উদগাতৃগণ (উচ্চারণীয় ঋক্‌ত্রয়ের) অস্তিস (ঋক্) উচ্চারণ পর্য্যন্ত অল্পযোগী কথা বলিবেন না। ‘এই (ঋক্) অস্তিস’ এই বলিয়াই উদগাতৃগণ হোতাকে যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

১৪। হোতা বষট্কার উচ্চারণ পর্য্যন্ত অল্পযোগী কথা বলিবেন না; তিনি বষট্কারের দ্বারা যোনিতে রেতের স্রাব অগ্নিতে তাহা (বজ্র) নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, কেননা, অগ্নিই বজ্রের যোনি, কারণ, তাহা হইতেই ইহা (যজ্ঞ) জাত হইয়া থাকে।

১৫। যজ্ঞ বাহার নিকটে উপস্থিত হয় তিনি যদি অল্পযোগী কথা বলেন, তবে লোকে সেমন পূর্ণ পাত্রকে উন্টাইয়া ফেনে তিনিও সেইরূপ যজ্ঞমানকে প্রতিকূলভাবে নিষ্কিণ্ড করেন। আর যেখানে ঋত্বিগ্গণ পরস্পর জানিয়া-জানিয়া যজ্ঞ অহুষ্ঠান করেন সেখানে সমস্তই সম্পন্ন হয়, এবং (কাহারো) মোহ হয় না। অতএব যজ্ঞকে এইরূপেই পোষণ করা উচিত।

১৬। সেই বাক্য সমূহ পাঁচটি, যথা—(১) “আপনি শ্রবণ করান!” (২) “তাহাই হউক, শ্রবণ করুন!” (৩) “যাজ্ঞা সত্ত্ব পাঠ করুন!” (৪) “আমরা যাজ্ঞা পাঠ করিতেছি!” ও (৫) “হবি দান করা যাইতেছে!”^২ যজ্ঞ

১ “উপাকরণং নাম হোতারং প্রতি প্রযোজ্যঃ”—সারণ; তৈ.স.১.৩.১৩ ভাষা; যে বাক্য দ্বারা অধ্বর্যু হোতাকে কার্যো প্রেরণ করেন তাহার নাম উপাকরণ।

২। (১) “আপনি শ্রবণ করান (‘ও শ্রাবণ’)”—ইহা দ্বারা অধ্বর্যু আদীগ্রকে ইহাই বলেন যে, যে দেবতাকে হবি প্রদান করা যাইবে, তাহাকে শ্রবণ করান যে, আপনাকে এই হবি প্রদত্ত হইতেছে; (২) “তাহাই হউক, শ্রবণ করুন (‘অন্ত প্রোবট্’)” —এই দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা আদীগ্র অধ্বর্যুর কথার উত্তর দিয়া দেবতার অভিযুগে বলেন যে, আপনাকে হবি দান করা যাইতেছে—শ্রবণ

পঞ্চ-অবয়ববিশিষ্ট, পশু পঞ্চ-অবয়ববিশিষ্ট এবং সংবৎসরের ঋতু পঞ্চ; ইহা একটি যজ্ঞের পরিমাণ এবং ইহা তাহার সম্পৎ ।”

১৭। তাহাদের (সেই বাক্যান্তলির) অক্ষর সপ্তমশটি ;^{১৭} প্রজাপতি সপ্ত-দশ-অবয়ববিশিষ্ট, এবং প্রজাপতি (শব্দের অর্থ) যজ্ঞ; অতএব ইহা একটি যজ্ঞের পরিমাণ, এবং ইহা তাহার সম্পৎ ।

১৮। “ও শ্রাবয়” এই বলিয়া মেঘগণ পূর্বদিগ্‌বাহী বায়ুকে সৃষ্টি করেন ; “অন্ত শ্রৌষট্” এই বলিয়া তাঁহারা মেঘসমূহকে সর্বত্র সঞ্চালিত করিয়া-ছিলেন ; “বজ্র” এই বলিয়া তাঁহারা বিদ্যুৎকে সঞ্চালিত করিয়াছিলেন ; এবং “যে যজ্ঞামহে” এই বলিয়া তাঁহারা বজ্রকে (অথবা মেঘগর্জনকে ^{১৮}) সঞ্চালিত করিয়াছিলেন, ও বর্ষটকাবের দ্বারা বর্ষণ করাইয়াছিলেন ।

করন ; (৩) “হাজা পাঠ করন (“বজ্র”)”—ইহা দ্বারা অক্ষরূপ হোতাকে ঐ মন্ত্র পাঠ করিতে প্রবর্তিত করেন ; (৪) “আমরা যাজ্ঞা পাঠ করিতেছি (“যে যজ্ঞামহে”)”—এই চতুর্থ বাক্যের দ্বারা হোতা অক্ষরূপকে বলেন যে, আপনি বাহাদিককে প্রবর্তিত করিয়াছেন, সেই আমরা যাজ্ঞা পাঠ করিতেছি ; (৫) “হবি দান করা হইতেছে (“বোমট্”)”—ইহা হোতাপাঠা যাজ্ঞার (“যে যজ্ঞামহে সমিধঃ সমিধো অগ্ন আভ্যন্ত ব্যন্ত বোমট্”) শেষ পদ । সাধারণ “ববট্”-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—“হবির্দায়ত ইতি তন্ত শব্দার্থঃ ;” তৈ. স. ভাষ্য । তৈ. সংহিতায় (১.৬.১১) এই সকল মন্ত্র পঠিত হই-
 রাহে. এবং সাধারণও ত.হা বিদ্যুৎ রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; তদনুসারেই এই বিবরণ লিখিত হইল ।

৯। যজ্ঞের পঞ্চ অবয়ব, যথা—“ধানাঃ করন্তঃ পরিবাণঃ পুরোডাশঃ পয়স্যোতি এব বৈ যজ্ঞো হবিষ্পাতিঃ”—ঐ. ব্রা. ২.৩.৬ ; “সকল পাক্তবসিতি ধানাঃ করন্তঃ পরিবাণঃ পুরোডাশঃ পয়স্য। তেন পাক্তিরাপাতে”—তৈ. স. ৬.৫.১১.৫ ; “ভূষ্টা ববা ধানাঃ, আভাসংযুক্তাঃ সজ্জাঃ করন্তঃ, ব্রীহিজতা লাজাঃ পরিবাণাঃ, পিষ্টবিকারঃ পুরোডাশঃ, কীরবিকারঃ পয়স্যঃ”—সাধারণ, তৈ. স. ১.৩.২৮ ভাষ্য ; ধানাঃ—ভূষ্ট বব (বা ভগ্ন ল, বুঢ়ি ? “ভূষ্টা ববতঃস্বা ধানাঃ”—ঐ ব্রা. ২.৩.৬, সাধারণভাষ্য ; জঃ—“.. কপালে অধিশ্রিতা ভক্তৃসামোপা ধানাঃ করোতি... ;” আপ. ব্রো. ১২.৫.২—১৪), করন্তঃ—আজ্ঞা মিশ্রিত ছাত্ত, পরিবাণ—লাজ (খে), পুরোডাশ—ব্রীহি বা কবের পিষ্টক, পয়স্যঃ—কীরবিকার (হানা ?) ।

১০। “ও জ্বাহেতি চতুরক্ষরঃ, অন্ত শ্রৌষভিতি চতুরক্ষরঃ, বজেতি ত্র্যক্ষরঃ, যে যজ্ঞামহ ইতি পঞ্চাক্ষরঃ, ব্যাকরো ববট্কারঃ”—তৈ. স. ১. ৬.১১.১ ।

১১। মূল “স্তনদ্রিহু” ; সাধারণ বসন—ই শব্দ সেবযাচী হইলেও পূর্বে যেবের উল্লেখ থাকায় এখানে কেবল গর্জনবাক্য প্রকাশ করিতেছে (“স্তনদ্রবাক্যঃ শ্রুতীয়তে”) ।

১৯। তিনি (বজ্রমান) : দি হুইল...
কবেন, অথবা মর্শ-পূর্ণমাসেই বজ্রমান বে, আ-...
তিনি সেখানে অধ্বন্যক বলিবে—‘আপনি...
বকুন!’ আত্মীয়কে বলিবে—‘আপনি...
হোতাকে বলিবে—‘আপনি...
ককন!’ এবং ব্রহ্মাকে বলিবে—‘আপনি...
কেননা, ঋত্বিকেরা যেখানে...
কবেন, সেখানে বর্ষণ হইয়াই থাকে।

২০। “ও প্রাবর” এই...
মুখে আহ্বান করিয়াছিলেন; “ও প্রাবর”...
করিয়া) নিকটে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; “বজ্র” বলিয়া (বাছুরের মুখে
পালানের নিকটে) উঠাইয়াছিলেন; “বে বজ্রমহে” বলিয়া (দোহনের জন্ত)
নিকটে গমন করিয়াছিলেন; এবং বসট্কাবের দ্বাৰাট বিরাট্কে দোহন করিয়া-
ছিলেন। হঠাৎ (অর্থাৎ এই পৃথিবীতে) বিরাট্, এবং এই দোহন ইহারই।
বে বাক্তি বিবাটেই এই দোহনকে জানেন, এট বিবাট্ তাহার সমস্ত কামনাকে
এইরূপেই পূর্ণ করিয়া থাকে।

চতুর্থ ভাঙ্গণ

[১ পক্ষ ধ্বংস উল্লেখ বস্তুমাণ প্র বা জ নাসক বাসেব পক্ষ সংখ্যার প্রসংসা;—২-৩ প্র বা জ-
শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের জন্য দেবানুরবিবয়ক আখ্যায়িকা, প্র বা জ-পক্ষ প্রবাহের অর্থ প্রকাশ
করে;—৪ প্রবাহসমূহে আত্মকণ হবির ব্যবহার, আত্মের বজ্রকণ প্রতীপাদন;—৫ আজ
সংবৎসরের নিজের চক্রবকণ বলিয়া প্রবাহসমূহে আত্মের বিধান;—৬ অধ্বন্য যে স্থানে ঝড়াইয়া
প্রবাহসমূহের জন্ত আহ্বান করেন, সেস্থান হইতে সরিয়া বাইবেন না, অগ্নির অতিসমুখে গিয়া দাহতি
প্রদান;—৭ অহি। অতিসমুখেই আহতি প্রদান করিবার বিধি বজ্রন করিয়া অগ্নির যে স্থান

১২। অর্থাৎ কা মো টি,—কোন কাহা বস্ত্র লাভের জন্য বাস।

১৩। “চরপুৰোডাশাবিনা বিশেষণে রাহিত ইতি বিবাট্ বেদ্যায়িকা পৃথিবী (বাস. ১৩.৪০),
সা যেতুবেন প্রকজ্ঞাতে”—মাণ।

পাঠ-অনুষ্ঠান-বিধি, পণ্ড পণ্ডিত্যের ব্যবস্থা ;—৮ বাজা-পাঠের নিমিত্ত অধ্বার্য্যার হোতাকে
হইতে হুত্বের পরিচয় এবং সম্বোধন করা, পুনরুজ্জীবন নিবারণের জন্য 'বাজা পাঠ করন'

১৭ হুত্বের (১) প্রারম্ভের বাজাসমূহ-পাঠের অবতরণ ;—২ সমিৎসমূহের উদ্দেশ্যে
১৮ হুত্বের (২) প্রারম্ভের (৩) তরুণতা ; ৩—১০ তনুনপাতের উদ্দেশ্যে বাজাপাঠ, তনুনপাৎ গ্রীষ্ম-
বরণ ;—১১ ইচ্ছ-সমূহের উদ্দেশ্যে বাজাপাঠ, ইচ্ছ-সমূহ বর্ষাবরণ, ক্ষুদ্র সন্ন্যাসের গ্রীষ্ম ও হেমন্তে
ক্ষীণ হইয়া বর্ষায় আর অবতরণ করে ;—১২ বর্ষির উদ্দেশ্যে বাজাপাঠ, বর্ষি শরৎবরণ, ওষধিসমূহ
গ্রীষ্ম ও হেমন্তে ক্ষীণ হইয়া বর্ষায় বাড়িয়া শরতে বর্ষি (বর্জ-কুণ)-রূপে বিস্তীর্ণ হয় ;—১৩ বাজাপাঠ
'বাহা ! বাহা !' উচ্চারণ, বাহা বজের অন্ত ও হেমন্ত কৃত্তর অন্ত ;—১৪ হেমন্তের পর বসন্তের
উৎপত্তি ;—১৫ বস্ত্র অনুব্রতনের জন্য নিয়মবিশেষ ;—১৬ চতুর্থ এবাঙ্গে বর্ষির উদ্দেশ্যে উপভূৎ
হইতে জুহুতে আজ্ঞা আনয়ন, বর্ষি ও আজ্ঞা বধাঙ্কনে প্রজা ও রেতের স্বরূপ—এই বর্ণনার উক্ত বিধির
প্রশংসা ;—১৭ সংগ্রাসে বাহার নিকটে মিত্র আসিয়া বোপ বেষ তাহারই অঙ্গ লাভ হয়—এই
দৃষ্টান্তে উক্ত বিধির প্রশংসা ;—১৮ ঐ বিধি দ্বারা বজ্রবানের শত্রু তাহাকে উপহার দিতে বাধ্য হয় ;—
১৯ পূর্বোক্ত আজ্ঞা-আনয়নে জুহু ও উপভূতের পরস্পর স্পর্শ নিষিদ্ধ ;—জুহুকে উপভূতের উপরে ধারণ,
ইহার দ্বারা বজ্রবানকে শত্রুর উপরে স্থাপন করা হয় ;—২০ বজ্র সংগ্রাসন সম্বন্ধে দেব ও অমরবটিত
আধ্যাত্মিক ;—২১ অস্ত্র প্রবাহে বাহ্যিক দ্বারা বজ্রসংগ্রাসন, অগ্নি ও সৌম্যের আভ্যাত্ম-
গ্রাসন ;—২২ অস্ত্রাত্ম দেবতার আভ্যাত্ম-গ্রাসন, প্রবাহ ও অমরবাজ-সমূহের গ্রাসন, ষ্ট্রিকুৎ
(অর্থাৎ উত্তম বাণকারী) অগ্নির গ্রাসন, বাহ্যিক দ্বারা বজ্র সংগ্রাসন করিলে পরে কিছু
ক্ষণ হইলেও তাহা গ্রাস হয় না, বটকার প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে বজ্র নিসার (দুর্গল-ক্ষীণ) হইয়া
পড়িয়াছিল ;—২৩ দেবগণ তাহার প্রভীকার কামনা করিয়া পুনর্ব্যব তাহাকে বর্ধিত করিতে ইচ্ছা
করেন ;—২৪ অনন্তর তাহার জুহুতে অবশিষ্ট আজ্ঞা দ্বারা ইকিক দিক করেন ও হবিসমূহ তাহাতে
বর্ধিত হইয়া উঠে, কেননা আজ্ঞা কখন নিঃসার হয় না, হবি হইতে কিছু গ্রহণ করিলে আবার তাহা
আজ্ঞানিক্ত করিতে হয়, ষ্ট্রিকুৎ-হোমের পর আর তাহা করিবার অয়োজন থাকে না }

১। ঋতুসমূহই প্র বা জ (পূর্ববাস), সেই জন্য তাহার পাঁচটি হইয়া
থাকে, কেননা ঋতু পাঁচটি ।

২। দেবগণ ও অমরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য ; তাহার এই
বজ্রের নিমিত্ত পরস্পর স্পর্ধা করিয়াছিলেন, (কেননা, সেই বজ্র) সংবৎসর ও
প্রজাপতি (স্বরূপ, এবং প্রজাপতি-স্বরূপ বলিয়া তাহাদের) পিতা । (তাহার
বলিয়াছিলেন)—'ইনি আমাদের হইবেন ! ইনি আমাদের হইবেন !'

৩। অনন্তর দেবগণ অর্চনা করিতে করিতে প্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতে
লাগিলেন, এবং এই প্র বা জ-সমূহকে দেখিতে পাইলেন । তাহার সেই সকলে

দ্বারা বাগ করিলো, ও ঋতুসমূহ(-রূপ) সংবৎসরকে প্রকৃষ্টরূপে জয় করিলেন, এবং ঋতুসমূহ (-রূপ) সংবৎসর হইতে শত্রুগণকে অস্ত্রহীত করিয়া দিলেন; সেইজন্য তাহার প্রাজ (প্রকৃষ্টজয়সাধন, “প্রজয়া:”), এবং প্রাজ-সমূহই প্রাজ। ইনি (যজমান) সেইরূপই ইহাদের দ্বারা ঋতুসমূহ (-রূপ) সংবৎসরকে প্রকৃষ্টরূপে জয় করেন, এবং ঋতুসমূহ (-রূপ) সংবৎসর হইতে শত্রুগণকে অস্ত্রহীত করেন। তিনি সেইজন্য প্রযাজসমূহ দ্বারা বাগ করিয়া থাকেন।

৪। সেই (প্রযাজ-) সমূহের হবি আজ্য; কেননা, আজ্য বজ্রই, এবং দেবগণ এই বজ্র (-রূপ) আজ্যের দ্বারা ঋতুসমূহ (-রূপ) সংবৎসরকে প্রকৃষ্টরূপে জয় করিয়াছিলেন, এবং ঋতুসমূহ (-রূপ) সংবৎসর হইতে শত্রুগণকে অস্ত্রহীত করিয়া দিয়াছিলেন। ইনি (যজমান) সেই প্রকারই এই বজ্র (-রূপ) আজ্যের দ্বারা ঋতুসমূহ (-রূপ) সংবৎসরকে প্রকৃষ্টরূপে জয় করেন, ও ঋতুসমূহ (-রূপ) সংবৎসর হইতে শত্রুসমূহকে অস্ত্রহীত করেন। সেইজন্য তাহাদের হবি আজ্য হইয়া থাকে।

৫। আজ্য সংবৎসরের স্বকীয় দ্রব্য; *এইজন্য দেবগণ ইহাকে (সংবৎসরকে) ইহার স্বকীয় দ্রব্যের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ইনি (যজমান) সেইরূপই ইহাকে ইহার স্বকীয় দ্রব্যের দ্বারা গ্রহণ করেন। সেইজন্য তাহাদের হবি আজ্য হইয়া থাকে।

৬। তিনি (অক্ষয়ী) যেখানে দাড়াইয়া প্রযাজসমূহের জন্ত আহ্বান করেন, সেস্থান হইতে সরিয়া বাইবেন না। তিনি প্রযাজসমূহের দ্বারা বাগ করেন, তিনি (তাহার দ্বারা) সংগ্রামকেই সরিহিত করিয়া থাকেন, এবং (সংগ্রামে) উদাত্ত ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি পরাজিত হয় সেই সরিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি জয়লাভ করে সে আরও সমুখের দিকে গিয়া থাকে। অতএব

১। কিন্তু বস্তুত প্রযাজের (প্র+√যজ্) সহিত প্রজয়ের (প্র+√জি) কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না।

২। “গোমহিষাধীনাং সংবৎসরপর্যন্তং প্রায়েণ বোহিষৎ;” “পর্যবর্ত্ত্যাব্দে আজ্যমপি পরঃ”—সায়ণ। এখানে ‘স্বকীয়’ শব্দের তাৎপৰ্য্য এই যে, তাহা অতিনিরত থাকেই।

তিনি (অগ্নি) সমুখতর-সমুখতর ভাবে গমন করিয়া সমুখতর-সমুখতর ভাবে আহুতিসমুদয় হোম করিবেন ।

৭। কিন্তু তাহা সেরূপ করিবে না। তিনি যে স্থানে দাঁড়াইয়া প্রবন্ধ-সমূহের জ্ঞান আস্থান করেন সেই স্থান হইতেই সরিয়া বাইবেন না, এবং যে স্থানে (অগ্নিকে) সন্দীপ্তর মনে করেন সেই স্থানেই আহুতিসমুদয় হোম করিবেন ; কেননা, সন্দীপ্ত স্থানে হোমের দ্বারা ই আহুতিসমুদয় সমৃদ্ধ হইয়া থাকে ।

৮। তিনি (অধ্বর্যু) আহ্বান করিয়া (আধীশ্বের প্রভাস্তর পাইলে হোতাকে) বধেন—‘সমিৎসমূহের উদ্দেশে বাজ্যা পাঠ করুন !’ তিনি ইহার দ্বারা বসন্তকে সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন, সেই বসন্ত সন্দীপ্ত হইয়া অপর ঋতু-সমূহকে সন্দীপ্ত করে, এবং ঋতুসমূহ সন্দীপ্ত হইয়া প্রজাসমূহকে উৎপাদন করে ও ওষধিসমূহকে পক করে । (যেহেতু বসন্তকে সন্দীপ্ত করায় অপর ঋতু-সমূহ সন্দীপ্ত হইয়া প্রজাসমূহকে উৎপাদন ও ওষধিসমূহকে পক করে,) সেই জন্তই তিনি অপর ঋতুসমূহকে (পূর্বোক্ত মন্ত্রের মধ্যে) প্রকাশ করিয়া থাকেন । তিনি ঐক্য অর্থাৎ পুনরুক্তির নিবারণের জন্ত ‘বাজ্যা পাঠ করুন’ এইমাত্র বলিয়া পরবর্তী (বাজ্যাপাঠ-) সমুদয়কে প্রবর্তিত করেন ; কেননা, তিনি যদি বলেন—‘ত নূ ন পা তে র উদ্দেশে বাজ্যা পাঠ করুন !’ ‘উ ড়ে র উদ্দেশে বাজ্যা পাঠ করুন !’ তাহা হইলে পুনরুক্ত করেন । অতএব, ‘বাজ্যা পাঠ করুন !’ ‘বাজ্যা পাঠ করুন !’ এই মাত্র বলিয়াই তিনি পরবর্তীভূতিকে প্রবর্তিত করেন ।

৯। তিনি (হোতা) সমিৎসমূহের উদ্দেশে বাজ্যা পাঠ করেন । বসন্তই সমিৎ, সেই জন্ত দেবগণ বসন্তকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন,*ও বসন্ত হইতে শক্রগণকে অন্তর্হিত করিয়াছিলেন । ইনি (বজ্রমান) ইহাতে বসন্তকেই গ্রহণ করেন,* ও বসন্ত হইতে শক্রগণকে অন্তর্হিত করেন ; এবং সেই জন্তই তিনি সমিৎসমূহের উদ্দেশে বাজ্যা পাঠ করিয়া থাকেন ।

৩ . “অব্রতঃ ;”—“বৈলক্কাৎ অবব্রতঃ জং বর্জিতমকুর্কন্.” “কৃত্তে ;”—“বর্জয়তি সপ্তব্রহ্ম ইত্যর্থঃ”—সারণ । কিন্তু তুলনীকঃ—“অখাত সর্কং সংব্রুজৎ” ; এই মূলের বাণ্যায় সারণ বলিতেছেন—“সর্কং সংব্রুজৎ বর্জয়তি ব্রহ্ম জং প্রোদ্বোভীত্যর্থঃ”—১. ৪. ৫. ১০ ।

১০। অনন্তর তিনি ত নূ ন পা তে র* উদ্দেশে যাজ্ঞা পাঠ করেন। গ্রীষ্মই তনুনপাং, কেননা গ্রীষ্মই এই প্রজাসমূহের তনুকে তপ্ত করে, সেই জন্ত দেবগণ গ্রীষ্মকেই স্বীকার করিয়াছিলেন ও গ্রীষ্ম হইতে শক্রগণকে অস্তহিত করিয়াছিলেন ; এবং সেই জন্তই তিনি তনুনপাতের উদ্দেশে যাজ্ঞা পাঠ করিয়া থাকেন।

১১। অনন্তর তিনি ই ড়*-সমূহের উদ্দেশে যাজ্ঞা পাঠ করেন। বর্ষাই ই ড় ; বর্ষা এই নিমিত্ত ই ড় যে, এই যে (কৃকলাস প্রভৃতি) ক্ষুদ্র সরীসৃপ, ইহারা গ্রীষ্ম ও হেমন্তে ক্ষীণ হইয়া বর্ষায় প্রাশংসিত ("ঐড়িত") অন্ন ইচ্ছা করিয়া বিচরণ করে ; সেই জন্ত বর্ষা ই ড়। দেবগণ বর্ষাকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন ও বর্ষা হইতে শক্রগণকে অস্তহিত করিয়াছিলেন ; ইনি ইহাতে বর্ষাকেই গ্রহণ করেন ও বর্ষা হইতে শক্রগণকে অস্তহিত করেন ; এবং সেই জন্তই তিনি ই ড়-সমূহের উদ্দেশে যাজ্ঞা পাঠ করিয়া থাকেন।

১২। অনন্তর তিনি ব হি র* উদ্দেশে যাজ্ঞা পাঠ করেন। শরৎই বহি ; শরৎ এই জন্য বহি যে, যে সমস্ত ওষধি গ্রীষ্ম ও হেমন্তে ক্ষীণ হয়, তৎসমুদয় বর্ষায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও শরতে বহিৰূপে আত্মীর্ণ হইয়া থাকে ; এজন্য শরৎ বহি। দেবগণ তখন শরৎকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন ; ইনি শরৎকেই গ্রহণ করেন ও শরৎ হইতে শক্রগণকে অস্তহিত করেন ; এবং সেই জন্যই তিনি বহির উদ্দেশে যাজ্ঞা পাঠ করিয়া থাকেন।

৪। ত নূ ন পা ত শব্দের অর্থ আত্মা বা অগ্নি ; যাক্ ঐ শব্দের যথাক্রমে উক্ত অর্থায় অনুসারে ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন—“গৌরত্ব তনুচ্চাতে, ভতা অস্ত্রাং ভাণাঃ, তস্তাঃ পত্রা জ্যতে, পয়সঃ আত্মাং জ্যতে :...অ পোভ্য তদ্ব্যঃ ইচ্যন্তে, ভতা অস্ত্রিক্, ভতা ওষধিবনস্পতিরা। জায়ন্তে, ওষধিবনস্পতিভা এষ জায়তে”—নিরুক্ত ৮. ১. ২ ; উত্তর হলেই ত নূ ন পা ত শব্দের অন্তর্গত ‘নপাত’ শব্দের অর্থ, নপ্তা বা পোত্ব বলিয়া যাক্ বহিয়া নইয়াছেন। তুল্যঃ—“প্রাণো বৈ তনুনপাং ব হি তদ্ব্যঃ পাত্তি”—ঐ. ব্রা. ২. ১. ৪।

৪। “ইড্ঃ” ই ড় শব্দের অর্থ বাহাকে গতি করা বায় (√ ইড্), বা ইচ্ছা করা বায় (√ ইব্), অর্থঃ অন্ন ; অথবা বাহাকে সন্নিপাত করা বায় (√ ইক্), অর্থঃ অগ্নি ; “অন্নং বা ইলঃ”—ঐ. ব্রা. ২. ১. ৪ ; উষ্টব্য—নিরুক্ত ৮. ২. ৪।

৫। বহি-শব্দের অর্থ বেদি আচ্ছাদনের বর্ত ; অঃ—“পশবো বৈ বহিঃ”—ঐ. ব্রা. ২. ১. ৪ ; অঃ—নিরুক্ত, ৮. ২. ৫। সূর্য্যাক্ত সনিত্, তনুনপাং প্রভৃতি শব্দের অর্থ হুল প্রভৃতিই পরবর্তী ব্রাহ্মণে ৭ (১. ৪. ৫) আলোচিত হইয়াছে।

১৩। অনন্তর তিনি “স্বাহা ! স্বাহা !”^{৩০} উচ্চারণে যাজ্ঞ্য পাঠ করিয়া থাকেন। স্বাহাকার যজ্ঞের অন্ত, এবং হেমন্ত ঋতুসমূহের অন্ত, কেননা বসন্ত হইতে ইহা অপর ভাগে অবস্থিত ;^{৩১} সেই ভক্ত দেবগণ (যজ্ঞের) অন্ত (অর্থাৎ স্বাহাকার) দ্বারা (ঋতুসমূহের) অন্তকে (অর্থাৎ হেমন্তকে) গ্রহণ করিয়াছিলেন, ও (যজ্ঞের) অন্ত দ্বারা (ঋতুসমূহের) অন্ত হইতে শত্রুগণকে অন্তর্হিত করিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি “স্বাহা ! স্বাহা !” উচ্চারণে যাজ্ঞ্য পাঠ করিয়া থাকেন।

১৪। (হেমন্ত যে বসন্তের অপর ভাগে হয়,) তাহা সেইরূপই, কেননা, বসন্তই হেমন্তের পর প্রাণ প্রাপ্ত হয়, কারণ ইহা তাহা হইতেই পুনরীকৃত জাত হইয়া থাকে ; এবং যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন তিনিও এই লোক পুনরীকৃত জাত হইয়া থাকেন।

১৫। তিনি অপুনরুত্থির জন্য “তাঁহার গ্রহণ করুন !” ও “তিনি গ্রহণ করুন !”^{৩২} এই বলিয়া যাজ্ঞ্য পাঠ করেন ; তিনি যদি “তাঁহার গ্রহণ করুন ! তাঁহার গ্রহণ করুন !” বলিয়া বা “তিনি গ্রহণ করুন ! তিনি গ্রহণ করুন !” বলিয়া যাজ্ঞ্য পাঠ করেন, তবে পুনরুত্থি করিয়া ফেলেন। “তাঁহার গ্রহণ করুন !” (ইহা দ্বার) জ্বীত (প্রকাশিত হয়), এবং “তিনি গ্রহণ করুন !” (তহাতে)

৩০। “বাহাগ্নি, স্বাহা সোম, বাহাগ্নি, স্বাহা অজাপতি, বাহাগ্নিযোমো. বাহেন্দ্রায়ী” ইত্যাদি ; তৈ. ব্রা. ৩. ৫. ৫. ৫।

পূর্কোক্ত সন্ধি, তন্নুপাৎ^{৩৩} ইচ্ছা ও বহিঃ প্রাপের মত্ৰ যথাক্রমে এই :—“সমিথো অগ্ন আভ্যন্ত বিহস্ত (ব্যস্ত)”—তৈ. ব্রা. ৩. ৫. ৫. ১ ; “তন্নুপাৎগ্ন আভ্যন্ত বেতু” —ঐ ৩. ৫. ৫. ২ : “ইড়ো অগ্ন আভ্যন্ত বিহস্ত” —ঐ ৩. ৫. ৫. ৩ ; “বহিরগ্ন আভ্যন্ত বেতু” —ঐ ৩. ৫. ৫. ৪।

৩১। বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত (দীপির বা শীত হেমন্তেরই অন্তর্গত) এই পঞ্চ ঋতুর এক ভাগে বসন্ত ও অপর ভাগে হেমন্ত।

৩২। ৬ সংখ্যক টীকাত্তে সমিথ-বাহা প্রভৃতির যে সন্ত্রসমূহ উদ্ধৃতিত হইয়াছে, তাহাদের শেষে কোন কোন স্থলে ‘ব্যস্ত’ ও কোন কোন স্থলে ‘বেতু’ পদ আছে ; তাহাই লক্ষ্য করিয়া এ স্থলে এই সকল কথা বলা হইতেছে। তন্নুপাৎ ও বহিঃ এক্ষণোনাস্ত বলিয়া সে স্থলে ‘বেতু’ (অর্থাৎ ‘তিনি গ্রহণ করুন’) লিখিত হইয়াছে, এবং সমিথ প্রভৃতি বহুবচনান্ত বলিয়া সেখানে ‘ব্যস্ত’ (অর্থাৎ ‘তাঁহার গ্রহণ করুন’) বলা গিয়াছে।

যুবা (প্রকাশিত হইয়া থাকে);” অতএব ইহার দ্বারা এক উৎপাদক মিথুনই করা হয়। সেই জন্য তিনি “তাহার গ্রহণ করুন!” ও “তিনি গ্রহণ করুন”—এই বলিয়া যজ্ঞা পাঠ করিয়া থাকেন।

১৩। অনন্তর তিনি বহির উদ্দেশে চতুর্থ প্রযাজে (উপভূৎ হইতে জুহুতে আজ্য) আনয়ন করেন। বর্হি প্রজ্ঞাসমূহ (-স্বরূপ), এবং আজ্য রেত (-স্বরূপ) অতএব গাভা দ্বারা প্রজ্ঞাসমূহেই রেত নিক্ত হয় ও সেই নিক্ত রেতের দ্বারা প্রজ্ঞাসমূহ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সেই জন্য তিনি বহির উদ্দেশে চতুর্থ প্রযাজে (আজ্য) আনয়ন করেন।

১৭। যিনি প্রজ্ঞাসমূহের দ্বারা বাগ করেন, তিনি (তাহা দ্বারা) সংগ্রামকেই সন্নিহিত করিয়া থাকেন; (সংগ্রামে) উদ্যত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে যাহার নিকট নিজে আগমন করে, সেইই জয়লাভ করে; অতএব এখানেও উপভূতের নিকট হইতে একটি মিত্র জুহু নিকটে আগমন করে ও তাহা দ্বারা তিনি জয়লাভ করিয়া থাকেন! এইজন্য তিনি বহির উদ্দেশে চতুর্থ প্রযাজে (উপভূৎ হইতে জুহুতে আজ্য) আনয়ন করেন।

১৮। যজ্ঞমানই জুহুর অমুকুল, এবং যে ব্যক্তি ইহার সহিত অরাতির ভাষা আচরণ করে সে উপভূতের অমুকুল; অতএব তিনি ইহা দ্বারা দ্বৈতকারী শত্রুকে যজ্ঞমানের নিকট বলি প্রদান করাইয়া থাকেন; ভোক্তাই জুহুর অমুকুল ও উপভূতের অমুকুল জুহু, তিনি ইহা দ্বারা ভোক্তাকেই ভোক্তার নিকট বলি প্রদান করাইয়া থাকেন। এই জন্য তিনি চতুর্থ প্রযাজে উপভূৎ হইতে জুহুতে আজ্য আনয়ন করেন।

১৯। তিনি (জুহু ও উপভূতকে পরস্পরের দ্বারা) স্পর্শ না করিয়া (আজ্য) আনয়ন করেন; আর যদি তিনি (তাহাদিগকে ঐ রূপে) স্পর্শ করেন, তবে তিনি যজ্ঞমানকে (তাহার) দ্বৈতকারী শত্রু দ্বারা স্পর্শ করেন ও ভোক্তাকে ভোক্তার দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকেন। অতএব তিনি স্পর্শ না করিয়া (আজ্য) আনয়ন করেন।

২০। সাধারণ একমতে বলেন—“একমাত্র গুসো জায়াবদ্ধবদন্তবেহি ত্রিযাজ্যক এব পতিরিতি বিয়মাং যজ্ঞবেত্ত্ব ইতি যোব-ব্রূণাণো।”

২০। অনস্তর তিনি জুহুকে (উগভূতের) উপরিস্থিত করিয়া ধারণ করেন ; তিনি ইহা দ্বিধা বজ্রমানকেই ঘেষকারী শত্রুর উপরে ধারণ করিয়া থাকেন ; সেই জন্ত তিনি জুহুকে (উগভূতের) উপরিস্থিত করিয়া ধারণ করেন ।

২১। দেবগণ বলিয়াছিলেন—“অহো ! আমরা বিজয় লাভ করিয়াছি ! এখন আমরা সমগ্র যজ্ঞকে সংস্থাপিত করিব ; অশ্বর ও রক্ষোগণ বর্দি আমাদিগকে আক্রমণ করে, তবে (এখন) আমাদের বজ্র সংস্থিত হইয়াই থাকিবে ।”

২২। তাঁহারা অন্তিম প্রযাজে স্বাহাকার দ্বারা সমগ্র যজ্ঞকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । “অগ্নিকে স্বাহা !” এই বলিয়া তাঁহারা অগ্নির আজ্য-ভাগকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন ; “সোমকে স্বাহা !” এই বলিয়া তাঁহারা সোমের আজ্য-ভাগকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন ; এবং (দ্বিতীয় বার) “অগ্নিকে স্বাহা !” বলিয়া তাঁহারা সেই আগ্নেয় পুরোডাশকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, যাহা উভয় স্থানেই (অর্থাৎ দর্শ ও পূর্ণমাসে) অপরিত্যক্ত হয় ।

২৩। অনস্তর তাঁহারা (অস্তান্ত) দেবতাসমূহের অনুক্রমে (যজ্ঞকে স্থাপন করেন) । “আজ্যাপ দেবগণকে স্বাহা !” এই বলিয়া তাঁহারা প্রযাজ ও অনুযাজ-সমূহকে সংস্থাপিত করেন ; কেননা, প্রযাজ ও অনুযাজ-সমূহই আজ্যাপ দেবগণ (স্বরূপ) ।” “সেবনকারী অগ্নি আজ্য গ্রহণ করুন !” এই বলিয়া তাঁহারা

১০। সো ব প ও অ সো ব প ভেদে দেবগণ দুই প্রকার ; তেত্রিশটি সোমপ ও তেত্রিশটি অসোমপ । সোমপ দেবগণকে সোমের দ্বারা ও অসোমপ দেবগণকে পশু দ্বারা প্রীত করিতে হয় । নিম্নলিখিত একাদশ প্রযাজ ও অনুযাজ-দেবগণ অসোমপ, পশু দ্বারা ইহাদিগকে প্রীত করিতে হয়, (ঐ. ব্রা. ২. ২ ৮ শ্রুত্বা) ।

বিস্তৃত প্রযাজ ও অনুযাজ-দেবগণের আজ্য দ্বারাও যাগ করার কথা অন্তঃপ্রদত্ত পাণ্ডুরা যায় :—“আজ্যোপ প্রযাজা ইজান্তে ;” “পূবদাজ্যোপানুযাজা :”—তৈ. ব্রা. ৬. ৬. ১১. ১২ । পূবদাজ্য শব্দের অর্থ দধিবিহীন আজ্য ।

প্রযাজ দেবতা একাদশটি :—“সবিঃ তনুনাং নরাংশসো বা, ইন্দ্ৰঃ, বর্হিঃ, ছরঃ, উষাসানন্ত, দৈব্যা হোতার্য, তিস্রো দেবাঃ (ইন্দ্ৰ, সরস্বতী, ভারতী), বষ্টা, বনস্পতিঃ, স্বাহাকৃতয়ঃ”—ঐ. ব্রা. ২. ১. ৪ ; তৈ. ব্রা. ৩. ৬. ৩ । অঃ—নিরুক্ত, ৮. ২. ৩ ; নিষট্ঠ, ৫. ২. ২—১৩ ।

অনুযাজ দেবতা একাদশটি :—“বর্হিঃ, দ্বারঃ, উষাসানন্ত, জোহ্নি, উর্জাহতী, দৈব্যা হোতার্য, তিস্রো দেবাঃ, নরাংশসঃ, বনস্পতিঃ, বর্হিঃ, ঋষ্টিকৃৎ ।” তৈ. ব্রা. ৩. ৬. ১৩-১৪ ।

১১। তৈ. ব্রা. ৩. ৬. ২ ।

স্বিষ্টকৃত (অর্থাৎ শোভনযোগ্যকারী) অগ্নিকেই সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, কেননা, অগ্নিই স্বিষ্টকৃত । দেবগণ এই যজ্ঞকে বৈরূপে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, এখনও তাহা সেইরূপেই সংস্থাপিত হয় । এইজন্ত (বাপে) বতগুলি হবি থাকে, এদুজারে তিনি অস্ত্র প্রযোজ্যে “স্বাহা ! স্বাহা !” বলিয়াই যাগ করেন ও তাহা দ্বারা সমগ্র যজ্ঞকে বিজিত করিয়াহ সংস্থাপন করেন । এষ্ট হেতু তাঁহার পর যজ্ঞে যদি কিছু প্রতিকূল অনুষ্ঠান করা হয়, তবে তাহা আদরীয় নঃ (অর্থাৎ তাহার সমাবানের জন্ত কোন চিহ্ন প্রয়োজন নহ) তিনি জানিবেন যে, “আমার যজ্ঞ সন্যক্তাবে স্থিত হইয়া রহিয়াছে ।” এত সেই যজ্ঞ বধট্কার, হোম ও স্বাহাকারের সঙ্গে-সঙ্গে অনিঃসার (ছুর্ল-জীর্ণ) হইয়া পড়িয়াছিল ।

২৪। (বখন) সেই দেবগণ কামনা করিয়াছিলেন যে, “কিভাবে আমরা এই যজ্ঞকে পুনর্বার আপ্যায়িত (অর্থাৎ বর্জিত) করিব, ও সেই অনিঃসারের দ্বারা অনিঃসার (কার্য) অনুষ্ঠান করিব ।”

২৫। (অনন্তর) জুহুতে যে আজ্ঞা অবশিষ্ট ছিল ও বাহা দ্বারা তাঁহার যজ্ঞকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহারই দ্বারা পূর্বের জ্ঞায় (চক বা পুরোডাশ-রূপ) হবিসমূহকে অবসিক্ত করিয়াছিলেন ও তাহাতে পুনর্বার তাহাদিগকে আপ্যায়িত ও অনিঃসার করিয়াছিলেন, কেননা, আজ্ঞা অনিঃসার থাকে । সেইজন্ত তিনি অস্ত্র প্রযোজ্যে যাগ করিয়া হবিসমূহকে অবসিক্ত করেন, ও তাহার দ্বারা পুনর্বার ইহাদিগকে আপ্যায়িত ও অনিঃসার করেন, কেননা, আজ্ঞা অনিঃসার থাকে । এইজন্ত তিনি যে-কোন হবি হইতে কিছু কাটিয়া গ্রহণ করেন, পুনর্বার তাহা অবসিক্ত করেন, এবং তাহার দ্বারা স্বিষ্টকৃতের উদ্দেশ্যেই তাহা আপ্যায়িত ও অনিঃসার করিয়া থাকেন । কিন্তু বখন তিনি স্বিষ্টকৃতের জন্তই কাটিয়া গ্রহণ করেন, তাহার পর আর অবসিক্ত করেন না, কেননা, তাহার পর স্থিতে আর কোন আহুতি হোম করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকে না ।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ ।

[১ প্রারম্ভিক পঞ্চ প্রবাহের প্রকাণ্ডের প্রথমঃ—প্রাণ-বায়ুই সনিঃ;—২ রেতই তনুনপাৎ;—৩ প্রজাসমূহই ইড়;—৪ প্রাচূর্ষই বহিঃ;—৫ ও হেমন্ত বহুই স্বাহাকার, হেমন্ত বর্ণনা, হেমন্ত সমস্তকে বর্ণীকৃত করিয়া রাখে,—৬-১০ দেব ও অশ্বর ঘটিত আখ্যায়িকা, ৮ ও ৯ ধমুর সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া কাহারো জয়লাভ না হওয়ার উত্তর-প্রত্যুত্তররূপে বাণ্য স্বাহাই জয়লাভ হইবে বলিয়া তাহারের নিশ্চয়, দেবগণের পক্ষে ইন্দ্র একএকটি কথা বলিতে লাগিলেন আর অশ্বেরগণও উত্তর স্বরূপে এক-একটি বলিতে লাগিল, শেষে অশ্বরগণের পরাজয় ও দেবগণের বিজয়, যজ্ঞমানের ঘেবকারী শত্রুর পরাজয় ও নিজের ভয় উদ্দেশ্যে দেব ও অশ্বরগণের বাক্যাবলীকে প্রায় সমস্তই প্রয়োগ করিবার নিয়ম ।]

১। তিনি সমিৎসমূহের উদ্দেশ্যে বাজ্যা পাঠ করেন। প্রাণ (বায়ু) সমূহই সনিঃ, এবং গিনি ইড়া দ্বারা প্রাণসমূহকে সন্দীপ্ত করিয়া থাকেন, কেননা, এই লোক (বজ্রমান) প্রাণসমূহের দ্বারা সন্দীপ্ত; এই উক্ত, যদি তিনি (বজ্রমান, জ্বাতি সন্তাপযুক্ত হন তাহা হইলে তিনি (অমরু)) অর্থাৎ (নিজেকে) স্পর্শ করুন এই কথা বলিবেন; তিনি যদি উক্ত ইড়া থাকেন তবে তিনি তাহাও মনে করিবেন, কেননা, তিনি তখন সন্দীপ্ত ইড়া থাকেন; আর যদি তিনি শীতল হইয়া থাকেন তবে আর (তাহার উষ্ণতা) মনে করিবেন না । তিনি ইহার দ্বারা ইহাতে (বজ্রমানে) প্রাণসমূহকে স্থাপিত করেন, এবং সেইজন্তই সমিৎসমূহের উদ্দেশ্যে বাজ্যা পাঠ করেন ।

২। অনন্তর তিনি তনুনপাৎের উদ্দেশ্যে বাজ্যা পাঠ করিয়া থাকেন। রেতই তনুনপাৎ, অতএব তিনি ইহাতে রেতই সেচন করেন, এবং সেইজন্তই তনুনপাৎের উদ্দেশ্যে বাজ্যা পাঠ করেন ।

৩। অনন্তর তিনি ইড়ের উদ্দেশ্যে বাজ্যা পাঠ করেন। প্রজাসমূহই ইড়, কেননা, যখন রেত সিক্ত হইয়া (স্রাবরূপে) উৎপন্ন হয়, তখন তাহা প্রাণংসিঃ

১। মূল “স ব্রাহ্মণঃ স্রাবৈব ভাবচ্ছ্যসেত সনিদ্ধো হি স ভাবদ্যতি, ব্রহ্ম শীতঃ স্তান্ন শংসেত;” সাম্যগাঢ়াধোর মতে ইহার অনুবাদ এইরূপ হয় :—“যদি তিনি উক্ত ইড়া থাকেন, তবে তাহাই (অর্থাৎ ইহার উপভোগ শান্ত হইবে—ইহাই) তিনি প্রার্থনা করিবেন, আর যদি শীতল হইয়া থাকেন তবে প্রার্থনা করিবেন না ।”

“সিঁড়িতং”) অন্ন ইচ্ছা করিতে করিতে বিচরণ করে। তিনি ইহা দ্বারা তাহার (অর্থাৎ বেতকেই জীবরূপে) উৎপাদন করেন, এবং সেইজন্ত তাঁড়ের উদ্দেশে যাজ্ঞা পাঠ করেন।

৪। অনন্তর তিনি বহির উদ্দেশে যাজ্ঞা পাঠ করেন। প্রাচুর্য্যাহ বহিঃ, অতএব তিনি তাহারে প্রাচুর্য্যাকেই উৎপাদন করেন, এবং সেইজন্ত বহির উদ্দেশে যাজ্ঞা পাঠ করিয়া থাকেন।

৫। অনন্তর তিনি “স্বাহা! স্বাহা!” বলিয়া যাজ্ঞা পাঠ করেন। ঋতু গণের মধ্যে হেমন্তই স্বাহাকার (স্বরূপ); কেননা, হেমন্ত এই প্রজাসমূহকে নিজের বশীভূত করিয়া রাখে,* এবং যেতদ্ভিন্ন হেমন্তে ওষধিসমূহ যান হয়, বনস্পতিসমূহের পত্রনিচয় নিপতিত হয়, পক্ষিসমূহ যেন অবিকলপ্রভাবে স্থির হয় থাকে ও অধিকতর নীচে উড়িয়া বেড়ায়, এবং নিকট বাক্তির লোমসমূহ যেন (শীতপ্রভাবে) নিপতিত হইয়া যায়; কেননা, হেমন্ত এই সমস্ত প্রজা, ক নিজের বশীভূত করিয়া থাকে। সে বাক্তি তাহা একরূপ জানেন, তিনি যে ভূমি) ভাগে* থাকেন তাহাকেই ঐ ও শ্রেষ্ঠ অন্নর জন্য নিচের করিয়া তোলেন।

৬। দেব ও অশ্বরূপ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য; তাহার পরস্পর স্পর্শ করিয়াছিলেন। দশু ও বহুসমূহের দ্বারা তাহার বিজয়লাভ করিয়া পাবেন নাহ। বিজয়লাভ করিতে না পারিয়া (অশ্বরূপ) বলিয়াছিলেন—‘অহো! আমরা বাকরূপ মন্থের (ব্রহ্ম) দ্বারা বিজয়লাভ করিতে তচ্ছা করি। আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উচ্চারিত বাক্যকে একটি মিথুনের দ্বারা’ অশ্বরূপ

২। “হেমন্তে যেমন প্রজাপতির পাকী হয় অপর ঋতুতে মেকুণ হয় না” (—সারণ), এইজন্ত হিম যেন শব্দকে নিজের বশে রাখে। ভুল:—হেমন্তঃ হিমবৎ, হিমঃ পুনঃস্থেবা হিমোত্তেবা—নিরাক্ত, ৪. ৪. ৩।

৩। “অর্দ্ধে;” “অর্দ্ধভাগে গমন”—সারণ; শ্রীশ্রু সত্যত্রয় সাবর্ণী বর্ণন—ভুলোকে উপরিভূত বা অজ্ঞান ভাগে।

৪। অর্থাৎ প্রথমে যে পুণ্ড্রবাস্ত শব্দ উচ্চারিত হইবে, তাহার উক্তরূপে প্রাণিবাস্ত শব্দ উচ্চারণ করিয়া ই উভয় প্রাণিবাস্ত ও পুণ্ড্র শব্দেব একটি মিথুন কণ সম্পাদন করিয়া সেও বাক্যকে সমুদ্র করিতে চাইবে।

করিতে না পারিবেন, তিনি সমস্ত পরীক্ষার প্রাপ্ত হইবেন, এবং অপর সকলে (অর্থাৎ অপর পক্ষ) সমস্ত জয় প্রাপ্ত হইবেন।’ দেবগণ বলিলেন—
‘তাহাই ইউক!’ (অনন্তর) দেবগণ ইচ্ছাকে বলিলেন—‘আপনি বলুন।’

৭। সেই ইচ্ছা বলিলেন—‘আমার এক (পুং)।’ অন্তরা বলিলেন—
‘আমাদের এক, (স্ত্রীং, “একা”)।’ এবং ইহাতে তাহার মিথুনকেই প্রাপ্ত হইলেন, কেননা, এক (পুং, “একঃ”) ও একে (স্ত্রীং, “একা”) মিথুন হয়।

৮। ইচ্ছা বলিলেন—‘আমার দুই (পুং, “দ্বৌ”)।’ অন্তরা বলিলেন—
‘আমাদের দুই (স্ত্রীং, “দ্বৌ”)।’ এবং ইহাতে তাহার মিথুনকেই প্রাপ্ত হইলেন, কেননা, দুই (পুং, “দ্বৌ”) ও দুইতে (স্ত্রীং, “দ্বৌ”) মিথুন হয়।

৯। ইচ্ছা বলিলেন—‘আমার তিন (পুং, “ত্রয়ঃ”)।’ অন্তরা বলিলেন—
‘আমাদের তিন (স্ত্রীং, “ত্রিষ্যঃ”)।’ এবং ইহাতে তাহার মিথুনকেই প্রাপ্ত হইলেন, কেননা, তিন (পুং, “ত্রয়ঃ”) ও তিনে (স্ত্রীং, “ত্রিষ্যঃ”) মিথুন হয়।

১০। ইচ্ছা বলিলেন—‘আমার চার (পুং, “চত্বারঃ”)।’ অন্তরা বলিলেন—
‘আমাদের চার (স্ত্রীং, “চত্বস্যঃ”)।’ এবং ইহাতে তাহার মিথুনকেই প্রাপ্ত হইলেন, কেননা চার (পুং, “চত্বারঃ”) ও চারে (স্ত্রীং, “চত্বস্যঃ”) মিথুন হয়।

১১। ইচ্ছা বলিলেন—‘আমার পাঁচ (পুং, “পঞ্চ”)।’ তখন অন্তরা আর মিথুনকে পাইলেন না, কেননা ইহার (চারের) পর আর মিথুন নাই, কারণ উভয়ই (পুংলিঙ্গ ও ত্রীলিঙ্গ) পাঁচ পাঁচ (“পঞ্চ পঞ্চ”) হইয়া থাকে। তাহার পর অসুরগণ সমস্ত পরীক্ষিত হইলেন, ও দেবগণ অসুরগণের সমস্ত বস্তুই জয় করিলেন, ও শত্রু অসুরগণকে সমস্ত বস্তু ইহাতেই ভাগরহিত করিলেন।

১২। অতএব প্রথম প্রবাক্য বাগ করা হইলে তিনি বলিবেন—‘আমার এক (“একঃ”)।’ এবং বাহাকে আমি ঘেঁষ করি তাহার এক (“একা”)।’

৭। সংস্কৃতে এক হইতে চারি পর্য্যন্ত সংখ্যাধিক পদের পুংলিঙ্গ ও ত্রীলিঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ রূপ আছে, কিন্তু তাহার পর সেরূপ নহে; পঞ্চ শব্দের পুংলিঙ্গ ও ত্রীলিঙ্গ উভয় হানেই প্রথম বিভক্তিতে ‘পঞ্চ’ পদ হয়, এই জন্য অসুরেরা ইচ্ছার উচ্চারিত পঞ্চ শব্দের পৃথক্ আর কোন স্ত্রীলিঙ্গ পদ উদ্ভবরূপে উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

‘তিনি যদি দেখে না করেন, তবে বলিবেন—‘যে আমাদিগকে দেখ করে ও বাহাকে আমরা দেখ করি!’

১৩। তিনি দ্বিতীয় প্রবাজে বলিবেন—‘আমার ছহ (“দে”)’ এবং .ন আমাকে দেখ করে ও বাহাকে আমরা দেখ করি তাহার ছহ (“দে”)।’

১৪। তিনি তৃতীয় প্রবাজে বলিবেন—‘আমার তিন (“ত্রয়ঃ”)’ এবং যে আমাদিগকে দেখ করে ও বাহাকে আমরা দেখ করি তাহার তিন (“ত্রিঃ”)।’

১৫। তিনি চতুর্থ প্রবাজে বলিবেন—‘আমার চার (“চত্বারঃ”)’ এবং .ন আমাকে দেখ করে ও বাহাকে আমরা দেখ করি তাহার চার (“চত্বঃ”)।’

১৬। তিনি পঞ্চম প্রবাজে বলিবেন—‘আমার পাঁচ (“পঞ্চঃ”)’ এবং যে ব্যক্তি আমাদিগকে দেখ করে ও বাহাকে আমরা দেখ করে তাহার কিছুই নহে।’
কননা সেখানে ‘পাঁচ পাঁচ’ (“পঞ্চ পঞ্চ”) উচ্চারণ সে (শব্দ) পরাভব প্রাপ্ত হয়। এবং যে ব্যক্তি তহা এতদূর জানেন, তিনি উহার সমস্ত প্রাপ্তি তন ও সমস্ত বস্তু তহা = অজগদে ভাগিত্ব করেন।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

১। যথ ‘দিক, —পশুপতের যজ্ঞে তাপ পাইবার ইচ্ছা ও তাহার যজ্ঞ আর্থন’, —২ দেবগণ গ্রহা অনুসন্ধান না করায় কতৃসমূহের অহরণ্যের নিকট আশ্রয়; —৩ কতৃপ্রভাবে অহরণ্যের সমুদ্রগর্ভে; —৪ তাহা দেখিয়া সেনগণের অসুস্থ হওয়ার কারণ ও প্রতিকার চিন্তা; —৫ যজ্ঞে কতৃসমূহের ইচ্ছাশ্রমে এসে যাওয়া পাণ্ডের ব্যবস্থা, ৬ যজ্ঞে প্রথমস্থানান্বিতারা অগ্নির তদ্বিষয়ে আপত্তি ও তাহার সমাধান; —৭ কতৃগণকে যজ্ঞে তাপ দেওয়া হইবে বলিয়া অগ্নির পশুগণকে সংবাদ প্রদান; —৮ তাহাতে সম্মতি হইয়া কতৃগণের নিজ ভাগের মধ্যে অগ্নিকেও ভাগ প্রদান; —৯ পশুগণকে শেষে আশ্রয় করা হইলেও প্রথমে তাহাদের যজ্ঞ কেন যাওয়া পাঠ করা হয়; —এহ আপত্তিও সমাধান; —১০—১১ অগ্নি নব্য ও অবসানে আজ্ঞাভাঙ্গ, প্রধানহবি ও বিষ্টকৃৎ নামক যে যাগ করা হয়, তাহা হইবে তাহা অগ্নি—ইহাই প্রতিপাদনের যজ্ঞ বেদবিষয়ক আখ্যায়িকা; —১৩—১৫ প্রকৃত জ্বলে ঐ বায়ুর বিধানের কলকীর্তন; ১৬—১৭ যজ্ঞের পূর্বে, মধ্যে ও অন্তে যদি কেহ যজ্ঞমানকে নিষা করে, তবে তাহার প্রতি যজ্ঞমানের অভিশাপ প্রদান; —১৮ প্রবক্তা দ্বারা জয় লাভ করিলে সংবৎসরকে ধর করা হয়; —২০ অজ্ঞাপতি আত্মার দেবতা বলিয়া তাহার উৎকর্ষ প্রতিপাদন, অজ্ঞাপতি পক্ষে এখানে যজ্ঞমান নৃসিংহ হইলে; —২১ চব্বিহে আমা সমাধিহা কোন কবিবার নিধান ও ভাষার কথ।।

১। ঋতুসমূহ দেবগণের মধ্যে যজ্ঞে ভাগ পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল—‘আমাদিগকে যজ্ঞে ভাগযুক্ত করুন! যজ্ঞ হইতে আমাদিগকে বাবহিত করিবেন না, যজ্ঞের ভাগ আমাদেরও হউক!’

২। দেবগণ (কিন্তু) তাহা অমুজ্জাত করিলেন না; দেবগণ অমুজ্জাত না করায় সেই ঋতুসমূহ দেবগণের অপ্রিয় দ্বেষকারী শত্রু অশুরগণের নিকট চলিয়া আসে

৩। তাহারাই ইহাদের (অশুরগণের) সেই সমৃদ্ধি প্রবদ্ধিত করিয়া দিয়াছিল,—যাহা দেবগণ শুনিতে লাগিলেন; (এমন কি) পুংকরা (অর্থাৎ দেবগণ) বধন কর্ষণ ও বপন করিতেছিলেন, অপরেয়া (অশুরেরা) বধন (শস্ত্র সমূহকে) কাটিতেছিলেন ও মাড়িতেছিলেন, এবং কর্ষণ না করিলেনও (তাহাদের) ওষধিসমূহ পরিপক হইয়া উঠিয়াছিল;

৪। দেবগণের (মনে) তাহাতে অপরাধ (বুদ্ধি উদ্ভিদ) হতল, তাহাদের পরস্পর বলিলেন—‘তাহা অর্থাৎ অন্নগং (সামান্ত) দে, এত দোষ (অপাৎ ঋতুগণের প্রাপ্যপান্নের ক্ষণা, দ্বেষকারী (অশুরগণ) দ্বেষকারীর (দেবগণের প্রতি শত্রুতা আচরণ করিবে; কিন্তু আপনারা এতটুকু নষ্টে চিন্তা করুন দে, হাজার পর হইতে হইয়া যেন অন্য প্রকার হতে পারে।’

৫। তাহারাই বলিলেন—‘ঋতুসমূহকেই আমরা আমন্ত্রণ করিব।’ ‘কি প্রকারে?’ ‘যজ্ঞে প্রথমেই আমরা ইহাদিগের রাজ্য পাঠ করিব।’

৬। সেই অগ্নি (তখন) বলিলেন—‘আর আনান দে আপনান প্রথমে ভাগ করিয়া থাকেন, আমি থাকিব কোথায়!’ তাহারাই বলিলেন—‘আমরা আপনাকে স্থান হইতে চ্যুত করিব না!’ এইজন্য তাহারাই তখন ঋতুসমূহকে আহ্বান করেন, তখন অগ্নিকে স্থানচ্যুত করেন নাই; সেই হেতু অগ্নি অচ্যুত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে এইরূপে অচ্যুত বলিয়া জানেন, ‘গিনি’ সে স্থানে থাকেন সে স্থান হইতে চ্যুত হন না।

৭। সেই দেবগণ অগ্নিকে বলিলেন—‘গমন করুন। আপনিই (ঋতুগণকে) আমন্ত্রণ করুন!’ অগ্নি গমন করিয়া বলিলেন—‘ঋতুগণ, দেবগণের মধ্যে যজ্ঞে ভোমাদের ভাগ আছে আমি জানিয়াছি।’ তাহারাই বলিল—‘আপনি জানাদের কিরূপ (ভাগ) জানিয়াছেন?’ গিনি বলিলেন—‘তাহাদের যজ্ঞে প্রথমের ভোমাদের রাজ্য পাঠ করিলেন।’

৮। ঋতুগম্ভ অগ্নিকে বলিয়া—‘আগনি বজ্রে দেবগণের মধ্যে আমাদের ভাগকে জানিয়াছেন, অতএব আমরা আপনাকে আমাদের মধ্যে ভাগযুক্ত করিব।’ অতএব অগ্নি ঋতুগণের মধ্যে ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এবং তাহা (এই প্রবাস-মন্ত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে)—“হে অগ্নি, সনিঃসমুচ্...!” “হে অগ্নি, অনুপাং...!” “হে অগ্নি, উদ্‌সমুচ্...!” “হে অগ্নি, বর্হি...!” “অগ্নিকে স্নাহ।” যিনি এত অগ্নিকে এইরূপে ঋতুগণের মধ্যে ভাগপ্রাপ্ত বলিয়া জানেন, তিনি, ‘হামি ইহার সমান’ এই বসিয়া কোন পুরুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্মে ভাগপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন : কেননা, অগ্নিমানী তাঁহার জন্য অগ্নিশালী ঋতুগণ এবং ও অন্যান্য এই সমস্ত কঠোর পাপিক করিয়া দেয়।

৯। বহিষ্যে কেহ কেহ বলেন—‘প্রবাসসমূহকে তাঁহারা শেষে আবাহন করেন ;’ অতএব কি জন্য ইত্যাদিগের উদ্দেশে প্রথমে বাজ্যা পাঠ করিয়া থাকেন ? কারণ, ইত্যাদিগকে বজ্রে শেষে বিহিত করিয়াছিলেন, এবং বলিয়া ছিলেন যে, ‘ইত্যাদিগের উদ্দেশে প্রথমে বাজ্যা পাঠ করিব’ সেইজন্য তাঁহারা শেষে আবাহন করেন ও প্রথমে বাজ্যা পাঠ করিয়া থাকেন।

১০। দেবগণ চতুর্থ প্রবাসের দ্বারা বজ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও পঞ্চমের দ্বারা সংস্থাপিত (সমাপ্ত) করিয়াছিলেন ; এবং ইহার পর বজ্রের বাহা (অর্থাৎ যে আজ্যভাগ) অসংহিত (অবশিষ্ট) ছিল, তাহা দ্বারা তাঁহারা স্বর্গলোকেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন।

১১। তাঁহারা স্বর্গলোকে গমন করিতে করিতে অশুর ও রক্ষসমূহের আক্রমণ ভীত হইয়াছিলেন। (এইজন্য) তাঁহারা বক্ষোয় ও বক্ষোগণের বিতাড়ক অগ্নিকে সমুখ দিকে করিয়াছিলেন, বক্ষোয় ও বক্ষোগণের বিতাড়ক অগ্নিকে মধ্যে করিয়াছিলেন, এবং বক্ষোয় ও বক্ষোগণের বিতাড়ক অগ্নিকে পশ্চাতে করিয়াছিলেন।

১২। অশুর ও বক্ষোগণ যদি ইত্যাদিগকে সমুখে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিত, তবে বক্ষোগণের বিনাশক ও বিতাড়ক অগ্নি তাহাদিগকে বিতাড়িত

১। প্রাগুক্ত ১. ৪. ৪. ১৩ হলে ‘ঈক’ অস্থল।

২। ১. ৩. ৪. ১৩—১৭ মন্তব্য।

করিতেন : যদি তাহারা মনো আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিত, তবে রক্ষোগণের বিনাশক ও বিভাডক অগ্নি তাহাদিগকে বিভাডিত করিতেন ; এবং যদি তাহারা পশ্চাতে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিত, তবে রক্ষোগণের বিনাশক ও বিভাডক অগ্নি তাহাদিগকে বিভাডিত করিতেন । অতএব একে রূপ সর্বদিকে অগ্নির দ্বারা রক্ষ্যমাণ হইয়া তাঁহারা স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিলেন ।

১৩। তিনি (বজ্রমান) এখানে সেরূপে চতুর্থ প্রযোজের দ্বারা বজ্রকে প্রাপ্ত হন, পঞ্চমের দ্বারা তাহাকে সংস্থাপিত (সমাপ্ত) করেন, এবং ইহাও পর বাহ্য অসংস্থিত (অবশিষ্ট) থাকে, তাহাতে স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন ।

১৪। তিনি যে আগ্নেয় আজ্যভাগের উদ্দেশে রাজ্যা পাঠ করেন, তাহা দ্বারা রক্ষোগণের বিনাশক ও বিভাডক অগ্নিকেই সমুখে স্থাপন করেন, অনন্তর যখন আগ্নেয় পুরোডশ (প্রদত্ত) হয়, তখন তাহাতে রক্ষোগণের বিনাশক ও বিভাডক অগ্নিকেই মনো করিয়া থাকেন ; তাহার পর তিনি যে স্বষ্টিকৃত অগ্নির উদ্দেশে রাজ্যা পাঠ করেন, ইহাতে রক্ষোগণের বিনাশক ও বিভাডক অগ্নিকেই পশ্চাতে করেন ।

১৫। অস্তুর ও রক্ষোগণ যদি ইগকে (বজ্রমানকে) সমুখে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করে, তবে রক্ষোগণের বিনাশক ও বিভাডক অগ্নিই তাহাদিগকে বিভাডিত করেন ; যদি তাহারা মনো আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করে, তবে রক্ষোগণের বিনাশক ও বিভাডক অগ্নিই তাহাদিগকে বিভাডিত করেন ; আর যদি পশ্চাতে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করে, তবে রক্ষোগণের বিনাশক ও বিভাডক অগ্নিই তাহাদিগকে বিভাডিত করেন ; তিনি একে রূপ সর্বদিকে অগ্নিসমূহের দ্বারা রক্ষ্যমাণ হইয়া স্বর্গলোক লাভ করেন ।

১৬। যদি কেহ তাঁহাকে বজ্রের পূর্বে (কাগে বা স্থানে) নিন্দা করে, তবে তিনি তাহাকে বলিবেন—“তুমি মুখ্য” পীড়া প্রাপ্ত হইবে ! অন্ধ বা বধির হইবে ! কেননা, এই সমস্ত পীড়াই মুখ্য । (তাহার ভাষা) সেটরূপই হইবে

৩। “অনুকারেৎ”—“বৈকল্যবিবদ্যং বাচ্যং ক্রমাত”—ইতি সাধারণ ।

৪। “মুখ্য” শব্দের অর্থ এখানে মুখবণ্ডনীয় হইতে পারে ; সাধারণ বলিলে তাহার অর্থ শ্রেষ্ঠ—“অগ্নিশিবোবাধাদিতাংকালিকীং আর্তিবশেক্ষা এতাসাং মুখ্যকঃ ।”

১৭। যদি সে যজ্ঞের মধ্যো নিন্দা করে, তবে তিনি তাহাকে বলিবেন—‘তুমি প্রজাহীন ও পশুহীন হইবে!’ কেননা, প্রজা ও পশু (গৃহস্থের) মধ্য (স্থানস্বরূপ)। (তাহার তাহা) সেইরূপই হইবে।

১৮। যদি সে যজ্ঞের শেষে নিন্দা করে, তবে তিনি তাহাকে বলিবেন—‘তুমি অপ্ৰতিষ্ঠিত দরিদ্র হইয়া শীঘ্র ঐ লোকে (অর্থাৎ পরলোকে) যাইবে!’ (তাহার তাহা) সেইরূপই হইবে। অতএব কেহ নিন্দাকারী হইবে না। যে ব্যক্তি ইহা এতরূপ জানেন তিনি উৎকৃষ্ট হন (নিন্দাই হন না।)

১৯। তিনি শ্রবাক্ষসমূহের দ্বারা সংবৎসরকেই জয় করেন।^১ যে ব্যক্তি ইহার (সংবৎসরের) দ্বারসমূহকে জানেন, তিনিই ইহাকে জয় করেন ; কেননা, তিনি যাহাদের মধ্যভাগ না জানেন সেই সমস্ত গৃহের দ্বারা কি করিবেন ? তাহার (শ্রবাক্ষসমূহ) যেমন ইহার (অর্থাৎ যজ্ঞের) দ্বার, সেইরূপ বসন্তই ইহার (সংবৎসরের) দ্বার, এবং হেমন্তও (ইহার) দ্বার। তিনি এই সংবৎসররূপ স্বর্গলোকে গমন করেন ; কেননা, সংবৎসরই ‘সমস্ত’ ও ‘সমস্ত’ অক্ষর্যাই ; এবং তাহার চাঁহাতে অক্ষর্যাই সূকৃত ও অক্ষর্যাই লোক হইয়া থাকে।

২০। তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন—‘আজ্যসমূহ কোন দেবতার?’ তিনি বলিবেন ‘প্রজাপতির ;’ কেননা, প্রজাপ. ৩ অনিরুক্ত (অনিশ্চিত), এবং আজ্যসমূহও অনিরুক্ত ; অর্থাৎ তৎসমূহের দেবতা বজ্রমান, কারণ যজ্ঞমান নিজের যজ্ঞে প্রজাপতি, যেহেতু ইহার (বজ্রমানের) দ্বারা ভক্ত হইয়া ঋতুগণ তাহা (যজ্ঞ) বিস্তার করেন ও উৎপাদন করেন।

২১। তিনি (অধ্যার্য্য) ঠবিতে (অর্থাৎ পুরোডাশে) আজ্য মাখাইয়া ও তাহা হহতে ছইবার কিছু কাটিয়া লইয়া তদুপরি আজ্য সেচন করেন, এবং এই আজ্যমিশ্রিত অহতি হোম করা হয় ; এবং ইহা সেইরূপে মিশ্রিত হইয়া যজ্ঞমানের দ্বারাই হত হয়। যে ব্যক্তি ইহা দ্বারা এইরূপ জানেন, তিনি যদি দূরে থাকিয়া যাগ করেন, অথবা নিকটে থাকিয়া যাগ করেন, তবে নিকটে থাকিয়া যেরূপ যাগ করা হয়, তাহারও সেইরূপ যাগ করা হইয়া থাকে ; এবং যিনি ইহা এইরূপ জানেন, তিনি যদি অনেক পাগ করেন তবুও যজ্ঞ হইতে বাহির্ভূত হন না।

পঞ্চম প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[১ আখ্যায়িকা—দেবগণের বজ্রধারা জয়লাভ, বিদ্রিত স্বর্গে মনুষ্যগণ কিরূপে আরোহণ করিতে না পারিবে তদ্বিধে দেবগণের চিন্তা, যজ্ঞের সমস্ত সার দোহন করিয়া ও যুগের দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিয়া দেবগণের তিরোস্তাপ, যুগ শেষের স্বর্গ নির্বচন ; বহিগণকর্তৃক ঐ ঘটনার প্রবণ,—২ তাহা শরণ করিয়া বহিগণের বজ্র-অঘেঘণ ;—৩ ভট্টনাথ ও অম-পূর্বক তাঁহাদের পরিভ্রমণ, প্রহের দ্বারাই দেবগণের জয়লাভ, বহিগণেরও তৎসমুদয়, কৃষ্ণরূপে পলায়নকারী পুরোডাশের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ ;—৪ অগ্নিপত্নির দত্ত তাহাকে পারিবার অনুগ্রহে করিলেও তাহা না গ্ৰহণ করিয়া বহিগণের অগ্নির নাম করিয়া অনুগ্রহে করার তাহা গ্ৰহণ করা, এবং অগ্নিতেই তাহার সমগ্র অংশের আহুতি প্রদান, অনন্তর বজ্র বহিগণের রক্তিকর হয়, এবং তাঁহারা তাঁহার অনুষ্ঠান করেন ;—৫ পুরোডাশ শেষের স্বর্গ নির্বচন, স্বর্গ ও পূর্ণমাস উভয় স্থানেই অগ্নির পুরোডাশের অপরি-
ত্যাগতা ;—৬ পূর্ণমাসসম্বন্ধীয় হবির দেবতা অগ্নি ও সোম, এবং আশ্বিনাসম্বন্ধীয় হবির দেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি, স্বর্গ ও পূর্ণমাসের পূর্বে অগ্নির পুরোডাশের আবশ্যকতা ;—৭ অগ্নির পুরোডাশের কলশ্রুতি, অগ্নিতেই হোম করিবাব নিয়ম ও তৎসম্বন্ধে বৃত্তি ;—৮ অগ্নি সমস্তসম্বন্ধীয় বৃত্তি ;—৯ অগ্নি দেবগণের মধ্যে অধিকতর সৎ ;—১০ অগ্নি দেবগণের মধ্যে অধিকতর নিকটবর্তী ;—১১ সল স্বর্গপূর্ণমাস ইতি পূনক কোন বৃত্তি করিতে হইলে সমস্তমশ সামিধেনী পাঠের নিয়ম, অনুচ্চস্বরে বাগের বিধি, যাজ্ঞা ও অনুযাকার মুর্দ্ধশব্দ থাকিবে, আভাভাগবৎ ইন্দ্রের হইবে, এবং ষিষ্টকৃতের যাজ্ঞা ও পুরোডাশবাক্যাবিরাট-হ্রস্বের হইবে ।]

১। এই যে দেবগণের (স্বর্গ) জয় (দেবা বাটতেছে), তাহা তাঁহারা যজ্ঞের দ্বারা জয় করিয়াছিলেন । তাঁহারা বলিয়াছিলেন—“কি প্রকারে ইহা (স্বর্গ) মনুষ্যগণের অনারোহণীয় হইতে পারে ?” (অনন্তর) মধুকরসমূহ যেমন নিঃশেষে মধুপান করিয়া থাকে, তাঁহারাও সেই প্রকার যজ্ঞের রস পান করিয়া তাহা দোহন করিয়া ও যুগের দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিয়া তিরোহিত হইলেন । তাঁহারা ইহার দ্বারা যজ্ঞকে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন (“অদোপয়ন্”) বলিয়া ইহার নাম যুগ হইয়াছে ।^১ এবং বহিগণ গুণিতে পাইয়াছিলেন

১। ইত্যত্র ব্রাহ্মণেও এইরূপ আখ্যায়িকা ও ষ্টিক এইরূপ যুগ-শেষের স্বর্গ নির্বচন আছে—
“যজ্ঞে নৈ দেবাঃ ... যদ যুগৈবাবোপয়ন্ তদ যুজ যুগং”—২, ১, ১ ।

২। ‘এই যে দেবগণের (স্বর্গ) জয় (দেখা যাইতেছে), তাহা তাঁহারা যজ্ঞের দ্বারাই জয় করিয়াছিলেন । তাঁহারা বলিয়াছিলেন—“কি প্রকারে ইহা মনুষ্যগণের অনাধোহীন হইতে পারে ?” (অনন্তর) মধুকরসমূহ যেমন নিম্নে মধুপান করিয়া থাকে, তাঁহারা সে প্রকার যজ্ঞের রস পান করিয়া, তাহা দেখন করিয়া ও যুগের দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিয়া তিরোহিত হইলেন ।’ (ইহা শুনিয়া, তাঁহারা (ঋষিগণ) তাঁহাকে (যজ্ঞকে) অব্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন ।

৩। তাঁহারা (তাহার) অর্জনা করিতে করিতে ও পরিশ্রম করিতে করিতে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন ; কেননা দেবগণের বাহ্য জয়যোগ্য ছিল, তাহা তাঁহারা শ্রম দ্বারাষ্ট জয় করিয়াছিলেন, এবং ঋষিগণও (তাহাই করিয়াছিলেন) । (তাহার অব্বেষণে) দেবগণহ তাঁহাদের ক’চ উৎপাদন করিয়াছিলেন, অথবা, তাঁহারা নিজেই (এই বলিয়া অব্বেষণ করিতে) আরম্ভ করিয়াছিলেন যে,— ‘আমুন ! আমরা সেই স্থানে গমন করিব, সে স্থান হইতে দেবগণ স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন !’ পরে তাঁহারা ‘কচিকর কি ? ক’চকর কি ?’ এই বিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ও ‘কুর্শ হইয়া’ পলায়নকারী পুরোডাশের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; তাঁহারা মনে করিলেন যে, ‘চতাই যজ্ঞ !’

৪। তাঁহারা বলিলেন—‘অগ্নিধরের জন্ত ধাম ! সস্বতীর জন্ত ধাম ! ইন্দ্রের জন্ত ধাম !’ কিন্তু তাহা পলাইতে লাগিল । (তাঁহারা বলিলেন—) ‘অগ্নির জন্ত ধাম !’ এবং ইহাতে তাহা ধামিয়া গেল । তাহা অগ্নির জন্ত ধামিয়াছিল বলিয়া তাঁহারা তাহা গ্রহণপূর্বক অগ্নিতে সমস্তটা হোম করিয়াছিলেন ; কেননা, তাহা দেবগণের আস্থিত । অনন্তর যজ্ঞ ইহাদের (ঋষিগণের) রচিকর হইয়াছিল ; এবং তাঁহারা ইহাকে সৃষ্টি করিয়া বিস্তৃত করিয়াছিলেন । এত যজ্ঞ পূর্ণ-পর ভাবে উপদিষ্ট হইয়া থাকে ; শিতাই ব্রহ্মচারী পুত্রকে (ইহা উপদেশ করিয়া থাকেন) ।

২। পুরোডাশের আকৃতি কুর্শের স্থায় হইয়া থাকে, এবং তাহার পরিমাণ অগ্নির যুগের স্থায় হয়, অথবা কার্যোপযোগিতাবে ইচ্ছানুসারে পরিমাপ করা যায় ;—“অতুস্মনপূপাকৃতি কুর্শস্তেব প্রতিকৃতিম্ অশ্বকস্যাকং কবোতি ৷ বাবজ্য বা যজ্ঞতে ৷” জা.প. সৌ. ১. ২০. ৪-৫ ।

৩। অর্থাৎ পূর্ববর্তী পুত্র্যাপরবর্তী পুত্রকে বলিবেন, এই ক্রমে ।

৮। অগ্নিই সমস্ত দেবতা (স্বরূপ), কেননা, অগ্নিতেই তাঁহার সমস্ত দেবতার উদ্দেশে হোম করিয়া থাকেন; কারণ, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে সমস্ত দেবতার নিকটে উপস্থিত হওয়ার স্থান হয়; অতএব তিনি অগ্নিরই উদ্দেশে (হোম উল্লেখ করিবেন)।

৯। অগ্নিই দেবগণের মধ্যে অধিকতম সত্য; অতএব তিনি যাহাকে অধিকতম সত্য মনে করিবেন, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন। সেই জন্য তিনি অগ্নিরই উদ্দেশে (হোম উল্লেখ করিবেন)।

১০। অগ্নিই দেবগণের মধ্যে মুহূৰ্দ্ধদয়তম; অতএব তিনি যাহাকে মুহূৰ্দ্ধদয়তম বলিয়া জানিবেন, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবেন। সেই জন্য তিনি অগ্নিরই উদ্দেশে (হোম উল্লেখ করিবে)।

১১। অগ্নিই দেবগণের মধ্যে অধিকতম নিকটবর্তী; অতএব তিনি উপসর্গীয় (অর্থাৎ আশ্রয়ণীয়) গণের মধ্যে যাহাকে অধিকতম নিকটবর্তী মনে করিবেন, তাঁহারই নিকটে উপস্থিত হইবেন। সেই জন্য তিনি অগ্নিরই উদ্দেশে (হোম উল্লেখ করিবে)।

১২। তিনি যদি কাম্যাবিশেষের পূরণের জন্ত (দর্শন ও পূর্ণমাস ইত্যে পৃথক কোন) ইষ্ট করেন, তবে সপ্তদশ সন্মিলনো উচ্চারণ করিবেন ও অনুচ্চস্বরে যাগ করিবেন; কেননা তাহা ইষ্টির লক্ষণ।^১ রাজা ও অনুবাক্য 'মূর্দ্ধন'-শব্দযুক্ত হইবে;^২ আজ্ঞাতাগ্রদম বৃত্ত্যেব (ইচ্ছের) জন্য ইষ্টবে, এবং সংযাজ্যাদয়^৩ বিরাট্ছন্দোযুক্ত হইবে।

১। "অদ্ধাতম্যঃ" সাগ্ন অর্থ করিয়াছেন—"অতিশয় প্রভাবকল্যায়ঃ;" Eggeling অনুবাদ করিয়াছেন—"safest;" নির্ধৃত্তে 'অদ্ধা' শব্দ সত্য-নীতির মধ্যে গঠিত হইয়াছে, ৩.১০.৪।

২। ৩. ৩. ৫. ১০ ইষ্টবা।

৩। "অগ্নিসূক্তা দিবঃ.....;"—বাস. ৩. ১২; ১৩. ১৪. "ভূবো বজ্রঃ...দ্বিবি মূর্দ্ধানন্দী-দ্বিবি...;"—ই. ১৩. ১৪।

১০। অর্থাৎ ষিষ্টকৃতের রাজা ও পুরোহিতবাক্য। [ইষ্টবা—ই. ব্রা. ১. ১.৪]—এই মন্ত্রের প্রবাস্যে ৪. স. ৭. ১.৩ (তৈ. স. ৪. ৩. ১১), ৩. ৭. ১. ১৩ (তৈ. স. ৪. ৩. ১৩. ২১)।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[ইন্দ্র ও কৃত্যব্রহ্মর ঘটিত আখ্যায়িকা—দ্বিতীয় বিশ্বকর্মা নামক পুত্রের উৎপত্তি, তাহার তিন মাথা ও ছয় চোখ ;—২ সেই তিন মুখে তিন তিন জ্বরের তোলন, ইন্দ্রকর্তৃক তাহার শিরচ্ছেদন ;—৩-৫ তাহার ছিন্ন মস্তকজন্তু হইতে কণিষ্ঠস কলবিক ও তিস্তির পক্ষীর উৎপত্তি ;—৬ দ্বিতীয় ক্রোধ ও ইন্দ্রের হিত সোম আহরণ ;—৭ ইন্দ্র নিজেকে সোম হইতে বাহকৃত দেখিয়া জ্যেষ্ঠ করিয়া তাহা পান করেন ; সেই সোম পান, কৃত্য ইন্দ্রের পীড়া ও নাসিকা প্রভৃতি দিয়া সোমের নির্গমন, সোম জাম্বি ইষ্টির উৎপত্তি, দেবগণ কর্তৃক ইন্দ্রের চিকিৎসা ;—৮ দ্বিতীয় তাহাতে ক্রোধ, এবং যজ্ঞ নষ্ট করিয়া অবশিষ্ট সোম মস্তপূত করিয়া নিকশপ ও তাহা হইতে এক পুরুষের উৎপত্তি ;—৯ তাহারই নাম বৃজ্র, এবং এই নাম হইবার কারণ, সে পানহীন ছিল বলিয়া তাহার নাম অহি, এবং বহু ও ঘনা যু পিতা যত্নে তাহাকে গ্রহণ করার তাহার নাম ঘনব ;—১০ ভূগ মন্ত্র পড়িয়া দ্বিতীয় সোম ভাগ করিয়াছিলেন, হইতে বিপরীত অর্ধ প্রভাত হওদ্বারা ইন্দ্রই বৃত্তকে বধ করিলেন ;—১১ বৃত্তের শরীর বৃত্তি বর্ণনা ;—১২ দেবপ্রভৃতির তাহাকে অন্নপ্রদান, ১৩ অগ্নি ও সোম বৃত্তের নিকট ছিলেন, ইন্দ্র নিখের লোক বলিয়া তাহাকে নিজে নিকটে আনিতে অনুরোধ করেন ;—১৪ ইন্দ্রের পক্ষে আনিলে তাহাদের কি লাভ হইবে ইহা প্রশ্ন করার ইন্দ্র তাহা বিগণকে অগ্নিষোমীয় পুরোভাগ প্রদান করিলেন ;—১৫ অগ্নি ও সোম করিয়া আসান্য সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রের পক্ষে আসিলেন, —১৬ ইন্দ্রকর্তৃক আহৃত হইয়া বৃত্ত সঙ্কুচিত হইল ; তাহা পড়িল ও ইন্দ্র তাহাকে বধ করিবার চক্ৰ উদগত হইলেন ;—১৭ বৃত্তের প্রাৰ্থনা অনুসারে ইন্দ্র তাহাকে ধ্বংস করিয়া তাহার দীপ্ত ও সোম অংশের দ্বারা চন্দ্রমাকে, এবং অহরাহিতকর অংশের দ্বারা জীবগণের উদর নির্মাণ করিলেন, —১৮ যে সকল দেবতা অগ্নি ও সোমের অনুসরণ করিয়া ছলেন অগ্নি ও সোমের নিকটে তাহাদের যজ্ঞভাগ প্রাৰ্থনা ;—১৯ অগ্নি ও সোমের ভাগ্যে কি লাভ হইবে এই প্রশ্নে দেবগণ উত্তর করিলেন যে, তাহাদের উদ্দেশে কেহ হাব প্রদান করিলে তাহার পুত্র অগ্নি ও সোম আভ্যভাগ প্রাপ্ত হইবেন ;—২০ সমস্তদেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে হোম, অগ্নি সর্কদেববর্ষণ ;—২১ সমস্ত দেবতার উদ্দেশে সোমহোম, সোম সর্কদেববর্ষণ ;—২২ সমস্ত দেবতা ইন্দ্রের অধীন, ইন্দ্র সর্কদেববর্ষণ ;—২৩ অর্জ ও শুক এই দুয়ের মধ্যে অর্জ সোমের মস্ত ও শুক অগ্নির মস্ত আভ্যভাগ উপাশ্রুত, ও পুরোভাগ এই সকলেই দেবতা অগ্নি ও সোম ইহারই প্রশংসা গতিপাদন ;—২৪ সূর্য্য ও চন্দ্র, দিবা ও রাত্রি, এবং শুক্রপক্ষ ও কৃকপক্ষ ইহার বৎসর অগ্নি ও সোমের নিভূতি, —২৫ কেহ কেহ বলেন—আভ্যভাগবস্তুর দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্র, উপাশ্রুতবৎসরের দ্বারা দিবা ও রাত্রি, এবং পুরোভাগের দ্বারা শুক্র ও কৃক পক্ষের প্রাপ্তি, —২৬ আত্মরি বলেন আভ্যভাগবস্তুর দ্বারা পূর্বোক্ত সূর্য্যচন্দ্রাদির কোন দুই-দুইটি পাণ্ডুরা, —২৭ আভ্যভাগ, উপাশ্রুতবৎসর ও পুরোভাগ এই সকলেই অগ্নিসৌকর্য্য এক দেবতা হওয়ার কেহ কেহ এখানে পুনরাবৃত্তি ঘোষ হয় বলিয়া মনে করেন, তাহাদের দেবতা এক হইলেও আভ্যভাগবস্তুর বিভিন্ন বিভিন্ন অর্থ হেতু তাহাদের বিভিন্ন-বিভিন্ন মন্ত্রহেতু ও বিভিন্ন-বিভিন্ন

রূপে সন্তোষার্থেণ প্রণীতবৃত্তি যোব হয় না;—২৮ উপাংগুধাজের কল;—২৯-৩০ আভ্যাতাগ ও উপাংগুধাজের পুনরাবৃত্তি যোব পরিহার করিয়া তাহাদের অন্যথা বিধান;—৩১ পূর্ণ-
মাস বাগে উপবাসের পূর্বে অধিকতর ভোজন নিষেধ;—৩২ উত্তরদিন পূর্ণিমা থাকিলে পূর্বদিনেই
উপবাস;—৩৩ পূর্বযত বস্তন করিয়া পরদিনেই উপবাসবিধি;—৩৪ পরদিন উপবাসবিধি বস্তন
করিয়া পূর্বদিন-উপবাস-বিধিরই সমর্থন;—৩৫-৩৭ ঐ সমর্থন এসঙ্গে প্রজ্ঞাপ্তিষটিত আখ্যায়িকা-
বিশেষের অবতারিণী, প্রত্যাহুষ্টি করিয়া সংবৎসররূপ প্রজ্ঞাপ্তির অহরাত্তাহিকরূপ সন্ধিস্থানসমূহে
শিথিলতা ও বৈকল্যের চিহ্নবিশিষ্ট করিয়া তাহার অংগাঙ্গা সম্পাদন;—৩৮ আভ্যাতাগের বাগের চক্ষু-
শরূপ বলিয়া হইবে পূর্ব তাহা প্ৰদান করিবার বিধান;—৩৯ অগ্নি ও সোমের আভ্যাতাগ অগ্নির
কোন স্থানে দিবে হইবে বৎসবকে যতবিশেষ উন্নত করিয়া অগ্নির সে স্থান সমীপস্থত থাকিবে সেই
স্থানে তাহা প্রদান করিবার বিধি;—৪০ চক্ষুশরূপ আভ্যাতাগের বাগ্য ও অশ্রুবাণ্যার বিহিত-
প্রকারে উচ্চারণের কল;—৪১ আভ্যাতাগরূপ চক্ষুশরূপ অগ্নি ও সোমের গুরু ও কৃষ্ণরূপ পাইয়া থাকে।]

১। তৃত্যার একটি তিন মস্তক ও ছয় লোচন বিশিষ্ট পুত্র হইয়াছিল।
তাহার মুখ তিনটিই ছিল সে এতদ্বন্দ্বিতাপযুক্ত ছিল বলিয়া তাহার নাম
হইয়াছিল। বিশ্বকর্প

২। তাহার একটি মুখ ছিল সোমপানো জন্ত, একটি ছিল সুরাপানের
জন্ত, এবং আর একটি ছিল সন্তোষ বস্ত্র পোশকের জন্ত; ইহু তাহার প্রতি
দেখ করেন, ও তাহার মনঃ সন্তোষ মস্তক কাটিয়া ফেলেন।

৩। (তাহার) বাহা (অর্থাৎ যে মুখ) সোমপানের ছিল, তাহা হইতে
ক'পঞ্জল' (নামক বিধু) উৎপন্ন হইয়াছিল, এবং সেই জন্তই তাহা পিজল
বর্ণের ছায় হইয়াছে, কেননা, রাজা সোম পিজল।

৪। বাহা সুরাপানের জন্ত ছিল, তাহা হইতে ক'ল বিষ্ণু উৎপন্ন
হইয়াছিল, এবং সেইজন্ত তাহা যেন অভ্যন্তরের ছায় ডাকিয়া থাকে, কেননা
লোকে সুরাপান করিয়া অতিমদের ছায় কথা বলে।

১। কেহ কেহ বলেন—কপিঞ্চল শব্দে চাতক বুঝার; কেহ কেহ বলেন—গৌর তিস্তির;
আবার কেহ কেহ বলেন—কপিণ তিস্তির; শব্দকল্পত্রয় অনুযায়ী। Eggeling বলেন—
Francoline partridge.

২। চটক, চড়ুই।

৩। “অভিমানাক ইব,” অভিমান ব্যক্তি যেমন অভিমান্যকে কথা বলে সেইরূপ (?)। সাধারণ
ভাষায় ব্যাখ্যা করেন নাই। Eggeling লিখিয়াছেন.—‘stammering’.

৫। আর বাহা অস্ত্রান্ত ভোজনের অস্ত্র ছিল, তাহা হইতে তি তি রি হইয়াছিল ; এবং সেইজন্য তাহা অনেকবিধরূপযুক্ত হইয়াছে ; যেমন, ইহার পক্ষদ্বয় কোন কোন স্থানে যেন স্তম্ভবিন্দুসমূহ এবং কোন কোন স্থানে যেন মধুবিন্দুসমূহ ক্ষরিত হইয়াছে (দেখিয়া বোধ হয়) ; কারণ, সে (বিধরূপ) তাহা দ্বারা (সেই মূখের দ্বারা) এইরূপ (অর্থাৎ বিবিধ প্রকার) ভোজন গ্রহণ করিয়াছিল :

৬। তৃতীয়া ইহাতে জুস হইয়া উঠিয়াছিলেন । 'সে আমার পুত্রকে বহুরূপে বধ করিয়াছে !' এই বলিয়া তিনি ইন্দ্ররহিত সোম (রস) আহরণ করিলেন , এবং এই সোম যেমন ইন্দ্ররহিত হইয়া উৎপাদিত হইল, (প্রদানের সময়ও) তাহা সেইরূপ (অর্থাৎ ইন্দ্ররহিত) হইয়া রহিল ।

৭। ইন্দ্র দেখিলেন যে 'তাহারা আমাকে সোম হইতে বহিষ্কৃত করিতেছে।' তখন বলবত্তর ব্যক্তি যেমন দুর্বলতরের (নিকট হইতে বলপূর্বক গ্রহণ করে) তিনিও সেইরূপ আহৃত না হইয়াই, যোগ কলশে* যে গুরু (অর্থাৎ নিম্নল সোমরস) ছিল, তাহা পান করিয়া ফেলিলেন । তাহা (অর্থাৎ সেই পীত সোম) ইহাকে (ইন্দ্রকে) পীড়িত করিতে লাগিল ; তাহা তাহার (নাসিকা প্রভৃতি) প্রাণ . বায়ু সমূহের (ছিন্ন পথ হইতে চারিদিকে নির্গত হইতে লাগিল ; কেবল মূখ হইতেই ইহা নির্গত হয় না, আর সমস্ত প্রাণেরই (ছিন্ন পথ) হইতে নির্গত হইয়াছিল ; এবং তাহা হইতেই সৌ আমাশি নামক ইটি (নিম্নল হইয়াছে , ও তাহাতেই উক্ত হইয়াছে), যে, দেবগণ ইহাকে (ইন্দ্রকে) কি প্রকারে চিকিৎসা করিয়াছিলেন ।

* . যোগ অর্থাৎ ক্রমবধ, বিককতকাঠিনির্গত কলশাকার পাত্র, ইহাতে সোম রাখা হয় ।

৮। তৃতীয়া—৫, ৬, ৭ ইত্যাদি ; এখানে পুনর্বার এই আখ্যায়িকা লিখিত হইয়াছে এবং তাহা ইন্দ্রের চিকিৎসার অগাধীও বর্ণিত আছে । সৌ আমাশি শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সেখানে লিখিত হইয়াছে—“তে খেতা অকবন্—স্বজাতং বতৈনমজ্ঞাসতামিতি তস্মাৎ সৌ আমাশী নাম—(৫ ১২) ;—অধিবর ইহাকে অর্থাৎ ইন্দ্রকে প্রবররূপে ইহার দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন—এইজন্য ইহার

৮। স্বপ্না তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ও বলিলেন—‘সে আকৃত না হইয়াই সোম ভক্ষণ করিয়া ফেলিল!’ তিনি তখন নিজেই যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দিলেন, ও দ্রোণ-কলশে যে গবল (সোম) অবশিষ্ট ছিল তাহা এই বলিয়া (অগ্নিতে) ঢালিয়া ফেলিলেন—‘ইন্দ্র-শত্রু হইয়া বর্জিত হও!’ ইহা অগ্নিকে প্রোথিত হইয়াই (পুরুষরূপে) উৎপন্ন হইল; কেহ কেহ বলেন যে, (অগ্নিস্পর্শ না করিয়া) মধ্য স্থলেই তাহা (পুরুষরূপে) উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা অগ্নি ও সোম, এবং সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত যশ, সমস্ত ভোজনীয় অন্ন ও সমস্ত স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া সন্তৃত হইয়াছিল।*

৯। সে (ঐরূপে) বর্তমান হইয়া সন্তৃত হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম বৃত্র; এবং পাদহীন হইয়া সন্তৃত হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম অহি* হইয়াছিল। দত্ত ও দনারু* পিতৃ-নাগা* নাম তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম দানব।

নাম সো জাম পি হইয়াছে। এই আখ্যায়িকা তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও (২. ৪. ১২. ১; ২. ৫. ১) আছে, এবং পংকতি পুরাণসমূহে বিবিধরূপে প্রসংগিত হইয়াছে।

১০। “অভিসম্বত্বঃ;” সায়ণ বলেন—“অভিবাগ্ধবন ভক্ষয়ন্ সম্বত্বঃ,” “অভিলক্ষা ভক্ষয়ন্ সম্বত্বঃ।”

১১। সপ্তম্য—“বৃত্রো বৃণীতের্বা বর্ততের্বী বর্জতের্বী—‘যদবৃণোৎ তদ্ বৃত্রস্ত বৃত্রহসিতি’ বিজ্ঞায়তে, ‘যদবর্তত তদ্ বৃত্রস্ত বৃত্রহসিতি’ বিজ্ঞায়তে, ‘যদবর্জত তদ্ বৃত্রস্ত বৃত্রহসিতি’ বিজ্ঞায়তে”—নিরুক্ত, ২. ৫. ৩; ১৫ ম. ২. ৫. ২. ১। নৈরুক্তরা বলেন ‘বৃত্র’ শব্দের অর্থ মেঘ, এবং ইন্দ্র শব্দের অর্থ বায়ু; ‘মঘ ও বায়ুর পরস্পর সংস্পর্শে যে বৃষ্টি হয় তাহাই ইন্দ্র ও বৃত্রের যুদ্ধ;—“তৎ কো বৃত্রঃ? মেঘ ইতি নৈরুক্তাঃ; জ্যোতিষস্ত ইতি তিহাসিকাঃ; অপাক জ্যোতিষত্ব দ্বিত্বভাবকর্ণণো বর্ষকর্ণ জায়তে, তত্রোপমার্শেন বুদ্ধবর্ণা ভবন্তি”—ঐ ২।

১২। অহি শব্দের অর্থও মেঘ হয়। নিষক্টে ইহা মেঘ-পর্ধ্যায়ে গঠিত হইয়াছে, যাক ইহার ব্যুৎপত্তি লিখিয়াছেন—“অহিরয়নাৎ এত্যন্তরিক্; অরসপীতম্নোহহিঃ (সর্পঃ) এতস্মাৎ অহিঃ নিহৃসিভোপসগ আহন্তীতি”—নিরুক্ত, ২. ৫. ৩; নিষক্ট, ১, ১০। অগ্নি, গ্রীবা, গৌর, পর্বত, গিরি, উপল ও অশ্ব শব্দ নৈরুক্ত-গণের মতে বৃত্র বা মেঘকেই বুঝায়। অতএব ইহার দ্বারা ইন্দ্রের পঞ্চতপস্ব-ক্ষেত্র আখ্যায়িকারও সমাধান করিতে পারা যায়। নিষক্ট, ১, ১০।

১৩। কাশ্মীরীয় গ্রন্থে দানবী পাঠ আছে।

১০। যেহেতু তিনি (হুঙা) বলিয়াছিলেন যে, 'ইন্দ্র-শত্রু হইয়া বর্জিত হও !'।' সেইজন্য ইন্দ্রই তাহাকে (বৃত্তকে) বধ করিলেন ; আর যদি তিনি নিশ্চয় করিয়া^{১১} বলিতেন যে, 'ইন্দের শত্রু হইয়া বর্জিত হও !' তবে সেইট ইন্দ্রকে বধ করিত।

১১। তিনি বলিয়াছিলেন যে, 'বর্জিত হও !' তজ্জন্য সে উভয়পার্শ্বে এক শরগতি পর্য্যন্ত স্থান বর্জিত হইয়াছিল, এবং সম্মুখে (ও পশ্চাতেও^{১২}) এক শরগতি পর্য্যন্ত স্থান বর্জিত হইয়াছিল। সে (শরীরের বৃদ্ধির দ্বারা) পূর্ব ও অপর উভয় সমুদ্রকেই ছীন করিয়াছিল ; এবং সে যেমন যেমন (বর্জিত) হইয়াছিল তেমন তেমনই অন্ন ভোজন করিয়াছিল।

১০। ইহার মূল—“ইন্দ্রশত্রুবর্জিতঃ,” ইন্দ্র-শত্রু পদে তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি উভয় সমাসই হইতে পারে ; তৎপুরুষ সমাস হইলে অর্থ হইবে—ইন্দের শত্রু (ইন্দ্রশত্রুঃ), এবং ইহাই বৃত্তার অভিপ্রেত অর্থ ছিল ; শত্রু-শব্দের অর্থ শত্রুতা বা বধকারী, অতএব ইন্দ্র-শত্রু শব্দের অর্থ ইন্দের বধকারী ইহাই মনে করিয়া হুঙা ঐ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে তৎপুরুষ সমাস মনে করিয়া ইহা প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাতে ইন্দ্র-শত্রু পদটি অন্তোদাত্তবধ করিয়া উচ্চারণ করা উচিত ছিল, অথবা সমাস না করিয়াই পৃথক ভাবে, (ইন্দ্রশত্রুঃ, ইন্দের শত্রু,—এইরূপে) প্রয়োগ করা উচিত ছিল ; কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া ‘ইন্দ্রশত্রুঃ’ এই পদটিকে অত্রকমে আদিত্যে উদাত্ত বধ করিয়া উচ্চারণ করেন, ইহাতে তৎপুরুষ সমাস না হইয়া বহুব্রীহি সমাস হইয়া পড়িল (‘বহুব্রীহৌ প্রকৃত্য পূর্ণপদম্’—পানিনি, ৬. ২. ১ ; ৬. ১, ২২১ ; ২২৩)। এবং তাহার অর্থ হইল—ইন্দ্র বাহার বধকারী সেই তুমি বর্জিত হও।’ (ইন্দ্রঃ শত্রুঃ শাত্মিত্যে অভিভূতঃ)। অতএব ইন্দ্রই বৃত্তকে বধ করিলেন। এই লব্ধই বাকরণ-বহাভাবাকার পশপায়া বলিয়াছেন :—

“হুঙাঃ শব্দঃ বহুতো বর্ণতো বা

বিখ্যাপ্রযুক্তো ন তসর্ববাহ।

স বাগ্ধ্বয়ো বজমানঃ হিনতি

কথেন্দ্রশত্রুঃ অরতোহপরাধাৎ ॥”

১১। “শব্দঃ,” সারণভাবে যদিও এ শব্দটি পৃথক রূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই, তথাপি সে স্থানের ব্যাখ্যা পর্য্যালোচনা করিলে “নিশ্চিকমেব” কথাটি ঐ শব্দেরই ব্যাখ্যারূপে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

১২। “স ইন্দ্রশত্রুনিবৃত্তাত্তং বিবঙ্গবর্জিতঃ”—ভে. স. ২. ৫. ২. ২।

১২। দেবগণ পূর্বাহ্নে, মনুষ্যগণ মধ্যাহ্নে এবং পিতৃগণ অপরাহ্নে তাহাকে ভোজন প্রদান করিতেন।

১৩। ইন্দ্র সেইরূপে (বৃদ্ধের শরীর বৃদ্ধি হেতু দূরে কিঞ্চিৎ) কিন্তু হইয়া বিচরণ করিতে করিতে অগ্নি ও সোমকে আমন্ত্রণ করিলেন—‘হে অগ্নি ও সোম, আপনারা দুইজন আমার এবং আমিও আপনাদের, এ (বৃদ্ধ) ও আপনাদের কেহ নহে, আপনারা আমার এ কোন দম্বাকে বর্জিত করিতেছেন? আপনারা আমার নিকটে আগমন করুন!’

১৪। তাঁহারা বলিলেন—‘তাহা হইলে আমাদের কি (লাভ) হইবে?’ তিনি তখন একাদশ কপালের দ্বারা সংস্কৃত অগ্নি ও সোম সম্বন্ধীয় পুরোডাশকে তাহাদিগকে প্রদান করিলেন; এবং সেই জন্তই এই অগ্ন্যযোমীয় পুরোডাশ একাদশ কপালের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া থাকে।

১৫। তাঁহারা (অগ্নি ও সোম) ইহার (ইন্ড্রের) নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাদের পশ্চাৎ সমস্ত দেবগণ, সনস্ত বিদ্যা, সমস্ত বশ, সমস্ত ভোজনীয় গ্নয় এবং সমস্ত শ্রী গমন করিল। এবং ইন্দ্র এখন যাহা হইয়াছেন, তাহা তিনি তাহার দ্বারা (অগ্নি ও সোমকে) তাদৃশ পুরোডাশ প্রদানের দ্বারা) বাগ করিয়াই হইয়াছিলেন। এবং ইহাই পূর্ণমাসীয় হবির নিয়ামক। অতএব যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানিয়া পূর্ণমাসীয় হবির দ্বারা বাগ করেন, তিনি এই শ্রীকে প্রাপ্ত হন, তাহার এইরূপই বশ হইয়া থাকে, এবং তিনি এইরূপই অন্নভোজনকারী হইতে পারেন।

১৬। অনন্তর, যেমন কোন চন্দ্রময় পাত্রের (‘দৃতি’) অভ্যন্তরস্থিত দ্রব পদার্থকে বাহির করিয়া লইলে তাহা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, বৃত্তও সেইরূপ আহত হইয়া সঙ্কুচিত শরীরে শুইয়া পড়িল; যেমন চন্দ্র পাত্র (‘ভজ্জা’)^{১০} হইতে শক্ত (ছাত্তু) ঝাড়িয়া লইলে তাহা সঙ্কুচিত হয়, সেও সেইরূপ সঙ্কুচিত হইয়া শুইয়া পড়িল; এবং তাহাকে বশ করিবার জন্ত ইন্দ্র তদভিমুখে দাবিত হইলেন।

১৭। এখানে আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝাযাইবে, অব পদার্থ রাখিবার চর্যপাত্রের নাম হ’। এবং কঠিন পদার্থ রাখিবার চর্যপাত্রের নাম ত জা।

১৭। সে বলিল—‘আমাকে গ্রহণ করিও না ! আমি যাহা ছিলাম তাহা এখন তুমিই হইয়াছ। তুমি আমাকে বিদীর্ণ কর, আমি যেন এ অবস্থায় (একবার) নিঃশেষ হইয়া না যায় !’ তিনি বলিলেন—‘(তবে) তুমি আমার অন্ন হও।’ সে বলিল—‘তাহাই হউক !’ (তদনুসারে) তিনি তাহাকে দুই ভাগে বিদীর্ণ করিলেন ; এবং তাহার যাহা (যে অঙ্গ) দীপ্ত ও সোমা^{১৭} ছিল, তিনি তাহার দ্বারা চক্ষুমাঝে করিলেন এবং যাহা অম্লর-হিতকর ছিল, তাহা এই সমস্ত লোকে উদররূপ স্থাপন করিলেন ; সেই জন্তই (যখন কোনো লোক অধিকার ভোজন করে, তখন) লোকেরা বলিয়া থাকে—‘যদ্বট সে সময়ে অন্নভোজনকারী ছিল, এবং বৃদ্ধট এখন (সেইরূপ) হইয়াছে।’ কেননা, গুরুপক্ষে এই যে উহা (এই চক্ষু) পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তাহা এই লোক হইতেই আপায়িত (বর্দ্ধিত) হইয়া থাকে,^{১৮} এবং এত যে লোকসমূহ ভোজন ইচ্ছা করে, তাহা তাহারাই এই উদর রূপ বৃত্তেরই বর্ণি প্রদান করে। যে ব্যক্তি এই বৃত্তকে এইরূপে অন্নভোজনকারী বলিয়া জানেন, তিনি নিশ্চয়ই অন্ন-ভোজনকারী হইয়া থাকেন।

১৮। যে সমস্ত দেবতা অগ্নি ও সোমের অঙ্গুগমন করিয়াছিলেন, তাহারাই বলিয়াছিলেন—‘হে অগ্নি ও সোম, আমাদের মধ্যে আপনারা দুইজন বাক্ত্য প্রভূত ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আপনাদেরই চাহা রহিয়াছে ; আপনারা আপনাদের মধ্যে আমাদেরকেও ভাগ প্রদান করুন !’

১৯। তাহারাই দুই জন বলিলেন—‘তাগতে আমাদের কি (লাভ) হইবে ?’ তাহারাই উত্তর করিলেন—‘তাঁহার (যাগকারীর) যে-কোন দেবতার উদ্দেশে হবি প্রদান করিবেন, তাঁহার প্রথমে আপনাদিগকে আজ্ঞা দ্বারা যাগ করিবেন !’ সেই জন্ত তাঁহারাই যে-কোন দেবতাকে হবি প্রদান করেন, তাহার প্রথমে অগ্নি ও সোমকে আজ্ঞা-ভাগ প্রদান করিয়া যাগ করিয়া থাকেন। ইহা সোম-যাগ (‘অধ্বর’) ও পশু (যাগে) হয় না, কেননা তাঁহারাই বলিয়াছেন—‘যে কোন দেবতার উদ্দেশে তাঁহার (হবি) প্রদান করেন।’

১৭। প্রিয়ন্তস “সোম্য প্রেষিতি”—সায়ণ ; সোম-সম্বন্ধে (৭)।

১৮। ব্রহ্মণ্য—১-৫. ৩. ১৫।

২০। সেট অগ্নি বলিলেন—‘তাহারা তোমাদের সকলের উদ্দেশ্যে আমা-
তেই হোম করুন, এবং আমাতে বাহা থাকে তাহাতে আমি তোমাদিগকে ভাগ
প্রদান করিব।’ সেট জন্তই সমস্ত দেবের উদ্দেশ্যে তাহারা অগ্নিতে হোম
করিয়া থাকেন ; এবং সেট জন্তই বলেন যে, অগ্নি সমস্ত দেবতা (স্বরূপ)।

২১। অনন্তর সোম বলিলেন—‘তোমাদের সকলের উদ্দেশ্যে তাহারা
আমাকেই হোম করুন ; এবং আমার বাহা থাকে, তাহাতে আমি তোমাদিগকে
ভাগ প্রদান করিব।’ সেটজন্ত তাহারা সমস্ত দেবের উদ্দেশ্যে সোমকে হোম
করিয়া থাকেন, এবং সেট জন্তই তাহারা বলেন যে, সোম সমস্ত দেবতা
(স্বরূপ)।

২২। আল বেহেতু সমস্ত দেবগণ ঈশ্বরের অনীনে অবস্থান করেন, সেট
জন্ত তাহারা বলেন যে, ঈশ্বর সমস্ত দেবতা (স্বরূপ), এবং দেবগণের মধ্যে ঈশ্বর
শ্রেষ্ঠ। ১১ এইরূপে দেবগণ তিন প্রকারে ১২ এক-একটি দেবতার জন্ত হটয়া-
ছিলেন : এবং যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তিনি একরূপেই স্বর্কীয়
(লোক) পনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন।

২৩। দুইট আঁচে, (তহার) তৃতীয় নাট : যথা—আর্জি ও শুক ; এবং
যাহা শুক তাহা অগ্নির জন্ত, ও যাহা আঁচ তাহা সোমের জন্ত। ১৩ যদি এই
দুইট থাকে, তবে এতগুলি (কার্য্য) করা হয় কেন ? —আজ্ঞাভাগদ্বয়
অগ্নি ও সোমের, উপাংশ (অনুচ্চস্বরূক) বাগদ্বয় অগ্নি ও সোমের, এবং
পূর্বোক্ত অগ্নি ও সোমের ;—অতএব যখন একটিমাত্র দ্বাণ তিন সমস্তকে
প্রাপ্ত হন, তবে কি জন্ত এতগুলি করা হয় ? (ইহার উত্তর এই—) অগ্নি ও
সোমেরই (স্বর্গাচ্ছাদিরূপে) এতগুলি বিভূতি-উৎপত্তি।

২৪। সূর্য্যই অগ্নিসম্বন্ধীয়, ও চন্দ্রমা সোমসম্বন্ধীয় ; দিবা অগ্নিসম্বন্ধীয়,
ও রাত্রি সোমসম্বন্ধীয় ; এবং যে অর্দ্ধ মাস পূর্ণপূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ
শুক্ল) তাহা অগ্নিসম্বন্ধীয়, ও বাহা (বে অর্দ্ধমাস) অপকোণ হয় (অর্থাৎ কৃষ্ণ)
তাহা সোমসম্বন্ধীয়।

১৩। ভুলঃ—১. ৫. ২. ১৫।

১৪। অর্থাৎ অগ্নি, সোম ও ইন্দ্র-রূপে।

১৫। ‘ব্রহ্মবাহিণী এখানে প্রদ্ব করিয়া থাকেন’—সায়ণ।

২৫। ‘তিনি আজ্যভাগস্থয়ের দ্বারাই সূর্য্য ও চন্দ্রকে প্রাপ্ত হন, উপাংশ বাগের দ্বারা অহোরাত্রিকে প্রাপ্ত হন এবং পুরোডাশেরই দ্বারা অর্দ্ধমাসস্থয়কে প্রাপ্ত হন’—ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।

২৬। (কিন্তু) তদ্বিময়ে ‘আ সূ রি বলিয়াছেন—‘তিনি আজ্যভাগেরই দ্বারা (পূর্বোক্ত পদার্থের^{২৫}) যে-কোন ছুটি প্রাপ্ত হন, উপাংশভাগের দ্বারা যে-কোন ছুটি প্রাপ্ত হন, এবং পুরোডাশের দ্বারা যে-কোন ছুটি প্রাপ্ত হন’—তিনি মনে করেন যে, ‘আমি সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি সমস্ত ভা ক’নিয়াছি! আমি সমস্ত দ্বারা বৃত্তকে বধ করিব! আমি সমস্ত দ্বারা দ্বৈষকাণী শত্রুকে বধ করিব!’ এবং সেই চক্ৰই এখানে এতগুলি (কার্য্য) করা হইয়া থাকে।’

২৭। তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন—‘এই পুনরাবৃত্তিকরা ত্রয় কেন?—অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে যে আজ্যভাগ (প্রদান করা হয়), এবং অগ্নি ও সোমেরই উদ্দেশে যে পুরোডাশ (প্রদান করা হয়), তদ্ব্যবহিত হওয়ায় পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে।’^{২৬} (তাহার উত্তর এই—প্রথমঃ,) এই প্রকারে ত্রয় পুনরাবৃত্তি হয় না :—আজ্যের কার্য্য অপর এবং পুরোডাশের কার্য্য অপর; অতএব ইহার পূরস্পন্দ অন্ত। (দ্বিতীয়ঃ, আজ্যভাগ প্রদানের সময়ে তিনি একটি ঋক্^{২৭} অম্বাক্যাক্রমে উচ্চারণ করিয়া ‘জুহাং’ (‘প্রীত্ব্যুক্ত’ পদবুক্ত মন্ত্বে^{২৮}) দ্বারা বাগ করেন, এবং (পুরোডাশের সময়ে) ঋক্ মন্ত্বে^{২৯} অম্বাক্যাক্রমে উচ্চারণ করিয়া

১৯। চন্দ্র-সূর্য্য, অহোরাত্র, ও শুক্র-কৃক পক্ষ; পূর্বোক্ত ২৪ ও ২৫ কণ্ডিকা অষ্টব।

২০। আজ্যভাগ, উপাংশভাগ ও পুরোডাশ এই বাগস্থয়ের দ্বারা দুইটি মাত্র, আজ্য ও পুরোডাশ। এই উভয় ব্যবহারে যে-কোন অগ্নির হওয়ায়, অর্থাৎ উভয়েরই যে-কোন অগ্নি ও সোম হওয়ায় পুনরাবৃত্তি ঘোষ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, ইহাই এক্ষণে ত্রিবিধ যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা বাহিতেছে; ১ম, ব্যবহারে, অর্থাৎ পুরোডাশ ত্রিগ ও আজ্য ত্রিগ পদার্থ; ২য়, মন্ত্বে, উভয়ই ত্রিগ ত্রিগ মন্ত্বে প্রদত্ত হইয়া থাকে; এবং ৩য়, বর্ষভেদে, উভয়ই ত্রিগ-ভিন্নরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। অতএব যে-কোন এক হইলেও এই সব কারণে তাহার পুনরাবৃত্তি হয় নাই।

২১। ঋ. স. ৩. ১৩. ৩৪; বা. স. ৩৩. ২।

২২। ঐ. ব্রা. ৩. ৫. ৩. ১-২।

২৩। ঋ. স. ১. ২৩. ২; ১. ২৩. ৩; ঐ. ব্রা. ৩. ৫. ৭. ৪ (ক)।

জ্বরের দ্বারা^{১১} বাগ করিয়া থাকেন। অতএব ইহারা পরস্পর অন্ত্র অন্ত্র। এ প্রকারেও পুনরাবৃত্তি হয় না :—তিনি আজ্ঞার (প্রদানে) অনুচ্চস্বরে, এবং পুরোডাশের (প্রদানে) উচ্চৈঃস্বরে বাগ করিয়া থাকেন, এবং এই যে অনুচ্চস্বর ইহা প্রজাপতির প্রকার,^{১২} সেই জন্য তিনি তাঁহার (প্রজাপতির) নিমিত্ত। সুচিহ্ন অনুচ্চৈঃস্বরে^{১৩} অনুবাক্যকে^{১৪} উচ্চারণ করেন, কারণ বাক্যই অনুচ্চৈঃ ও বাক্যই প্রজাপতি।

১৮। দেবগণ এত উপাংগুযাজের দ্বারা অম্বরগণের মধ্যে যাহাকে যাহাকে চচ্ছ। করিয়াছিলেন তাহাকেই পান্থবর্তী হইয়া বজ্ররূপ বঘট্কারের দ্বারা বধ করিয়াছিলেন ; এবং সেই প্রকারেই তিনি এত উপাংগুযাজের দ্বারা পাপ দ্বেষ-কাণ্ডী শত্ৰুকে পান্থবর্তী হইয়া বজ্ররূপ বঘট্কারের দ্বারা বধ করিয়া থাকেন। এবং এত জনাত্ত তিনি উপাংগুযাজের অনুষ্ঠান করেন।

২৯। তিনি (আজ্ঞাভাগ প্রদানের সময়) একটি ঋক্কে অনুবাক্যরূপে উচ্চারণ করিয়া 'জুষাণ' ('প্রীত্ব্যুক্ত') পদবৃত্ত মন্ত্রের দ্বারা বাগ করেন ;^{১৫} এবং তাহার ফলে জীবসমূহ এক দিকে (অর্গ্য উপর ও নাচের মধ্যে এক চৌদ্দাঙ্গে) দক্ষবিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয় ; কেননা ঋক্ (অর্গ্যে) অস্থিই, এবং অস্থিই দন্ত ; অতএব ইহা। এত কার্য। এক দিকেই অস্থি করিয়া থাকে।

৩০। অনন্তর তিনি (পুরোডাশ প্রদানের সময়) ঋক্কে অনুবাক্যরূপে উচ্চারণ করিয়া ঋবেব দ্বারা বাগ করেন ;^{১৬} এবং তাহার ফলে এত জীবগণ উভয়দিকে দক্ষবিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয় : কেননা, ঋক্ (অর্গ্যে) অস্থি, এবং অস্থিই দন্ত ; অতএব ইহা উভয় দিকেই অস্থি করিয়া থাকে। এই জীবসমূহ

২৪। ঋ. স. ১. ১৩. ৫৬ ; তৈ. ব্রা. ৩. ৫. ৭. ৪ (খ)।

২৫। অনুচ্চস্বর (উপাংগু) অনিরুক্ত—অনিচ্ছিত, এবং প্রজাপতিও অনিরুক্ত—অনিচ্ছিত ; (জট্টবা ১. ১. ১. ১৩ ; এই ২০ সংখ্যক টীকা), এই নিমিত্ত অনুচ্চস্বর প্রজাপতির প্রকার।

২৬। পুরোক্ত ঋ. স. ১. ১৩. ২।

২৭। পুরোক্ত ২৭ কণ্ডিকা ও ভবভা ২১ ও ২২ সংখ্যক টীকায় জট্টবা।

২৮। " " " ২৩ সংখ্যক " "

দুই প্রকার, যথা—এক দিকে দন্তবিশিষ্ট ও উভয় দিকে দন্তবিশিষ্ট।” যিনি অগ্নি ও সোমের এইরূপে উৎপত্তি” জানিয়া যাগ করেন, তান প্রজা ও পশু-সমূহের দ্বারা সমৃদ্ধ (বহু) হইয়া থাকেন।

৩১। তিনি (যজমান) পৌর্ণমাস যাগে উপবাস করিবার জন্ত (আহার করিয়া) অধিকতর ভাবে তৃপ্ত হইবেন না; কেননা, তিনি ইচ্ছা দ্বারা অম্লর সম্বন্ধীয় উদরকে,” এবং প্রাতঃকালে আহুতিসমূহের দ্বারা দেবসম্বন্ধীয় উদরকে সমুচিত করেন। পৌর্ণমাস যাগের নিধি এই:—

৩২। তিনি সেই (প্রথম পূর্ণিমার”) সময়ের এই বলিয়া উপবাস”

২১। অষ্টক্য:—“তন্মাদখা অজায়ত যে কেচোভয়াদিতঃ।

গাবো হ জজিরে তন্মৎ ওয়াচ্ছাতা অজায়তঃ।” ক. স. ১. ১. ১০।

“উভয়াদিতঃ উদ্ধাখোভায়োকতয়োহুতয়োঃ”—সায়ণ; অথ, অম্লর ও পর্দিত প্রভৃতির দুই সারি দাঁত থাকে; পর, ভেড়া ও ছাগল প্রভৃতির এক সারি; তৈ. স. ২. ২. ৩. ৩, ৫. ১. ২. ৬, অথ, স. ৫. ১৩. ২; ৩১. ৩।

৩০। ২৪ কণ্ডিকা অষ্টক্য।

৩১। ১৭ কণ্ডিকা অষ্টক্য। অঃ—“পৌর্ণমাসায়োপবস্তুজ্ঞো নাতিসহিতো ভবতঃ,” আপ. শ্রো. ৪. ২. ৪।

৩২। পূর্ণিমা যদি ঘোটে এক দিনেই থাকে, তবে সেই দিনেই উপবাস হইবে, এবং যাগ হইবে তাহার পরদিন অর্থাৎ কৃক প্রতিপদের দিন। দর্শ যাগ সম্বন্ধেও এইরূপ; অমাবস্তা একদিন মাত্র থাকিলে সেই দিন উপবাস করিয়া তাহার পরদিন অর্থাৎ শুক্লপ্রতিপদের দিন যাগ হইবে। এই জন্ত যে ভিলগুরুসূত্রের বিহিত হইয়াছে—“পক্ষান্তঃ উপবস্তুক্যঃ; পক্ষাদয়োহুতিবন্ত্যঃ,” “আমাবাস্তেন হবিষা পূর্বপক্ষমভিবজতে, পৌর্ণমাসেনাপরপক্ষম্,” ১. ৫. ৫-৬। যদি উভয়দিনে পূর্ণিমা বা অমাবস্তা থাকে তবে কোন দিন উপবাস করিবে, উৎসবকে মস্তেভব আছে; কেহ কেহ বলেন, পর পূর্ণিমাতে উপবাস বিধেয়। তাহাই এখানে বীমাসো করা বাহিতেছে; এবং তাহার সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে পূর্ব। পূর্ণিমাতেই উপবাস করিতে হইবে (৩৪ কণ্ডিকা দেখ)। সেই দ্বি র মস্তেভব পূর্ব পূর্ণিমাতেই করিতে হয়, কিন্তু কো বী ত কি বলেন যে, পরপূর্ণিমাতেই করিতে হইবে; (ঐ. ব্রা. ৭. ২. ১১); অষ্টক্য—শ্রো. ১. ৩. ৭; কা. শ্রো. ২. ১০. ১। কখন কখন পূর্ব দিন আর উপবাসাদি না করিয়াই একবারে পরদিন যাগ করিতোপ্যাসা যায়; আপ. শ্রো. ১. ১৪. ১৮; কা. শ্রো. ২. ১. ১৩-১৭। বলা বাহুল্য এই উভয় পূর্ণিমার প্রথমটি চতুর্দশী-মুক্ত ও পরেরটি প্রতিপদ-মুক্ত, ইহাদের বখাত্রসে নাম অ নু ম তি ও রা কা। এইরূপ অমাবস্তা দ্বয়ের নাম বখাত্রসে সি নী বা নী ও সু হ; ঐ. বা. ৭. ২. ১০।

৩৩। এতাদৃশ-স্থানে উপবাস শব্দের অর্থাদি বিশেষ পর্যালোচনার যোগ্য। এখানে

কবিত্বেন—‘সম্প্রতি আমি বৃত্তকে বশ করিব! সম্প্রতি আমি ছেয়কালো শত্রুকে বশ করিব!’

তাহা বৃদ্ধার্থ অনশন নহে। পূর্বে (১. ১. ১. ১১) বলি হইয়াছে যে, যজ্ঞান ও তাঁহার পত্নী এত গহণ করিয়া অগ্নির আগ্নেয় নিয়া শয়ন করিবেন,—প্রত্যহ যে অগ্নির তাঁহার বাস করিবেন তাহার নিঃকটসংঘত হুহুয়া নিয়ম গৃহণ করিয়া বাস (উপ + $\sqrt{হ}$ স) কবেন বলিয়া তাহা হইতেই তাদৃশ নিয়মপূর্বক অবস্থিতকেই উপ বা সম্বন্ধ বুঝিতেছে। অনশনকে যে বুঝা বাইতেছে না, তাহা সম্ভবতঃ প্ৰতীক্ষমান হয়, কেননা সেত দিন ত্রোতাপদোদী প্রবোর আহার করার ব্যবস্থা পণ্ডয় যায়, ১. ১. ১. ২—১. ১. ১। যথবা সেদিন তাঁহার তাদৃশ নিয়ম পূর্বক অবস্থান করিলে দেবগণ তাঁহাদের নিকট আগমন করেন (১. ১. ১. ৭), ইহা হইতেও এই উপ বাস হইতে পারে (তুল্য—উপবাসং)। এতাদৃশ স্থানে যে ইহা বৃদ্ধার্থ অনশন নহে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রাচীন শাস্ত্রদর্শীরা বলিয়া গিয়াছেন যথা—“এতৎ সূত্রোপবসতি” এই আপত্ত্যবোধাত্মক (১. ১৪. ১৬) ভাষ্যকার রুদ্রবলিঃছেন—“যো বাসার্হোঃস্বিনমীপে নিয়মবিশিষ্টো বাস উপবাসঃ”, “উপোবা পৌর্ণমাসেন হর্ষেন যজ্ঞতঃ” এই শাস্ত্রাঙ্কন শ্রোতৃসূত্র (১. ৩. ১) ভাষ্যকার বনভট্টহৃত আনন্দীয়া বলিতেছেন—“বসতি পত্ন্যনুভবোঃ ত্রোতাপদোদীপিতঃ”, “হুহুয়া—৪. ১. ১। (অজ্ঞাত শ্রোতৃসূত্রও এই বিধি আছে, বাতলভয়ে দৃষ্ট হইতেছে না)। “পূর্বাং পৌর্ণমাসীমুক্তরাং বাপবসৎ”—এই কামিনীশ্রোতৃসূত্র (১. ১. ১) ভাষ্যকার কক বলিতেছেন—“...স চায়মুপবাসশব্দঃ ‘মতঃসবকালপরিমাপ্যতাপা’ন উপলভ্যতে, যথা—চান্দ্রায়ণমুপবসেদ্বিতি। অতো যমনিয়ম-বিষয়তোপবসশব্দস্তঃ” “উপবসেদিত্যেনেত্র অনশনং ন বিধীয়তে; কুতঃ? ‘অপরাহ্নে বা পায়মামগ্নাত’ ইত্যনেন (১. ১. ১. ১) বিবোধঃ। কিং তর্হি? চান্দ্রায়ণমুপবসতি ইত্যাদৌ যতঃসবকালপরিমাপ্যবশন-সত্যবদন-কৌশলোক্তাবিকর্জনাদি যমনিয়মকারণাদি উপবসতীত্যন্ত প্রয়ে গন্তু দৃষ্টং অত্রাপি পূর্বাণ্যবিরোধপরিহারায় স এবার্হোঃস্বিনমীপে”—ইতি তত্ত্বৈব যাজ্ঞিকদেবঃ। “তদাচর্ঘ্যদর্শপূর্ণমাসোপবসতি”—ইতরেয় ব্রাহ্মণের (৭. ২. ১০) এই আশের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—“শব্দজ্ঞানং ত্রুতং নির্মিত্তা বাহ্যলভ্যাদগ্নিসমীপে বা বাসঃ স উপবাসঃ। যথা দেবা এসাপি যজ্ঞে সমীপে বসন্তীতি এতদীশ্রোতৃশ্রুতানিহিত উপবাসঃ। ...অতএব শাস্ত্রোক্তে—‘উপাস্মিহি যো যজ্ঞাবাসে দেবতা বসতি’ (তৈ. স. ১. ৬. ৭. ৩; তুল্য—শত. প. ১. ১. ১. ৭); ... যথ প্রামাণ্যপদ্ধিত্যাম উপবাসঃ, তৎ পরিভাষ্য আরাণ্যশনরূপং নিয়মং স্বীকৃত্যং... (ত্রৈ.—তৈ. স. ১. ৬. ৭. ৩)।” অতএব ইহা দ্বারা বুঝা বাইতে পারে যে, উপ বাস শব্দের হুহু ক্রিয়াকে কি অর্থে হইয়াছিল। ইহা হইতেই স্মৃতি শাস্ত্রের এই বচনটি হইয়াছে—“উপাবৃত্তস্ত পাপেভ্যো যন্ত বাসো গুণৈঃ সহ। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ন শরীরবিশোধনঃ” ইহা শোভিলপুত্রসূত্রভাষ্যে (১. ৫. ২) শীঘ্রক চন্দ্রকান্তকীলকার-স্মৃত পাঠ; শব্দকল্পদ্রমে চতুর্ধ চরণের পাঠ—“সর্বভোগ-বিবর্জিতঃ। ইহা হইতেই ক্রমে বসবিষবার নিরম্ব একাদশীর স্থপাত হইয়াছে কি?

৩৩। তিনি পর (পূর্ণিমাতেই) উপবাস করিবেন। যিনি সেই (পূর্ণ পূর্ণিমার) সময়েই উপবাস করেন, তিনি যেন (অপর কাহারো সহিত) সম্মিলিত হন; এবং নিশ্চয় থাকে না যে, ইনি তাহাকে অভিতব করিবেন, বা সে ইহাকে অভিতব করিবে। আর যিনি পর (পূর্ণিমার) উপবাস করেন, তিনি, যেমন কেহ কোন পরাশ্রুত পলায়মান প্রতীকারাসমর্থ (শত্রুকে) চূর্ণ করিয়া ফেলে, সেইরূপ হইয়া থাকেন; যিনি পর (পূর্ণিমার) উপবাস করেন তিনি এইরূপেই একদিকে আঘাতকারী হন

৩৪। তিনি সেট (প্রথম পূর্ণিমার) সময়েই উপবাস করিবেন; কেননা, যেমন কেহ অস্ত্রকর্ষক হত ব্যক্তিকে সম্প্রেষণ করে, যিনি পর (পূর্ণিমাতে) উপবাস করেন, তিনি সেইরূপই করিয়া থাকেন;—যাহা অস্ত্রের দ্বারা কৃত হইয়াছে তিনি তাহাই করেন, এবং অস্ত্রের দ্বারা বাহ্য অব্যবসিত হইয়াছে তাহাই অব্যবসায় করেন। অতএব তিনি সেট (প্রথম পূর্ণিমার) সময়েই উপবাস করিবেন।

৩৫। প্রজাপতি সৃষ্টি করিবার পর প্রজাপতির (শরীর-) সন্ধিসমূহ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সংবৎসরট প্রজাপতি, এবং তাহার সন্ধিসমূহ এত সকল, যথা—দিবা ও রাত্রির সন্ধি (অর্থাৎ প্রোঃসন্ধা ও সায়াঃসন্ধা), পৌর্ণমাসী ও অমাবাস্তা, এবং ঋতুসমূহের আরম্ভ।

৩৬। তিনি সেট বিস্তৃত সন্ধিসমূহের দ্বারা সম্মিলিত হইতে পারিতেছিলেন না, (অনন্তর) দেবগণ ৩ বি ধ ঋ দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিলেন;—তাঁহারা অগ্নিহোত্রের দ্বারা অহোরাত্রের সম্মিলন রূপ সন্ধির চিকিৎসা করিলেন ও তাহা সংযুক্ত করিয়া দিলেন, পৌর্ণমাস ও অমাবাস্তা (অর্থাৎ মণ) যাগের দ্বারা পৌর্ণমাসী ও অমাবাস্তা-রূপ সন্ধির চিকিৎসা করিলেন ও তাহা সংযুক্ত করিয়া দিলেন, এবং চাতুর্মাস্য-সমূহের দ্বারাই ঋতুর আরম্ভ রূপ সন্ধিকে চিকিৎসা করিলেন ও তাহা সংযুক্ত করিয়া দিলেন।

৩৭। প্রজাপতির উদ্দেশে এই যে ভোজনীয় অন্ন (প্রদত্ত হয়) তিনি সেই ভোজনীয় অন্ন লক্ষ্য করিয়া সংযুক্ত সন্ধিসমূহের দ্বারা উখিত হইলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই (প্রথম পূর্ণিমার) সময়েই উপবাস করেন, তিনি প্রজাপতির সন্ধির চিকিৎসা করেন এবং প্রজাপতি তাহাকে রক্ষা

করেন ; যিনি এইরূপ জানিয়া সেট (প্রথম পূর্ণিমার) সময়েই উপবাস করেন তিনি এইরূপেই (প্রজাপতির ভ্রায়) অন্নভোজী হইয়া থাকেন । অতএব তিনি সেই (প্রথম পূর্ণিমার) সময়েই উপবাস করিবেন ।

৩৮। (অগ্নি ও সোম-সম্বন্ধীয়) আজ্যভাগদ্বয় যজ্ঞের চক্ষুই ; এইজন্ত তিনি ঠা (হবির) পূর্বে হোম করেন, কেননা, চক্ষুদ্বয় পূর্বভাগেই থাকে । অতএব তিনি ঠাতে চক্ষুদ্বয়কে পূর্বভাগে স্থাপন করিয়া থাকেন ; এবং সেই জন্ত (ভীষণের) এই চক্ষুদ্বয় পূর্বভাগে থাকে ।

৩৯। কেহ কেহ আগ্নেয় আজ্যভাগকে (আহবনীয় অগ্নির) উত্তর-পূর্বাদিকে ও সোম্য (অর্থাৎ সোমসম্বন্ধীয়) আজ্যভাগকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে হোম করিয়া থাকেন, এবং বলেন যে, —‘এই আমরা (যজ্ঞকের) পূর্বভাগে চক্ষুদ্বয় স্থাপন করিতেছি ।’ কিন্তু গাহা বেন বিজ্ঞানহীন ; কেননা, হবিসমূহই যজ্ঞের দেহ (‘আত্মা’) ; অতএব তিনি হবিসমূহের পূর্বে যাহা কিছু হোম করেন, তাহাতেই চক্ষুদ্বয়কে পূর্বভাগে স্থাপন করিয়া থাকেন । তিনি (অগ্নির) যে স্থানকে সন্দীপ্তম বলিয়া মনে করিবেন, সেই স্থানে আহুতিসমূহ হোম করিবেন ; কেননা সন্দীপ্ত স্থানে হোমের দ্বারা আহুতিসমূহ সমুদ্র হইয়া থাকে ।^{৩৮}

৪০। তিনি ঋক্কে অনুবাক্য-রূপে উচ্চারণ করিয়া ‘জুযাণ’ (‘প্রীতিযুক্ত হওয়া’) পদযুক্ত মন্ত্রে বাগ করেন, তাহাতেই অস্থিহীন চক্ষুদ্বয় অস্থিতে (অর্থাৎ অস্থিময় প্রবো) আশ্রিত হইয়া থাকে । আর যদি তিনি অনুবাক্য-রূপে ঋক্ উচ্চারণ করিয়া ঋকের দ্বারা বাগ করেন, তবে তিনি অস্থিই করেন চক্ষুনাহে ।^{৩৯}

৪১। তাহার দুইটি (চক্ষু)^{৪০} অগ্নি ও সোমেরই রূপ (স্বভাব) পাইয়া থাকে ; (চক্ষুর মধ্যে) যাহা শুক্র তাহা অগ্নিসম্বন্ধীয়, এবং যাহা কৃষ্ণ তাহা সোমসম্বন্ধীয় ; কিংবা যদি অন্তথা হয়, তবে যাহা কৃষ্ণ তাহা অগ্নিসম্বন্ধীয়, এবং যাহা শুক্র তাহা সোমসম্বন্ধীয় ; যাহা দর্শন করে তাহা আগ্নেয় রূপ,

৩৪। কা. প্রো. ৩. ৩. ২০—২২।

৩৫। “বগ্যজুযোঃ কঠিনমুহুর্বাৎ সামাদিহানম্যাক্তা”—সারণ। পূর্ববর্তী ২৯ কড়িকা দৃষ্টব্য।

৩৬। ‘প্রত্যেকেই’—সারণ।

কেননা, যে দর্শন করে তাহার অক্ষিদ্ধর শুষ্কের ন্যায় হয়, এবং আগ্নেয় রূপও শুষ্কের ন্যায় হয়। আর যাহা নিদ্রা বায় ('অপিত্ত') তাহা সোমসম্বন্ধীয় রূপ, কেননা, যুগ্ম বান্ধির অক্ষিদ্ধর আঁদের জায় হয়, এবং সোমও অঁদের জায়। যিনি এই সাক্ত্যভাগদ্বয়কে এইরূপ চক্ষু বন্ধিয়া জানেন, তিনি জরা (অর্থাৎ বান্ধিকা) পর্য্যন্ত এই লোক চক্ষুস্থানু থাকেন, এবং ত্রৈলোক্য (পর) লোকেও সচক্ষু হইয়া সম্ভূত হন।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১ অমাবস্তাসম্বন্ধীয় হবি বিধানের অন্ত আখ্যায়িকা—১ একে গহাব করিয়া নিজেকে দুর্কল বোঝে কুক্ষান্তি হইয়া ইন্দ্রের হুবে পলায়ন, দেবগণ তানিলেন রক্ত মরিয়া'ত ও ইন্দ্র পলায়ন করিয়াছে ;—২ অগ্নিপ্রতিষ্ঠাকর্তৃক ইন্দ্রের অবেষণ, অগ্নির ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া, ইন্দ্রের সহিত অগ্নির সেই রাজি অবস্থিতি ;—৩ অমাবস্তা পক্ষের বাৎসরিক সূচন, একত্রাবর্তিত ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে দেবগণের ইচ্ছার হবিঃ প্ৰদান, তদনুসারে এখনও অমাবস্তায় এই হবি দেওয়া হয় ;—৪ ইন্দ্র কৃশ হওয়ায় পুরোভাগ তাহার শ্রীতিপ্রদ হইবে না, অতএব বাহ শ্রীতিপ্রদ হইতে পারে তাহাই করা হউক, দেবগণকর্তৃক ইন্দ্রের এই প্রার্থনা স্বীকার ;—৫ দে মঠ ইন্দ্রের শ্রীতিপ্রদ হইবে বলিয়া দেবগণের সোমসম্পাতন, রাজ্য সোম দেবগণের গল্প এবং চন্দ্র-স্বকণ অমাবস্তার দিন চন্দ্রের পৃথিবীতে আসিয়া কল ও গুবির মধ্যে প্রবেশ, অমাবস্তাংশের বাৎসরিক ;—৬ ষাঠীসমূহ কল ও গুবির সেবন করায় তথ্যো প্রবিল্ট সোমকেও তাহার। সংগ্রহ করে, ও তাহা দুর্ভক্ষণে পরিণত হয় এই দুর্ভক্ষণে পরিণত সোমকে দধিকণে ভ্রমাইয়া ইন্দ্রকে প্রদান ;—৭ ইন্দ্রের তাহা শ্রীতিপ্রদ হইলেও পেটে জীর্ণ হইতেছিল না বলিয়া জাল দেওয়া দুর্ভ প্রদান এবং তাহাতেই সোমকে ভাসার উত্তরে স্থাপন ;—৮ দধি ও দুধ (শূত) এক হইলেও ঐ পৃথক নাম ইহার কারণ ;—৯ তাহা পান করিয়া ইন্দ্রের বুদ্ধি ও আত্মদাত, ইন্দ্রকে দধিদুর্ভক্ষণ সা মা বা প্রদানকরীর ফল ;—১০ কাহারো কাহারো নভে বাহির সোমযাজী নহেন, তাহার। মারিষা প্রদান করিতে পারেন না, তথিযয়ে বুদ্ধি ;—১১ এই নভেঃ বগুন ও তাহার বুদ্ধি ;—১২ পূর্বসম ও অমাবস্তা-সম্বন্ধীয় হবির প্রশংসা ;—১৩ চন্দ্র বৃত্ত-স্বকণ, তাহাতে বুদ্ধি ; ইহার জ্ঞানের ফল ;—১৪ কেই কেই অমাবস্তা বাসের অন্ত (তিথিযেই হলে) চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্তায় উপবাস করেন, তাহার বুদ্ধি, এই মও বগুন ;—১৫ তাহার বুদ্ধি ;—১৬ চন্দ্র দেবগণের

অপরিস্রব অন্ন ইহ জানিলে ইহলোকে অপরিস্রব অন্নলাভ ও পরলোকে অক্ষয় পূণ্য লাভ হয়,—
১৭ অকাল ভরে তাহাই বর্ণনা :—১৮ ১৯ স্বর্ঘ্য ও চন্দ্রের যথাক্রমে ইন্দ্র ও বৃজ-রূপে বর্ণনা,
স্বর্ঘ্যকর্তৃক চন্দ্রের বাস :—২০ স্বর্ঘ্যকর্তৃক চন্দ্রের নিগ্গেহ রূপে পান ও পরিভাগ, চন্দ্রের
পশ্চিম দিকে আধাও উত্তর, পুনর্বার বৃদ্ধি :—২১ কেহ কেহ মছেন্দ্রের নামে সাম্রাঘা অর্পণ
করেন, তাহা দ্বয়ে বৃদ্ধি, কলা স্তম্ভন করিয়া ইন্দ্রের নামে সাম্রাঘা দিবার ব্যবস্থা ও বৃদ্ধি ।]

১। ইন্দ্র যখন বৃত্রের পোতি বস্ত্র পোছান করেন, তখন তিনি নিজেকে
অবতবর্তন করিয়া “তাঁহাকে (বৃত্র) মারিতে পারি নাহ—(এই চিন্তায়)
ভীত হইয়া লুকায়িত হন, এবং দূর ভ্রমণে দূরতর স্থানে চলিয়া যান। দেবগণ
জানিলে পরিতাপিতলেন যে, বৃত্র তত হইয়াছে, এবং ইন্দ্র লুকায়িত হইয়াছে।

২ দেবগণের মধ্যে অগ্নি, ঋষিগণের মধ্যে হিরণ্যক্শপ, ও চন্দ্র-
সমূহের মধ্যে বৃহত্তী তাঁহাকে অধেষণ করিবার চক্ৰ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবং
অগ্নি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও সোম (দিন ও) রাত্রি তাঁহার সহিত বাস
করিতাম্ভিলে, কারণ, তিনি দেবগণের বস্তু, কেননা, তিনি ইন্দ্রের বীর।

৩। দেবগণ কালোমন—‘আজ আমাদের বস্তু (ইন্দ্র)—‘বিনি প্রোষিত
হইয়াছেন (অগ্নি)। মর্ত্ত্ব্য (‘অম’) বাস করিতেছেন;’ এবং লোক
সেমন একমুখে সমাগত জ্ঞানদ্রব্য বস্তু (‘মর্ত্ত্ব্য’) দ্বয়ে, এক সমান (অর্থাৎ
একরূপ) দুই বা দ্বাদশপাল করিয়া থাকে এবং তাহা মনুষ্যসম্বন্ধীয় হইব
সে, দেবগণেরও প্রত্যেক এবং সোম দুই জনকে (ইন্দ্র ও অগ্নিকে) তাঁহার দ্বাদশটি
কপালের দ্বারা সংস্কৃত কর্ত্ত্ব্য ও অগ্নি সম্বন্ধীয় পুনোদাশ রূপ সমান হইব প্রদান
করিয়াছিলেন; এবং সতরুণ (তদানীং) ইন্দ্র ও অগ্নি-সম্বন্ধীয় দ্বাদশকপাল-
সংস্কৃত পুনোদাশ হইয়া থাকে

১। ইহ রণাশ্রম কয়েকের ১০২—১৫ ও ১৪ : ৬৯ পুস্তকের স্তোত্র; ইনি অগ্নি রাহ
বংশসম্বৃত্ত।

২। এবং অর্থাৎ ধনস্বত্ব, অথবা তিনি দেবগণকে বাস করান বলিয়া তাঁহার নাম বহু—
সাম্রাঘ। ভুল :—নিরুক্ত ১২. ৪. ৭।

৩। এখানে অমাব্যস্তা শব্দের ব্যুৎপত্তিও সূচিত হইয়াছে—অম + √ব্। পরবর্তী
, ৫ কণিকা স্তোত্র।

৪। ঈজ্ঞ বলিলেন—‘আমি যখন বৃত্তের প্রতি বজ্র প্রহার করি, তখন আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম, আমি ক্লশ হইয়া পড়িয়াছি ; ইহা (এই পুরোডাশরূপ হবি) আমাকে প্রীতি প্রদান করিতেছে না, বাহ্য আমাকে প্রীতি প্রদান করিতে পারে, আমার জন্ত তাহাষ্ট করুন !’ দেবগণ বলিলেন—‘তাহাষ্ট হইবে !’

৫। দেবগণ বলিলেন—‘সোম ভিন্ন অপর কিছু ইহাকে প্রীতি প্রদান করিতে পারিবে না ; অতএব আমরা ইহার জন্ত সোমই সম্পাদন করি !’ এই বলিয়া তাঁহারা তাঁহার জন্ত সোম সম্পাদন করিলেন। এষ্ট দেবগণের অন্ন রাজ্য সোম চন্দ্রমাসি ; ইহা (চন্দ্রমা) যেদিন রাত্রিতে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে (অর্থাৎ পূর্ণ অমাবস্তায়) দৃষ্ট হয় না, সেদিন এই লোকে (পৃথিবীতে) আগমন করে, ও এখানে জল ও ওষধিসমূহের মন্যে প্রবেশ করে। ইহা দেবগণের ধন (‘বসু’), কেমনা, ঈতা তাঁহাদের অন্ন। ঈতা (চন্দ্র) এষ্ট রাত্রি এখানে এক সঙ্গে (‘অমা’) বাস করে বলিয়া ইহার নাম অ মা বা স্তা।

৬। তাঁহারা তাহাকে (জল ও ওষধিতে প্রবিষ্ট সোমকে) গাভীসমূহের দ্বারা নানাক্রমে সংগ্রহ করাটয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন ;—তাঁহারা (গাভীরা) যে ওষধিসমূহ ভক্ষণ করে তাহাতে ওষধিসমূহ হইতে, এবং তাঁহারা যে জল পান করে তাহাতে জল হইতে (তাহাকে সংগ্রহ করে)।^১ তাঁহারা তাহা এই প্রকারে সম্পাদন করিয়া এবং জমাটয়া (অর্থাৎ দধি করিয়া) ও তীত্র করিয়া তাহাকে (ঈজ্ঞকে) প্রদান করিয়াছিলেন।

৭। তিনি বলিলেন ‘ইহা আমার পৌণ্ড্রপ্রদ হইয়াছে, কিন্তু ইহা আমাতে থাকিতেছে না ;^২ অতএব বাহ্যেতে ইহা আমাতে থাকে সেইরূপ চিন্তা করুন ,’ তাঁহারা পক (অর্থাৎ জল দেওয়া) দ্ব্য দ্বারাষ্ট ইহা তাঁহাতে স্থাপিত করিয়াছিলেন।^৩

৮। গাভীর দ্বারা ভক্ষিত ওষধি ও পীত জল দুইরূপে পরিণত হয়, অতএব এই দুই ওষধি ও জলের অংশ থাকায় তৎপ্রকৃতি সোমেরও অংশ থাকিল এবং এইরূপে গাভীদ্বারা সোম সংগৃহীত হইল।

৯। “অন্নভেদ” ; প্রিত হইতেছে না, অর্থাৎ বাহ্যকর হইতেছে না।

১০। পক, ইহার মূল ‘পৃত’ ; ইহা √প্রা হইতে হইয়াছে। এরূপে ‘প্রিত’ (√প্রি + ত্র) ও ‘পৃত’ (√প্রা + ত্র) এই উভয়ের বর্ণগত সাধুশ্য ধরিয়া অভেদ করা সিদ্ধ।

৮। তাহা একরূপ হইলেও—দুগ্ধ হইলেও, এবং ইন্দ্রেরই হইলেও, তাঁহার পৃথক-পৃথক্ বলিয়া থাকেন ; তিনি (ইন্দ্র) যে বলিয়াছিলেন ‘ইহা আমার প্রীতিপ্রদ হইয়াছে (‘বিনোতি’) সেইজন্য ইহার নাম দিখি ; আর যে তাঁহার জাল দেওয়া দুষ্করত (‘শূত’) দ্বারা উত্থাকে স্থাপিত করিয়াছিলেন (‘অশ্রয়ন’) সেইজন্য ইহা শূত ।

৯। সোম যেনন বর্দ্ধিত হয়, গিনিও (হস্তও) সেইরূপ (দবিহৃৎকরপ সোমের দ্বারা) বর্দ্ধিত হইয়াছিল, নন ও বাবির্জানত (শরীরের) পীতিনাকে নষ্ট

এ স্থানে তৈত্তিরীয় সংহিতায় (২.৪.৩) এতদ্বিনয়ক আখ্যায়িকাটি আলোচ্য ; যথা—‘বৃত্তকে বধ করিবার পর ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় ও বীর্ঘ্য পূর্ণবীতে চলিয়া যায় ও ওষধি-লতা-শুল্ক-রূপে পরিণত হয় । ইন্দ্র এই সংবাদ প্রজ্ঞাপত্যিকে প্রদান করিলে তিনি পশুসমূহকে বলিলেন যে, তোমরা ইন্দ্রের নিকটে তাঁহার ইন্দ্রিয় ও বীর্ঘ্যকে লইয়া যাও । পশুরা তাহা ওষধিপ্রভৃতির নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া নিজেদের শরীরে রক্ষা করে, ও (দুষ্করূপে) তাহা দোহন করিয়া দিয়া ইন্দ্রের নিকটে সমাকৃত্যবে লইয়া যায় (“নশনয়ন”) । (এই জন্যই সারাদায়ের নাম সারাদায়া হইয়াছে) । কিন্তু ইন্দ্র প্রজ্ঞাপত্যিকে বলিলেন যে, ইহা আমাতে থাকিগেছে না ; তখন তিনি (পাচকগণকে) বলিলেন যে ইহা শূত করিয়া সর্বাংশ পক করিয়া (জাল দিয়া) দাও । তাঁহারাই তখন তাহাই করিয়া দিলেন, এবং তাহাতেই ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় ও বীর্ঘ্য তাহাতে স্থিত হইল । (এই জন্য জাল দেওয়া এই দুষ্কর নাম শূত হইয়াছে, কেননা তাহা ইন্দ্র স্থিত হইয়াছিল) । ইন্দ্র আবার প্রজ্ঞাপত্যিকে বলিলেন ‘ইহা আমার প্রীতিপ্রদ হইতেছে না’, এবং প্রজ্ঞাপতি (দবিহারকগণকে) বলিলেন ‘ইহার জন্য তবে দিখি কর ।’ তাঁহারাই দিখি করিলেন । (এবং ইহা ইন্দ্রকে প্রাত করিয়াছিল [“অধিনোৎ”] বলিয়া ইহার নাম দিখি হইয়াছে) ।’

কি কি জিনিস দিয়া ঐ দুহকে দিখি করিতে পারা যায়, তাহাও এই স্থানে লিখিত হইয়াছে ; আবার বিশেষ বিশেষ দেবতার জন্য বিশেষ বিশেষ জরো করিতে হয় ; যথা পূতিক (পুঁই) ও পূর্ববক (পলাশ-শুণ্ড) দ্বারা করিলে সোমের প্রিয় হয় ; শ্রৌচ বদর কলের দ্বারা রাক্ষসের জন্ত হয় ; তণ্ডুলের দ্বারা বৈশ্বদেবের জন্ত, এবং ঈষদ্র তন্দের দ্বারা ইন্দ্রের প্রীতির জন্ত হয় । ১. ৪. ৪. ১৮ ; ৩০ দীক্ষা স্তম্ভবা ।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় প্রথমে শূত এবং তাহার পরে দিখির উল্লেখ পাওয়া গেল, কিন্তু আবারও ব্রাহ্মণে পূর্বে দিখিরই কথা বলা হইয়াছে । এই জন্যই তৈত্তিরীয় সংহিতায় (২. ৪. ৩) এ সম্বন্ধে সূত্র একটি বিচারও দেখিতে পাওয়া যায় ।

করিয়াছিলেন।* এবং অমাবাস্তাসম্বন্ধীয় কার্ষেদ ইগাই অনুকূল (বিধি) ।
যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানিয়া (ইন্দ্রের নিকটে দধি ও দুগ্ধরূপ সাম্রায্য নামক
হবি) লইয়া যান, তিনি এইরূপই প্রজা ও পশুসমূহে বুদ্ধি প্রাপ্ত হন, এবং
পাপকে বিনষ্ট করেন। অতএব (শাদুশ সাম্রায্য) লইয়া যাউবে।

১০। তৎসম্বন্ধে (কেতু কেত) বলিয়া থাকেন—‘অসোমযাজী (সাম্রায্য)
লইয়া যাউবেন না (অর্গাৎ প্রদান করিবেন না) ; কেননা, তহ (অর্গাৎ সাম্রায্য-
আচ্ছাদিত পরম্পরা সম্বন্ধে) সোমোই অতিষ্ঠ ; এবং তহা (সোমার্হ) ১১ অসোম-
যাজীর সম্পন্ন হইয়া নাহি। অতএব অসোমযাজী লইয়া যাউবেন না।

১১। কিছু দিনে গ্রাহ্য ইয়া যাউবেননা ; বেননা, আমর ত ইহার মধ্যে
প্রবণ করিয়াছি, (ইন্দ্র নসিগাছেন—) ‘সোমের দ্বারা আমার দাগ কন, পবে
এই বুদ্ধিসাধন (সাম্রায্য) সম্পাদন করিবে।’ ইহা আমর প্রীতিপ্রদ হইয়াছে
না, যাহা প্রীতিপ্রদ হইতে পারে গ্রাহ্য কন।’ এবং সেইজন্য ইহার। এত
বুদ্ধিসাধন (সাম্রায্য) সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতএব অসোমযাজীও গ্রাহ্য
লইয়া যাউবেন।

১২। পৌর্ণমাস (হবি) বৃত্তয়েন তি ; কেননা, তহ ইহার দ্বারা বৃত্তকে
বধ করিয়াছিলেন ; আব এত যে অমাবাস্তাসম্বন্ধীয় (হবি) ইহা বৃত্তবধেরই
স্বরূপ ; কেননা, বৃত্তকে বধ করিবার পর ইহাঃ (বৃত্ত) জন্ত ভাঙ্গাণ এক বুদ্ধি-
সাধন (সাম্রায্য) করিয়াছিলেন।

১৩। সেত যে পৌর্ণমাস (হবি), তহাঃ বৃত্তয়েন ; এবং এত যে চন্দ্রনা,
ইহাঃ বৃত্ত : ইহা যখন এত (অমাবাস্তা) গাওরে পূর্বদিকেও দৃষ্ট হয় না এবং
পশ্চিম দিকেও দৃষ্ট হয় না, তখন (ইন্দ্র) ইহাকে ইহার। হবির) দ্বারা সমগ্ররূপে
বধ করেন, ইহার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন,
তিনি সমগ্রভাবে পাপকে বিনষ্ট করেন—পাপের কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না।

৭। সায়াগাচার্যের মতে অনুবাদ এইরূপ দাঁড়ায়—‘সোম খেমন বর্দ্ধিত হয় (পূর্বোক্ত দধি-
দুগ্ধরূপ সাম্রায্য) সেইরূপ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ও (তাহা পানকারিগণের) পীড়িতা নষ্ট
করিয়াছিল।’

১৪। এ স্থলে কেহ কেহ (চন্দ্রকে) দর্শন করিয়া (অর্থাৎ চতুর্দশীযুক্ত অমাবান্ত্রায়) উপবাস করিয়া থাকেন ; (তাঁহারা বলেন যে,)—‘আগামিকল্যা (চন্দ্র) উদিত হইবে না, কিন্তু উহাই দেবগণের অপরিক্ষণ অন্ন ; অতএব ইহার (চন্দ্রক্ষয়ের) পরেই আমরা এতদীন হইতে (তাঁহাদিগকে আগামিকল্যা হবি) প্রদান করিব ।’—তখনই তাহাকে সমৃদ্ধ বলা যায়, যখন পূর্বে অন্ন ক্ষীণ না হইতেই অপর অন্ন আসিয়া উপস্থিত হয় ; এবং তিনি (তাহাতে) বহু অন্নশাগী হইয়া থাকেন । (কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কেননা,) তিনি তখন সোমের দ্বারা বাগ করেন না, ছুধের দ্বারা বাগ করেন, এবং উহাষ্ট (ছালোকে) গমন করিয়া) রাজা সোম হয় ।”

১৫। যেমন (সোমরূপ চন্দ্রের ওষধি ও জলে প্রবেশ করিবার) পূর্বে (অর্থাৎ অমাবান্ত্রার পূর্বে দিবসে, গাভীসমূহ তদ্রূপচন্দ্রপ্রবেশপর্যন্ত) কেবল ওষধিসমূহ ভক্ষণ করে ও কেবল জলসমূহ পান করে এবং কেবলই দুগ্ধ প্রদান করে, (সোম বা চন্দ্র-যুক্ত দুগ্ধ প্রদান করে না), তাহাও (অর্থাৎ চতুর্দশীতে) উপবাস করিয়া পরদিন সোমহীন কেবল দুগ্ধ দ্বারা বাগ করাও) সেইরূপ । এই যে দেবগণের অন্ন রাজা সোম ইহা চন্দ্রমা, ইনি যখন এই (অমাবান্ত্রা-) রাত্রিতে পূর্বদিকে দৃষ্ট হন না এবং পশ্চিম দিকেও দৃষ্ট হন না, তখন এই লোকে (পৃথিবীতে) আগমন করেন, ও এখানে জল ও ওষধিসমূহের মধ্যে প্রবেশ করেন । সেইজন্য তিনি (দুগ্ধদ্বারা বাগকারী) ইহাকে জল ও ওষধিসমূহ হইতে সঞ্চয় করিয়া আহুতিসমূহের দ্বারা পুনর্বার উৎপাদিত করেন, এবং তিনি আহুতিসমূহ হইতে জাত হইয়া (আকাশের) পশ্চিম দিকে দৃষ্ট হইয়া যাইতে থাকেন ।

১৬। তাহা (চন্দ্র) দেবগণের অপরিক্ষণ ভোজনীয় অন্ন হইয়াই পরিভ্রমণ করে ; এবং যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তাঁহার এই লোকে অপরিক্ষণ অন্ন ও ঐ (পর-) লোকে অক্ষয়্যাই স্কৃত হইয়া থাকে ।

২। অমাবান্ত্রার দিন চন্দ্ররূপ সোম ওষধি ও জলের মধ্যে থাকে (পূর্ববর্তী ১৫ কণ্ডিকা), অতএব যে ব্যক্তি চতুর্দশীর দিন উপবাস করিয়া পরদিন অমাবান্ত্রায় বাগ করিবেন, তাঁহাকে কেবল দুগ্ধের দ্বারা বাগ করিতে হইবে, তাহাতে সোম দিতে পারা যাইবে না, এবং তাহা হইলে দেবগণেরও তান্দ্রা স্রিয় হইবে না। পরবর্তী ১৫ কণ্ডিকা উদ্ভূত।

১৭। এই(অমাবাস্তা-) রাত্রিতে ভোজনীয় অন্ন (চন্দ্র) দেবগণের নিকট হইতে প্রচ্যুত হয়, ও এই লোকে আগমন করে। সেই দেবগণ (তখন) ইচ্ছা করিয়াছিলেন—‘কি প্রকারে ইহা পুনর্বার আমাদের নিকটে আগমন করিবে ! কি প্রকারে ইহা আমাদের নিকট হইতে পরাভূত হইয়া বিনষ্ট হইয়া না যাইবে !’ এইজন্য যাহারা (সান্নাধ্য) লইয়া যান (অর্থাৎ প্রদান করেন), তাঁহারা তাঁহাদের নিকট আশা করেন যে—‘ইহারাই সঞ্চয় করিয়া আমাদেরকে প্রদান করিবেন ।’ যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তাঁহার নিকটে তাঁহার স্বজন ও অপর নীচ জনেরা আশা করিয়া থাকে ; কেননা, যিনি শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হন, লোকেরা তাঁহার নিকটে আশা করিয়া থাকে ।

১৮। এই যিনি (সূর্য্য) তাপ প্রদান করিতেছেন, ইনিই ইন্দ্র ; এবং চন্দ্রমাই বৃদ্ধ । তিনি (সূর্য্যরূপ ইন্দ্র) যেন ইহার (বৃদ্ধরূপ চন্দ্রের) জন্ম-শক্রর ন্যায় , এইজন্য তিনি (তাদৃশ চন্দ্র) যদিও (অমাবাস্তার) পূর্বে অশান্ত দুবে উদ্ভিত হইয়াছিলেন, তথাপি এই (অমাবাস্তার) রাত্রিতে ইহার নিকটে নীচে আগমন করেন, ” ও ইহার বিবৃত (সুখের মধ্যে) প্রবেশ করেন ।

১৯। (সূর্য্য) অমাবাস্তার দিন পূর্বাদিকে তাঁহাকে গ্রাস করিয়া উদ্ভিত হন, এবং সেইজন্য তিনি (সেই অমাবাস্তার রাত্রিতে) পূর্বাদিকে দৃষ্ট হন না, এবং পশ্চিম দিকেও দৃষ্ট হন না ! যে ব্যক্তি ইহা এইরূপে জানেন, তিনি দ্বৈতাকারী শত্রুরূপে গ্রাস করেন, এবং (তাঁহার সম্বন্ধে লোকেরা) বলিয়া থাকে যে—‘ইনিই কেবল আছেন, ইহার শত্রুগণ নাই !’ ”

২০। তিনি (সূর্য্য) তাঁহাকে (চন্দ্রকে) নিঃশেষরূপে পান করিয়া নিষ্ফল করিয়া দেন ; এবং তিনি (চন্দ্র, এইরূপ) পীত হইয়া পশ্চিম দিকে দৃষ্ট হইয়া থাকেন ও পুনর্বার বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করেন । তিনি তাঁহারই ভোজনীয় অন্নের জন্য পুনর্বার বুদ্ধিপ্রাপ্ত হন ; এবং যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তাঁহার দ্বৈতাকারী শত্রু বাণিজ্য বা অপর কিছুই দ্বারা বধি সমৃদ্ধ হয়, তবে তাঁহারই ভোজনীয় অন্নের জন্য সমৃদ্ধ হইয়া থাকে ।

১০। ‘সান্নাধ্যভেদ’, আক্ষরিক অনুবাদ—‘(তাঁহার) নীচে তাহারা বেড়ায় ।’

১১। সূর্য্যাকর্ষক চন্দ্রের এই গ্রাসের সহিত গ্রহণ সময়ে রাহুকর্ষক চন্দ্রসূর্য্যের গ্রাস বিষয়ক প্রবাদ তুলনীয় ।

২১। কেহ কেহ তাহা (পূর্বোক্ত সান্নাধ্য) য হে স্ত্রে র (নামে) করিয়া থাকেন ; (তাঁহারা বলেন—) ‘এই ইন্দ্রই পূর্বে বৃত্তকে বধ করিয়া,—লোক যেমন বিজয়লাভ করিয়া মহারাজ হয়,—সেইরূপ য হে স্ত্রে হইয়াছেন। অতএব য হে স্ত্রে র (নামে সান্নাধ্য করিবে)।’ কিন্তু তাহা ইন্দ্রেরই (নামে) করিবে ; কেননা, বৃত্তের বধের পূর্বে তিনি ইন্দ্রই ছিলেন, এবং ইন্দ্র বৃত্তকে বধ করিয়াছেন ; অতএব ইন্দ্রের (নামে) করিবে।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১ বর্ষব্যাপে গৃহির প্রয়োজন হয়, এই যদি কিরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে তাহাব্যবস্থা আধ্যাত্মিক, পলাশশাখার দ্বারা গাতীজয়ের নিকট হইতে তাহাদের বৎসকে বিযুক্ত করা, পলাশবৃক্ষের উৎপত্তিকথা, পলাশশাখা দ্বারা বিযুক্ত করিবার তাৎপৰ্য্য ;—২ পলাশশাখা ছেদন করিবার মন্ত্র, তাহার তাৎপৰ্য্য ; ৩ বাতীর সহিত সংযুক্ত করিয়া বৎসদম্বুহের স্পর্শ, তাহার মন্ত্র ও তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা, এ স্থানে মতান্তরে বিহিত মন্ত্রের পাঠ নিষেধ করিয়া পূর্ব মন্ত্র পাঠেরই ব্যবস্থা ;—৪-৭ বৎস হইতে বিযুক্ত করিয়া গাতীর স্পর্শ, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—৮ আহবনীয বা ধীপিত্ত অগ্নির আগারের পূর্বভাবে সেই পলাশশাখার স্থাপন, তাহার মন্ত্র ;—৯ তাহাতে পবিত্র বন্ধন ও তাহার মন্ত্র ;—১০ সেই রাক্ষিতে বৎসগুর দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম, তাহার বৃত্তি, অগ্নিহোত্র হোমের সমস্ত সান্নাধ্যের জন্ত অধ্বর্ষ্যকর্তৃক পাত্র আনয়ন, গোদোহনের উদ্দেশে বাছুরের নিকটে গাতীকে ছাড়িয়া দিবার জন্ত দোহনকারীর প্রতি অধ্বর্ষ্যর আদেশ, ও তাহার অনুষ্ঠান ;—১১ অধ্বর্ষ্যর পাত্র গ্রহণ, তাহার মন্ত্র ;—১২ সেই পাত্র বা স্থানীতে পূর্ণাঙ্গ বা উত্তরাঙ্গ করিয়া পবিত্র স্থাপন, দেবগণের পূর্ব দিক্, মনুষ্যগণের উত্তর দিক্, পবিত্রকে উত্তরাঙ্গ করিয়া স্থাপন করারই সম্বন্ধ ;—১৩ পবিত্র স্থাপন দ্বারা দুগ্ধকে পবিত্র করা হয়, পবিত্রের উত্তরাঙ্গভাবে স্থাপনেরই সম্বন্ধ ;—১৪ স্থাপনের মন্ত্র ও ব্যাখ্যা ;—১৫ গাতীজয়ের দোহন পূর্ণাঙ্গ অধ্বর্ষ্যর বাক্যসংবাদ ;—১৬ গোদোহনকারীর দুগ্ধ দোহন করিয়া পাত্রে চালিয়া দিবার সমস্ত অধ্বর্ষ্যর তাহা লক্ষ্য করিয়া বয়সগণ, তাহাতে দুগ্ধকে সংযুক্ত করা হয় ;—১৭ গোদোহনকারীকে ক্রমাবধি ‘কোন কোন গাতী দোহন করা ইল’ এই বলিয়া অধ্বর্ষ্যর প্রশ্ন ও গোদোহনকারী উত্তর প্রদান করিলে অধ্বর্ষ্যকর্তৃক এক একটি গাতীর বিশেষ বিশেষ নাম প্রকাশ ও তাহার উদ্দেশ্য, তিনটি গাতী দোহন করিবার প্রয়োজন ;—১৮ যে পাত্রে দুগ্ধ দোহন করা হয়, তাহাতে কিঞ্চিৎ জল দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া আবার তাহা দুগ্ধে চালিয়া বেণুয়া, তাহার প্রয়োজন, ঐ দুগ্ধ আল দিয়া

পরে দ্বি জমান,—১৯ দ্বি জমাইবার যজ্ঞ ও তাহার বাখ্যা ;—২০ তদুপরি জজযুক্ত পাত্রে
হাপনপূর্বক তাহা আচ্ছাদন ও তাহার উদ্বেষ্ট,—২১ আচ্ছাদন করিবার যজ্ঞ ।]

১। তিনি (অধ্বর্যু) পর্ণ- (পলাশ-) শাখার দ্বারা বৎস স্কলকে (গাভী-
সমূহের নিকট হইতে) অপসারিত করেন।^১ গায়ত্রী বধন (স্তেনপক্ষীর রূপে)^২
সোমকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইয়াছিলেন, ও তাহা আহরণ করিতেছিলেন, তখন
এক পদহীন ব্যক্তি তাঁহার দিকে প্রয়াস করিয়া গায়ত্রী বা রাজা সোমের পর্ণ
(পাখা বা পাতা) ছেদন করিয়া দিয়াছিল, এবং তাহাই পণ্ডিত হইয়া পর্ণ
হইয়াছিল, ও সেইজন্যই তাহার নাম পর্ণ।^৩ (তিনি মনে করেন—) ‘ইহাতে
যে সোমের দীপ্ত (অংশ) ছিল এখানেও তাহা হইবে’, এবং সেইজন্য পর্ণ-
শাখার দ্বারা বৎসসমূহকে অপসারিত করিয়া থাকেন।

২। তিনি (এই মন্ত্রে) তাহা (পলাশশাখা) ছেদন করেন—“অগ্নৌষ্টের
জন্ত তৌমাকে (ছেদন করিতেছি)! রসের জন্ত তৌমাকে ছেদন

১। কাত্যায়ন এ স্থলে বিকল্পে পলাশ ও শমী উভয় বৃক্ষেরই শাখার ব্যবস্থা
করিয়াছেন (ক. শ্রো. ৪. ২. ১) ; আপস্তম্বও এইরূপ বলিয়াছেন (আপ. শ্রো. ১. ১. ৮)।
এই শাখা কুরুগ হওয়া দরকার। এবং কোন কোন কলের জন্ত কি কি প্রকার আবশ্যক
আপস্তম্ব তাহা লিখিয়াছেন (ঐ, ১. ১. ৮—১০)। জট্বা—বৌ. শ্রো. ১১, ৩—২ পং ;
তৈ. ব্রা. ৩. ২. ১।

২। ঋ.—‘কচ্ছনো ভূত্বা দিবঃ সোমবাহরং’—১. ৩. ৪. ১০।

৩। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৩. ৪. ১. ১) এ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—‘সোম এখান
হইতে ভূতীয় ছালোকে ছিল, গায়ত্রী তাহা আহরণ করেন এক তাহার (সোমের) একটি
পর্ণ অর্থাৎ পাতা ছিল হইয়া যায়, এবং তাহাই (ভূমিতে পতিত হইয়া) পলাশ (পর্ণ)
বৃক্ষ হয়। এই সোম-আহরণ-বিষয়ক আখ্যায়িকা তৈত্তিরীয়সংহিতায় অন্তর্গত (৩. ১. ৩)
বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। জট্বা—সাম্প্রতাত্ম্য তৈ. স. ১. ২. ৪। বদ্যেবে (৪. ২৭. ৩)
এ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, স্তেন বধন সোমহরণ-সময়ে ছালোক হইতে নীচমুখে শব্দ
করিয়াছিল, তখন কৃশানু-নামক এক ব্যক্তি (সোমপালক) তাহার প্রতি শর নিক্ষেপ
করে। মায়ণ ঐ ক্ষেত্র ভাঙে এক ব্রাহ্মণ-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই—
‘সোমপাল কৃশানু তাহার বাম চরণের নব ছেদন করিয়াছিল।’

করিতেছি।”^১ তিনি যে বলেন—“অভীষ্টের জন্য তোমাকে,” তাহা বৃষ্টির জন্য বলিয়া থাকেন; আর যে বলেন—“রসের জন্য তোমাকে,” তাহা, বৃষ্টি হইলে যে বলকর রস জাত হয়, তাহার জন্য বলিয়া থাকেন।

৩। অনন্তর তিনি বৎসসমূহকে (ভাঙ্করের) মাতার সহিত সংযুক্ত করেন, এবং (এই মন্ত্রে প্রত্যেক) বৎসকে স্পর্শ করেন—“তোমরা বায়ু (গমনকারী)।”^২ এই বাহা প্রবাহিত হইতেছে ইহাই বায়ু; (এখানে) এই বাহা বৃষ্টি হয়, বৎসসমূহকেই ইহা (বায়ু) প্রবর্দ্ধিত করে, এবং ইহাই ইহাদিগকে (গাভীসমূহকে) প্রবর্দ্ধিত করিয়া থাকে; এবং সেই জন্মটী তিনি বলিয়া থাকেন—“তোমরা বায়ু।” কেহ কেহ এখানে (এই মন্ত্র পাঠ করিতে) বলেন—“তোমরা আগমন কর।”^৩ কিন্তু তাহা সেরূপ বলিবে না, কেননা, তাহাতে (যজ্ঞমানের নিকট) দ্বিতীয় (অর্থাৎ শত্রু) আসিয়া উগ্ৰহিত হয়।

৪। অনন্তর তিনি (বৎসগণের) মাতৃসমূহের মধ্যে একটিকে বৎস হইতে পৃথক্ করিয়া (এই মন্ত্রে) স্পর্শ করেন—“দেব সবিভা তোমাদিগকে প্রস্থাপিত করুন।”^৪ সবিভাটী দেবগণের প্রেরক, (এবং তিনি মনে করেন যে), ‘তাহারা সবিভার দ্বারা প্রেরিত হইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিবে;’ এই জন্যই তিনি বলেন—“সবিভা তোমাদিগকে প্রস্থাপিত করুন।”

৫। “—শ্রেষ্ঠতম কশ্মের জন্য।”^৫ যজ্ঞই শ্রেষ্ঠতম কশ্ম, অতএব তিনি যজ্ঞের জন্যই বলিয়া থাকেন—“শ্রেষ্ঠতম কশ্মের জন্য।”

৪। বা. ম. ১. ১. ১-২। মহীধরভাষ্য ও ভৈ. ম. ১. ১. ১. ২ ভাস্কর ও সাধারণভাষ্য সঙ্গত।

৫। বা. ম. ১. ১. ২।

৬। ভৈ. ম. ১. ১. ১. ৩; ভৈ. ব্রা. ৩. ২. ১। ই উভয় মন্ত্রের মূল—“বায়বঃস্বোপায়বঃ হঃ;” সাধারণ ব্যাখ্যা করেন—‘(যে বৎসসমূহ, তোমরা তৃণ ভক্ষণের জন্য এখানে শা’র নিকট হইতে অরণ্যে) গমন কর. (আবার সকাল সময় যজ্ঞমানের গৃহে) আগমন কর।’ মহীধর ও ভাস্করভাষ্য, বলেন—‘(শা’র নিকট হইতে এখন) গমন কর. (আবার ঘোহন করিবার সময়) আগমন কর।’ রাজসেনেদি-সংহিতায় দ্বিতীয় মন্ত্রটি নাই।

৭। বা. ম. ১. ১. ৩।

৮। বা. ম. ১. ১. ৩।

৬। “হে অহননীয়সমুহ, ইন্দ্রের ভাগকে তোমরা বর্জিত কর!”^{১০} ঐ যেমন তিনি হবিগ্রন্থের জন্য দেবতার নাম উল্লেখ করেন,^{১১} সেইরূপই “হে অহননীয়সমুহ, ইন্দ্রের ভাগকে তোমরা বর্জিত কর!”—বলিয়া (এখানে) দেবতার নামোল্লেখ করিয়া থাকেন।

৭। “উত্তমবৎসমুক্ত, নীরোগ ও ক্ষয়ব্যাধিহীন তোমাদিগকে!”^{১২} এখানে কোন অস্পষ্টার্থের ন্যায় নাই;^{১৩}—“চোর ও অন্ততালিন্যবী ব্যক্তি যেন (আক্রমণ করিতে) সমর্থ না হয়!”^{১৪} তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, ‘নাশক-জীব ও রক্ষোগণ যেন তোমাদিকে (আক্রমণ করিতে) সমর্থ না হয়।’^{১৫}—তোমরা এই গো-স্বামীর নিকট বহু হইয়া ঐব হইয়া থাক!”^{১৬} তিনি ইহার দ্বারা বলেন যে, ‘তোমরা চলিয়া যাউও না, বজ্রমানের নিকট বহু হইয়া থাক।’

৮। অনন্তর তিনি আহবনীয়-আগার বা গার্হপত্য-আগারের পূর্কভাগে সেই শাখাকে (এই মন্ত্রে) স্থাপিত করেন—“বজ্রমানের পণ্ডসমুহ বক্ষা কর!”^{১৭} তিনি এই মন্ত্রের দ্বারাই তাহাকে বজ্রমানের পণ্ডসমুহ বক্ষা করিবার জন্য প্রদান করেন।

৯। তিনি তাহাতে (এই মন্ত্রে) একখানি পবিত্র (কুশধওদয়),^{১৮} বন্ধন করেন—“তুমি বসুর পবিত্র!”^{১৯} বজ্রই বসু, এবং সেইজন্যই তিনি বলেন—“তুমি বসুর পবিত্র!”

২। ইন্দ্রকে সাম্রাধ্য অর্পণ করিতে হইবে, এবং এই সাম্রাধ্য দ্বাৰা ও দুহু-রূপ; ইন্দ্রের জগৎ অথবা গোসমুহ দুহু বর্জিত করক—ইহাই এখানে বিবক্ষিত। বসু—বা. স. ১. ১. ৪।

১০। ঐষ্টব্য—১. ১. ২. ১৭।

১১। বা. স. ১. ১. ৪।

১২। ১. ১. ১. ৫; ২ পৃষ্ঠ, ৫ টীকা ঐষ্টব্য।

১৩। বা. স. ১. ১. ৪।

১৪। বা. স. ১. ১. ৪।

১৫। বা. স. ১. ১. ৫।

১৬। ঐষ্টব্য—১. ১. ৩. ১; ১ টীকা; ২১ পৃষ্ঠ। পবিত্র তিনখানি কুশেও হইয়া থাকে; বা. স্রো. ৪. ২. ১৫, ১৬; কেহ কেহ প্রায়েশপ্রমাণ কুশত্রয়কে তিন বার আবর্তন করিয়া নয় গুণ করেন; কেহ কেহ বা কুশত্রয়কে রত্নরূপ আকার করিয়া, কেহ কেহ বা বৌদ্ধ আকার করিয়া পবিত্র করেন।

১৭। বা. স. ১. ২. ১।

১০। তিনি এই রাজিষ বা গু^{১০} দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করিবেন (তিনি সান্নাযোর জন্য সেই রাজিতে) বে ছুয় (দোহন করেন), ঐ (দ্ব্যকুপ) হবি দেবতা (বিশেষের) নিমিত্ত নির্দিষ্ট হইয়া থাকে; অতএব তিনি যদি হোম করেন, তবে, অন্য দেবতার হবি গ্রহণ করিয়া যেমন অনা দেবতার হোম করা হয়, তাহাও সেইরূপ হইয়া থাকে। অতএব তিনি এই রাজিষ বা গু^{১০} দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করিবেন। তিনি যখন অগ্নিহোত্র হোম করিতে আরম্ভ করেন, তখন (অধ্বর্যু দ্বারা পাক করিবার স্থানে সান্নাযোর জন্য) পাত্র (‘উষা’, স্থানী) উপস্থাপিত হইয়া থাকে, এবং তিনি (অধ্বর্যু, দোহনকারীকে)^{১১} বলেন—(গাতীকে বাছুরের) নিকট ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, বল! সে যখন বলিবে—‘ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে!’ (তখন—)

১১। তিনি (এই মন্ত্রে) পাত্র গ্রহণ করেন—“তুমি ছালোক! তুমি পৃথিবী!”^{১২} তিনি যে বলেন—“তুমি ছালোক! তুমি পৃথিবী!” তাহা দ্বারা ইহার উপস্থিতি ও পুজাই করিয়া থাকেন।—“তুমি মাতরিষার^{১৩} পাত্র (‘ঘম্ম’)!” তিনি ইহার দ্বারা তাহাকে বজ্রই (অর্থাৎ বজ্রসামান্যই) করিয়া থাকেন, এবং (সোমযোগে) যেমন (প্রবর্গ্য-) পাত্র (‘ঘম্ম’) স্থাপন করিতে হয়, সেইরূপ স্থাপন করিয়া থাকেন।^{১৪}—“তুমি বিশ্ববারণকারী, তুমি পরম তেজের দ্বারা দৃঢ় হও, বক্র হইয়া পড়িও না!” তিনি ইহার দ্বারা ইহাকে দৃঢ়ই করেন।—

১৮। নগ বা বাহু না পালিয়া পাতলা ভাত; ইহা চটিল অপেক্ষা চয় স্বর্ণ অধিক জলে পাক করিতে হয়; কঙ্গের কোন কোন স্থানে ইহাকে ‘বাতি’ বলে। কেহ কেহ বলেন জলে তণ্ডুল-চূর্ণ দিয়া (চটিল দিয়া নহে) পাতল করিয়া ইহা পাক করিতে হয়; ইহা পেয় দ্রব্য। অষ্টবা—“তণ্ডুলশিথিলপকা যবাগৃহিতি কর্কঃ; যবাগৃহিরলদ্রব্য ইতাপরে; যবাগৃহরততুলচূর্ণমিশ্রং ত্রবরূপমন্নম্ ইতি স্মৃতিচন্দ্রিকাকারঃ; পেয়া যবাগৃহিতি বুর্ভবানিনঃ”—যাজ্ঞিকদেব পদ্ধতি (কা. শ্রৌ. ৪. ২.), “অন্নং পঞ্চগণৈঃ সাধ্যং নিবেদী ৫ চতুর্গণৈঃ। যণ্ডচতুর্দশগণৈঃ যবাগুঃ বৃদ্ধগণৈঃ ৪”

১৯। কাতোন্নন বলেন, দোহনকারী পুন্নতিস হওয়া আবশ্যিক; কা. শ্রৌ. ৪. ২. ২২।

২০। বা. ম. ১. ২. ২।

২১। বায়ু বা আঘিত্য—সারণ; অষ্টবা—নিরুক্ত ৭. ৭৩।

২২। ঋ—১. ১. ৬. ৭; ৪ ঐকা।

“তোমার যজ্ঞপতি যেন বজ্র হইয়া না পড়ে !” যজ্ঞমানই যজ্ঞপতি, অতএব তিনি ইহা দ্বারা যজ্ঞমানেরই জন্ত বিনাশের অভাব প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

১২। অনন্তর তিনি (সেই স্থালী বা পাত্রে) পবিত্র স্থাপন করেন ; তিনি তাহা পূর্বাঙ্গ করিয়া স্থাপন করিবেন, কেননা, দেবগণের দিক্ পূর্ব ; অথবা উত্তরাঙ্গ করিয়া (স্থাপন করিবেন), কেননা, উত্তর দিক্ই মনুষ্যগণের ; এবং এই বাহা (বায়ু) বহিতেছে, ইহাই পবিত্র, এবং ইহা এই সমস্ত লোকে তিথ্যাক্তাবে অনুক্রমে বতিয়া থাকে ; সেইজন্ত তিনি উত্তরাঙ্গ করিয়া স্থাপন করিবেন।

১৩। তাঁহারা যেমন ঐ (সোমধাগের) সময়ে রাজা সোমকে পবিত্রের দ্বারা সম্পূত করেন, এইরূপই এখানে (পবিত্রের দ্বারা ছুৎকে) সম্পূত করেন ; তাঁহারা (সোমধাগে) বাহা দ্বারা রাজা সোমকে সম্পূত করেন সেই পবিত্র উত্তরাঙ্গ হইয়া থাকে, এজন্য (এখানেও) তিনি তাহা উত্তরাঙ্গ করিয়া স্থাপন করিবেন।

১৪। তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) স্থাপন করেন—“তুমি বহুর পবিত্র !”^{২০} যজ্ঞই বহু ; এই জন্ত তিনি বলেন—“তুমি বহুর পবিত্র !”—“(তুমি) শতধার, সহস্রধার ” তিনি যে বলেন—“(তুমি) শতধার, সহস্রধার !” তাহাতে ইহাকে উপস্তুত ও পূজিতই করেন।

১৫। অনন্তর তিনি (গাভী-) জয়ের দোহন পর্য্যন্ত বাক্‌সংযম করেন, কেননা, বাক্‌ই যজ্ঞ, এবং তিনি মনে করেন যে, ‘অবিস্কৃত হইয়া যজ্ঞ করিব !’^{২১}

১৬। (সেই গাভীজয়ের দোহনকারী যখন দোহনপাত্র হইতে স্থালীতে) তাহা (অর্থাৎ সেই ছুৎ) আনয়ন করে (চালিয়া দেয়), তিনি (তখন এই মন্ত্রে) তাহা অভিমন্ত্রিত করেন—“দেব সাবিতা বহুর সুপবিত্রতা সাধক শতধার পবিত্রের দ্বারা তোমাকে পুত করুন !”^{২২} তাঁহারা যেমন সেখানে

২৩। বা. স. ১.৩.১।

২৪। ১.১.২.২ জষ্টব্য।

২৫। বা. স. ১.৩.২।

১। সোমযোগে) রাজা সোমকে পবিত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ করেন, এখানেও সেই রূপ (ছদ্মকে) সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন।

১৭। অনন্তর তিনি (গাভীত্রয়ের দোহনকারীকে) বলেন—“তুমি কোনটি দোহন করিলে?”^{২০} (সে উত্তর করে)—“অমুকটি;” তিনি বলেন—“সে বিশ্বায়ু (বিশ্বের আয়ুঃ-সম্পাদিকা)।”^{২১} অনন্তর তিনি দ্বিতীয়টির সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন—“কোনটিকে দোহন করিলে?” (সে উত্তর করে)—“অমুকটিকে;” তিনি বলেন—“সে বিশ্বকর্মা (বিশ্বকর্ম সাধিকা)।”^{২২} অনন্তর তিনি তৃতীয়টির সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন—“কোনটিকে দোহন করিলে?” (সে উত্তর করে)—“অমুকটিকে;” তিনি বলেন—“সে বিশ্বধামা (বিশ্বপোষণকারিণী)।”^{২৩} তিনি যে (এইরূপ) প্রশ্ন করেন, তাহা দ্বারা ইহাদিগের মর্যো বীৰ্য্যকেই স্থাপিত করেন। তিনি তিনটি (গাভী) দোহন করেন, কেননা, এটি লোক তিনটিই; এবং তিনি ইহা দ্বারা এই সমস্ত লোক হইতেই (ছদ্মকে) সঞ্চিত করিয়া থাকেন। অতঃপর তিনি যথেষ্ট কথা বলিতে পারেন।

১৮। অনন্তর তিনি শেষ (গাভীটিকে) দোহন করাইয়া, যে (কার্ত্তময়) পাত্রের দ্বারা দোহন করান, তাহাতে জলবিন্দুদ্বারা চালিয়া ও কিঞ্চিৎ সঞ্চালিত করিয়া তাহা স্থানোস্থিত (ছদ্মে) চালিয়া দেন;^{২৪} কেননা, তিনি মনে করেন যে, ‘এখানে (অর্থাৎ ছদ্মদোহনপাত্রে লাগিয়া) বাহা ছাড়া পড়িয়াছিল, তাহাও ইহাতে থাকিবে,’ এবং তাহা রসেরই সমগ্রতার জন্ম হয়; কারণ, যখন বুট্ট হয়, তখন তাহার পূর্ব ওষধিসমূহ জাত হয়; এবং (তাহারা) ওষধিসমূহ ভক্ষণ

২০। বা. ম. ১. ৩. ৩।

২১। অর্থাৎ তাহার ঐ নাম; বা. ম. ১. ৩. ১।

২২। বা. ম. ১. ৩. ২।

২৩। বা. ম. ১. ৩. ৩।

২৪। প্রকৃত ব্রাহ্মণে এখানে কোন মন্ত্রপাঠের ‘বিধান না থাকিলেও, সূত্রে তাহা বহিত হইয়াছে, এবং সেই মন্ত্রটি তৈত্তিরীয় সাহিত্যে (১. ১. ৩. ১) দেখা যায়। কা. ব্রো. ৪. ২. ৩২।

করিলে ও জল পান করিলে, গাছার পর এই রস উৎপন্ন হয় ; অতএব (দুগ্ধদোহন
পাত্রে জল ঢালিয়া সেট জল দুগ্ধের সহিত যোগ করিলে) তাহা রসেরই সমগ্র ভাব
জন্ম হইয়া থাকে । তিনি তাহা (অগ্নির উপর হইতে) নামাইয়া (দধিরূপে)
জমান ;** তিনি ইহাতে তাহাকে গীত্ৰই করেন, এবং সেই জন্মই (অগ্নির উপর
হইতে) তাহা নামাইয়া জমাইয়া লন ।

১৯। তিনি তাহা (এই মন্ত্রে দধিরূপে) জমাইয়া লন—“ইন্দ্রের ভাগ
(-রূপ) তোমাকে আমি সোমের দ্বারা জমাইতেছি ।”*** তিনি যেমন ঐ
স্থানে** হবি গ্রহণ করিবার জন্ত দেবতার নামোন্মেষ করেন, এখানেও সেইরূপ
“ইন্দ্রের ভাগ তোমাকে আমি সোমের দ্বারা জমাইতেছি” এই বলিয়া দেবতার
নামোন্মেষ করেন, এবং তাহাতে ইহা দেবগণের জন্য স্বাহ্ করিয়া থাকেন ।

২০। অনন্তর তিনি উক্কমুখ জনযুক্ত পাত্রে** (দধি) তাহা (এই ভয়ে)
আচ্ছাদন করেন যে, পাছে নাশক-জাব ও রক্ষোগণ ইহাকে উপরে স্পর্শ
করে ; জল বজ্রই,** অতএব তিনি, গাছাতে বজ্রের দ্বারা নাশক জাব ও
রক্ষোগণকে এস্থান হইতে বিতাড়িত করেন ; এবং সেট জন্যই উক্কমুখ জনযুক্ত
পাত্রে দধি আচ্ছাদন করিয়া থাকেন ।

২১। তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) আচ্ছাদন করেন—“হে বিষ্ণু, হবা রক্ষা
করুন !”*** বজ্রই বিষ্ণু, অতএব তিনি ইহাতে হবিকে রক্ষা করিবার জন্য

৩১। > ৫. ৩. ৩ ; টীকা ৩ ব্রহ্মণ : পূর্বদিন অগ্নিতে হোম করিয়া যে দধি অবশিষ্ট
থাকে, সেট দধি দুগ্ধের মধ্যে বিয়া ভষাইতে হয় । কেহ কেহ বলেন পূর্বদিনে সাগং ঠালে
যে হোম করা হইয়াছিল তৎপশিষ্ট দধি দরকার, কেহ কেহ বলেন প্রাতঃকালের হোমের
অবশিষ্ট দধি দরকার, কেহ কেহ বা ঐ উভয় হোমেরই অবশিষ্ট দধির ব্যবস্থা দেন, হোমের পর
হাসীতে যে দধি অবশিষ্ট থাকে তাহাই গ্রহণীয়, অথক বাহা নয় থাকে তাহা গ্রহণীয় নহে । দধি
না থাকিলে অগ্নির ত্র্যস দ্বারা ভষাইতে হয় । ক. শ্রো. ৪. ২. ৩৩ ; বাজিক্ষেপ-প্রভৃতির ব্যাখ্যা ।

৩২। বা. স. ১. ৪. ৪ ।

৩৩। ১. ১. ২. ১৮ ।

৩৪। এই পাত্রে বৃক্ষ হইলে চলিবে না ; ক। শ্রো. ৪. ২. ৩৪ ; তৈ. স. ৩. ৩. ১১ ।

৩৫। ১. ১. ১. ১৭ ।

৩৬। বা. স. ১. ৪. ৫ ।

বজ্রকেই প্রদান করিয়া থাকেন ; এবং সেই জন্যই বলেন—“হে বিষ্ণু, হব্য রক্ষা করুন !”

পঞ্চম ভ্রামণ

[১] মানুষ্য জন্মবার সময়েই দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও অনুচরগণের নিকট গণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে,—২ তিনি দেবগণের গণ করেন বলিয়াই তাঁহাদের বাণ ও হোম করেন,—৩ ঋষিগণের নিকট গণ করায় অব্যাহত করিতে হয়,—৪ পিতৃগণের নিকট গণ করায় তাহাকে সমস্ত কামনা করিতে হয়,—৫ অনুচরগণের নিকটে গণ করায় তাঁহাকে অতিশয় সংকার করিতে হয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ কাণে অনুষ্ঠান করিলে লোক কৃতকর্মা হয়, তাহাঃ সমস্ত জয় করা হয়,—৬ হনিকে কাটিয়া খণ্ডিত করিয়া তবে হোম করিতে হয়, এই গুণিত করার নাম অবদান,—৭ হবিকে চারি পদ করিতে হয়, তাহান যুক্তি, তাহা পঞ্চগুণিত করার কোন প্রয়োজন নাই,—৮ মতান্তরে তাহা পঞ্চগুণিতই চইয়া থাকে, তাহাযে যুক্তি, কুল ও পঞ্চাল দেশে হবি চতুঃগুণিত হয়,—৯ খণ্ডন করিবার পরিমাণ, যেণী পরিমাণ খণ্ডন না করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ খণ্ডন করা কর্তব্য—১০ হবি খণ্ডিত করিবার পূর্বে ও পরে তাহাতে সূত লেপন, সোমোহিত ও আজ্যোহিত হেতু অহিত দুইটি মাত্র, অতএব হবির্বিজে হনিত সূত লেপন করিয়া তিনি তাহাকে আজ্যোহিতরূপ করেন,—১১ অনুচরগণ ছালোকরূপ, রাজ্য পৃথিবীরূপ, ও বসট্কার স্বাক্ষরূপ, বসট্কাররূপ পুণ্য ও অনুচরগণাজ্যরূপ দ্বা দ্বারা বিশ্ববিশেষের উৎপত্তি ও তাহার ফল,—অনুচরগণ ও রাজ্যের পরে বসট্কার করিবার নিয়ম, বসট্কারের সঙ্গেই অথবা অবাবহিত পরে হোমের বিধান—১৩ বসট্কার দেবগণের পাত্ররূপ; বসট্কারের পূর্বে হোম করার শেষ ; ১৪—বসট্কারের পূর্বে ও পরে হোম করিবার ফলাফল ;—১৫-১৬ রাজ্য ও অনুচরগণের সমস্ত উচ্চারণ দ্বারা ছালোক ও পৃথিবীর উচ্চারণ করা হয়,—১৭ বিলবিতগন্তার পরে অনুচরগণের উচ্চারণ এবং ক্রিপ্রকৃতিভাবে রাজ্যের উচ্চারণ, গন্তারপর বৃহৎ-নামক নামের ও স্বরিত্তর রবন্তর-নামক নামের রূপ, অনুচরগণ দ্বারা বজ্রনীর দেবগণকে আহ্বান করা হয় ও রাজ্য দ্বারা তাহাদিগকে হবি প্রদান করা যায়, ‘আহ্বান করিতেছি’—ইত্যাদি বাক্য অনুচরগণ-রূপ, এবং ‘গ্রহণ কর’ ইত্যাদি বাক্য রাজ্যের রূপ,—১৮ ১৯ অনুচরগণ ও রাজ্যের অপর লক্ষণ ;—২০ অনুচরগণ ও রাজ্যেরই বিশেষ বিশেষ বর্ণ কথন ;—২১ বসট্কার শব্দের অব্যবহিত ;—২২-২৩ দেব-অনুচরগণের আখ্যায়িকা, তাহারা উভয়ে প্রজাপতা, পিতা প্রজাপতির নিকট হইতে দেবগণ গুরুগণ ও অহরগণ কুরুগণ প্রাপ্ত হন, পরে দেবগণ অহরগণের ঐ কুরুগণকেও অপহরণ করেন, তাহা অপহরণ করিয়া দেবগণ তাহাদের সমস্ত অপহরণ করিয়াছিলেন ;—২৫ ঐ পঞ্চায়ের নামান্তর ও তাহার অর্থ ;—২৬ ঋষিগণের মতান্তর প্রদর্শন, কতকগুলি শব্দের অব্যবহিত ।]

১। যে ব্যক্তি আছেন (অর্থাৎ জীবন ধারণ করিয়া আছেন), তিনি জন্ম গ্রহণ করিবার সময়েই দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, ও মনুষ্যাগণের নিকটে ঋণ (করিয়া) জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।^১

২। যেহেতু তাঁহাকে বাণ করিতেই হইবে, সেই জন্য তিনি দেবগণের নিকটে ঋণ (করিয়া) জন্ম গ্রহণ করেন; এবং তিনি যে ইহাদের উদ্দেশে বাণ করেন, ও ইহাদের উদ্দেশে হোম করেন, তাহা ইহাদের উদ্দেশে সেইজন্যই করিয়া থাকেন।

৩। যেহেতু তাঁহাকে (বেদ) অধ্যয়ন করিতেই হইবে, সেই জন্য তিনি ঋষিগণের নিকটে ঋণ (করিয়া) জন্ম গ্রহণ করেন; এবং সেইজন্যই তিনি তাহা ইহাদের উদ্দেশে করিয়া থাকেন; কেননা, যিনি (বেদ) অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে তাঁহারা 'ঋষিগণের নিধিরক্ষক' বলিয়া থাকেন।

৪। যেহেতু তাঁহাকে প্রজা (অর্থাৎ সমস্ত) ইচ্ছা করিতেই হইবে, সেই জন্য তিনি পিতৃগণের নিকটে ঋণ (করিয়া) জন্ম গ্রহণ করেন, এবং সেইজন্যই এই যে ইহাদের বিস্তৃত ও অব্যবচ্ছিন্ন সম্ভূতি, তাহা তিনি ইহাদের জন্যই করিয়া থাকেন।

৫। আর যেহেতু তাঁহাকে (গৃহে অতিথিকে) বাস করাইতেই হইবে, সেইজন্য তিনি মনুষ্যাগণের নিকটে ঋণ (করিয়া) জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; সেইজন্য তিনি যে ইহাদিগকে (গৃহে) বাস করান, এবং ইহাদিগকে যে ভোজন প্রদান করেন, তাহা ইহাদিগের জন্যই করিয়া থাকেন। যিনি এত সমস্ত (কার্য্য) করেন, তিনি কৃতকর্ম্মা; তাঁহার সমস্ত পাণ্ডর্য্য ভয় এবং সমস্ত জয় করা হয়।

৬। তিনি দেবগণের নিকট ঋণ (করিয়া) জন্ম গ্রহণ করেন, এইজন্য, তিনি যে বাণ করেন, তাহা তাঁহাদিগকে প্রদান করেন ('অবদয়তে'), এবং

১. হ্রষ্টব্য—“জায়বানো বৈ ব্রাহ্মণ্যিত্তিথিবান্ জায়তে, ক্রমস্বর্গাণ ঋষিভো! যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ, এষ বা অনুরো ক পুত্রী যথা ব্রহ্মচারিবাসী”—ভৈ স. ৬. ৩. ১৮.
১৩; তুল্যঃ—“পটেক্ষ বহাস্কজাঃ ভাজেব বহাস্কজাণি, কৃতবজ্ঞো মনুষ্যকজো পিতৃগজো, দেবগজো ব্রহ্মবজ ইতি”—১১. ৩. ৮. ১০০।

অগ্নিতে যে হোম করেন, তাহা তাঁহাদিগকে প্রদান করেন ; সেই জন্যই যাহা কিছু তাঁহারা অগ্নিতে হোম করেন, তাহার নাম অ ব দা ন ।*

৭। তাহা (হবি) চতুঃখণ্ডিত হইয়া থাকে ; কারণ, (প্রথম) এই অম্লশাক্য, তাহার পর যাজ্ঞা, তাহার পর বযট্কার, এবং তাহার পর বে দেবতার জন্য হবি সম্পন্ন হয় সেই দেবতা চতুর্থ ; কেননা, দেবতারূপ এই-রূপেই অবদানসমূহ (অর্থাৎ হবিখণ্ডসমূহ) পাইয়া থাকেন, অথবা অবদান-সমূহই দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যদি (হবি পঞ্চখণ্ডিত হয়, তবে,) সেই পঞ্চম অবদান অর্তিরক্ত হইয়া পড়ে, কেননা, তিনি কাহার জন্য তাহা খণ্ডিত করিবেন ? সেই জন্য তাহা চতুঃখণ্ডিত হইয়া থাকে ।

৮। অথবা তাহা পঞ্চখণ্ডিত হইয়া থাকে ; কেননা, যজ্ঞ পঞ্চ-অবয়ব-বিশিষ্ট,* পঞ্চ পঞ্চ-অবয়ব বিশিষ্ট,* এবং সংবৎসরেব ঋতু পঞ্চ ;* এবং পঞ্চখণ্ডিত হবির ইহাই সম্পন্ন । যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন এবং যাহার হবি পঞ্চখণ্ডিত হয়, তিনি প্রজা ও পশুসমূহের দ্বারা বহু হইয়া উঠেন ।* কিন্তু চতুঃখণ্ডিত (হবিত,) কু ক ও প ক লের মতো প্রজাত রহিয়াছে ; অতএব তাহা চতুঃখণ্ডিত হইয়া থাকে ।

৯। তিনি (পুণ্ডাডাশরূপ হবির) উপযুক্ত পরিমাণ মত* খণ্ডিত করিবেন ; কেননা, তিনি যদি মহৎ পরিমাণ খণ্ডিত করেন, তবে তাহা মানবীয় হইয়া পড়ে, এবং যাহা মানবীয় তাহা যজ্ঞের অসমুৎক্রিয় জন্ম হয় । তিনি মনে ভয় করেন

২। এখানে বুঝা বাইতেছে যে, অবদান শব্দটি অব + √দা, ইহাতে নিশ্চয় হইয়াছে, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে ; ইহা অব + √দো (অবধঙনে) ইহাতে নিশ্চয় । তাহা হইলে অবদান শব্দের আসল অর্থ—‘যাহা খণ্ডিত করিয়া অর্থাৎ হবি-বিশেষের যে অংশকে কাটিয়া লইয়া তাহা দ্বারা হোম করা যায় ।’

৩। ১. ১. ২. ১০ ; ৩৭ টিকা, ১৭ পৃঃ । জট্টবা—ই. ব্রা ২. ৩. ৩ ।

৪। অঃ—১. ২. ১. ৭৮ ।

৫. বঃ—১. ৩. ২. ১১—১১ ; হেবন্ত শু পিণিরকে আভ্যন্তরীণ পাঁচ ঋতু গণনা করা হয় ।

৬। ইহাদের প্রথম অ ব দ পি, তাহাদের সবকে এই নিয়ম ; ৩। শ্রো-১. ২. ৩৪-৫ ।

৭। অর্থাৎ অম্লতপক-পরিমাণ ; ৩। শ্রো. ১. ২. ৩ ।

যে, 'পাছে যজ্ঞে অসমুদ্বিকর করিয়া ফেলি,' সেইজন্য উপযুক্ত পরিমাণই ঋণ্ডিত করিবেন ।

১০। তিনি (পুরোডাশরূপ হবিকে) আজ্য দ্বারা উপলিষ্ট করিয়া ও (সেই) হবি হইতে দুইবার (দুই অংশ) ঋণ্ডিত করিয়া তাহার উপরে ঘৃত অভিষেচন করেন ।^১ দুইটি মাত্র আহুতি আছে ; এক সোমাহুতি ও এক আজ্যাহুতি । তাহার মধ্যে এই যে সোমাহুতি, তাহা অন্ত্রনিরপেক্ষ, এবং হবির্বিজ্ঞ ও পশুবজ্ঞ আজ্যাহুতিস্বরূপ ।^২ অতএব তিনি তাহা দ্বারা (পুরোডাশ ঋণ্ডনের আদি ও অন্তে তাহাতে আজ্য প্রদান করিয়া) ইহাকে (পুরোডাশকে) আজ্যাই করিয়া থাকেন । এবং সেই জন্তই উভয় স্থলে (আদি ও অন্তে) আজ্য (প্রদান করিতে) হয় । আজ্যই দেবগণের প্রিয়, অতএব ইহার দ্বারা তিনি তাহাকে দেবগণের জন্ত প্রিয়ই করিয়া থাকেন । এবং সেই জন্তই তাহা উভয় স্থলে হয় ।

১১। অম্বাবাকা (জ্যোৎস্না) ঐ (দোহ-স্বরূপ), এবং বাজ্রা (জ্যোৎস্না) ঐ (পৃথিবী-স্বরূপ) ;^৩ ইহারা দুইটি অঙ্গনা, এবং ইহাদের মিশ্রণ আছে ও বযট্কারই

৮। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, হবি চতুঃখণ্ডিত হয়, কি প্রকারে ইহা সেইরূপ হইতে পারে, এখন তাহাই উক্ত হইতেছে—পুরোডাশের দুই অংশ পণ্ডিত করিয়া লওয়া হয়, এই দুইখণ্ড ; এবং পুরোডাশ ঋণ্ডিত করিবার পূর্বে ও পরে তৃত্য ঋণ্ডিত করিতে হয়, অর্থাৎ প্রবাহিত অজ্ঞাকে ফেরে দ্বারা লইয়া জুড়িতে রাখিতে হয়, অতএব এই দুইখণ্ড ; দ্ব্যধিতে চাদিপণ্ড ; এবং এইরূপেই হবি চতুঃখণ্ডিত হইয়া থাকে । বাহাদের হবি চতুঃখণ্ডিত বা বাহাদের পক্বখণ্ডিত হয়, তাহাদের সম্বন্ধে পুরোডাশের কোন কোন স্থান হইতে গণন করিতে হয়, তদ্ব্যস্ত ক। শ্রো. ১. ৯. ৩ জট্টবা ।

৯। অর্থাৎ সোম নিজেই আহুতিস্বরূপ বলিয়া তাহার আর আজ্যের অপেক্ষা থাকে না । কিন্তু হবির্বিজ্ঞ ও পশুবজ্ঞ ভাদৃশ নহে বলিয়া তাহাতে আজ্য প্রদান করিয়া আজ্যাহুতিরূপে তাহা-দিগকে পরিণত করিতে হইবে, কেননা, আহুতি দুইটি মাত্র, সোমাহুতি ও আজ্যাহুতি, ইহা ভিন্ন আর আহুতি হইতে পারে না ।

১০। অগ্রে ১৭শ কণ্ডিকায় বলা হইবে যে, অম্বাবাকা বাজ্র দেবতাকে আহ্বান করা হয়, এবং আজ্য দ্বারা হবি প্রদান করা হয় ; আশ্বাভবা দেবতাকে আহ্বান করে, এবং হবিপ্রদান এই পৃথিবী সোমকে হইয়া থাকে বলিয়া তাহাদের উভয়কে বধ্যাক্রমে আহ্বান ও তুলোক বলিয়া গণন করা বাহিতেছে ।

(পুং, সেট মিথুন সম্পূর্ণ করে)। এত যিনি (সূর্য্য) গাপ প্রদান করিতেছেন, ইনিষ্ট বযট্কার ; ইনি যখন উদ্ভিত হন, তখন ইনি উহাকে (ঐ দ্যৌকে) অভিগমন করেন, এবং যখন অন্তঃগমন করেন, তখন ইহাকে (এই পৃথিবীকে) অভিগমন করেন ; অতএব ইহাদের উভয়ের দ্বারা এই বাহা উৎপাদিত হইয়াছে, তাহা তাহার। এই বুবকের দ্বারাই উৎপাদন করিয়াছে ।

১২ . তিনি অম্বাকায়া উচ্চারণ করিয়া ও যাজ্ঞা পাঠ করিয়া তাহার পশ্চাৎ বযট্কার উচ্চারণ করেন ; কেননা, বুবক পশ্চাৎ দিক হইতে আগিয়া জ্যোকে অভিগমন করিয়া থাকে : অতএব তিনি ইহার দ্বারা তাহাদের উভয়কে (যাজ্ঞা ও অম্বাকায়া রূপ জ্যোকে) অগ্নে করিয়া বুবক বযট্কারের দ্বারা অভিগমন করান, সেইজন্ত বযট্কারের সঙ্গেই অথবা বযট্কারের (অব্যবহিত) পরেই তিনি হোম করিবেন ।”

১৩ . এত বযট্কার দেবগণের পাত্ৰস্বরূপই, এবং যেনন কেহ পাত্ৰ উদ্ধৃত কবিত্ব তাহাব পর তাহাতে (কোন খাদ্য বস্তু) প্রদান করে, তাহাও সেইরূপ ” আর যদি তিনি বযট্কারের পূর্বেই হোম করেন, তবে তাহা, খাদ্য ভূমিতে নীচে পড়িলে বেক্রপ হয়, সেইরূপ (বিনষ্ট) হইয়া থাকে । অতএব তিনি বযট্কারের সঙ্গেই অথবা বযট্কারের (অব্যবহিত) পরেই হোম করিবেন

১৪ । (এবং তাহা হইলে), যোনিতে যেক্রপ বেত সেচন করা হয়, তাহাও সেইরূপ হইয়া থাকে । আর যদি বযট্কারের পূর্বে তিনি হোম করেন, তবে, বেত অযোনিতে সিক্ত হইলে যেক্রপ হয়, তাহাও সেইরূপ (বিনষ্ট) হইয়া থাকে । সেইজন্ত তিনি বযট্কারের সঙ্গেই, অথবা বযট্কারের (অব্যবহিত) পরেই হোম করিবেন ।

১৫ । ঐ (ছালোকই) অম্বাকায়া, এবং এই (পৃথিবী) যাজ্ঞা । ইহা (পৃথিবী) গায়ত্রী, এবং উহা (ছালোক) ত্রিষ্টুপ্ । তিনি যে গায়ত্রী উচ্চারণ করেন, তাহাতে ঐ (ছালোককে) উচ্চারণ করিয়া থাকেন,

১১ । অর্থাৎ বযট্কারের পূর্বে যেন হোম না হয় ।

১২ । অর্থাৎ বযট্কার উচ্চারণ করিবার পর হোমও সেইরূপ ।

কেননা, উহাই (ঐ ছালোকট) অনুবাক্য ; এবং তিনি তাহাতে ইহাকেও (পৃথিবীকেও) উচ্চারণ করেন, কেননা, ইহাট (পৃথিবীই) গায়ত্রী ।”

১৬। অনন্তর তিনি যে ত্রিষ্টুপের দ্বারা বাগ করেন,” তাহাতে ইহাব দ্বারাই (পৃথিবীর দ্বারাই) বাগ করিয়া থাকেন ; কেননা, ইহাই (পৃথিবীই) যাজ্ঞা । (অতএব) তিনি উহার (ছালোকের) পরেই বষট্কার করেন, কেননা, উহাট (ছালোক) ত্রিষ্টুপ্ । তিনি তাহা দ্বারা (অর্থাৎ অনুবাক্যকে গায়ত্রী-যুক্ত, এবং যাজ্ঞাকে ত্রিষ্টুপ-যুক্ত করিয়া) ইহাদের উভয়কে (পৃথিবী ও ছালোককে) সংযুক্ত করেন । এবং সেট দ্বন্দ্বট ইহার উভয়ে এক সঙ্গে ভোজন করিয়া থাকে ;” এবং ইহাদের (সেই) সহ-সন্তোগ অনুসরণ করিয়া প্রজাসমূহ সন্তোগ করে ।

১৭। তিনি বিলম্বিতের ন্যায় (অর্থাৎ গম্ভীরস্বর)” ইহা অনুবাক্যকে উচ্চারণ করিবেন ; অনুবাক্য উহাট (ছালোকই), এবং বৃ হৎ (সামগ) উহা (ছালোক), অতএব তাহা (বিলম্বিত-ভাবে গম্ভীরস্বর) বৃ হৎ (সামেরই) রূপ । তিনি যাজ্ঞার নিমিত্ত (অর্থাৎ তাহা পাঠ করিবার জন্য) ক্ষিপ্ত ইহা দ্বারায়ুক্ত হইবেন ; যাজ্ঞা ইহাই (পৃথিবীই), এবং বৃ থ স্ত র (সামগ) ইহা (পৃথিবী) ; অতএব তাহা (দ্বিগুণভাবে উচ্চারণ) বৃ থ স্ত র (সামেরই) রূপ ।”

১৩। অনুবাক্য=ছালোক, যাজ্ঞা=পৃথিবী ; পৃথিবী=গায়ত্রী, ছালোক=ত্রিষ্টুপ্ ; অনুবাক্য গায়ত্রী ছন্দে এবং যাজ্ঞা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে । এইযুক্ত অবলম্বনে এখানে ইহাদের অভিন্ন প্রতিপাদিত হইয়াছে ; এবং বলা হইতেছে যে, গায়ত্রী-ছন্দোযুক্ত পশুশকার উচ্চারণে ছালোক ও পৃথিবী উভয়েরই উচ্চারণ করা হয় ; অতএব অনুবাক্য গাধাত্রী-ছন্দোযুক্ত হওয়াই উচিত ।

১৪। এখানেও পূর্বের ন্যায় প্রতিপাদন করা হইতেছে যে, যাজ্ঞা ত্রিষ্টুপ-যুক্ত হওয়া উচিত

১৫। “দ্বাপাপৃথিবীভ্যাং বাহা”—এই বলিয়া একত্র আহুতি সমাদান করা হয় । ত্রিষ্টুপা—ঐ. ব্রা. ১. ৩. ৫; তৈ. ব্রা. ২. ১. ৭. ১; ৮. ২ ।

১৬। “আস্থিহরিত্ব” ; স্বাশ্বপ বলেন—“বর্ণানালোড়হরিত্ব শব্দে...অধিতর্গিতার্থঃ ।” ভৃগুঃ—“পর্যাপ্তমাত্রে”—ঐ. স. ১০. ১৩. ৭ ।

১৭। সামবেদ-সংহিতার কয়েকটি সামের বিশেষ বিশেষ নাম আছে, যথা—বৃ হৎ, বৃ থ স্ত র, বৈ রূ প, বৈ র অ, শা ক র, ও বৈ ব ত । ইহাদের মধ্যে বৃ হৎ ও বৃ থ স্ত র সামই সর্বাশ্রেষ্ঠ (ঐ. ব্রা. ৩. ২. ৩ ; ৪, ৬) (“অসিদ্ধি ইবান্নহে সাতো বাসন্ত কারকঃ”—‘হে ইন্দ্র, স্তম্ভিকারক আমার

তিনি অনুবাক্য' দ্বারা (যজ্ঞনীয় দেবগণকে) আহ্বান করেন, এবং যাজ্ঞা দ্বারা (তাঁহাদিগকে হবি) প্রদান করেন। অতএব 'আমি আহ্বান করিতেছি' 'আমরা আহ্বান করিতেছি!' 'আগমন কর!' 'এই বর্হিঃ উপবেশন কর!'—এই সকল অনুবাক্যের রূপ, কেননা, তিনি তাহার দ্বারা আহ্বান করেন। তিনি যাজ্ঞা দ্বারা প্রদান করেন, এইজন্য, 'প্রতপ কর!' 'হবি সেবন কর!' 'হবি আশ্বাদন কর ('আরুযায়স্ব')!' 'ভোজন কর!' 'পান কর।' 'সমুখে!'—এই সকল যাজ্ঞার রূপ, কেননা, তিনি তাহার দ্বারা প্রদান করেন।

১৮। যাহার (অর্থাৎ যে যন্ত্রের) পুরোভাগে (যজ্ঞনীয় দেবতার নামরূপ) লক্ষণ থাকে, তাহা অনুবাক্য হইবে; এবং উহাট (ঐ ছানোকট) অনুবাক্য, কেননা, উহার নীচে লক্ষণ-স্বরূপ চন্দ্র, নক্ষত্র ও মূৰ্ত্তা রহিয়াছে।^{১৮}

১৯। আর যাহার উপরিভাগে (শেষে, দেবতার নামরূপ) লক্ষণ থাকে, তাহা যাজ্ঞা হইবে;^{১৯} এবং উহাই (এই পৃথিবীট) যাজ্ঞা, কেননা, উহার উপরিভাগে লক্ষণস্বরূপ ওষধিসমূহ, বনস্পতিসমূহ, জল, অগ্নি ও এই প্রজাতিসমূহ রহিয়াছে।

২০। সেই অনুবাক্যই সমুদ্র হইয়া থাকে,—বার্তার প্রথম পদে তিনি দেবতাকে উচ্চারণ করেন; এবং সেই যাজ্ঞাট সমুদ্র, বার্তার শেষ পদে

অন্তের পরিভাগে তোমাকেই আহ্বান করিয়াছি..."—এই ঋক-মন্ত্রে (ঋ. স. ৬. ৪৬.) উৎপন্ন সান ১ হ ৭ সান নাগে প্রসিদ্ধ (সা. স. ১. ৩. ১. ৫ ১.;—২. ২. ১- ১২. ১); এবং "অতি দ্য শুর নোমুমোহুদ্বা ইব ধেনবঃ...;"—"হে শুর ইন্দ্র, অদ্বুদ্বা যেনুসমূহের জায় আমরা তোমাকে অতিশয় স্তুত করিতেছি...;"—এই ঋক (ঋ. স. ৮. ৩২. ২২) মন্ত্র হইতে উৎপন্ন সান র প স্ত র বলিয়া প্রসিদ্ধ (সা. স. ১. ৩. ১. ৫. ১.;—২. ১. ১১ ১)। জটীয়—উক্ত. স. ৭. ১. ১. ৪।

১৮। মন্ত্র যে স্থান হইতে আরম্ভ হয় তাহাই তাহার অর্থভাগ বা অধোভাগ, এবং যেখানে তাহা শেষ হয় তাহাই তাহার পরভাগ বা উপরিভাগ। মন্ত্রের অর্থভাগ বা অধোভাগে যেমন দেবতার নাম-রূপ লক্ষণ থাকে, ছানোকেরও অধোভাগে চন্দ্রপ্রভৃতি তাহার সেইরূপ লক্ষণ। অনুবাক্যের অগ্রে দেবতার নাম থাকে; যথা অগ্নির অনুবাক্য—"অগ্নিবৃদ্ধা দিবঃ ককুৎ...", ঋ. স. ৮. ৪৪. ১৬; ইন্দ্র ও অগ্নির অনুবাক্য। যথা—"ইন্দ্রায়ী অবসাগতিঃ..." ঐ. ৭. ২৪. ৭; ইত্যাদি।

১৯। যাজ্ঞার শেষ ভাগে দেবতার নাম থাকে; অগ্নির যাজ্ঞা যথা—"ভূবো যজ্ঞস্ত রজনশ্চ নেতা .. অগ্নে চকুবে হব্যাবাহি," ঋ. স. ১০. ৮. ৬; ইন্দ্র ও অগ্নির যাজ্ঞা যথা—"পীতিবিশ্র প্রমতি-মিচ্ছমানঃ ... ইন্দ্রায়ী...", ঐ. ৭. ২৩. ৪; ইত্যাদি।

দেবতার (উচ্চারণের) পর তিনি বযট্কার করিতে পারেন ; কেননা, দেবতাই ঋকের বীৰ্য্য, অতএব তিনি ইহাতে (অর্থাৎ অনুবাক্য ও যাজ্ঞ্যর দ্বারা) উভয় দিকেই বীৰ্য্যের দ্বারা হবি পরিগৃহীত করিয়া, যে দেবতার জন্ত, তাহা (অভিপ্রেত) হয়, তাঁহাকে প্রদান করিয়া থাকেন ।

২১। তিনি* বৌ ক (—এই শব্দ উচ্চারণ) করেন ; কেননা, বাক্ত বযট্কার, এবং রেতঃস্বরূপ ; অতএব তিনি ইহাতে রেতই সেচন করেন । তিনি বট্ (—এই শব্দ উচ্চারণ করেন) ; ঋতুই বট্ হইয়া থাকে,** অতএব তাহা দ্বারা ঋতুসমূহই রেত সেচন করা হয়, এবং ঋতুসমূহ সেই সিক্ত রেতকে দিয়া এই প্রজাসমূহ উৎপাদন করা হইয়া থাকে ; তিনি সেহজজ্ঞহ এইরূপে বযট্কার করিয়া থাকেন ।

২২। দেবগণ ও অসুরগণ ইহারা উভয়েই প্রজাপতির পুত্র ; তাঁহারা পিতা প্রজাপতির নিকট হইতে পৈতৃকদানস্বরূপ এই অর্দ্ধদাসস্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহা আপুর্য্যমাণ হয় (অর্থাৎ শুক্লগন্ধ) তাহা দেবগণ, এবং যাহা অপগৌরমাণ হয় (অর্থাৎ কৃষ্ণগন্ধ) তাহা অসুরগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

২৩। দেবগণ কামনা করিয়াছিলেন যে, “অসুরগণের এই যে (ভাগ) রহিয়াছে, ইহাও আমরা কি প্রকারে অপহরণ করিব !”^{২০} তাঁহারা অচেনা ও শ্রম করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন, এবং দর্শ ও পূর্ণমাস-স্বরূপ হবি যজ্ঞকে দর্শন করিলেন ; তাঁহারা তাহা দ্বারা বাগ করিলেন ও তাহা দ্বারা যাগ করিয়া ইহাও অপহরণ করিলেন—

২৪। যাহা অসুরগণের ছিল। এই দুইটি (গন্ধ) যখন পরিভ্রমণ কবে, তখন মাস হয়, এবং মাসে মাসে সংবৎসর হয় । সমস্তই সংবৎসর ; অতএব দেবগণ তাহা দ্বারা অসুরগণের সমস্তই অপহরণ করিয়াছিলেন,^{২১} সমস্ত হহতে

২০। ঋষ্টক—ঈ. ব্রা. ৩.১.৩। এখানে ‘বযট্’ শব্দের কাল্পনিক ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে যে, বৌক্ + বট্, হইতে বৌ বট্ হইয়াছে। বৌ বট্ ও ব বট্, অভিন্ন ; “বৌবড়িতি বযট্কারঃ”—আষ. শ্রো. ১. ৫. ১৫।

২১। “সংবৃত্তীবিহিঃ” সাধারণ বর্ষ করিয়াছেন—“অপহরেববি।”

২২। “সমবৃত্ততঃ” “বাধোন কৃতবজ্জঃ”—ইতি সাধারণ।

শব্দ অক্ষরগণকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি উহা এইরূপ জানেন, তিনি শব্দগণের সমস্তই অপহরণ করেন এবং সমস্ত হইতে শব্দগণকে বঞ্চিত করেন।

২৫। যাহা (যে অর্দ্ধমাস) দেবগণের ছিল, তাহা য বা (বলিয়া অভিহিত হয়), কেননা, দেবগণ তাহা দ্বারা যুক্ত হইয়াছিলেন ('আবুত', যুক্ত); আর যাহা অক্ষরগণের ছিল, তাহা অ য বা, কেননা, অক্ষরগণ তাহা দ্বারা যুক্ত হয় নাই।

২৬। অথবা, কেহ কেহ অন্যরূপে বলিয়া থাকেন—‘যাহা দেবগণের ছিল, তাহা অ য বা, কেননা, অক্ষরগণ তাহা দ্বারা যুক্ত হইতে পারেন নাই, আর যাহা অক্ষরগণের ছিল, তাহা য বা, কেননা, দেবগণ তাহা দ্বারা যুক্ত হইয়াছিলেন।’ সাত দিনকে, সপ্তাহান্তিকে, য বা-সমূহ মানসমূহকে, ও স্তম্ভে সংবসরকে (বুঝাইয়া থাকে); এত যে স্তম্ভে ক, উহা যেকট।^{১০} য বা ও অ য বা (বস্তু) য বা (বলিয়া গৃহীত হয়), অতএব উহাদের মধ্যে যাহাব সহিত হোতা (সম্বন্ধ) হন, (তাঁহার) সেই (কার্য্যকে) তাঁহারা য বা প্রি-হোত্র বলিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[১ আখ্যায়িকা—দেবগণের দ্বালোকে উদ্যান ও পশুপতির পরিভাষা,—২—৩ দেবগণ বাহাতে দ্বালোকে গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে তাহা অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া পশুপতির কোষ ও ষষ্ঠকৃৎ-যাগের সময় (অন্নধারণ করিয়া বজ্রবেদির) উক্তরদিকে গিয়া উপস্থিতি;—৪ পশুপতির নিকটে

২৩। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪. ৪. ৭. ২৪-২৫) উক্ত হইয়াছে—‘যাবা অযাবা এবা উনাঃ সন্নঃ সগরঃ স্নেহকঃ।’ সাধারণ ঐ স্থানের ব্যাখ্যায় বলেন—প্রথম ছয়টি শব্দ বসন্তাদি ঋতুকে বুঝায়; আর স্নেহক শব্দের অর্থ সংবসর। মূল ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে স্নেহক=স্নেহক; সাধারণ শব্দের (স্ন+এক, এই যুগপতি দেখাইয়া) সংবসরই অর্থ করিয়াছেন। স্নেহক, বা স্ন+এক হইতে স্নেহক হইলে একটি বকারের আশ্রয় হইয়াছে বলিতে হইবে; তুলঃ—পালি, হাতি+এব=হাতিবেথ, কসা+ইব কসামিব...; পালিপ্রকাশ ২.৫৫।

দেবগণকর্তৃক অগ্নিনিষ্কপের বিষয় প্রার্থনা, তাহার কথায়িত দেবগণকর্তৃক তাহার যজ্ঞীয় অংশের ব্যবস্থা, পশুপতির অন্ননংহরণ;—৫ পশুপতিকে কোন আভিতি দেওয়া হইবে তদ্বিষয়ে দেবগণের চিন্তা;—৬ হবিসমূহকে আঞ্জা দ্বারা অভিষেচনপ্রকৃতি করিবার ক্ষমতা দেবগণের অঙ্গদ্বারা নিকটে প্রার্থনা;—৭ অঙ্গদ্বারা কর্তৃক তাহার অনুষ্ঠান, খি টে কু ৭ সর্বত্রই যজ্ঞে তাগপ্রাপ্ত হন;—৮ খি টে কু ৭ কে অগ্নির নামে গোম করিতে হয়, বেশবিশেষে অগ্নির ভিন্নভিন্ন নাম, সমস্ত নামের মধ্যে 'অগ্নি' নামই শ্রেষ্ঠ;—৯ অগ্নির খি টে কু ৭ নাম হইবার কারণ;—১০ তত্ত্বায়-উচ্চারণ খিষ্টকৃত-অগ্নি এবং অস্ত্রাস্ত্র দেবতা ও হবির উল্লেখ;—১১ অগ্নির সমস্ত দেবতার উল্লেখ;—১২ কেহ কেহ মন্ত্বে পদবিশেষের পূর্বে দেবতার নামোচ্চারণ করেন—এই মন্তের বণ্ডন; ১৩-১৫ কতগুলি মন্তের কাব্য, ১৬ যজ্ঞা ও অনুবাক্য। পরস্পর যোগ্যতাব হইবার কারণ;—১৭ যজ্ঞা ও অনুবাক্য। দ্বিষ্টপূ. চন্দ্রের হওয়ার কারণ;—১৮ যজ্ঞা তাহা অমৃষ্টপূ. চন্দ্রের হইবে, তাহার যুক্তি;—১৯ ভাঙ্গ বে যের মত উল্লেখ করিয়া তাহার অন.দরগীহতা-প্রদর্শন, যজ্ঞ বিরুদ্ধ (বা ক্রমহীন) অনুষ্ঠান পরিবর্তনীয়;—২০ খিষ্টকৃত অগ্নির হবির উত্তর তাগ খণ্ডিত করিয়া তাহা অগ্নির উত্তর দিকে হোম করিতে হয়, উত্তর দিক 'খিষ্ট কৃতের';—২১ অগ্নির সমস্ত আভিতি অপেক্ষা অগ্নির সমুদ্র ভাগে তাহার আভিতি, তাহার যুক্তি, অস্ত্রাস্ত্র আভিতির সহিত ইহাকে সংশ্লিষ্ট করিলে দোষ;—২২ গার্গপত্যের পূর্বদিকে আহবনীয়ের অবস্থাপন ও তাহার যুক্তি;—২৩ ঐ অগ্নির তাহা হইতে আট পা তফাতে স্থাপন;—২৪ এগার পা তফাতে স্থাপন-নিধি,—২৫ বার পা তফাতে স্থাপননিধি, পরিবাণের বিশেষ কোন নিয়ম নাই, যেখানে উপযুক্ত বিবেচিত হইবে সেখানেই স্থাপন করিতে পারা যায়, আট পা'র কম তফাতেও স্থাপন করিতে পারা যায়;—২৬ আহবনীয়ে হবি পাক করিবার অনুকূলে যুক্তি;—২৭ গার্গপত্য পাক কবনের অনুকূলে যুক্তি, ছু আর মধ্যে যে স্থানে ইচ্ছা সে স্থানেই পাক করিতে পারা যায়;—২৮ যজ্ঞা চারি দিকে কৃশবেষ্টন করিলে যজ্ঞ অনগ্র হয়, ব্রাহ্মণের ভোজনে যজ্ঞ তৃপ্ত হয়।]

১। দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা ছ্যালোকে উখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই যে দেব পশুগণের প্রভু, তিনি এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন; সেই জন্ত তাহারা তাহাকে বা শু বা বলিয়া থাকেন, কেননা, তিনি বা শু তে (যজ্ঞভূমিতে) পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন।

২। দেবগণ যাহার দ্বারা ছ্যালোকে উখিত হইয়াছিলেন, তাহার তাহার দ্বারা অর্চনা করিতে করিতে ও শ্রম করিতে করিতে বিচরণ করিতে ছিলেন, এবং এই যে দেব পশুগণের প্রভু,—যিনি এখানে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন,—

৩। তিনি (তাহা) দেখিতে পাইলেন, (এবং বলিলেন—) ‘আসি পরিত্যক্ত হইয়াছি, আমাকে ইহারা নজ্জ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন!’ অনন্তর তিনি উল্লিখিত হইলেন ও উদ্যত (অস্ত্রধারণ করিয়া) উত্তর দিকে গিয়া উপস্থিত হইলেন; (এবং নখন ইহা ঘটনাছিল তখন) তাহা স্থিষ্ট কৃত্তে বস সময় ছিল।

৪। দেবগণ বলিলেন—‘নিষ্ফেপ করিবেন না!’ তিনি বলিলেন—‘(তবে) আমাকে যজ্ঞ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন না! আমার আহুতি কল্পিত করুন!’ তাহারা বলিলেন—‘নাগাষ্ট হইবে!’ তিনি (সেই অস্ত্র) সংস্থত করিলেন, ‘আর ক্ষেপণ করিলেন না, এবং কাঠকেও হিংসাত্ত করিলেন না।’

৫। তাহারা (পরস্পর) বলিলেন—‘আমাদের জ্ঞাত যে পরিমাণ হবি গৃহীত হইয়াছিল, তাহার সমস্তই হোম করা হইয়াছে; অতএব আপনারা চিন্তা করুন যাহাতে আমরা ইহার তত্ত্ব আহুতি কল্পিত করিতে পারি!’

৬। তাহারা অশ্বযুগ্মকে বলিলেন—‘বথাক্রমে হবিসমূহকে (আজ্ঞা দ্বারা) অভিষিক্ত করুন, এবং (অগ্নিরিক্ত আর) একটি খণ্ডের (‘অবদান’) জন্ত পুনর্বার ইধাকে (আজ্ঞা দ্বারা) বর্জিত করুন ও (তাহা দ্বারা হোমকে) অনিঃসার করুন, এবং তাহার পর এক-একটি খণ্ড খণ্ডিত করুন।’

৭। অশ্বযুগ্ম বথাক্রমে হবিসমূহকে (আজ্ঞা দ্বারা) অভিষিক্ত করিলেন, ও একটি অগ্নিরিক্ত খণ্ডে জন্ত পুনর্বার তাহা আজ্ঞা দ্বারা বর্জিত করিলেন ও অনিঃসার করিলেন, এবং তাহার পর এক-একটি খণ্ড খণ্ডিত করিলেন। সেত জন্ত তাহারা (তাঁহাকে—পশুপতিকে) বাস্তব্যা বলিয়া থাকেন, কেননা, হবিসমূহ হত হইলে বাহা (অবশিষ্ট) থাকে তাহা বাস্তব। অতএব যে কোন দেবতার জন্ত হবি গৃহীত হয়, সর্বত্রই স্থিষ্ট কৃত্ত ৫ ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কেননা, দেবগণ ইধাকে সর্বত্রই ভাগ প্রদান করিয়াছিলেন।

২। মূল “অস্বতারা;” সেই বৃথা যায় ইহা একটি বিশেষণ পদ, ইহার বিশেষ্য ‘হেতি’ শব্দ করনা করিতে পারা যায়; অথবা ‘তসু’ শব্দও যুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে অর্থ হইবে—‘বিস্তৃত শরীরের দ্বারা;” See J. Eggeling's note 2, p. 200.

৩। মূল—“বা বিপ্রকীঃ;” সারণ অর্থ করিয়াছেন—“বজ্র বিহীন বা কাণ্ডঃ।”

৪। মূল “নবহুং,” সারণ বলেন—“বজ্র উর্দ্ধ প্রাপকঃ।”

৮। ‘অগ্নিকে (হুং হইতেছে)’, এই বলিয়া গাথা করা হয়, কেননা, সেই দেব অগ্নিই ; এবং এই সমস্ত নাম তাঁহার—শ র্ক, যথা প্রাচাগণ বলিয়া থাকেন, ভ ব, যথা বা হৌ ক গণ বলিয়া থাকেন ; প ত্ত প তি (‘পশুনাং পতিঃ’), ক দ্র ও অ গ্নি ।^১ তাঁহার আর সমস্ত নাম অশাস্ত এবং অগ্নি এইটাই শাস্ততম । এই জন্ত ‘অগ্নিকে (হোম করা হইতেছে), স্থি ষ্টে কৃ ৎ কে (হোম করা হইতেছে)’ এই বলিয়া তাহা করা হয় ।

৯। তাঁহার (দেবগণ) বলিলেন—‘অপর্নি ঐ স্থানে* থাকিতে আমরা যাগ যাগ করিয়াছি, বাহাতে হাতা তালরূপে যাগ করা হয় (‘স্থিষ্টং’), অ পর্নি তাগ করুন !’ তিনি তাঁহাদের জন্ত তাহা তালরূপে যাগ করিয়াছিলেন, এবং সেই নিমিত্ত বলা হয়—‘স্থি ষ্টে কৃ ৎ কে ।’

১০। তিনি (হোতা) অনুবাক্য* উচ্চারণ করিয়া, (প্রযাজ ও আজ্য-ভাগ প্রভৃতিতে) যে সকল (দেবতার যাগ করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে) ও স্থিষ্ট কৃৎ অগ্নিকে (এইরূপে) উল্লেখ করেন—“অগ্নি অগ্নির প্রিয় হবিষ্যুৎসমূহ যাগ করিয়াছেন !” তিনি ইহা দ্বারা আগ্নেয় আজ্যভাগকে বলিয়া থাকেন ;^২—“তিনি সোমের প্রিয় হবিষ্যুৎসমূহ যাগ করিয়াছেন !” ইহাতে তিনি সোম দেবতার আজ্যভাগকে বলিয়া থাকেন ;—“তিনি অগ্নির প্রিয় হবিষ্যুৎসমূহ যাগ করিয়াছেন !”^৩ তহাতে তিনি সেই আগ্নেয় পুরোডাশকে বলিয়া থাকেন, —যাহা উত্তর স্থানেই (দর্শ ও পূর্ণমাসে) অপরিবর্তনীয় ।

১১। অনন্তর তিনি যথাক্রমে সমস্ত দেবতার (উল্লেখ করেন)—“তিনি আজ্যপ দেবগণের প্রিয় হবিষ্যুৎসমূহ যাগ করিয়াছেন !” তিনি ইহাতে প্রযাজ ও অনুযাজ-সমূহকে বলেন, কেননা, প্রযাজ ও অনুযাজ-সমূহই আজ্যপ দেবগণ ।

১। এ স্থানে অগ্নিকে ক্রমের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে ; পত্তুপতি শিবের কথাও এখানে লক্ষণীয়, তিনি উত্তর দিকে (ভূমি : কৈলাস) অভ্রাষিত হইয়াছিলেন (৩. ৩. ২০, কতিকা) । জটবা ৩. ১. ৩. ১০-১২ ; Muir's Original Sanskrit Texts, IV. pp. 328. 329 seq.

২। ‘বাহতির আধারভূত আহবনীর দেশে’—সায়ণ ।

৩। ষিষ্টকৃৎ-অনুবাক্য—ব. স. ১০. ২. ১ ; আশ. প্রো. ১. ৬. ২ ।

৪। জঃ—১. ৩. ৪. ১৩-১৭ ।

৫। এই ও বক্ষ্যমাণ যজ্ঞগুলির জন্ত জটবা—বা. স. ২১. ৪৭ ।

—“তিনি হোতা অগ্নির প্রিয় হবিষগুসমূহ বাগ করিবেন!” ইহা দ্বারা তিনি হোতা অগ্নিকে বলিয়া থাকেন এবং সেই জন্তই দেবগণ ইহার এই আহ্বতি কল্পনা করিয়া তাঁহার পর ইহার (এই মন্ত্ৰের) দ্বারা তাঁহাকে অধিকতর প্রসন্ন করিয়াছিলেন ও এই প্রিয় হবিষগুদের নিকটে^{১০} আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি সেই নিমিত্ত এত প্রকার উল্লেখ করিয়া^{১১} থাকেন।

২২। এখানে কেহ কেহ ‘বাগ করিয়াছেন (‘অবাট্’)^{১২} এই পদের পূর্বে দেবতার নাম করিয়া থাকেন, যথা—‘অগ্নির (প্রিয় হবিষগুসমূহ) বাগ করিয়াছেন!’ ‘সোমের (প্রিয় হবিষগুসমূহ) বাগ করিয়াছেন!’^{১৩} কিন্তু তাহা করিবে না, কেননা, যাহারা ‘বাগ করিয়াছেন’ এই পদের পূর্বে দেবতার নাম করেন, তাঁহারা যজ্ঞে বিরুদ্ধ (অথবা বিহিত ক্রমের বিপরীত, ‘বিলোম’) করিয়া থাকেন; কারণ, তিনি উচ্চারণ করিবার সময় প্রথমে ‘বাগ করিয়াছেন’ এই পদকেই উচ্চারণ করিয়া থাকেন।^{১৪} অতএব ‘বাগ করিয়াছেন’ এই পদকেই তিনি পূর্বে করিবেন।

১৩। (হোতা বলেন)—“তিনি নিজের মহিমাকে বাগ করিবেন!” তিনি যেখানে দেবগণকে ঐ আহ্বান করেন,^{১৫} সেখানেও তিনি তাহা নিজের মহিমাকে আবাহন করেন; কিন্তু (ইহার) পূর্বে (তাঁহার) নিজের মহিমাকে কিছুই (বাগ) করা হয় না, এবং সেইজন্যই তিনি এখানে তাহাকে নীপিত করিয়া থাকেন; তিনি সেতরূপেই (যজ্ঞমানের) অনিচ্ছলতার জন্ত আবাহিত হন। এবং সেই জন্তই তিনি বলেন—“তিনি নিজের মহিমাকে বাগ করেন!”

১০। এ স্থানেও ইহার পূর্বে যে ‘হবিষগু’ পদ লিখিত হইয়াছে, তাহার মূল “ধাম;” মহীধর এ স্থলে তাহার অর্থ করিয়াছেন ‘অবদান’ (বা. ম. ২১. ৪৭)।

১১। “সম্প্রস্তুতি;” “সংস্মরেৎ সত্বয়ানুবধেৎ”—ইতি সাধারণ; ১০ কণ্ডিকা।

১২। পূর্বেই মনষাদি কৃতিকায় যে সকল মন্ত্ৰ বলা হইয়াছে, তাহার অস্মিতে ‘অবাট্’ পদ ছিল, যথা—“অবাট্‌গ্‌ঃ...”^{১৬} কেহ কেহ বলেন যে, অগ্রে দেবতার নাম দিতে হইবে, যথা—“অগ্নেরবাট্‌,” ইত্যাদি। এই দ্বিতীয় মন্ত্ৰ এখানে দৃষিত হইতেছে।

১৩। বাগ করাই এত বলিয়া প্রথমে তাহারই উল্লেখ কর্তব্য;—“বদীকরণস্তেব অভ্যাহিতয়েন প্রথমনিষ্ঠেটব্যং”—সাধারণ।

১৪। সঃ—১. ৩. ৪. ১৭।

১৪।—“সকাম যাগশীলগণ যাগ করুন।” প্রজাগমূহই সকাম, অতএব তিনি ঠাহাতে ইহাদিগকেই যাগশীল করেন, এবং এই প্রজাগমূহ যাগ করিতে আরম্ভ করিয়া অর্চনা ও শ্রম করিতে করিতে বিচরণ করে।

১৫।—“সেই জাতবেদা যজ্ঞসমূহ (সম্পাদন করুন, ”) ও হবি সেবন করুন।” তিনি ইহার দ্বারা যজ্ঞেরই সমৃদ্ধ প্রার্থনা করেন, কেননা, দেবগণ যে হবি সেবন করেন, তাহাতে তিনি মহৎ জয়লাভ করিতে পারেন। এবং তিনি সেই জন্ত বলেন—“হবি সেবন করুন।”

১৬। এহলে যাজ্ঞা ও অনুবাক্য যে (পরস্পর) যোগাত্মক হয়, তাহার কারণ এই যে, স্থিষ্টকৃত (যাগ) তৃতীয় সর্বন ‘ স্থানীয়), এবং তৃতীয় সর্বন বিশ্বদেবসম্বন্ধীয়। ” “ তে তরুণতম, তুমি অভিল্যায়ুক্ত দেবগণকে অত্যন্ত প্রীত কর। ” ” তহা অনুবাক্যার বিশ্বদেবসম্বন্ধীয় রূপ। “ হে যজ্ঞের হোমকারী অগ্নি, তুমি যখন আজ মনুযাগণের নিকট (আগমন কর) । ” ” ১৮ ঠগা যাজ্ঞার বিশ্বদেবসম্বন্ধীয় রূপ। ” ইহার দুইটি (বাচ্য্য ও অনুবাক্য) এইরূপ

১৫। মূল সংহিতায় (২১.৪৭) এখানে “ কৃণাতু ” পদ আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণে তাহা পুত হয় নাই।

১৬। সোমযোগে তিনটি সর্বন বা সোম-অভিযগ হয়, প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায়, ইহাদিগকে যথাক্রমে প্রাতঃসর্বন, মধ্যাহ্ন সর্বন ও তৃতীয় সর্বন বলা হয়। “ অগ্নয়ে নমুভাঃ প্রাতঃসর্বনে,...ইন্দ্রায় কুন্তেভ্যো। মধ্যাহ্নিনে,...বিষ্ণেভ্যো। য়েবেভা অধিত্যেভ্যাতৃতীয়সর্বনে ” — ঐ. ব্রা. ৩. ২. ১। স্থিষ্টকৃত যাগ সব শেষে হয়, এবং তৃতীয় সর্বনও সব শেষে হয়, এই সাম্য ধরিয়া তাহাদের অভেদ কল্পনা; আরও একটি সাম্য আছে, যথা, তৃতীয় সর্বন যেমন বৈশ্বদেব, ইহারও সেইরূপ বৈশ্বদেব।

১৭। “ পিত্রীহি য়েবান্ উশতো যবিত্ত... ” ঋ. স. ১০. ২. ১; তৈ. স. ৪. ৩. ১৩. ১৩।

১৮। “ অগ্নে যদ্য ক্রিণো অক্লরস্য হোতঃ... ” ঋ. স. ৬. ১৫. ১৪; তৈ. স. ৪. ৩. ১৩. ১৪।

১৯। সাধারণ বলেন—উল্লিখিত অনুবাক্যার “ য়েবান্ ” এই বচনচিন্তা পদের দ্বারা তাহাকে ‘ বৈশ্বদেব ’ বলিয়া জানিতে হইবে; এবং যাজ্ঞার “ বিণ্ ” এই বচনচিন্তা পদ তাহাকে ‘ বৈশ্বদেব ’ বলিয়া সূচিত করিয়া দিতেছে। তিনি কিন্তু বক্তৃ ও যজ্ঞে উক্তয় সংহিতাতেই “ বিণ্ ” শব্দটির অর্থ ‘ নমুযজ্ঞ ’ ধরিয়া একবচনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু শতপথে লিখিয়াছেন—“ বিণ্ ” ইতি বহুবচন-লিঙ্গাৎ। ”

হয় বলিয়াই তৃতীয়মবনস্বরূপ হইয়া থাকে। এবং সেইজন্যই এ স্থলে এট যাজ্ঞা ও অমুবাঁক্যা (পরম্পর) যোগাত্মক হয়।

১৭। তাহার দুটটি (যাজ্ঞা ও অমুবাঁক্যা) ত্রিষ্টুপ্ (ছন্দে) হয়; কেননা, ষিষ্টকৃৎ (সঙ্কেত) অবশিষ্ট, ১১ ও যাহা অবশিষ্ট তাহা অবীৰ্য্য, এবং ত্রিষ্টুপ্ শক্তিস্বরূপ, ১২ বীৰ্য্যস্বরূপ; অতএব তিনি ইহাতে অবশিষ্ট ষিষ্ট কৃতে শক্তিকেই বীৰ্য্যকেই স্থাপন করেন। এবং সেট জন্যই তাহার দুটটি ত্রিষ্টুপ্ (ছন্দে) হয়।

১৮। অথবা তাহার উভয়ে অমুষ্টুপ্ (ছন্দে) হয়; কেননা, অমুষ্টুপ্ অবশিষ্ট, ১১ এবং ষিষ্টকৃৎও অবশিষ্ট, অতএব তিনি অবশিষ্টেই অবশিষ্ট স্থাপিত করেন, সেই অবশিষ্ট অভিবন্ধনশব্দে, অতএব যিনি ইহা এইরূপ বলেন ও যাহার (এইরূপ) অমুষ্টুপ্ হয়, তিনি অভিবন্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

১৯। এতলে তা হইবে য অমুবাঁক্যাকে অমুষ্টুপ্ (ছন্দে) এবং যাজ্ঞাকে ত্রিষ্টুপ্ (ছন্দে) করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন—‘আমি এট উভয়েরই (লাভ) পরিগ্রহ করিতেছি;’ কিন্তু তিনি যথ হইতে পণ্ডিত হইয়াছিলেন, এবং পণ্ডিত হইয়া বাহকে বিষম (ভয়) করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি বিচার করিলেন—‘আমি কিছু করিয়া থাকিব ঘাহাতে ইহা ঘটয়াছে’, এবং মনে করিলেন ‘যজ্ঞে আমি বিরুদ্ধ (অথবা ক্রমহীন) অমুষ্ঠান

২০। “বাক্;” পূর্বোক্ত ৭ম কতিকা দ্রষ্টব্য। কোন জবাব ব্যবহারের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার আর সেক্ষণ বীৰ্য্য থাকে না, এবং ষিষ্টকৃৎও ইরূপ।

২১। “ইন্দ্রিয়;” ইন্দ্রিয় শব্দে বীৰ্য্য বুঝায়। ইহার অক্ষরার্থ ‘ইন্দ্রসম্বন্ধী’ ধরিতে পারা যায়। ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট যে সকল মন্ত্র পাঠিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তই ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে। তৈত্তিরীয় সাহিত্যের আছে, প্রজাপতি নিজের বহু ও বন্ধুত্বল হইতে ইন্দ্র, কজিয় ও ত্রিষ্টুপ্ প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এইজন্য ই সকল পদার্থ বীৰ্য্যযুক্ত হইয়াছিল, কেননা বাহ ও বন্ধুরূপ বীৰ্য্যস্থান হইতে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন—“ভস্মাং তে বীৰ্য্যবজ্রা বীৰ্য্যাক্ষস্বজ্ঞা,” তৈ. ম. ১. ১ ১. ৭। সাধারণ বলেন ইন্দ্রের সহিত ঐরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া ত্রিষ্টুপ্কে ‘ইন্দ্রিয়’ বলা হয়।

২২। সাধারণ বলেন, সোমাদিভাবে পারম্পর্য্যভূতি যে ভিন্দিট লক্ষ্য ব্যবহৃত হয়, অমুষ্টুপ্ তাহার মধ্যে, নহে, অতএব তাহা হইতে অভিরুদ্ধ—অবশিষ্ট।

করিয়াছি।' অতএব যজ্ঞে বিরুদ্ধ (অথবা ক্রমহীন) অশ্রুতান করিবে না। তাহারা উভয়ে সমান ছন্দেরই হইবে—উভয়েই অমৃষ্টপ্, বা উভয়েই ত্রিষ্টপ্ (ছন্দের) হইবে।

২০। তিনি (স্রিষ্টকৃৎ অগ্নির জন্ত হবির) উত্তর ভাগ হইতে (এক অংশ) খণ্ডিত করেন, এবং তাহা (অগ্নির) উত্তর ভাগে হোম করেন,^{২০} কেননা, এই (স্রিষ্টকৃৎ) দেবের এই (উত্তর) দিক্। অতএব তিনি উত্তর ভাগ হইতে খণ্ডিত করিয়া উত্তর ভাগে হোম করেন; কারণ, তিনি এই (উত্তর) দিকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন ও সেই স্থানেই তাহাকে তাহারা শাস্ত করিয়া ছিলেন।^{২১} এই জন্ত তিনি উত্তর ভাগ হইতে খণ্ডিত করিয়া উত্তর ভাগে হোম করেন।

২১। তিনি তাহা অপর সমস্ত আহুতি অপেক্ষা সমুখভাগে^{২২} হোম করেন। অপর সমস্ত আহুতিকে অনুসরণ করিয়া পশুসমূহ উৎপন্ন হয়^{২৩} এবং স্রিষ্টকৃৎ (বাগ) রুদ্রসম্বন্ধীয়;^{২৪} তিনি যদি তাহা অপর সমস্ত আহুতির সহিত সংস্পৃষ্ট করেন, তাহা হইলে পশুসমূহকে রুদ্রসম্বন্ধী (শক্তি) দ্বারা বৃদ্ধ করিয়া ফেলেন; এবং তাহাতে (বজ্রমানের) গৃহ ও পশুসমূহ নিকটে স্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। অতএব অপর সমস্ত আহুতি অপেক্ষা সমুখভাগে তিনি তাহা হোম করেন।

২২। বাহার দ্বারা তখন দেবগণ ছালোকে উত্তিত হইয়াছিলেন, সেট বজ্র এই আহবনীয়;^{২৫} আর এখানে বিনি পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, তিনি গার্হপত্য। এইজন্ত তাহারা ইহাকে (আহবনীয় অগ্নিকে) গার্হপত্য হইতে পূর্ব দিকে লইয়া যান।

২০। হবি বতগুলি হইবে তাহাদের প্রত্যেকেরই উত্তর ভাগ হইতে খণ্ডন করিতে হইবে। কা. জ্যো. ৩. ৩. ২৪-২৭।

২১। পূর্ববর্তী অর্থ কণ্ডিকা ত্রষ্টব্য।

২২। ঠিক ওহাঙ্গেরই স্থানে হোম নিবেদন।

২৩। ঐ সমস্ত আহুতির কল পশুজাত।

২৪। ৮ম কণ্ডিকার অগ্নির সহিত রুদ্রের অতএব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

২৫। আহবনীয় বজ্রসাধন বলিয়া সাধা-সাধনের অতএবে আহবনীয়ই বজ্র

২৩। তিনি (অক্ষয়্য) তাহা আট পা^{২২} তফাতে স্থাপন করিবেন, কেননা, গায়ত্রী অষ্টাঙ্করা ; তিনি ইহাতে গায়ত্রী দ্বারাই ছালোকে উখিত হন।

২৪। তিনি তাহা এগার পা তফাতে স্থাপন করিবেন, কেননা ত্রিষ্টুপ্ একাদশাঙ্কর, তিনি ইহাতে ত্রিষ্টুপেরই দ্বারা ছালোকে উখিত হন।

২৫। তিনি বার পা তফাতে স্থাপন করিবেন, কেননা জগতী দ্বাদশাঙ্করা ; তিনি ইহাতে জগতীরই দ্বারা ছালোকে উখিত হন। এখানে কোন (নির্দিষ্ট) পরিমাণ নাট ; তিনি মনে যে স্থানেই (উপযুক্ত) বিবেচনা করিবেন, সেই স্থানেই স্থাপন করিবেন। তিনি যদি (আট পা অপেক্ষা) অল্প পরিমাণও পূর্বদিকে (সেই অগ্নিকে) লইয়া যান, তবে তাহা দ্বারাই ছালোকে উখিত হইয়া থাকেন।

২৬। এস্থলে কেহ কেহ বলিয়াছেন—‘তাহারা আহবনীরে হবিসমূহ পাক করিবেন ; কেননা, দেবগণ ইহা হইতেই ছালোকে উখিত হইয়াছিলেন, ও ইহা দ্বারাই তাঁহার অর্চনা ও শ্রম করিতে করিতে বিচরণ করিয়াছিলেন ; (অতএব) তাহাতেই আমরা হবিসমূহ পাক করিব, তাহাতেই আমরা যজ্ঞ বস্ত্র করিব। যদি তাহারা গার্হপত্যে পাক করেন, তাহা হইলে হবিসমূহের অপস্থলন হয়। আহবনীর যজ্ঞ (অর্থাৎ যজ্ঞসাবন), এবং যজ্ঞেই আমরা যজ্ঞকে বস্ত্র করিব।’

২৭। অথবা তাঁহার গার্হপত্যেই পাক করেন ; কেননা, ইহা (আহবনীর) আহবনীয় ই (অর্থাৎ গোমার্হত), এবং ইহা (আহবনীর) সেক্ষত্ৰ নহে যে, তাঁহার ইহাতে অগ্নিক (বস্তু) পাক করিবেন, কিন্তু ইহা সেরূপ নহে যে, তাঁহার ইহাতে পক্ষ (বস্তু) ধোম করিবেন। অতএব তিনি যেক্ষণ ইচ্ছা করেন সেইরূপই করিবেন।

২৮। সেই যজ্ঞ বলিয়াছিল—‘আসি নগ্নতা হেতু ভীত হইতেছি,’ ‘তোমার অনগ্নতা কি ?’ ‘তাঁহার (কুশসমূহের দ্বারা) চারিদিকে আমাকে পরিবেষ্টন করিবেন।’ সেইজন্য তাঁহার অগ্নিকে চারিদিকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন।** ‘আমি ভয়ানক ভীত হইতেছি।’ ‘তোমার ভুগ্নি কি ?’ ‘ব্রাহ্মণের

২২। “বিক্রম ;” এক পা, বা এক গমকপ।

২৩। ১. ১. ১. ২২ ; ৩২ টীকা উল্লেখ।

তৃপ্তি হইলে আমি তৃপ্ত হই।’ অতএব বজ্র সম্পন্ন হইলে তিনি (বজ্রমানকে) বলিবেন যে, ব্রাহ্মণকে তৃপ্ত করিতে হইবে ; তিনি ইহাতে বজ্রকেই তৃপ্ত করিয়া থাকেন ।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ ।

[১ প্রজাপতির ছহিতৃপ্তবন-বিবরণ আখ্যায়িকা ;—২ দেবগণের তাহাতে অসন্তোষ ;—৩ ক্রমকর্তৃক প্রজাপতির তাড়না, প্রজাপতির অর্ধেক রেতের ভূমিতে পতন ;—৪ দেবগণ ঐ রেত নষ্ট হইতে দেন নাই, দেবগণের ক্রোধ শাস্ত হইলে তাহাদের দ্বারা আহৃত প্রজাপতির চিকিৎসা, সেই প্রজাপতি বজ্রস্বরূপ ;—৫ সেই প্রজাপতি বা বজ্রের ছিন্ন অংশ বাহাতে নৃশা না হইয়া আহুতি-বিশেষ হয় তাহা দ্বারা দেবগণের চিন্তা ;—৬ তৎ গং দেবতাকে তাহা প্রদান করা হয়, তাহা, দেপিয়া ত গের অঙ্গ হওয়া ;—৭ পু বা কে তাহা প্রদান করার তিনি ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে তাহার সমস্ত দাঁত পড়িয়া যায়, এবং এইরূপে বস্ত্রহীন হওয়ায় তাহাকে গিষ্ঠ চক বেওয়া হয় ;—৮ দেবগণ তাহা বৃহস্পতিকে প্রদান করার তিনি তাহা সবিস্তার আজ্ঞার ভক্ষণ করেন ও তাহাতে তাহার কোন পীড়া হয় নাই, তৎ গং প্রভৃতিকে বাহা প্রদান করা হইয়াছিল, তাহার নাম মূলত প্রা শি এ ;—৯ কল-আচমন, কল শান্তিধ্বজ, পশুধ্বজ ইত্যাদি দেবন ;—১০-১১ প্রা শি ত্র দেবন করিবার প্রণালী ;—১২ ছিন্ন প্রা শি ত্র কে বক্রপে ব্রহ্মার নিকটে লইয়া বাইতে হইবে তাহার নির্দেশ ;—১৩ তাহা গ্রহণ করিবার মন্ত্র ;—১৪ তাহার ব্যাখ্যা ;—১৫ ক্রমকর্তৃক তাহার ভোজননের মন্ত্র ;—১৬ মন্ত দ্বারা তাহা ভক্ষণ করার নিবেদ ;—১৭ কল আচমনের পাত প্রক্ষালন ;—১৮ ব্রহ্মার নিকটে ত্র ক্র তা গ লইয়া যাওয়া, তাহার ফল ;—১৯ ব্রহ্মার বাক্যসংঘ ও তাহার প্রয়োজন ;—২০ মানবীয় বাক্য উচ্চারণ করিলে তিনি বিকূলেবতাসম্বন্ধীয় বন্ধ বা বন্ধু জপ করিবেন ;—২১-২২ ব্রহ্মার মন্ত্রবিশেষ পাঠ ।]

১। প্রজাপতি নিজের ছহিতা দোঁ বা উষাকে লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিয়া ছিলেন যে, ‘আমি ইহার দ্বারা মিথুনবান্ হইব!’ এবং (এই চিন্তা করিয়া তাহাতে) তিনি সজ্ঞত হইয়াছিলেন ।”

১। এই আখ্যায়িকাটি বৈদিক সাহিত্যের বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। যথেষ্ট ইহার উল্লেখ আছে। অইব্য—ঐ. বা. ৩. ৩. ২ ; তা. বা. ৮. ২. ১০ ; ঋ. স. ১০. ৬), ৬-৭ ; See Muir's Original Sanskrit Text, IV. p. 45 ; L. p. 107.

২। দেবগণের নিকটে তাহা অপরাধ (বলিয়া বিবেচিত) হইয়াছিল ; তাহারা বলিয়াছিলেন—“যিনি নিজের হুহিতার প্রতি—আমাদের ভগিনীর প্রতি এইরূপ (ব্যবহার) করেন, (তিনি অপরাধী) !”

৩। সেই দেবগণ বলিলেন—“এই যে দেব পুত্রগণের ঈশ্বর, যিনি নিজের হুহিতার প্রতি—আমাদের ভগিনীর প্রতি এইরূপ (ব্যবহার) করিতেছেন, ইনি মর্যাদা অতিক্রম করিয়া বিচরণ করিতেছেন । ইহাকে ‘তাড়না কর !’ ঋত (বাণ)’ আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে তাড়না করিলেন, এবং তাঁহার অর্ধেক রেত অলিত হইয়া পড়িল । ইহা এইরূপত হইয়াছিল ।

৪। এইজন্য ঋষির দ্বারা হহা উক্ত হইয়াছে—“পিতা যখন সজ্ঞত হইয়া ‘নিজের হুহিতাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ও পৃথিবীতে রেত নিক্ষেপ করিয়া ‘ছিলেন,’” এই স্ততি (‘উক্খ’) আ যি মা কৃত (বলিয়া প্রসিদ্ধ) ।’ দেবগণ ঐ রেককে যেক্রপে (গুনকার) উৎপাদিত করেন, তাক তাহাতে বাখ্যাত হইয়াছে ।” সেই দেবগণের ক্রোধ যখন অপগত হইল, তখন তাহারা প্রজাপতির চিকিৎসা করিলেন, এবং সেই শল্যকে কাটিয়া ফেলিলেন । সেই প্রজাপতি বজ্রহী ।

৫। তাহারা পরস্পর বলিলেন—“আপনার চিন্তা করিয়া দেখুন বাহাতে হহ (অর্থাৎ বাণের দ্বারা যজ্ঞের বাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা) বুঝা না হয়, বাহাতে হহা একটি ক্ষুদ্রতর আছিত হইতে পারে ।

২। ২. ১. ২. ৯. ব্রহ্মবা ।

৩। “তখন ঋকর্ষা দেবগণ ক্রমকে উৎপাদন করিয়া তাহাকে বজ্রবাক্তর দ্বারা ও বক্ষক করিয়াছিলেন”—ঋ. স. ১০. ৩১. ৭।

৪। সোম যজ্ঞের তৃতীয় সপ্তমে শস্ত্র নামক স্ততিভাজন যথো ইহা অন্তঃসং ; ইহার মধ্যে একটি সূক্ত বৈশ্বানর অগ্নির (“বৈশ্বানরায় পৃথু পাকসে বিপঃ...” ঋ. স. ৩. ৩), একটি মরুদগণের (“প্রত্বসঃ প্রত্বসঃ...ঋ. স. ১. ৮৭), এবং একটি জাতিবেশীর (“প্রতবাদীমঃ...”—ঋ. স. ১. ১৪৩) । ঐ. ব্রা. ৩. ৩. ১০-১২ ; আখ. শ্রৌ. ৫. ২০. ৫ ।

৫। তৃতীয় দীর্ঘ ব্রহ্মবা ।

৬। তাঁহারা বলিলেন—‘(বজ্রভূমির দক্ষিণ দিকে আসীন ভগ্নের নিকটে ইহা লইয়া চলুন, ভগ্ন ইহা ভোজন করিবেন, এবং এইরূপে ইহা যথাবিধি হৃত হইবে।’ তাঁহারা তাহা দক্ষিণ দিকে আসীন ভগ্নের নিকট লইয়া গেলেন, ভগ্ন তাহা দর্শন করিলেন, এবং তাঁহার চক্ষুদ্বয়কে তাহা নির্দণ্ড করিল।* ইহা সেইরূপই হইয়াছিল, এবং সেইজন্য তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, ভগ্ন অন্ধ !

৭। তাঁহারা বলিলেন—‘ঈশা এখনও শাস্ত হয় নাই, ঈশাকে পুষ্যার নিকটে লইয়া চলুন !’ তাঁহারা তাহা পুষ্যার নিকটে লইয়া গেলেন। পুষ্য তাহা ভক্ষণ করিলেন এবং তাহা তাঁহার দন্তসমূহকে আঘাত করিয়া ফেলিল। ইহা সেইরূপই হইয়াছিল, এবং সেই জন্যই তাঁহারা বলিয়া থাকেন, পুষ্য অদন্তক। অতএব তাঁহারা পুষ্যার জন্ত ব্রহ্ম চক্র কথেন, তাহা প্রাপ্তি (হস্ত) লেখ) দ্বারা করিয়া থাকেন,—বেমন অদন্তকের জন্ত করা হয়, সেইরূপ।

৮। তাঁহারা বলিলেন—‘ঈশা এখনও শাস্ত হয় নাই, বৃহস্পতির নিকটে ইহা লইয়া চলুন !’ তাঁহারা তাহা বৃহস্পতির নিকটে লইয়া গেলেন। বৃহস্পতি আজ্ঞার জন্ত সবিভার নিকট গবিভ হইলেন, কেননা, সবিভাই দেবগণের

৬। শ্রীমদ্ভাগবতে (৪র্থ স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায়) ব্রহ্মস্বজ্ঞ বিনাশে বীঃভদ্রকর্তৃক ভগ্নের চক্ষু উৎপাটন দ্রষ্টব্য—“ভগ্নস্ত নৈবে ভগবান্ পাণ্ডিত্য্য ক্ৰমা ভুবি। উজ্জহার সমস্রোত্কা যঃ শপন্তমসুহৃৎ ॥” পুষ্যার দন্ত ভগ্ন করিতে যথা এ স্থলে উক্ত আছে। বায়ু ও কালিকাপুরাণেও ইহা আছে। See Wilson's Vishnu Purana. p. 61. এই দক্ষস্বজ্ঞের বৈবিক বুল গোপপত্র স্তম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে তাহার উপক্রম এইরূপ—“প্রজাপতিবৈবিক ব্রহ্মস্বজ্ঞভক্তকঃ। সোক্তাময়ত মেবমস্মা আকৃতিঃ সমৃদ্ধিরৌ স্য বজ্রান্নিহাকীরিত। সো বজ্রমন্ত্যম্মা বিধা তদাবিক্রঃ নিরকৃন্তং...”—গৌ. ব্রা. উত্তরভাগ, ১. ২ ; ৯০ পৃষ্ঠা।

বুল শতপথে ইহার দেখণ আখ্যায়িকা চলিয়াছে, গোপথেও সেকুল ; গোপথেও ভগ্নের চক্ষু পড়া, ও পুষ্যার দাঁত ভাঙ্গার কথা আছে। শতপথ অপেক্ষা গোপথের আখ্যায়িকাটি একটু বড়, এবং অন্তান্ত আরও দেবতার বিপত্তির কথা সেখানে বলা হইয়াছে। এসম্বন্ধে উত্তর ভাগেরই একরূপ। দ্রষ্টব্য কোবীতকী ব্রাহ্মণ ৬. ১০ ; এখানেও একান্ত আখ্যায়িকা কিঞ্চিৎ পরিবর্তনে উক্ত হইয়াছে। ইঞ্জিস্টেও এইরূপ একটি পুরাতন আখ্যায়িকা পাওয়া যায় ; See Rajendra Lal Mitra's Introduction to the Gopatha Brahmana, p. 35.

প্রেরয়িতা। তিনি বলিলেন,—‘ইহাতে আমার আজ্ঞা কখন!’ প্রেরয়িতা সবিতা তাহার জন্ত তাহাকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন; এবং সবিতার আজ্ঞায় তাহাকে ভাঙ্গা আর হিংসা করিতে পারে নাই। তাহার পর ইহা শাস্ত হইয়া গিয়াছিল। অতএব ইহা মূলত প্রাশিত্র ইহা।’

৯। তিনি যে প্রাশিত্র ছেদন করেন, তাহাতে তাহাই বহিস্কৃত করিয়া থাকেন—যাহা সেখানে যজ্ঞের আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এবং যাহা ব্রহ্মের ছিল। অনন্তর তিনি জল আচমন করেন, কেননা, জল শাস্তি; সেই জন্ত তিনি জলের দ্বারা শাস্তি করেন।^১ অনন্তর তিনি পশু (ব্রহ্মপ) ইত্যাদি কে ছেদন করেন।^২

১০। তিনি (পুরোডাশ হইতে) বে-পরিমাণ ইটক (প্রাশিত্র) ছেদন করেন, এবং তাহাতে (সেই) শলা (‘শল’) প্রচুত হইয়া যায়; অতএব তিনি যে পরিমাণ হয়^৩ ছেদন করিবেন; এবং তাহার উপরি বা নীচ ইহার অন্ততর দিকে যত প্রদান করিবেন; ইহাতে যাহা শক্ত থাকে তাহা কোমল হয় ও ক্ষরিত হয়। তিনি সেইজন্ত নীচ ও উপর ইহার অন্ততর দিকে প্রদান করিবেন।

১১। তিনি আজ্ঞা উপলিপ্ত করিয়া হবি হইতে ছুইবার ছেদন করিবার পর তাহার উপরে আজ্ঞা অভিষেচন করেন; কেননা, বজ্র হইতে ছেদন করিলে যেকপ হয়, ইহাতে সেইরূপই হইয়া থাকে।

৭। হতাবশিষ্ট যে হবির্ভাগ ব্রহ্মকে প্রদান করা যায়, তাহার নাম প্রাশিত্র। প্রাশিত্র অর্থাৎ ভক্ষণকর্তার (ব্রহ্মার) ইহা—এই অর্থে প্রাশিত্র পদ হয়। অকৃত হলে প্রাশিতা বৃহস্পতি, এবং তাহার জন্ত তাহা হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে প্রাশিত্র বলা হইতেছে। এইজন্যই হরিদ্বামী লিখিয়াছেন—‘প্রাশিতা প্রাপ্তোহন্তেতি প্রাশিত্রম।’

৮। অর্থাৎ ব্রহ্মের সংস্পর্শে যে অনিষ্ট হইতে পারে, তিনি জলের দ্বারা তাহা শাস্ত করেন। ভ্রাঃ—১. ৬. ১. ২১। বক্ষ্যমাণ ইড়া পশুযজ্ঞপ বলিয়া ব্রহ্মের নিকট হইতে তাহা একা করিতে হইবে বলিয়া তিনি জল আচমন করিয়াই এই বিগত অতিক্রম করেন। ভ্রুত্বা ১. ৬. ৩. ১২; এ. ভ্রা. ২. ৪. ৬; ঐ. স. ২. ৬. ৭. ৩।

৯। হতাবশিষ্ট হবির্ভাগ বিশেষ; ইহা রাবিবার জন্য যে পাণ্ড ব্যবহৃত হয় তাহাকে ইড়া-পাত্র বলে। ইড়াপাত্র অথবা কাষ্ঠনির্মিত, দ্বিতারে চারি অঙ্গুলি, এবং দৈর্ঘ্য একপা পরিমাণ পর্জন্ত, চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ একটি বস্ত্র ইহাতে সংলগ্ন থাকে।

১০। কাতারনে বহন বৎ-পরিমাণ, বা শিল্প-পরিমাণ; কা. শ্রো. ৩. ৪. ১।

১২। তিনি তাহা (আহবনীর অগ্নির) পূর্বাদিক দিয়া (ব্রহ্মার নিকট) লইয়া বাইবেন না, (যদিও) কেহ কেহ পূর্বাদিক দিয়া লইয়া গিয়া থাকেন। কারণ, পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত পণ্ডসমূহ পূর্বাভাগে মজমানের নিকট উপস্থিত হয়; এবং তিনি যদি পূর্বাদিক দিয়া লইয়া যান, তবে পণ্ডসমূহকে রুদ্রের (শক্তির) সহিত যুক্ত করেন, এবং তাহাতে ইহার (বজ্রমানের) গৃহ ও পণ্ডসমূহ ত্রিয়মাণ হইয়া পড়ে।^{১১} অতএব তিনি তির্থাক্ (পথেই)^{১২} গমন করিবেন; এবং তাহাতেই পণ্ডসমূহকে রুদ্রের (শক্তির) সহিত যুক্ত করেন না। তিনি তির্থাক্ভাবেই ইহা বহিষ্কৃত করেন।^{১৩}

১৩। তিনি (ব্রহ্মা) তাহা (এই মন্ত্রে) গ্রহণ করেন—“দেব সবিতার প্রেরণায় অশ্বিধ্বয়ের বাহুবৃগলের দ্বারা ও পুষ্যার হস্ত দ্বারা তোমাকে গ্রহণ করিতেছি!”^{১৪}

১৪। ঐ ব্রহ্মপতি সেমন আদেশের জন্ত সবিতার নিকট ধাবিত হইয়াছিলেন,—কেননা সবিতা দেবগণের প্রেরয়িতা,—এবং বলিয়াছিলেন যে, ‘আমাকে আদেশ করুন!’ এবং প্রেরয়িতা সবিতা তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন, ও সেইজন্য সবিতার দ্বারা আদিষ্ট তাঁহাকে তাহা হিংসা করিতে পারে নাই;^{১৫} সেইরূপই তিনি আদেশের জন্য সবিতারই নিকট ধাবিত হন, কেননা সবিতাই দেবগণের প্রেরয়িতা; এবং তিনি বলিয়াছিলেন—‘আমাকে আদেশ করুন!’ প্রেরয়িতা সবিতা তাঁহাকে আদেশ করেন, এবং সেইজন্য সবিতা দ্বারা আদিষ্ট তাঁহাকে তাহা হিংসা করিতে পারে না।

১১। ঋ—১. ৬. ২. ২১।

১২। অর্থাৎ অগ্নি পুঁজি করিয়া, যে পথ দিয়া হোমের জন্য গমনাধিবন করা হয়।

১৩। ঋ—২২ কণ্ডিকা।

১৪। বা. স. ২. ১১. ২৩। কাত্যায়ন (২. ২. ১৫) বলেন—ব্রহ্মা তাহা গ্রহণ করিবার পূর্বে “মিত্রের চক্ষুর দ্বারা তোমাকে দর্শন করিতেছি...” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা তাহা দর্শন করিবেন।
বা. স. কাণ্বশাখা, ২. ৩. ৪; তৈ. স. ১. ১. ৪১।

১৫। ঋ—৮৮ কণ্ডিকা।

১৫। তিনি তাহা (এই মন্ত্ৰে) ভোজন করেন—“অগ্নির মুখের দ্বারা তোমাকে ভোজন করিতেছি।”^{১০} অগ্নিকে কিছুই হিংসা করেনা, এবং সেইরূপ ইহাকেও ইহা হিংসা করে না।

১৬। তিনি তাহা এই ভয়ে দন্তসমূহের দ্বারা খাইবেন না যে,^{১১} ‘পাছে এই রুদ্রের (শক্তি) আমাদের হিংসা করিয়া ফেলে।’ অতএব তিনি দন্তসমূহের দ্বারা খাইবেন না।

১৭। অনন্তর তিনি জল আচমন করেন; কেননা, জল শাস্তি; তিনি শাস্তিস্বরূপ জলের দ্বারা তাহা শাস্ত করেন। তাহার পর তিনি পাত্র পরিক্ষালন করিলে—^{১২}

১৮। তাহার। তাহার নিকট ব্রহ্ম ভাগ^{১৩} লইয়া যান। ব্রহ্মা যজ্ঞের দক্ষিণ দিকে অভিরক্ষক হইয়া উপবেশন করেন; তিনি এই ভাগকে জ্ঞানিয়া সেখানে উপবেশন করিয়া থাকেন। তাহার। যে তাহার নিকটে প্রাশিত্র লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা তিনি (পূর্বেই) ভক্ষণ করিয়াছেন, এবং তাহার পর যে, তাহার। তাহার নিকট ব্রহ্মভাগ লইয়া যান, তাহাতে তিনি ভাগবান্ হইয়া থাকেন, এবং যজ্ঞের বাহা কিছু অসম্পন্ন থাকে, তিনি তাহা অভিরক্ষিত করেন; সেই জন্তই তাহার। তাহার নিকট ব্রহ্মভাগ লইয়া যান।

১৯। ‘ব্রহ্মন্, আমি প্রস্থান করিব?’—(অধ্বর্যুর) এই বচন পর্যান্ত তিনি বাকসংযমী হইয়া থাকিবেন।^{১৪} বাহারা (ঋত্বিকেরা) যজ্ঞের মধ্যে পাক-বজ্জাই ঈড়া (হোম) করেন, তাহার। বজ্জকে বিচ্ছিন্ন ও ক্ষত করেন;

১৬। বা. স. ২. ২. ৪।

১৭। যজু বা. স. ২. ১১. ৩।

১৮। কাভ্যায়ন (২. ২. ২০) বলেন—পাত্র পরিক্ষালন করিয়া ব্রহ্মা (‘বা অগ্নিস্বরূপে’বতা...) ইত্যাদি মন্ত্ৰ দ্বারা, বা. স. কাণ্ডগাথা, ২. ৩. ৬) নানি স্পর্শ করিবেন।

১৯। প্রাশিত্রের দ্বারা ইহাও ব্রহ্মাকে অর্পিত হয়, এইজন্য ব্রহ্মার ভাগ বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্ম ভাগ। ইহা আগ্নেয় পুরোচাশ হইতেই কাটিয়া লইতে হয়।

২০। হ্রঃ—১. ১. ৪. ২।

ব্রহ্মা ঋদ্ধিগুণের মধ্যে প্রেষ্ঠ চিকিৎসক, অতএব ব্রহ্মা (সেই যজ্ঞকে) সমাহিত করেন। কিন্তু তিনি যদি পুনঃ পুনঃ কথা বলেন, তবে সমাহিত করিতে পারেন না। তিনি সেই জন্তই বাক্‌সংযমী হন।

২০। তিনি যদি পূর্বে মানবীয় বাক্য উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণব (বিষ্ণুদেবতা প্রকাশক) ঋক্ বা যজু জপ করিবেন; কেননা, যজ্ঞই বিষ্ণু; অতএব তিনি তাহা দ্বারা গুনকীর যজ্ঞকে আরম্ভ করেন; ইহাই তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত।

২১। তিনি (অধ্বর্যু) যখন বলেন—‘হে ব্রহ্মন, আমি প্রস্থান করিব কি?’ তখন ব্রহ্মা (এই মন্ত্র) জপ করেন—“হে দেব সবিতা, তাঁহারা এই যজ্ঞকে আপনার জন্ত বলিয়াছেন—,”^{২১} তিনি ইহা দ্বারা প্রেরণার জন্ত সবিতার নিকটে উপস্থিত হন, কেননা, তিনি (সবিতা) দেবগণের প্রেরক;—“এবং ব্রহ্মা বৃহস্পতির জন্ত,” কেননা, বৃহস্পতিই দেবগণের ব্রহ্মা; অতএব যিনি দেবগণের ব্রহ্মা হন, তাঁহার জন্তই তিনি তাহা বলেন; এবং সেই জন্তই বলিয়া থাকেন—“ব্রহ্মা বৃহস্পতির জন্ত;”—“অতএব যজ্ঞকে রক্ষা করুন, অতএব যজ্ঞপতিকে (রক্ষা করুন), অতএব আমাকে রক্ষা করুন!” এখানে অস্পষ্টার্থের ভ্রাস্ব কিছু নাই।

২২।—“চক্ষু মন আদ্য দ্বারা প্রীত হউক!”^{২২} এই সমস্ত মনের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইজন্ত তিনি এই সমস্তকে মনেরই দ্বারা প্রাপ্ত হন।—“বৃহস্পতি এই যজ্ঞকে বিস্তারিত করুন! তিনি এই যজ্ঞকে অক্ষত করিয়া সমাহিত করুন!”—যাহা বিনষ্ট হইয়া থাকে, তিনি তাহা ইহা দ্বারা সমাহিত করেন।—“বিশ্বদেবগণ এখানে আনন্দিত হউন!”—বিশ্বদেবগণ অর্থে সমস্ত অতএব তিনি সমস্তেরই দ্বারা ইহাকে সমাহিত করেন। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে, ‘প্রস্থান করুন’ বলিবেন, আর যদি ইচ্ছা করেন, ইহার আদর না করিলেও পারেন (অর্থাৎ তাহা উচ্চারণ না করিলেও পারেন)।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১০ (দৈববৃত্ত) মনু ও জলদান-বিবহক প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা :—১ মনুর প্রজাকামনা, পাক যজ্ঞের দ্বারা বায়ু, সূর্য্য করণ করিতে করিতে একটি ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, কিম্ব ও বরুণের তাঁহার সহিত সম্মিলন :—২ তাঁহাকে নিজের হুহিতা করিবার জন্য নিজ ও বরুণের অনুরোধ, মনুর নিকটে তাঁহার গমন :—৩ তিনি যে মনুর হুহিতা, তাহা তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন, তাঁহাকে যজ্ঞে ব্যবহার করিলে ফল প্রাপ্তির উল্লেখ, মনুকর্তৃক তাঁহার যজ্ঞেব্যবহার :—১০ মনু প্রজাকাম হইয়া তাঁহার দ্বারা বায়ু করেন ও তাহাতে মনুর জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ জাতির উৎপত্তি :—১১ সেই ব্রাহ্মী বস্তুত ইড়া (উল্লামক হৃদিকিশেব) তির আর কিছু নহে, ইড়া দ্বারা বাসের কল কীৰ্ত্তন :—১২ ইড়া পক্ষ-পণ্ডিত করিবার যুক্তি :—১৩ ইড়াখণ্ডনের পর বজ্রবানের জন্য পুরোডাশের পূর্ব্বাধি ছেদন ও স্থানবিশেষে তাঁহার স্থাপন, হোতাকে তাহা প্রদান করিয়া দক্ষিণ দিকে আগমন :—১৪ ইড়া হইতে গৃহীত আজ্য দ্বারা হোতার দক্ষিণ হস্তের অন্ত্রের শেষ পর্ব্বের লেপন, এক হোতার তাঁহার দ্বারা ওষ্ঠ লেপন, তাহার মন্ত্র :—১৫ হোতার দক্ষিণ হস্তের অন্ত্রের মধ্য পর্ব্বকে আজ্যদ্বারা লিপ্ত করার পর হোতৃকর্তৃক তাহা দ্বারা নিজের গুষ্ঠদ্বয় লপন ও তাঁহার মন্ত্র :—১৬ তাঁহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা :—১৭ অগ্নির ইড়ার বণ্ডন :—১৮ ইড়ার স্তুতিপ্রতিপাদক কতকগুলি মন্ত্রকে অনুচ্চস্বরে উচ্চারণ করিবার প্রয়োজন :—১২-২৩ এই মন্ত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা :—২৪ ২৭ উচ্চস্বরে উচ্চারণীয় মন্ত্রের উল্লেখপূর্ব্বক তাৎপর্য্যব্যাখ্যা :—২৮ এই মন্ত্র-ব্যাখ্যা, বেদজ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ রক্ষা করিতে পারেন :—২৯ এই মন্ত্রব্যাখ্যা, দ্যৌ ও পৃথিবী সকলের পূর্ব্ব উৎপন্ন, দেবগণ ইহাদের পুত্র, উক্তমন্ত্রে বজ্রবানের নাম উল্লেখ না করিয়াই আশীঃপ্রার্থনা, নাম উল্লেখ না করিবার উদ্দেশ্য :—৩০ এই মন্ত্র ব্যাখ্যা ও তাহাতে বজ্রবানের জীবনপ্রার্থনা :—৩১-৩৬ বজ্রবানের অন্তান্ত আশীঃপ্রার্থনা :—৩৭ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রেরই অনুবৃত্তি, তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা :—৩৮ বজ্রবান ও ঋত্বিজগণের ইড়াভক্ষণবিধি এবং তাহার উদ্দেশ্য :—৩৯ তৎসম্বন্ধেই অন্তান্ত কথা ও পাঁচ জনের ইড়াভক্ষণ-ব্যবস্থা :—৪০ পুরোডাশকে চারিভাগ করিয়া অন্নদ্বারা বহির উপর স্থাপন :—৪১ অন্নদ্বার্কর্তৃক আদিত্যকে বড় বড় হবি প্রদান ও আদিত্যের তাহা ভক্ষণ ও তাহার কারণ নির্দেশ :—৪২ বজ্রবানের অগ্নীয় মন্ত্র বিশেষ :—৪৩ ঋত্বিজগণের পবিত্র দ্বারা নিজেকে বার্জিন ও তাহার প্রয়োজনকথন :—৪৪ অন্নদ্বার্কর্তৃক এই পবিত্রদ্বয়ের প্রত্যেকের উপরি পরিচাপ ।]

১। যেমন হস্তদ্বয়ের শৌচের জন্য তাঁহার (জল) আনয়ন করেন, সেইরূপ তাঁহার প্রাতঃকালে মনুর নিকটে শৌচসম্পাদক (অর্থাৎ বাহা দ্বারা হস্তপাদাদি প্রক্ষালন করিয়া শৌচ বা শুদ্ধি সম্পাদন করা হয়) জল আনয়ন করিয়া-

ছিলেন। শৌচ করিতে করিতে তাঁহার হস্তদ্বয়ের মধ্যে একটি মংস্ত আসিয়া উপস্থিত হয়।^১

২। ইহা তাঁহাকে বলিল—‘আপনি আমাকে ধারণ করুন, আমি আপনাকে উদ্ধার করিব।’ ‘কাহা হইতে আমাকে উদ্ধার করিবে?’ ‘জল-প্রবাহ এই সমস্ত প্রজাকে বহিয়া লইয়া বাইবে, তাহা হইতে আপনাকে উদ্ধার করিব।’ ‘কি প্রকারে তোমার ধারণ হইতে পারে?’

৩। সে বলিল—‘যে পর্য্যন্ত আমরা কুজ থাকিব, সে পর্য্যন্ত আমাদের অনেকরূপে বিনাশ হয়; মংস্তই মংস্তকে গিলিয়া থাকে। আপনি আমাকে প্রথমে কুজীর (কুঁড়ার) মধ্যে ধারণ করিবেন। আমি তাহা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, একটি খাত খনন করিয়া তাহাতে ধারণ করিবেন। আমি তাহা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে সমুদ্রের মধ্যে আমাকে লইয়া বাইবেন, তখন আমি সমস্ত বিনাশের অতীত হইতে পারিব।’

৪। সে শীঘ্রই মহামংস্ত (‘বব’) হইয়া উঠিয়াছিল; কেননা, সে বৃহত্তম তাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (সে বলিল)—‘এত বৎসরে সেই প্রবাহ আসিয়া উপস্থিত হইবে। আপনি তখন নৌকা প্রস্তুত করিয়া আমার উপাসনা করিবেন, এবং প্রবাহ উদ্ভিত হইলে নৌকা আশ্রয় করিবেন, আমি তাহা হইতে আপনাকে উদ্ধার করিব।’

৫। তিনি তাহাকে এইরূপে ধারণ করিয়া সমুদ্রের মধ্যে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং সে যে বৎসর নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল, সেই বৎসরে নৌকা প্রস্তুত করিয়া তাহার উপাসনা করিয়াছিলেন, এবং সেই প্রবাহ উদ্ভিত হইলে নৌকা আশ্রয় করিয়াছিলেন। সেই মংস্ত তাঁহার নিকটে ভাসিতে লাগিল, এবং তিনি তাহার শৃঙ্গে নৌকার রজ্জু বন্ধন করিলেন, ও তাহা দ্বারা উত্তর গিরির উপরে গমন করিলেন।

১। এই আখ্যায়িকাটি অতি প্রসিদ্ধ। মহাতারতের বৈবস্বত সত্ত্বর আখ্যায়িকার ইহাই মূল। মহাতারত, বনপর্ব, ১৮৭ অধ্যায়; বংস্তপূরাণ, মহাবিশ্বসংবাদ ১. ১; ভাগবত, ৮. ২৬। বাইবেলের মলয়াবন ভূগর্ভীয়।

২। ‘উত্তরং গিরিঃ,’ ‘হিমবতঃ’ ইতি হরিবানী; মহাতারতের হিমবান্ পর্বতের কথা, বলা

৬। সে বলিল—‘আমি আপনাকে উদ্ধার করিয়াছি। আপনি বুঝে নৌকা বন্ধন করুন, পর্ত্তোপরি বর্ত্তমান আপনাকে যেন জল অন্তস্থির করিতে না পারে। জল বত-বত নীচে নামিয়া বাইবে, আপনিও তত তাহা অনুসরণ করিয়া নামিবেন।’ তিনি তদনুসরণে তত-তত নামিয়াছিলেন, এবং সেই জনাই উত্তর গিরির নাম মনু র অ ব ত র ৭।’ প্রবাহ সমস্ত প্রজাকেই বহিয়া লইয়া গিয়াছিল, কেবল এক মনুই অবশিষ্ট ছিলেন।

৭। তিনি প্রজা কামনা করিয়া অর্চনা ও শ্রম করিতে করিতে বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি সেই সময়ে পাকসজ্জের দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন; তিনি ঘৃত, দধি, দধির মাংস (‘মন্ত্’) ও ছানা (‘আমিকা’) জলে হোম করিয়াছিলেন। অনন্তর সংবৎসরের মধ্যে একটি স্ত্রী সজ্জ হন; তিনি (ঘৃত) ক্ষরণ করিতে করিতে উৎখিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পদাচিহ্নে স্ত্রী সঞ্চিত হইয়াছিল। এবং মিত্র ও বরুণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

৮। তাঁহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তুমি কে?’ তিনি বলিলেন—‘মনুর দুহিতা।’ তাহারা বলিলেন—‘তুমি বল যে, তুমি আমাদের (দুহিতা)।’ তিনি বলিলেন—‘না; যিনি আমাকে জন্ম প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহারই।’ তাঁহারা তাহাতে তাগ ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন কি স্বীকার করেন নাই, তাহাঙ্গকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি মনুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন।

৯। মনু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তুমি কে?’ ‘আপনার দুহিতা।’ ‘ভগবতি, তুমি কিরূপে আমার দুহিতা?’ ‘আপনি যে জলে ঐ সমস্ত আহুতি হোম করিয়াছিলেন, যথা—ঘৃত, দধি, দধির মাংস ও ছানা, তাহা হইতেই আপনি আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন। আমি আশীঃস্বরূপা, সেই আমাকে

হইয়াছে;—‘ততো হিমবতঃ শৃঙ্গং বৎসরং তরতর্ধত। তত্রাকর্ষ্য ততো নান্যং স মংস্তঃ কৃৎনন্দন।’
বনপর্ব্ব, ১৮৭. ৪৭-৫৮।

৩। ‘মনোরমসপর্ণশ্চ;’ মহাভারতে তাহার নাম ‘নৌবন্ধন’ উক্ত হইয়াছে; ১৮৭. ৫০।
তুল্য:—‘যত্র নাব প্রভ্রংশনং যত্র হিমবতঃ শিঙ্গঃ’—অথর্ব্বশ ১৯. ৩৯. ৮।

৪। ‘পিব দ্যমেনব;’ ‘পাকসজ্জা’ ইব..., পিব ক্ষরণে, স্ত্রীপ্রভববৎ স্ত্রীং প্রবর্ত্তী;—
ইতি হরিবারী: ‘becoming quite solid’—Eggeling.

আপনি যজ্ঞে ব্যবহার করুন। আপনি যদি আমাকে যজ্ঞে ব্যবহার করেন, তবে, প্রজা ও পশুসমূহে আপনি বহু হইয়া উঠিবেন, আপনি আমার দ্বারা যে আশীঃ প্রার্থনা করিবেন, আপনার তাহা সমস্তই সমৃদ্ধ হইবে।’ তিনি তাঁহাকে যজ্ঞের মণ্যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, কেননা, বাহা প্রবাজ ও অমুযাজের মধ্যে হয়, তাহা যজ্ঞের মণ্য।

১০। তিনি ঐগাকাম হইয়া তাহা দ্বারা অর্চনা ও শ্রম করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন, এবং তাহা দ্বারা এই জাতিকে উৎপাদন করিলেন,— বাহা মম্বুর জাতি (বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে)। তিনি ইহা দ্বারা যে কোন আশীঃ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই ইহার সমৃদ্ধ হইয়াছিল।

১১। তিনি (মম্বুর ছিত্তা) মূলত ই ড়া।^১ যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানিয়া ই ড়া দ্বারা অমুষ্ঠান করেন, তিনি সেই জাতিকে উৎপাদন করেন,—বাহা মম্বু উৎপাদন করিয়াছিলেন ; তিনি ইহা দ্বারা যে আশীঃ প্রার্থনা করেন, তাহার তাহা সমস্তই সমৃদ্ধ হয়।

১২। তাহা (ই ড়া) পঞ্চ ঋণ্ডিত হয় ; কেননা, পশুসমূহই ই ড়া,^২ এবং পশুসমূহ পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট ;^৩ অতএব তাহা পঞ্চ ঋণ্ডিত হয়।

১৩। তিনি ই ড়া কে সম্যক ঋণ্ডিত করিয়া ও পুরোভাশের পূর্স্বাধিক (বজ্রমানের জন্য) তন্ন করিয়া এবার অগ্রে (বহির উপরে) ইহাকে (পুরোভাশের পূর্স্বাধিক) স্থাপন করেন, এবং হোতাকে তাহা (ই ড়া) প্রদান করিয়া দক্ষিণদিকে পমন করেন।

১। ই ড়া পা জী নামক বজ্রের পায়ে ঋণ্ডিত পুরোভাশাদি হবির্ভোজের নাম ই ড়া। ই ড়া পা জী বা ই ড়া পা জ্র অবধকাঠনির্ধিত ও চারি অঙ্গুলি বিস্তারমূলক ; ইহার মধ্যস্থলে এক প. পরিমাপ গর্ভ থাকে, এবং চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ একটী দণ্ড ইহাতে সংলগ্ন করা হয়। ইহাতে ই ড়া স্থাপন করা হয় বলিয়া সেই নামেই এই পাত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

২। পশুজাত স্তব হইতে ই ড়া উপর হইয়াছে বলিয়া ই ড়াকে এখানে পশুর সহিত অংশ করনা করা হইয়াছে। ঐত. স. ২. ৬. ৭. ৩ ; ঐ. ব্রা. ২. ৬. ৬।

৩। ঋঃ—১. ২. ৩. ১৩ ; পশুর চারি পা, ও এক মস্তক, এই পঞ্চ অবয়ব ; অথবা লোম, ত্ব, মাংস অস্থি, ও মজ্জা, এই পঞ্চ অবয়ব। সারণ।

১৪। তিনি হোতার এই স্থানে” (ইড়া হইতে ক্রব দ্বারা গৃহীত আজ্য দ্বারা) লিপ্ত করেন, এবং হোতা তাহা দ্বারা (এই মন্ত্রে) গুষ্ঠদ্বয় লিপ্ত করেন—“তুমি মনের পত্তির দ্বারা হত, আমি তোমাকে অগ্নের ও প্রাণের স্তম্ভ ভোজন করিতেছি।”

১৫। তিনি হোতার এই স্থানে” লিপ্ত করেন, এবং হোতা তাহা দ্বারা (এই মন্ত্রে) গুষ্ঠদ্বয় লিপ্ত করেন;—“তুমি বাক্যের পত্তির দ্বারা হত, আমি তোমাকে বল ও উদ্যানের স্তম্ভ ভোজন করিতেছি।”

১৬। সেই সময়ে মন্ত্র ভীত হইয়াছিলেন যে, ‘এই যে পাকযজ্ঞার্থ ইড়া, ইহা আমার যজ্ঞের অন্ততম (অংশ) ; এখানে রক্ষোগণ যেন আমার যজ্ঞকে নষ্ট করিতে না পারে।’ তিনি ইহা দ্বারা (অর্থাৎ ইড়া হইতে গৃহীত ও গুষ্ঠদ্বয়ে লিপ্ত আজ্য দ্বারা) ‘রক্ষোগণের (আসিবার) পূর্বে ! রক্ষোগণের (আসিবার) পূর্বে !’ এই বলিয়া (নিকৃপজব স্থানে) তাহা (অর্থাৎ ইড়াকে) লইয়া গিয়াছিলেন। ইনি সেই প্রকারেই ‘রক্ষোগণের (আসিবার) পূর্বে ! রক্ষোগণের আসিবার পূর্বে !’ এই বলিয়া (নিকৃপজব স্থানে) তাহা লইয়া যান। ‘পাছে অমূল্য হত ইহাকে (ইড়াকে) ভোজন করিয়া ফেলি’ এই ভয়ে যদিও তিনি (আপাতত) ইহাকে প্রত্যক্ষ ভোজন করেন না, তথাপি, তিনি যে ইহা গুষ্ঠদ্বয়ে লিপ্ত করেন, তাহাতে (নিকৃপজব স্থানে) ইহাকে লইয়া যান।

১৭। অনন্তর তিনি হোতার হস্তে (অ বা স্ত রে ড়া কে)” ঋগ্বিত করেন। (সেইরূপে) সংযুক্ত করিয়াই তিনি তাতাকে (ইড়াকে) প্রত্যক্ষ হোতাতে আশ্রয় গ্রহণ করান; এবং হোতাও, নিজেতে তাহা আশ্রিত থাকায়, যজ্ঞমানের স্তম্ভ আশীঃ প্রার্থনা করেন। তিনি সেইসময়েই হোতার হস্তে (তাহা) ঋগ্বিত করেন।

৮। অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের অন্তঃস্থ শেষ পর্বকে। ৯ম সীকা দ্রষ্টব্য।

৯। অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের অন্তঃস্থ মধ্যম পর্বকে। কা. শ্রৌ. ৩. ৪. ২; আব. শ্রৌ. ১. ৭. ১।

১০। প্রধান ইড়ারই যে অংশ হোতার হস্তে গচ্ছিত করা হয়, তাহার নাম অ বা স্ত রে ড়া। “অস্তা ইতি ইড়ায়াঃ—বা হস্তেহবীয়তে সা অ বা স্ত রে ড়া”—আব. শ্রৌ. ১. ৭. ৩, পূর্ণনারায়ণ-বৃত্ত; কা. শ্রৌ. ৩. ৪. ১০।

১৮। অনন্তর তিনি অমুচ্চস্বরে (ইড়াকে) সমীপে আহ্বান করেন।^{১১} সেই সময়ে যন্ত্র ভীত হইয়াছিলেন যে, 'এই যে পাকযজ্ঞার্থ ইড়া, ইহা আমার যজ্ঞের অঙ্গভূতম (অংশ)। এখানে রক্ষোগণ যেন আমার যজ্ঞকে নষ্ট না করে ' তিনি ইহাতে 'রক্ষোগণের (আসিবার) পূর্বে ! রক্ষোগণের (আসিবার) পূর্বে !' এই বলিয়া অমুচ্চস্বরে তাকে (ইড়াকে) আহ্বান করিয়াছিলেন। ইনি (হোতা) সেই প্রকারেই 'রক্ষোগণের (আসিবার) পূর্বে ! রক্ষোগণের (আসিবার) পূর্বে !' বলিয়া ইহাকে (ইড়াকে) অমুচ্চস্বরে সমীপে আহ্বান করেন।

১৯। তিনি (অমুচ্চস্বরে) সমীপে আহ্বান করেন—“রথন্তর (সাম) পৃথিবীর সহিত সমীপে আহৃত হইয়াছে ; পৃথিবীর সহিত রথন্তর আমাকে সমীপে আহ্বান করুক ! অন্তরিক্ষের সহিত বামদেব্য (সাম) সমীপে আহৃত হইয়াছে ; অন্তরিক্ষের সহিত বামদেব্য আমাকে সমীপে আহ্বান করুক ! ছালোকের সহিত বৃহৎ (সাম) সমীপে আহৃত হইয়াছে ; ছালোকের সহিত বৃহৎ আমাকে সমীপে আহ্বান করুক !” তিনি ইহাকেই (ইড়াকেই) সমীপে আহ্বান করিয়া এই সমস্ত লোক ও এই সমস্ত সামকে সমীপে আহ্বান করিয়া থাকেন।

২০।—“বৃষের সহিত গাভীসমূহ সমীপে আহৃত হইয়াছে !”^{১২}—পশুসমূহ ইড়া, সেইজন্য তিনি তাকে (ইড়াকে) পরোক্ষভাবে সমীপে আহ্বান করে।

১১। ইড়ার শুভিপ্রতিপাদক কতকগুলি মন্ত্র আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলিকে অমুচ্চস্বরে (উপাংশ) জপ করিতে হয়, এবং আর কতকগুলিকে উচ্চস্বরে পাঠ করিতে হয় ; ইহা হোতার কার্য, এবং এই কার্যের বৈদিক নাম ই ডো প হা ন। হোতা যখন ঐ কার্য করেন, তখন যজমান ও ঋত্বিগণ ইড়াকে (বা যজ্ঞান্তরে হোতাকে) স্পর্শ করিয়া থাকেন। কা. শ্রৌ. ৩. ৫. ১১-১২। ই ডো প হা নের বাক্যগুলি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩. ৫. ৮) ও আথ. শ্রৌ. সূত্রে (১. ৭. ৭.) গণিত হইয়াছে ; এবং তৈত্তিরীয়সংহিতায় (২. ৬. ৭) ও মূল ব্রাহ্মণের অনন্তরবর্তী কৃত্তিকাসমূহে তৎসমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

‘আহ্বান করেন’ ইহার মূল “উপস্বয়তে” ; হরিদ্বারী ইহার অর্থ বলেন—“উপপূর্বে। স্বয়তি-রভ্যজ্ঞান্নাং বর্জ্যতে, উপাংক্সুজ্ঞানীতে ইত্যর্থঃ।” তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যে (২. ৬. ৭) সাধারণ “উপস্বয়তে” শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—“উপইং সমীপে যথা ভিত্তি তথাহ্যাব কৃত্যং।”

১২। ‘বৃষের সহিত গাভীসমূহ আমাকে সমীপে আহ্বান করুক !’—এই অংশ এখানে পূর্ণ

তিনি যে বলেন—“বৃষের সহিত,” তাহাতে তিনি ইহাকে সমিধুন করিয়াই সমীপে আহ্বান করেন।

২১।—“সপ্ত হোতার দ্বারা (ইড়া) সমীপে আহৃত হইয়াছে!”—তিনি ইহাতে সপ্ত হোতার” দ্বারা (সম্পাদিত) সোমযাগ দ্বারা ইহাকে সমীপে আহ্বান করিয়া থাকেন।

২২।—“উত্তরণকারিণী ইড়া সমীপে আহৃত হইয়াছে!”—তিনি ইহাতে প্রত্যক্ষ ভাবেই ইহাকে সমীপে আহ্বান করিয়া থাকেন। ইহা (ইড়া) সমস্ত পাপকে উত্তরণ করে, এইজন্য তিনি বলিয়া থাকেন “উত্তরণকারিণী।”

২৩।—“সম্বা খাদ্যা (“ভক্ষ”)” সমীপে আহৃত হইয়াছে!”—প্রাণই সম্বা খাদ্যা, অতএব তিনি ইহার দ্বারা প্রাণকেই সমীপে আহ্বান করেন। “হে কৃ” সমীপে আহৃত হইয়াছে!”—তিনি ইহা দ্বারা (ইড়ার) শরীরকেই সমীপে আহ্বান করেন, তিনি ইহার দ্বারা সমগ্র (ইড়াকে) আহ্বান করেন।

২৪। অনন্তর তিনি (উচ্চ স্বরে) গ্রহণ করেন (অর্থাৎ উচ্চস্বরে বলেন)—“ইড়া সমীপে আহৃত! সমীপে আহৃত ইড়া! ইড়া আমাদিগকে সমীপে আহৃত করুক!” তিনি যে বলেন—“ইড়া সমীপে আহৃত,” তাহাতে সমীপাহৃত

করিয়া লইতে হইবে; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এইরূপই আছে—“উপ বা যেমুঃ সর্হভাঃ স্রমতান্,” পরবর্তী ব্যাকপ্তিতেও এইরূপ বৃত্তিতে হইবে।

১৩। “উপহুতা সপ্তহোত্রা;” কাণ্ডশাখা ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের পাঠ—“উপহুতা সপ্তহোত্রা;” আৰ. শ্রো. সূত্রে (১. ৭. ৭) আছে—“উপহুতা দিব্যাঃ সপ্ত হোতারঃ।”

১৪। সপ্ত হোতা বসঃ—হোতা, অপাতা, ব্রাহ্মণাচ্ছনী, গোতা, বেটা, আগ্নীধ্র ও অচ্ছাবাক।

১৫। “সম্বা খাদ্যা” অর্থে এখানে সোমগান উপলব্ধিত হইতেছে; তৈত্তিরীয় সংহিতায় লিখিত হইয়াছে—“উপহুতা ভক্ষঃ সম্বোত্যাঃ সোমপীথমেবোপহরতে।”

১৬। এখানে কাণ্ডশাখার পাঠ “হরিক্;” বৃক্ষবৃক্ষের লিখিত হইয়াছে—“হো;” তৈত্তিরীয় সংহিতায় ইহার তৎপরিধার্থ আত্মা বা দেহ উক্ত হইয়াছে—“উপহুতাত হো ইত্যাহ, আত্মানমেবোপহরতে।”—ভৈ. স. ১. ৬. ৭।

১৭। এই পর্য্যন্ত মন্ত্র অর্থাৎ ই ডো প হ্রা ন উপাংগু বা অমুচ্চ স্বরে স্বপ করিতে হয়; ইহার পরবর্তী মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে পঠনীয়।

ইহাকেই (ইড়াকেই) প্রত্যক্ষভাবে আহ্বান করিয়া থাকেন ; এবং (সেই সময়ে) তাহা (ইড়া) বেক্রপে ছিল, সেইক্রপেই অর্থাৎ গাভীরূপে ছিল ; এবং যেহেতু গাভী চতুষ্পদ, সেইক্রপে তিনি চারিবার সমীপে আহ্বান করেন ।”

২৫। তিনি চারিবার সমীপে আহ্বান করিতে গিয়া পুনরুক্তির জন্ত নানারূপে সমীপে আহ্বান করেন ; কেননা, তিনি যদি “ইড়া উপহৃত ! ইড়া উপহৃত !” বলিয়া, বা “উপহৃত ইড়া ! উপহৃত ইড়া !” বলিয়া সমীপে আহ্বান করেন, তবে পুনরুক্তি করিয়া কেনেন । “ইড়া উপহৃত” এই বলিয়া তিনি ইহাকে (ইড়াকে) অভিষুখী করিয়া, এবং “উপহৃত ইড়া” এই বলিয়া তিনি ইহাকে পরাষুখী করিয়া সমীপে আহ্বান করেন । “ইড়া আমাদিগকে সমীপে আহ্বান করুক” এই বলিয়া তিনি নিজেকে (তাহা হইতে) বহির্ভূত করেন না, এবং তাহাও (সেই মন্ত্রও) অন্য প্রকার হয় । (দ্বিতীয় বার) “ইড়া উপহৃত” এই বলিয়া তিনি ইহাকে পুনরায় অভিষুখী করিয়া সমীপে আহ্বান করেন ; অতএব তিনি ইহা দ্বারা, (এবং দ্বিতীয় বার “উপহৃত ইড়া” এই কথনের দ্বারা) ইহাকে অভিষুখী ও পরাষুখী করিয়া সমীপে আহ্বান করিয়া থাকেন ।

২৬।—“মানবী (মনুর কন্যা) দ্বতপদা !” মনু ইহাকে অগ্রে ভয়দান করিয়াছিলেন, এই জন্ত তিনি বলেন—“মানবী,” এবং যেহেতু তাঁহার পদে (পদচিহ্নে) দ্বত সংস্থিত হইয়াছিল, সেইক্রপে তিনি বলেন—“দ্বতপদা ।”

২৭। তিনি বলেন—“মৈত্রাবরুণা (মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধীয়া) !” কেননা, তাহা মিত্র ও বরুণের সহিত সজ্ঞত হইয়াছিল, ” এবং তাহাই তাহার মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধীয় প্রকৃতি ; ”—“(তাহা অর্থাৎ ইড়া) দেবকৃত ব্রহ্মারূপে উপহৃত হইয়াছে !” কেননা, তাহা ইহাদের দেবকৃত ব্রহ্মারূপে উপহৃত — “দৈব অধ্বৰ্য্যগণ উপহৃত ! মনুয্যগণ উপহৃত !” তিনি ইহাতে দৈব ও মানবীয় অধ্বৰ্য্যগণকে উপহৃত করেন । (গো-) বৎসসমূহই দৈব অধ্বৰ্য্য, এবং তাহার অপর বাহারা ব্রহ্মিহাছে তাঁদের মানবীয় (অধ্বৰ্য্য) ।

১৮। “ইড়া আমাদিগকে সমীপে আহ্বান করুক !”—ইহীর পর আবার বলিতে হইবে “ইড়া সমীপে আহৃত ! সমীপে আহৃত ইড়া !”

১৯। ৭ম কণ্ডিকা জটয়া ।

২০। “স এব মৈত্রাবরুণো ন্যাহো” ।

২৮।—“যাহারা এই যজ্ঞকে রক্ষা করিবেন, ও যাহারা যজ্ঞপতিকে বর্দ্ধিত করিবে!” যে সকল ব্রাহ্মণেরা (বেদার্থ) শ্রবণ করিয়াছেন ও অনুষ্ঠান (অধীতসান্নবেদ), তাঁহারা এই যজ্ঞকে রক্ষা করেন, তাঁহারা এই যজ্ঞকে বিস্তৃত করেন, এবং তাঁহারা এই যজ্ঞকে উৎপন্ন করেন; তিনি তজ্জন্তই তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করেন। বৎসসমূহই যজ্ঞপতিকে বর্দ্ধিত করে, কেননা, যাহার ইহারা বহুপরিমাণে থাকে, সেই যজ্ঞপতিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন। তিনি সেই জন্তই বলেন—“যাহারা যজ্ঞপতিকে বর্দ্ধিত করিবে।”

২৯।—“মৌ ও পৃথিবী উপহৃত; ইহারা দুইটি (সকলের) পূর্বে উৎপন্ন, ইহাদিগের মধ্যে সত্য (অথবা যজ্ঞ) বর্তমান^{২১}, ইহারা দেবী, এবং দেবগণ ইহাদের পুত্র।” তিনি ইহা দ্বারা মৌ ও পৃথিবীকে উপহৃত করেন,—যাহাদের উপরে এই সমস্ত (বিশ্ব) অধিষ্ঠিত রহিয়াছে।—“এই যজ্ঞমান উপহৃত হইয়াছেন;” তিনি ইহা দ্বারা যজ্ঞমানকে উপহৃত করেন। তিনি যে এখানে (যজ্ঞমানের) নাম গ্রহণ করেন না, (তাহার কারণ এই যে), ইচ্ছাতে পরোক্ষভাবে আশীঃ (প্রার্থিত হইয়া থাকে)। তিনি যদি নাম গ্রহণ করেন, তবে তাহা মানবীয় করিয়া ফেলেন, এবং যাহা মানবীয়, তাহা যজ্ঞের সম্বন্ধে ঋদ্ধিহীন। ‘পাছে আমি যজ্ঞে (কিছু) ঋদ্ধিহীন করিয়া ফেলি’—এই মনে করেন বলিয়াই তিনি নাম গ্রহণ করেন না।

৩০।—“(তিনি) পরবর্তী দেবযাগে উপহৃত।” তিনি ইহা দ্বারা পরোক্ষ ভাবে ইহার (যজ্ঞমানের) জীবন (বা জীবনোবধি) প্রার্থনা করেন; কেননা, লোকে জীবিত থাকিয়া পূর্বে যাগ করিয়া তাহার পর অপর যাগ করে।

৩১। তিনি ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে ইহার জন্ত প্রজ্ঞাকেই প্রার্থনা করেন; কেননা, যাহার প্রজ্ঞা থাকে, তিনি যখন ঐ (পর-) লোকে গমন করেন, তখন এই (ইহ) লোকে তাঁহার প্রজ্ঞা যাগ করে; অতএব পরবর্তী দেবযাগ (অর্থে) প্রজ্ঞা।

২১। হুল—“কতাবরী,” সাধারণ তৈত্তিরীয় সংহিতা ভাষ্যে (২.৬.৭) বলিয়াছেন—“গতশব্দ-
‘বাত্যো যজ্ঞোহনয়োর্বর্জিত ইতি কতাবর্যো।”

৩২। তিনি ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে ইহার জন্ত পশুসমূহকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন ; কেননা, বাহার পশুসমূহ থাকে, সেই পূর্বে যাগ করিয়া তাহার পর আবার যাগ করে ।

৩৩।—“(তিনি) প্রচুর হবি (সম্পাদন) করিবার জন্ত উপহৃত ।” তিনি ইহাতে পরোক্ষভাবে ইহার জন্ত জীবনই (অথবা জীবনোপবিষ্ট) প্রার্থনা করেন ; কেননা, লোকে জীবিত থাকিয়া পূর্বে যাগ করিয়া তাহার পর ভূয়োভূয় হবি (সম্পাদন) করিয়া থাকে ।

৩৪। তিনি ইহাতে পরোক্ষভাবে ইহার জন্য প্রজাকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন ; কেননা, বাহার প্রজা থাকে, সে নিজে এক হইলেও (তাহার) প্রজা দ্বারা হবি দশগুণ করা হয় ; অতএব প্রজা (অর্থে) প্রচুর হবিঃসম্পাদন ।

৩৫। তিনি ইহাতে পরোক্ষভাবে ইহার জন্য পশুসমূহকেই প্রার্থনা করেন ; কেননা, বাহার পশুসমূহ থাকে, সেই পূর্বে যাগ করিয়া অনন্তর ভূয়োভূয়ই হবি সম্পাদন করিতে পারে ।

৩৬। ইহাই আশীঃ—“আমি জীবিত থাকিব, আমার প্রজা হইবে, আমি শ্রী প্রাপ্ত হইব !” তিনি যে পশুসমূহকে প্রার্থনা করেন, তাহাতে শ্রীকে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, কেননা, পশুসমূহই শ্রী ; অতএব এটাই দুই আশীর্বাদের দ্বারা সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় ; সেইজন্য এখানে এই দুইটি আশীঃ করা হইয়া থাকে ।

৩৭।—“দেবগণ আমার এই হবিকে সেবন করুন !”—(এই বলিবার জন্য যজমান) “সেখানে (দর্শপূর্ণ্যাস কর্ণে) উপহৃত ।”^{২২} তিনি ইহার দ্বারা যজ্ঞেরই সমৃদ্ধি প্রার্থনা করেন । দেবগণ যে হবি সেবন করেন, তিনি তাহা দ্বারা মহৎ (বস্তু) অন্ন করিয়া থাকেন ; এবং সেইজন্যই তিনি বলেন—“(তাঁহারা) সেবন করুন !”

৩৮। তাঁহারা (যজমান ও ঋত্বিজগণ) তাহা (ইড়া) ভোজনই করেন, অগ্নিতে হোম করেন না ; কেননা, পশুসমূহই ইড়া, এবং তাঁহারা ভয়

২২। “ইহা এবর্তমান মদীয় হবিসেবা কুৎস্থানিতি যজুঃ তন্নি দর্শপূর্ণ্যাসকর্ণনি যজমান উপহৃত ইতি”—ঔ. স. ভাষ্যে (২. ৩. ৭.) সাধন ।

করেন যে, “পাছে আমরা পশুসমূহকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ফেলি।” সেইজন্য তাঁহারা অগ্নিতে হোম করেন না।

৩৭। তাহা হোতার, যজ্ঞমানে ও অধ্বৰ্য্যভে^{১০} প্রাণসমূহে হৃত হয়। পুরোডাশের ষাঠা পূর্বার্দ্ধ, তিনি তাহা ভগ্ন করিয়া ক্রবার অগ্নে স্থাপন করেন। যজ্ঞমানই ক্রবা ; অতএব তাহা যজ্ঞমানেরই দ্বারা ভক্ষিত হয়। ‘পাছে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকিতে ভোজন করি’—এই মনে করিয়া তিনি যদিও প্রত্যক্ষ ভক্ষণ করেন না, তথাপি তাহাতে ইহার তাহা ভক্ষণ করা হয়। সকলে (ইড়া) ভক্ষণ করেন ; কেননা তিনি মনে করেন যে, ‘আমার (ইড়া) সকলে হৃত হইবে।’ (তাঁহারা) পাঁচ জন ভক্ষণ করেন ; কেননা, পশুসমূহই ইড়া, এবং পশুসমূহ পক্ষাবয়বযুক্ত। সেইজন্য পক্ষ জন ভক্ষণ করেন।

৪০। অনন্তর তিনি (হোতা) যখন (উচ্চস্বরে) প্রেরণ করেন,^{১১} তখন তিনি (অধ্বৰ্য্য) পুরোডাশকে^{১২} চতুর্দ্ধা (বিভক্ত) করিয়া^{১৩} বহির উপর স্থাপন করেন। তাহা (অর্থাৎ পুরোডাশকে চারিভাগ করিয়া স্থাপন) পিতৃগণের ভাগের জন্য হইয়া থাকে ; কেননা, অবাস্তব দিক্ চারিটি, এবং অবাস্তব দিক্-সমূহই পিতৃগণ। সেইজন্য তিনি পুরোডাশকে চতুর্দ্ধা করিয়া বহির উপর স্থাপন করেন।

৪১। তিনি (হোতা) যখন বলেন—“দ্যৌ ও পৃথিবী উপহৃত,” তিনি (অধ্বৰ্য্য) তখন আগ্নীধ্বকে (ব ড় ব ত্ত)^{১৪} সমর্পণ করেন, এবং আগ্নীধ্ব তাহা (এই মন্ত্রে) ভক্ষণ করেন—“পৃথিবী মাতা উপহৃত হইয়াছেন, পৃথিবী

২৩। হরিদ্বাদী বলেন—এখানে ক্রবা ও আগ্নীধ্বও বিবক্ষিত, কেননা ইহাদ্বয়কে লইয়াই ইহার পরে পাঁচ জনের কথা বলা হইয়াছে।

২৪। ২৪ কণ্ডিকা ঋত্ব্য।

২৫। আগ্নেয় পুরোডাশকে।

২৬। কাত্যায়ন শ্রৌতস্বরে পুরোডাশ ভাগ করিবার এই মন্ত্রটি বিবর্তিত হইয়াছে :—ব্রহ্ম পিতৃব্যযুর্ধ্বে বৃদ্ধ প্রজ্ঞাং মে বৃদ্ধ পশুং মে বৃদ্ধ...” ইত্যাদি। ঋত্ব্য—শ্রৌ. ৪. ২. ২ ; আপ. শ্রৌ. ৪. ১০. ২ ; ১১. ৩।

২৭। ইড়া উপহৃত হইলে অধ্বৰ্য্য আগ্নীধ্বের হস্তে ইড়ায় যে অংশদ্বিশ্ব প্রদান করেন, তাহার নাম ব ড় ব ত্ত।

মাতা আমাকে উপহৃত করুন! অগ্নীত্রকর্ষ-চেতু (আমি) অগ্নি (-স্বরূপ); (অগ্নিস্বরূপ আমাতে ইহা) শোভনরূপে হৃত হউক ('স্বাহা')! পিতা দ্যৌ ('দ্যৌস্পিতা') উপহৃত হইয়াছেন, পিতা দ্যৌ আমাকে উপহৃত করুন! অগ্নীত্র-কর্ষচেতু আমি অগ্নি (-স্বরূপ); (অগ্নি-স্বরূপ আমাতে ইহা) শোভন ভাবে হৃত হউক!"^{২৮} এই অগ্নীত্র দ্যৌ ও পৃথিবী (-স্বরূপ); সেইজন্য তিনি (য ড ব ত কে) এইরূপে ভক্ষণ করেন।

৪২। আর যখন তিনি (হোতা) আশীঃ প্রার্থনা করেন, তিনি (যজমান) তখন (এইমত্ৰ) জপ করেন—“ইন্দ্র আমাতে এই ইন্দ্রিয়কে (ইন্দ্র-শক্তিকে) স্থাপন করুন! ধন ও ধনশালিগণ আমাদিগকে সেবা করুক! আমাদের আশীর্বাদসমূহ হউক! আমাদের আশীর্বাদসমূহ সত্য হউক!”^{২৯} ইহা আশীর্বাদ সমূহেরই স্বীকার; অতএব স্বত্বিগুণ এখানে যজমানের জন্য যে সকল আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন, তিনি ইহার দ্বারা সেই সকলকেই স্বীকার করিয়া নিজে করেন।

৪৩। অনন্তর তাঁহার প বিত্র-দ্বয় (অথবা পবিত্রদ্বয়স্থিত জল) দ্বারা (নিজেকে) মার্জ্জন করেন; কেননা, তাহার মনে করেন যে, “আমরা এই পাকযজ্ঞার্থে ইডার দ্বারা অনুষ্ঠান করিয়াছি, ইহার পর যজ্ঞের বাহ্য অসম্পূর্ণ আছে, তাহা আমরা পবিত্র দ্বারা পূত হইয়া সম্পাদন করিব;” তাহার সেইজন্য পবিত্র (বা পবিত্রস্থিত জল) দ্বারা নিজেকে মার্জ্জন করেন।^{৩০}

৪৪। তিনি (অধ্বর্যু) সেই পবিত্র দুইধানিকে প্র স্ত রে র উপর তাগ করেন। যজমানই প্র স্ত র (-স্বরূপ), এবং প্রাণ ও উদান পবিত্রদ্বয়-(-স্বরূপ); অতএব তিনি তাহা দ্বারা যজমানে প্রাণ ও উদানকে স্থাপন করেন; তিনি সেই জন্তই প্র স্ত রে র উপর পবিত্রদ্বয় তাগ করিয়া থাকেন।^{৩১}

২৮। বা. স. ২. ১০. ২; ১১. ১।

২৯। বা. স. ২. ১০. ১।

৩০। কাত্যায়ন (কা. শ্রো. ৩. ৪. ২৪) বলেন মার্জ্জনসময়ে এই মন্ত্রটি উচ্চারণীয়—“ওষধি ও জলসমূহ আমাদের সম্বন্ধে হস্তিকৃত হউক; এবং যে ব্যক্তি আমাদেরকে খেব করে, ও বাহ্যকে আমরা খেব করি, তাহার সম্বন্ধে অনিহৃত হউক;”—বা. স. ৩. ২২. ৩।

৩১। কাণ্বশাখা এ কতিকা নাই।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১—অ হু বা জ বাগের অগ্নিকে প্রবল করিবার নিমিত্ত আহবনীয় অগ্নি হইতে দুইখানি জলন্ত সন্দিগের অপসারণ ;—২ ঐ অপসারিত কাষ্ঠদ্বয়ের দ্বারা পুনর্বার সংস্পর্শ করিয়া অগ্নিকে প্রবল করা ;—৩ আগ্নীধ্বকর্তৃক পূর্বরক্ষিত সন্দিগের অগ্নিতে নিক্ষেপ ;—৪ হোতৃকর্তৃক সন্দিগের অনুসন্ধান, ঐ মন্ত্র, হোতা সেই কর্তৃক না জানিলে নিজে বহমানই তাহা করিবেন ;—৫ সমুচ্ছল করিবার উদ্দেশে অগ্নির সার্জন, এক-একটি পরিধিতে তিন-তিন বার না করিয়া এক-একবার সম্ভার্জন করিবার কারণ-নির্দেশ ;—৬ সম্ভার্জন করিবার মন্ত্র, মন্ত্রগত পদবিশেষের ব্যাখ্যা ;—৭ অ হু বা জ-নামক বাগের আরম্ভ, অ হু বা জ শব্দের ব্যুৎপত্তিপ্রদর্শন ;—৮—৯ অনুবাহকের স্ততির জন্ত অর্থবাণ ;—১০ অনুবাহক-সমূহের মধ্যে প্রথমে বর্হির বাণ, তাহার যুক্তি, ঋগ্বৈদী কনিষ্ঠ চন্দ্র বলিয়া প্রথম হইতে পারে না, ঋগ্বৈদীর স্তোত্ররূপে দ্ব্যলোক হইতে দোহ-আনয়ন ;—১১ জগতী চন্দ্রকে প্রথম করিবার যুক্তি ও জগতী-শব্দের ব্যুৎপত্তি ;—১২ ন রা শং সের বাণ, নরাশংস-শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ ;—১৩ শেষে অগ্নির বাণ, এবং কারণপ্রদর্শন ;—১৪ যাজ্ঞা পাঠ করিবার জন্ত অবশ্যকর্তৃক হোতার প্রার্থনা, হোতার 'দেব'-শব্দোন্মেষে তাহা পাঠ করিবার যুক্তি ;—১৫-১৬ অনুবাহকের দেবতা বর্হি, নরাশংস ও অগ্নি, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেই এখানে বিচার করা হইতেছে যে, সর্বত্র দেবতারই উদ্দেশে বসট্কার উচ্চারণ ও হোম করা হইয়া থাকে, কিন্তু অনুবাহকসমূহে প্রসিদ্ধ কোন দেবতা নাই, সেইজন্য মন্ত্রগত পদব্দয় ব্যাখ্যা করিয়া দেবান হইতেছে যে, ইহাতে ইন্দ্র ও অগ্নি প্রসিদ্ধ দেবতা আছে, এবং দেবতারই উদ্দেশে বসট্কার ও হোম করা সিদ্ধ হয় ;—১৭ অনুবাহকের পর আজা দ্বারা হোম করিলে শত্রু বশীভূত হয় ।]

১। তাঁহার (বহমান ও ঋগ্বিগ্গণ) অ হু বা জ-সমূহের জন্ত এই দুইখানি জলন্ত কাষ্ঠ (আহবনীয় হইতে) অপবাহিত করেন । এই সময়ে অগ্নি গতবীৰ্য্যের স্তায় হইয়া পড়ে, কেননা, তাহাকে দেবগণের বজ্র বহন করিতে হইয়াছিল ; এবং যেহেতু তাঁহার মনে করেন যে, 'আমরা অগতবীৰ্য্য (অগ্নিতে) অ হু বা জ-সমূহ সম্পাদন করিব, সেইজন্য তাঁহার এই দুই খানি জলন্ত কাষ্ঠ অপবাহিত করেন ।

২। তাঁহার (ঐ কাষ্ঠ দুইখানিকে) পুনর্বার (ঐ অগ্নির সহিত) সংস্পর্শ করেন, ও তাহা দ্বারা পুনর্বার অগ্নিকে বর্দ্ধিত ও অগতবীৰ্য্য করেন ; কেননা, তাঁহার মনে করেন যে, 'ইহার পর বজ্রের দ্বারা কিছু অসম্পূর্ণ আছে,

তাহা আমরা অগতবীৰ্য্য (অগ্নিতে) সম্পাদন করিব।’ তাঁহারা সেই জন্তই পুনরুদার সংস্পৃষ্ট করেন।

৩। অনন্তর তিনি (আগ্নীত্র) সমিৎ^১ নিক্ষেপ করেন। তিনি ইহা দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) সন্দীপ্তই করেন; কেননা, তাঁহারা মনে করেন যে, ইহার পর যজ্ঞের যাহা অসম্পূর্ণ আছে, তাহা আমরা সন্দীপ্ত (অগ্নিতে) সম্পাদন করিব।’ তিনি সেইজন্ত সমিৎ নিক্ষেপ করেন।

৪। হোতা তাহা (সেই সমিৎকে, এই মন্ত্রে) অহুমন্ত্রিত করেন—“হে অগ্নি, ইহা তোমার সমিৎ; তুমি ইহার দ্বারা বর্দ্ধিত ও আপ্যায়িত হও, এবং আমরাও বর্দ্ধিত ও আপ্যায়িত হই।”^২ তখন যেমন তিনি সন্দীপ্যমান (অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া) উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ করেন। ইহা হোতার কৰ্ম্ম; কিন্তু যজ্ঞমান যদি মনে করেন যে, হোতা তাহা জানেন না, তবে, তিনি স্মরণই তাহা অহুমন্ত্রিত করিবেন।

৫। অনন্তর তিনি (আগ্নীত্র) অগ্নিকে সম্ভার্জন করেন। তিনি ইহা দ্বারা তাহাকে (হবিবর্হনের জন্ত) বৃদ্ধ করেন; কেননা, তিনি মনে করেন যে, ইহার পর যজ্ঞের যাহা অসম্পূর্ণ আছে, তাহা ইহা বৃদ্ধ হইয়া দেবগণের নিকটে বহন করিবে।’ তিনি সেইজন্ত সম্ভার্জন করেন।^৩ তিনি (পরিধি ত্রয়ের এক-একটিতে) এক-একবার করিয়া সম্ভার্জন করেন; কেননা, তিনি অগ্নে দেবগণের জন্ত তিন তিনবার করিয়া সম্ভার্জনা করিয়া থাকেন;^৪ ‘দেবগণের জন্ত যেমন করা হইয়াছিল, পাছে আগ্নি সেইরূপ করিয়া ফেলি’—ইহাই তিনি মনে করেন, এবং সেইজন্তই এক-একবার সম্ভার্জন করেন—অপুনরুক্তির নিমিত্ত; তিনি যদি তিনবার করিয়া পূৰ্ণে ও তিনবার করিয়া পরে সম্ভার্জন করেন, তবে পুনরুক্তি করিয়া ফেলেন। সেইজন্ত তিনি এক-একবার করিয়া সম্ভার্জন করেন।

১। অহুমন্ত্রিত হইয়া যে সমিৎ পূৰ্ণে রক্ষিত হইয়াছিল, ইহা সেই সমিৎ; ব্রহ্মব্য ১. ৩. ৩. ৩৮।

২। য়া. স. ২. ১৪. ১।

৩। সম্ভার্জন করায় উদ্ভক্ত অগ্নিকে উজ্জ্বল করা।

৪। ব্রহ্মব্য—১. ৩. ৩. ১৪।

৬। তিনি (এই মন্ত্বে) সম্ভার্কন করেন—“হে অন্নজয়কারী অগ্নি, তুমি অগ্নের উদ্দেশে গমন করিয়াছিলে, এতাদৃশ অন্নজয়কারী তোমাকে সম্ভার্কন করিতেছি।” তিনি অগ্নে বলিয়াছিলেন—“(অগ্নের উদ্দেশে) তুমি গমন করিবে, এতাদৃশ তোমাকে (‘সরিষ্যন্তঃ’),” কেননা, তখন তাহা গমন করিবে বলিয়া থাকে; আর এখানে তিনি বলেন—“(অগ্নের উদ্দেশে) তুমি গমন করিয়াছিলে, এতাদৃশ তোমাকে (‘সম্বাৎসং’),” কেননা, তাহা এখানে গমন করিবার পরে থাকে, তিনি সেইজন্ত বলেন—“তুমি গমন করিয়াছিলে, এতাদৃশ তোমাকে।”

৭। অনন্তর তিনি অন্ন বা জ-সমূহ অন্নুষ্ঠান করেন। তিনি এই যজ্ঞের দ্বারা যে সকল দেবতাকে আহ্বান করেন, এবং যে সকল দেবতার যজ্ঞ ইহা সম্পাদিত হয়, তাহাদের সকলেরই তখন বাগ করা হইয়া থাকে; অতএব যেহেতু সেই সমস্ত দেবতার বাগ হইয়া যাইবার পর পশ্চাতে তিনি (আর একবার) বাগ করেন, সেইজন্ত ইহাদের নাম অন্ন বা জ।

৮। তিনি যে অন্ন বা জ-সমূহ অন্নুষ্ঠান করেন, (তাহার কারণ এই) —ছন্দোগণই অনুবাজসমূহ,^১ এবং পশুসমূহই দেবরুদ্রের ছন্দোগণ; অতএব পশুসমূহ যেমন (যানাদিতে) যুক্ত হইয়া মনুবাগণের (ভার) বহন করে, ছন্দোগণও সেইরূপ যুক্ত হইয়া দেবগণের যজ্ঞ বহন করে। যে স্থানে ছন্দোগণ দেব-সমূহকে স্তুতিপিত করিয়াছিল, এবং দেবসমূহও ছন্দোগণকে স্তুতিপিত করিয়াছিল, তাহা তখন হইয়াছিল,—যখন ইহার পূর্বে ছন্দোগণ যুক্ত হইয়া দেবসমূহের যজ্ঞ বহন করিয়াছিল এবং যখন তাহারা (তাঁহা দ্বারা) ইহাদিগকে স্তুতিপিত করিয়াছিল।

৯। তিনি যে অনুবাজসমূহ অন্নুষ্ঠান করেন, (তাহার অপর কারণ এই) —ছন্দোগণই অনুবাজসমূহ; অতএব তিনি ইহার দ্বারা ছন্দোগণকেই স্তুতিপিত করেন, এবং সেইজন্তই অনুবাজসমূহ অন্নুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব তিনি যে বাহন দ্বারা যাবিত হইবেন তাহাকে বিযুক্ত করিয়া বলিবেন—

১। বা. ম. ২. ১৪. ২-৩।

৩। জঃ—১. ৩. ১. ১; বা. ম. ২. ১. ১; কা. প্রো. ৩. ১. ১৩; ও. ৫. ৩৪।

৭। অষ্টক :—১. ২. ৫. ৮-৯।

‘ইহাকে (জল) গান করাও, ইহাকে তৃপ্ত কর!’ ইহাই বাহনের প্রসন্নতা-সম্পাদক।’

১০। তিনি প্রথমে বর্হি কে যাগ করেন। গায়ত্রী (অক্ষরসংখ্যার) কনিষ্ঠ ছন্দ হইলেও ছন্দোগণের মধ্যে প্রথমরূপে যুক্ত হয়,* এবং তাহা বীর্ঘ্য-হেতু; কেননা, তাহা স্তেন হইয়া ত্র্যলোক ইহিতে সোম আহরণ করিয়াছিল। তাঁহারা ইহা অব্যবস্থিত বিবেচনা করেন যে, গায়ত্রী কনিষ্ঠ ছন্দ হইলেও ছন্দোগণের মধ্যে প্রথমরূপে যুক্ত হয়। অনন্তর দেবগণ এই অমুযাজসমূহে ছন্দোগণকে (এই ভয়ে) যথাব্যবস্থাপ্রকৃতি করিয়াছেন যে,” পাছে নিকৃষ্ট প্রশংসনীয়তর হইয়া পড়ে।”

১১। তিনি প্রথমে বর্হি কে যাগ করেন। এই লোকই বর্হি, এবং ওষধিসমূহও বর্হি; অতএব তিনি ইহার দ্বারা লোকেই ওষধিসমূহ স্থাপন করেন, এবং এই ওষধিসমূহ এই লোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত জগৎ ইহার (এই বক্ষ্যমাণ জগতী-ছন্দের) মধ্যে রহিয়াছে; সেইজন্য ইহা জগতী, এবং এই নিমিত্তই তাঁহারা ইহাকে প্রথম করিয়াছিলেন।

১২। অনন্তর তিনি দ্বিতীয় স্থানে ন রা শং স কে যাগ করেন। অস্ত-রিক্‌ই নরাশংস; নর (-শব্দে) প্রজা, এই প্রজাসমূহ অস্তরিক্‌ লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত কথা বলিতে বলিতে বিচরণ করিয়া থাকে, এবং সে (অর্থ্যাৎ ঐ নর) তখন কথা কহে (‘বদতি’), তাঁহারা তখন বলিয়া থাকেন যে, সে বলিতেছে (‘শংসতি’); সেই জন্য ন রা শং স (-শব্দে) অস্তরিক্‌,” এবং অস্তরিক্‌ই ত্রিষ্টুপ্‌;” অতএব তাঁহারা ত্রিষ্টুপ্‌কে দ্বিতীয় স্থানে করিয়াছিলেন।

৮। অঃ—১. ৩. ১. ৩।

৯। অঃ—১. ৫. ৪. ১।

১০। জগতী গায়ত্রী অপেক্ষা অক্ষরগরিমাণে বৌ বনিয়া দেবগণ জগতীকেই প্রথম করেন। পরবর্তী কণ্ডিকা ত্রুট্য।

১১। “পাপবস্ত্রসং;” “পাপং জ্যোষ্ঠাপেক্ষা কনিষ্ঠং, তৎ পাপকমেব, বস্ত্রসং প্রশস্ততরং,”—হরিখারী।

১২। “নরাঃ প্রজাঃ শংসন্তি বসন্তাদিহিতি অস্তরিক্‌ নরাশংসঃ”—হরিখারী।

১৩। “মধ্যমদ্বাদ্ একাংশতাপ্রদাচ্—দশ দিশঃ আত্মনৈকাংশং, ব্রহ্মসংবাদ্ বা”—হরিখারী; ত্রিষ্টুপ্‌ যেমন প্রধানত্ব তিন ছন্দের (জগতী, ত্রিষ্টুপ্‌ ও গায়ত্রী) মধ্যে বর্ত্তা, অস্তরিক্‌ও সেইরূপ

১৩। তাহার পর শেষ অগ্নি। গায়ত্রীই অগ্নি; সেইজন্য তিনি গায়ত্রীকে শেষে (বাগ) করিয়া থাকেন। এইরূপ যথাযথ ভাবে বিহিত হওয়ায় ছন্দসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এবং সেই জন্তই ইহাতে নিকট প্রশস্ততর হয় নাই।

১৪। অধ্বৰ্য্য (হোতাকে) বলেন—“আগনি দেবগণকে বাগ করুন (অর্থাৎ দেবগণের উদ্দেশে যাজ্ঞা পাঠ করুন)!” এবং হোতা সর্বত্র (অমু-যাজ্ঞত্রে) ‘দেবকে দেবকে!’—এই বলিয়া (যাজ্ঞা পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া থাকেন)। ছন্দসমূহই দেবগণের দেবস্বরূপ হইয়া থাকে, কেননা, ইহাদের পশু-সমূহ আছে, এবং পশুসমূহ গৃহ ও প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ, এবং ছন্দগণই ইহা আছে অমু-যাজ্ঞসমূহ।” সেইজন্যই অধ্বৰ্য্য বলেন ‘দেবগণকে বাগ করুন’, এবং হোতা সর্বত্র ‘দেবকে দেবকে!’ (বলিয়া যাজ্ঞা পাঠ আরম্ভ করেন)।

১৫। তিনি বলেন—“(দেব বহি, বা দেব নরাশংস) ধনসেবনকারী (অথবা ধনদানকারী) ও ধনদানকারীর জন্ত...” দেবতারই উদ্দেশে

পৃথিবী ও দ্যুলোকের স্বাবর্ত্তা; ত্রিষ্টুপের যেমন একাদশ অক্ষরের পাদ, অন্তরিক্ষেরও সেইরূপ দশমিক ও স্বয়ং এক—এই একাদশ সংখ্যার বোগ আছে; অথবা ত্রিষ্টুপ ও অন্তরিক্ষ উভয়ই যথাসংখ্যায় ঋগ্বেদের সহিত সম্বন্ধ; এই সংখ্যায় অবলম্বন করিয়া অন্তরিক্ষকে ত্রিষ্টুপ বলা হইয়াছে।

১৬। এখানে প্রশস্তি হেতুসমূহ আদিশ্লষ্ট বৃত্তে পারি নাই। মূল এই:—“যেবানং বৈ দেবাঃ সন্তি ছন্দোন্ত্রেণ পশবোহুংগাঃ গৃহা হি পশবঃ প্রতিষ্ঠা হি গৃহাঃ ছন্দোঃসি বা অমুযাজ্ঞাস্ত্রাদ্ দেবানং...” ভাষ্যকার বলেন—অমুযাজ্ঞে বহি, ন রাশংস, ও অগ্নি এই তিন দেবতা; যাজ্ঞা পাঠ করিবার সময় হোতার বহিপ্রভৃতি বলিয়াই পাঠ করা উচিত, তাহা না করিয়া দেবশব্দ উচ্চারণ করিবার কারণ কি? এই কারণ যে, অমুযাজ্ঞসমূহের দেবতা হইতেছে ছন্দোপগণ, এবং ছন্দোপগণই দেবগণের দেবস্বরূপ। দেবগণ পুরোহিতের, তাই (বহিপ্রভৃতি অপেক্ষা) দেবশব্দই প্রশস্ততর। ইহার পর তিনি এইরূপে মূলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“ইত্যেতৎস্বৰ্গং ‘যেবানং বৈ দেবাঃ সন্তি’ ইত্যাদিনা প্রদর্শয়তি। ‘পশবো হি’ ইতি দেবদোপগতিঃ। পশুনাং সাক্ষাদ্ দেবকন্যসিদ্ধিমিতি ‘গৃহা হি পশবঃ’ ইত্যাহ। গৃহদোপগাঃ পশবস্ত এবতি ‘গৃহাঃ পশবঃ’। গৃহাদোপগাঃ দেবদামিতি ‘প্রতিষ্ঠা হি গৃহাঃ’ ইত্যাহ। প্রতিষ্ঠাত্মকামিতি প্রতিষ্ঠা শরণ্য পতিরিত্যর্থঃ। কচ বস্ত শরণ্য পতিরিত্যন্তো-পকারী স তস্ত দেব ইতি অসিদ্ধম্।”

১৭। “বহুধনো বহুদেবতঃ” বা. স. ২২. ৪৮; ২৮. ১২; যদীশ্বর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“ধনলাভের জন্ত ও ধননিধানের জন্ত;” তৈ. ব্রা. ৩. ৫. ২.; তৈ. স. ৩. ২. ৬—এই স্থানে সাধারণ ব্যাখ্যা.

(হোতৃকর্তৃক) বযট্কার উচ্চারণ করা হয়, কিন্তু এই অমুযাজসমূহে (স্বনাম-প্রসিদ্ধ) দেবতা নাই। তিনি যে বলেন—“দেব বর্হি,” ইহাতে না আছে অগ্নি, না আছে ইন্দ্র, না আছে সোম ; তিনি যে বলেন—“দেব নরাশংস,” তাহাতেও (দেবতাদ্ব্যন্তিপাদক) কিছু নাই ; এখানে যে (তৃতীয় অমুযাজে) অগ্নি আছেন, তাহাও ত মূলত গায়ত্রী ।”

১৬। তিনি যে বলেন—“ধনসেবনকারী ও ধনধারণকারীর জন্ম,” (তাহার কারণ এই যে), অগ্নিই ধনসেবনকারী ও ইন্দ্র ধনধারণকারী ; এবং ইন্দ্র ও অগ্নিই ছন্দসমূহের দেবতা ; এইরূপে ইহার দ্বারা দেবতার উদ্দেশ্যেই বযট্কার উচ্চারণ করা হয় ও দেবতাকে হোম করা হয় ।

১৭। অনন্তর তিনি শেষ অমুযাজের ঘাগ করিয়া (জুহুসংলগ্ন ও উপভূত-স্থিত অবশিষ্টে অজ্য) আনয়নপূর্বক (অগ্নিতে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে অবিচ্ছেদ ধারায়) হোম করেন । এত সমস্ত অমুযাজ প্রযাজসমূহের (অনুবহী) ; এংজন্ত যেমন ঐ” প্রযাজসমূহে তিনি ঘেষকারী শত্রুকে বজ্রমানের নিকটে কর প্রদান করান, ভোজনকারীর নিকটে ভোজ্য বস্তুকে কর প্রদান করান, অমুযাজেও এই প্রকার কর প্রদান করাইয়া থাকেন ।

করিয়াছেন—“(যজ্ঞমানের) ধনপ্রাপ্তির জন্ত (যাজ্ঞরূপ) ধন (সেবন করন) ।” অমুযাজে হরিষ্যাবীকে অনুসরণ করা হইয়াছে। হরিষ্যাবী ‘বহুবনে’ গণটিকে সম্বোধনরূপে ধরিয়াছেন, কিন্তু তাহা সমস্ত বোধ হয় না।

১৬। জঃ—১৩শ বক্তিকা।

১৭। জঃ—১. ৪. ৪. ১৮।

সপ্তম প্রপাঠক

প্রথম ভাষণ

[১. জুহু ও উপভূতের স্বস্থান হইতে পৃথক্করণ, তাহার মন্ত, প্রাৰ্শিত বিধি বজ্রমানের পক্ষে ;—
২ ঐ কাজ অধৰ্ঘ্য করিলে পূৰ্বোক্ত মন্ত কিঞ্চিৎ পরিবর্তনে পাঠ করিতে হয়, পূৰ্ব্বাস যোগেই অগ্নি ও সোম পদযুক্ত মন্ত পাঠ করিতে হয় ;—৩ অমাবস্তায় অগ্নি ও সোম স্থলে ইন্দ্র ও অগ্নি বলিতে হয় ;—
৪ যম্ম বজ্রমান ঐ কাঁবা না করিয়া যদি অধৰ্ঘ্য করেন তবে নত্রে বজ্রমান-শব্দ প্রয়োগ করিয়া বলিতে হয়, —৫ জুহু ও উপভূতকে পৃথক্করণের ফল ;—৬ প্রসঙ্গক্রমে মূল পুৰুষ হইতে তৃতীয় ও চতুর্থ পূৰ্বে বিবাদের উদ্দেশ্য ;—৭ জুহু (অর্থাৎ তাহাতে হিত মন্ত) দ্বারা প রি মি সমুদ্রের লেপন ও তাহাতে যুক্তি, —৮ ঐ মন্ত ;—৯ অধৰ্ঘ্যাকর্তৃক আগ্নেয়র আত্মন ;—১০ হোতার প্রৈ য অর্থাৎ প্রেরণা-মূলক মন্তব্য ;—১১ প্র স্ত রে র গ্রহণপূৰ্বক নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন ;—১২ গৃহীত কান্না করিলে প্রস্তর-গ্রহণে পঠনীয় মন্ত ও তাহার ব্যাখ্যা, দুটি বায়ু প্রচাৰ্য্যবীন ;—১৩ প্রস্তরের অগ্নি যথা ও স্থলে যথাক্রমে জুহু উপভূত ও প্রবার আত্মা নিগু করা ;—১৪ ঐ লেপনমন্ত, প্রস্তরকে আহব-নীয়-সমীপে লইয়া যাইবার মন্ত ;—১৫ ঐ মন্ত, —১৬ তাহা হইতে একবানি ত্বগ্রহণ, তাহার ভাবগা ;—১৭ গৃহীত ত্বপের আহবনীয়ে নিক্ষেপ, তাহার ভাবগা ;—১৮ তাহা পূৰ্বাঙ্গ বা উত্তরাঙ্গ করিয়া নিক্ষেপ করিতে হয়, অঙ্গুলি দ্বারা তাহার উপক্ষেপণ, কাঠ দ্বারা তাহা করার সোম, কাঠ দ্বারা শব্দ বহন করা হয় ;—১৯ ত্বনিক্ষেপ বোনাবলহনে কর্তব্য, ত্বনিক্ষেপের পর নিম্নে ক্ষেপ করিয়া, তাহার উদ্দেশ্য ;—২০ শং যু বা ক নাবক মন্ত-পাঠের জন্য আগ্নেয় ও অধৰ্ঘ্যর উত্তর-প্রতুত্তর ;—২১ শংযুবাক পাঠ করিবার জন্য অধৰ্ঘ্যাকর্তৃক হোতার প্রেরণা ;—২২ আহবনীয়ে পরিধসমূহের নিক্ষেপ, তাহার মন্ত ;—২৩ সং প্র ব হোষের জন্য জুহু ও উপভূতের একসঙ্গে গ্রহণ ;—২৪ একসঙ্গ গ্রহণ করিবার যুক্তি ;—২৫ তাহা গ্রহণ করিবার মন্ত ও তাহার ব্যাখ্যা ;—২৬ যে বজ্রমানের বিধি শব্দ হইতে গৃহীত হয় তাহার সম্বন্ধে জুহু ও উপভূতের শব্দটির যুগ্মপ্রাপ্তে স্থাপন, আর ঐহার পাঠ হইতে গৃহীত হয়, তাহার সম্বন্ধে আ-এর উপরে স্থাপন ;—২৭ প্রগ-ব্রহ্মের স্তুতি ও স্থাপনের মন্ত ।]

১। তিনি (এই মন্ত্রে) অগ্ন্যয়কে (অর্থাৎ জুহু ও উপভূতকে) পর-স্পর বিপরীত দিকে প্রেরণ করেন—“অগ্নি ও সোমের বিজয় অমুসরণে আমি বিজয় লাভ করিয়াছি ! (পূর্বোক্তাশাধি যজ্ঞের) অগ্নের অভ্যমুজার আমি

নিজেকে উৎসাহিত করিতেছি।” তিনি (অধ্বৰ্যু, বাম হস্তে বেদ গ্রহণ করিয়া) দক্ষিণ হস্তে জুহুকে (প্রান্তরের) পূর্বদিকে (এই সময়ে) প্রেরণ করেন—“যে আমাদিগকে দ্বেষ করে ও যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, অগ্নি ও সোম তাহাকে অপনোদন করুন। (যজ্ঞিয়) অগ্নের অভ্যন্তরায় আমি ইহাকে দূরীভূত করিতেছি।” তিনি (দক্ষিণ হস্তে বেদ গ্রহণ করিয়া) উপভূতকে বাম হস্তের দ্বারা (বেদির বহির্দেশে) পশ্চিম দিকে প্রেরণ করেন।—“যদি স্বয়ং যজ্ঞমান (ইহা করেন, তবেই এই বিধি)।

২। আর যদি অধ্বৰ্যু (তাহা করেন, তবে তিনি বলেন)—“অগ্নি ও সোমের বিজয় অনুসরণে এই যজ্ঞমান বিজয় প্রাপ্ত হউন। আমি (যজ্ঞিয়) অগ্নের অভ্যন্তরায় ইহাকে উৎসাহিত করিতেছি।”—“যে আমাদিগকে দ্বেষ করে ও যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, অগ্নি ও সোম তাহাকে অপনোদন করুন। (যজ্ঞিয়) অগ্নের অভ্যন্তরায় আমি ইহাকে দূরীভূত করিতেছি।” ইহা পৌর্ণমাসীতে (করিতে হয়), কেননা, পৌর্ণমাস হবি অগ্নি ও সোমের জন্ত হইয়া থাকে।

৩। আর অমাবাস্ত্যায় (তিনি বলেন)—“ইন্দ্র ও অগ্নির বিজয় অনুসরণ করিয়া আমি বিজয় লাভ করিয়াছি। অগ্নের অভ্যন্তরায় আমি আনাকে উৎসাহিত করিতেছি।”—“যে আমাদিগকে দ্বেষ করে ও যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, ইন্দ্র ও অগ্নি তাহাকে অপনোদন করুন। অগ্নের অভ্যন্তরায় আমি ইহাকে দূরীভূত করিতেছি।”—যদি স্বয়ং যজ্ঞমান (ইহা করেন, তবেই এই বিধি)।

৪। আর যদি অধ্বৰ্যু (করেন, তবে তিনি এই বলেন)—“ইন্দ্র ও অগ্নির বিজয় অনুসরণে এই যজ্ঞমান বিজয় প্রাপ্ত হউন। আমি অগ্নের অভ্যন্তরায় ইহাকে উৎসাহিত করিতেছি।”—“যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, ও যাহাকে আমরা দ্বেষ করি, ইন্দ্র ও অগ্নি তাহাকে অপনোদন করুন। অগ্নের অভ্যন্তরায়

২। বা. স. ২. ১৫. ১।

৩। বা. স. ২. ১৫. ২; কা. শ্রৌ. ৩. ৫. ১৩।

৪। জুহু ও উপভূতের এই পৃথককরণের তাৎপর্যব্যাখ্যাসম্বন্ধে ভূমিনীঃ—ইতি. স. ৩. ৩. ২।

আমি ইহাকে দূরীভূত করিতেছি।” ইহা অমাবাত্তায় হইয়া থাকে, কেননা, অমাবাত্তাসম্বন্ধী হবি ইন্দ্র ও অগ্নির হয়। তিনি এইরূপেই (জহু ও উপভূতকে) দ্বেষতামুসারে পৃথক্ করিয়া থাকেন। তিনি যে এইরূপে পৃথক করেন, (তাহার কারণ এই) :—

৫। যজ্ঞমানিহু জুহুর পশ্চাতে, এবং যে ইহাকে অরাত্তির ন্যায় আচরণ করে, সে উপভূতের পশ্চাতে অবস্থান করে ; তিনি ইহা দ্বারা যজ্ঞমানকে পূর্ব দিকে লইয়া যান, এবং যে ইহাকে অরাত্তির ন্যায় আচরণ করে, তাহাকে পশ্চিম দিকে দূরীভূত করেন। ভোক্তাই জুহুর পশ্চাতে এবং ভোজ্য উপভূতের পশ্চাতে থাকে ; তিনি ইহা দ্বারা ভোক্তাকেই পূর্ব দিকে লইয়া যান, এবং ভোজ্যকে পশ্চিম দিকে দূরীভূত করেন।

৬। তাহা (অর্থাৎ ভোক্তা ও ভোজ্যের পৃথক্করণ) সমান (অভিন্ন—এক) কশ্মেই অভিযুক্ত হইয়া থাকে ; সেইজন্য সমান পুরুষ হইতেই ভোক্তা (ভর্তা) ও ভোজ্য (ভার্য্যা) জাত হয় ; কেননা, ‘আমরা এই (মূল পুরুষ হইতে) চতুর্থ বা তৃতীয় পুরুষে সঙ্গত হইয়া থাকি’—এই বলিয়া অভিজ্ঞাতগণ বাবহারপূর্বক আনন্দিত হন। এবং ইহা (অর্থাৎ জুহু ও উপভূতের পৃথক্করণ) হইতেই তাহা (তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষে বিবাহ) হইয়াছে।*

৫। “জাতাঃ” যশু (১০. ৫) বলিয়াছেন—

“সংসর্গেণ তুল্যাহ, পত্নীবন্ধভবেন্নিহু।

আনুগোপনেন সন্ততা জাতা জ্ঞেয়াস্ত এবং তু ॥”

৬। হিন্দু সমাজে ইহা অতি প্রসিদ্ধ ও যশু প্রকৃতি বর্ণনায় দ্বারা হবিহিত যে, পিতৃপক্ষে সপ্তম ও মাতৃপক্ষে পঞ্চম পুরুষের মধ্যে বিবাহ করিতে হয় না। এখানে ব্রাহ্মণে তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষেও বিবাহের কথা উক্ত হইয়াছে। মাতুলকন্তা মাতৃপক্ষে তৃতীয় পুরুষের মধ্যে। যশু প্রকৃতিতে (১১. ১৭২) মাতুলকন্তাবিবাহের নিষেধ আছে। দাক্ষিণাত্যগণ মাতুলকন্তাকেও বিবাহ করিয়া থাকেন, এক শিষ্টসমাজে ইহা রহিত হইলেও দাক্ষিণাত্যগণ ইহার শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিতে নিরত হন না। ভট্টভাষ্যপ্রকাশকার শ্রীমৎসক নারায়ণতীর্থ মাতুলকন্তা বিবাহের সমর্থনের জন্য এক ক্রটিও উদ্ধৃত করিয়াছেন (য. স. ৫ অষ্টক. ৩ অ. ২২ ব. ৬ ক; ভট্টভাষ্যপ্রকাশ, ১ম অধ্যায়, ৭ পৃঃ দাক্ষিণাত্যগণ), কিন্তু অন্ততঃ ব্রাহ্মণ-বচন করেন নাই। হরিবারীও ইহা

৭। অনন্তর তিনি (অধ্বর্যু) জুহু (অর্থাৎ তন্নয় ঘৃত) দ্বারা প রি ধি-সমূহকে লিপ্ত করেন।^১ যাহা দ্বারা তিনি দেবগণের হোম করিয়াছেন ও যাহা দ্বারা যজ্ঞকে সম্পূর্ণ করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই তিনি ঈহাতে প রি ধি-সমূহকে প্রীত করেন । তিনি সেই জন্ত প রি ধি-সমূহকে লেপন করিয়া থাকেন ।

৮। তিনি (এই মন্ত্রে) লিপ্ত করেন—“তোমাকে বহুগণেব জন্ত ! তোমাকে রুদ্রগণের জন্ত ! তোমাকে আদিত্যগণের জন্ত !”^২

৯। তিনি (মধ্যম) পরিধি স্পর্শ করিয়া (আগ্নীত্রকে) আহ্বান করেন ;^৩ এবং ঈহাতে পরিধিসমূহেরই জন্ত আহ্বান করিয়া থাকেন । আহ্বানই যজ্ঞ ; অতএব তিনি ঈহাতে যজ্ঞেরই দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিধি-সমূহকে প্রীত করিয়া থাকেন । তিনি সেইজন্য পরিধি স্পর্শ করিয়া আহ্বান করেন ।

১০। তিনি আহ্বান করিয়া (এবং প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইয়া হোতাকে) বলেন—“দৈব হোতৃগণ প্রেরিত হইয়াছেন—,” এত যে পরিধিসমূহ ঈহাবাদ দৈব হোতা, কেননা, ইহারা অগ্নি ।” তিনি যে বলেন “দৈব হোতৃগণ প্রেরিত (‘ইষিত’),” ঈহাতে এই বলেন যে, ‘দেবগণকে ইচ্ছা করা হইরাছে (‘ইষ্ট’) ।’—“ফলকথনের জন্য (‘ভজ্বাচ্যায়’),”^৪ কেননা, ঈহাতে স্বয়ং দেব-

ধরিয়াছেন । নির্ণয়সিদ্ধকারও এবিধে একটি যন্ত্র (৭. স. ১০. ১০. ৭) উদ্ধৃত করেন । জটয়া—“নাতুলন্ত হতাং কেচিৎ পিতৃবশুভাদিকাম্ । বিবহন্তি ক’চক্ষেণে সঙ্কোচাণি সপিত্তান্” ৫—ইতি নির্ণয়সিদ্ধুস্ত শাতাভপ । হরিষ্যামী বলেন—চতুর্থ পুরবে বিবাহ সৌরাষ্ট্রে এবং তৃতীয় পুরবে বিবাহ দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ।

৭। বা. স. ২. ১৩. ১৩ । প্রথমে মধ্যম, তাহার পর দক্ষিণ, ও তাহার পর উত্তর পরিধিকে লিপ্ত করিতে হয়, এবং এই মন্ত্রের ব্যাক্রমে পঠনীয় ; কা. শ্রো. ৩. ৫. ২৪ ।

৮। অধ্বর্যু আগ্নীত্রকে “ও শ্রাবয়” বলিয়া আহ্বান করেন, এবং আগ্নীত্র ‘অন্ত শ্রোষট্’ বলিয়া উত্তর দেন । জঃ—১. ৩. ১৮-২০ ।

৯। জঃ—১. ২. ১. ১ ।

১০। সাধারণ তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১. ১. ১৩, ১ম ভাগ, ২৩৩ পৃঃ) এই শব্দের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—“ভজং ফলং ভন্ত বাচং বচনং ।”

গণ ইহাঁর জন্য উদ্ভুক্ত হন, তাঁহারা উত্তম (‘সাদু’) কথা বলেন, এবং উত্তম কার্য্য করেন; তিনি সেইজন্যই বলেন—“ফলকথনের জন্য।”—“মানবীয় (হোতা) স্তম্ভকথনের জন্য (‘স্তম্ভাকার’) প্রেরিত।”^{১১} তিনি ইহাঁর দ্বারা মানবীয় হোতাকে স্তম্ভ কথনের জন্য আজ্ঞা করেন।

১১। অনন্তর তিনি প্রাণ্ড র গ্রহণ করেন।^{১২} যজমানই প্রাণ্ডর, অতএব যেখানে ইহাঁর যজ্ঞ গিয়াছে, তিনি সেইখানেই যজমানকে স্বাধীন^{১৩} করেন; ইহাঁর যজ্ঞ দেবলোকেই গমন করিয়াছে, অতএব তিনি ইহাঁতে যজমানকে দেবলোকেই লইয়া যান।

১২। তিনি যবি বৃষ্টি কামনা করেন, তবে (তাহা এই মন্ত্রে) গ্রহণ করিবেন—“দ্যৌ ও পৃথিবী একমত হউক (বা সমাক্ অবগত হউক)!”^{১৪} কেননা, যখন দ্যৌ ও পৃথিবী একমত হয়, তখন বৃষ্টি হয়; তিনি সেই জনাই বলেন “দ্যৌ ও পৃথিবী একমত হউক!”—“মিত্র ও বরুণ বৃষ্টি দ্বারা তোমাকে রক্ষা করুন!” তিনি ইহাঁর দ্বারা এই বলেন যে, “যিনি বৃষ্টির ঐশ্বর, তিনি তোমাকে বৃষ্টি দ্বারা রক্ষা করুন!” এই বাহা (বায়ু) বহিতেছে, ইহাঁই বৃষ্টির ঐশ্বর। ইহা (বায়ু) যেন একটি হইয়া প্রবাহিত হয়, (কিন্তু) ইহা পুরুষের অভাস্তরে পবিষ্ট হইয়া পূর্বগামী ও পশ্চাদ্গামী হয়, এবং ইহাঁরা দুইটিই প্রাণ ও উদান, এবং প্রাণ উদানই মিত্র ও বরুণ; অতএব তিনি তাহা দ্বারা এই বলেন

১১। “ইদং দ্যাবাপৃথিবী ভজমভুং...,” তৈ. ব্রা. ৩. ৫. ১০; ব্রা.—১. ৭. ২. ৪। সারণ “স্তম্ভাকার” শব্দের অর্থ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ৬. ১০) অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন—“স্তম্ভস্য বাকো বচনং যন্ত সে হন্যং দেবঃ স্তম্ভবাকঃ (অগ্নিঃ) তদৈশ্ব...।” তিনি অন্তর (তৈ. স. ১. ১. ১৩) লিখিয়াছেন—“ইদং দ্যাবাপৃথিবী ভজমভুদিভ্যাম্ভবাকঃ স্তম্ভং, ভজম বাকো বচনং।” এই মন্ত্রের নাম পু. ভ. বা. ক প্রৈব। পরবর্তী ব্রাহ্মণ ১ম প্রভৃতি কণ্ডিকা প্রভৃতি।

১২। যে স্থান হইতে বিদ্যুৎ-বিশ্বর সূহীত হইয়াছিল (ব্রা.—১. ৩. ১. ১০) প্রাণ্ড র কে গ্রহণ করিয়া সেই স্থানে রূপিতে হইবে (তাহার যজ্ঞ বা. স. ২. ১৩. ৪) এবং তাহার অগ্নেভাগ জ্বলিতে, যথাভাগ উপভুক্ত, এবং মূল এবার ঘূর্তে রাখিতে হইবে। কা. ব্রৌ. ৩. ৩. ৪. ১। ব্রহ্মণ—১৩শ কণ্ডিকা।

১৩। “সদা;” “সদা অধারসেতং স্বস্থানগামিকনং, স্বস্থানগামিন কয়োতীত্যর্থঃ”—ইতি হবিষ্যদী; “সদা স্বাধীনং”—ইতি সারণ (তৈ. স. ১. ৫. ৫৪. ২)।

১৪। বা. স. ২. ১৩. ৪; কা. ব্রৌ. ৩. ৩. ২।

যে, ‘যিনি বৃষ্টির ঈশ্বর, তিনিই তোমাকে বৃষ্টি দ্বারা রক্ষা করুন!’ তিনি ইহার দ্বারাই তাহা গ্রহণ করিবেন, কেননা, (তাহা হইলে) যখনই কোন সময়ে বৃষ্টি হয়, তাহা স্তম্ভপ্রদ হইয়া থাকে। তিনি তাহা (প্রস্তরকে) লিপ্ত করেন, এবং তাহার দ্বারা (এই মনে করিয়া) আহুতিই প্রস্তুত করিয়া থাকেন যে, ‘ইহা আহুতি হইয়া দেবলোকে গমন করুক।’”

১৩। তিনি (প্রস্তরের) অগ্রকে জুহুতে,^{১৩} মধ্যকে উপভূতে, এবং মূলকে ধ্রুবায় লিপ্ত করেন ; কেননা, জুহু অগ্নের স্তায়, উপভূ মধ্যের স্তায়, এবং ধ্রুব মূলের স্তায়।^{১৪}

১৪। তিনি (এই মন্ত্রে) লেপন করেন—“(দেবগণ স্তুত-) লিপ্ত বিহঙ্গকে লেহন করিয়া ভোজন করুন।”^{১৫} তিনি ইহা দ্বারা এতাদৃশ তাহাকে (প্রস্তরকে অর্থাৎ যজমানকে) বিহঙ্গ করিয়া এই মনুস্যলোক হইতে দেবলোকে উত্থাপিত করেন। তিনি ইহাকে ছইবার (আহবনীয়ের দিকে) নীচু ভাবে^{১৬} লইয়া যান।

১৫। ইহা অর্থাৎ প্রস্তর ; পূর্বে এবং পরে (১১শ, ১৪শ কণ্ডিকায়) যজমানকেই প্রস্তর-বস্ত্রণ বলা হইয়াছে, অতএব যজমানেরই দেবলোক গমন এখানে আর্থিত হইতেছে। ব্রহ্মণ্য—১১শ কণ্ডিকা।

১৬। অর্থাৎ জুহুস্থিত স্তুত দ্বারা, অস্ত্রভেদ এইরূপ। কা. শ্রো. ৩. ৬. ৭।

১৭। হরিদ্বামী এতদ্বাক্যে লিখিয়াছেন—“জুহু অগ্নের স্তায়, কেননা, ইহা উপভূতে তাপ করিয়া আহবনীঃপর্গাত যায় ; উপভূ মধ্যের স্তায়, কেননা, ইহাও বেদীর বজ্জিত-স্থানপর্গাত যায় ; এবং ধ্রুব মূলের স্তায়, কেননা, ইহা কোথাও চলিত হয় না।”

১৮। কা. স. ২. ১৬. ৫ ; মূল এই—“ব্যক্ত বয়োহস্তঃ ত্রিধাণঃ ;” হরিদ্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“বাহাদিগকে ইহা ছোঁয়া করা হইবে, সেই দেবগণ বিহঙ্গভূত এই প্রস্তরকে ভোজন করুন। প্রস্তর এই জন্যই বিহঙ্গ যে, ইহা আহবনীঃ বা ছানোকে গমন করে।” বহীষর বলেন—“স্তুতলিপ্ত প্রস্তর লেহন করিতে করিতে পশ্চিমপাশ্চাত্য গায়ত্রীপ্রভৃতি ছন্দ (প্রস্তরকে গ্রহণ করিয়া) গমন করুক।” সারণ বলেন (তৈ. স. ১. ১. ১৩. ১)—“বিহঙ্গসমুৎ আজ্যলিপ্ত প্রস্তরাগ্র লেহন করিতে করিতে গমন করুক।” তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৬. ৩. ৯) উক্ত হইয়াছে—“বিহঙ্গ যয় ইত্যাহ। যয় এতেনৈব কুহা সূর্য্যঃ সোমঃ গময়তি ;”—“তিনি ‘বিহঙ্গ যয়’ বলেন, কেননা ইহাকে বিহঙ্গ করিয়া স্বর্গলোকে লইয়া যায়।” মূল ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরবর্তী বাক্যই শেষের ব্যাখ্যাকে সমর্থন করিতেছে।

১৯। অর্থাৎ তুঙ্গিগণের স্তায় করিয়া, এই কার্যের বৈদিক নাম প্রস্তর গ্রহণ।

তিনি যে নীচুভাবে লইয়া যাইবেন, (তাহার কারণ এই—) বজ্রমানই প্রস্তর, এবং তিনি ইহার দ্বারা তাঁহাকে এই প্রতিষ্ঠা (দৃঢ় আশ্রয়) হইতে উদ্ধৃত করেন না ; এবং এই স্থানে বৃষ্টিকে নিয়ত করিয়া থাকেন ।

১৫। তিনি (এই মস্ত্রে) লইয়া যান—“ম ক্র দগ্ধে র চিত্রবর্ণ (অখা-) সমূহের নিকট গমন কর!”^{১০} তিনি যে বলেন, “ম ক্র দগ্ধে র চিত্রবর্ণ (অখা-) সমূহের নিকট গমন কর!” তাহাতে এই বলেন যে, “তুমি দেবলোকে গমন কর।”—“তুমি অভিলষণীয় দেখু হইয়া ছালোকে গমন কর, এবং সেখান হইতে আমাদের জন্য বৃষ্টি আবাহন কর!”^{১১} ইহাই (অর্থাৎ এই পৃথিবীই) অভিলষণীয় দেখু ; কেননা, বাহা মূলবুরু ও মূলহীন ভোজনীয় অন্ন আছে, তাহা ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত, অতএব ইহাই অভিলষণীয় দেখু ; ‘তুমি ইহা হইয়া ছালোকে যাও’—ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন । তিনি বলেন—“তাহা হইতে আমাদের জন্য বৃষ্টি আবাহন কর!” কেননা, বৃষ্টি হইতেই বলকর রস ও (লোকসমূহের) সমৃদ্ধি জাত হইয়া থাকে ; তিনি সেইজন্যই বলেন “তাহা হইতে আমাদেরই বৃষ্টি আবাহন কর!”

১৬। অনন্তর তিনি (তাহা হইতে) একখানি ভূণ টানিয়া গ্রহণ করেন । বজ্রমানই প্রস্তর ; অতএব তিনি যদি সমস্ত প্রস্তরকে (আবহনীয় অগ্নিতে) নিষ্ক্ষেপ করেন, তাহা হইলে বজ্রমান সমস্তই ঐ (পর-) লোকে গমন করেন, কিন্তু সেইরূপ করিলে বজ্রমান দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন ; এবং যতদিন এখানে ইহার মানবীয় আয়ু থাকে, তাহার অন্তত তিনি ইহা টানিয়া লইয়া থাকেন ।

২০। বা. স. ২. ১৬. ৬ ; কা. শৌ. ৩. ৬. ৮ ; এখানে আবহনীয়সমীপে আনীত প্রস্তর হইতে এক খানি ভূণ টানিয়া লইয়া তাহা পূর্বাগ্র বা উত্তরাগ্র করিয়া আবহনীয় অগ্নিতে ফেলিয়া দিতে হয় । ১৬শ ও ১৮শ কাণ্ডকা হইয়া ।

২১। বা. স. ২. ১৬. ৬ ; “বশা পুশ্চিভূত্বা দিবঃ গচ্ছন্তো নো বৃষ্টির্নাবহতি ;” পুশ্চি-শব্দে দৌ ও আদিভ্যকে বুঝায়, নিরুক্ত ২. ৪. ২ ; বহীষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“অরতমুগোঃ ;” তিনি, পরবর্তী ব্রাহ্মণ অনুসারে ঐ শব্দের অর্থান্তর পৃথিবী বলিয়াছেন ; Eggeling বলিয়াছেন spotted cow ; পুশ্চি-শব্দের অক্ষরার্থ ‘সংশ্লিষ্ট’ ; সারণ কৃত্যন্যো (১. ১৬০. ৩) তাহার অর্থ করিয়াছেন ‘গুরুবর্ধ’ ; অন্তজ (১০. ১১২. ১) বলিয়াছেন ‘প্রাপ্তভেজঃ’ ; অপর কোষে (২. ৬. ৪৮) তাহার অর্থ লিখিত হইয়াছে “অরতমু” ।

১৭। তিনি তাহা মুহূর্তকাল ধারণ করিয়া তাহার পর (আহবনীয় অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন ;^{২২} যেখানে ইহার (প্রস্তরের) অপর আত্মা (বা দেহ) গিয়াছে,^{২৩} তিনি ইহা দ্বারা ইহাকে সেইখানেই গমন করান। তিনি যদি তাহা বহন করিয়া লইয়া না যান, তাহা হইলে যজ্ঞমানকে (ঐ) লোক হইতে বহিভূত করিয়া দেন, আর সেই রকমে যজ্ঞমানকে (ঐ) লোক হইতে বহিভূত করিয়া দেন না।

১৮। তিনি ইহাকে পূর্বাঙ্গ করিয়া (আহবনীয় অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন, কেননা, দেবগণের দিক্ পূর্ব ; অথবা তিনি তাহা উত্তরাঙ্গ করিয়া (নিক্ষেপ করিবেন), কেননা, উত্তরই মনুষ্যগণের দিক্। তাঁহারা তাহা অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা উপক্ষিপ্ত করিবেন, দারুসমূহের দ্বারা নহে ; কেননা, তাঁহারা দারুসমূহের দ্বারা কেবল শবকে লইয়া যান ; ‘লোকে যেমন কোন শবকে লইয়া যায়, পাছে আমরা সেইরূপ করিয়া ফেলি’—এই মনে করেন বলিয়া তাঁহারা অঙ্গুলিসমূহেরই দ্বারা উপক্ষিপ্ত করিবেন, কাষ্ঠসমূহের দ্বারা নহে। হোতা যখন হু ক্ত বা ক উচ্চারণ করেন—

১৯। আয়ীত্র তাহার পর (অধ্বর্যুকে) বলেন—‘(প্রস্তর হইতে গৃহীত তৃণ-ধানিকে আহবনীয়ে) নিক্ষেপ করুন !’^{২৪} তিনি ইহাতে এই বলিয়া থাকেন যে, ‘যেখানে ইহার অপর আত্মা গিয়াছে, ইহাকে সেই স্থানেই গমন করান !’ তিনি (অধ্বর্যু) তাহা মৌনাবলম্বনে নিক্ষেপ করিয়া ‘হে অগ্নি, আপনি চক্ষু-পালক, আপনি আমার চক্ষুকে পালন করুন !’^{২৫} এই বলিয়া নিজেকে^{২৬} স্পর্শ করেন। তিনি ইহা দ্বারা (প্রস্তরের) অনুসরণে নিজেকেও (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন না।

২২। অঃ— ১৪শ ও ১৯শ কণ্ডিকা।

২৩। ১০২ কণ্ডিকা ঐষ্ট্য।

২৪। মূল “অনুপ্রহর ;” ইহার অক্ষরার্থ ‘(অগ্নির) দিকে সামনে লইয়া যান’ তাহারই ভাবার্থ ‘নিক্ষেপ করুন’ দ্বারা হইয়াছে ; উট্টব্য কা. জো. ৪. ৬. ১৫। এই কার্যের নাম তৃণ প্র হ র ণ।

২৫। বা. ম. ২. ১৬. ১ ; কা. জো. ৩. ৬. ১৫।

২৬। হনুস্বদেশ স্পর্শ করাই সাধারণ বিধি ; বৈদ্যনাথমিশ্র বলেন চক্ষুস্বয়ং স্পর্শ করিতে হয়।

২০। অনন্তর (আগ্নীধ্র অধ্বর্যুকে) বলেন—‘আগনি সন্তোষণ করুন!’^{২১} তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, ‘ইহাকে (প্রস্তররূপ যজ্ঞমানকে) দেবগণের সহিত আলাপ করান।’ (অধ্বর্যু তাঁহাকে প্রেরণ করেন)—‘হে আগ্নীধ্র, তিনি (প্রস্তররূপ যজ্ঞমান) কি (স্বর্গে) গিয়াছেন?’ তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, ‘তিনি কি নিশ্চয়ই গিয়াছেন?’ অপর ব্যক্তি (আগ্নীধ্র) উত্তর প্রদান করেন—‘তিনি গিয়াছেন।’ (অধ্বর্যু বলেন)—‘(দেবগণকে) শ্রবণ করান!’—তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, ‘আগনি দেবগণকে প্রেরণ করুন যেন তাঁহারা তাঁহাকে শ্রবণ করেন ও তাঁহাকে জানিতে পারেন।’ (আগ্নীধ্র বলেন)—‘(তাঁহারা) শ্রবণ করিতেছেন (‘শ্রৌষট্’)!’—তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, তাঁহারা ইহাকে জানেন, তাঁহারা ইহাকে জানিয়াছেন।’ অধ্বর্যু ও আগ্নীধ্র এইরূপে যজ্ঞমানকে দেবলোকে লইয়া বান।

২১। অনন্তর তিনি (অধ্বর্যু) বলেন—‘দৈব হোতৃগণের স্বস্থান-গমন!’^{২২} পরিধিসমূহ দৈব হোতাই, কেননা, তাহারা (পরিধিসমূহ) অগ্নিস্বরূপ; তিনি ইহার দ্বারা তাহাদেরই স্বস্থান-গমন বলিয়া থাকেন, এবং সেইজন্যই বলেন—‘দৈব হোতৃগণের স্বস্থান-গমন!’—‘মানবীয় (হোতৃ) গণের স্বস্তি!’ তিনি ইহার দ্বারা মানবীয় হোতার অবিনাশ প্রার্থনা করেন।^{২৩}

২২। অনন্তর তিনি পরিধিসমূহকে (আহবনীয়ে) নিষ্ক্ষেপ করেন। তিনি অগ্রে মধ্যম পরিধিকেই (এই মন্ত্রে) নিষ্ক্ষেপ করেন—‘হে দেব অগ্নি, অস্ত্রগণের’^{২৪} দ্বারা সংরক্ষ্যমান হইয়া তুমি যে পরিধিকে (পশ্চিম দিকে) স্থাপন করিয়াছিলে, তোমার প্রীতির জন্ত সেই ইহাকে আমি তোমাতে প্রক্ষিপ্ত করিতেছি, ইহা যেন তোমার নিকট হইতে (চলিয়া যাইতে) না

২৭। সন্তোষণ—পরস্পর আলাপ, সংলাপ।

২৮। এই মন্ত্রের শেষ—‘হে শবু (ব্রহ্মশক্তি) বলুন।’ এই মন্ত্রের দ্বারা অধ্বর্যু হোতাকে বক্ষাশংসংযুক্ত কল্প পাঠ করিবার জন্ত প্রেরণ করেন বলিয়া ইহার নাম শংসংযুক্ত প্রেরণ। পরবর্তী ব্রহ্ম ২৪৩ প্রভৃতি কতিকা ত্রুটব্য।

২৯। মূল “গদিভিঃ;” অনুবাদ বহীধর-অনুগারে; যাহা বলেন পশি-শব্দের অর্থ বধিক্, “গদিবদিগ্ ভবতি, গদিঃ গদনাং”—নিরুক্ত, ২. ৫. ৩।

জানে !”^{৩০} তিনি (এই মন্ত্রে) অশর (পরিধি) ছাই ধানিও নিক্ষেপ করেন—
“তোমরাও অগ্নির প্রিয় অন্নস্বরূপ হইয়া গমন কর !”^{৩১}

২৩। জনস্তর তিনি (উভয় হস্তে) জুহু ও উপভূতকে একসঙ্গে গ্রহণ করেন ; কেননা, তিনি ঐ স্থানে^{৩২} যখন (আজ্ঞা দ্বারা প্রস্তরকে) লিপ্ত করেন, তখন এই মনে করিয়া তাহাকে আহুতি করিয়া থাকেন যে, ‘ইহা আহুতি হইয়া দেবলোকে গমন করিবে ;’ তিনি সেই জন্তই জুহু ও উপভূতকে একসঙ্গে গ্রহণ করেন ।^{৩৩}

২৪। তিনি (তাহাদিগকে) বিশ্বদেবগণের জন্ত একসঙ্গে গ্রহণ করেন ; কেননা, যখন কোন নাম নির্দেশ না করিয়া দেবতার জন্ত হবি গ্রহণ করা হয়, তখন সমস্ত দেবতাই মনে করেন যে, তাহাতে তাহাদেরও ভাগ আছে । তিনি এখানে যখন আজ্ঞারূপ হবি গ্রহণ করেন, তখন কোন দেবতার নির্দেশ করেন না ; সেই জন্ত তিনি বিশ্বদেবগণের নিমিত্ত (তাহাদিগকে) একসঙ্গে গ্রহণ করেন, এবং ইহা যজ্ঞে বৈ স্ব দেব হবি হইয়া থাকে ।

২৫। তিনি (এই মন্ত্রে) একসঙ্গে গ্রহণ করেন—“তোমাদের ভাগ সং অ ব, এবং তোমরা (এই) অগ্নের দ্বারা বৃহৎ !”^{৩৪} বাহা পরিশিষ্ট থাকে তাহাই সং অ ব ;—“হে প্রস্তরস্থায়ী ও পরিধিসম্বন্ধীয়^{৩৫} দেবগণ !” কেননা, প্রস্তর ও পরিধিসমূহ (অগ্নিতে) প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ;—“তোমরা সকলে (‘বিশ্ব’) এই বাক্য^{৩৬} বলিতে বলিতে,” তিনি ইহার দ্বারা ইহাকে বৈ স্ব-

৩০। কা. স. ২. ১৭. ১ ; কা. প্রো. ৩. ৩. ১৭।

৩১। বা. স. ২. ১৭. ২ ; কা. প্রো. ৩. ৩. ১৮।

৩২। প্র.—১০৭ কজিকা।

৩৩। এই জুহু ও উপভূতের গ্রহণ বক্ষ্যমাণ সং অ ব হোমের অর্থাৎ অবশিষ্ট আজ্যের হোমের জন্ত।

৩৪। বা. স. ২. ১৮।

৩৫। “পরিধেয়ঃ ;” মহীধর অর্ঘ্য করিয়াছেন—“পরিধিসম্বন্ধাঃ ;” কাশ্যপাখ্য পাঠ—“পরিধয়ঃ ;” তৈ. সংহিতায় (১. ১৩. ২) আছে—“বহিবধঃ ।”

৩৬। অর্ঘ্য ‘এই বক্ষ্যমান জন্তর রূপে বাগ্য করিতেছেন. এই বাক্য’—মহীধর।

দেব করিয়া থাকেন ;—“এই বহিতে উপবেশন করিয়া তৃপ্ত হও ! হা হা !
বাট্ !”^{৩৭} বসন্তকারের দ্বারা হোম করিলে যেমন হয়, ইহারও (যজ্ঞমানেরাও)
ইহা (সংস্রব) সেইরূপ হইয়া থাকে ।

২৬। তাঁহার যাহার হবি শকট হইতে গ্রহণ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে (জুহু
ও উপভূত্বে এই মনে করিয়া) শকটের যুগপ্রান্তে বিমুক্ত (স্থাপিত) করিয়া
থাকেন—“আমরা যেখান হইতে যুক্ত করি সেই খানেই বিমুক্ত করি ;” কেননা,
তাঁহারা যেখান হইতে যুক্ত করেন সেই খানেই বিমুক্ত করিয়া থাকেন । কিন্তু
(তাঁহারা যাহার হবি নীচে) ক্ষা (রাখিয়া) পাত্র হইতে (এই মনে করিয়া গ্রহণ
করেন যে,) ‘আমরা যেখান হইতে যুক্ত করি, সেখানেই বিমুক্ত করি,’ কেননা,
তাঁহারা যেখান হইতে যুক্ত করেন, সেইখানেই বিমুক্ত করিয়া থাকেন, (তাঁহার
সম্বন্ধে তাঁহারা জুহু ও উপভূত্বে পূর্বাগ্ন করিয়া উত্তরাগ্নে স্থাপিত ক্ষাএর
উপরে বেদির উত্তরাস্ত্রে স্থাপন করেন) ।^{৩৮}

২৭। এই অগ্নি-দ্বয় বসন্তে (একসঙ্গে) যুক্ত হয় ; তিনি যখন (কার্য্যে)
প্রবৃত্ত হন, তখন তাহাদিগকে যুক্ত করেন । তিনি (ইহাদিগের মধ্যে) যেটিকে
স্থাপন করিয়া (অগ্নিটিকে) বিমুক্ত করেন,^{৩৯} তাহা (অগ্নি) বাহনের দ্বায় অবঃ-
পতিত হয় । সেই দুইটি স্থিষ্টকৃত্তে বিমোচন (স্থান) প্রাপ্ত হয়, কেননা, তখন
তিনি (অধ্ববুর্বা) তাহাদিগকে স্থাপন করেন, এবং তাহাতেই বিমুক্ত করেন ।
তিনি তাহাদিগকে পুনর্বার অনুবাজসমূহে প্রযুক্ত করেন, এবং অনুবাজ-
সমূহের দ্বারা অনুষ্ঠান করিয়া এই বিমোচন-স্থানে আগমন করেন, ও
তাহাদিগকে স্থাপন করেন, এবং তাহা দ্বারাই তাহাদিগকে বিমুক্ত করেন ।
তিনি তাহাদিগকে পুনর্বার প্রযুক্ত করেন, কেননা, তাহাদিগকে একসঙ্গে
গ্রহণ করেন ; তিনি যে পথ গমন করিবার জন্য তাহাদিগকে যুক্ত করেন,

৩৭। “আহা” ও “বাট্” এই উভয় শব্দই হবি-প্রদানশব্দ, উভয় শব্দ একত্র প্রয়োগ করায়
বুঝিতে হইবে যে, সর্গপ্রকারে হবি প্রদত্ত হইল ।—মহীধর ।

৩৮। অঃ—১, ১. ২. ৮ ; ক। শ্রৌ, ৩. ৬. ১৯—২০ ; এখানে প্রযোজ্য মন্ত্র—বা. স.
২. ১২ ।

৩৯। ? “স ক নিধায়বসোহু যথা বাহনমবাহিষেক তৎ”—মূল ।

সেই পথ গমন করিয়া তাহাদিগকে বিমুক্ত করেন। যজ্ঞের পরে ঞ্জাসমূহ উৎপন্ন (হইয়া থাকে), সেই জন্ত পুরুষ যুক্ত (সজ্জ) হয়, আবার বিমুক্ত হয়, এবং আবার যুক্ত হয়। তিনি যে পথ গমন করিবার জন্ত যুক্ত করেন, সেই পথ গমন করিয়া তাহাদিগকে শেষ বিমুক্ত করেন। তিনি (সেই জুহু ও উপভুক্তকে এই মন্ত্রে) স্থাপন করেন—“তোমরা উত্তরে দ্বতলাভকারী, তোমরা ধূম্রদগকে (শকটনাহক বৃষদ্বয়কে) রক্ষা কর! তোমরা সুখে অবস্থান করিয়া থাক! আমাদিগকে সুখে স্থাপন কর!”^{১০} তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, ‘তোমরা উভয়ে উত্তম, উত্তমে আমাদিগকে স্থাপন কর!’

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[১ হোতৃকর্তৃক পঠনীয় সূক্ত বা ক শব্দের অর্থনির্কটন, তাহার প্রয়োজনতখন :—২ যাগকারী যজ্ঞকে উৎপন্নই করেন, হোতার আশীর্বাদপ্রার্থনা ও তাহার কন :—৩ যাগকারী যজ্ঞের দ্বারা দেবগণকে ঐতি করিয়া তাহাদের মধ্যে ভাগপ্রাপ্ত হন, এবং তিনি যে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন, তাহারা তাহাকে তাহাই বেন, হোতা এই জন্তই যজ্ঞের পর আশীর্বার প্রার্থনা করেন :—৪ হোতার সূক্তবাক-উচ্চারণের আরম্ভ :—৫ সূক্তবাকের প্রথম অংশ ও তাহার তাৎপর্যব্যাখ্যা :—৬ সূক্তবাকের মধ্য অংশ ও তাহার তাৎপর্যব্যাখ্যা :—৭ সূক্তবাকের চরম অংশ ও তাহার তাৎপর্যব্যাখ্যা :—৮ পূর্বোক্ত মন্ত্রে আটটি আশীর্বাদ করা হইয়া থাকে, আশীর্বার অটটি করিবার প্রয়োজন :—৯ আটের অতিরিক্ত আশীর্বাদ করিলে তাহা নব্রের উপকারের জন্ত হয় :— ১০ তিনি আটের ক্রমও সাতটি-মাত্র আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে পারেন :—১১ সূক্তবাকের অবশিষ্ট কয়টি মন্ত্রের উল্লেখসূচক ব্যাখ্যা :—১২-১৮ শং বু বা ক মন্ত্রের উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা :— ১৯ যজ্ঞমানকর্তৃক কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বেদির স্পর্শ ও তাহার তাৎপর্য।]

১। তিনি (অধ্বর্যু) যখন^১ বলেন—“দৈব হোতৃগণ ফলকথনের জন্ত প্রেরিত হইয়াছেন এবং মানবীয় (হোতা) সূক্তকথনের (সূক্ত বা ক) জন্ত

১০। অমৃদ্যাদি সঙ্গীত-অঙ্গুসারে বা. স. ২. ১৯. ১; কা. শ্রৌ. ৩. ৩. ১।

১। জঃ—১. ৭. ১. ১০। সূক্ত বা ক ও শং বু বা কের জন্ত অধ্বর্যুকর্তৃক হোতার প্রেরণা পূর্ব ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে (১. ৭. ১. ১০; ও ৭. ১. ২১; কা. শ্রৌ. ৩. ৩. ১.) সেই সূক্ত বা ক ও শং বু বা ক সম্বন্ধেই হোতার কর্তব্য কথ্য এই ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে।

প্রেরিত হইয়াছেন”, তাহার পর হোতা যাহা উচ্চারণ করেন,* তাহা তিনি শোভন কথাই (স্তুত) বলিয়া থাকেন ;* তিনি ইহা দ্বারা বজ্রমানেরই আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন ; তিনি তখন যজ্ঞের পর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন । অতএব তিনি যে যজ্ঞের পর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন, শাঙ্গর ছুটি (কারণ বহিষাছে) ।

২ । যিনি যাগ করেন, তিনি যজ্ঞকে উৎপাদনই করিয়া থাকেন, কেননা, ইহার দ্বারা উক্ত হইয়া ঋত্বিগুণ তাহা বিস্তার করেন, তাহা উৎপাদন করেন ; অনন্তর তিনি (হোতা) আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন ; এবং যে আশীর্বাদকে তিনি প্রার্থনা করেন, যজ্ঞ সেই আশীর্বাদকে এই মনে করিয়া ইহার নিকটে উপস্থাপিত করে যে, ‘তিনি আমাকে উৎপাদিত করিয়াছেন ।’

৩ । যিনি যাগ করেন, তিনি দেবগণকে প্রীত করেন । তিনি দেবগণকে এত যজ্ঞের দ্বারা অর্থাৎ ঋক্‌সমূহের দ্বারা, যজুঃসমূহের দ্বারা, ও আহুতি-সমূহের দ্বারা প্রীত করিয়া দেবগণের মধ্যে ভাগ প্রাপ্ত হন । অনন্তর দেবগণের মধ্যে ভাগ প্রাপ্ত হইয়া তিনি আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন, এবং তিনি যে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন দেবগণ তাহার তত্ত্ব সেই আশীর্বাদই (এই ভাবিয়া) উপস্থাপিত করেন যে, ‘ইনি আমাদের প্রীত করিয়াছেন ।’ তিনি সেই জন্তই যজ্ঞের পর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন ।

৪ । অনন্তর তিনি উচ্চারণ করেন—“হে দ্যৌ ও পৃথিবী, ইহা উত্তম হইয়াছে !”* কেননা, যিনি যজ্ঞের সমাপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার তাহা উত্তমই হইয়াছে ।—“আমরা শোভন উক্তিসমূহ উচ্চারণ করিয়া ও নমঃ-শব্দ উচ্চারণ করিয়া সমুচ্চ হইয়াছি !”* শোভন উক্তিসমূহের উচ্চারণ ও নমঃ-শব্দের উচ্চারণ এই উভয়ই যজ্ঞে হইয়া থাকে ; অতএব তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে,—“আমরা যজ্ঞকে সম্পন্ন করিয়াছি ! আমরা যজ্ঞকে প্রাপ্ত হইয়াছি !”

২ । “ইবং দ্যৌঃপৃথিবী...” জঃ—পরবর্তী ৪ কৃত্তিকা : ১. ৭. ১ এর ১১ সংখ্যক পীঠা ।

৩ । ইহা দ্বারা স্তুত বা ক শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইল ।

৪ । তৈ. ব্রা. ৩. ৫. ১০. ।

* ১ । “ঋত্বিকস্তুতানসোবাক্” ; অনুবাদ যোগ-অনুসারে ; সঠিবা তৈ. স. ২. ৬. ১ ।

—“হে অগ্নি, দ্যৌ ও পৃথিবী যখন শ্রবণ করে, তুমি তখন সহস্রজিসমূহের বক্তা হইয়া থাক !” তিনি ইহা দ্বারা অগ্নিকেই বলেন যে, ‘এই দ্যৌ ও পৃথিবী যখন শ্রবণ করে, তুমি তখন সহস্রজিসমূহের বক্তা হইয়া থাক !’—“হে যজ্ঞমান, দ্যৌ ও পৃথিবী তোমার এই যজ্ঞে বক্ষণকারিণী হউক !” তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, ‘হে যজ্ঞমান, দ্যৌ ও পৃথিবী তোমার এই যজ্ঞে অন্ত্রবতী হউক !’

৫।—“(তাহার উভয়ে, অর্থাৎ দ্যৌ ও পৃথিবী) গোসমূহের মঙ্গল-বিধায়িনী,* এবং জীবনদায়িনী ;” তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, ‘তাহারা উভয়ে তোমার গোসমূহের মঙ্গলবিধায়িনী এবং জীবনদায়িনী হউক !’—“ভয়রহিতা ও ছল্ভা ;”† তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, ‘তুমি কোথা হইতেও ভয় হইও না, তোমার ধন যেন কেহ লোভ করিতে না পারে !’

৬।—“প্রভুতগোচারণস্থানশালিনী ও অভয়কারিণী ;” তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, ‘তাহারা প্রভুতগোচারণস্থানশালিনী ও অভয়া হউক !’ “বৃষ্টিপ্রকাশিকা ও তৃপ্তিপ্রাপিকা ;”‡ তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, ‘তাহারা উভয়ে বৃষ্টিমতী হউক !’

৭।—“মঙ্গলবিধায়িনী ও সুখবিধায়িনী ;” তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, ‘তাহারা উভয়ে মঙ্গলবিধায়িনী ও সুখবিধায়িনী হউক !’—“রসযুক্তা ও পয়োযুক্তা ;” তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, ‘তাহারা উভয়ে রসবতী ও উপজীবনী৷ৱ !’

৮।—“সুখগমনযোগ্যা ও সুখাশ্রয়যোগ্যা ;” তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, ‘তুমি নীচ হইতে যেখানে গমন করিতেছ, ঐ (দ্যৌ) তোমার পক্ষে সুখগমনযোগ্যা হউক ! এবং বাহার উপর তুমি বিচরণ করিতেছ, এই (পৃথিবী) তোমার পক্ষে সুখাশ্রয়যোগ্যা হউক !’—“তাহাদের উভয়ের জ্ঞানে—;” তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, ‘তাহারা উভয়ে অনুমতি প্রদান করিলে !’

৯। “শব্দবী ;” তৈ. ব্রাহ্মণের (৩. ৫. ১০) পাঠ “শব্দয়ে ;” সাধারণ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন “সুখত প্রাপয়িত্বো ।”

১০। “অমরকেষে ;” অনুবাদ হরিবাহী-অনুসারে ; সাধারণ (তৈ. ম. ২. ৬. ২) বলেন—‘বাহারা আশ্রয়ের দোষ করে না !’

১১। “রীত্যাগা ;” অনুবাদ হরিবাহীর স্তব ; সাধারণ বলেন—‘যে সম্ভাবনাত্মকে আশ্রয় করায় ।’

৯।—“অগ্নি এই হবি সেবন করিয়াছেন, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ও অধিকতর তেজ করিয়াছেন ;” তিনি ইহার দ্বারা আগ্নের আভ্য ভাগের কথা বলিয়া থাকেন।—“সোম এই হবি সেবন করিয়াছেন, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ও অধিকতর তেজ করিয়াছেন ;” তিনি ইহাতে সোম্য আভ্যভাগের কথা বলিয়া থাকেন।—“অগ্নি এই হবি সেবন করিয়াছেন, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ও অধিকতর তেজ করিয়াছেন ;” তিনি ইহা দ্বারা সেই আগ্নের পুরোডাশের কথা বলিয়া থাকেন, বাহা উভয় স্থানেই (অর্থাৎ দর্শ ও পূর্ণমাসে) পরিতাক্ত হয় না।

১০। অনন্তর (তিনি) দেবভাগগণকে বখাক্রমে (উল্লেখ করেন)—
 “আজাপ দেবগণ আজ্য সেবন করিয়াছেন, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ও অধিকতর তেজ করিয়াছেন ;” তিনি ইহার দ্বারা প্রযাজ ও অমুযাজ-সমূহের কথা বলিয়া থাকেন, কেননা প্রযাজ ও অমুযাজ-সমূহই আজ্যপ দেবগণ।—
 “অগ্নি হোত্রকশ্র দ্বারা এই হবি সেবন করিয়াছেন, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ও অধিকতর তেজ করিয়াছেন ;” তিনি ইহার দ্বারা হোত্রকশ্রোপ-লক্ষিত অগ্নির কথা বলেন। যে যে দেবতার যাগ করা হয়, তিনি তাঁহাদিগকে ‘সেবন করিয়াছেন’ বলিয়া (এইরূপে) নির্দেশ করিয়া থাকেন—‘উনি হবি সেবন করিয়াছেন, উনি হবি সেবন করিয়াছেন ;’ তিনি ইহার দ্বারা যজ্ঞেরই সমৃদ্ধি প্রার্থনা করেন ; কেননা, দেবগণ যে হবি সেবন করেন, তাহাতে তিনি মহৎ (বস্ত) জয় করিয়া থাকেন ; এবং সেই জন্তই তিনি বলেন—‘সেবন করিয়াছেন ;’ তিনি বলেন—‘বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন’, কেননা, বাহা কিছু দেবগণ সেবন করেন তাহাকেই তাঁহারা গিরিগ্রমাণ করেন ; তিনি সেই জন্তই বলেন—‘বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন।’

১১। তিনি বলেন—‘অধিকতর তেজ করিয়াছেন ;’ কেননা, যজ্ঞই দেবগণের তেজ, এবং তাহাকেই ইহারা অধিকতর করেন ; তিনি সেই জন্তই বলিয়া থাকেন, ‘অধিকতর তেজ করিয়াছেন।’

১২।—“এই দেবগামী হোমে তিনি (যজমান) সমৃদ্ধ হউন !” তিনি ইহাতে এই বলেন যে, “এই দেবগামী হোমে তিনি সিদ্ধি প্রাপ্ত হউন।—“এই অমুক যজমান প্রার্থনা করিতেছেন ;” তিনি (এখানে যজমানের) নাম গ্রহণ করেন, ও তাহাতে ইহাকে প্রত্যক্ষভাবে আশীর্কাদের দ্বারা সিদ্ধ করান।

১৩।—“তিনি দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করেন ;” সেই যে ঐ স্থানে ‘পরবর্তী দেববাগ’ (উক্ত ইহীরাছে),^{১*} তাহাই এখানে স্পষ্টরূপে দীর্ঘায়ু (কথিত হইতেছে) ।

১৪।—“তিনি সুন্দর প্রজা প্রার্থনা করেন ;” সেই যে ঐ স্থানে ‘বহুতর হবি প্রদান’ (উক্ত ইহীরাছে),^{২*} তাহাই এখানে স্পষ্টরূপে সুন্দর প্রজা (কথিত হইতেছে) । যে ব্যক্তি এইরূপ করিবে সে (রাজ্য) শাসন করিবে ।—“তিনি পরবর্তী দেববাগকে প্রার্থনা করেন ;”—তিনি ইহাই বলিবেন, কেননা, তিনি তাহা দ্বারা জীবনোপায়কে (‘জীবাতু’), তাহা দ্বারা প্রজাকে, ও তাহা দ্বারা গণসমূহকে (প্রাপ্ত হইয়া থাকেন) ।

১৫।—“তিনি বহুতর হবি প্রদান প্রার্থনা করেন ;” তিনি ইহাতে তাহাই (প্রার্থনা করেন) ।—“তিনি সজাত-অর্গাৎ সমকালোৎপন্ন-গণের দ্বারা (নিজের) সেবনীয়ত! প্রার্থনা করেন :” প্রাপ্তসমূহে সজাত, কেননা, প্রাপ্ত-সমূহের সহিতই তিনি জাত হইয়া থাকেন, অতএব তিনি তাহাতে প্রাপ্ত-সমূহকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন ।

১৬।—“তিনি দিব্য স্থান প্রার্থনা করেন ;” বিনি বাগ করেন, তিনি এই মনে করিয়া বাগ করেন যে, ‘দেবলোকে আমার যেন (স্থান) হয় ;’ অতএব ইহা দ্বারা তিনি ইহাকে দেবলোকেই ভাগপ্রাপ্ত করেন ।^{৩*}—“তিনি এই হবির দ্বারা যাহা প্রার্থনা করেন, তাহা প্রাপ্ত হউন এবং তাহা সমৃদ্ধ হউক !” তিনি এই হবির দ্বারা যাহা প্রার্থনা করেন, ইহার তৎসমুদয় সমৃদ্ধ হউক,—ইহাই তিনি তাহা দ্বারা বলিয়া থাকেন ।

১৭। তিনি এই পাঁচটি আশীঃ করিয়া থাকেন,^{৪*} এবং ইড়ার সম্বন্ধে তিনটি (আশীঃ) করেন,^{৫*} অতএব তাহার আটটি হয় ; গায়ত্রী অষ্টাঙ্করাই

১। অঃ—১. ৬. ৩. ৩০ ।

২০। অঃ—১. ৬. ৩. ৩২ ।

১১। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩. ৫. ১০) ইহার পরে এই অতিরিক্ত, বক্ত আছে—“তিনি সমস্ত শ্রিয় প্রার্থনা করেন”—“বিক শ্রিয়মাশাভে ।”

১২। “তিনি পরবর্তী দেববাগকে... ;” “তিনি বহুতর... ;” “তিনি সজাত... ;” “তিনি দিব্য... ;” ও “তিনি এই হবির...।”

১৩। , ত্রষ্টব্য—১. ৬. ৩. ৩০—৩৬ ।

হইয়া থাকে, এবং গায়ত্রী বীৰ্য্যাস্বরূপ ; অতএব তিনি ইহা দ্বারা আশীঃসমূহের বীৰ্য্যই সম্পাদন করিয়া থাকেন ।

১৮। তিনি ইহা অপেক্ষা অধিকতর (আশীঃ) করিবেন না, কেননা, তিনি যদি ইহা অপেক্ষা অধিকতর করেন, তাহা হইলে অতিরিক্ত করিয়া ফেলিবেন, এবং যজ্ঞের বাহ্য অতিরিক্ত হয়, তাহা ইহার ঘেষকাণ্ডী শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া (অর্থাৎ তাতার উপকারের জন্য) অতিরিক্ত হইয়া থাকে ।

১৯। (তিনি) অন্নতরও—সাঁওটি (আশীঃ প্রার্থনা করিতে পারেন) ।^{১৫}—“দেবগণ ইহাকে তাহা দান করুন ।” তিনি ইহাতে এই বলেন যে, ‘দেবগণ ইহার ভক্ত তাহা অনুমত করুন ।’—“দেব অগ্নি দেবগণের নিকট হইতে তাহা প্রার্থনা করুন, এবং মানুষ আমরা অগ্নির নিকট হইতে (প্রার্থনা করি) ।” তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, ‘দেব অগ্নি দেবগণের নিকট তাহা প্রার্থনা করুন, এবং আমরা তাহা অগ্নির নিকট হইতে ইহার (অর্থাৎ যজ্ঞমানের) জন্য প্রার্থনা করিব ।’

২০।—“অভিলষিত (বা অন্নিষ্ট) ও লব্ধ ;” তাঁহারা এই যজ্ঞকে ইচ্ছা করিয়াছিলেন (বা অবেদন করিয়াছিলেন),^{১৬} এবং তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; সেহ ভক্তই তিনি বলিয়া থাকেন—“অভিলষিত ও লব্ধ ।”—“দ্যৌ ও পৃথিবী উভয়েই ইহাকে পাণ হইতে রক্ষা করুক !” তিনি ইহার দ্বারা এই বলেন যে, ‘দ্যৌ ও পৃথিবী উভয়ে ইহাকে পীড়া হইতে রক্ষা করুক ।’

২১। তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—“(তাহার) উভয়ে আ মা কে .. ;”^{১৭} কেননা, সেইরূপে হোতা নিজেকে আশীঃ হইতে বহিষ্কৃত করেন না ।^{১৮} কিন্তু তাহা সেরূপ বলিবে না, কারণ, যজ্ঞে যজ্ঞমানেরই আশীঃ (প্রার্থিত) হইয়া থাকে ; ঋত্বিজগণের সেখানে কি আছে ? যজ্ঞে ঋত্বিজগণ যাহা কিছু আশীঃ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তাহা যজ্ঞমানেরই হয় । এবং যিনি

১৫। ব্রঃ—“নানান্য ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে... ;” ২. ১. ১. ১—১৩।

১৬। ব্রঃ—১. ৫. ৩. ৫ ; অথবা ১. ৫. ১. ৩ ইত্যাদি ।

১৭। ডে. সংহিতায় পাঠ “আমাদিগকে”—“উতে চ নো...।” কাণ্ডপাখ্য ও আবলারন-ভ্রাতৃদ্বয়েও এইরূপ টীকা হইয়াছে ।

বলেন যে, “উভয়ে আ মা কে...,” তিনি এই আশীংকে কোথাও প্রতিষ্ঠাপিত করেন না। অতএব “উভয়ে ই হা কে...” ইহাই বলিবে।

২২—“এখানে কমনীরের গতি (প্রাপ্তি) রহিয়াছে;” যজ্ঞের বাহা উক্তম, তাহাই তিনি ইহাতে (বজ্রমানে) স্থাপন করিয়া থাকেন, এবং সেই জন্তই বলেন—“এখানে কমনীরের গতি রহিয়াছে।”

২৩—“এবং দেবগণকে এই নমস্কার!” তিনি যজ্ঞের সমাপ্তি প্রাপ্ত হইয়া ইহা দ্বারা দেবগণকে নমস্কার করেন, এবং সেই জন্তই বলেন—“এবং দেবগণকে নমস্কার।”

২৪। অনন্তর তিনি বলেন—“শং যু র।”^{১১} বা ই স্প তা (বৃ হ স্প তি র পুত্র) শং যু বথার্থরূপে যজ্ঞের পরিসমাপ্তি জানিতেন। তিনি দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন, সেই জন্ত তাহা (অর্থাৎ সেই জ্ঞান) মনুষ্যাগণের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

২৫। ঋষিগণ ক্রমে তাহা তুলিতে পাইলেন যে, বা ই স্প তা শং যু বথার্থরূপে যজ্ঞের পরিসমাপ্তি জানিতেন, এবং তিনি দেবলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহারা “শং যু র” এই কথা বলিয়াছিলেন ও যজ্ঞের সেই পরিসমাপ্তিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বাহা শং যু জানিতেন। তিনি যে বলিয়া থাকেন—“শং যু র,” ইহাতে যজ্ঞের সেই পরিসমাপ্তিকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, বাহা বা ই স্প তা শং যু জানিতেন। তিনি সেই জন্তই বলেন—“শং যু র।”

২৬। তিনি উচ্চারণ করেন—“আমরা শং যু র গাহা প্রার্থনা করি!” তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, ‘আমরা যজ্ঞের সেই পরিসমাপ্তি প্রার্থনা করি, বাহা বার্ষস্পত্য শং যু জানিতেন।

২৭—“যজ্ঞের (দেবগণের নিকট) গমন, বজ্রমানের (দেবগণের নিকট) গমন (প্রার্থনা করি)!” কেননা, যিনি যজ্ঞের পরিসমাপ্তি ইচ্ছা

১১। “শংযুঃ,” বহুবচন এক স্থানে (বা. ম. ১১.৫৫) ব্যাখ্যা করিয়াছেন—শং হৃৎ যোগেশমনং, যোগেশপৃথক্করণং। Max Müller এই শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন—‘health and wealth,’ (Translation of Rig-veda, L. P. 182) বুল ব্রাহ্মণ ইহাই প্রকারান্তরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। Eggeling বলিয়াছেন—‘All-hail and blessing.’

করেন, তিনি যজ্ঞের গমন ও যজ্ঞপত্রির গমন ইচ্ছা করিয়া থাকেন।—
“আমাদের মঙ্গল হউক। আমাদের দৈব মঙ্গল (‘স্বস্তি’) হউক, ও মনুষ্যাগণের
মঙ্গল হউক।” তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, ‘দেবগণের মধ্যে আমাদের
মঙ্গল হউক, ও মনুষ্যাগণের মধ্যে আমাদের মঙ্গল হউক।’—“(এই যজ্ঞরূপ)
ঔষধ উর্দ্ধে গমন করুক।”—তিনি ইহা দ্বারা এষ্ট বলেন যে, ‘আমাদের
এষ্ট যজ্ঞ দেবলোককে জয় করুক।’

২৮।—“আমাদের দ্বিপদের শুভ হউক। আমাদের চতুস্পদের শুভ
হউক।” কেননা, যে পর্যাস্ত দ্বিপদ ও চতুস্পদ থাকে, সেই পর্যাস্তই এষ্ট
বিশ্ব। তিনি যজ্ঞের সমাপ্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার (যজ্ঞমানের) জন্তই শুভ
(প্রার্থনা) করেন, এবং সেই জন্ত বলিয়া থাকেন—“আমাদের দ্বিপদের শুভ
হউক। আমাদের চতুস্পদের শুভ হউক।”^{১৮}

২৯। অনন্তর তিনি ইহা দ্বারা এ টি রূপে^{১৯} বেদিকপ (পৃথিবীকে) স্পর্শ
করেন। তিনি যখন ঐ বেদিকপে বৃত্ত হন তখন অমাবস্যা হইয়া থাকেন;^{২০}
এবং পৃথিবী প্রতিষ্ঠা বলিয়া তিনি ইহার দ্বারা (অর্থাৎ তাদৃশ স্পর্শ দ্বারা) এই
প্রতিষ্ঠাতেই প্রতিষ্ঠিত হন, এবং তাহাতে পুনর্ব্বার মানুষ্য হইয়া থাকেন;
সেইজন্ত তিনি ইহা দ্বারা এ টি রূপে স্পর্শ করেন।

১৮। ২৩শ হইতে ২৮শ কণ্ডিকা পর্যাস্ত : যে কয়টি মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, তাহার নাম লং যু বাক ;
তৈ. ব্রাহ্মণে (৩. ৫. ১১) এই সমস্ত মন্ত্র একত্র পণ্ডিত হইয়াছে। বা ই স্প ত্য লং যু সম্বন্ধে এই
প্রসঙ্গে তত. সংহিতাতেও (২. ৬. ১৭) একটি বিভিন্ন আপ্যায়িকা আছে। মহাত্মারতেও
(৩. ২১৮. ২) ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

১৯। “অনয়া ইতি;” অর্থাৎ বশিষ্ঠ হস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুলির দ্বারা; ‘এইরূপে,’ ইহা অভিনয়
পূর্ব্বক দেখাইয়া দেওয়া হইত। কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে (৩. ৬. ১২) এই স্পর্শে একটি মন্ত্র
(বা. স. ২. ১৯. ২) বিধিত হইয়াছে। আগন্তব্য শ্রৌতসূত্রে এই স্পর্শ যজ্ঞমানের কর্তব্য বলিয়া
উল্লিখিত হইয়াছে, হরিবাহ্মী বলেন হোতাই স্পর্শ করিবেন।

তৃতীয় ভ্রাঙ্কণ

[১ পত্নী সং বা জ নামক বাগের অগ্রহোতৃপ্রভৃতির (গার্ভপত্য) অগ্নির নিকটে) তত্ত্বপাদ গ্রহণ করিয়া আগমন; —২-৪ অধ্বৰ্য্য অবস্থিত অগ্নিসমূহের কোন দিগা আগমন করিবেন তৎসময়ে মতান্তর ঘটন করিয়া ১,২স্থাবিকান; —৫ পত্নী সং বা জ আরম্ভ করিবার প্রয়োজন; —৬ তাহাতে চারিটি দেবতার বাগ করিবার তাৎপৰ্য্য; —৭ তাঁহাদের ক্ষমতাজ্ঞাপন হবি করিতে হয়; —৮ তাহার। সেই কার্যে অসুচক্সরে ব্যাপৃত হন; —৯-১১ সোম, বৃহা, ও দেবপত্নীগণের বাগের সমগ্র গৃহপত্যের পূর্বদিকে পর্দা দেওয়া, তাহার প্রয়োজন, স্বীকৃতিপত্রের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া ভোজন করে; —১৩ গৃহপতি-অগ্নির বাগ; —১৪ পত্নীসংবাহক কর্ত্ত্বের শেষে পুকের স্থায় ইড়া করিতে হয়, কিন্তু পরিধি ও প্রস্তর না থাকায় তৎপরবর্ত্তী শব্দবাক ও স্তব্ধবাক অনুষ্ঠিত হয় না, প্রস্তরের অভিনিধি করিলে যোব, পক্ষান্তরে প্রস্তরের অভিনিধি করিবার বিধি; —১৫ তাহাতে অভিসমিত ফলসিদ্ধি; —১৬ তাহা করিতে হইলে বেদ হইতে একবানি তৃণ চািনিয়া তত্ত্বপাদে তাহার অগ্র মধ্য ও মূলকে আজালিপ্ত করিতে হয়; —১৭ অধ্বৰ্য্যকর্ত্ত্বক এই তৃণের আঁগ্নিতে নিক্ষেপ ও নিজেকে স্পর্শ; —১৮ শব্দবাক-কখন; —১৯ স্বলব্দবাককর্ত্ত্বক জুহু ও শ্রবের একত্র গ্রহণ —২০ এই মন্ত্র ও বাখ্যা; —২১ বজ্রবানপত্নীর বেদের প্রতিষেচন; —২২ তাহার কারণনির্দেশ; —২৩ প্রতিষেচনের সমগ্র তিনি ইচ্ছা করিলে বজ্রস্ত পাঠ করিতে পারেন, সেই মন্ত্রের উল্লেখ; —২৪ হোতৃকর্ত্ত্বক অগ্নিসমূহ বেদের গার্ভপত্যের উত্তর দেশ হইতে বেদিশিষ্ট্য বিকিরণ; —২৫ অধ্বৰ্য্যকর্ত্ত্বক সমিষ্ট বজ্র নামক হোম, পত্নীসংবাহের পরে ইহার বিধানের প্রয়োজনীয়তা; —২৬ সমিষ্ট-বজ্র-কর্ত্ত্বকের ব্যুৎপত্তি; —২৭ সমিষ্টবজ্রকর্ত্ত্বকের কারণ; —২৮ হোমের বস্ত্র ও তাহার বাখ্যা; —২৯ অগ্নিতে বহির হোম ও তাহার প্রয়োজনকখন; —৩০ সমিষ্টবজ্রকর্ত্ত্বকই যজ্ঞের শেষ, বহির হোমকে এক্ষম অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; —৩১ বহিহোমের মন্ত্র; —৩২ অগ্নী ত; নামক পূর্বস্থাপিত জলের বেদীর উপরে চালিয়া ফেলা ও তাহার উদ্দেশ্য; —৩৩ তাহা চালিয় দিবার মন্ত্র; —৩৪ পাদে এই জল স্থাপিত হয় তাহা দ্বারাই তাহা চালিতে হয়, তৎপূজকপাসমূহকে একটি পাদে করিয়া কৃষ্ণজলের নীচে নিক্ষেপ ও তাহার মন্ত্র; —৩৫-৩৬ ইহারই প্রয়োজন বর্জন প্রসঙ্গে দেব ও অহুর বিবয়ক আখ্যায়িকা, দেব ও অহুরের পদস্পর্শ, অহুরগণের পরত্যাগ, দেবগণের অহুরগণকে যজ্ঞের অপকৃষ্ট অংশ-প্রদান ।।

১। তাঁহার। পত্নী সং বা জ করিবার অগ্র (গার্ভপত্যের নিকটে) প্রত্যাগমন করেন। (আসিবার সমগ্র অধ্বৰ্য্য) জুহু ও শ্রব, হোতা বেদ, এবং

১। অধ্বৰ্য্য—‘যজ্ঞমাসের দ্বারা দেব-পত্নীগণের একসঙ্গে বাস করিবার অগ্র;’ এই বাগেরই পরিত্যক্ত নাম পত্নী সং বা জ, অর্থাৎ ‘পত্নীগণের এক সঙ্গে বাস,’ অর্থাৎ দেবপত্নীগণের দেবগণের সহিত একসঙ্গে বাস।

আগ্নীধ্র আ জা বি লা প নৌ (আজা গলাইবার পাত্র, আজাহালী) গ্রহণ করেন।

২। তৎসম্বন্ধে কাহারো কাহারো মতে অধ্বৰ্য্য আহবনীয়ের পূর্বে দিক্ দিয়া গমন করেন। কিন্তু তাহা সেটরূপ করিবে না; কেননা, তিনি যদি সেট দিক্ দিয়া গমন করেন, তবে যজ্ঞের বহির্ভাগস্থিত হইয়া পড়েন।

৩। কাহারো কাহারো মতে অধ্বৰ্য্য (যজ্ঞমানের) পত্নীর পশ্চাদ্ দিক্ দিয়া গমন করেন।^১ কিন্তু তাহা সেটরূপ করিবেই না; কেননা, অধ্বৰ্য্য যজ্ঞের পূর্বাঙ্ক ও পত্নী পশ্চাঙ্ক, তিনি যদি সেট দিক্ দিয়া গমন করেন, তবে, যেমন কোন ব্যক্তি পশ্চাৎদিকে^২ মস্তক স্থাপন করেন, তিনিও সেটরূপ বজ্র হইতে বহির্ভাগস্থ হইয়া পড়েন।

৪। কাহারো কাহারো মতে অধ্বৰ্য্য পত্নী (ও গার্হপত্য অগ্নির) মধ্য দিয়া গমন করেন। কিন্তু তাহা করিবেই না; কেননা, যদি তিনি সেট দিক্ দিয়া গমন করেন, তবে পত্নীকে বজ্র হইতে ব্যবহিত করিয়া ফেলেন। অতএব তিনি গার্হপত্যের পূর্বে দিক্ দিয়া ও অহবনীয়ের মধ্য দিক্ দিয়া গমন করিবেন; কেননা, তাহা হইলে তিনি বজ্র হইতে বহির্ভাগস্থ হন না; এবং ঐ স্থানের ত্রাণ (আহবনীয়ের দিকে) গমন করিয়া তিনি মধ্য দিয়া গমন করেন, ও এইরূপে তাঁহার গমন হইয়া থাকে।^৩

২। যজ্ঞমানপত্নী গার্হপত্যের নিকটে বসিয়া থাকেন; ত্রুটবা ১. ২. ৪ ১২; ও তত্রতা ১৬ সংখ্যক টীকা।

৩। “ভসবঃ” এখানে ‘ভসব’ শব্দের অর্থ জঘন বা পশ্চাৎ; “শূদুভসোমিঃ” এই উপাদি পুত্রের (১. ১৩২) বৃত্তিতে ভট্টোজি দীক্ষিত ঐ শব্দের অর্থ ‘জঘন’ লিখিয়াছেন; ইহার ব্যাখ্যায় তত্ত্বাবোধিনীকার “জাঘন্তাঃ পত্নীঃ সংবাজয়ন্তি ভসদ্বীয়া হি স্ত্রিয়ঃ” এই বাক্য (১) উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্যাখ্যাকারগণ এখানে ‘ভসব’ শব্দের অর্থ ‘জঘন’ বলেন। অত্রজ (খ. স. ১০. ৮৬. ৭) মাদ্রণ তাহার অর্থ লিখিয়াছেন ‘ভস’ বা ‘যোনি’; (ত্রুটবা—অথর্ব. স. ২. ৪. ১৩; ১২. ৮; ১০. ৯. ২১; ২০. ১২০. ৭)। হরিদ্বারী প্রকৃত স্থলে ঐ শব্দের অর্থ ‘যোনি’ বা ‘সংবাজার’ ধরিয়ছেন—“ভসদ্বীয়াসর্গাযতনঃ (ভসদ্বীয়াসর্গাযতনঃ পাঠান্তরঃ)।” এক বলিয়াছেন যে, যেমন তাহাতে মস্তক প্রদান করা অযুক্ত, তাদৃশ গমনও সেইরূপ।

৪। ত্রুটবা;—কা. শ্রৌ. ৩. ৬. ১—৪; ইহার ভাষা প্রভৃতিতে অধ্বৰ্য্যের গমনসম্বন্ধে আরও মতান্তর উদ্ধৃত হইয়াছে; কথা—(১) অধ্বৰ্য্য গার্হপত্য ও দক্ষিণ অগ্নির মধ্য দিয়া

৫। অনন্তর তাঁহারা প দ্বী সং বা জ আৱন্ত করেন। ঐজামবুহ যজ্ঞ হইতে জ্ঞাত হয়, এবং যজ্ঞ হইতে জায়মান হইয়া মিথুন হইতে জ্ঞাত হয়, এবং মিথুন হইতে জায়মান হইয়া যজ্ঞের অন্তে জ্ঞাত হয়; অতএব লোকে ইহার (পদ্বী-সংযাজের) দ্বারা যজ্ঞের অন্তে উৎপাদক মিথুন হইতে উচ্চাদিগকে উৎপন্ন করিয়া থাকে। এবং সেই জন্ত যজ্ঞের অন্তে উৎপাদক মিথুন হইতে এত সমস্ত প্রজা জ্ঞাত হইতেছে। সেহ নিমিত্ত তাঁহারা প দ্বী সং বা জ আৱন্ত করেন।

৬। তিনি চারিটি দেবতার বাণ করেন।° 'চারিটি' (শব্দে) মিথুন, কেননা, মিথুন অর্থ দ্বন্দ্ব ও তাঁহারা দুইটি দুইটি হইয়া থাকেন; তহাতে উৎপাদক মিথুনই করা হয়; এবং তিনি সেট জন্ত চারিটি দেবতার বাণ করেন।

৭। তাঁহাদের হবি আভ্য হইয়া থাকে; কেননা, আজ্য রেতস্বরূপ, এবং তিনি ইহার দ্বারা রেতঃ সেচন করেন; সেই দ্বন্দ্ব (তাঁহাদের) হবি আজ্য হইয়া থাকে।

৮। তাঁহারা তাহাতে (সেই কার্যে) অমুচ্চস্বরে বিচরণ করেন (অর্থাৎ ব্যাপৃত হন); কেননা মিথুন অপ্রকাশ ভাবেই বিচরণ করে, এবং অমুচ্চস্বর অপ্রকাশ, সেই জন্ত তাঁহারা তাহাতে অমুচ্চস্বরের বিচরণ করেন।

৯ অনন্তর তিনি সোমকে বাণ করেন; কেননা, সোম রেতস্বরূপ, এবং তিনি ইহার দ্বারা রেতকেই সেচন; সেইজন্ত তিনি সোমকে বাণ করিয়া থাকেন।

গমন করিয়া যজ্ঞমানপত্নীর অগ্নি গার্হপত্যের দক্ষিণ দিকে দশানযুখে উপবেশন করেন, (২) অথবা আহবনীয়ের পূর্ব ও দক্ষিণাধির দক্ষিণ দিক দিয়া আগমন করিয়া সেইরূপে উপবেশন করেন; (৩) অথবা গার্হপত্যের উত্তর দিক দিয়া যজ্ঞমানপত্নীকে অথো ব: (৪) বাহিরে দাখিয়া সেইরূপে উপবেশন করেন।

৫। অর্থাৎ যজ্ঞের কলো; অথবা যজ্ঞের অন্তে অর্থাৎ যজ্ঞের শেষ পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ভাবরূপ যজ্ঞমানপত্নীতে; অষ্টব্য—অথ কণ্ডিকা।

৬। সোম, অষ্টা, দেবপত্নী ও বৃহস্পতি অগ্নি; কিন্তু অষ্টব্যঃ—চতুশোইবাঃসুৱাদিশঃ, ৩ এবং চত্বারঃ পদ্বীসংযাজঃ—১১. ১. ৩. ২৭; দিল্লি, ১২. ৪. ১০—১২।

১০। অনন্তর তিনি হু ঠী কে' বাগ করেন ; কেননা, হু ঠী দিক্ত রেতকে রূপান্তরিত করে ;^৭ তিনি সেটজন্ত হু ঠীকে বাগ করেন ।

১১। অনন্তর তিনি দেবপত্নীগণকে বাগ করেন ; কেননা, রেত পত্নীসমূহে যোনিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ও তাহা হইতে তাহা (পুত্রাদিরূপে) প্রজাত হয় ; তিনি ঈহা দ্বারা পত্নীসমূহে যোনিতে সিক্ত রেতকে প্রতিষ্ঠাপিত করেন ও তাহা হইতে তাহা প্রজাত হয় ; তিনি সেই জন্তই দেবপত্নীগণকে বাগ করিয়া থাকেন ।

১২। তিনি যখন দেবপত্নীগণকে বাগ করেন তখন (কোন নাহর প্রভৃতির দ্বারা গার্হপত্যের পূর্বদিকে অন্তর্গমন (পর্দা) করিবেন ;^৮ কেননা, যাবৎ তাঁহারা স নি ষ্ট ব জু হৌ ম^৯ না করেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেবতার (সেখানে) এই উপাসনা করেন যে, 'এই তাহারা আমাদের হোম করিবেন !' তিনি ঈহা দ্বারা তাহাদের নিকট হস্তেই অন্তর্গমন (পর্দা) করেন ; এবং সেটজন্তই বা জ্ঞ ব ক্তা বলেন, যাহারা তাহাদের (দেবপত্নীগণের) স্মার, সেই মানবীয় জ্ঞোগণ পুরুষের নিকট হস্তে অন্তর্গত হইয়াই ভোজন করিতে উচ্ছা করে ।

১৩। অনন্তর তিনি গৃহপতি^{১০} অগ্নিকে বাগ করেন ; কেননা, অগ্নি এত লোকস্বরূপ, এবং তিনি ঈহা দ্বারা এত লোকেই প্রজাসমূহকে উৎপাদিত

৭। হু ঠী শব্দের অর্থ অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য। তিনই প্রধান বিশেষ হইতে পারে ; নিক্ত, ৮. ২. ১০—১২ ; ১০. ৩. ১০ ।

৮। হু ঠী যে রূপকর্তা ইহা বৈদিকসাহিত্যে অতিপ্রসিদ্ধ ; পরে উক্ত হইয়াছে "হু ঠী রূপাণাং রূপকৃতং রূপপতিং"—১১. ৩. ১৭. ১। অঃ—"হু ঠী রূপাণি পিতৃভূ"—৮. ১. ১৮. ১ ; "হু ঠী রূপ নি স হি প্রভূ"—৮. ১. ১৮. ২ ; বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে এতাদৃশ শব্দের জন্ত উদ্ভা :—A Vedic Concordance. (Harvard Oriental Series, Lanman), p. 463.

৯। "তৃতীয়েহন্তর্গমনং পুরুষত্বং"—ক্য. শ্রৌ. ৩. ৭. ১১ ; "তৃতীয়ে পত্নীসংবাদে কটাদিনা অন্তর্গমনং কৰোতীতি"—ঐ গতি ।

১০। অগ্নয়ূর্যকর্তৃক নিত্য প্রায়শ্চিত্ত হোম করা হইলে যেহি হইতে আনুত বহিযুক্তিসমূহ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া যথাবিধি আহবনীয়ে নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহার পর অগ্নয়ূর্যকে উদ্ভিত হইয়া দক্ষিণ পদে বসিয়া যোনিপূর্বক এবং দ্বারা যজ্ঞোচ্চারণপূর্বক একটী হোম করিতে হয় ; ইহারই নাম স নি ষ্ট ব জু হৌ ম । অঃ—পরবর্তী ২৭শ ও ৩০শ কণ্ডিকা ।

১১। অর্থাৎ গার্হপত্য ।

করেন ও সেই ঐষ্ট প্রজাসমূহ ঐষ্ট লোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; তিনি সেইজন্ত গৃহপতি অগ্নিকে বাগ করেন ।

১৪। তাহার (পত্নী সং বা জ নামক কর্ণের) অস্ত্রে টেড়া^{১২} হইয়া থাকে ; কেননা, এখানে প রি ষি ও থাকেনা এবং প্র স্ত র ও থাকেনা । তিনি ঐ যেখানে^{১৩} প্রস্তরের দ্বারা বজ্রমানকে স্থানগামী করেন, জায়া পতির অনুগামিনী হন বলিয়া ইহার (বজ্রমানের) পত্নীও সেখানে স্থানগামিনী হন । কিন্তু তিনি যদি প্রস্তরের প্রতিনিধি কিছু করেন, তবে (পত্নীর) অবসাদ করেন ^{১৪} অতএব তিনি তাহারে অস্ত্রে টেড়াই করিবেন । অথবা তিনি প্রস্তরের প্রতিনিধি করিবেন ।

১৫। তিনি যদি প্রস্তরের প্রতিনিধি করেন, তবে যেমন ঐ স্থানে প্রস্তরের দ্বারা বজ্রমানকে স্থানগামী করেন, সেইরূপই পত্নীকে স্থানগামিনী করেন ।

১৬। তিনি যদি প্রস্তরের প্রতিনিধি করেন, তবে বেদের একখানি তৃণ টানিয়া লইয়া তাহার অগ্র (আভ্যবৃক) জুহুত, মধা স্রবে, ও মূগ স্থাপ্যে নিষ্ক করেন ।

১৭। অনন্তর আয়ীত্র বলেন—“(উভা অগ্নিতে) নিক্ষেপ করন ^{১১১} (অধ্বর্ষাভাঃ) মৌনাবলম্বনে নিষ্কিস্ত করিয়া “হে অগ্নি, তুমি চক্ষুঃস্রব,

১২। এতৎ সথকে পূর্বে (১. ৩. ৩. ব্রাহ্মণে) উক্ত হইয়াছে। পূর্বের জায় এখানেও উক্ত হইয়া থাকে। ইহার অতিপ্রায় এই যে, যেমন তাহা দেবগণের যাগে হইয়াছিল, দেবীগণেরও যাগে তাহা সেইরূপ হইবে। পূর্বে যেমন উভার পর হস্ত বা ক ও শং যু বা ক হইয়াছিল, এখানেও সেইরূপ উভয়ই হইতে পারিত, কিন্তু যজ্ঞবাকের মতিত প রি ষি ও প্র স্ত রের সম্বন্ধ থাকায় এবং ঐষ্ট প্রস্তর ও পরিধির পূর্বেই অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হেতু (১. ৭. ১. ১৭ ; ২২) তাহাদের অভাবে ঐ হস্ত বা ক হইতে পারে না, শং যু বা ক হইয়া থাকে, ইহাই এখানে প্রতিপাদিত হইতেছে। এই পত্নী-সংযাজ কর্ণের শেষে উড়া করিতেই হইবে, শংযুবাক করিলেও হয়, না করিলেও হয় ; সষ্টবা—কা. শ্রৌ. ৩. ৭. ১৩, বৃত্তি ।

১৩। ১. ৭. ১. ১১ ইত্যাদি ।

১৪। অর্থাৎ পতি বজ্রমান অর্গে গমন করিলেও তাহার পত্নী যাইতে পারেন না, এখানে অবসন্ন হইয়া থাকেন,—হস্তিনানী ।

১৫। সষ্টবা ১. ৭. ১. ১৩ ইত্যাদি ।

আমার চক্ষুকে রক্ষা কর!”^{১০} এই বলিয়া নিজকে স্পর্শ করেন, এবং তাহা দ্বারা (প্রত্যয়ের অনুসরণে অগ্নিতে) নিজকে নিক্ষেপ করেন না।

১৮। অনন্তর (আগ্নীত্র অধ্বর্ষ্যাকে) বলেন—‘পরম্পর আলাপ করুন!’ (অধ্বর্ষ্য বলেন)—‘হে আগ্নীত্র, তিনি কি (স্বর্গে) গিয়াছেন?’ (আগ্নীত্র বলেন)—‘গিয়াছেন!’ (অধ্বর্ষ্য বলেন)—‘দেবগণকে শ্রবণ করান!’ (আগ্নীত্র বলেন)—‘তিনি শুনিতেছেন!’ (তিনি হোমকে) বলেন—‘দেবহোতৃগণের স্বস্ত্যানে গমন (হউক)’ ‘মানুষ হোতৃগণের স্বস্তি (হউক)’ ‘শংযুর বলুন!’^{১১}

১৯ অনন্তর তিনি (অধ্বর্ষ্য) জুহু ও অকবকে একসঙ্গে গ্রহণ করেন। ‘হতা আহুতি হতয়া দেবলোক গমন কক’—এই মনে করিয়া তিনি দে ইথানে^{১২} (সেই তৃণখানিকে) লিঙ্গ করেন, তাহাতে গতা আহুতিষ্ট করেন; এবং সেই ভক্ত তিনি জুহু ও অকবকে এক সঙ্গে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

২০। তিনি অগ্নির জন্তু (হাবিদগকে এই মন্ত্রে) একসঙ্গে গ্রহণ করেন—‘হে অবিদষ্ট-আত্ম ব্যাপকতম অগ্নি!’^{১৩} বেহেতু অগ্নি অমৃত, তিনি সেইজন্তু বলিয়া থাকেন “অবিদষ্ট-অত্ম”; তিনি বলেন—‘ব্যাপকতম,’ কেননা, অগ্নি অবিদষ্টম বাণী; তিনি সেই জন্তুই বলেন—‘ব্যাপকতম।’—‘বজ্র হঠতে আমাকে রক্ষা কর! (বন্ধন) জাল হইতে আমাকে রক্ষা কর! দুর্বাগ হইতে আমাকে রক্ষা কর! এবং দুর্ভাজন হঠতে আমাকে রক্ষা কর!’ তিনি হতা দ্বারা এত বলেন যে, ‘সমস্ত পীড়া হঠতে আমাকে রক্ষা কর!’—‘আমাদের “পতুকে” (অন্নকে) বিস্বহিত কর!’ অন্নই ‘পিতু’; অতএব তিনি হতা দ্বারা এই বলেন যে, ‘আমাদের এই অন্নকে রোগহীন নিষ্পাণ কর!’—

১৬। স্বা. স. ২. ১৬. ৭।

১৭। জটুবা—১. ৭. ১. ২০।

১৮। ১৬ কণ্ডিকা জটুবা।

১৯। ক. বা. স. ২. ২১. ১। যদীযর বলেন—‘হে অহিংসিত-মানব (মানব=বজ্রমান)....’ ‘ব্যাপকতম’ ইহার মূল “অনীতম”; হরিবারী ইহার অর্থ করেন “ভোক্তম” (অশ্ব, ভোজনার্থক); যদীযর উক্তই (ব্যাপ্যার্থক ও ভোজনার্থক অশ্ব) বলিয়াছেন।

“স্বশোপবেশনযোগ্যে গৃহে!” তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, ‘(আগ্নার) নিম্নেতে।’—“স্বাহা! বাট্!” (আহুতি) যেক্রপ বযট্কারের দ্বারা হৃত হয়, ইহাতেও ইহার তাহা সেইরূপ হইয়া থাকে।

২১। অনন্তর (যজমান) পত্নী বেদকে বিসম্ভ (অর্থাৎ গ্রহীমুক্ত) করেন। বেদি জ্ঞী, এবং বেদ পুরুষ; বেদকে মিথুনের জন্তু করা হয়; অতএব যজ্ঞে যে ইহার দ্বারা (বেদিকে) স্পর্শ করা যায়, তাহাতে উৎপাদক মিথুনই করা হইয়া থাকে।

২২। পত্নী যে বেদকে বিসম্ভ করেন, (তাহার কারণঃ, পত্নী স্ত্রী, এবং বেদ পুরুষ; অতএব ইহা দ্বারা উৎপাদক মিথুনই করা হয়; এবং সেই জন্তু পত্নী বেদকে বিসম্ভ করিয়া থাকেন।

২৩। তিনি বেদকে বিসম্ভ করেন। তিনি যদি তাহা যজুর্মন্ত্রের দ্বারা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে ইহারও দ্বারা করিবেন—“তুমি বেদ; হে দেব বেদ, তুমি যাহা দ্বারা দেবগণের বেদ তজ্ঞাচি, তাহা দ্বারা আমারও বেদ হও।”

২৪। (হোতা গার্গ্যপত্যের উত্তর প্রদেশে তজ্ঞে আরম্ভ করিয়া) বেদি পর্যাস্ত তাহা নিকীর্ণ করেন; কেননা, বেদি জ্ঞী, ও বেদ পুরুষ, এবং পুরুষ পশ্চাৎ দিক্ হইতে আসিয়া জ্ঞীর প্রভি দাবিও হয়; তিনি পশ্চাৎ দিক্ হইতেই গমন করিয়া পুরুষ বেদকে ইহার (বেদির) প্রভি দাবিও করাইয়া থাকেন।

২৫। অনন্তর ‘আমার যজ্ঞ পূর্বাদিকে সনাস্তু ততবে’ এত মন্ত্রে করিয়া তিনি (অধ্বর্যু) স মি ষ্টে য জুঃ নামক হোম করেন। তিনি যদি স মি ষ্টে য জু হোম করিয়া পত্নী সং যাজ করেন, তাহা হইলে ইহার এত যজ্ঞ পশ্চিম

২০। বা. স. ২. ২০. ১। কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে (৩. ৮. ২) উক্ত হইয়াছে যে, এই বেদ-বিশ্রাসনের পর পত্নী সেই কুশলজ্যুকে (‘যোক্তু’ বাহা দ্বারা তাহাকে কটিক্রমে বন্ধন করা হইয়াছিল, ১. ২. ৫. ১২) খুলিয়া ফেলিবেন। বাস্কায়ন-শ্রৌতসূত্রে (১. ১১. ৩) ইহা হোতার কার্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, এবং ইহার মন্ত্র ক. স. ১০. ৮৫. ২৫। বাস্কায়ন-শ্রৌতসূত্রে এ মন্ত্র উক্ত হয় নাই, কাত্যায়ন ঐ মন্ত্রের ‘বা’ (‘জোষাক’) শব্দের স্থানে ‘বা’ (‘আদ্যাক’) শব্দ প্রদান করিয়া সেখানে পাঠ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

দিকে সমাপ্ত হইয়া পড়ে ; সেইজন্য তিনি এই সময়ে সমিষ্টবজ্রহোম করিয়া থাকেন, কেননা, তিনি মনে করেন—‘আমার বজ্র পূর্বদিকে সমাপ্ত হইবে।’^{২১}

২৬। অনন্তর বে ভক্ত (ইহার) নাম স মি ষ্ট য জুঃ, (তাহা বলা যাইতেছে)—
তিনি এই যজ্ঞের দ্বারা যে সকল দেবতাকে আহ্বান করেন,—ঋগ্‌হোমের জন্ত
এই যজ্ঞ বিস্তারিত (অনুষ্ঠিত) হয়, সেহ সেই সকলেরই সমাগুভাবে যাগ করা
হইয়া থাকে ; অতএব যেহেতু তিনি সেহ সকলের সমাগু যাগ কারবার পর
এই হোম করেন, সেই জন্ত ইহার নাম স মি ষ্ট য জুঃ ।

২৭। অনন্তর বে ভক্ত তিনি সমিষ্টবজ্রহোম করেন, (তাহা বলা হইতেছে)—
তিনি এই যজ্ঞের দ্বারা যে সকল দেবতাকে আহ্বান করেন,—ঋগ্‌হোমের জন্ত
এই যজ্ঞ বিস্তারিত হয়, তাহার সকলে (ততক্ষণ) সমীপে উপবেশন করিয়া
থাকেন—যতক্ষণ সমিষ্টবজ্রহোম না করা যায়, এবং তাহার মনে করেন যে,
‘এই ইহারা আমাদিগকে হোম করিতেছেন।’ তিনি ইহা দ্বারা সেই সকলকেই
বখাযথভাবে বিসর্জন করেন ; এবং যেখানে ইহাদের সম্বন্ধে (এতরূপ) অনুষ্ঠান
করা যায়, (সেই সেই স্থানেই) তিনি যজ্ঞকে অনুষ্ঠান করিয়া (বিস্তৃত) । তাহা
দ্বারা যজ্ঞকে উৎপাদিত করিয়া থাকেন, এবং যেখানে ইহার প্রতিষ্ঠা সেহ
স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত করেন । তিনি সেহ জন্তই শুষ্কজুঃ হোম করিয়া
থাকেন ।

২৮। তিনি (এই যজ্ঞে) হোম করেন—“হে পথজ দেবগণ,”^{২২} কেননা,
দেবগণ পথজই ;—“পথ জানিয়া,” তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, ‘যজ্ঞকে
জানিয়া,’—“পথে গমন কর !” তিনি ইহা দ্বারা বখাযথভাবে (ঋগ্‌হোমকে)
বিসর্জন করেন ;—“হে মনের অধিপতি, এই দেবযজ্ঞকে দান করিতেছ
(“স্বাহা”), তুমি তাহা বায়ুতে স্থাপন কর !” কেননা, এই বাহা (বায়ু)
বহিতেছে, তাহার বজ্র । তিনি এইরূপে এই যজ্ঞকে সন্ধারণের জন্ত সেই

২১। পত্নীসংখ্যাক গার্হপত্যো, অতএব বেদির পশ্চিমদিকে সমাপ্ত হয় ; তাহার পর ঋত্বিকের
আবার আহবান্যের নিকট আসেন, এবং এখানেই সমিষ্টবজ্রহোম হইয়া থাকে ।

যজ্ঞে প্রতিষ্ঠাপিত করেন, এবং যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞকে সম্মিলিত করেন ; সেই জন্তই তিনি বলেন—“দান করিতেছি (“দান”), তুমি তাহা বায়ুতে স্থাপন কর !”

২৯। অনন্তর তিনি বর্হিকে (আহবনীরে) হোম করেন । এই লোকট বর্হি, এবং ওষধিসমূহও বর্হি ; অতএব তিনি তাহার দ্বারা এই লোকেও ওষধিসমূহ স্থাপিত করেন, এবং সেট-এট ওষধিসমূহ এই লোকে প্রাণিত্তি রহিয়াছে ; তিনি সেট জন্য বর্হিকে হোম করেন ।

৩০। তাহা (বর্হি-আহবনিক) তিনি অতিরিক্ত হোম করেন , কেননা, সমিষ্টযজ্ঞই যজ্ঞের শেষ, এবং যাগ সমিষ্টযজ্ঞের পর হয়, তাহা অতিরিক্ত ; সেট জন্তই তিনি যখন সমিষ্টযজ্ঞহোম করেন, তাহার পর এই সকলের (ওষধি সমূহের) জন্ত (বর্হি) হোম করেন ; এবং সেট জন্য এই অতিরিক্ত ও অসম্মিত, ওষধিসমূহ জাত হইয়া থাকে ।

৩১। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) হোম করেন—“ঋক্ আদিভাগের সহিত, বসুগণের সহিত, মরুদগণের সহিত ও বিশ্বদেবগণের সহিত হবিরূপ যুগের দ্বারা বর্হিকে লিপ্ত করুন !”^{২৩}

৩২। তিনি (উত্তরদিক্ হইতে আহবনীয়কে) দুরিগা দক্ষিণদিকে আসিয়া প্রণীতা জলকে^{২৪} (বোদীর উপরেই) ঢালিয়া দেন । তিনি যখন যজ্ঞকে বিস্তার করেন, তখন তাহা দ্বারা তাহাকে যুক্ত করেন ; অতএব তিনি যদি তাহা (প্রণীতা-জলকে) ঢালিয়া না দেন, তাহা হইলে এই যজ্ঞ অবিস্মৃত থাকায় পরাশ্রুত হইয়া যজ্ঞমানের ক্ষতি করে, কিন্তু সেরূপ করিলে যজ্ঞ যজ্ঞমানের ক্ষতি করে না ; সেই জন্ত তিনি দক্ষিণদিকে দুরিগা আসিয়া (তাহা) ঢালিয়া দেন ।

৩৩। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) ঢালিয়া দেন—“কে তোমাকে বিমুক্ত করে ? সে তোমাকে বিমুক্ত করে । কাহার জন্ত তোমাকে বিমুক্ত করে ? তাহার জন্য তোমাকে বিমুক্ত করে । পৌষণের জন্য ।”^{২৫} তিনি ইহা দ্বারা

২৩। বা. স. ২. ২২. ১ ; কা. শ্রো. ৩. ৮. ৫।

২৪। ঋ—১. ১. ২০ ; ১২. ৫. ২. ৭।

২৫। অথবা, ‘কে’ ও ‘কাহার’ শব্দ স্থানে ‘প্রজাপতি’ ও ‘প্রজাপতির’ ; ঋষ্টব্য—১. ১. ১.

১৩ ; ও ২০ সংখ্যক টীকা। যজ্ঞ—বা. স. ২. ২৩. ১।

বজ্রমানের পুষ্টি প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি বাহা (পাত্র) দ্বারা (ই জল) স্থাপন করেন, তাহা দ্বারাই চালিয়া ফেলেন; কেননা, তাঁহারা বাহা দ্বারা যোজনীয় (অর্থপ্রভৃতিকে) যুক্ত করেন, তাহা দ্বারাত বিযুক্ত করেন;— তাঁহারা রজ্জুর ('বোদু') দ্বারা যোজনীয়কে যুক্ত করেন এবং রজ্জুর দ্বারা যুক্ত করেন। অনন্তর তিনি শুক্ললকণাসমূহকে (ফলীকরণ) একটি কপালে (পাত্রে) করিয়া কৃষ্ণাভিনের ঠিক নীচে (এই মস্ত্রে) ফেলিয়া দেন—“তুমি বক্ষোগণের ভাগ!”

৩৪। দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপভা। ইহারা প্রজাপতি-স্বরূপ, পিতৃস্বরূপ, ও সংবৎসরস্বরূপ এই বজ্র সম্বন্ধে স্পর্ধা করিয়াছিলেন যে, ‘ইহা আমাদের হস্তে! ইহা আমাদের হস্তে!’

৩৫। অনন্তর দেবগণ সনগ্র বজ্র সম্পন্ন করিয়া, তাহার পর বজ্রের বাহা পাপনে (নিকৃষ্টতম) অংশ ছিল, তাহা দ্বারা, যথা—পশুর রক্তের দ্বারা ও হবির্বিজের শুক্ললকণাসমূহের দ্বারা হহাদিগকে (অসুরগণকে, বজ্রে) ভাগবহিত করিয়া দিলেন, (তাঁহারা ননে করিয়াছিলেন)—‘তাঁহারা যেন হবির্বিজ হহতে উত্তমরূপে ভাগবহিত হয়;’ কেননা, সেই বাক্তিই উত্তমরূপে ভাগবহিত—যাহাকে (কিঞ্চিৎ অপকৃত্র প্রযো) ভাগ দিয়া ভাগবহিত করা হয়, যার বাহাকে ভাগ না দিয়া ভাগবহিত করা হয়, সে কিছুক্ষণ আশা করে, এবং যখন তাহা নিজের) বশে প্রাপ্ত হয়, (তখন) বলে যে, ‘আমাকে তুমি কি ভাগ করিয়া দিয়াছিলে?’ দেবগণ ইহাদের (অসুরগণের) জন্ত যে ভাগ করিয়াছিলেন, তিনি হহাদের জন্ত সেই ভাগই করনা করিয়া থাকেন। আর তিনি যে তাহা কৃষ্ণাভিনের ঠিক নীচে ফেলিয়া দেন, তাহাতে তাহা ইহাদের জন্ত অগ্নিহীন অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া থাকেন। তিনি সেইরূপেই পশুর রক্তকে “তুমি বক্ষোগণের ভাগ!” এই বলিয়া অগ্নিহীন অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশিত করেন, এবং সেই জন্তই তাঁহারা পশুর রক্ত (বজ্রে ব্যবহার) করেন না, কেননা, তাহা বক্ষোগণের ভাগ।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১ অধ্ব্যুর দক্ষিণ দিকে আসিয়া জলপূর্ণ পাত্রকে চালিয়া ধোয়া, যজ্ঞ দেবলোকে গমন করে, দক্ষিণা যজ্ঞকে অনুসরণ করিয়া গমন করে, এবং দক্ষিণাকে অনুসরণ করিয়া যজ্ঞমান গমন করেন ;— ২ দেবযান ও পিতৃবাণ পথ, তাহার উত্তর দিকে জলস্ত অগ্নিশিখা থাকে, সেই অগ্নিশিখা মহনের যোগ্য ব্যক্তিকে দক্ষ করে ও অবোধ্যাকে পরিত্যাগ করে, পূর্ণপাত্রের জল ঢালায় এই পথকে শাস্ত করা হয় ;—৩ (অসম্পূর্ণ পাত্র না চালিয়া) পূর্ণপাত্র চালিবার প্রয়োজন, নিরন্তর ও অবিচ্ছেদ্য ভাবে তাহা চালিবার নিয়ম ;—৪ যজ্ঞের যে অঙ্গ অসুচিত রূপে অস্বীকৃত হইয়া পড়ে, তাহা গ্রহণ করা বিনষ্ট করিয়া যেন এবং পূর্ণপাত্রনিষ্কিপ্ত জলের দ্বারা আবার সেই অঙ্গকে শাস্ত ও সমাহিত করেন ;—৫ তিনি পূর্ণ পাত্র চালিয়া সমস্ত দ্বারা এই বিনষ্ট অঙ্গকে সম্মিলিত করিয়া দেন, এবং নিরন্তর অবিচ্ছেদ্য চালিয়া সেইরূপেই তাহা সম্মিলিত করেন, —৬ যজ্ঞমান এই জলকে অগ্নিশিখা দ্বারা গ্রহণ করেন, তাহার মন্ত্র ;—৭ গৃহীত জলের দ্বারা যজ্ঞমানের আচমন, তাহার প্রয়োজন উদ্দেশ্য ;—৮ বিষ্ণু হ্রস্ব নাসিক পদবিক্ষেপ ও তাহার উদ্দেশ্য ;—৯ বিষ্ণুস্বের কারণান্তর উদ্দেশ্য, — ১০ তাহার মন্ত্র, সূর্য্যরশ্মিসমূহ পরলোকবর্ত পূণ্যকারিণীরে বৃত্তি, সূর্য্য প্রভাপতি ও বর্গ-বক্ষণ ;— ১১-১২ বিষ্ণুস্বের দুইরূপে পদক্ষেপণ্যকরা বাইতে পারে যথা—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও ভূলোক, প্রণবী ভূলোক অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী, ইহারই বৈকল্পিক ব্যবস্থা ;—১৩ পূর্বদিক্-বর্ধন ও তাহার কারণ ;— ১৪ তাহার মন্ত্র ;—১৫ সূর্য্যবর্ধন ও তাহার উদ্দেশ্য ; ১৬ সূর্য্যবর্ধনের মন্ত্র, ভূমিরূপে যা জল বক্ষ ও উপোদিতের মত, বাহা দ্বারা ব্রহ্মভেজ হয় ব্রাহ্মণের তাহাই ইচ্ছা করা উচিত ;—১৭ প্রদক্ষিণভাবে ব্রহ্মণ ও তাহার মন্ত্র ;—১৮ গাহপত্যের নিকটে গমন, তাহার কারণ ;—১৯ তাহার মন্ত্র, মামুদ একপদ বৎসরের অনেক বেশী বাচে ;—২০ পুনবার প্রদক্ষিণভাবে ভ্রমণ ;—২১ এই মন্ত্রে পুত্রের নাম উদ্দেশ্য, পুত্র না থাকিলে নিজের নাম উদ্দেশ্য ;—২২ আহবনীঘের নিকট গমন ;— ২৩ ব্রতবিসর্জন ।]

১। যজ্ঞ সম্পন্ন হইবার পর তিনি (অধ্ব্যুরা, আহবনীয়কে) ঘুরিয়া দক্ষিণ দিকে আগমনপূর্ব্বক (উত্তরমুখে জলের) পূর্ণপাত্রকে চালিয়া দেন, এবং সেইরূপেই তাহা (পূর্ণপাত্রের ঢালা) উত্তরদিকে হইয়া থাকে ; সেইজন্য তিনি ঘুরিয়া দক্ষিণদিকে আগমনপূর্ব্বক পূর্ণপাত্রকে চালিয়া দেন ।^১ তিনি যাগ করেন, তিনি এই মনে করিয়া যাগ করেন যে, ‘আমারও দেবলোকে (স্থান) হইবে ।’ তাঁহার এই যজ্ঞ দেবলোকের অভিমুখে গমন করে, দক্ষিণা—যাহা

তিনি (ঋতুগণকে) দান করিয়া থাকেন,—তাহাকে অনুসরণ করিয়া গমন করে, এবং দক্ষিণাকে অনুসরণপূর্বক যজমান (গমন করেন)।

২। এই পন্থা দেব যান বা পিতৃ যান। তাহার উত্তর দিকে দুইটি অগ্নিশিখা দক্ষ করিতে করিতে বর্তমান রহিয়াছে; তাহারা সেই ব্যক্তিকে দক্ষ করে—যে দ্বাধের যোগ্য হয়, এবং তাহাকে তাগ করে—যে ত্যাগের যোগ্য হয়। জল শাস্তি; সেই জন্ত তিনি ইহা দ্বারা এই পন্থাকেই শাস্ত করেন।*

৩। তিনি পূর্ণ (পাত্ৰকে) ঢালেন; কেননা, পূর্ণ (-শব্দের তাৎপর্যার্থ) সমস্ত, তিনি ইহাতে সমস্ত দ্বারাই ইহাকে শাস্ত করেন। তিনি তাহা নিরস্তর ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে ঢালেন; এবং ইহাতে নিরস্তর ও অবিচ্ছিন্নভাবেই ইহাকে শাস্ত করিয়া থাকেন।

৪। তিনি যে পূর্ণ পাত্ৰকে ঢালেন, (তাহার কারণ এই যে), যজ্ঞের যাহা কিছু মিথ্যা (অর্থাৎ অস্ত্রায়) করা হয়, তাহা তাঁহারা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন, ক্ষত করিয়া দেন; এবং জল শাস্তি বলিয়া (সেই) শাস্তিরূপ জলের দ্বারা (আবার) তাহা শাস্ত করেন, জলের দ্বারা (আবার) তাহা সম্মিলিত করেন।

৫। তিনি যে পূর্ণকে ঢালেন, (তাহার কারণ এই যে), পূর্ণ (-শব্দের তাৎপর্যার্থ) সমস্ত, তিনি সমস্তের দ্বারাই তাহা সম্মিলিত করিয়া দেন; তিনি নিরস্তর ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে তাহা ঢালিয়া থাকেন, এবং ইহাতে নিরস্তর ও অবিচ্ছিন্ন ভাবেই তাহাই সম্মিলিত করিয়া দেন।

৬। তিনি (যজমান) তাহা (ঐ পূর্ণ পাত্ৰের জল) অঞ্জলি দ্বারা (এই মন্ত্রে) গ্রহণ করেন—“আমরা তেজের সহিত, (শরীরপ্রভৃতি) রসের সহিত, শরীর-সমূহের সহিত এবং মঙ্গলকর মনের সহিত সংযুক্ত হইয়াছি। সুদাতা যষ্টা ধনের বিধান করুন, এবং যাহা আমাদের বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহা অনুমার্জিত করুন।” (যজ্ঞের) যাহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তিনি (ইহা দ্বারা) তাহা সমাহিত করেন।

২। ব্রহ্মণঃ—“এতস্তাং হি দিশি (পূর্বোত্তর দিকে) বর্ষন্ত দ্বারং”—৩. ৪. ৪; “এতস্তাং হি দিশি (পূর্বদক্ষিণ দিকে) পিতৃলোকস্ত দ্বারং”—১৩. ৪. ৪. ৫; “যে বৃদ্ধী অশুভং পিতৃদানং দেবানামুত মর্ত্যানাম্”—১৪. ৭. ২.

৭। অনন্তর তিনি (সেই গৃহীত জলের দ্বারা) মুখ স্পর্শ করেন।^১ তিনি যে মুখ স্পর্শ করেন, তাহার ছুঁটটি (কারণ) আছে;—জল অমৃত, অতএব তিনি ইহাতে অমৃতের দ্বারাই সম্যক স্পর্শ করেন; এবং ইহা দ্বারা নিভেতেই এই কণ্ঠকে (যজ্ঞকে, স্থাপিত) করেন। তিনি সেই জলটই মুখ স্পর্শ করিয়া থাকেন।

৮। অনন্তর তিনি (তিনবার) বিষ্ণু ক্রম নামক^২ পদক্ষেপ করেন। যিনি যাগ করেন, তিনি দেবগণকে প্রীত করেন; তিনি এই যজ্ঞের দ্বারা— (অর্থাৎ) কিছু ঋকসমূহের দ্বারা, কিছু যজুসমূহের দ্বারা ও কিছু সার্বাঙ্গ-সমূহের দ্বারা দেবগণকে প্রীত করিয়া তাহাদের মনো ভাগপ্রাপ্ত হন, এবং ভাগপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদেরই নিকট গমন করেন।

৯। তিনি যে বিষ্ণু ক্রম নামক পদক্ষেপ করেন (তাহার অপর দ্বারা এই—) যজ্ঞট বিষ্ণু; তিনি, দেবগণের এখন এই যে শক্তি (“বর্ণাঙ্ক”) রহিয়াছে, তাহার উদ্দেশে পদক্ষেপণ (“বক্রন”) করিয়াছিলেন; তিনি বহুকেশ (ভুলোককে) প্রথম পদের দ্বারা, এই অন্তরিক্ষকে দ্বিতীয় পদের দ্বারা, এবং দ্বিতীয় পদের দ্বারা পালন করিয়া ছিলেন। এই যজ্ঞ (উপ) বিষ্ণু ইহার (যজ্ঞমানের) এই শক্তির উদ্দেশেই পদক্ষেপণ করিয়া থাকেন।^৩ তিনি সেই জলটই বিষ্ণু ক্রম নামক পদক্ষেপণ করেন। এ স্থান (পৃথিবী) হইতেই বহুতম (লোক) উর্দ্ধে^৪ গমন করিয়া থাকে।

১০। অতএব তিনি (এই মন্ত্রে তিনবার পদক্ষেপণ করেন)—“বিষ্ণু গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা পৃথিবীতে পদক্ষেপণ করিয়াছিলেন; এবং সে আনন্দগকে ঘেষকরে ও বাহাকে আনন্দ ঘেষকরি, সে সেস্থান হইতে ভাগদতিত (অর্থাৎ

৪। অর্থাৎ আচমন করেন, শোথন করেন, মুখ ধোয়। কা. শ্রো. ৩. ৮. ১০।

৫। যজ্ঞমান এ স্থানে নিজের আসন হইতে উন্মিত হইয়া দক্ষিণ বেদিশ্রোণি হইতে আহবনীয় পর্ধান্ত ময়পাঠপূর্বক যে পদক্ষেপণ করেন, তাহার নাম বিষ্ণু ক্রম। বহীষর ইহার ব্যাপ্তিসম্বন্ধে লিখিয়াছেন (বা. ম. ২. ২৫)—“বিক্রপাধ্বন্য বলায়ন্ত ভূমৌ এক্ষেপা বিষ্ণুক্রমঃ।”

৬। ইহা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে ১. ১. ২. ১৩।

৭। “পর্যটিনঃ”—উর্দ্ধে ইতি পরিখ্যাতী।

নিঃসারিত) হইয়াছিল।”—“বিকু জিষ্টপ্ চন্দের দ্বারা অন্তরিককে পদক্ষেপণ করিয়াছিলেন ; এবং যে আশাদিগকে ঘেষ করে ও বাহ্যকে আমায় ঘেষ করি, সে সেস্থান হইতে ভাগগ্রহিত হইয়াছিল।”—“বিকু জগ্ননী চন্দের দ্বারা ছায়ায় পদক্ষেপণ করিয়াছিলেন ; এবং যে আশাদিগকে ঘেষ করে ও বাহ্যকে আমরা ঘেষ করি, সে সেস্থান হইতে ভাগগ্রহিত হইয়াছিল।” এইরূপে এই সমস্ত লোকে আরোহণ করিবার পর ইহাট পতি এবং ইহাট প্রিষ্ঠা—এই বাহ্য (স্থর্য) তাপ প্রদান করিতেছে ; তাহার বে রশ্মিসমূহ (রহিয়াছে), তৎসমুদয় (পর লোকঃ) পূণ্যকাকিগণ (‘অকুত’)।” অনন্তর বাহ্য পরম দীপ্তি (স্থর্য), তাহা প্রজাপতি অথবা সেই স্বর্গলোক। তিনি এইরূপে এই সমস্ত লোকে আরোহণ করিয়া তাহার পর এই পতিক এই প্রিষ্ঠাকে প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি এ স্থান হইতে অনুশাসন করিতে উচ্ছঃ করিবেন, তিনি উপরি হইতে নীচের দিকে আগমন করিবেন।” তিনি যে উপরি হইতে নীচের দিকে আগমন করিবেন, তাহার দুইটি (কারণ আছে) —

১১। দেবগণ যখন জয় করিতে গিয়াছেন, তখন তাহার (এই লোক হইতে) অপসরণ করিয়া অগ্রে দৌকে ও তাহার পর এই অন্তরিককে জয় করিয়া ছিঃ, এবং অনন্তর যে স্থান হইতে অপসরণ করা হয় নাই—সেই এই (পৃথিবী) স্থান হইতে শক্রগণকে গাড়িত করা দিয়া ছিলেন। তিনি সেই প্রকারেই এই অপসরণের দ্বারা জয় করিতে করিতে অগ্রে দৌকেই, তাহার পর অন্তরিককে জয় করেন, এবং তাহার পর, যে স্থান হইতে অপসরণ করা হয় না—সেই এই (পৃথিবী) স্থান হইতে শক্রগণকে গাড়িত করেন। এই পৃথিবীই প্রতিষ্ঠা, অতএব ইহাট তিনি এই প্রিষ্ঠাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

৮। বা. ম. ২. ২৬. ১—৩ ; ক. লো. ৩. ৮. ১১—১২।

৯। ইহার পরে উক্ত হইবে যে, নক্ষত্রসমূহ পূণ্যকাকিগণের জ্যোতি,—“যে হি জনাঃ পূণ্যকৃতঃ বর্গং লোকং যন্তি তেথাযেতানি জ্যোতীঃবি”—৬. ৪. ২. ৮ ; তৈত্তিরীয় সংহিতাতন্ত্র (৫. ৪. ১. ৩) ইহা আছে, যথা—“অকুতাঃ বৈ এতানি জ্যোতীঃবি বরক্ষজাণি ;” জঃ—তৈ. আ. ২. ৪. ৩. ; তৈ. ন. ৪. ৪. ১৮. ১—২ ; বহু. ১২. ৪৮।

১০। হরিখাশী এহানের তাৎপর্য লিখিয়াছেন—“বিনি এই লোক হইতে এই লোকেই বহুকাল যাবৎ ফলোপভোগ করিতে আশা করেন।”

১২। অতএব তিনি এইরূপে (পদক্ষেপণ করিতে পারেন)”—“বিষ্ণু জগতী ছন্দের দ্বারা ছ্যালোকে পদক্ষেপণ করিয়াছিলেন ; এবং যে আমাদিগকে দেখ করে ও বাহ্যকে আমরা দেখ করি, সে সেস্থান হইতে ভাগরহিত হইয়াছিল।”—“বিষ্ণু ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের দ্বারা অন্তরিক্ষে পদক্ষেপণ করিয়াছিলেন ; এবং যে আমাদিগকে দেখ করে ও বাহ্যকে আমরা দেখ করি, সে সেস্থান হইতে ভাগরহিত হইয়াছিল।”—“বিষ্ণু গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা পৃথিবীতে পদক্ষেপণ করিয়া ছিলেন ; এবং যে আমাদিগকে দেখ করে ও বাহ্যকে আমরা দেখ করি, সে সেস্থান হইতে ভাগরহিত হইয়াছিল।” “এই অন্ন হইতে (নিঃসারিত)। এই প্রতিষ্ঠা হইতে (নিঃসারিত)।”—(তিনি এই ছই মন্ত্রে যথাক্রমে স্বকীয় অংশ ও বেদিভূমিকে দর্শন করেন)।^{১০} ইহাতেই (এই পৃথিবীতেই) সমস্ত ভোজনীয় অন্ন প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া তিনি বলেন—“এই অন্ন হইতে! এই প্রতিষ্ঠা হইতে।”

১৩। অনন্তর তিনি পূর্বদিক দর্শন করেন ; কেননা, দেবগণের দিক পূর্বই, তিনি সেই জন্ত পূর্বদিক দর্শন করেন।

১৪। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) দর্শন করেন—“আমরা জ্যোতিতে (‘স্বর’) গমন করিয়াছি।”—^{১১} তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, ‘দেবগণই জ্যোতি, এবং দেবগণের নিকটেই আমরা গমন করিয়াছি।’—“জ্যোতির সহিত আমরা সম্মিলিত হইয়াছি।” (তিনি ইহার দ্বারা আহবনীয়কে দর্শন করেন),^{১২} তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, ‘আমরা দেবগণের সহিত সম্মিলিত হইয়াছি।’

১৫। অনন্তর তিনি সূর্যকে উপরে দর্শন করেন ; কেননা, ঈনিই সেই গতি, ঈনিই প্রতিষ্ঠা। অতএব তিনি ইহা দ্বারা এই গত্যকে এই প্রতিষ্ঠাকে প্রাপ্ত হন ; তিনি সেই জন্তই উপরে সূর্যকে দর্শন করেন।

১১। বজ্রবান বিষ্ণু ক্রমবাসক পদক্ষেপণ করিবার সময় বজ্রপাঠ ছই ক্রমেই করিতে পারেন, যথা—(১) দ্রালোক, অন্তরিক্ষ, ও পৃথিবী ; (২) অথবা পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, ও দ্রালোক ; কা. শ্রো. ৩. ৮. ১১—১২। প্রথম ক্রম ১১র কণ্ডিকায় উক্ত হইয়াছে, এখানে দ্বিতীয় ক্রম উক্ত হইতেছে।

১২। বা. স. ২. ২৫. ৪-৫।

১৩। কা. শ্রো. ৩. ৮. ১২-১৩।

১৪। বা. স. ২. ২৫. ৬।

১৫। কা. শ্রো. ৩. ৮. ১৬।

১৬। তিনি (গাছা এষ্ট মন্ত্রে) উপরে দর্শন করেন “তুমি স্বয়ম্ভু ও শ্রেষ্ঠ রশ্মি।”^{১৬} এত যে স্বর্ঘা, ইহাষ্ট শ্রেষ্ঠ রশ্মি ; তিনি সেই জন্ত বলেন—“তুমি স্বয়ম্ভু ও শ্রেষ্ঠ রশ্মি।” (এ সম্বন্ধে) বা জ্ঞ বা জ্ঞা বলিয়াছেন—“তুমি তেজঃপ্রদ, আমাকে তেজঃপ্রদান কর।” ইহাষ্ট আনি বলিতেছি, কেননা, গাছাষ্ট ব্রাহ্মণের ইচ্ছা করা উচিত বাহাতে সে একান্তেজোবৃত্ত হইতে পারে।^{১৭} কিন্তু ঔ পো-দি তে য’ বনেন—‘তিনি আমাকে গাভীসমূহ দান করিবেন, (আমি সেই জন্ত বলি), “তুমি গোপ্রদ, আমাকে গাভীসমূহ দান কর।” এইরূপে তিনি (যজ্ঞমান) যে কামা বস্তু প্রার্থনা করেন, তাহার তাহাষ্ট সমৃদ্ধ হয়।

১৭। অনন্তর তিনি (যজ্ঞমান, এক মন্ত্রে) আবর্জন (অর্গীং প্রদক্ষিণ ভাবে ভ্রমণ) করেন—“স্বর্ঘ্যের আবর্জনা অন্নমারে আনি আবর্জন করিতেছি।”^{১৮} তিনি (স্বর্ঘ্যরূপ) এক গহ্বিক—এই প্রতিষ্ঠাকে প্রাপ্ত হইয়া তাহারই আবর্জন অন্নসরণপূর্বক আবর্জন করিয়া থাকেন।^{১৯}

১৮। অনন্তর তিনি গাছপাতার নিকটে উপস্থিত হন। তিনি যে গাছ-পাতার নিকটে উপস্থিত হন, তাহার দুইটি (কারণ) আছে ; গৃহই গাছপতা এবং গৃহই প্রতিষ্ঠা, অতএব তিনি তাহাতে গৃহরূপ প্রতিষ্ঠাতেই প্রতিষ্ঠিত হন ; এবং এখানে তাহার যে পরিমাণ মানবীয় আয়ু থাকে, তিনি ইহা দ্বারা তাহারই নিকটে উপস্থিত হন (অর্থাৎ লাভ করেন)। তিনি সেইজন্ত গাছপাতার নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকেন।

১৯। তিনি (এই মন্ত্রে) উপস্থিত হন—“হে গৃহপতি অগ্নি হে অগ্নি, আমি যেন গৃহপতি গোমা দ্বারা সুগৃহপতি হই ! হে অগ্নি, গৃহপতি আমা দ্বারা তুমি সুগৃহপতি হও।”^{২০} এখানে কিছু অস্পষ্টার্থ নাই।—“আমাদের

১৬। বা. স. ২. ৬. ১।

১৭। কাণ্ডশাখায় আছে তুমি স্ব ও পো দি তে য বৈ স্বা ত্র পদা ; তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১. ৭. ২. ১) আছে—“তুমি স্ব ও পো দি তে য।”

১৮। বা. স. ২. ২০. ২।

১৯। ইহার পর তিনি, আবার বাসাবর্জনে আগমন করেন, কেননা প্রদক্ষিণ করিলেই আবার তাহার বিপরীত পতিতে আগমন করিতে হয় ; কা. শ্রো ১. ৮. ২৪। ২০শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

২০। বা. স. ২. ২৭. ১।

উভয়ের গার্হপত্য (কশ্ব) সমূহ যেন একবলীবদ্ধবৃদ্ধ শকটের সদৃশ না হয় !”^{২১} তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, ‘আমাদের উভয়ের গার্হপত্য (কশ্ব) সমূহ অঙ্গীভূত হউক !’—“শত হিম (ঋতু) !” তিনি ইহা দ্বারা এই বলেন যে, ‘আমি যেন শত বর্ষ বাঁচি !’ তিনি ইহা বলিতে আদর না করিতে পারেন,^{২২} কেননা, লোক এক শত বৎসরেরও অনেক বেশী বাঁচিয়া থাকে : সেই উচ্চ তিনি উচা বলিতে আদর না করিতে পারেন।

২০। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে প্রদক্ষিণ ভাবে) আবর্জন করেন—“হৃষ্যের আবর্জন অমুসারে আমি আবর্জন করিতেছি !”^{২৩} তিনি (হৃষ্যঃপ) এই গতিকে—এই প্রতিষ্ঠাকে প্রাপ্ত হইয়া ইহারও আবর্জন অমুসরণপূর্বক আবর্জন করিয়া থাকেন।^{২৪}

২১। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রের মধ্যে) পুত্রের নাম গ্রহণ করেন—“আমার এই (অমুক) পুত্র এত বীরকশ্মকে অল্পকমে বিস্তারিত করক !”^{২৫} যদি পুত্র না থাকে, তবে তিনি নিজের নাম গ্রহণ করিবেন।

২২। অনন্তর তিনি আহবন্যায়ের নিকটে উপস্থিত হন। ‘আমার বহু পুত্র-দিকে অমুসম্পন্ন হউক !’ এত মনে করিয়া তিনি যোনীবল্লভনে উপস্থিত হন।

২১। বা. ম. ২. ২৭. ২। ‘একবলীবদ্ধবৃদ্ধ শকট’ ইহার মূল “স্কট”; মজীবর ভাষা দৃষ্টব্য।

২২। অর্থায় “শত হিম (ঋতু)” এই মন্ত্রটি উচ্চারণ না করিলেও পারেন। কা. ৩৫. ৩. ৮. ২২।

২৩। বা. ম. ২. ২৭. ২।

২৪। ১৭ শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য।

২৫। বাক্সমেন্সিসংহিতার বাখ্যনিবশাখায় এই মন্ত্রটি নাহি, কাণ্ড-শাখায় (২. ৬. ২) আছে ; কাভ্যায়ন শ্রোতস্থত্রে (৩. ৮. ২৫) সম্পূর্ণ মন্ত্রটি পঠিত হইয়াছে—“ভূমি বিস্তৃত, ভূমি উত্তম, আমাকে অনুবিস্তৃত কর। এই যজ্ঞে, এই সাধুকার্যে, এই ক্রমে, ও এই লোকে আমার এই কশ্ব ও এই বীর্যকে পুত্র অমুক্রেমে বিস্তৃত করক !” শাখ্যায়ন-শ্রোতস্থত্রে (২. ১২. ১০) মন্ত্রটি কিঞ্চিৎ ভিন্নাকারে পঠিত হইয়াছে। মহাদেব বলেন—বহু পুত্র থাকিলে প্রত্যেকের নামোচ্চারণ ও প্রতিবার মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। লোণাক্ষি ও শাখ্যায়ন (২. ১২. ১০) বলেন যোষ্ঠপুত্রের অথবা সমস্ত পুত্রেরই নাম করিতে হইবে। আপস্তম্ব বলেন (আপ. শ্রো. ৪. ১৬. ৪)—প্রথম পুত্রের নাম ব্রহ্ম করিতে হইবে। কা. শ্রো. ৩. ৮. ২৫ ; ৪. ১২. ১১ বৃতি।

২৩। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) ব্রত বিসর্জন করেন—“আমি এই যে আছি, সেই আছি!”^{২৩} তিনি ব্রত গ্রহণ করিয়া অমাবস্য হন; অতএব (ব্রতবিসর্জনের সময়) তাহ ঠিক হয় না যে, তিনি বলিবেন—“আমি এই সত্য হইতে অন্তে উপস্থিত হইতেছি!” তজ্জন্ত তিনি পুনর্বার মাম্বস হন বলিয়া “আমি এত যে আছি, সেই আছি”—এইরূপ বলিয়াই ব্রত বিসর্জন করিবেন।

প্রথমকাণ্ড সমাপ্ত।

২৩। জটায়ু—১, ১. ১. ৬; ১. ১. ১. ৪; ভূমি :—২. ১. ৪. ২, ৭।

১৪ আশ্বিন, ১৩১৬।

প্রপাঠকসূচী

প্রপাঠক	পৃষ্ঠা
প্রথম	১
দ্বিতীয়	৫০
তৃতীয়	২৩
চতুর্থ	১৩০
পঞ্চম	১৬২
ষষ্ঠ	২০৩
সপ্তম	২৩৭

অধ্যায়সূচী

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
প্রথম	১
দ্বিতীয়	৩৬
তৃতীয়	৭১
চতুর্থ	১০৩
পঞ্চম	১৩৪
ষষ্ঠ	১৬৭
সপ্তম	১৮৭
অষ্টম	২১৯
নবম	২৪৮

ব্রাহ্মণসূচী

অধ্য	নাম	প্রপাঠক	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
১	ব্রতব্রাহ্মণ	১ প্র ১ ব্রা	১ অ ১ ব্রা	১
২	হবির্ব্রাহ্মণ	১ প্র ২ ব্রা	১ অ ২ ব্রা	১১
৩	"	১ প্র ৩ ব্রা	১ অ ৩ ব্রা	২০
৪	"	১ প্র ৪ ব্রা	১ অ ৪ ব্রা	২৬
৫	"	১ প্র ৫ ব্রা	২ অ ১ ব্রা	৩৬
৬	"	১ প্র ৬ ব্রা	২ অ ২ ব্রা	৪৪
৭	আগ্ন্যব্রাহ্মণ	২ প্র ১ ব্রা	২ অ ৩ ব্রা	৫০
৮	বেদিব্রাহ্মণ	২ প্র ২ ব্রা	২ অ ৪ ব্রা	৫৫
৯	"	২ প্র ৩ ব্রা	২ অ ৫ ব্রা	৬২
১০	পাত্রব্রাহ্মণ	২ প্র ৪ ব্রা	৩ অ ১ ব্রা	৭১
১১	আজ্ঞাব্রাহ্মণ	২ প্র ৫ ব্রা	৩ অ ২ ব্রা	৮০
১২	ইশ্বব্রাহ্মণ	২ প্র ৬ ব্রা	৩ অ ৩ ব্রা	৮৬
১৩	পরিধিব্রাহ্মণ	৩ প্র ১ ব্রা	৩ অ ৪ ব্রা	৯৩
১৪	সামিবেদীব্রাহ্মণ	৩ প্র ২ ব্রা	৩ অ ৫ ব্রা	৯৮
১৫	"	৩ প্র ৩ ব্রা	৪ অ ১ ব্রা	১০৩
১৬	"	৩ প্র ৪ ব্রা	৪ অ ২ ব্রা	১১৭
১৭	"	৩ প্র ৫ ব্রা	৪ অ ৩ ব্রা	১২২
১৮	আচারব্রাহ্মণ	৩ প্র ৬ ব্রা	৪ অ ৪ ব্রা	১২৬
১৯	"	৪ প্র ১ ব্রা	৪ অ ৫ ব্রা	১৩০
২০	প্রবরব্রাহ্মণ	৪ প্র ২ ব্রা	৫ অ ১ ব্রা	১৩৪
২১	ঋগ্‌ব্রাহ্মণ	৪ প্র ৩ ব্রা	৫ অ ২ ব্রা	১৪০
২২	প্রযজুব্রাহ্মণ	৪ প্র ৪ ব্রা	৫ অ ৩ ব্রা	১৪৫
২৩	"	৪ প্র ৫ ব্রা	৫ অ ৪ ব্রা	১৫৪
২৪	"	৪ প্র ৬ ব্রা	৬ অ ১ ব্রা	১৫৭
২৫	পরাশরব্রাহ্মণ	৫ প্র ১ ব্রা	৬ অ ২ ব্রা	১৬২

সংখ্যা	নাম	প্রশংসিক	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
২৬	পুরোভাষত্রাঙ্গণ	৫ প্র ২ ব্রা	৬ অ ৩ ব্রা	১৮০
২৭	সাদ্ভাষাত্রাঙ্গণ	৫ প্র ৩ ব্রা	৬ অ ৪ ব্রা	১৮১
২৮	"	৫ প্র ৪ ব্রা	৭ অ ১ ব্রা	১৮৭
২৯	অনুদানত্রাঙ্গণ	৫ প্র ৫ ব্রা	৭ অ ২ ব্রা	১৯৫
৩০	স্বিষ্টকৃৎত্রাঙ্গণ	৬ প্র ১ ব্রা	৭ অ ৩ ব্রা	২০৩
৩১	প্রাশিত্রাঙ্গণ	৬ প্র ২ ব্রা	৭ অ ৪ ব্রা	২১২
৩২	উড়িত্রাঙ্গণ	৬ প্র ৩ ব্রা	৮ অ ১ ব্রা	২১৯
৩৩	অনুযাত্তত্রাঙ্গণ	৬ প্র ৪ ব্রা	৮ অ ২ ব্রা	২৩১
৩৪	স্বকৃৎ-অংযুৎ- প্রৈষত্রাঙ্গণ	৭ প্র ১ ব্রা	৮ অ ৩ ব্রা	২৩৬
৩৫	স্বকৃৎ-অংযুৎ- কৌলত্রাঙ্গণ	৭ প্র ২ ব্রা	৯ অ ১ ব্রা	২৪৮
৩৬	পত্নীসংযাৎত্রাঙ্গণ	৭ প্র ৩ ব্রা	৯ অ ২ ব্রা	২৫৬
৩৭	বাক্যমানত্রাঙ্গণ	৭ প্র ৪ ব্রা	৯ অ ৩ ব্রা	২৬৫

বাস্তবিককর্মাদিসূচী *

নাম	প্র	ত্রা	ক	পৃষ্ঠা	নাম	প্র	ত্রা	ক	পৃষ্ঠা
অগ্নিপরিষ্করণ	৬	১	২৮	২১১	আগ্নেয়েষ্টি	৫	১	৭	১৬৪
অগ্নিসম্মার্জন	৩	৬	১৪	১২৯	আজানির্বাণ	১	৫	২২	৪৩
অগ্নিহোত্রবস্ত্রা-					আজ্ঞাতাগ্রবাণ	৫	২	১৯	১৭২
দান	১	২	১	১১	আজ্ঞাবিলাপনৌ-				
অগ্নীষোমীয়েষ্টি	৫	২	১৪	১৭১	গ্রহণ	৭	৩	১	২৫৭
অজ্ঞারাদুহন	১	৫	৯	৩৯	আজ্ঞাধিশ্রবণ	১	৬	৬	৪৭
অজ্ঞার'ভুহন	১	৫	১৩	৪০	আজ্ঞাধিশ্রপণ	২	৪	২০	৭৭
অজ্ঞারোদুহন	১	৫	৪	৩৭	আজ্ঞাবেক্ষণ	২	৪	১৮	"
অমূল্যভিনিধান	১	৫	৭	৫৮	আজ্ঞাসাদন	২	৪	২১	৭৯
অন-আক্রমণ	১	২	১৩	১৬	আজ্ঞোৎপলন	২	৪	২৩	"
অনোহিব'বোহণ	১	২	২২	১৯	আত্মকনদান	৫	৪	১৯	১৯৪
অমুবচন	৫	৫	৩	১৯৬	আত্মকির্গণিধান				
অমুযাজন	৬	৪	৭	২৩৩		৪	২০		"
অমুবাকামুবচন	৫	৫	১২	১৯৯	আর্বেয়হোতুবরণ	৪	২	৯	১৩৬
অমুবাকাপাঠ	৫	৫	১৭	২০০	আবাহননিগদানু-				
"	৬	১	১৬	২০৮	বচন	৩	৪	১৬	১২০
অবুগম্পর্শন	১	১	১	২	আশ্রাবণ	৪	৩	৭	১৪২
অভিঘারণ	৫	৫	১০	১৯৮	"	"	"	১৬	১৪৩
অবদান	৫	৫	৬	১৯৭	"	"	"	২০	১৪৫
অবধূনন	১	৪	৪	২৮	আহবনীয়োপস্থান	৪	২২		২৭২
অবাস্তরেড়াবদান	৬	৩	১৭	২২৩	ঈড়াপ্রাশন	৬	৩	৩৯	২২৯
অষ্টকপালপুরোডাশ-					ঈড়াবদান	৬	৩	১৩	২২২
প্রসিদ্ধি	৫	১	৫	১৬৪	ঈড়োপহ্বান	৬	৩	১৮	২২৪

* অধিকাংশ স্থলেই অনুবাদে এই সকল শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে

নাম	প্র	ত্রা	ক	পৃষ্ঠা
ঈশাভিষেক	১	২	১২	১৬
উৎকর্ষনিধান	২	২	১৬	৬০
উত্তরাধার	৩	৬	৪	১২৭
উত্তরাধার-সম্বন্ধভাবান				
	৩	১	৭	২৪
উৎপবন	১	৩	৬	২০
উদ্ভিদ	১	৩	৭	২৪
উপভূতসমজ্ঞন	৭	১	১০	২৪২
উপভূতসাদন	৩	১	১৪	২৭
উপভূতজাগ্রহণ	২	৫	৯	৮০
উপভূতাদান	৪	১	১	১৩০
উপলোপধান	১	৫	১৪	৪০
উপসঙ্ক্ৰান্তসেচন	১	৬	২	৪৫
উপস্করণ	৫	৫	১০	১২৮
উপাংগুযাজ	৫	২	২৮	১৭৫
উপাংগুচরণ	৭	৩	৮	২৪৮
উলুখলাধান	১	৪	৬-৭	২৯
উলু কোদুন	৬	৪	১	২৩১
একাদশকপালপুরোডাশ-				
প্রসিদ্ধি	৫	২	১৪	১৭১
ঐজাধেষ্টি	৫	৩	৩	১৮২
কপালোপধান	১	৫	৩, ৭	৩৭, ৩৮
কৃষ্ণাজিনাদান	১	৪	১	২৭
কৃষ্ণাজিনাস্তরণ	১	৫	১৪	৪০
কৃষ্ণাজিনোপস্তরণ				
	১	৪	৫	২৮
গার্ভপাত্যাপত্তিতি	৪	১৮		২৭১

নাম	প্র	ত্রা	ক	পৃষ্ঠা
চতুরবদান	৫	৫	৭	১২৭
জুহুসম্প্রগ্রহণ	৭	৩	১২	২৬১
জুহুসমজ্ঞন	৭	১	১০	২৪২
জুহুপ্রভৃতিসম্মার্জন				
	২	৪	৬	৭৩
জুহুসাদন	৩	১	১৪	২৬
জুহুদান	৪	১	১	১৩০
জুহুজাগ্রহণ	২	৫	৮	৮২
তৃণনিধান	৩	১	১০	২৫
তৃণনিরসন	১	২	১৫	১৭
দৃষত্পান	১	৫	১৪	৪০
দৃষত্পলোপধান	১	৫	১	৩৬
	১	৫	১৫	৪১
দেবতাদেশন	১	২	১৮	১৮
	৫	৪	৬	১২, ১৩
দেবহোতৃবরণ	৪	২	৪	১৩৫
দ্বাদশকপালপুরোডাশপ্রসিদ্ধি				
	৫	৩	৩	১৮২
ধাষ্যাপ্রক্ষেপ	৩	৩	৩৭	১১৫
ধুবতিমর্শন	১	২	১০	১৫
ঋবাজাগ্রহণ	২	৫	১০	৮৫
ঋবাসমজ্ঞন	৪	১	৫	১৩২
"	৭	১	১০	২৪২
ঋবাসাদন	৩	১	১৪	২৬
নিম্নীতোদকান্তিতপন				
	২	১	৫	৫৩
পঞ্চাবদান	৫	৫	৮	১২৭

নাম	প্র	ত্রা	ক	পৃষ্ঠা
পত্নীসংযাজ	৭	৩	৫	২৫৮
পত্নীসম্বন্ধন	২	৪	১২	৭৫
পন্ন আসেচন	৫	৪	১৬	১২২
পন্ন উদ্বাসন	৫	৪	১৮	১২৪
পরিধিপরিধাপন	২	৬	১০	৯০
	৩	১	২	৯৩
পরিধিসম্বন্ধন	৭	১	৭	২৪০
পরিধামুপ্রহরণ	৭	১	২২	২৪৫
পরিভ্রমণ	১	১	২২	৯
পবিত্রকরণ	১	৩	১	২১
পাংখাদান	২	২	১৬	৫৯
পাণ্যবনেজন	২	৩	২০	৬৯
পাত্রপ্রোক্ষণ	১	৩	১২	২৬
পাত্রোদাহরণ	১	১	২২	৯
পাত্রৌনির্গেজন	১	৬	১৮	৫০
পিষ্টসংঘবন	১	৬	৩	৪৬
পিষ্টসংবাণ	১	৬	১	৪৫
পুত্রনামগ্রহণ	৭	৪	২১	২৭২
পুরোডাশপর্ষ্যগ্নিকরণ				
	১	৬	১৩	৪৮
পুরোডাশ প্রসিদ্ধি	১	৬	৮	৪৭
পুরোডাশপ্রপণ	১	৬	১৪	৪৯
পুরোডাশাভিমর্শন				
	১	৬	১১, ১৫ ৪৮, ৪৯	
পুরোডাশাভিবাসন				
	১	৬	১৬-১৭	৪৯
পারাজম্বাক্যাপাঠ	৩	৪	১৮	১২১

নাম	প্র	ত্রা	ক	পৃষ্ঠা
পূর্ণপাত্রনিবন্ধন	৭	৪	১	২৬৫
পূর্যাদার	৩	৬	৩	২০
পূর্যাদারসমিধভাধান				
	৩	১	৫	৯৫
প্রণীতাপ্রণয়ন	১	১	১২	৫
	৫	৫	১২	১৯৮
প্রণীতানিবন্ধন	৭	৩	৩২	২৬৪
প্রতিপ্রেষ	৪	৩	১৬-২০	১৪৫
প্রত্যাভাবণ	৪	৩	৭	১৪২
			১৩-২০	১৪৩
প্রবাক্যগ	৪	৪	৬	১৪৭
প্রবাক্যমুদ্রণ	৪	৫	১২-১৬	১৫৬
প্রবরনিগদাহুবচন				
	৩	৪	২	১১৭
প্রবরাভাবণ	৪	২	১	১৩৪
প্রস্তরভ্রমণ	৪	১	১০	৯৫
প্রস্তরাদান	৭	১	১১	২৪১
প্রস্তরবসবানুপ্রহরণ				
	৭	১	১৬	২৪৩
প্রাক্প্রোক্ষণ	৭	৪	১০	২৭০
প্রাশিত্রহরণসম্বন্ধন				
	২	৪	৬	৭৩
প্রাশিত্রাবধান	৬	২	৯	২১৫
প্রৈষ	৪	৩	১৬-২০	১৪৩
প্রোক্ষণাদান	২	৬	১	৮৬
প্রোক্ষণ্যাদান	২	৩	২০	৬৮
প্রোক্ষণ্যংপবন	২	৪	২৪	৭৯

নাম	প্র	ত্রা	ক	পৃষ্ঠা	নাম	প্র	ত্রা	ক	পৃষ্ঠা
ফণীকরণ	১	৪	২৪	৩৫	বেদানুগ্রহরণ	৭	৭	১৭	২৬০
ফণীকরণোপাসন	৭	৩	৩৫	২৬৫	বেদিকরণ	২	৩	১৪	৬৬
বহিঃস্তরণ	২	৬	৬	৮৮	বেদিপরিগ্রহ	২	৩	১	৬৩
বহিঃহোম	৭	৩	২৯	২৬৩	বেদিপূষ্পপরিগ্রহ	২	৩	১-১০	৬৬
ত্রাক্ষসম্ভরণ	৬	১	২৮	২১২	বেদিশ্রোক্ষণ	২	২	১৬	৫৯
ভাগপ্রাপন	৬	১	১৫	২১৭	বেদ্যাদ্রপরিগ্রহ	২	৩	১১-১০	৬৫
মাহুযহোত্বরণ	৪	২	১৩	১৩৬	বেদিসংস্তরণ	৭	৩	২৪	২৬২
মুখোপস্পর্শন	৭	৪	৭	২৬৮	ব্রতবিসর্জন	৭	৪	২৩	২৭৩
মুদগাদান	১	৪	১০	৩০	ব্রহ্মোপাসন	১	১	১	২
যজ্ঞ	৫	৫	২	১৯৬	ব্রীহাবেক্ষণ	১	২	১৪	১৬
বাজ্যানুভবণ	৫	৫	১২	১৯৯	শংখ্যাকটৈপ্রব	৭	১	২১	২৪১
বাজ্যপাঠ	৩	৫	১৯	১২২	শংখ্যাকটৈগ্র	৭	২	২৪	২৪৬
	৫	৫	১১	১৯৮	শংখ্যাকটৈবচন	৭	১	২৬	২৪৭
	১১	১২	১৯৯		শম্যোপাসন	১	৫	১৬	৪১
	১১	১৭	২০০		শাখাগৃহন	৫	৪	৮	১৯৩
	৬	১	১৬	২৬৮	শূর্ণাদান	১	২	১	১১
রক্ষাদিক্ষণ	৭	৪	১৬	২৭১	শেষাভিমর্শন	১	২	২০	১৮
বৎসাপাকরণ	৫	৪	১	১৮৮	সংস্রবতাপ্রহরণ	৭	১	২৫	২৪৬
ববটক্রয়	৫	৫	২১	২০২	সন্নহনবিশ্রংসন	২	৬	৬	৮৮
ববটক্রয়	৪	৩	১১	১৪৩	সন্নহনভিক্ষাদান	২	৬	৬	৮৮
	১১	১৮-২১	১৪৫ ৬		সনিদভ্যাদান	৬	৪	৩	২৩২
	১১	১২-১৩	১৯৯		সমিষ্ঠবজুহোম	৭	৩	২৫	২৬২
বাগ্বিসর্গ	১	৪	৮	৩০	সমৈশ্রব	২	৩	২১	৬৯
বিষ্ণুক্রমক্রমণ	৭	৪	৮	২৬৮	সান্নায্যকরণ	৫	৩	৪	১৮২
বেদগ্রহণ	৭	৩	১৯	২৫৬	সামিষেলীসমৈশ্রব	৩	২	২	৯৯
বেদবিশ্রংসন	৭	৩	২১	২৬২	সামিষেত্ত্ববচন	৩	২	৩-১৬	৬৬
বেদানুগ্রহরণ	২	৪	১১	৭৫	শৃঙ্গাকটৈপ্রব	৭	১	১০	২৪০

নাম	প্র	ত্রা	ক	পৃষ্ঠা	নাম	প্র	ত্রা	ক	পৃষ্ঠা
স্বকৃৎকহোত্র	৭	২	১	২৪৮	স্বঃপ্রোক্ষণ	৭	৪	১৪	২৭০
স্বকৃৎকানুবচন	৭	২	৪	২৪৯	স্বঃশাকার	৪	৪	২৩	১৫৩
স্বঃ্যাভিবীক্ষণ	৭	৪	১৫	২৭০	স্বিষ্টকৃৎদর্শণ	৬	১	৯	২০৬
স্বঃ্যাবর্তন	৭	৪	১৭	২৭১	স্বিষ্টকৃৎনিগদানুবচন	৬	১	১০	২
কল্পাভিমর্শন	২	৬	১৭	৯২	হবিঃপেবণ	১	৫	১৮ ২১	৪২
তুষ্ণগজুর্হরণ	২	২	১৪	৫৯	হবিঃপ্রোক্ষণ	১	৩	১০	২৫
স্থানাদান	৫	৪	১১	১৯১	হবিঃনুন্নত্ৰণ	১	৪	২৩	৩৫
স্বঃপ্রোহরণ	২	২	১৫	৫৯	হবিঃভিমর্শন	৩	১	১৬	৯৭
	২	৩	২২	৬৯	হবিঃবপন	১	৪	৮	৩০
স্বঃদান	২	২	৪	৫৬	হবিন্দিবপন	১	৪	২১	৩৪
অকুপ্তভপন	২	৪	৮	৭৪	হবিন্দিবর্পি	১	৪	২০	৩৪
অকুসমার্জন	২	৪	১	৭১	হবিঃপবিবেচন	১	৪	২২	৩৫
অগাধার	৪	১	১	১৩৩	হবিঃপ্রণ	১	২	২৩	১৯
অগাদান	৪	১	১	১৩৪		২	৪	২০	৭৭
অগাদাপানানুবচন					হবিঃসমাটনন	১	৪	১৮	৩৫
	৪	৩	১	১৩৪	হবিঃসাদন	১	২	২৩	২৫
অগ্ণ্যুহন	৭	১	১	২৩৭	হবিঃসুদান	১	৪	১১	৩১
অবসম্প্রগ্রহণ	৭	৩	১৯	২৬১	হিষ্করণ	৩	৩	১-৩	১০৪
অবপ্রতপন	২	৪	৪	৭২	হোতৃঐশ্রব	৪	৩	৭, ১০	১৪২
অবসমার্জন	২	৪	৯	৭৪		৪	৩	১৬, ২০	১৪৩, ১৪৫
অবাদান	২	৪	৪	৭২					

আখ্যায়িকাসূচী

(প্রথমে পৃষ্ঠার সংখ্যা, এবং তাহার পর যথাক্রমে কাণ্ড, অধ্যায়, ব্রাহ্মণ, ও কণ্ডিকার সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ।)

১। অশুর ও রক্ষোগণের রক্ষা নাম হইবার কারণ, ৭ ; ১. ১. ১. ১৬।

২। যজ্ঞসময়ে অশুর ও রক্ষোগণ হইতে দেবগণের ভয়, ১২ ; ৭২ ; ১২৮ ; ১. ১. ২. ৩ ; ১. ২. ৪. ৫ ; ১. ৩. ৬. ৮।

৩। বিষ্ণুর লোকত্রেয়ে পদক্ষেপণ, ত্রিবিক্রম বামন অবতারের মূল, ১৬ ; ৬১ ৬৫ ; ২৬৮-২৬৯ ; ১. ১. ২. ১৩ ; ১. ২. ৩. ১-১১ ; ১. ৭. ৪. ৯-১০।

৪। ঈশ্বরকর্তৃক ব্রহ্মবপ, ২৩ ; ৫৬ ; ৫৭ ; ১. ১. ৩ ৪-৫ ; ১. ২. ২. ৩ ; ১. ২. ২. ৬ ; বিষ্ণুর প-ও ব্রহ্ম-বপ, ৫১ ৫২ ; ১৬৭-১৭০ ; ১. ২. ১. ২ ৪ , ১. ৫. ২. ১ ২২ ; দক্ষিণদিকে অবস্থিত অশুরগণের ঈশ্বরকর্তৃক ভাঙনা, ১০১ ; ১. ৪. ১. ৩ ;

৫। বৃক্সের সহিত ঈশ্বরের সংগ্রাম ২৫ ; ১. ১. ৩. ৮. ৯।

৬। বৃক্সকে প্রহার করিয়া নিজেই দুর্জয়বোধে ঈশ্বরের লুকায়িতভাবে পলায়ন, অগ্নিপ্রভৃতির তাঁহাকে অব্যেথন, ও বৃক্সের মৃত্যুসংবাদ প্রদান, কৃশ ঈশ্বরের প্রীতির বাবস্থা, ১৮১-১৮৪ ; ১. ৫. ৩. ১-৮।

৭। কৃষ্ণবৃক্সের রূপ বারণ করিয়া যজ্ঞের পলায়ন, ও দেবগণকর্তৃক তাহার চন্দ্রাচ্ছেদন, ২৭ ; ১. ১. ৪. ১-২। বৃক্সের দেবগণের নিকট হইতে গমন, ১৪১ ; ১. ৪. ২. ৬।

৮। ঋষিগণের যজ্ঞ-অব্যেথন, ও কৃষ্ণরূপে পলায়নকারী পুরোডাশের সমীপে উপস্থিতি, ১৬৩ ; ১. ৫. ১. ২৪।

৯। মহুরই বৃষ ও জ্ঞী দ্বারা মহুর উদ্দেশে অশুরগণের যাগ, ৩২-৩৩ ; ১. ১. ৪. ৩-১৭।

১০। যজ্ঞে প্রথমে নরবলি হইত, তাহার পর ক্রমশ ত্রীহিয়বাদির বলি হইয়াছে ; ৫৩-৫৫ ; ১. ২. ১. ৬-৯।

১১। ক্ষা, যুপ, রথ ও শরের উৎপত্তি, ৫৬ ; ১. ২. ২. ১।

১২। দেবাসুরযুদ্ধ, ৫৭-৫৮ ; ৬৩ ; ১. ২. ২. ৮-১২ ; ১. ৩. ৩. ১৪ ;

‘ইহা আমাদের হইবে! ইহা আমাদের হইবে!’ এই বলিয়া দেব ও অমুরগণের বক্তৃতাশব্দে বিবাদ, ২৬৫ ; ১. ৭. ৩. ৩৪—৩৫।

১৩। দেব ও অমুরগণের পরস্পর স্পর্ধা ও তাহাদের মধ্যস্থলে গায়ত্রীর উপস্থিতি, ১১৩-১১৪ ; ১. ৩. ৩. ৩৭-৫৫।

১৪। দেব ও অমুরগণের পরস্পর স্পর্ধা ও দেবগণ কর্তৃক অমুরগণের পতাজয়, ১৫৫-১৫৭ ; ১. ৪. ৫. ৬-৬৬।

১৫। অমুরগণের দেবগণকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা, ১১৬ ; ১. ৩. ৩. ৪০।

১৬। অমুরগণের ভাগ হরণ করিবার জন্য দেবগণের ইচ্ছা, ২০২ ; ১. ৫. ৫. ২৩-২৪।

১৭। দেবগণকর্তৃক অত্রক নামক অমুর-রক্ষের গাড়না, ৬১ ; ১. ২. ২. ১৭-১৮।

১৮। দেবগণকর্তৃক বজ্রহাণের চক্রমাতে স্থাপন, ৬৭-৬৮ ; ১. ২. ৩. ১৮-১৯।

১৯। দেবগণ-সম্বন্ধে নমুনাগণের অশ্রদ্ধা ও দেবগণকর্তৃক তাহাব অপ-
নেদন, ৭০ ; ১. ২. ৩. ২৪-২৬।

২০। বজ্রের প রি দি-সমূহের উৎপত্তিবিবরণ, ৯১ ; ১. ২. ৬. ১৩।

২১। পুরোহিত গো ভ মের সহিত বি দে ঘ (ভ) মা থ ব (মা ধ ব) নব
পতন সর স্ব ভী-ভীর হস্তে স দা নী রা (ক র তো রা অথবা গ ও কা)
নদীপর্যন্ত আগমন ও তাহার ভাবে বসতি স্থাপন, ১০৭-১০৯ ; ১. ৩. ৩.
১০ ১৭।

২২। পূর্বে ভুলোক-ছাণৌকাদি পরস্পর সংঘর্ষে ছিল, হাত দিয়া স্পর্শ
করিতে পারা বাহিত, পরে বিপ্রকৃষ্ট হইয়াছে, ১১০ ; ১. ৩. ৩. ২২-২৩।

২৩। দেবগণকর্তৃক অগ্নির সোভূহে নিয়োগ, ১১৭ ; ১. ৩. ৪. ১।

২৪। ‘আমি উত্তম! আমি উত্তম!’ এই নইয়া মন ও বাক্যের বিবাদ,
অত্রির জন্ম, ১৩২-১৩৩ ; ১. ৪. ১. ৮-১৩।

২৫। ‘শিত্তা প্রজাপতি আমাদের হইবেন! আমাদের হইবেন!’ এত
বলিয়া দেব ও অমুরগণের বিবাদ, ১৪৬-১৫৭ ; ১. ৪. ৪. ২-৩।

২৬। বজ্রকে বর্ধিত করিবার জন্য দেবগণের চিন্তা, ১৫৩ ; ১. ৪. ৪. ২৪-২৫।

୨୭ । ଦେବଗଣେର ନିକଟ ଶ୍ଵେତସମୁହେର ବଞ୍ଚେ ଭାଗପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ତାହାର ଫଳ, ୧୫୮-୧୫୯ ; ୧. ୫. ୬. ୧-୨ ।

୨୮ । ସ୍ଵର୍ଗେ ଗମନ କରିତେ କରିତେ ଦେବଗଣେର ଅନ୍ତର ରକ୍ଷା ହିତେ ଭୟ, ୧୫୯-୧୬୦ ; ୧. ୫. ୬. ୧୧-୧୨ ।

୨୯ । ଯଜ୍ଞେର ଦ୍ଵାରା ଦେବଗଣେର ସ୍ଵର୍ଗ ଜୟ ଓ ଯୁଦ୍ଧେର ଦ୍ଵାରା ବଞ୍ଚେ ଆଚ୍ଛାଦନ, ୧୬୨-୧୬୩ ; ୧. ୫. ୧. ୧ ।

୩୦ । ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପର ପ୍ରଜାପତିର ଶରୀରରାଜିନିମୁଖେ ଶିଥିତ ହିୟା ଗିରୀର୍ଚ୍ଚିତ, ୧୭୮-୧୭୯ ; ୧. ୫. ୨. ୩୫-୩୬ ।

୩୧ । ଅନାବାସ୍ଥାୟ ଚକ୍ରମା ପୃଥିବୀତେ ଆଗମନ କରିବା ଶକ୍ତି ଓ ଶ୍ଵେତସମୁହେ ପ୍ରବେଶ କରେନ, ୧୮୨ ; ୧୮୩ ; ୧୮୬ ; ୧. ୫. ୩. ୫ ; ୧୫ ; ୧୭ ।

୩୨ । ସୂର୍ଯ୍ୟା ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ଵରୂପ, ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଦ୍ଧସ୍ଵରୂପ, ୧୮୬ ; ୧. ୫. ୩. ୧୮-୧୯ ।

୩୩ । ମାୟାଦ୍ରାଂ ଶ୍ଚେନକପେ ନୋମ ଆହିରଣ, ଓ ମଳାଶବୁଦ୍ଧେର ଉତ୍ପତ୍ତି, ୧୮୮ ; ୨୦୭ ; ୧. ୫. ୫. ୧ ; ୧. ୬. ୫. ୧୦ ।

୩୪ । ଦେବଗଣକର୍ତ୍ତୃକ ମ ଓ ମ ଶକ୍ତିର ଯଜ୍ଞ ହିତେ ବହିଷ୍କରଣ, ୨୦୮-୨୦୯ ; ୧. ୬. ୧. ୧-୫ ।

୩୫ । ମଜ୍ଞାପାତ୍ରର ହିତୁଗମନ, ୨୧୨-୨୧୩ ; ୧. ୬. ୨. ୧୫ ।

୩୬ । (ବୈବସ୍ଵତ) ମନୁ ଓ ଉତ୍ପଳାବନ, ୨୧୯-୨୨୧ ; ୧. ୬. ୩. ୧-୩ ।

୩୭ । ମନୁର ହିତୁତା, ୨୨୧-୨୨୨ ; ୧. ୬. ୩. ୭-୧୧ ।

୩୮ । ଶ୍ଵେତାଗଣ ହିତେ ମନୁର ଭୟ, ୨୩ ; ୧. ୬. ୩. ୧୬ ।

୩୯ । ବୃହସ୍ପତି-ମୁକ୍ତ ଶଙ୍ଖର ବଞ୍ଚିବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ, ୨୫୫ ; ୧. ୭. ୨. ୨୫-୨୬ ।

সংজ্ঞাসূচী

সংজ্ঞা	পৃষ্ঠা	সংজ্ঞা	পৃষ্ঠা
অবাচ্	...	৪	১৬৯
অরু	...	৬০, ৬১	১৬৯
অবাবস্থ	...	১০৮	১৬৯
অহি	...	১৬৯	৫১
আকুলি	...	৩২, ৩৩	১০৮
আধিরস (অধিরোগণ)	...	৪০	২০৬
„ (বৃহস্পতি)	...	৭০	১৯৭
আপ্তা	...	৫০, ৫১, ৫২	৬৫
আকর্ণি	...	১৬	২০৬
আসুরি	...	১৭৪	৫
উত্তরপর্কত (‘গিরি’)	...	১০৯, ২২০	২০৬
একত	...	৫১	২৫০
ঔপোদিভের	...	২৭১	৭০, ১০৭, ২৫৪, ২৫৫
কিলাত	...	৩২, ৩৩	২০৭
কুরু	...	১৯৭	১৩৫
কোসল	...	১০৯	২০৯
গন্ধর্ক	...	২৩	৪০
গোতম	১০৭, ১০৮, ১০৯	মনাবী	৫৩
ত্রিত	...	৫১	৩২, ৩৩, ১১৮, ১৩৫,
দ্বষ্টা	৫১, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০		২১৯, ২২০, ২২১, ২২২
দ্ব্যষ্ট (ত্রিমন্তক ষট্চক্ষুঃ)	১৬৭		২২৩, ২২৪, ২২৬
„ (বিশ্বকর্প)	৫১	মহু-অবতরণ (‘অগসর্পণ’)	২২১

* অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলি এখানে ধৃত হয় নাই, তাবিঘাতে বৃহৎ হুচাতে তৎসমুদয় প্রদত্ত হইবে।

সংখ্যা	পৃষ্ঠা	সংখ্যা	পৃষ্ঠা
মাখব (মাধব)	১০৭, ১০৮, ১০৯	বিশ্বাবসু	... ৯৫
যাজ্ঞবল্ক্য	৪, ৭৯, ৮০, ২৫৯, ২৭১	শংখু	... ২৫৪, ২৫৫
রাহুগণ	১০৭, ১০৮, ১০৯	শর্ক	... ২০৬
বাক্য	... ৫	সদানোরা	... ১০৮, ১০৯
বিদেঘ	১০৭, ১০৮, ১০৯	সরস্বতী	... ১০৮
বিদেহ	... ১০৯	সাবরস	... ৪
বিশ্বরূপ	... ৫১, ১৬৭	হিরণ্যাক্ষ, প	... ১৮২

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ.

কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত

সম্পূর্ণ

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ হইতে অবিলম্বে প্রকাশিত হইবে ।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্যের অত্যান্ত পুস্তক

মিলিন্দপ্রশ্ন

মূল পালি ও সটীক বঙ্গানুবাদ

প্রথমভাগ, প্রথম খণ্ড

বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ, হইতে প্রকাশিত

“A very interesting dialogue between Milinda and Nāgasena.”—*Max Müller.*

“I venture to think that the ‘Questions of Milinda’ is undoubtedly the master-piece of Indian prose ; and indeed is the best book of its class, from a literary point of view, that had been produced in any country.”—*T. W. Rhys Davids.*

বৌদ্ধসাহিত্যে ত্রিপিটক বা বিভূত্বিয়ার্গের পরেই মিলিন্দপ্রশ্নের স্থান। ইহাতে উত্তর-প্রভুত্তরে দৃষ্টান্ত-উপমা দ্বারা অতিসরসভাবে বৌদ্ধ ধর্ম ও বিবিধ দার্শনিক তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। পালিশিক্ষার্থীরা এই পুস্তকে অনেক সাহায্য পাইবেন। মূল্য ২।০। প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড বঙ্গানুবাদ।

পালিপ্রকাশ

বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ পালিব্যাকরণ

মূল পালি ও ইংরাজীতে লিখিত বহু ব্যাকরণ আলোচনা করিয়া সংকলিত। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ

মূল পালি ও সটীক বঙ্গানুবাদ

বিনয়পিটকের প্রথম গ্রন্থ

ভিক্ষুগণের অবস্ত প্রাতিপালনীয় নিয়মপূর্ণ

(বঙ্গানুবাদ)

উপনিষৎ সংগ্রহ

ইহাতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ উপনিষৎ ইহাতে অত্যন্তকৃষ্ট বাক্যসমূহ অতি সরল সংস্কৃত বাখ্যা ও আক্ষরিক অনুবাদের সহিত সংগৃহীত হইয়াছে। ষাঠার সমগ্র উপনিষৎ অধ্যয়নের সুযোগ পান না, তাঁহাদের ইহা বিশেষ আনন্দপ্রদ। "শাস্ত্রনিকে হন প্রমোদন" মধ্যে সত্তরে প্রকাশিত হইবে।

বিবাহমঞ্জল

বিবাহের মন্ত্র, বর-বধূর আশীর্ব্বাদ ও উপদেশ পূর্ণ কথাগুলি অতি সরল বঙ্গানুবাদের সহিত বেদ, উপনিষৎ, ব্রাহ্মণ, ও সংহিতাপ্রকৃতি ইহাতে ইহাতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। আৰ্য্যগণের বিবাহের আদর্শ কি মহান্ ও পবিত্র, এই পুস্তকে তাহা অনায়াসে বুঝা যাইবে। শেষে রবি বাবুর কয়েকটি উপদেশ গান সংগৃহীত করা হইয়াছে। অতি সুন্দররূপে মুদ্রিত। বিবাহে উপহার দিবার সামগ্রী। মূল্য ১৮০

ইণ্ডিয়ান্ পবলিশিং হাউস্,

২২ নং, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট্ ; কলিকাতা।

সাহিত্যপরিষদ-গ্রন্থাবলী—২৮

ভারতশাস্ত্রপিটক

সম্পাদক—শ্রীরাধেশ্বরকর ত্রিবেদী এম্.এ.

সংখ্যা—২

প্রবর্তক—

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুর, এম্.এ.

মহাব্যন্থিন

শতপথ ব্রাহ্মণ

দ্বিতীয় খণ্ড

—:—

অনুবাদক

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

—

বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক

প্রকাশিত

—
১০১৮

কলিকাতা,

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ।

প্রবেশক

বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট শতপথব্রাহ্মণের দ্বিতীয় খণ্ড উপস্থিত হইল। এই খণ্ডে মূল ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় কাণ্ডের অনুবাদ রহিয়াছে। এই কাণ্ডের নাম এক পাঁ দিক। কি জন্ত ইহার এই নাম হইয়াছে, তাহা অনুবাদকের নিকট এখনো অপরিজ্ঞাত। এই কাণ্ডে মোট ৬ অধ্যায়, বা ৫ প্রপাঠক, ২৪ ব্রাহ্মণ ও ৫৪৯ কণ্ডিকা আছে। অগ্ন্যধান, পুনরাধের বা পুনরাধান, অগ্নিহোত্র, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ, আগ্ররশেষি, দাক্ষায়ণ্যেষ্টি ও চাতুর্ন্যাস্তসমূহ—অর্থাৎ বৈশ্বদেব, বরুণপ্রদাস, সাকমেধ ও তনাসৌধ্য এই কাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। অরশিসংঘর্ষণে কিক্রমে অগ্নিকে উৎপাদন করা হয়, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্ত এই খণ্ডে একটি অগ্নিমহনের চিত্র প্রদান করিয়া তৎসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। অগ্নিহোত্রের বেদি ও যজ্ঞের পাত্রসমূহের এক-একটি সবিবরণ চিত্র প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানাকারণে এই খণ্ডে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। ত্রীভঙ্গবানের অনুগ্রহ হইলে পরবর্তী খণ্ডে তাহা সংযুক্ত করিবার চেষ্টা করিব। বহুবিধ অনুবিধায় এই খণ্ড প্রকাশিত করিতে কিঞ্চৎ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা করিবেন।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
১১ই পৌষ, ১৩১৮।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

অনুক্রমণিকা

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যাদান	১
সঙ্চার	১
অমুকুল নক্ষত্র	৯
অমুকুল ঋতু	১৬
উপবসথ	১৮
অগ্নিরমহন ও স্থাপন	২২
হবিঃসমূহ	৩০
পুনরাধেয় (অগ্নির পুনঃস্থাপন)	৪২
অগ্নিহোত্র	৫৭
অগ্নীপস্থান	৭৭
পিণ্ডপিভবজ্ঞ	১০৬
আগ্নয়ণেষ্ট্রি	১১৭
দাক্ষায়ণবাগ	১২৩
চাতুর্মাশ পর্বসমূহ	১৩৫
বৈশ্বদেব	১৩৫
বরুণপ্রদাস	১৪৪
সাক্ষেধ	১৬৭
মহাহবি	১৭৬
মহাপিতৃজ্ঞ	১৭৬
ত্র্যম্বকহবিঃ	২০১
ওনাসীর্ঘ্য	২১০
<hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/>	
পরিশিষ্ট	২২০
অগ্নিমহনযজ্ঞ	২২১
স্বচীপত্রসমূহ	২২৭
সংস্রোজন ও সংশোধন	২৩৯

শতপথ ব্রাহ্মণ

দ্বিতীয় কাণ্ড

প্রথম প্রপাঠক

প্রথম ব্রাহ্মণ

[অগ্নিকুণ্ডের সংস্কারের ক্ষমতা সন্তান বা উপকরণ আবশ্যক হয়, সন্তান-শব্দের ব্যুৎপত্তি, প্রয়োজন-বর্ণন ;—২ অমরত্ব-কর্তৃক সর্পিণতা অগ্নির কুণ্ডে বৈবরিক-অকন ও তাহার প্রয়োজন ;—৩৪ জলের ঘর, রেখাক্ষয়ের অত্মাকর্ষণ, (সন্তান পাঁচটি—জল, হিরণ্য, উব বা কারমুক্তিকা বা লোশাষাট, আশুকরীষ বা ইন্দুরে মাটি, ও শকর বা কাকর । এই সন্তানসংগ্রহের প্রয়োজন কি তাহারই ক্রমাবধি উল্লেখ), জল সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন বর্ণন ;—৬ হিরণ্যসংগ্রহ, হিরণ্যের উৎপত্তি-বিবরণ, হিরণ্যপাত্রের ঘরো (পনাদি) বা ঘোড়ার ব্যবহার, হিরণ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ;—৮ উব বা কারমুক্তিকার সংগ্রহ, তাহার প্রয়োজন, উবর স্থানসমূহ পশুগণের প্রিয় ;—৯ আশুকরীষসংগ্রহ, তাহার প্রয়োজন, ইন্দুরসমূহের মগ্নিতে প্রবেশ করিবার কারণ ;—১১ দেবাহুর-আবাহিকা দ্বারা তাহার প্রয়োজন-বর্ণন ;—১২ বতুর পক্ষ সংবা। উল্লেখ পক্ষ সন্তান সংগ্রহের সমর্থন ;—১৩ বিবন্ধ সন্তের বন্ধন ;—১৪ কেহ কেহ বলেন যে, সন্তানসংগ্রহের প্রয়োজন নাই, এই সন্তের বন্ধন ।]

১। দ্বিতীয় কাণ্ডের প্রথম প্রপাঠকের প্রথম ব্রাহ্মণ হইতে দ্বিতীয় প্রপাঠকের প্রথম কাণ্ড পর্যন্ত অগ্রাধান (বা অগ্রাধেয়) প্রতিপাদিত হইতেছে। পূর্বোক্ত বর্ণ-পূর্ণসময় ও অন্তান্ত অগ্নিকুণ্ড প্রভৃতি যত কর্তব্য আছে, তৎসমূহই সর্পিণতা, আহবনীর ও দক্ষিণ এই অগ্নিত্রয় দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই অগ্নিত্রয়ের বিধিপূর্বক আগান বা স্থাপনের নাম অগ্রাধান, বা অগ্রাধেয়। কি প্রকারে কোন সময়ে ইহা করিতে হয় তাহাই সবিস্তর ব্রহ্মণে এখানে বিহিত হইতেছে।

দায়পরিগ্রহ বা দায়সংবিভাগের পর অনাবাস্তায় (অথবা শাখান্তরমতে পূর্ণিমায়) অগ্ন্যাধান বিধেয়। এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রের বিধান পরবর্তী আক্ষেপে উক্ত হইবে। বিশেষ বিশেষ স্বতন্ত্রও বিধান আছে, তাহাও উক্ত হইবে। যে দিন বাহার শুদ্ধা উপস্থিত হইবে, সে সেই দিনেই অধান করিতে পারে, ইহার পক্ষে অপর কাল-নিষেধ নাই, এরূপ ব্যবস্থাও আছে।

দর্শ ও পূর্ণিমাসের স্তায় অগ্ন্যাধানেও দুই দিন অবশ্যক হয়; ইহার পূর্বে দিনে এত গৃহণ করিয়া পর দিনে প্রথান করিতে হয়।

অগ্ন্যাধানের স্তায় বজ্রমান প্রথমে দেহস্তম্ভির নিমিত্ত কৃতপ্রাথমিক হইয়া অত্ৰায়িক শ্রোত্রে অনুষ্ঠান করিবেন, এবং তাহার পর ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্যু, ও অগ্নীত্র, এই চারি জন ঋত্বিককে বরণ করিয়া তাহাদের সহিত দুইটি পরিহাপনত অগ্নিশালা নির্মাণ করিবেন। প্রথমে গার্হপত্য ও তাহার পর আহবনীয় অগ্নিব আগার করিতে হয়। গার্হপত্য অগ্নির আগার প্রাথংশ বা উদথংশ হইবে, এবং পূর্ব ও দক্ষিণে ছাব থাকিবে; আহবনীয় অগ্নির আগার প্রাথংশ হইবে, এবং পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ছাব থাকিবে। গার্হপত্য অগ্নির আগারে দ্বার্হপত্য ও দক্ষিণ ব, অম্বাহাধিপত্য, এই উভয় অগ্নিব কণ্ড (পত্র, বা ঝিক) থাকে, এবং আহবনীয় অগ্নির আগারে আহবনীয় অগ্নির কণ্ড ও বেদি থাকে। এই নকল অগ্নির স্থান ঠিক করিবার রক্ত অলপা পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে একটি রেখা আঁকিত করিয়া; তাহাতে পাট ৭, ৬, ৫, ৪, ৩, ২, ১, বা বাহ পংক্তিতে, অথবা নিজের মনে উপগৃহ্য মত ব্যবধান ঠিক করিয়া (১ ৩. ১. ২২-২৫) একটু চিহ্নিত করিয়া দিবে, এবং সেই স্থানে পশ্চিম দিকে গার্হপত্যের স্থান করিয়া তাহার পূর্বদিকে উল্লিখিত ব্যবধানে আহবনীয়ের স্থান করিতে হইবে, এবং বেদি ও দক্ষিণাগ্নির মধ্যে দক্ষিণ দিকে দক্ষিণাগ্নির স্থান করিতে হইবে। গার্হপত্যের স্থান বর্জুলাকার, আহবনীয়ের স্থান চতুরস্রাকার ও দক্ষিণাগ্নির স্থান অষ্টকোণাকার হইবে। এই স্থানগুলির প্রত্যেকের ক্ষেত্রফল এক অরজি-প্রমাণ করিয়া হইবে।

অনন্তর বজ্রমান পূর্ণিমাসের স্তায় বেশ ও অশ্রর সুওন ও নক্ষত্রেয়ন করাইবেন, এবং বজ্রমান পত্নীও নক্ষত্রেয়ন করাইবেন। পরে উভয়েই স্থান করিয়া নতন ক্ষেত্র বস্ত্র পরিধান করিবেন। অগ্ন্যাধান সম্পূর্ণ হইলে, এই বস্ত্রবস্ত্র অঙ্গদ্বয়কে ধিত হয়। ইহার পর অধ্বর্যু গার্হপত্য অগ্নির কণ্ডে সাধারণ অগ্নি স্থাপন করেন। অগ্নিহাপন করিতে হইলে দুই উপায়ে অগ্নি সংগ্রহ করিতে হয়, অরপি বা কাঠ ময়ন (ঘর্ষণ) করিয়া, অথবা স্থানান্তর হইতে আনয়ন করিয়া। অরপি হইতে অগ্নি বাহির করিয়া লইলে এই সমস্ত জগোণ দরকার হয়, যথা—অ ব র া র শি, উ স্ত র া র শি, প্র ম স্ত, ও বি স্ত, চা স্ত, ও মে ঐ। ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচটি অগ্নিবস্ত্রের বিশেষ-বিশেষ কণ্ড ও মণ্ডটি একখানে রাখু (ইহাদের বিশেষ লক্ষণ ও চিহ্ন স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে, দষ্টব্য—কা. শো. ৪. ৭. যজ্ঞিকসেবপদ্ধতি; পা. পু. ১. ২. ৫, হরিহরভাষ্য; শুদ্ধত যজ্ঞপাঠ্যকারিকা. ইত্যাদি; বাহুল্য ভয়ে এখানে বিবৃত করা হইল না)। অরপিবস্ত্র লনান্ত্রের মধ্য হইতে উৎপন্ন (‘‘শমীগত’’, আপ. শ্রো. ৫. ১. ২, কজ্জভাষ্য; কা. শো. ৪. ৭. ২ বৃহত) অথবা শবীক্কের সহিত সংসক্তুল (‘‘সংসক্ত-মূলো বঃ শম্য স শবীক্ক উচ্যতে’’—যজ্ঞপাঠ্যকারিকা) অথবা বৃক্ষের পূর্বস্থ, উত্তরস্থ বা উর্ধ্বস্থ

শাখার হইবে। শরীর্গত অশ্ব বা হইলে সাধারণ অশ্বেরই শাখার হইতে পারে। আর যদি স্থানান্তর হইতে অগ্নি আহরণ করিতে হয় তাহা হইলে বৈশ্বশ্ব, কন্দুপৃষ্ঠ (যে স্থানে নিযুক্ত থাকে, তৎকাল প্রভৃতি ভাঙ্গ হয়, “অবরীথ, আশ্রি”) বা পাকপান্না (“মহানস”), যে স্থানে অনবরত বহু অগ্নির পাক হয়) হইতে অগ্নিসংগ্রহ করিতে পারা যায়। অগ্নি এইরূপে সংগৃহীত হইলে অগ্ন্যধ্বা পক্ষবিশ্ব ভূমিসংস্কার করিবেন; পক্ষবিশ্ব ভূমিসংস্কার যথা—পরিমল, বর্তমানের দ্বারা ভূমির বুলিসমূহের স্রপসারণ; উপলেপন, গোময়াদি দ্বারা ভূমির লেপন; উল্লোখন, ক্ষাৎস্বাঃ ভূমিতে রেখাঙ্কনের অঙ্কন; উদ্ধারণ, অনুষ্ট-অনারিকা দ্বারা অঙ্কিত রেখা হইতে পূনের নিক্ষেপ, ও অক্ষাৎস্বা, পারিত্রিক জালের দ্বারা ঐ ভূমির সেচন। অনন্তর তিনি পার্গপত্য অগ্নি। কণ্ডে দেউ অগ্নিকে স্থাপন করিবেন। যজমান সেই দিন দিবাভাগে ভোজন করিবেন, রাাত্রিতে ঠাণ্ড হইবে কণ্ডিত পাবেন। তিনি সকাল সময় আহবনীয় অগ্নির পূর্বদিকে উপবিষ্ট হইয়া দেবগণ ও পিতৃগণকে সন্তর্পণে চন্দ্রকে আহ্বান করেন, এবং পত্নী সেই সময়ে তাঁহার নিকটত উপবেশন করিয়া থাকেন। অনন্তর তিনি অগ্নিপারদ্বয়ের মধ্যে আহবনীয়-আখারের পূর্ব দ্বার দিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন, এবং পত্নী, দক্ষিণ দ্বার দিয়া পাচপত্য-আখারে প্রবেশ করেন; এবং তাহারা উভয়েই ঐ স্থাপিত অগ্নির পশ্চাতে পূর্বমুখে উপবিষ্ট হন; উভয়ের মধ্যে পত্নী দক্ষিণ দিকে এবং যজমান উত্তর দিকে থাকেন। অনন্তর পর দিন সে দুইখানি অগ্নির দ্বারা অগ্নি সম্বন করিতে হইবে অগ্ন্যধ্বা সেই অগ্নিদ্বয়কে বহুজ্বলিত করিয়া যজমানকে অর্পণ করেন, এবং পত্নী তাঁহার হস্ত হইতে অবরাণবিধান গ্রহণ করিয়া নিজের অক্ষাংশে স্থাপন করেন, যজমানও উত্তরাণবিধানকে নিজের পক্ষে স্থাপন করেন। এবং তাহারা উভয়েই ঐ অগ্নিদ্বয়কে চন্দন, কুঙ্কম, ও কুম্ভাদির দ্বারা পূজা করেন। অনন্তর অগ্নিগুণ তিলকাঁচ প্রদানে মাঙ্গলা ও আশীর্বাদ অনুষ্ঠান করিলে ঐ অগ্নিদ্বয়কে যজমান ও তাহার পত্নী পোতের উপর রাখিয়া দেন। তাহার পর পাচপত্য-আখারে সমস্ত ব্যক্তির জল যজমানকে স্বকায় বা পত্রকায় একটি ছাগল বাধিয়া রাখিতে হয়। অথবা ইহা না রাখিলেও হইবে। বদ্ধ ছাগলটি দ্বার যজমানের নিজের হয়, তবে তিনি প্রাতঃকালে কর্ম সম্পূর্ণ হইলে তাহা অগ্ন্যধ্বাকে প্রদান করিবেন।

অনন্তর সূর্য্য অন্তর্জিত হইবার পর অগ্ন্যধ্বা বস্ত্রাসংরক্ষিত বৃষচর্ম্মের উপর চারিটি তত্তুলপাত স্থাপন করেন, ও ইহার প্রত্যেকটিতে তিনি প্রস্তুতপরিমাণ (যাহাতে এক জনের পূর্ণ আহার হইতে পারে) তত্তুল নিক্ষেপ করেন। ইহার পর ঐ সমস্ত তত্তুলকে একটি স্থানেতে ঢালিয়া ও দুইবার তাহা ক্ষালন করিয়া পূর্বোক্ত স্থানীতে অগ্নিতে ঢাপাইয়া পাক করেন। এই পক অগ্নের নাম চাত্তুপ্রাশ্র ও দ্বন, অর্থাৎ যে অন্যকে চারিজন ভোজন করিতে পারেন। ব্রহ্ম-প্রভৃতি চারিজন ঋত্বিক ইহা ভক্ষণ করেন বলিয়া এই ওষধকে ব্রহ্মোদন নামেই সাধারণত অভিহিত করা হয়। অপর পক হইলে তাহা নামাইয়া তাহার মধ্যে একটি গর্ভ করিতে হয়, এবং সেই গর্ভে স্তৃত ঢালিয়া ঐ স্তূতের দ্বারা প্রক্ষেপপ্রমাণ তিন খানি অশ্ব কাষ্ঠের সমিৎ লিপ্ত করিয়া লইতে হয়, এবং তিনি তাহা হস্তে করিয়া ক্রমশঃ সস্ত্রবিশেষ পাঠপূর্বক স্থাপিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অনন্তর যজমান একা-প্রভৃতি চারিজন ঋত্বিকের যথাক্রমে পাদ ক্ষালন করিয়া দেন, এবং তাহাদিগকে উপবেশন

১। তিনি এই-এই (বিভিন্ন-বিভিন্ন জব্য বা স্থান) হইতে সম্ভর ৭ (সংগ্রহ) করেন বলিয়া সম্ভারসমূহের নাম সম্ভার হইয়াছে; যেখানে যেখানে অগ্নির (কোন তেজ) নিলীন থাকে, তিনি তাহা তাহা হইতেই সংগ্রহ করেন। তিনি একটিকে (হিরণ্যকে) সংগ্রহ করিয়া যশের দ্বারা, একটিকে (ক্ষারমৃত্তিকা) সংগ্রহ করিয়া পশুসমূহের দ্বারা, এবং একটিকে (তলকে) সংগ্রহ করিয়া মিথুনের দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) সমৃদ্ধ করেন ২

করাইয়া ও গন্ধমাল্যাদির দ্বারা অর্চনা করিয়া এই অন্ন ভোজন করিতে অনুরোধ করেন, এবং তাহারাত্ত তাহা ভোজন করেন।

(চাতুশ্রী ও বন সম্বন্ধে বিধানান্তরও আছে। এই মতে আবান-দিকসের পূর্বে এক বৎসর যাবৎ প্রাতিদিন পূর্বোক্ত রীতিতে এই অন্ন পাক করিয়া পূর্বকণ্ঠে অগ্নিতে সন্নিবিষ্ট প্রক্ষেপ করিতে হয়। বৎসর পূর্ণ হইলে সমস্ত বৎসর ধরিয়া সন্নিবিষ্ট প্রক্ষেপ দ্বারা সংস্কৃত এই অগ্নি হইতেই আহবনীয়াগ্নি আরম্ভের আদ্য হইয়া থাকে। বন্য অরণ্যেতে আগ্নি আধান করিতে হইলেই এই বিধান মান্য হয়)।

যজমান ও তাঁহার পত্নী সেই রীতিতে জাগরণ করিবেন এবং স্থাপিত অগ্নিকে কাঠখণ্ড অথবা গোময়-পিণ্ড (ঘূটে) দ্বারা অলস্তু রাখিবেন। তাহার পরিহিত বসনযুগল রীতিতে প্রক্ষালন করিয়া শুধাইবার ক্ষম্ভ প্রসারণ করিয়া দিবেন, এবং প্রভাত সময়ে স্থান করিয়া পুনর্বার তাহা পরিবেশন। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে অরুণোদয়কালে অধর্ঘ্য বান করিয়া সেই স্থাপিত অগ্নিকে অশুভ উপশান্ত করিবেন, অথবা যদি এই অগ্নিকেই দক্ষিণ, বা অশ্বা হা বা পূচন-রূপে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে সেই স্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া দক্ষিণ দিকে কোন এক হস্তপু স্থানে রাখিয়া দিবেন। অনন্তর অধর্ঘ্যের আদেশানুসারে বজ্রবান পূর্ণাহুজিহোবপযাস্ত্র বাক্যসংঘন করিয়া থাকেন, এবং অধর্ঘ্য বক্ষ্যমাণ প্রথম ব্রাহ্মণে বর্ণিত কবের অনুসরণ করিয়া কার্যো প্রবৃত্ত হন।

২। অগ্নির বর বা কুন্তকে কায়োপাখায়া করিবার ক্ষম এই প্রণালী অবলম্বিত হয়—গাহপতা অগ্নির কুণ্ডে পূর্বদিন যে অগ্নি স্থাপন করা হইয়াছিল, পরদিন অধর্ঘ্য তাহা উপশান্ত বা স্থানান্তরে রক্ষিত করিয়া রাখেন, ইহা উক্ত হইয়াছে (১ন টিকা ৪র্থ পৃ)। অধর্ঘ্য এই অগ্নিকুণ্ডে পঞ্চবিধ ভূমি-সংস্কার করিয়া প্রথমে তিনটি রেখা আঁকিত করেন, এবং তাহা জল দ্বারা অনুক্ষণ করিয়া এই কুণ্ডের মধ্যে এক খণ্ড স্তম্ভ (‘হিরণ্যপকল’) কেলিয়া তদুপরি ক্ষারমৃত্তিকা (লোণাঘাটি, ‘উব’) ও ইন্দুরের মাটি (‘আবুৎকর’) কেলেন, এবং এই ইন্দুরের মাটির দ্বারা কুণ্ডটিকে সুভাঙ্কর করেন, ইহার ক্ষেত্রফল এক অরুণিপ্রমাণ হইবে। কুণ্ড সুভাঙ্কর হইলে তাহার চারিদিকে ৫০ পঞ্চাশ খানি কঁকর (শর্করা) দিতে হয়। এই স্থলে আহবনীয়া ও পার্শ্বপত্যের কুণ্ডের সমাধেশ সংস্কৃত করিতে হয়। এই পাঁচটি জব্য অর্থাৎ জল, হিরণ্য, ক্ষারমৃত্তিকা, ইন্দুরমৃত্তিকা, ও শর্করা সম্ভার নামে উক্ত হয়। এখানে এই সম্ভার-শব্দেরই ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে, ও তাহারের অর্থোদগম বর্ণিত হইতেছে। “সম্ভর ৭ (সংগ্রহ)

২। অনন্তর তিনি (অধ্বৰ্যু), গার্হপত্য অগ্নির কুণ্ডে ক্ষা দ্বারা তিনটি রেখা অঙ্কিত করেন। এই পৃথিবীর উপর যে দাঁড়ান যায়, বা নিম্নিবন ফেলা যায়, তাহাই তিনি ইহা দ্বারা বিনষ্ট করেন; এবং তাহার পর যজ্ঞার্থে পৃথিবীতেই (অগ্নিকে) আধান করেন; তিনি সেই জন্তই রেখা অঙ্কিত করিয়া থাকেন।

৩। অনন্তর তিনি (সেই রেখাঙ্ককে) জলের দ্বারা অভ্যক্ষণ করেন, তিনি যে জলের দ্বারা অভ্যক্ষণ করেন, তাহাট জল সংগ্রহ (করিবার উদ্দেশ্য)। তিনি যে জল সংগ্রহ করেন তাহার (অপর) কারণ এই যে, জল অন্ন; জল অন্নই, এবং সেই জন্ত যখন এই লোকে জল আগমন করে, তখন ভোজনীয় অন্ন জাত হইয়া থাকে। অতএব তিনি ইহা দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) ভোজনীয় অন্নের দ্বারাই সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন।

৪। জল ('আপ', জীং) জী, এবং অগ্নি যুবা; অতএব তিনি ইহাতে উৎপাদক মিথুনের দ্বারাই ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত (বিশ্ব) জলের দ্বারা ব্যাপ্ত ('আপ্ত'), এবং তিনি ইহাকে জলের দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়া ('আপ্ত') আধান করেন, * এবং সেই জন্য জলকে সংগৃহীত করেন।

৫। অনন্তর তিনি হিরণ্য সংগ্রহ করেন। অগ্নি জলের ('আপ', জীং) সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছিলেন যে, 'আগি ইহার দ্বারা মিথুনবান্ হইব।' তিনি তাহার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন, ও তাহাতে রেত সেচন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে হিরণ্য (উৎপন্ন) হইয়াছিল। সেই জন্যই ইহা (হিরণ্য) অগ্নিসম্বন্ধ; কারণ, ইহা অগ্নির রেত; এবং সেইজন্যই (লোকেরা হিরণ্যকে) জলের মধ্যে পাইয়া থাকে, কেননা, তিনি জলের মধ্যেই (রেত) সেবন করিয়াছিলেন। সেইজন্য ইহা দ্বারা (কেহ কিছু) ধৌত করে না, এবং কোন (কার্য্যও) করে না।^১ (হিরণ্য) যশঃস্বরূপ, করেন; কাহাকে সংগ্রহ করেন? সারণ এখানে বলেন—হিরণ্য প্রভৃতি ভত্তব জ্বালনস্থ হইতে তাহা-দেরই একদেশ সংগ্রহ করা হয়, এবং সেই জন্তই বাহা সম্ভরণ বা সংগ্রহ করা যায়, তাহার নাম সন্ধ্যা। অথবা হিরাণ্যমুসারে।

৬। ঋষ্টবা—১. ১. ১৪। এখানে জলবাচী 'অপ', ('আপ') শব্দের ও প্রাপ্যার্থক 'অপ' খাতুর সাদৃশ্য দেখিয়া এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

৭। হিরণ্য বা স্বর্ণের উৎপত্তি-বিবরণ পুরাণসমূহেও বর্ণিত হইয়াছে। ঋষ্টবা—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম বক্ত, ১৩১. ৩৩-৩৭। "পুরা নিজালমাহানং মণ্ডরীণং জিতান্ননাম্। পত্নীর্বি-লোক্য লাবণ্যলক্ষীসম্পন্নমৌলিনাঃ। বন্দ্যর্পদর্পবিধবজ্জটেশো জাতবেদসঃ। পতিতং ভঙ্করাপ্তে

কেননা, তাহা দেবতার রোত ; তিনি ইহাতে যশেরই দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে সমৃদ্ধ করেন, এবং সমগ্র অগ্নিকে রেতোযুক্ত করেন ।* তিনি সেই জনা হিরণ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন ।

৬। অনন্তর তিনি ক্ষারমৃত্তিকাসমূহ (লোণামাটি, 'উব') সংগ্রহ করেন । এই দোঁ এই পৃথিবীকে এই (ক্ষারমৃত্তিকাক্রপ) পশুগুলিকে প্রদান করিয়াছিলেন ; সেই অন্য (লোকেরা) উত্তর স্থানকে পশুহিতকর বলিয়া থাকে । ইহারা (ক্ষারমৃত্তিকাসমূহ) সাক্ষাৎ পশুহ ; সেইজন্য তিনি ইহাতে পশুসমূহের দ্বারাই ইহাকে (অগ্নিকে) সমৃদ্ধ করেন ।* তাহারা (ক্ষারমৃত্তিকাক্রপ পশুসমূহ) এই (ছালোক) স্থান হইতে আগমন করিয়া এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; এই জনা (তাহারা) ইহাকে এই দোঁ ও পৃথিবীর বস বলিয়া মনে করিয়া থাকেন । অতএব তিনি ইহাতে এই ছুই-এর রসের দ্বারাই ইহাকে (অগ্নিকে) সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন । তিনি সেইজন্যই ক্ষারমৃত্তিকাসমূহ সংগ্রহ করেন ।

৭। অনন্তর তিনি আখুরীস (ইন্দ্রের মাটি) সংগ্রহ করেন . ইন্দ্রেরা এই পৃথিবীর রসকে জানে, এবং সেইজন্য তাহারা এই পৃথিবীর আবেশঃ প্রদেশে বিবর করিয়া স্থল-জম হয়, কেননা, তাহারা এই পৃথিবীর রসকে জানে যে স্থানে তাহারা এই পৃথিবীর রসকে জানিতে পারে, সেইখানেই উৎকৃষ্ট করে । অতএব তিনি ইহাতে এই পৃথিবীর রসের দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) সমৃদ্ধ করেন । তিনি সেই জন্যই আখুরীস সংগ্রহ করেন । যে ব্যক্তি শ্রী প্রাপ্ত হয়, (লোকেরা) তাহাকে পুত্রী বা বলিয়া থাকে, এবং পুত্রী য ও ক রী য সমান, অতএব তাহা ইহারই (অগ্নিরই শ্রী) প্রাপ্তির জন্য ।* তিনি সেই জনা আখুরীস সংগ্রহ করিয়া থাকেন ।

রেতন্তু হেমতামদাং ॥—বরুড়পুরাণ, শব্দকল্পদ্রুম, হুবর্ণশব্দ । এই হন্ত অগ্নির অপর নাম হিরণ্য-
রেতাঃ । জঃ—বাকনপুরাণ, ৫৪ অধ্যায় ; মহাভারত, আশ্বিনাসনিক পর্ব, ৮৪-৮৫ অধ্যায় ; "অগ্নির্দে-
বকল্য দেবোঃ হুবর্ণন্ত উদ্যায়কং । তদ্রূপং হুবর্ণং দত্ততা দত্তাঃ স্যাৎ সর্বদেবতঃ ॥" তদ্রূপং তৎ পদাঙ্গো
ন দাৰ্ধ্যম্' ইতি শুদ্ধিতত্ত্বং রতুনবন ।

৫। ১ম কণ্ডিকা জটয়া ।

৬। ১ম কণ্ডিকা জটয়া ।

৭। সায়ণ বলেন—শ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখন পুত্রী বা বলিয়া উক্ত হন, তখন যুক্তি যায় যে শ্রীপ্রাপ্তির

৮। অনন্তর তিনি শর্করাসমূহ (কাঁকর) সংগ্রহ করেন। দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য; তাঁহারা উভয়েই স্পর্ধা করিয়া ছিলেন। তখন এই পৃথিবী পদ্মপত্রের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং এতদূশ ইহাকে বায়ু (যেন) সঞ্চালিত করিয়াছিল; তঁহা (পৃথিবী, একবার) দেবগণের নিকটে গমন করিয়াছিল, এবং (একবার) অসুরগণের নিকটে গমন করিয়াছিল। ইহা যখন দেবগণের নিকট গমন করিয়াছিল—

৯। তখন তাঁহারা বলিয়াছিলেন—‘অহো! আমরা এই (পৃথিবীরূপ) প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ়তর করিব! এবং ক্রব ও অশিখিল ইহাতে আমরা অগ্নিকে স্থাপিত করিব ও তাহাতেই শত্রুগণকে ইহার ভাগরহিত করিব!’

১০। তদনুসারে, লোকে যেমন (আর্জ) চন্দ্রকে (বিস্তৃত করিয়া চারি দিকে) শঙ্কু (গৌড়) দ্বারা বিদ্ধ করে, তাঁহারাও এইরূপ শর্করাসমূহের দ্বারা (পৃথিবীরূপ) এই প্রতিষ্ঠাকে চারিদিকে দৃঢ় করিয়াছিলেন। (তাহাতেই) এই প্রতিষ্ঠা ক্রব ও অশিখিল হইয়াছিল, এবং সেই ক্রব ও অশিখিল প্রতিষ্ঠাতে তাঁহারা অগ্নিদ্বয়কে স্থাপিত করিয়াছিলেন, ও তাহা দ্বারাহ শত্রুগণকে ইহাতে ভাগরহিত করিয়াছিলেন।*

১১। তিনি সেই প্রকারেই ইহা দ্বারা এই প্রতিষ্ঠাকে শর্করাসমূহের দ্বারা চারিদিকে দৃঢ় করেন, এবং দৃঢ় ও অশিখিল ইহাতে অগ্নিদ্বয়কে স্থাপন করেন,

হেতু পুরীষ (পুলায়াজি); এবং পুরীষ ও কুরীষ অভিন্নার্থক বলিয়া বলিতে হইবে যে, কুরীষ ত্রি-প্রাপ্তির হেতু; অতএব কুরীষসংগ্রহের দ্বারা অগ্নি ত্রিপ্রাপ্ত হয়।

৮। পুঙ্কর পর্ব।

৯, তুলঃ—ভৈ. ব্রা. ১. ১. ৩. ৫। তৈত্তিরীয় সংহিতা অনুসারে সম্ভার চতুর্দশটি হইয়া থাকে, সাতটি পার্থিব (পৃথিবীসম্ভব), এবং সাতটি বানস্পত্য (বৃক্ষসম্ভব), অথবা উভয়বিধই পাঁচ-পাঁচটি হয়; অথবা পার্থিব বৈদী সাতায় হয়, বানস্পত্য সাত সাতায় (আপ. শ্রো. ৫. ১. ৫)। সপ্ত পার্থিব সম্ভার বধা—সিকতা (বালি), কায়মুক্তিকা, আবুকরীষ, বন্যকীকণা (উই পোকার মাটি), মূদ পৌক, শুক হয় না এরূপ জলাশয়ের মাটি; বরাহবিহত মৃত্তিকা? শর্করা ও হিরণ্য। সপ্ত বানস্পত্য বধা অবব, উজ্জ্বর, পশাপ, পশা, বিকক ও অনিহিত বৃক্ষ (অশনিহত বৃক্ষের অভাবে শীতহত বা বাতহত বৃক্ষ লইতে পারা যায়—বোধায়ন)—এই সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ ও পুঙ্করপর্ব (পন্নপত্র?)। ত্রঃ—ভৈ. ব্রা. ১. ১. ৩. ইত্যাদি; আপ. শ্রো. ৫. ১. ৫—৫. ২. ৪।

ও তাহা দ্বারাই শতপথকে টহাতে ভাগরহিত করেন। তিনি সেই জনা শর্করা-সমূহকে সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

১২। তিনি (পুরোক্ত) এষ্ট পাঁচটি সম্ভার সংগ্রহ করেন, কেননা, যজ্ঞ পঞ্চাবয়ব, পশু পঞ্চাবয়ব, এবং সংবৎসরের ঋতু পঞ্চ ।^{১১}

১৩। তদ্বিশয়ে কেহ কেহ বলেন—‘সংবৎসরের ঋতু ছয়টিই।’ তাহা হইলে উৎপাদক মিথুনকে নূন করা হয়, কিন্তু নূন হইতেই এই প্রজাসমূহ জাত হয় ; এবং উত্তর কালে তাহা কলাপ হয়। অতএব (সম্ভার) পাঁচটি হইয়া থাকে। যদি সংবৎসরের ঋতু ছয়ই হয়, তবে অগ্নিষ্ট ইহাদের (সম্ভারসমূহের) যষ্ঠ হইবে, এবং তাহা হইলেই ইহা অনূন হয়।^{১২}

১৪। কেহ কেহ এখানে বলিয়া থাকেন—‘একটিও সম্ভার সংগ্রহ করিবে না।’ কেননা, (তাহারা বলেন —) ‘এষ্ট সমস্তই (সম্ভার) পৃথিবীতে বহিয়াছে, অতএব, তিনি যখন টহাতে (পৃথিবীতে) আধান করেন, তখন সমস্ত সম্ভারকেই প্রাপ্ত হন। অতএব একটিও সম্ভার সংগ্রহ করিবে না।’ কিন্তু তিনি সংগ্রহ করিবেনই ; কেননা, তিনি যখন আধান করেন, তখন সমস্ত সম্ভারকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু যদি সংগৃহীত সম্ভার সমূহের দ্বারা তাহার (আধান) হইয়া থাকে, তবেই তাহা (আধান, স্বার্থার্থ) হয়। অতএব তিনি সংগ্রহ করিবেনই।

১০। জঃ—১. ১. ১৬ ; ২. ৪. ৮।

১১। হেমন্ত ও শিশিরকে একত্র ধরিয়া (প্র. ব্রা. ১. ১. ২. ১) পাঁচ কতু গণনা করা হয়। ইহারা বলেন যে, কতু ছয়, তাহাদের মত অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, ছয়টি ঋতুতে মিথুন পূর্ণ হয়—ছয়টি ঋতুতে তিনটি মিথুন হয়, এবং তাহা উৎপাদক হইতে পারে। কতুর সাদৃশ্যে সম্ভার গ্রহণে ছয়টি সম্ভারই লগুয়া উচিত। কেননা, তাহা হইলেই মিথুন পূর্ণ-অনূন হইবে, এবং সেই অনূন মিথুনই উৎপাদক হইতে পারে। কিন্তু যজ্ঞত পাঁচটি মাত্র সম্ভার থাকায় মিথুন নূন হইয়া পড়িতেছে ; এই নূন মিথুন উৎপাদক হইতে পারে না। ইহারই উত্তরে বলা হইতেছে যে, প্রকৃত বিষয়ে পাঁচটি সম্ভার হইলেও কোন ক্ষতি হয় না। ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, নূন হইলেও তাদৃশ মিথুন হইতে প্রজা উৎপন্ন হইতে পারে, এবং তাহা ভবিষ্যতে মঙ্গল হয়। সারণ বর্ণিয়াছেন—ব্রী-পুরুষের বীৰ্যের পরম্পর নূনতায় ব্রী-পুরুষ-লক্ষণ অগত্যা হইয়া থাকে ; অতএব পাঁচটি সম্ভার হওনায় যে মিথুনের নূনতা হয়, তাহা ভবিষ্যতে মঙ্গল হয়। এইরূপে সম্ভারের পক্ষসংবাদ প্রদর্শন করিয়া পরে একবারান্তরে আবার তাহা সমর্থন করিতেছেন যে, ছয় সংখ্যার আবৃত্তক হইলে অগ্নিই তাহা পূর্ণ করিবে।

দ্বিতীয় ভ্রাঙ্গণ

[১ কৃত্তিকানক্ষত্রে গাঁদগতা শু সাহসনীর অগ্নিকে আধান করিবার বিধি, কৃত্তিকা অগ্নির নক্ষত্র ;
 —২ অস্তান্ত নক্ষত্র অগ্নিকা কৃত্তিকা বহুতর নক্ষত্রের বহুতর বহুতর বহুতর, তাহাতে
 আধান করিলে বহুতর হয় ;—৩ কৃত্তিকার আধানের অপর যুক্তি, কৃত্তিকা পূর্ব দিক্ হইতে
 সরিয়া যায় না, অস্তান্ত নক্ষত্র পূর্ব দিক্ হইতে সরে ;—৪ কেহ কেহ বলেন কৃত্তিকার আধান
 উচিত নহে, তাহাতে যুক্তি ;—৫ এই বহুতর পণ্ডন করিবার পুনর্যতের স্থাপন ;—৬ বোধিনী নক্ষত্রে
 আধানের বিধান ও তাহার যুক্তি ;—৭ এই বিধির অর্থগান ;—৮ সূর্যশিরা নক্ষত্রে আধানের বিধান ;
 —৯ মতাগ্নের তাহার নিবেদ ;—১০ তাহার পণ্ডন ও পূর্ব মতের স্থাপন, পুনর্যত নক্ষত্রে
 পুনর্যত যের বিধান ;—১১ কল্যাণ নক্ষত্রে আধানের বিধান ও তাহাতে যুক্তি ;—১২ হস্তা নক্ষত্রে
 আধানের বিধান ও অর্থগান ;—১৩ ৭ চিত্রায় আধানের বিধান, দেবাসুর-মন্ডল আখ্যায়িকার
 দ্বারা এই বিধির সমর্থন, চিত্রায়কের যুগপতিপূর্ণন, আবিভা ও নক্ষত্র শব্দের অর্থনির্কটন,
 নক্ষত্রসমূহ পুণ্ডে সূর্যের জায় ত্রৈলোক্যময় ছিন ;—১৪ সূর্যোদয় হইলে আধান বিধেয়, রাজিতে
 নহে]

১। তিনি কৃত্তিকায়^১ অগ্নিধ্বস^২ আধান করিবেন ; কেননা, এই যে
 কৃত্তিকা, তাহা অগ্নির নক্ষত্র ;^৩ তিনি অগ্নি নক্ষত্রে অগ্নিধ্বসকে আধান
 করেন, (তাহার) তাহা সমূহ^৪ কন^৫ । তদু^৬ ; অতএব তিনি কৃত্তিকায় অগ্নিধ্বস
 আধান করিবেন ।

২। অস্ত্র নক্ষত্রসমূহ একটি, দুইটি, তিনটি, বা চারিটি নক্ষত্র লইয়া,
 অতএব অস্ত্রের, আব এই যে কৃত্তিকা, তাহা বহুতর^৭ । তিনি ইহাতে

১। সূর্যে এখানে বহুতর আছে (“কৃত্তিকাঃ”) ; কৃত্তিকা অগ্নিশিখাসমূহ (কাহারো কাহারো
 মতে সূর্যসমূহ) ত্রয়টি নক্ষত্রের সমষ্টিরূপ বলিয়া এই শব্দ বহুতরনে প্রযুক্ত হয় । ইহা একবচনেও
 ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

২। সাহসনীর ও গাঁদগতা ।

৩। কৃত্তিকানক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্র্যদেবতা অগ্নি ; “এতদা অগ্নের নক্ষত্রঃ ৭৭ কৃত্তিকাঃ”—১৫. ব্রা.
 ১. ১. ২. ১ ।

৪। কৃত্তিকা ত্রয় অপর নক্ষত্রসমূহের কোন কোনটিতে একটি, দুইটি, তিনটি, বা চারিটি
 নক্ষত্র থাকে ; যথা, আর্দ্রাশ্রভতির একটি, কনকীশ্রভতির দুইটি, অশ্বিনীশ্রভতির তিনটি, এবং
 পুনর্বসুশ্রভতির চারিটি । অস্ত্র নক্ষত্র অধিষ্ঠান হওয়ার অস্ত্রান্ত নক্ষত্র অস্ত্রের আর কৃত্তিকার
 দুইটি নক্ষত্র অধিষ্ঠান হওয়ার তাহা বহুতর বা তুষ্টি ।

বহুদৈবই নিকটে গমন করিবেন ; এবং সেই জন্ত তিনি কৃত্তিকায় আধান করিবেন ।

৩। ঠেগাই (কৃত্তিকা) পূর্ব দিক হইতে চ্যুত হয় না, অপর সমস্ত নক্ষত্র পূর্ব দিক হইতে চ্যুত হইয়া থাকে ;* ইহাতে তাঁহার (অগ্নিদেব) পূর্ব দিকে আহিত হয় ; এবং সেই জন্ত তিনি কৃত্তিকায় আধান করিবেন ।

৪। অনস্তর (কাহারো কাধারে মতে) তিনি যে কারণে কৃত্তিকায় আধান করিবেন না, (তাঃ উক্ত চর্চনেন্দ্রে)—পূর্বে ইহা (কৃত্তিকা) ঋক্ষগণের পত্নী ছিল ; পূর্বে সপ্তবিগণ ঋক্ষ বনিয়া কথিত হইতেন ; কিন্তু ইহা (নিজের পতির সহিত) মিথুন হওয়া সম্বন্ধে ঋদ্ধিহীন হইয়াছিল, কেননা, ঐ সপ্তবিগণ উত্তর দিকে উদিত হন, এবং ইহা পূর্ব দিকে উদিত হয় : যে ব্যক্তি (নিজের জীব সহিত) মিথুন হওয়া সম্বন্ধে ঋদ্ধিহীন হন, তাঁহার বাহা শুভ নহে ; পাছে তিনি মিথুন হওয়া সম্বন্ধে ঋদ্ধিহীন হইয়া পড়েন, সেই জন্ত কৃত্তিকায় আধান করিবেন না ।

৫। কিন্তু তিনি বাহা হইতে আধান করিবেন ; কেননা, অগ্নিই তাহার মিথুন (মিথুনজন্মস্মাদিক), এবং মিথুন অগ্নি দ্বারা তাহা সমৃদ্ধ ; সেই জন্ত তিনি (তাহাতে) আধান করিবেনই ।

৬। তিনি রোহিণীতে অগ্নিদেব আধান করিবেন । গ্রীষ্মপতি প্রজাকায় হইয়া রোহিণীতেই অগ্নিদেবকে আধান করিয়াছিলেন ; তিনি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং ইহার সৃষ্ট প্রজাসমূহ রোহিণীগণের জ্ঞায় একরূপ ও স্থির হইয়া অবস্থান করিয়াছিল । রোহিণীর (নক্ষত্রের) ইহাই রোহিণীত্ব ।* যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানিয়ঃ রোহিণীতে অবান করেন, তিনি প্রজা ও পশুসমূহে বহু হইয়া উঠেন ।

*। কৃত্তিকা নক্ষত্র উত্তর বা দক্ষিণ দিকে সরিয়া না গিয়া সকল পূর্ব দিকেই থাকে । অপর নক্ষত্র এরূপ নহে ।

৩। “একরূপা উপভক্তাস্তস্তু রোহিণী ইব ;” মারণ ইহার বাখ্যায় লিখিয়াছেন—“একরূপা অবিক্রিয়গ্রহাঃ,” অর্থাৎ বাহাদের প্রবাহ অর্থাৎ সত্ত্ব বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায় ; ‘উপভক্তঃ প্রোভবদ্ধগত্যে’ বিনাশহীতাঃ পূর্বপৌরাদিক্রোশঃ,” অর্থাৎ পূর্বপৌরাদিক্রোশে বর্তমান থাকায় বাহাদের বিনাশ নাই । রোহিণীগণের অর্থ প্রাণী ; এবং গ্রন্থে তাহা অসঙ্গত নহে । প্রাণী বেদন সঙ্গান-

৭। ‘আমরা মনুষ্যগণের কামনাকে’ প্রাপ্ত হইব’ এই মনে করিয়া পশুগণ রোহিণীতে অগ্নিবয় আধান করিয়াছিল, এবং তাহারা মনুষ্যগণের কামনাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। যিনি এইরূপ জানিয়া রোহিণীতে আধান করেন, তিনি, পশুগণ তখন মনুষ্যগণের মতো যে কামনাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, পশুগণের মধ্যে সেট কামনাকে প্রাপ্ত হন।

৮। তিনি মৃগশীর্ষে (মৃগশিরায) অগ্নিবয় আধান করিবেন। এই যে মৃগশীর্ষ, চহ, প্রজাপতির শিব (মন্তক) ৮; শির শ্রীষরূপই, কেননা শির শ্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ; সেট অস্ত্র যে ব্যক্তি গ্রানা দর শ্রেষ্ঠ হয়, (লোকেরা) তাহাকে বলিয়া থাকে যে, ‘অমুক অমুক-গ্রানাদির শির।’ যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া মৃগশীর্ষে আধান করেন, তিনি শ্রী প্রাপ্ত হন।

৯। অনন্তর তিনি (কাহারো কাহারো মতে) যে কারণে মৃগশীর্ষে আধান করিবেন না (তাঁহা উক্ত হইতেছে) - ১০ তহা (মৃগশীর্ষ) প্রজাপতির শরীর; উক্ত হইয়া থাকে, তাহারা (দেবগণ) যখন ইহাকে ত্রিকণ্ড” ইমু দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি এত শরীর ভাগ করিয়াছিলেন। (আত্মহীন)

মন্ততির প্রবাহে বিনাশরূপ হইয়া থাকে, প্রাচীনবৃহৎ সহরূপ। এবং ইহাই রোহিণী নক্ষত্রের রোহিণীভা—রোহিণীর দক্ষিণ, অর্থাৎ রোহিণীর অর্থাৎ প্রভা ও পশুদম্বের সাধনস্থাপন। সাধন বলেন—অর্থাৎ আরোহণের সাধনভূত।

৭। “কামঃ” অর্থাৎ কামরা যেন মনুষ্যগণের কামনায় বিষয় হইতে পারি, তাহারা যেন আমাদিগকে কামনা করে।

৮। পুরাকালে প্রজাপতি মৃগরূপ ধারণ করিয়া মৃগাকর্ষাবর্তী নিনের দৃষ্টিতে গমন করেন। দেবগণ ইহা জানিয়া অকাঙ্ক্ষাকারী প্রজাপতির পিরস্বেত্বের জন্য এক জোখের পুরুষ হস্ত করেন। সে ইমু দ্বারা প্রজাপতির মন্তক ছেদন করে, তখন সেই মূলের শরীর ও শির অঙ্গরাকে উষ্ণিরা নক্ষত্র-রূপ ধারণ করে। জটিকা—১.৩.২.১, ১ টীকা; ঐ. এ. ৩.৩.৩।

৯। ঐ—১.৪.১.৪।

১০। কৃকদম্বরূপে-মতে।

১১। পত্র (পাখা), দাঁক ও শল্য-রূপ অ-বজ্র-বিগিষ্ট—সাধারণ; ইনি এতবেদ ত্রাক্ষরের (৩.৩.৩) ভাষ্যে লিখিয়াছেন—“অনীকং, শালাঃ, তেজস্ব, ইত্যবস্থাব্যয়োপেতা।”

শরীর শূত্রস্থানস্বরূপ (অথবা বাগভূমিস্বরূপ, 'বাস্ত') , এবং অবজিয় ও নিবৌধ্য।^{১২} সেট জনা তিনি যুগশৌর্ষে আধান করিবেন না।

১০। কিন্তু তিনি তাহারই আধান করিবেন ; কেননা, এষ্ট দেব প্রজা প্রতির শরীর শূত্রস্থানস্বরূপ নহে, এবং অবজিয় (ও নিবৌধ্য) নহে।^{১৩} সেই- জনা তিনি (যুগশৌর্ষে) আধান ক ববেনত। তিনি পুনর্বসুদ্বয়ে পু ন রা ধে য়^{১৪} আধান করিবেন।

১১। তিনি ফল্লনৌসমূহে^{১৫} অগ্নিবয় আধান করিবেন ; এই ফল্লনৌসমূহ ইন্দ্রের নক্ষত্র^{১৬}, এবং ইহার প্রাণিনাম বিশিষ্ট ; কেনন', ইল্ল অ জ্জু ন নামে (অতিহিত হন)^{১৭} ; ইহা ইহার ওহ নাম, এবং হহরাও (ফল্লনৌসমূহ)

১২। অর্থাৎ প্রজাপতি পদার তাপে করয়ে য় আধান শরীরের কোন কাঙ্ক্ষাকারিও থাকে না, তাহা নিবৌধ্য হয়, এবং দেহকল্লহ তাহা যজ্ঞের অঙ্গ,গ্য।

১৩। "ন বা এতস্য বেবন্ত বাস্ত ন বজ্জন্ত ন ব্রাহ্মসন্ত যং প্রজাপতেঃ" ; এখানে তৃতীয় 'ন' এর সহিত কাহারো নক্ষত্র পাওয়া যায় না ; কিন্তু পুনরাতঃ কণ্ডকা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝ যাইবে যে, তাহার সহিত 'নিবৌধ্য' পদের অর্থাতঃ করা অসঙ্গত নহে। কাঙ্ক্ষাকারি পাঠ ইহা সমর্থন করে :- "ন বৈ তন্ত বাস্ত ন নিবৌধ্য" নাংজিহ্মন্তঃ।"

১৪। অগ্নি আধান করিবার পর যদি এক পক্ষমণ্ডে মধ্যে আধানকারার বিস্তারাদির হানি হয়, বা পুত্রাদির মরণ হয়, বা কোন দাঁত না হয়, তাহা হইলে সেই দ্রষ্টে অগ্নিঃ । অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার নূতন অগ্নি আধান করিতে হয়, এবং এষ্ট অর্থোনের নাম পু ন রা ধে য়। জট্টবা—ক। জৌ. ৪.১১.১-৪ ; শাখ্য। শ্রো. ২.৪.১। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১১.২.৩০) সূক্ত আচার্য্যিকার সহিত উক্ত হইয়াছে যে, পুনর্বসুদ্বয়ে ঐ অগ্নি আধান করিলে আধানকারা পুনর্বার বহু বা বন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ দুই নক্ষত্রে তাহুণ আধান করিলে পুনর্বার বহু প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয় ই তাহদের নাম পু ন রা য়। পুনরায় নক্ষত্রব্রাহ্মণ বলিয়া পু ন ব স্ যয় ("পুনর্বসোঃ") উক্ত হইয়াছে। নক্ষত্র-সমূহগণনাক্রমে পুনর্বসুদ্বয় পূর্বোক্ত ব্রহ্মশাবি ও বক্ষ্যমাণ ফল্লনৌসদ্বয়ের মধ্যবর্তী হওয়ার প্রসঙ্গবশতঃ এখানে পু ন রা ধে য়-বিশিষ্ট উক্ত হইয়াছে। পরে মূলেই (২.২.১) পুনর্বসুদ্বয় সম্বন্ধের উক্ত হইয়াছে।

১৫। ফল্লনৌ নক্ষত্র দুইটি, পূর্বফল্লনৌ ও উত্তরফল্লনৌ ; আবার এই ফল্লনৌদ্বয় এতদ্যেক নক্ষত্র-দ্বয়স্বক, এইরূপে 'ফল্লনৌসমূহ' ("ফল্লনৌ") উক্ত হইয়াছে।

১৬। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১১.২.৪) পূর্বফল্লনৌদ্বয়কে অর্ধ্যমার ও উত্তরফল্লনৌদ্বয়কে ভগের বলা হইয়াছে :

১৭। এখানে সাধারণ বসেন—অজ্জুন, ইহা ইন্দ্রের ব্রহ্মস নাম এইজন্য তৎপুত্র মধ্যম পাণ্ডবকেও তাহা বুঝাইয়া থাকে ; এবং অজ্জুন ও ফল্লন শব্দ পর্যায়।

অ জ্জু নী নামে (কথিত) । তিনি ইহাদিগকে (ফল্গুনীসমুহকে) পরোক্ষভাবে ফল্গুনী বলন, কেননা, ইহার শুদ্ধ নাম গ্রহণ করিতে কে সমর্থ? বর্তমান ইন্দ্র-স্বরূপ, অতএব তিনি ইহাতে স্বকীয় নক্ষত্রে অগ্নিবয় আধান করিয়া থাকেন । ইন্দ্র যজ্ঞের দেবতা, অতএব ইহাতেই তাঁহার এই অগ্নিগণের উদ্ভববৃত্ত হয় । তিনি পূৰ্ব্ব (ফল্গুনী)-দ্বয়ে আধান করিবেন ; ইহাতে ইহার ত্রুত অগ্নিসর হয় । তিনি উত্তর (ফল্গুনী)-দ্বয়ে আধান করিবেন ; কেননা, ইহা ইহার কল্যাণকর ও ভবিষ্যৎ-অভিবৃদ্ধিবৃত্ত হইয়া থাকে ।

১২ । তিনি ইন্দ্রে (হস্তা-নক্ষত্রে) অগ্নিবয় আধান করিবেন ; কেননা, যিনি ইচ্ছা করিবেন যে, ‘মামাকে (এই দান) প্রদত্ত হইবে’, তাঁহার তাহা অনুষ্ঠানের দ্বারা (সম্পন্ন) হইয়া থাকে ; এবং ইন্দ্র দ্বারা বাহ্য প্রদান করা যায়, তাহা তাঁহাকে প্রদত্ত হয় ১৮

১৩ । তিনি চিত্রায় অগ্নিবয় আধান করিবেন । দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য । তাঁহার পরম্পর স্পর্ধা করিয়াছিলেন । তাঁহার উভয়েই ঐ লোকে অর্বাং হ্রস্বলোকে সমারোহণ করিবার চচ্ছা করিয়াছিলেন । অনন্তর অসুরগণ রৌ হিণ ১৯-নামক অগ্নিকে (অগ্নিবেদিকে) এই মনে করিয়া চয়ন (গ্রহণ) করিয়াছিলেন যে, ‘আমরা ইহা দ্বারা ঐ লোকে সমারোহণ (√ কহ) করিব ।’

১৪ । ইন্দ্র দেখিলেন যে, ইহাবা (অসুরেরা) যদি ইহাকে (পূৰ্ব্বোক্ত অগ্নিবেদিকে) চয়ন করে, তাহা হইলে তাহা দ্বারা আমাদিগকে অভিভব করিবে । অনন্তর ইন্দ্র (নিজেকে) দ্রাক্ষণ বলিয়া একখানি ইষ্টক (ইষ্টকা) গ্রহণপূৰ্ব্বক গমন করিলেন ।

১৫ । তিনি বলিলেন—‘আমিও ইহা (ইষ্টক) স্থাপিত করিব !’ তাহারা বলিল—‘তাহাই হউক ।’ তিনি তাহা স্থাপিত করিলেন । তাহাদের অগ্নি (অগ্নিবেদি) অগ্নের দ্বন্দ্ব অসংকিত ছিল ।

১৬ । অনন্তর তিনি (ইন্দ্র) বলিলেন ‘আমার এখানে বাহা (যে ইষ্টক-খানি) আছে, তাহা আমি ফিরাইয়া লইব !’ তিনি তাহা ধারণ করিয়া চালিত

১৮ । এইজন্যই কাত্যায়ন বলিয়াছেন—“হস্তো গাভকায়ম্” ; কা. শ্রো. ৪.৭.৩ ।

১৯ । অর্বাং আরোহণের সাধনভূত ।

করিলেন, এবং তাহা চালিত হওয়ার অগ্নি (অগ্নিবেদি) বিশীর্ণ হইয়া পড়িল,*
এবং অগ্নি (অগ্নিবেদি) বিশীর্ণ হওয়ার পর অহরগণ বিশীর্ণ হইয়া পড়িল।
(অনন্তর) তিনি (ইন্দ্র) সেই নমস্ত ইষ্টককে বজ্র করিয়া (তৎপ্রহারে তাহা
দিগের) গ্রীবা ছেদন করিলেন।

১৭। দেবগণ সমাগত হইয়া বলিলেন—‘আমরা চিত্র (বিস্তৃত) ভাবে
রহিয়াছি যে, এতগুলি শত্ৰুকে আমরা বধ করিতে পারিয়াছি!’ ইহাই চিত্রার
(অর্থাৎ চিত্রানক্ষত্রের) চিত্রাঙ্ক (অঙ্কনরূপ)। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া
চিত্রায় আধান করেন, তিনি চিত্র (বিস্তৃত) ভাবে থাকেন; তিনি
প্রতিবৃন্দগণকে বধ করেন, ও দেবকণ্ডী শত্ৰুকে বধ করেন, অতএব ক্ষত্রিয়ই
এই নক্ষত্রকে (আধানের ক্ষত্র) স্বীকার করিবেন; কেননা, তিনি প্রতিবৃন্দ
গণকে বধ করিতে ইচ্ছা করেন, বিজয় করিতে ইচ্ছা করেন।**

১৮। এই (নক্ষত্র) সমুদয় পূর্বে ঐ সূর্যের ভায় ভিন্ন তিন তেজ (ক্ষত্র)
ছিল। কিন্তু ইহা (সূর্য) উদিত হইলে হইতেই ইহাদের বার্ষ্য ও তেজ

২০। কাশ্যপ্তপথে এই আখ্যায়িকাটি এইরূপ উক্ত হইয়াছে—অহরগণ ও দেবগণ পরস্পর স্পর্ধা
করিয়াছিলেন,...অনন্তর দেবগণ ভীত হইয়া তাবিলেন যে, অহরেরা যদি অগ্নিবেদি সম্পূর্ণ করিয়া
ফেলে, তবে তাহারা আমাদিগকে পরাস্তব করিবে। ইন্দ্র ওষধ ব্রাহ্মণরূপে বৈদ্যতরঙ্গ দ্বারা এক
খানি ইষ্টক বন্দন করিয়া সেখানে উপস্থিত হন ও অহরগণকে বলেন যে, আমিও ইহা অগ্নিবেদিতে
চয়ন অর্থাৎ স্থাপন করিব, অহরেরা তাহা স্বীকার করেন। ইন্দ্র সেই ইষ্টক স্থাপন করেন ও পরে
টানিয়া লন, এবং তাহার পর তাহা বিশীর্ণ হইয়া যায়...।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ১. ২. ৫-৬) এই আখ্যায়িকাট আরও বিস্তৃত কোতুকপ্রদ—কাল-
কল্প নামে কতগুলি অহর ছিল। তাহারা স্বর্গলোকের জন্ত অগ্নিবেদি চয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া
প্রত্যেকে এক-একটি করিয়া ইষ্টক স্থাপন করিতেছিল। এমন সময় ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপে আগমন
করিয়া তাহাতে এক খানি ইষ্টক (ইষ্টকা) স্থাপন করেন ও বলেন যে, তাহার ইষ্টক খানির নাম
চিত্রা। অহরগণ স্বর্গলোকে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলে ইন্দ্র নিজের ইষ্টক খানি
টানিয়া লইলেন, এবং সেই অহরগণ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, বাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল,
তাহারা উর্ধ্বনাস (“উর্ধ্বনাসঃ”) নামক কীট হইল। অহরগণের মধ্যে কেবল দুইজন স্বর্গে আরোহণ
করিয়াছিল, এবং তাহারা উভয়ে সেখানে কুতুর হইয়াছিল।

২১। “চিত্রায়াঃ কজ্জিয়া” — কাল. শ্রো. ৪. ১. ৪।

(‘ক্ষত্র’) আ দ্বা ন (গ্রহণ, আ + √ দা) করে; সেইজন্য ইহার নাম আ দি ত্য; ^{২২} কেননা, ইহা ইহাদের (নক্ষত্রসমূহের) বীৰ্য্য ও তেজ আ দা ন করে।

১৯। দেবগণ বলিয়াছিলেন—‘সেই যাহারা পূর্বে তেজ (‘ক্ষত্র’) ছিল, (এখন) আব তাহারা তেজ নহে (‘ন-ক্ষত্র’); ‘এবং ইহাই নক্ষত্র’; সমূহের ন ক্ষ এ ত্।’^{২৩} অতএব তিনি সূর্য্যরূপ নক্ষত্রে (আধান) করিবেন^{২৪}, কেননা ইহাই তাহাদের বীৰ্য্য ও তেজকে গ্রহণ করে। তিনি যদি নক্ষত্র কামনা করেন, তথাপি, এষ্ট যে সূর্য্য, ইহা নির্দোষ নক্ষত্র; তিনি এই নক্ষত্রসমূহের নিকট যাহা কামনা করেন, এষ্ট পুণ্য দিনের দ্বারাই তাহা প্রাপ্ত হন; অতএব সূর্য্যরূপ(নক্ষত্রেই আধান) করিবেন।

২২। নিরুক্তে আদিত্য-শব্দের এই মন্তব্য নির্বাচন প্রাপ্ত হইয়াছে :—“আদিত্যঃ কন্যাঃ ? আদিতে রস’ন, আদিতে ভাগ্যে জ্যোতিষাং (এই দ্বিতীয় নির্বচন শতপথের নির্বাচনের সহিত সমান), আদীশো ভাদেতি বা. আদিত্যঃ পুত্র ইতি বা।” নিরুক্ত, ২. ৪. ১।

২৩। নিরুক্তে (৩.৪.৩) উক্ত হইয়াছে—“নক্ষত্রাণি নক্ষত্রেণৈতিবর্ষণঃ, ‘সেযানি ক্ষত্রাণীতি’ ব্রাহ্মণম্;”, তুং নীষ—অত্রৈতা দুর্গাচার্য্যবৃত্তি, “ন ক্ষত্রে কীরত ইতি বা নক্ষত্রম্। কিসঃ ক্ষরতেষা ক্ষত্রমিতি নিপাতাতঃ”—পাণিনি, ৩. ৩. ৭৪ কণিকা।

২৪। “সূর্য্যেনক্ষত্র এষ মাং”; অর্থাৎ সূর্য্য যখন উদিত হয়, তখন আধান করিবেন, নক্ষত্র দূর্য্যমান থাকিতে আধান করিবেন না,—রাজিতে আধান করিবেন না।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১ অগ্ন্যাধানে সস্তাদি ঋতুর বিধানের অন্তঃকৃত্ত ও পঞ্চপ্রভৃতির প্রশংসা, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা দেবস্বরূপ, শরৎ, হেমন্ত ও শিশির পিতৃস্বরূপ ;—২ ঋতুসমূহকে ঐক্যে জ্ঞানিবার ফল ;—৩ উত্তরাহ্নে সূর্য্য দেবগণের নিকটে, এবং দক্ষিণাঘনে পিতৃগণের নিকটে বান ;—৪ উত্তরাহ্ন ও দক্ষিণাঘনে আধানের ফল, উত্তরাহ্নে আধান প্রশস্ত ;—৫ ব্রাহ্মণের বসন্তে, ক্ষত্রিয়ের গ্রীষ্মে এবং বৈশ্যের বর্ষায় আধানের বিধি ;—৬ ব্রহ্মবর্চসকামীর বসন্তে আধানবিধি ;—৭ তেজঃকামীর গ্রীষ্মে আধানবিধি ;—৮ সন্ততি ও পুণ্ড্রসমূহ কাশনা করিলে বর্ষায় আধান করিতে হয়, —৯ মতাস্তরে যখন যজ্ঞের সমস্ত উপস্থিত হইবে, তখনই আধান করা বিধেয়, কাল বিলম্ব উচিত নহে]

১। বসন্ত, গ্রীষ্ম, ও বর্ষা, এই ঋতুগুলি দেবগণ (‘দেবতাঃ’) ; এবং শরৎ, হেমন্ত, ও শিশির, এই ঋতুগুলি পিতৃগণ (‘পিতরঃ’) ।^১ যে অর্দ্ধমাস (পক্ষ) আপূর্ণ্যমাপ (অর্থাৎ বুদ্ধি প্রাপ্ত) হয় (পূর্ণ), তাহা দেবগণ ; এবং যাহা অপূর্ণ্যমাপ হয় (কৃষ্ণ), তাহা পিতৃগণ । দিবাই দেবগণ, এবং রাত্রি পিতৃগণ । আহার দিবার পূর্বাহ্ন দেবগণ, এবং অপরাহ্ন পিতৃগণ ।

২। এই ঋতুসমূহ দেবগণ ও পিতৃগণ (স্বরূপ) । যে ব্যক্তি এইরূপ জ্ঞানিয়া তাহাদিগকে দেবগণ ও পিতৃগণ বলিরা আহ্বান করেন, তাঁহার দেবা-^২হ্বানে দেবগণ আগমন করেন, ও পিতৃ-আহ্বানে পিতৃগণ আগমন করেন ; দেবগণ তাঁহাকে দেবাহ্বানে রক্ষা করেন, ও পিতৃগণ তাঁহাকে পিতৃ-আহ্বানে রক্ষা করেন ।

৩। তাহা (সূর্য্য) যখন উত্তর দিকে আবর্তন করে, তখন দেবগণের নিকট অবস্থিত হয়, এবং সেই সময়ে দেবগণকে অভিরক্ষিত করে । আর যখন দক্ষিণ দিকে আবর্তন করে, তখন পিতৃগণের নিকট অবস্থিত হয়, এবং সেই সময়ে পিতৃগণকে অভিরক্ষিত করে ।^৩

৪। তাহা যখন উত্তর দিকে আবর্তন করে, তখন তিনি অগ্নিহব্র আধান করিবেন । দেবগণ পাপরহিত ; যিনি সেই সময়ে আধান করেন, তিনি

১. এখানে সারণ্য বলিয়াছেন—‘বসন্তপ্রভৃতি ঋতুসমূহে দেবগণের সূর্য্য সর্পনহেতু গ্নিন হয়, এজন্য তাহাদের (বসন্তাদির) অংখরূপতা (দেবস্বরূপতা), এবং শরৎপ্রভৃতির তদৈক্যকণ্ঠা থাকায় পিতৃরূপতা ।’

পাপকে অপহৃত করেন, এবং (যদিও) তাঁহার অমৃতত্বের আশা নাই, তথাপি তিনি সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন । আর বখন তাহা (সূর্য্য) দক্ষিণ দিকে আবর্তন করে, সেই সময়ে যিনি আধান করেন, তিনি পাপকে অপহৃত করিতে পারেন না, কেননা, পিতৃগণ পাপরহিত নহেন । পিতৃগণ মর্ত্য ; অতএব যিনি সেই সময়ে আধান করেন, তিনি আয়ুর (পূর্ণতা হটবার) পূর্বে মৃত হন ।

৫। বসন্ত ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ-শক্তি, বা জাতি), গ্রীষ্ম ক্ষত্র (ক্ষত্রিয়-শক্তি, বা জাতি), এবং বর্ষা (সাধারণ) প্রজা (“বিট্”) । অতএব ব্রাহ্মণ বসন্তে আধান করিবেন, কেননা, বসন্ত ব্রহ্ম ; অতএব ক্ষত্রিয় ঋত্নে আধান করিবেন, কেননা, গ্রীষ্ম ক্ষত্র ; অতএব বৈশ্ব বর্ষায় আধান করিবেন, কেননা, বর্ষা প্রজা ।^১

৬। যিনি কামনা করিবেন যে, ‘আমি ব্রহ্মবর্চসযুক্ত হইব’, তিনি বসন্তে আধান করিবেন, কেননা, বসন্ত ব্রহ্ম ; তিনি (ইহাতে) ব্রহ্মবর্চসযুক্ত হইয়া থাকেন ।

৭। আর যিনি কামনা করিবেন যে, ‘আমি শ্রী ও যশের দ্বারা তেজঃস্বরূপ (“ক্ষত্র”) হইব’, তিনি গ্রীষ্মে আধান করিবেন, কেননা, তেজঃ গ্রীষ্ম ; তিনি (ইহাতে) শ্রী ও যশের দ্বারা তেজঃস্বরূপ হইয়া থাকেন ।

৮। আর যিনি কামনা করিবেন যে, ‘আমি সন্ততি ও পণ্ডসমূহে বহু হইয়া উঠিব’, তিনি বর্ষায় আধান করিবেন ; কেননা, প্রজাই বর্ষা, এবং প্রজাসমূহ-অর্থে অন্ন ; যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া বর্ষায় আধান করেন, তিনি ইহাতে সন্ততি ও পণ্ডসমূহে বহু হইয়া উঠেন ।

৯। (মৃত্যুস্তরে) এই উভয় (অর্থাৎ দেব ও পিতৃরূপে বিবিধ) ঋতুই পাপরহিত ; সূর্য্যট চহাদের পাপের অপহৃতা, সূর্য্য উদিত হইয়া ইহাদের উভয়েরই পাপকে অপহৃত করেন । অতএব যে কোন সময়ে ইহার নিকটে গজ উপনত হইবে, ইনি তখনই অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন ; ‘কল্যা (করিব)’ এই মনে করিয়া কল্যাকার প্রতীক্ষা করিবেন না ; মনুষ্যের কল্য কে জানে ?

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১ অধ্বনের পূর্ব দিন সপত্নীক সজ্ঞানের বিবর্তোৎসববিধি, তাহার যুক্তি, ত্রত্বিধিবে
 দেবগণের বজ্রমানস্তুহে আধ্বন;—২ দিনাভ্যাসনের অপর যুক্তি, ইচ্ছা করিলে রাত্রিতেও ভোজন
 করা যায়;—৩ ত্রত্বিধিবে হাতিতে গাইপত্য-আধ্বারে ছাব্বকন, এই ব্যবহারের বণ্ডন;—
 ৪ ৬ চাতুশ্রা প্য ও বনে র পাক, অগ্নিতে সমিধ-আধান, ত্রত্বিধিবে মতান্তর;—৭ (সেই রাত্রিতে
 সপত্নীক) বজ্রমান জাগরণ করিলে, লব্ধবা ইচ্ছা করিলে ঘুমাইতে পারেন;—৮ অগ্নিমন্ত্রের
 সময়, মতান্তরে সূর্যোদয়ের পূর্বে মন্তন, এই মত বণ্ডন করিয়া সূর্যোদয়ের পরে মন্তনের বিধান;—
 ৯ সূর্যোদয়েব পূর্বে মন্তনবিধির নিম্ন, ও সূর্যোদয়ের পরে মন্তনবিধির প্রশংসা;—১০ অগ্নি
 আধান করিবার মন্ত কক্ সাম বা যজ্ঞঃ নহে, ব্যাক্তিভয়ের (ভুঃ, ভুবঃ, ও বঃ) দ্বারা তাহা
 আধান করিতে হয়;—১১—১৩ ভুঃ, ভুবঃ ও বঃ এই তিন ব্যাক্তির ভিন্ন ভিন্ন শব্দে প্রশংসা;—
 ১৪ ‘ভুঃ’ এই দুই ব্যাক্তি দ্বারা ‘যজ্ঞপত্নে’র, এবং ‘ভুবঃ’ এই তিন ব্যাক্তির দ্বারা
 আহবানীয়ের আধ্বন;—১৫—১৬ অগ্নিমন্ত্রস্থানে অধ্বগণন, তাহার প্রয়োজনকপন-প্রসঙ্গে অধ্বগণন-
 কর্তৃক দেবগণের নিরোধ, অথ বজ্রপত্ন,— ৭ এই অধ্ব গণনবদ্ভক হওয়া আবশ্যক, মেকপন
 পাইলে যেকোন অধ্ব হইতে পারে, অবাভ্যাসন চল হইলে;—১৭ সর্গপত্ন হইতে আহবানীয় ও অ
 অগ্নি লইয়া বাহিবার সময় অগ্নে অগ্নে অথকে লইয়া বাহিবার বিধি ও তাহার ফল;—১৮ অগ্নি
 লইয়া বাহিবার সময় একপন ভাবে লইয়া বাহিতে হইবে যাহাতে তাহা যজ্ঞমানের অভিমুখ থাকে,
 বিপরীত হইলে তাহার দোষ;—২০ অগ্নি প্রঃশব্দরূপ, প্রাণ যেন অভিমুখ হইয়া পবেশ করে,
 অগ্নিরও সেইরূপ অভিমুখ হওয়া উচিত, প্রাণ পরামুখ হইলে যজ্ঞপন অর্থ, অগ্নিও পরামুখ
 থাকিলে সেইরূপ হয়;—২১ যজ্ঞকে বাসুকণ বর্ণনা করিয়া প্রকারান্তরে ঐ বিধির
 স্তুতি;—২২ অগ্নিকে পাবশব্দরূপ বর্ণনা করিয়া ঐ বিধিরই স্তুতি;—২৩ অগ্নির বহনসময়ে অধ্বা
 একটি অথকে পুষ্পাভিমুখ করিয়া লইয়া যান, এবং আবার কিরাইয়া উত্তরমুখ করিয়া গাণেন,
 ইহার উদ্দেশ্যবশত;—২৪ আহবানীয়ের মধ্যে পতিত অধ্বগণকে অগ্নির স্থাপন তাহার
 উদ্দেশ্য;— ২৫ অগ্নি স্থাপন করিতে হইলে প্রথমে আনীত অলস্ত হকনের দ্বারা আহবানীয়
 ধরনিত অধ্বগণটিকে ক্রোড়িয়ে ছুঁবার স্পর্শ করিয়া তৃতীয় বারে মজ্ঞপাঠপূর্বক অগ্নিকে ঐ
 চিহ্নের উপর স্থাপন করিতে হয়, তাহার উদ্দেশ্য;—২৬ মতান্তরে প্রথমবার স্পর্শ করিয়া দ্বিতীয়
 বারেই অগ্নির স্থাপন;—২৭ মৌনাবলম্বনে অধ্বগণটিকে স্পর্শ করিবার ফল, আহু রি, পা রি, ও
 মা ধু রি গরের কিছু পশ্চিম ভাগে আধান করিলে, অথবা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার স্পর্শের মধ্যে যে
 কয় বার ইচ্ছা করিতে পারি বার;—২৮ অলস্ত ইকনের মন্তব্য প্রথন করিয়া যজ্ঞমানের মজ্ঞপ,
 ঐ মন্ত্রের তাৎপর্যব্যাখ্যা;—২৯ সর্গ রাক্ষসী র কক্ দ্বারা অগ্নির উপস্থান, তাহার ফল;—৩০
 মতান্তরে ঐ মন্ত্রপণের নিষেধ ।]

১। যে দিনের পরদিনে ইহার (সপত্নীক বজ্রমানের) অগ্ন্যধেষ্য হইবে, তিনি সেই দিন দিবাক্তেই ভোজন করিবেন; কেননা, দেবগণ মনুষ্যের মনকে জানেন, তাঁহারা ইহার কলামসম্পাদা অগ্ন্যধেষ্যকে জানেন; এবং সেই সমস্ত দেবগণ (এই ব্রতদিনে) ইহার গৃহে আগমন করেন, তাঁহারা ইহার গৃহে (আসিয়া) নিকটে বাস করিবার থাকেন (“উপবসন্তি”), সেই জনা তাতা (সেই ব্রতদিন) উপবসথ।*

২। অপর মনুষ্যানসূহ অভুক্ত থাকিতে যদি কেহ ভোজন করে, তবে তাহাট বথন উচিত হয় না, তখন দেবগণ অভুক্ত থাকিতে যে বাক্তি পূরো ভোজন করিবে, (তাঁহার সম্বন্ধে আর কি বলা যাইবে) ? তজ্জনা তিনি দিবাক্তেই ভোজন করিবেন। কিন্তু তিনি চক্ষা করিলেই রাত্রিতে ভোজন করিবেন, কেননা, অনাহিতাগ্নি* বাক্তির অর্চন্য নাই, কারণ লোক যে পর্য্যন্ত অাহিতাগ্নি না হয়, সে পর্য্যন্ত সে মনুষ্য থাকে,* সেই জনা যদি চক্ষা করিলে রাত্রিতে ভোজন করিবেন।

৩। সে দিন (কেহ কেহ) একটি অজ (ছাগল) বন্ধন করেন।* কেননা, তাঁহারা বলেন, অজ আগ্নেয়, এবং তাতা অগ্নিতে সমগ্ণ্যর জন্য হয়।* কিন্তু তাতা সেরূপ করিবে না। ইহার (বজ্রমানের) যদি অজ থাকে, তবে, প্রাতঃ কালে তিনি তাতা আগ্নাধকে প্রদান করিবেন, এবং তাতাক্তেই তিনি সেই অভিলষিত দিবস প্রাপ্ত হন।* অতএব তিনি ইহা! (এই ব্যবহারকে) আদর করিবেন না।

১। অষ্টব্য—১.১.১.৭ ইত্যাদি।

২। যিনি অগ্নির আখান করিয়াছেন, তিনি অাহিতাগ্নি; যিনি করেন নাই, তিনি অনাহিতাগ্নি।

৩। অঃ—৭৪ কথিকা; তুলঃ—১.১.১.৩।

৪। অর্থাৎ উপবসের দিন রাত্রিতে গার্হপত্য অগ্নির আগারে। ৩ পৃষ্ঠা অষ্টব্য। এই ছাগলকন হয়ত পূর্বপ্রচলিত ছাগপত্তবধের অনুকরণ। অষ্টব্য—১.২.১.৩ :

৫। সাধারণতঃ—অজ অগ্নির সহিত প্রোক্ষণতির মুখ হইতে জাত হয় বলিয়া অজ আগ্নেয় (অগ্নির হিতকর)। অঃ—৭.১.১.৩।

৬। “গার্হপত্যাগারেৎজং বধ্যতি ন বা। বিদ্যমানঃ প্রাতঃরাত্রে বধ্যতে।” ক। শ্রো. ৪.৮.১২

৪। অনন্তর 'আগরা ইহার দ্বারা ছন্দঃসমূহকে' তৃপ্ত করিব' এই মনে করিয়া তাঁহারা চা তু স্প্রা শ্রু ও দ ন (চারিজনের ভোজনের উপযুক্ত অন্ন) পাক করেন। তাঁহারা বলেন—'যে বাহনের দ্বারা গমন করিতে হইবে, তাহাকে যেমন স্তুতৃপ্ত করিবার জন্য বলিতে হয়, হহাও সেই প্রকার।' 'কিন্তু তাহা তিনি করিবেন না ; কেননা, ইগং গৃহে ঋত্বিক ও অনৃত্বিক ব্রাহ্মণগণ যে বাস করেন, তাহাতেই গিনি সেই অভিনবিত বিষয় প্রাপ্ত হন। অতএব তিনি তাহা আদর করিবেন না।

৫। তাঁহারা তাহাতে (চা তু স্প্রা শ্রু ও দ নে) স্ত্রুত আসেচনের তৃপ্ত (একটু) গৃহীত করিয়া, ও তাহাতে স্ত্রুত আসেচন করিয়া, এবং তিন খানি অশ্বখ সমিৎকে (সেই) স্ত্রুতের দ্বারা গণপ্ত করিয়া হৃৎসমুদয়কে 'সমিৎ'-পদবুক্ত ও 'স্তুত'-পদবুক্ত' ঋকসমূহের দ্বারা এমনি মনে করিয়া (অগ্নিতে) আধান করেন যে, 'আগরা ইহাতে শম্যগতকে, অগ্ন্যয়ন শম্যগতকে মধ্যস্থিত অগ্নিকে) প্রাপ্ত হইবে।' যিনি (আগ্ন্যয়নে) পূর্বা সৎসংসার সাব্যস্ত (পতাহ তিনখানি সমিৎ অগ্নিতে) আধান করেন, তিন সেই অভিনবিত বিষয় প্রাপ্ত হন ; অতএব তিনি তাহা আদর করিবেন না।^{১০}

৬। তদ্বিষয়ে ভাষ্যে বের^{১১} বর্ণিত—'যেমন কেহ এক করিতে গিয়া আর এক করে, যেমন কেহ এক বলিতে গিয়া আর এক বলে, (অথবা) যেমন কেহ এক পথে যাইতে গিয়া আর এক পথে গমন করে, যিনি চা তু স্প্রা শ্রু ও দ ন পাক করেন, তিনিও সেইরূপ করিয়া থাকেন ; ইহা অপরাধই।' ইহা ঠিক নয় না যে, গিনি যে অগ্নিতে ঋকের দ্বারা, বা সামের

৭। "গায়ত্রী-ত্রিষ্টুপ-জগত্যার্যামি চন্দঃসি"—সাহুণ ।

৮। ১ম ব্রাহ্মণ, ১ম টীকা দ্রষ্টব্য, ৩-৪ পৃ. ।

৯। অর্থাৎ গমন করিবার অস্ত্র যেমন বাচনকে তৃপ্ত করা হয়, আগ্রা কর্তৃক অস্ত্র ঋত্বিগণের ভোজনও সেইরূপ, ইহাতে ইহারা সমর্থ হইয়া থাকিতে পারিবেন ।

১০। বা. স. ৩. ১, ৩. ৪ ; তৈ. ব্রা. ১. ২. ১-১০ ।

১১। "সংবৎসরং বা পূরভ্যং তুর্বাৎ ততঃ সগোনাধবীত"—কা. শ্রৌ. ৪. ৮. ১১ ; অত্রত্য গচ্ছতি । ৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । জুঃ—১৪ শ্লোকা ।

১২। "ইন্দ্রোহো ভাগবেহঃ"—১০. ৩. ১. ১ ; ছা. উ. ৫. ১১. ১ ।

দ্বারা, বা যজুর দ্বারা সমিৎ আধান করিবেন, বা আহুতি হোম করিবেন, আবার তাহাই তাঁহারা দক্ষিণদিকে লঠিয়া বাঠবেন বা উপশান্ত করিবেন।” (কিন্তু সেট অগ্নি) অ বা হা যা প চ ন (অর্থাৎ দক্ষিণ অগ্নি) হইবে বলিয়া তাহারা তাহা দক্ষিণদিকে লঠিয়া যান, অথবা উপশান্ত করেন।”

১৩। প্রথম টীকা জটিল। এখানে “অনুগবরতি”-উপশমরতি, নিকাপরতি; হইয়া—“অনুগতে-উপশান্তে”, ক. প্রা. ৪. ৮. ১২, বৃত্তি; ৪৮. ১৫, বৃত্তি।

১৪। চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ কণ্ডিকা পর্যন্ত মূলব্রাহ্মণে চাত্তুস্ত্রান্ত ও যন সম্বন্ধে কি উক্ত হইয়াছে, আলোচনা করিয়া দেখা গাউক। সায়ণ বাহা বলেন তাহার তাৎপৰ্য্য এইরূপ—চতুর্থ কণ্ডিকায় সৰ্বপ্রথমে ঐ ওদন-পাকের বিধি উক্ত হইয়াছে, তাহার পর দৃষ্টান্তের দ্বারা কৃষিগণ-কর্তৃক তাহার ভোজন প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার পর এই ওদনের ভোজন (পাক নহে) নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং এই প্রসঙ্গে এক অঙ্ক হইয়াছে যে, ভোজন করিলে যে ফল হয়, যুহে ব্রাহ্মণগণের বানের দ্বারাও সেই ফল হয়, অতএব ভোজনের আবশ্যকতা নাই। তাহা হইলে পক ওদনের প্রয়োজন কি, তাহাই পক্ষ্য কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। এত প্রসঙ্গে বলা হইতেছে যে, পক ওদনে ঘৃত ঢালিয়া সেই ঘৃত দ্বারা লিপ্ত সনিৎ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে শবীৰ্ত্ত অগ্নিকে পাতয়া যায়, শবী-গত্ব অগ্নিই প্রশস্ত। এই সমিৎ-নিক্ষেপ কখন করিতে হইবে, তাহাই কণ্ডিকার শেষ অংশে প্রতিপাদিত হইয়াছে—অর্থাৎ এই সমিৎ-ওদন অগ্নিগহবীর পূর্বে এক বৎসর ধরিয়া করিতে হইবে। ঐ পক ওদন ভোজন করিলে যে ফল হয়, এইরূপ সনিৎ আধান করিলেও সেই ফল হয়, অতএব তাহ ভোজন করিবার প্রয়োজন নাই, ভোজনবিধি স্থানান্তরিত। ষষ্ঠ কণ্ডিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাৎপৰ্য্যের সত্তে চাত্তুস্ত্র ওদনের পাকও অসম্ভব অসম্বুদ্ধিকর (“চাত্তুস্ত্রান্তকরণমসম্ভবং, অতোহসম্বুদ্ধিক এব ভগাবিষৌদনপাক ইতি প্রলোভনাত্ৰায়াঃ”—সায়ণ); কেননা, তিনি অগ্নিকে আধান করিতে দ্বিঃ আবার অগ্নিতেই যে কিছু করিবেন, তাহা ঠিক হয় না। ইহার পর বাহা উক্ত হইয়াছে, সায়ণ বলেন, তাহাতে চাত্তুস্ত্র অগ্নির ভোজনই প্রতিপাদিত হইয়াছে (“তমিৎ দোষং পরিত্যক্তা প্রশানপক্ষ্যেব নিবরতি”)। তাহার প্রতিষেধ শেষ সম্ভবা এই—“অতঃ পকতত্ত্বো ন হোমার্থঃ, কিন্তু প্রশানার্থ ইত্যতিশ্রায়ঃ।” কিন্তু মূল ব্রাহ্মণের তাৎপৰ্য্য যেন কিছু বিভিন্ন বোধ হয়। প্রথমতঃ, ষষ্ঠ কণ্ডিকায় চাত্তুস্ত্রান্ত ওদনের পাক ও ঐ পাকের প্রয়োজন উল্লিখিত হইয়াছে, ও তাহার পর তাহার নিষেধও বৃত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এম কণ্ডিকায় দেখান হইয়াছে যে, চাত্তুস্ত্রান্ত ওদন পাক করিয়া তাহা দ্বারা উক্ত প্রকার হোমে শবীৰ্ত্ত অগ্নি লাভ হয়, অতএব চাত্তুস্ত্রান্ত ওদন হোমের প্রস্তুত, ভোজনের অন্ত নহে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, আধানের পূর্বে সাতবৎসর যাবৎ ঐ বিধিতেই সেই অভিব্যক্তি সিদ্ধ হয়, এ দিন আর ঐ পাক করিবার প্রয়োজন নাই। ষষ্ঠ কণ্ডিকাতেও পাক নিষেধ করা হইয়াছে, এবং তাহাতে আর একটি যুক্তি দেখান হইয়াছে।

৭। তিনি (সেই রাজি পত্নীর সহিত) জাগরণ করেন। দেবগণ জাগরণ করেন; সেই জন্য তিনি ইহাতে দেবগণেরই নিকট উপস্থিত থাকেন,^{১৫} এবং সন্দেহতর,^{১৬} প্রাস্তর ও অপস্থিতর হইয়া অগ্নিবয়কে আশান করেন। তিনি ইচ্ছা করিলে নিজা যাহতে পাবেন; কেননা, অনাহিত্রাণি ব্যক্তির এতচর্য্যা নাট, কারণ তিনি ষটক্ষণ অনাহিত্রাণি, ষটক্ষণ মানুষ থাকেন;^{১৭} অতএব তিনি ইচ্ছা করিলে নিজা যাহবেন।^{১৮}

৮। এখানে কেহ কেহ (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতেই (অগ্নিকে) মন্থন করেন, এবং গৃহার পর উদিত হইলে তাহাকে পূর্ব দিকে (আহবনীরের জন্ত) লইয়া যান (এতৎসম্বন্ধে) তাহার বলেন যে, 'হত্যাতে আমরা প্রাণ ও উদান এবং মন ও বাক্যের পাপপ্রাপ্ত হইয়া দিবা ও রাত্রি উভয়কেই পরিগ্রহ করি।' কিন্তু তাহা সেরূপ করবে না; কেননা, দেবাপ ইহাও উদয় (আহবনীর ও গার্হপত্য) অগ্নিই (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতেই (অর্থাৎ রাত্রিতেই) আহিত্র হয়; এবং, তিনি (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতে মন্থন করিয়া (সূর্য্য) উদিত হইলে তাহা পূর্বদিক গহরা যান।^{১৯} যিনি (সূর্য্য) উদিত হইলে আহবনীরকে মন্থন করেন, তিনি তাহা (পূর্বোক্ত প্রাণ ও উদানাদি) পরিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।^{২০}

১৫ উপবসনের দিন দেবগণ বজ্রমানের গৃহে অগমন করেন (২-১.৪.১), এই দেবগণ জাগিয়া থাকেন বলিয়া গৃহপতি বজ্রমানের নিদ্রাপ্রসন্ন হুক্ত নহে—সায়ণ।

১৬। সন্দেহতর—অধিকতর বেবম্বুত।

১৭। হ্র—২য় কড়িকা; ভূসং—১.১.১.৪,৬; ১.৭.৪.২৩।

১৮। কা. শ্রো. ৪.৮.১৩। এই রাত্রিতে প্রাপ্ত অগ্নিক কঠিনতা বা গোসমপিও দ্বারা প্রস্থলিত রাখিতে হয়। কা. শ্রো. ৪.৮.১৪।

১৯। সূর্য্যোদয়ের পর আহিত্র হইলেও তাহা সূর্য্যোদয়ের পূর্বে (অতএব রাত্রিতে) মথিত হয় বলিয়া ইহার রাত্রি সম্বন্ধ নিষেধ করা যায় না। অতএব বস্তুত ইহাও সূর্য্য অনুদিত থাকিতেই আহিত্র হয় বলিতে হইবে।

২০। কাত্যায়ন উদিত অনুদিত উভয়ই আশানের বৈকল্পিক বিধান করিয়াছেন; কা. শ্রো. ৪.৮.২১-২২। এখানে তাৎপর্য্য এই :—গার্হপত্য ও আহবনীর এই উভয় অগ্নির মধ্যে কাহারো কাহারো মতে আহবনীর অগ্নির মন্থন সূর্য্যোদয়ের পূর্বে এবং কাহারো কাহারো মতে সূর্য্যোদয়ের পরে করিতে হয়। সূর্য্য ব্রাহ্মণে সূর্য্যোদয়ের পরেই মন্থন সমর্থিত হইয়াছে; মথিত অগ্নির উদয়ণ বা তদন্ত হানে লইয়া বাতাস উত্তর মতেই সূর্য্যোদয়ের পরে হইয়া থাকে। কা. শ্রো. ৪.৮.২৩।

৯। দিবাটী দেবগণ; যে ব্যক্তি (তুয়া) অস্বাদিত থাকিতে যত্ন করেন, তিনি পাপকে অপহৃত (ভাঙিত) করিতে পারেন না, কেননা, পিতৃগণের পাপ অপহৃত নহে; তিনি আয়ুর (শেষ চইবার) পূর্বেই মৃত হন, কেননা পিতৃগণ মর্ত্য। কিন্তু যিনি ঐরূপ (বক্ষ্যমাণ তত্ত্বকে) জ্ঞানিয়া তুয়া উদ্ভিত হইলে আশান করেন, তিনি পাপকে অপহৃত করেন, কেননা, দেবগণের পাপ অপহৃত; তাঁহারা যদিও অমৃতের আশা নাহি, তথাপি তিন সত্ত্ব আয়ু লাভ করেন কেননা, দেবগণ অমৃত; তিন স্ত্রীপ্রাপ্ত হন কেননা দেবগণ স্ত্রীরূপ; তিনি মনস্বী হন, কেননা, দেবগণ যশঃস্বরূপ

১০। তাহার এখানে বলেন—‘অথ যদি স্বাকের দ্বারা আহিত না হয়, নামের দ্বারা না হয়, এবং যজুরও দ্বারা না হয়, তবে কাহার দ্বারা আহিত হয়?’ ইহা (অগ্নি) এক্ষরক, (অ৩এব) এক্ষ দ্বারা নহা আহিত হয়। বাক্যটী ব্রহ্ম, সেই বাক্যের সত্ত্বটি ‘‘ এক্ষ, এবং এটি (বক্ষ্যমাণ) বাক্যটিসমূহ সত্যই; অতএব সত্ত্ব দ্বারা ইহা (অগ্নি) আহিত হইয়া থাকে।

১১। ‘ভূঃ’ এটি বলিয়াত প্রত্যক্ষ এক্ষর (এক্ক্ষরচাক্ষে) উৎপাদন করিয়াছেন, ‘ভূবঃ’ এটি বলিয়াত এক্ষর (‘কনজা’-এক), এবং ‘স্বঃ’ এটি বলিয়াত দৌককে। সে-পর্যন্ত (‘কৃ পাতৃ’-এ) দৌক প্রতিবাদে, এক সমস্ত (জগৎ) তাবৎ পরিতৃপ্ত; অতএব সমস্তেরই দ্বা। (ইহঁর অগ্নি) আহিত হয়।

১২। ‘ভূঃ’ এটি বলিয়াত প্রত্যক্ষ আত্মাকে (নিজেকে) উৎপাদন করিয়াছেন, ‘ভূবঃ’ এটি বলিয়াত প্রত্যক্ষ, এবং ‘স্বঃ’ এটি বলিয়াত পশুসমূহকে। সে-পর্যন্ত আত্মা, প্রজা ও পশুসমূহ, এই সমস্ত (জগৎ) তাবৎ পরিতৃপ্ত; অতএব সমস্তেরই দ্বারা (ইহঁর অগ্নি) আহিত হয়।

১৩। তিনি “ভূভূবঃ” এটি মাত দ্বারা গার্হপত্যকে আশান করেন, কেননা, তিনি যদি সমস্ত (তিন বাক্যটি) দ্বারা আশান করেন, তবে আহবনীয়কে কাহার দ্বারা আশান করিবেন? (অ৩এব) তিনি দুইটী অক্ষর ‘‘ অপশিষ্ট

২১। অর্থাৎ বাক্যের বাহা ভূতাত্ত্বপ্রতিপাদক, তাহাই।

২২। ‘স্বঃ’ = ‘স্ববঃ’।

রাখেন, এবং তাহাতেই এই সমস্ত (অর্থাৎ পাঁচটি পদাংশ) ** অগতবীৰ্য্য থাকে। তিনি ‘ভূবঃস্বঃ’ এই সেই পাঁচটি (পদাংশ) দ্বারা আহব-
নীয়কে আধান করেন। তাহার আটটি অক্ষর হইয়া থাকে, ** ও গায়ত্রী আট
অক্ষরেই হয়, এবং গায়ত্রীই অগ্নির ছন্দ; অতএব তিনি ঠাহাকে (অগ্নিকে)
ইহার নিজের ছন্দ দ্বারা ই আঁত ত করেন।

১৪ দেবগণ যখন অগ্নিদ্বয়কে আধান করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইয়া-
ছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে অনুর ও রক্ষোগণ এই বলিয়া ‘রক্ষা’ (প্রতিবন্ধ,
নিরোধ) করিয়াছিল **—‘অগ্নি উৎপাদিত হইবে না! তোমরা অগ্নিদ্বয়
আধান করিবে না!’ যেহেতু তাহার (তাঁহাদিগকে) ‘রক্ষা’ করিয়াছিল,
সেই জন্ত রক্ষঃ (নামে খ্যাত) হইয়াছে।

১৫। অনন্তর দেবগণ এই অথরূপ বজ্র দেখিতে পাঠিলেন, ও তাহাকে
পুরোভাগে স্থাপিত করিলেন, এবং তাহাতে ভয়বাহিত, নাশকজীবরহিত
ও নিবাত স্থানে অগ্নি উৎপন্ন হইল। অতএব তিনি (অধ্বৰ্য্য) যখন
অগ্নিকে ময়ন করিবেন, তখন (আগ্নীধ্বকে) অশ্ব আনিবার জন্য বলিবেন।
তাহা পূর্বভাগে উপস্থিত হয়, ** এবং তিনি ঠাহাতে বজ্রকে উচ্ছিন্ন করেন,
ও ইহার দ্বারা ভয়বাহিত, নাশকজীবরহিত ও নিবাত স্থানে অগ্নি জাত হয়।

১৬। তাহা (অশ্ব) পূর্ববাহী ** হইবে, কেননা তাহা অপরিমিত বীৰ্য্য
(লাভ করিয়া) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যদি তিনি পূর্ববাহীকে না পান, তবে যে-
কোন অশ্ব হইতে পারে। যদি অশ্ব না পান, তবে বুযই হইবে, কেননা, ইহা
বুযের সহিত সঙ্গত। **

২৩। ‘ভূঃ’ এক, ‘ভুবঃ’ দুই, এবং ‘স্বঃ’ বা ‘স্ববঃ’ তিন, এই পাঁচটি পদাংশ।

২৪। বর্ধপত্যাদানে ‘ভূঃ’ এক, ‘ভুবঃ’ দুই—এই তিন; এবং আহবনীয়াদানে ঐ তিন,
এবং ‘স্বঃ’ দুই,—এই পাঁচ; যেটি আটটি অক্ষর বা পদাংশ।

২৫। জঃ ১.১.১৫; ১ম কাণ্ড, ৭ পৃষ্ঠা।

২৬। আগ্নীধ্ব গার্হপত্যঃ স্বরের পশ্চিম প্রদেশে অশ্বকে আনিয়া পূর্বভাগে পশ্চিমমুখে স্থাপন
করেন। কা. শ্রৌ. ৪. ৮. ২৪-২৬।

২৭। “পূর্ববাহীঃ” পূর্ব অর্থাৎ প্রথম বয়সে যে বহন করে, অর্থাৎ তরুণ।

২৮। “এব যোবাস্তুহো বয়ঃ” এখানে “এবঃ” পদে অগ্নিকে বরা বাইতে পারে, কেননা,
ইহার পরে (ত্রয়োদশ কাণ্ডে ৪ প্র., ৭ ব্রা. ৬ ক.) বুযকে আ য়ে য় বলা হইয়াছে। সাধারণাচার্য্য

১৮। তাঁহার। যখন তাহা (অগ্নিকে)^{১০} পূর্বদিকে লইয়া যান, তখন সম্মুখে অশ্বকে লইয়া যান, কেননা, সে ইহাতে পুরোভাগে নাশক জীব, রক্ষণগণকে অপহৃত করিতে করিতে গমন করে, এবং তাঁহার। অভয় ও নাশকজীবহীন (পথ) দ্বারা (সেই অগ্নিকে) লইয়া বাইতে পারেন ।

১৯। তাঁহার। তাহা (অগ্নিকে) সেষ্টরূপ ভাবে লইয়া বাইবেন, যাহাতে তাহা ইহার (যজমানের) অভিমুখে আসিতে পারে ; কেননা, এই যে অগ্নি, ইহাই যজ্ঞ (-সাধন), এবং (এট) যজ্ঞ অভিমুখ হইয়াই ইহাতে (যজমানে) প্রবেশ করে, —যজ্ঞ সত্ত্বের ইহার নিকটে উপস্থিত হয় ; আর যাহার নিকট হইতে (এই অগ্নি) পরায়ুখ হয়, যজ্ঞও তাঁহার নিকট হইতে পরায়ুখ হইয়া থাকে ; এবং যদি কোন ব্যক্তি সেই সময় ইহাকে (যজমানকে) এই বলিয়া

বলেন—এ পরে অবনিধির অর্ধবাহক ধরিতে হইবে—“সব বিধেবয়ঃ স্তাবকেহর্ধবাহকঃ, অনদ্রুধিধেরপি এষ এব স্তাবক ইত্যর্থঃ ।” এই কণ্ডিকার সহিত তুলনীয়— ১.২.১.৩, ১ম কাণ্ড, ৫৩ পৃ.।

২০। মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হইলে, যজমান সেই অগ্নিকে একটি শুষ্কসোমদূর্ব্যুক্ত বর্ণের (খোলায়) ধারণ করিয়া “আমি অমৃতের প্রাণ স্থাপন করিতেছি ।” (“প্রাণসমুত্তে দধে”) এই মন্ত্রে তাহাতে কৃৎকার প্রদান করেন । অনন্তর অগ্নি সন্নাগ হইয়া উঠিলে তিনি তাহার জ্বালাকে উদ্ধৃৎসে এই মন্ত্রে মুখমধ্যে গ্রহণ করেন—“অমৃতক এণে স্থাপিত করিতেছি ।” (“অমৃতঃ প্রাণ আদধে” ; দ্রষ্টব্য—২.১.৩.১৫) । অনন্তর যজ্ঞের কাঠ দ্বারা অগ্নিকে সমুজ্জ্বলিত করিয়া এই মন্ত্রে (বা.স.৩.৫) গার্হপত্য ঘরে স্থাপন করা হয়—“ও ভূতুংবাঃ ! হে ব্রতপতি, আমি অমৃতের ব্রতের দ্বারা তোমাকে আহ্বিত করিতেছি ।” এখানে যাহাদের প্রবর কৃষ্ণ, ও যাহাদের অন্ধি রাঃ, তাহাদের সম্বন্ধে যথাক্রমে “ভূগুণাং ভা দেবানাং” ও “অজিরমাং ভা দেবানাং” বলিতে হয় ; অপরের পক্ষে ‘হারিত্যানাং ভা দেবানাং’ বলিতে হয় । যজমান কত্রিয় হইলে ‘বকপমা ভা ব্রতপতে’, কত্রিয় রাজা হইলে ‘ইন্দ্রমা ভা ব্রতপতে’, বৈশ্ব হইলে ‘মনোষ্ট্রাঃ প্রাক্ষণো ব্রতপতে’, এবং রথকার হইলে ‘বতুনাং ভা ব্রতপতে’ বলিবার নিয়ম । অনন্তর যজ্ঞমানের প্রেরণার ব্রহ্মা রথ স্তব সাধন করেন, এবং উদ্ধৃৎসে অর্থাৎ গার্হপত্য-ঘর হইতে আহবনীয়ের ব্রহ্ম অগ্নিকে লইয়া যাওয়া আরম্ভ হয় । এই উদ্ধৃৎসে করিতে হইলে পলাশ বা অন্ত কোন বিহিত বৃক্ষের অনুন ২৭ খালি সনিং একত্র বন্ধন করিয়া তাহার মূলদেশে এই গার্হপত্য অগ্নিতে ধরাইয়া; তাহার অপর ভাগে মৃত্তিকার প্রলেপ দিতে হইবে, এবং তখনকার তাহা মৃত্তিকায়ুক্ত কোন বর্ণের করিয়া আহবনীয়ের নিকট এক্রূপ ভাবে লইয়া থাইতে হইবে, যেন সেই ধূম যজ্ঞমানের গর্ভে লাগিতে পারে । এই বাইবার সময় অগ্রে অগ্রে অশ্বকে লইয়া যাওয়া হয় । কা. শ্রো. ৩.৮.২৬, ২.১১ ।

শাপ প্রদান করে যে, ‘যজ্ঞ ইহার নিকট হউতে পরাশ্রু্য হউক!’ তিনি সেইরূপই হইবার যোগ্য হইবেন।

২০। ইহা (সেই অগ্নি) প্রাণই; এবং তাঁহার ইহাকে সেইরূপেই লইয়া যাইবেন, বাহাতে ইহা ইহার (যজ্ঞমানের) নিকটে অভিমুখ হইয়া আসিতে পারে, কেননা, প্রাণ অভিমুখ হইয়াই ইহাতে প্রবেশ করে। আর বাহ্যার নিকট হইতে এই অগ্নি পরাশ্রু্য হয়, প্রাণও তাঁহার নিকট হইতে পরাশ্রু্য হইয়া থাকে; এবং সেই সময় যদি কোন ব্যক্তি ইহাকে (যজ্ঞমানকে) এহ বলিয়া শাপ প্রদান করে যে, ‘প্রাণ ইহার নিকট হইতে পরাশ্রু্য হউক!’ তিনি সেইরূপই হইবার যোগ্য হন।

২১। এই বাহা বহিতেছে (বায়ু), যজ্ঞ তাহা (তৎস্বরূপ); তাঁহার তাহা (অগ্নিকে) সেইরূপেই বহন করিবেন, বাহাতে তাহা ইহার নিকটে অভিমুখ হইয়া আসিতে পারে; কেননা, যজ্ঞ অভিমুখ হইয়াই ইহাতে (যজ্ঞমানে) প্রবেশ করে,—যজ্ঞ সম্বন্ধে ইহার নিকটে উপস্থিত হয়। আর তাহার নিকট হইতে (অগ্নি) পরাশ্রু্য হয়, যজ্ঞও তাঁহার নিকট হইতে পরাশ্রু্য হয়; এবং সেই সময়ে যদি কোন ব্যক্তি ইহাকে শাপ প্রদান করে যে, ‘যজ্ঞ ইহার নিকট হইতে পরাশ্রু্য হউক!’ তিনি সেইরূপই হইবার যোগ্য হন।

২২। ইহা (সেই অগ্নি) প্রাণই; তাঁহার তাহা সেইরূপেই বহন করিবেন, বাহাতে তাহা ইহার নিকটে অভিমুখ হইয়া আসিতে পারে; কেননা প্রাণ অভিমুখ হইয়াই ইহাতে প্রবেশ করে। আর বাহ্যার নিকট হইতে (অগ্নি) পরাশ্রু্য হয়, প্রাণও তাঁহার নিকট হইতে পরাশ্রু্য হয়; এবং সেই সময়ে যদি কোন ব্যক্তি

৩০। অথক পূর্বমুখ করিয়া লইয়া বাইতে বাইতে আহবনীয়া-নগরের নিকট উপস্থিত হইলে অধ্বর্ষী উপবেশন করিয়া শ্রাশ্রু্যস্থিত অথক অথবত্রী দক্ষিণ পদের দ্বারা আহবনীয়াথক স্থাপিত পুষ্কোক্ত হিরণ্যাদি সম্ভারকে আক্রমণ করাইয়া, সেই অথক আরও পূর্বমুখে লইয়া গিয়া প্রদক্ষিণাবর্তে আবার ঘুরাইয়া আনিয়া সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখে স্থাপন করেন; এবং অথ সেইরূপে স্থাপিত হইলে ত্রিকা বৃহৎ ২ সান পান করেন। অথক আহবনীয়া-নগরের উত্তর দিক দিয়া লইয়া বাইতে হয়। মূল ব্রাহ্মণে অথক কিরাইয়া আনিয়া উত্তরমুখে স্থাপন করিবার কথা উক্ত হইয়াছে, “তমুদকং প্রমুচ্চতি।” কাত্যায়নশ্রোতস্বত্বের ব্যাখ্যা ও পদ্ধতিতে পশ্চিমমুখের কথা লুপ্ত হয়; Eggeeling ইহাই গ্রহণ করিয়াছেন। ত্রুট্য—কা. শ্রৌ. ৪. ২. ১৪, ব্যক্তিকদেব-পদ্ধতি।

ইহাকে শাপ প্রদান করেন, যে, 'হাঁহার নিকট হঠতে প্রাণ পরাভূষ হউক !' তিনি সেইরূপই হইবার যোগ্য হন। অতএব তাঁহার সেটরূপেই তাহা বহন করিবেন।

২৩। অনন্তর তিনি (অধরযু) অর্ধেক পদক্ষেপ করান। তিনি তাহাকে পদক্ষেপ করাইয়া পূর্বাভিসুখ করিয়া গইয়া যান, এবং পুনর্বার প্রত্যাঘর্ষন করান ও উত্তরসুখ করিয়া রাখেন। অশ্ব বীর্ঘাট; এবং যেহেতু তিনি মনে করেন যে, 'পাঁছে ইহা (যজ্ঞমান) হঠতে বীর্ঘা পরাভূষ হইয়া যার,' সেই জন্ত পুনর্বার তাহাকে প্রত্যাঘর্ষন করান।

২৪। তিনি অশ্বের পদচিহ্নে^{৩১} তাহা (অগ্নি) স্থাপন করেন। অশ্ব বীর্ঘাট; অতএব ইহা দ্বারা তিনি ইহাকে বীর্ঘাই আখান করেন। তিনি সেইজন্ত অশ্বের পদচিহ্নে আখান করেন।^{৩২}

২৫। তিনি প্রথমে মৌনাবলম্বনে^৩ (অশ্বপদচিহ্নে সেই কাঠের অগ্নি দ্বারা) স্পর্শ করেন, ও অনন্তর তাহা উঠাইয়া আবার স্পর্শ করেন, এবং তৃতীয় বার "ভূর্ভুঃ স্বঃ।"^{৩৩} এই মন্ত্রেই আখান করেন।

২৬। (এ বিষয়ে) এই দ্বিতীয় (মত প্রতিপাদ্য)—তিনি প্রথমে মৌনাবলম্বনেই স্পর্শ করেন, ও অনন্তর তাহা উঠাইয়া "ভূর্ভুঃ স্বঃ।" এই মন্ত্রেই দ্বিতীয় বারে আখান করেন। যে ব্যক্তি ইহাতে (পৃথিবীতে) অপতিষ্ঠিত থাকিরা কোন তার উত্তোলন করে, সে তাহা উত্তোলন করিতে পারে না, প্রত্যুত তাহাষ্ট তাঁহাকে সংশীর্ণ করিয়া দেয়।^{৩৪}

২৭। তিনি যে মৌনাবলম্বনে স্পর্শ করেন, তাহাতে (পৃথিবীরূপ) এই প্রতিষ্ঠিগাওঁই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন; তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আখান করেন,

৩১। অর্থাৎ আহবনীর-ধ্বরের মধ্যে অশ্বধ্বরের চিহ্নে।

৩২। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (১. ১. ৫. ৯) অশ্বপদচিহ্নে অগ্নিস্থাপন নিম্নাপূর্বক নিবদ্ধ হইয়াছে; তবে এক পাখে অশ্বের পদক্ষেপ করান বিহিত হইয়াছে।

৩৩। বা. স. ৩. ৫; কা. শ্রৌ. ৪. ২. ১৬। এখানে বিকল্পে অথবা স্পর্শ বা দ্বিতীয় স্পর্শও আখান বিহিত হইয়াছে। পরবর্তী কড়িকাষ্টই।

৩৪। শেবোক্ত বাক্যের পরবর্তী কড়িকার সহিত সম্বন্ধ।

এবং তাহাতে বিচলিত হন না। এখানে আ স্র রি, পা ঞ্চি, ও মা ধু কি ইহাকে (অগ্নিকে) যেন (আহবনীয়-স্থরের) পশ্চাৎ (বা পশ্চিম) ভাগে ধারণ করিয়া-
 ছিলেন অন্ন সমস্তই** (অগ্ন্যম্পর্শে) অবসন্ন হইয়া যায়, এই জন্য তিনি
 প্রথম বারেরই (অগ্নিকে) উঠাটিয়া “ভূর্ভূঃ স্বঃ” এই মন্ত্রে আধান করিবেন ;
 কেননা, ইহাতেই (এই সমস্ত) অবসন্ন থাকিবে। তিনি ইহাদের মধ্যে**
 যেক্রপ ইচ্ছা করেন, সেইরূপ করিবেন।

২৮। অনন্তর তিনি (বচনান) বুধির, সন্নি।) পূর্বভাগে গমনপূর্বক
 জলস্ত ইক্ষনসমূহের পূর্বভাগ (অগ্রভাগ)** গ্রহণ করিয়া (এই মন্ত্র) জপ
 করেন—“দ্যৌর ত্রায় বহুত্বে, পৃথিবীর ন্যায় মহত্বে!”** তিনি যে বলেন “দ্যৌর
 ন্যায় বহুত্বে,” তাহাতে এত বলেন যে, “এ দ্যৌ সেমন নক্ষত্রসমূহে বহু, অগ্নিও
 এইরূপ বহু হইব।” তিনি যে বলেন “পৃথিবীর ন্যায় মহত্বে,” তাহাতে এত
 বলেন যে, “এই পৃথিবী যেমন মহত্তা, আমিও এইরূপ মহান্ হইব।”—“হে দেব
 যজ্ঞী** পৃথিবী, সেহ তোমার পৃষ্ঠে,” -কেননা, তিনি ইহার (পৃথিবীর)
 পৃষ্ঠে (অগ্নিকে) আধান করেন, —“অন্ন ভোজনের জন্য অন্নভোজী অগ্নিকে
 আধান করিতেছি।” কেননা, অগ্নি অন্নভোজী, এবং তিনি তাহাতে এই বলেন
 যে ‘আমি অন্নভোজী হইব।’ ইহা আশীঃপ্রার্থনা ; তিনি যদি ইচ্ছা করেন,
 ইহা জপ করিবেন, আর যদি ইচ্ছা না করেন, তহা আদর করিবেন না।**

২৯। অনন্তর তিনি স প র্ণ রা জৌ র** ঋক্সমূহের দ্বারা অগ্নির উপস্থান

৩৫। অর্থাৎ স্বরহৃত হ্রস্ব।

৩৬। অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বঃের অগ্নি স্থাপনের মধ্যে যে বারের ইচ্ছা করেন, সেইবারে
 স্থাপন করিবেন।

৩৭। মূলভাগে অগ্নি ধরান হইয়াছিল ; ২৯শ টীকা জট্টব্য।

৩৮। বা. স. ৩. ৫ ; কা. শ্রৌ; ৩.২. ১৭।

৩৯। যেরূপদের যানের আধারভূতা।

৪০। অর্থাৎ জপ করিবেন না।

৪১। জট্টব্য—ই. ব্রা. ৫.৪.৪ ; এখানে ই শব্দে পৃথিবী বর্ণিত হইয়াছে ; (মূল শতপথের
 পরবর্তী কণ্ডিকা জট্টব্য) কেননা, এই পৃথিবী “সর্গভো রাজ্ঞী”—অর্থাৎ পবনপ্রবৃত্ত বাত্মির স্বামিনী,
 কারণ ইহা তাহাকে ধারণ করিতা থাকে। এই পৃথিবী পূর্বে “অণোমিকা” (লোমহীন) ছিল, এবং
 লোম পাইবার জন্য কয়েকটি মন্ত্র দর্শন করিয়াছিল ; তাহাতে তাহার শুবধি ও বনস্পতিরূপ লোম

করেন—“এই চিত্তবর্ণ গমনশীল (“গৌঃ”)” আগমন করিয়াছে, এবং পূর্বভাগে মাতাকে (পৃথিবীকে) ও স্বর্গোক্তের প্রতি গমন করিয়া পিতাকে (জ্বালোককে) প্রাপ্ত হইয়াছে।”—“ইহার আশাপানপ্রেরিকা দীপ্তি অভ্যন্তরে বিচরণ করিতেছে, (এত) মহান জ্বালোককে প্রকাশিত করিতেছে।”^{১০}—“নিম্ন প্রাচীনতা দ্বারা সমুদ্রের দ্বারা (মুহূর্ত্তকাল) ‘এংশৎ’ স্থানে বিরাজ করেন, (সেই) পঙ্কজ”^{১১} উদ্ভেদ (স্বতন্ত্র) বাক্য উচ্চারণ হয়, “^{১২} সমুদ্রসমূহের দ্বারা, বা নক্ষত্র-সমূহের দ্বারা, বা স্বর্গসমূহের দ্বারা, বা আশাশ্রয় দ্বারা ইত্যাদি বাস্তব প্রাপ্ত থাকে, ৬২ সমুদ্রের ইত্যাদি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়; অতএব তিনি সর্পরা জ্যোতিষ স্বর্গ-সমূহের দ্বারা উপস্থান করিবেন।

৩০ অধিবাস (কঃ কঃ) বলিয়াছেন—“সর্পরা জ্যোতিষ স্বর্গসমূহের দ্বারা উপস্থান করিবেন; কেননা, এই পৃথিবী সর্পরা জ্যোতিষ অতএব তিনি যে ইচ্ছাতে আশান করেন, তাহাতেই মনস্ত কানি বস্ত প্রাপ্ত হন। অতএব সর্পরা জ্যোতিষ স্বর্গসমূহের দ্বারা উপস্থান করিবেন।’

উৎপন্ন হয়। সাধারণ এখানে তাৎপর্য বাখ্য্য করিয়া কহিয়াছেন—“সর্পরা জ্যোতিষ স্বর্গসমূহের কোন দেবতা, ‘এই হুনি দেবতাসমূহ পৃথক করিয়া ব্রহ্মবান্ধব হইয়াছেন;’ তিনি কখনও না (১-১৮২) সর্পরা জ্যোতিষ বলিয়াছেন, এবং তাৎপর্যরূপে (২-১৭) ব্রহ্মবান্ধবী লিখিয়াছেন। তিনি শতপথের এই হুসে বাখ্য্য করিয়াছেন—“সর্প (গমন)-শীল পাপিগণের ব্রাহ্মী,’ মহাধর বলেন (২. স. ৩৬) সর্পরা জ্যোতিষ পৃথিবীস্থানিনী কদ। দ্বিতীয়—অধিবাসী, ২২০। অধিবাসী ১১. ১৮২ তম সূক্তের অন্তর্গত ককরয় সর্পরা জ্যোতিষ; ইহার দেবতা স্বর্গা, অর্থাৎ স্বর্গ সর্পরা জ্যোতিষ।

৩২। ‘গিনি যজ্ঞসম্পত্তির বস্ত তত্ত্বৎ বস্তানপূর্বে গমন করেন, অর্থাৎ অগ্নি—মহাধর; ইনি বলেন যে, অগ্নিকে এখানে স্বর্গরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বস্তত্বাৎ এই বস্ত স্বর্গরূপকে বাখ্য্য হইয়াছে; সেখানে ‘গৌ’ শব্দের ব্যুৎপত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে। Eggeking স্পষ্টত bull লিখিয়াছেন।

৩৩। অগ্নি এখানে বায়ুরূপে বর্ণিত হইয়াছে—মহাধর।

৩৪। পতক—পক্ষী বা স্বর্গা, এখানে অগ্নি; পতক গচ্ছতীতি পতকঃ; অগ্নি প্রথমে অগ্নি হইতে পতিত হইয়া গর্ভপতা-স্থানে গমন করে এবং সেখানে হইতে আবহনীস্থানে গমন করে—মহাধর।

৩৫। বা. স. ৩. ৬. ৮; স্ব. স. ১০. ১৮২; কা. জ্যো. ৪. ২. ১৮-১৯।

পঞ্চম ভ্রাম্যণ

[১ পূর্ণা হুতি, তাহার উদ্দেশ্য, নৌকিকুটুম্বোত্তে তাহার সমর্থন;—২ ঐ আভুতি প্রদান না করিলে অগ্নি অর্পণ বা নজনাৎক দ্বন্দ্ব করে;—৩ ঐ আভুতি পূর্ণ হওয়া আবশ্যক, তাহার প্রয়োজন, আহুতিতে ‘ম্বাহা’ শব্দের উচ্চারণ;—৪ প্রতীপতির হোমের দৃষ্টান্তে আহা-শাকোচ্চারণের সমর্থন, পূর্ণাভুতির পরে যজমান কর্তৃক (অগ্নিগূর্তা ও এক্ষকে) বঃ প্রদান, তাহার ফল;—৫ কেহ কেহ বলেন ঐ আহুতির পর পরবর্তী হবিসমূহের আর আবশ্যকতা নাই;—৬ পবমান-অগ্নির জন্ত হবির গ্রহণ ও তৎপ্রশংসা;—৭ পাবক-অগ্নির জন্ত হবিগ্রহণ ও তৎপ্রশংসা;—৮ শুচি-অগ্নির জন্ত হবিগ্রহণ ও তৎপ্রশংসা;—৯ ইত্ হবিরূপকে অবগত গ্রহণ করিবার অনুকূলে যুক্তি;—১০-১২ পুণ্ড্রোক্ত ইতিসমূহের পকারাধারে প্রশংসা;—১৩-১৫ পবমানোক্ত নঃ কংসার বোধ ও আনয়নিকা দ্বারা তাহার কর্তব্যাক্তি-নির্ধারণ;—১৬ প্রথম হুতিতে একবাণি ও অপর দুই হবির জন্ত সাধারণ ভাবে একবাণি বর্জি থাকিবার নিধি ও তাহার সমর্থন, ১৭ পরে জ হবিত্রয় পূরে ডাশ-মসপ হইয়া থাকে, প্রত্যেকটি পূর্বাভাষণে আট-আট বাণি কসালে পাক করায় গবি ও তাহার প্রশংসা; ১৮—১৯ অতিথির জন্ত চকপ্রদান ও তাহার অগ্নিকতা;—২০ অতিথির ইষ্টিতে ষ্টিক্তের যজ্ঞ ও অনুবাক্যা বিরাট্ চন্দ্রেরই হইবে;—২১ অতিথির ইষ্টিতে যেহু দাক্ষণ, তাহার কারণ নির্দেশ, যেহু মাতার স্তায় অনুবাক্যকে পোষণ করে;—২২ সভাস্থলে পবমানোক্তে পবমানাদি বিশেষণ না মিল্য কেবল অগ্নিপদেই হবিপদান ক্রিতে পারা যায়, এপক্ষেও অতিথির চর্য বিধেয় ।]

১। তিনি আভবনীরকে লভয়া বাইবারে পব পূর্ণা হুতি হোম করেন ২

১। পূর্ণাভুতির পূর্বে (আবশ্যকতা থাকিলে) সমস্ত স্তম্ভে অগ্নি প্রদান করিয়া এইতে হয় অহবনীরের পর দক্ষিণাগ্নির স্থাপন কর্তব্য। ইহা করিতে হইলে গাভপতা অগ্নিবৎ কিঞ্চিৎ মংশ গ্রহণ করিয়া অথবা পূর্ববর্তীতে (২.১.১.১ ; ১৩ টীকা জন্ত) অগ্নি গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাগ্নির পরে স্থাপন করিতে হয়। (মন্তন করিয়াও দক্ষিণাগ্নি স্থাপিত করা যায়—আপভ্রম)। ইহার পব সত্য নামক (সভাস্থলে ভবঃ সভাঃ) অগ্নির স্থাপন ; ইহারে সভার স্থাপিত করিতে হয়। বহু ব্যাখ্যা-কারেরই মতে এত অগ্নি কেবল ক্ষত্রিয়গণেরই স্থাপনায়। সমস্তম প্রবান ভাষ্যকার কব এখানে কোন মত প্রকাশ করেন নাই ; (ইনি সভা-শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“কত স্থিতোৎসাহগমতি ব্যাচষ্টে বা,” তবে কি ব্রহ্মণ্যর পক্ষে ইহা বিধেয় ?) সভা অগ্নিকে গার্হপত্যের স্তায় মন্তন করিয়া স্থাপন করিতে হয়। এই অগ্নি স্থাপিত হইলে (কোন সভ্য অগ্নির পক্ষেই এই বিধি) যজমান একটি গাভী প্রদান করিয়া অগ্নিগণকে দুতক্রোড়া করিবার জন্ত প্রবর্তিত করেন, এবং তাহারও বিহার অর্থাৎ নজরুতির উত্তর দিকে একবাণি গৃহচন্দ্র পাতিয়া তদুপরি একটি কাস্যা পাককে,

তিনি যে পূর্ণা হুতি হোম করেন, ভাগ্যে নিজেই জ্ঞান এই অগ্নিকে অন্ন-ভোজী হইয়া থাকেন; তিনি ইহাতে অগ্নিকে ভোজনীয় অন্ন প্রদান করেন। যেমন (কোন মাথা বা গাভী) জাত কুমার বা বৎসকে স্তন প্রদান করে, তিনিও সেইরূপ অগ্নিকে (অগ্নিকে) ভোজনীয় অন্ন প্রদান করেন।

২। সে (অগ্নি) এই অগ্নের দ্বারা শাস্ত হয়, এবং পচ্যমান পর-বর্তী অবিস্মৃতির জন্য উপরন্ত (স্থির) হয়। থাকে। তিনি যদি এই অহৃতিকে হোম না করেন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই অশব্দ বা মজমানকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, কেননা, তাহার তাহার নিকটে সংরক্ষণ করেন; সেই জন্য তিনি এই অহৃতিকে হোম করেন।

৩। তিনি ইহা (সেই অহৃতিকে) পূর্ণ করিয়া হোম করেন; কেননা, পূর্ণ (অর্থে) সমস্ত (বিশ্ব), তিনি ইহাতে সমস্তের দ্বারা ইহাকে শাস্ত করেন। তিনি ইহা উচ্চারণ করিয়া হোম করেন; কেননা, স্বাভাবিক অনিচ্ছ

কথ্যে মুখরূপে স্থাপন করিয়া পাঁচটি কর্ড অবধি তদভাবে পাঁচটি শব্দাকা দ্বারা “সমস্ত দ্বারা আমি জয় করিব, বিশ্বব্ধে দ্বারা আমি হিত হইবে।” এই মনিতা দ্বারা কর্ডা আরম্ভ করেন। অবশেষে সেই গাত্রটি কঠিনতা সকলেরই সমভাবে প্রাপ্ত হয়। যাজ্ঞিকদেবের পদ্ধতিতে দ্ব্যতীড়ার পর সভা অগ্নি প্রাপ্তি লাভ হইয়াছে। (২—১১.১০. ১২.১৩-১৪; এই পদ্ধতি।

২ পূর্ণা হুতি বিশ্ব কাভা বনঃস্বাস্ত্র্যে (১.১৩.৫) বর্ণিত হইয়াছে—অগ্নি পাত্রান্তর হইতে আজ্ঞ হাজাতে আজ্ঞা চান্দ্রিয়া গাইপতো চাপান্তে হইবে; অনন্তর দ্ব্যতীড়ার বদিকান্তজাত প্রব ও জ্বলন সম্পর্কিত—২৩ র স্বপদ্যো অস্ত্র্যো. ২৩ বুল দ্বারা বহির্ভাগকে পুঙ্খোক্ত প্রণালিতে (১.২.৬.৬; ১০ টীকা) সম্পর্কিত করতে হয়। অন্তর গাইপতো হইতে আজ্ঞকে নাবাইয়া উৎপন্ন ও দর্শন কারণ প্রবের দ্বারা প্রব প্রবপূর্ণক পুঙ্খ অর্থাৎ জুত পূর্ণ করিতে হয় ও তাহার নাচে এক পত্র রাখিতে হয়, যাহাতে পুঙ্খ না যায়। অনন্তর একদান প্রবেশপরিমাণ পলঃশ-সদৃশ প্রহণ-পূর্বক গমন করিয়া তিনি আহবনীরে উত্তর দিক উপবেশন করেন, এবং কৃষ্ণ দ্বারা আহবনীয়কে পরিপূরণ করেন। পরে উভিত হইয়া সেই সন্নিবন্ধে কার্য্য আবার উপবেশন করেন, এবং দক্ষিণ দ্বারা সঙ্কুচিত করিয়া ও বদ্রমানের দ্বারা পৃষ্ঠদেশে পৃষ্ঠ হইয়া স্বাভাবিকোচ্চারণ করেন। অনন্তর বদ্রমান অশব্দ ও ব্রহ্মাকে বর (অর্থাৎ স্বর্গ-অনুসারে) তাহাদের অভিলষিত প্রথা বদ্রহিরণ্যাদিক্রম দক্ষিণা—হবিষ্যো) প্রদান করেন, ও তাহা দ্বারা বাগ্-বিসর্জন বা যোন্যগ্য করিয়া থাকেন। ইহার পর অগ্নিহোম হোম হয়। যাজ্ঞিকদেব-পদ্ধতি, ৩৭২-৩৭১ অষ্টম।

(অব্যাহাত) এবং সমস্তও অনিরুদ্ধ, তিনি ইহাতে সমস্ত দ্বারাই ইহাকে শাস্ত করেন ।

৪। প্রজাপতি প্রথম সে আহুতিকে হোম করিয়াছিলেন, তিনি তাহা 'স্বাহা' উচ্চারণ করিয়া করিয়াছিলেন । মূলত ইহা (এই পূর্ণাহুতি) তাহাই (প্রজাপতির আহুতি) ; সেই জন্য তিনি 'স্বাহা' বলিয়া হোম করেন । তিনি (যজমান) ইহাতে (এত আহুতিতে, অধ্বর্ষ্য ও ব্রহ্মাকে) বর প্রদান করেন ;* বর (অর্থে) সমস্ত, অতএব তিনি ইহাতে সমস্ত দ্বারাই ইহাকে (অগ্নিকে) শাস্ত করেন ।

৫। তদ্বিম্বরে (কেহ কেহ) বলিয়াছেন—'তিনি এই আহুতিকেই হোম করিয়া পরবর্তী হবিসমূহকে (আর) আদর করিবেন না ; কেননা, তিনি যে কামনাকে লক্ষ্য করিয়া পরবর্তী হবিসমূহ গ্রহণ করেন, তাহার দ্বারা হসেট কামনা প্রাপ্ত হন ।'

৬। তিনি পবমান (যাঁতা প্রবাহিত হইতেছে) অগ্নিকে (হবি) প্রদান করেন ।* প্রাপ্তই পবমান ; তিনি তাহার দ্বারা ইহাতে (অগ্নিতে) প্রাপ্তই স্থাপন করেন । তিনি এত (আহুতি) দ্বারা ইহাতে তাহা স্থাপন করিয়া থাকেন, কেননা, অগ্নিই প্রাপ, এবং এত আহুতিও অগ্নি ।

৩। বয় দীক্ষা ক্রত্বা ।

৪। পূর্বোক্ত পূর্ণাহুতির দ্বারাই অগ্ন্যধ্বন সম্পূর্ণ হয় । পূর্ণাহুতির পর অগ্নিহোম শেষ হইলে তিনটি ইষ্টির বিধি আছে, এবং তাহাই এখনে বর্ণিত হইতেছে । অগ্নানের পর দ্বাদশ দিনান্তে, বা দ্বাদশান্তে, বা ত্রিভাষ্মাসান্তে, বা তৃত্বার মাসান্তে, বা ষষ্ঠ মাসান্তে, বা সংবৎসরান্তে এই ইষ্টি করিতে হয় ; পূর্ণ হুতির পরেও সেই দিবসে ইং করিতে পারা যায় ; আর শাপাধ্বরে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চদশ দিবসের অন্তেও তাহার বিধান পাণ্ডরা বয়স । উচ্চা করিলে এই ইষ্টি না করিলেও চলে । এই তিন ইষ্টির প্রথমটি পবমান (দর্বাৎ সংস্কৃত—সংহব) অগ্নির । দ্বিতীয় ইষ্টিতে দুইটি হবি, একটি পবক (অগ্নের শোধক—সংহব) অগ্নির এবং অপরটি শুচি (দ্বীপাশান—সংহব) অগ্নির । তৃতীয় ইষ্টি অদিতির । প্রথম ও দ্বিতীয় ইষ্টিতে যে তিনটি হবি প্রদত্ত হয়, তাহার অগ্ন্যধ্বন্যের ত নু অর্থাৎ অঙ্গের নাম বলিয়া ("তন্মুখো বাবেতা অগ্ন্যধ্বন্য"—তৈ.ব্রা.১.১.৩.৩) অথবা পবমান, পাবক ও শুচি মূল অগ্নির ত নু বলিয়া (১৪শ কণ্ডিকা) ত নু হবি রিষ্টি নামে কথিত হয় ; এবং পবমান অগ্নি এখনে থাকায় পবমান ইতি নামেও ইহার খ্যাত । অধিক যে হবি প্রদত্ত হয় তাহা চক, এবং অপর তিনটি হবি পুরোডাশ ; পুরোডাশগুলি এতদেকে আটটি কপালে, এবং চক চক্ৰস্থালীতে পক হয় । মূল ব্রাহ্মণই পরে ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । বাস্তবিকের পদ্ধতি ক্রত্বা ।

৭। অনন্তর তিনি পাবক (শোণক) অগ্নিকে (হবি) প্রদান করেন। অন্নই পাবক, এবং তিনি ইহা দ্বারা ইহাতে (অগ্নিতে) অন্নকেই স্থাপন করেন; তিনি তাহা ইহাতে এষ্ট (আহুতির) দ্বারাই স্থাপন করিয়া থাকেন, কেননা, এষ্ট আহুতি প্রত্যক্ষ অন্নই।

৮ অনন্তর তিনি শুচি (উজ্জল) অগ্নিকে (হবি) প্রদান করেন। বীৰ্য্যই শুচি; ইহার (অগ্নির) এই বাহা উজ্জলিত হয়, তাহাই ইহার বীৰ্য্য; তিনি ইহা দ্বারা ইহাতে (অগ্নিতে) বীৰ্য্যই স্থাপন করেন; তিনি এই (আহুতির) দ্বারা ইহা ইহাতে স্থাপন করেন; কেননা, তিনি যখন ইহাতে (অগ্নিতে) ইহা (আহুতি) হোম করেন, তখন ইহার এই উজ্জল বীৰ্য্য (আরো) উজ্জলিত হইয়া উঠে।

৯। তাঁহারা সেইজন্য বলেন—‘এই (পূর্ণ) আহুতি হোম করিয়া তাহার পরবর্তী হবিসমূহকে (আর) আদর করিবে না; কেননা, তিনি যে কামনা লক্ষ্য করিয়া পরবর্তী হবিসমূহ গ্রহণ করেন, ইহার দ্বারাই সেই কামনা প্রাপ্ত হন।’ কিন্তু তিনি পরবর্তী হবিসমূহ গ্রহণ করিবেনই; কেননা, সেখানে (পূর্ণাহুতিতে) বাহা কিছু পরোক্ষ থাকে, এখানে তাহা প্রত্যক্ষ হয়।’

১০। তিনি যে পবমান অগ্নিকে (হবি) প্রদান করেন, তাহার কারণ এই যে, প্রাণসমূহই পবমান। (লোক) যখন জাত হয়, তখন (তাগাতে) প্রাণ হইয়া থাকে; আর বতক্ষণ জাত না হয়, ততক্ষণ ষাটারই প্রাণকে অনুসরণ করিয়া প্রাণের কার্য্য করে (‘‘প্রাণিত’’); ইহা বৈরূপ, সেইরূপই তিনি জাত এই (অগ্নিতে) ইহার দ্বারা প্রাণকে স্থাপন করিয়া থাকেন।

১১। আর যে তিনি পাবক অগ্নিকে (হবি) প্রদান করেন, তাহার কারণ এই যে, অন্নই প্রাণ; এইজন্য তিনি জাত এষ্ট (অগ্নিতে) ইহা দ্বারা অন্নকে স্থাপন করেন।

১২। তিনি যে শুচি অগ্নিকে (হবি) প্রদান করেন, তাহার কারণ এই যে, বীৰ্য্যই শুচি, এবং (লোক) যখন অন্ন দ্বারা বর্জিত হয় তখন বীৰ্য্য হয়।

৭। “পূর্ণাহুতি দ্বারা অগ্নিতে যে প্রাণ, অন্ন ও বীৰ্য্যের ধারণ করা হয়, তাহা পরোক্ষ ভাবে; কিন্তু পবমানেষ্ট দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে, কেননা, পবমান, পাবক ও শুচি শব্দে যথাক্রমে প্রাণ, অন্ন ও বীৰ্য্য প্রতিপাদিত হয়,—সারণ।

এই জন্য তিনি ইহাতে অগ্নেরই দ্বারা ইহাকে (অগ্নিকে) বর্জিত করিয়া এই উজ্জ্বল বীর্ষকে ইহাতে (অগ্নিতে) স্থাপন করেন ।

১৩। তাহা যদি এষ্ট পর্য্যন্ত হয়* তবে বিপর্য্যস্তের ন্যায় হইয়া থাকে । অগ্নি যখন দেবগণের নিকট হইতে মনুষ্যাগণের নিকটে উপস্থিত হন, তিনি তখন ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন যে, ‘আমি সমগ্র দেহে মনুষ্যাগণের নিকট উপস্থিত হইব না ।’

১৪। তিনি এষ্ট (তিন) লোকে এষ্ট তিনটি তনু (শরীর)’ বিনিহিত করিয়াছিলেন । তাহার যে পবমান-রূপ ছিল, তাহা তিনি এই পৃথিবীতে, যাহা পাবক-রূপ ছিল, তাহা অন্তরিক্ষে, এবং যাহা শুচি রূপ ছিল, তাহা দ্ব্যলোকে বিনিহিত করিয়াছিলেন । সেট সময়ে তাহার ঋষি ছিলেন, সেই সমস্ত ঋষি জানিতে পারিলেন যে, ‘অগ্নি অসম্পূর্ণ দেহে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন ।’ অনন্তর তাহার ইহাকে এষ্ট সমস্ত হবি প্রদান করিয়াছিলেন ।

১৫। তিনি যে পবমান অগ্নিকে (হবি) প্রদান করেন, তাহাতে ইহার (অগ্নির) যে রূপ এই পৃথিবীতে ছিল, তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; আর যে পাবক অগ্নিকে (হবি) প্রদান করেন, তাহাতে ইহার যে রূপ অন্তরিক্ষে ছিল, তাহাই প্রাপ্ত হন ; এবং শুচি অগ্নিকে যে (হবি) প্রদান করেন, তাহাতে ইহার যে রূপ দ্ব্যলোক ছিল, তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; এবং এইরূপেই সমগ্র অগ্নিকে স্থাপন করিতে পারেন,—তাহার কিছুই অপনিহিত থাকে না । অতএব তিনি পরবর্তী হবিসমূহ অবশ্য প্রদান করিবেন ।

১৬। (পূর্বোক্ত হবিত্রয়ের মধ্যে) প্রথম হবিটির কেবল নিজের জন্য একখানি বর্জি থাকে, এবং পরবর্তী হবি দুইটির সানারণ ভাবে একখানি বর্জি থাকে । এই (পৃথিবী-) লোক প্রথম হবির স্বরূপ, অন্তরিক্ষ দ্বিতীয় হবির স্বরূপ, এবং দ্ব্যলোক তৃতীয় হবির স্বরূপ ; এষ্ট পৃথিবী বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে,

* অর্থাৎ অগ্ন্যধের বর্জ পূর্ণাহুতি-পর্য্যন্তই হয়, তাহার পরে আর পবমানেষ্ট না করা যায় ক্রিয়ায় সম কতিকা । পবমানেষ্ট করিলেও হয়, না করিলেও হয়, এইরূপই বিধি পাওয়া যায় (কা. শ্রৌ. ৪. ১০. ৭) ; এখানে প্রথম পক্ষ সর্ব্বথ্য করা হইতেছে ।

৭। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্ব্যলোক, এই তিন লোক ; এবং পবমান, পাবক ও শুচি, এই তিন তনু ।

এবং এই অন্তরিক্ষ লীনের ভায়, ও ঐ ছালোকও লীনের ভায় রহিয়াছে ; ইহারা উভয়ে (অন্তরিক্ষ ও ছালোক) তাহার (পৃথিবীর) প্রতি (পীড়া প্রদান করিতে) উদ্যত হইতে পারে ; এই জন্য তাহাদের একখানি সাধারণ বর্হি থাকে ।^১

১৭। (অগ্নির এত) সমস্ত পুরোডাশট অষ্ট (আটখানি) কপালে (পক) হইয়া থাকে ; কেননা, গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা,^২ ও গায়ত্রীট অগ্নির ছন্দঃ ; তিনি ইহাতে (অগ্নিকে) নিজের ছন্দেই আধান করিয়া থাকেন । সেই সমস্ত কপাল (সমষ্টিতে) চতুর্বিংশতিটি, এবং গায়ত্রী চতুর্বিংশতাক্ষরাও হওয়া থাকে, ও গায়ত্রীই অগ্নির ছন্দ ; অতএব তিনি ইহাতে (অগ্নিকে) নিজের ছন্দ দ্বারাই আধান করিয়া থাকেন । ইহাতে যাড্যা ও অনুবাক্যা গায়ত্রী (ছন্দেবর্ত) হয়, এবং গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ ; অতএব তিনি ইহাতে অগ্নিকে নিজের ছন্দের দ্বারাই আধান করিয়া থাকেন ।^৩

১৮। অনন্তর তিনি অদিতিকে চক্র প্রদান করেন । যিনি এই^৪ হবিসমূহ গ্রহণ করেন, তিনি যেন এত লোক ইহাতে প্রচ্যুত হইয়া পড়েন, কেননা, তিনি তাহাতে এই (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যৌ) লোকসমূহে আরোহণপূর্ব্বক গমন করেন ।

১৯। কিন্তু তিনি যে অদিতিকে চক্র প্রদান করেন, তাহাতে,—এই পৃথিবীই অদিতি, ও ইহাই প্রতিষ্ঠা হওয়ায়,—এই প্রতিষ্ঠাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন ; এবং সেই জন্যই তিনি অদিতিকে চক্র গ্রহণ করেন ।

১। অর্থাৎ একখানি বহির উত্তরদিকে তাহার উত্তরে থাকিলে তাহার উত্তরদিকে তার সমান হওয়ায় আর তাহার পৃথিবীর উপর পড়িবে না (?) ।

২। অর্থাৎ গায়ত্রীর এক গদ্যে অষ্টাক্ষর ।

৩। পবমান, পাবক ও গুটি এই ত্রিবিধের অনুবাক্যসমূহ যথাক্রমে ঋগ্বেদের ২.৬৬.১৯ ; ১.১২.১০ ; ও ৮. ৪৪.২১ ; এবং যজুসমূহ যথাক্রমে ২.৬৬.২১ ; ৫.২৬.১ ; ও ৮.৪৪.১৭ ; এই সমস্তই গায়ত্রী ছন্দের । জট্টবা—আ.য. শ্রৌ. ২.১.২০—২৪ । এই উত্তর ইষ্টের অন্তর্গত ষিষ্টকৃতের অনুবাক্যা ও দাক্ষাণ্ড্য গায়ত্রীছন্দের ; যথাক্রমে অনুবাক্যা বধা—ঋগ্বেদের ৩. ১১. ২, ও ৩. ১১. ৬ ; এবং যথাক্রমে দাক্ষা বধা—২.১১.১, ১.১.১ । যজুস্তরে অনুবাক্যা গায়ত্রী, এবং দাক্ষা ত্রিষ্টুপ্ হইয়া থাকে । জট্টবা ১.৫.৫.১৫—১৬, ও টীকা ।

৪. ১১। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও ছালোক-বর্ণন পবমানাদি হবি ; জট্টবা—১৪শ ১৬শ কণ্ডিকা ।

২০। তাঁহার বলেন যে, তাঁহার (অদিতির) সংযাজ্যাদ্বয় বিরাট্ হইবে,^{২০} কেননা, ইহা^{২১} বিরাট্; অথবা ত্রিষ্টুপ্ হইবে, কেননা, ইহা ত্রিষ্টুপ্; অথবা জগতী হইবে, কেননা, ইহা জগতী। কিন্তু তাহার বিরাট্ হইবে।

২২। তাঁহার দক্ষিণা হইবে বেহু;^{২২} কেননা, ইহা (পৃথিবী) বেহুব ন্যায় মনুষ্যাগণের সমস্ত কামনাকে পূর্ণ করে; বেহু মাতা, কেননা, বেহু মা'র ন্যায় মনুষ্যাগণকে ভরণ করে; অতএব দক্ষিণা বেহু হইয়া থাকে। (পবমানেষ্টব ইহা এক পদ্ধতি।

২২ আর এই দ্বিতীয় (পদ্ধতি)। তিনি কেবল অগ্নিকেই^{২৩} অষ্ট কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ অর্পণ করিবেন। তিনি যে 'পবান অগ্নিকে', 'পাবক অগ্নিকে', ও 'শুচি অগ্নিকে' এইরূপে (প্রদান করেন), তাহাতে তাহা পরোক্ষ হইয়া যায়; তার সরলভাবে (কেবল অগ্নিকে প্রদান করিয়া) তিনি তাহাকে (অগ্নিকে) প্রত্যক্ষভাবে আদান করিতে পারেন;^{২৪} অতএব অগ্নিকে (তিনি প্রদান করিবেন)। অনন্তর তিনি অর্ধিতকে চক্র প্রদান করেন। চক্র সম্বন্ধে (পূর্বে) সেহ যে (বিধি) অহুকুল, (এখানেও সেহ বিবিহ) অহুকুল।^{২৫}

১২। অর্থাৎ ঋক্‌সূক্তের পুরে ২২৮৮১ আ ও যজুঃ বিরাট্ ছন্দে হইবে। অষ্টবা ১.৫.১.১২, ৩ টীকা; আর শ্রো. ২.১.৩০; শাখা ১. শ্রো. ২.২.১৫।

১৩। পৃথিবীকণা অর্ধিত।

১৪। পূর্বোক্ত পবমানেষ্ট বা তনুহবিঃস্টিতে ছয়, বা দার, বা চক্ষুঃস্টি মো' দুই ত পে দক্ষিণ রূপে দিতে হয়। একা হইলে যত ইচ্ছা তত মো' দিতে পারা যায়। কা. শ্রো. ৪.১০.১২—১৩ আপ. শ্রো. ৫. ২০. ১৩—১৪; অদিতির দক্ষিণা বেহু, কা. শ্রো. ৪.১০.১৪; সবৎস প'তার নাম বেহু। পরবর্তী (৩) ব্র.সংখ্যের ৩—৫ কণ্ডিকা জটব্য।

১৫। অর্থাৎ অগ্নির পূর্বে পবমানাদি বিশেষণ না দিয়া কেবল অগ্নিকেই দিতে হইবে। কা. শ্রো. ৪.১০.১১।

১৬। সাধারণ বলেন—পবমানাদি বিশেষণ দ্বারা অগ্নিকে বিশিষ্ট করিলে সেই বৈশিষ্ট্য দ্বারা অগ্নির পুরোক্ততা আসিয়া পড়ে, আর সেই বিশেষণ পরিত্যাগ করিলে সরল পথে কেবল অগ্নিকে দান করিলে প্রত্যক্ষ ভাবে তাহাকে স্বীকার করা হয়।

১৭। অর্থাৎ পবমানাদি বিশেষণ-বোধে ইচ্ছা করিলে যেমন তাহার পর অদিতির চক্র বিহিত হইয়াছিল, বিশেষণ ত্যাগ করিলেও সেইরূপই অদিতির চক্র হইবে।

ষষ্ঠ ভ্রাঙ্কণ

[১ যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞ করিতে গিয়া সোমাজিনব, পশুযব, ও ত্রিহিপ্রভৃতির পববর্তের দ্বারা বস্ত্রত যজ্ঞকে বধ করেন ; -২ দেবগণ তত যজ্ঞকে দক্ষিণা দ্বারা আবার কর্ষয়ক করিয়াছিলেন, দক্ষিণ-শব্দের নিকটন, পূর্বেক্ত ইতিভেৎ দক্ষিণাবানের বিধি—৩—২ ছয়, মার, বা চমিনটি গাভী দক্ষিণা দিতে হইবে, প্রজ্ঞানুসারে অধিকও দিতে পারা যায় ;—৩-৭ দক্ষিণাবান-বিধির প্রণাসা ও সমর্থন ; দেবগণ বিবিধ,—অগ্নিগ্নি দেব, ও মনুয্যদেব, ভ্রাঙ্কণ মনুয্যদেব, —৪-৮ অগ্নিগ্নানের কলকথনের অন্ত দেবাত্ম-আখ্যায়িকা, দেবগণ অমৃতরূপ অগ্নিগ্নে, ক প্র গু হইয়া অন্তরাত্ম স্বরূপে স্থাপন করেন ও তাহাতে অন্তরগণকে পরাভব করেন, আহিতাগ্নি বাজিকে শত্রু হিংসা করিতে পারে না, আহিতাগ্নির যদিও দেবগণের ন্যায় অমৃত হইবার আশা নাহ, তথাপি তিনি সনগ্রহ অমৃত লাভ করিয়া থাকেন ;—১৫ অগ্নি ক্রুরূপে অন্তরাত্মে আহিত হইতে পারে, তাহার প্রতিপালন —১৬ অন্তরাত্মে আহিত অগ্নি উদ্দাপন ;—১৭ অন্তরাত্মে আহিত অগ্নি ও মনুয্যদের মধ্যে কেহ প্রবনও করিতে পারে না, এবং উজ্জনা ববধন-কৃত কোনো দেব ও ইন্দ্র না, এই অগ্নি উপদ-ভুত হয় না ;—১৮ প্রাণ, অপান, ও ব্যাননামক অন্তরাত্মই স্বাক্ষরে অন্তরাত্ম আহিত আহনীয় পূর্ণগতা ও অদ্বাধ্য পচন (দক্ষিণ) , —২২ আহিতাগ্নি বাজি সতাই বলিবেন, মিথ্যা বলিবেন না, ইহার কল ও দৃষ্টান্ত ;—২৩ প্রাচীন ঘটনার উল্লেখ সত্য-কথনের সমর্থন ।]

১। তাঁহারা সে যজ্ঞকে বিস্তার করেন, তাহাতে তাহাকে (যজ্ঞকে) বধ করেন ; তাহারা যে (সোমকে) অভিষব করেন তাহাতে তাহাকে বধ করেন , তাঁহারা যে গুপ্তকে ফলন করেন, শাসন করেন, তাহাতে তাহাকে বধ করেন , তাহারা উলুখম ও মুসল, এবং মূষং ও উপলা দ্বারা ত্রিবিধজ্ঞকে বধ করিয়া থাকেন ।

২। যজ্ঞ ইত্য ইতগ্নি (ফলোৎপাদনে) দক্ষ (সমর্থ) হইতে পারে নাই । (অনন্তর) দেবগণ দক্ষিণা দ্বারা তাহাকে দক্ষ করেন (“অদক্ষগ্ন”) । তাঁহারা যে তাহাকে দক্ষিণা দ্বারা দক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার নাম দক্ষিণা । অতএব যজ্ঞ এখানে ইত হইলে তাহার বাহা কিছু ব্যাখ্যিত হয়, তাহাই তাঁহারা দক্ষিণা দ্বারা (আবার) দক্ষ করিয়া দেন, এবং যজ্ঞ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে । সেই ভয়েই তিনি দক্ষিণা প্রদান করেন ।

৩। তিনি ছয়টি (গাভী) প্রদান করিবেন ; কেননা সংবৎসর ঋতু ছয়টি, এবং সংবৎসর যজ্ঞ ও প্রজাপতি-স্বরূপ ; অতএব যজ্ঞ যৎপরমাণ, . —ইহার যে সাক্ষা আছে, তিনি তাহা দ্বারাই ইহাকে (যজ্ঞকে) দক্ষ করেন ।

৪। তিনি দ্বাদশটি প্রদান করিবেন ; কেননা, সংবৎসরের মাস দ্বাদশটি, এবং সংবৎসর যজ্ঞ ও প্রজাপতি-স্বরূপ ; অতএব যজ্ঞ সংপরিমাণ,—ইহার যে মাত্রা আছে, তিনি তাহাতেই ইহাকে দক্ষ করেন।

৫। তিনি চতুর্বিংশতিটি দিবেন, কেননা, সংবৎসরের অর্দ্ধমাস চতুর্বিংশতি, এবং সংবৎসর যজ্ঞ ও প্রজাপতি-স্বরূপ ; অতএব যজ্ঞ সংপরিমাণ,—ইহার যে মাত্রা আছে, তিনি তাহাতেই ইহাকে দক্ষ করেন। ইহাই দক্ষিণার পরিমাণ, কিন্তু তিনি শ্রদ্ধারূপে অধিকতর দক্ষিণা দিতে পাবেন।^১ তিনি যে দক্ষিণা প্রদান করেন, (তাহার কারণ এটি)—

৬। দেবগণ দুই প্রকার ; দেবগণই দেব, আর যে সকল ব্রাহ্মণ বহুশ্রুত ও অধীতসাস্ত্রবেদ,^২ তাঁহারা মনুষ্যদেব।^৩ তাঁহাদের যজ্ঞ দ্বিধা বিভক্ত ; অহুতিসমূহ দেবগণের, এবং দক্ষিণা বহুশ্রুত অধীতসাস্ত্রবেদ মনুষ্যদেব ব্রাহ্মণগণের ; ইহা (যজ্ঞ) আহুতিসমূহের দ্বারা দেবগণকে প্রীত করে, এবং দক্ষিণা-সমূহের দ্বারা বহুশ্রুত অধীতসাস্ত্রবেদ ব্রাহ্মণকে প্রীত করে। সেহ উভয় দেবগণ প্রীত হইয়া ইহাকে সুধায় স্থাপিত করেন।^৪

৭। লোকে যেমন ঘোণিতে রক্ত স্থাপন করে, সেইরূপই ঋত্বিগ্গণ যজমানকে (স্বর্গ) লোকে^৫ স্থাপন করেন। তিনি যে ইহাদিগকে তাহা (দক্ষিণা) প্রদান করেন, (তাহার কারণ, তিনি মনে করেন যে), ‘যাহারা আমাকে ইহা (স্বর্গ) প্রাপ্ত করাইয়াছেন, (তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দান করা উচিত)।’ ইহাই দক্ষিণাসমূহের (রীতি)।

৮। দেবগণ ও অমরগণ উভয়েই প্রজাপতির অপত্য ; তাঁহারা উভয়ে পরস্পর স্পর্শ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই আত্মা^৬ ছিল ন, তাঁহারা

১। ৪ম ব্রাহ্মণের ১৪শ টীকা জটায়, ৩৯ পৃষ্ঠা।

২। “গুপ্তবাসোহনুচানাঃ ;” “গুপ্তবাসো বহুশ্রুতঃ, অনুচানাঃ স্বাস্ত্রবোধীধ্যয়নেন জ্ঞাতামু-
ষ্ঠানপরাঃ—সাহস্রং। অথবা বাহারা শিষ্যগণকে অনুক্রমে শিষ্য প্রদান করেন তাঁহারা অনুচান।

৩। “এভে বৈ দেবঃ প্রত্যক্ষং বহু ব্রাহ্মণাঃ—ঐত. ম. ১. ৭. ৩২।

৪। ভুলনীর—৪. ৩. ৩. ৪।

৫। “থর্গে লোকে”—ইতি কাণশাখ্যপাঠ।

৬। সাহস্র এখানে ‘আত্মা’ শব্দের অর্থ আত্মজ্ঞান করিয়াছেন; মূল “অনাশ্বানঃ ;”
“আত্মজ্ঞানরহিতা অবিরেকিনো আত্মাঃ—” সাহস্রভাষ্য

মর্ত্য ছিলেন, কেননা, যাঁগর আত্মা থাকে না, সে মর্ত্য। সেই মর্ত্য উত্তর-দলের মধ্যে অগ্নিতে অমৃত ছিলেন, এবং সেই অমৃতকেই (অগ্নিকে) আশ্রয় করিয়া তাঁহারা জীবিত থাকিতেন। তাঁহারা (অমৃতেরা) ইহাদিগের (দেব-গণের) মধ্যে যীশাকেই হত করিত, তিনিই সেখানে (হত) হইতেন।

৯। অনন্তর দেবগণ অন্নর হইয়া অবশিষ্ট থাকিলেন এবং অর্চনা ও শ্রম করিতে করিতে বলিলেন যে, ‘শত্রু মর্ত্য অমৃতগণকে আমরা অভিভব করিব!’ অনন্তর তাঁহারা এত অমৃত অগ্নি ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিলেন।

১০। তাঁহারা বলিলেন—‘অগ্নি! আমরা এত অমৃতকে অন্তরাঙ্গায় স্থাপন করিয়া, (ও তাহাতে) অমৃত হইয়া অহিংসনীয় হইয়া (আমাদের) শত্রু মর্ত্য অমৃতগণকে অভিভব করিব!’

১১। তাঁহারা বলিলেন—‘আমাদের উত্তরের মধ্যে এই অগ্নি বহিয়াছে, (অতএব) অমৃতগণকে প্রকাশ করিয়া বলিব।’

১২। তাঁহারা বলিলেন—‘আমরা হইট অগ্নি আধান’ করিব, আর তোমরা কি করিবে?’

১৩। তাঁহারা বলিল—‘আমরা তাহা হইলে এত অগ্নিকে নীচেই স্থাপন করিব (‘জ্বেষ ধামাসমহে’), এবং তাহাকে বলিব যে, ‘এখানে তৃণসমূহ দগ্ধ কর। এখানে দাকসমূহ দগ্ধ কর। এখানে অন্ন পাক কর! এখানে মাংস পাক কর!’ অমৃতগণ যে অগ্নিকে নীচে স্থাপন করিয়াছিল, তাহা দ্বারা মনুষ্যগণ ভোজন করে।

১৪ অনন্তর দেবগণ ইহাকে (অগ্নিকে) অন্তরাঙ্গায় আধান করিলেন, এবং এত অমৃতকে অন্তরাঙ্গায় আধান করিয়া (তাহাতে) অমৃত হইয়া অহিংস-নীয় হইয়া হিংসনীয় মর্ত্য শত্রুগণকে অভিভব করিলেন। তিনি সেই-রূপই ইচ্ছাতে অমৃতকে অন্তরাঙ্গায় আধান করেন, এবং (যদিও তাঁহার তাহাতে) অমৃতের আশা নাই, (তথাপি) সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং

৭। অর্থাৎ ‘অমৃতগণকে জানাইয়াই আমাদের আধান করা উচিত, ইহাই তাঁহারা বিচার করিলেন’—সারণ্য।

৮ স্থাপন করিব, বা অন্তরাঙ্গায় স্থাপন করিব; ‘ধামাসমহে!’

অহিংসনীয়ই হন ; শত্রু হিংসা করিতে ইচ্ছা করিলেও ইহাকে হিংসা করিতে পারে না । অতএব আহিতাগ্নি ও অনাহিতাগ্নি ব্যক্তি যদি (পরস্পর) স্পর্ধা করে, তাহা হইলে, আহিতাগ্নি ব্যক্তিই (অপরকে) অতিভব করে, কেননা, সে তখন অহিংসনীয় হয়, অমৃত হয় ।

১৫ । তাঁহার যখন ঐ স্থানে ইহাকে (অগ্নিকে) মন্থন করেন, তখন ইহা (অগ্নি) জাত হইলে, তিনি (যজমান) ইহার উপরে খাস ভাগ করেন (“অতিপ্রাণিত”), কেননা, প্রাণই অগ্নি, এবং তিনি ভাগ্যে উৎপন্ন হইল (অগ্নিকে, বস্তুত) উৎপাদন করেন । তিনি পুনর্বার খাস গ্রহণ করেন (“অপানিত”), এবং তাহাতে ইহাকে অন্তরাশ্ময় আধান করেন । এষ্টরূপে সেই অগ্নি ইহার অন্তরাশ্ময় আহিত হইয়া থাকে ।*

১৬ । তিনি তাহাকে উদ্ধীপ্ত করিয়া সমুজ্জলিত করেন ; ‘আমি এখানে বাগ করিব, আমি এখানে মুক্ত’ করিব ।’ এই (মন্ত্র) দ্বারা তিনি তাহার অন্তরাশ্ময় আহিত অগ্নিকে সমুজ্জলিত করিয়া থাকেন ।

১৭ । (কেহ কেহ ভয় করেন যে, কোনো ব্যক্তি এই অগ্নি ও যজমানের) মধ্যে আগমন করিয়াছিল, (এবং তাহাতে অগ্নি) বিমূৰ্হ হইয়াছিল ’’ কিন্তু তিনি যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন, যে অগ্নি ইহার অন্তরাশ্ময় আহিত হইয়াছে, সেই অগ্নি ও ইহার মধ্যে কেহই আগমন করে না । অতএব তিনি তাহা আদর করিবেন না । (আর যে তাঁহার বলেন—) ‘ইহা উপশাস্ত হইয়া যাইবে’, (তাহাও মতে), কেননা, তাঁহার যে অগ্নি অন্তরাশ্ময় আহিত হইয়াছে, তাহা, তিনি যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন উপশাস্ত হয় না ।

১৮ . প্রাণসমূহই সেই সমস্ত অগ্নি ; প্রাণ ও উদানট (বথাক্রমে) আহবনীর ও গার্হপত্য, এবং বান অযাহার্ষ্যপচন ।

১৯ । এই-সেই অগ্ন্যধেয়ের সত্যই উৎচার (সেবা, বা পূজা) । যিনি সত্য বলেন, তিনি, সমুজ্জলিত অগ্নিকে ঘৃত দ্বারা অভিষেচন করিলে তাহা যেরূপ হয়, সেইরূপই ইহাকে (অগ্নিকে) উদ্ধীপ্ত করিয়া থাকেন ; তাঁহার অধিকতর-

৯ । চতুর্থ ব্রাহ্মণের ২৯ সংখ্যক টীকা স্রষ্টব্য ।

১০ । সংকার্ষা, বা পূণ্য কার্ষা ।

১১ । সংযতভাষ্য স্রষ্টব্য ।

অধিকতরই তেজ হয়, এবং (স্বয়ং) পর-পর দিন (উষাবোস্তর) শ্রেয়ান্ হইয়া উঠেন। আর যে ব্যক্তি অনুত বলেন, তিনি, সমুজ্জলিত অগ্নিকে জলের দ্বারা অভিষেচন করিলে যে-রূপ হয়, সেইরূপই তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলেন; তাহার হেজ অল্প হইবে অল্পতরই হয়, এবং পর-পর দিন (নিজে) নিকটতর হইয়া পড়েন। অতএব তিনি সত্য বলিবেন।”

২০। তদ্বিময়ে ঔপবেশি (উপবেশপুত্র) অক্ষপকে জ্ঞাতিগণ বলিয়াছিলেন—“তুমি স্ববিব হইবাছ, অগ্নিদ্বয় আধান কর!” তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—“আপনারা ইহা বলিবেন না যে, “তুমি বাগ্‌যত হও?” কেননা, অগ্নিতায়ি ব্যক্তিকে অনুত বলিতে হয় না, তিনি কখনো কিছু না বলিতেও পারেন, কিন্তু অনুত বলিবেন না।” অতএব সত্যত উপচাব।”

১২। স্রঃ—১.১.১.৪—৫।

১৩। এই কথিকার মূল এই :—“তদ্ব্যাপারপুণ্যবোধি জাতয় উচুঃ স্বকিয়ো বা অ স্ত্রী আখণ্ডেতি। স হোবাচ তে বৈতদ্ ব্রহ্ম বাচংম এবেদি, ন বা অহিতাশ্বিনানৃতং বদিতব্যং, ন বদন্তাতু নানৃতং বমেৎ, তাবৎ সত্যমেবোপচার ইতি।” সাধারণ এখানে যে তাবা করিয়াছেন তাহার অর্থ এইরূপ হয়—“আপনারা ইহা বলিবেন না যে, বাগ্‌যতই হইতে হয় (অর্থাৎ অগ্ন্যাধান করিয়া) মিথ্যাবর্জিত-পূর্বক কেবল যে সত্য বলিবে তাহা নহে, বাগ্‌যত হইয়াই থাকিতে হইবে; এই কথা বলিবেন না) কেননা, যে বাগ্‌ব্যবহার করিবে তাহার মিথ্যাকথন-নিষেধ সম্ভব হয় না;”—“বাচংম এবেতি” বাগ্‌যত এর ভাবটি। কৃত এতৎ প্রার্থাতে? উত্তর—‘ন বা’ ইতি। অগ্নিতায়িনা অনুত ন বদিতব্যম্। বাগ্‌ব্যবহারঃ কুর্বাতিস্ত অনুতবদনমিষেহো ন সম্ভবতি।” সাধারণের মতে “ন বদন্ জাতু নানৃতং বমেৎ” মূলের এই অংশের অর্থ হয়—“যে কথা বলে, সে যে কথা অনুত না বলে, তাহা নহে।” কিন্তু যদি তাহাই হয়, তবে পরবর্তী ভাষ্যপটঞ্জলি সঙ্গত মনে হয় না—“ব্রহ্মাদেবসুখিণোক্তং—‘ন বদন্ জাতু’ ইত্যাদি, তদ্ব্যে সত্যবচনমেবাদ্যা-ধেয়স্যাসমিত্যদ্বয়ঃ।” জ্ঞাতিকর্মের প্রস্তর ভাষণী এই বুদ্ধিতে হইবে যে, “অগ্ন্যাধান করিয়া তুমি বাগ্‌যত হও।” অক্ষপ উত্তর করিতেছেন যে, বাগ্‌যত হইতে হইবে না, সত্য বলিলেই চলিবে।

‘কা. শ্রো. ৪.১০.১৫।

দ্বিতীয় প্রপাঠক

প্রথম লাক্ষণ

[১ অগ্নিধর্মের বলা ও রাজ্য-হেতু বর্ণন :- ২৩ বক্রান পুনরাধর্মের বিধির পশ্চিমার
 জন্ত আখ্যায়িকা ;—২ পুনরাধর্ম-অধর্মের ফল ;—৩ অগ্নিধর্মের উল্লেখে পুনরাধর্মের প্রশংসা ,—
 ৭ বর্ষা বৃত্তে পুনরাধর্ম-অধর্মের বিবরণ ও তাহার সমর্থন, বর্ষাধর্মের ব্যুৎপত্তি, বর্ষা, সর্ববৃত্ত-
 স্বরূপ ;—৮ প্রকারান্তরে বর্ষার সর্ববৃত্ত-স্বরূপ-প্রতিপাদন ;—৯ পুনরাধর্ম দ্বিতীয় মধ্যভাগে
 বিধেয়, ইহাই প্রতিপাদনের জন্য আখ্যায়িকা সর্ববৃত্ত-স্বরূপ-প্রতিপাদন ;—১০ মধ্যভাগের বা
 দ্বিতীয় মধ্যভাগের প্রশংসা, মানুষ হওয়ার জন্ত পাপ হারা অনুষ্ঠান থাকে ;—১১ বৃত্ত হারা অগ্নির
 উদ্ধারণ, অগ্নির উদ্ধারণে দত্তবাবহাবের সমর্থন ; ১২ কপালহানায় দুইটি অকপলে প্রাণিধর্মিত
 অপূর্ণ পাক করিয়া সাক্ষরতা অগ্নির স্থানে স্থাপন ,—১৩ দুইটি অকপলে বর্ণনিত অপূর্ণ পাক
 করিয়া আহবান অগ্নির স্থানে স্থাপন ;—১৪ এই বিধিধর্মের উল্লেখ ও বৃত্ত ;—১৫
 পবন নেষ্টি-স্থলে কেবল অগ্নিধর্ম পাকপালপক পুরোভাগ দ্বিতীয় বিধি ;— ১৬ সমস্ত মন্ত্র
 আগ্নেয় হইয়া থাকে ;—১৭ চন্দ্র অনুবাক্যে পূর্বপদ্যের অনুষ্ঠানের উচ্চারণের বিধান
 ও তাহার সমর্থন ;—১৮ শেষ অনুষ্ঠানের উচ্চারণের কথোপকথান বিধি ও বৃত্ত ;—১৯ পবন-
 মন্ত্রোচ্চারণের জন্ত অধর্ম-কর্তৃক হেতু ও অধর্ম, প্রথম অধর্মে সর্বশব্দের স্থানে প্রত্যেক অধর্ম
 শব্দ দিতে পারা যায় ,—২০ অধর্ম-বাক্য-সমূহে বিভক্তি-বিভক্ত বিভক্তিযুক্ত অধর্ম-বাক্যের নিবেশ ;—
 ২০ আজ্ঞাপ্রদর্শনের মন্ত্র, প্রথম আজ্ঞাপ্রদর্শন কেবল অগ্নিধর্ম এবং দ্বিতীয় আজ্ঞাপ্রদর্শন পবন অগ্নি বা হিন্দু-
 মান অগ্নির হইয়া থাকে ;—২১ অগ্নি অনুবাক্যে আজ্ঞাপ্রদর্শনের জন্ত অধর্ম-কর্তৃক হেতুর নিকট প্রার্থনা
 হেতুকর্তৃক তাহার পাঠ, তাহার ব্যুৎপত্তি ;—২২ ২৩ পবন ও হিন্দুমান অগ্নির জন্ত আজ্ঞাপ্রদর্শন
 নিশ্চিত হইলে তাহার অনুবাক্য উচ্চারণ ;—২৪ অগ্নির অনুবাক্য এবং বৃষ্টিভূতের যজ্ঞ ও অনু-
 বাক্যের উচ্চারণের জন্য অনুবাক্য-কৃত্যসমূহে প্রার্থন ;—২৫ অনুবাক্য-কৃত্যের প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্য
 যথাক্রমে ‘অগ্নে’ ও ‘অগ্নৌ’ এই দুই অর্থ শব্দ যোগ করিয়া তাহারূপে আগ্নেয় করা, তৃতীয় অনুবাক্যে
 পূর্বের অগ্নি-শব্দ বাক্য তাহা নিজেই আগ্নেয় রহিয়াছে ;—২৬ পূর্বোক্তরূপে প্রবাক ও অনুবাক্য-
 সমূহে অগ্নি-শব্দের উল্লেখ দুইটি বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এই দুই সংখ্যার প্রশংসা ;—২৭ পূর্বোক্ত
 বিভক্তিসমূহের ক্ষরসংখ্যা ধরিয়া প্রশংসা, প্রবাক ও অনুবাক্য-সমূহের স্বরূপ ;—২৮ পুনরাধর্মের
 দক্ষিণা দিগা বা বলাবধি হইবে ।]

১ বক্র রাজ্যকাম হইয়া তাহা (অগ্নিকে) আনিয়া করিয়াছিলেন তিনি
 রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; এবং সেই ব্রহ্ম যে ব্যক্তি (ইহা) জানে, বা যে ব্যক্তি
 জানেন না, তাহার (উভয়ে) বলে যে, ‘বক্র রাজা’ । সোম ষষষ্ঠ্যাম হইয়া

(টকা) আধান করিয়াছিলেন, এবং তিনি বশ্যই হঠিয়াছিলেন ; সেই জন্ত যে ব্যক্তি সোঁমের নিকট (কিছু) লাভ করে, বা যে ব্যক্তি করে না, তাহার উন্নয়ন (বশ) প্রাপ্ত হয় । (লোকেরা) ইহা দ্বারা বশই দেখিতে আগমন করে ; যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া আধান করেন, তিনি বশ প্রাপ্ত হন, রাজ্য প্রাপ্ত হন ।

২ দেবগণ বিজয়ের উদ্দেশে গমন করিবার জন্ত, বা স্বচ্ছন্দ্রমণের ইচ্ছার জন্ত, অথবা ‘আমাদের মধ্যে বক্ষকতম শনি (অগ্নি) রক্ষা করিবেন’, এষ্ট মনে করিয়া প্রাণা ও আরণ্য সমস্ত রূপকে অগ্নির নিকট ‘নহিও করিয়াছিলেন ।’

৩ অগ্নি সেই সমুদায়কে অত্যন্ত কামনা করিয়াছিলেন, এবং সমস্ত সংগৃহীত করিয়া ৯৯সমুদয়ের সহিত ঋতুসমূহের মধ্যে প্রবেশ করেন । দেবগণ মনে করিলেন—‘আবার আমবা (আমাদের স্থানে) ফিরিয়া যাও’, এবং (যেসকল) অগ্নি গিরোভূত হইয়াছিলেন, (সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন) । তাঁহাদের বড়ইহীন অবস্থা হইয়াছিল, (এবং তাঁহারা বলিয়াছিলেন)—‘এখানে কি কর্ভবা ? এবং বুঝিট বা কি ?’

৪। অনন্তর স্বর্গী এই পুনরাপেক্ষ (অগ্নিকে) দেখিলেন । তিনি তাহা আধান করিলেন, এবং তাহা দ্বারা অগ্নির প্রিয় নামে উপস্থিত হইলেন ; শনি (অগ্নি) ইহাকে প্রাণা ও আরণ্য উভয়বিধই রূপ কিরাইয়া দিলেন । সেই জন্তই তাঁহারা বলিয়া থাকেন—‘রূপসমূহ স্বর্গীর’, কেননা, রূপসমূহ স্বর্গীরই, এবং (ইহার) যত যত প্রকার (রূপ থাকে), অগ্নির জীবগণ (তত-তত প্রকার) প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।’

১। পুনরাপেক্ষ (অ—২.১.২.১০, ১৪শ সীকা ১২ পৃষ্ঠা) বিশ্বাসের জন্ত প্রথমতঃ এখানে ইহার প্রকৃতি-ভূত অগ্ন্যধেয়ের রাজ্য ও বশোভূত প্রতিপাদ্য হইয়াছে । কা, শ্রৌ, ৪.১০ ১-২ ।

২। তুল্য—উ. ম. ১.৫.১. ; ২.৩.১ ইত্যাদি ।

৩। “ইন্দ্রমাং” ; “বিশ্বানাবহা” —ইতি সায়ণ ; “চিন্তা” —ইতি হরিশ্চন্দ্রী ; অঃ—১.৭.৩.১৪ ; ২.২.১. ১০ ।

৪। ১.৭.৩.১০, ৮শ সীকা ।

৫। এখানে ভাষ্যস্থাপন করা হইয়াছে ; মূল এই—উপ হ দেবানামঃ প্রজা যাবচ্ছা যাবচ্ছ ইব ভিত্তে ।’

৫। তিনি তাহার (সেই ফলের) জন্য* পুনরাধেষ (অগ্নিকে) আধান করিবেন, কেননা তিনি এইরূপে অগ্নির প্রিয় ধামে উপস্থিত হন, এবং তিনি ইহাকে গ্রাম্য ও আরণ্য উভয়বিধ রূপসমূহই ফিরাইয়া দেন ; তাহাতেই এই উভয়বিধ রূপসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে ; এবং ঠাই (অগ্ন্যাপেষ দ্বারা উভয়বিধ রূপের প্রাপ্তিই) সর্বোৎকর্ষ (“পরমতা”)। ইহাকে (কৃত পুনরাধেষ ব্যক্তিকে, সকলেই) স্পৃহা করিয়া থাকে, এবং ইনিও দর্শনীয় (উৎকর্ষ লাভ করিয়া) পুষ্ট হন ।

৬। এই যজ্ঞ আগ্রেষ। জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নি পাপের দাহক। ইনি (অগ্নি) তাঁহার (যজ্ঞমানের) পাপকে দহন করেন, এবং তিনি এখানে (ইহলোকে) স্ত্রী ও বশের দ্বারা জ্যোতিঃস্বরূপ, ও ওখানে (পরলোকে) পুণ্যলোকত্ব হেতু জ্যোতিঃস্বরূপ হন । তিনি তাহার জন্য আধান করিবেন, তাহা ইহাই ।

৭। তিনি বর্ষীয় আধান করিবেন ;* কেননা, বর্ষাই সমস্তঋতু স্বরূপ । বর্ষাট সমস্তঋতু-স্বরূপ বলিয়া (লোকেবা) অমুক বর্ষে (বৎসরে, বা বৃষ্টি) করিয়াছি, অমুক বর্ষে করিয়াছি’, এর বলিয়া সংবৎসর দর্শন করিয়া ঋকেন (ঘর্গাং গণনা করেন) ।* বর্ষাট সমস্ত ঋতুর রূপ । (লোকেবা) যে বলিয়া থাকে ‘তদা গ্রীষ্মের নাগ’, তাহা বর্ষাতেই হইয়া থাকে ; (লোকেবা) যে বলিয়া থাকে ‘তদা শিশিরের নাগ’, তাহা বর্ষাতেই হইয়া থাকে । বর্ষ (বর্ষণ) হইতে বর্ষা হইয়াছে ।

৮। আর ইহাই পরোক্ষ রূপ ।* যখন (বায়ু) পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় তখন তাহা বসন্তের রূপ ; যখন (মেঘ) গর্জ্জন করে, তখন তাহা গ্রীষ্মের রূপ, যখন বৃষ্টি হয়, তখন তাহা বর্ষার রূপ ; যখন (বিছাদ) বিদ্যোভিত হয়, তখন তাহা শরদের রূপ ; এবং যখন বৃষ্টি হইয়া নিবৃত্ত হয়, তখন তাহা হেমন্তের রূপ ;

৩। “কং” অনর্বক বাক্যপূরণ নিপাত ; (নিরুক্ত, ১.৩.৫ ; অঃ—বঃ স. ৮.৮.১১.১)

৭। এতৎ সমস্তই পুনরাধেষে দ্বিতীয় বার আধানের সমস্ত বৃত্তিতে হইবে ।

৮। এখানে বৃষ্টিসময়বাচী বর্ষা এবং বৎসরবাচী বর্ষ শব্দের একা এইরূপ করিয়া এইরূপ উক্ত হইয়াছে ।

৯। বর্ষাই যে সর্বঋতুস্বরূপ, তাহা প্রত্যক্ষ রূপের দ্বারা পূর্ব ভক্তির প্রতীপাদিত হইয়াছে ; কেননা, সেখানে উক্ত হইয়াছে যে, বর্ষা ঋতুতেই সময়ে সময়ে লোক গ্রীষ্ম ও শিশিরকেও অনুভব করিয়া থাকে । গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শিশির এই তিন ঋতুই প্রধান, এবং এক বর্ষাতে পূর্ণোক্তরূপে সব ঋতুকেই পাওয়া যায় । অতএব বর্ষার সমস্ত ঋতুর লক্ষণ থাকায় তাহা সর্বঋতুস্বরূপ । এখানে ‘পরে ক রূপ নির্দিষ্ট হইতেছে, তাহাতে বর্ষাই সমস্তঋতুস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে ।

(অতএব) বর্ষাট সমস্ত ঋতুর স্বরূপ। তিনি (অগ্নি) ঋতুসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া छনেন, এবং ঋতুসমূহ হইতেই তিনি ইহাকে ইহা দ্বারা নিখিঁত করিয়া থাকেন।

৯। আদিত্যত সমস্ত ঋতু। যখন ইহা উদিত হয়, তখন বসন্ত; যখন গাতী সমূহ দোহনের জন্য সন্দ্বিষ্ট হয়, ^{১০} তখন গ্রীষ্ম; যখন দিনের মধ্যভাগ উপস্থিত হয়, তখন বর্ষা; যখন অপরাহ্ন, তখন শরৎ; এবং যখন হ্রা (সূর্য) অস্ত গমন করে, তখন হেমন্ত। অতএব তিনি দিনমধ্যভাগে (‘‘মধ্যদিনে’’) আধান করিবেন, কেননা সেই সময়েই হ্রা (সূর্য) এই লোকের নিকটতম হইয়া থাকে, এবং তিনি হ্রাতে সমাপন মন্যস্থল হইতেই ইহাকে (অগ্নিকে) নিষ্কাশ করেন। ^{১১}

১০ এই লোক ছায়ার ন্যায় পাপ দ্বারা অমুষক। এই (মধ্যদিন) সময়ে তথুর ভাঙ্গা, ভাঙ্গা পাপ) অল্পতম হইয়া থাকে, এবং পায়ের নীচে যেন অবসর হইয়া পড়ে; অতএব তিনি হ্রাতে (সেই সময়ে) অল্পতম পাপকে পৌড়িত করিয়া থাকেন। অতএব তিনি মধ্যদিনেই আধান করিবেন।

১১। তিনি ভাঙ্গা (অগ্নিক, পাইপ তা হইতে) দন্তসমূহ দ্বারা উদ্ধরণ করেন (উদ্ধৃত হইয়া বহন)। ^{১২} তিনি পুষ্ক (অগ্নিদেব) ইহাকে দাক্ষসমূহের দ্বারা উদ্ধরণ করেন; তিনি যদি পুষ্ক দাক্ষসমূহ দ্বারা এবং পরেও দাক্ষসমূহের দ্বারা (উদ্ধরণ করেন), তাহা হইলে পুনর্জন্ম করিয়া ফেলেন এবং (দাক্ষসমূহের পরস্পর) কলহ উৎপাদন করেন। দন্তসমূহ জনস্বরূপ, ^{১৩} এবং জলই বর্ষা। তিনি (অগ্নি) ঋতুসমূহের মধ্যে ^{১৪} প্রবেশ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি ইহাতে জল

১০। ‘‘সঙ্গবঃ’’; ‘‘সঙ্গতা গাবো দোহনার্থং যত্র’’ হতি লক্ষণম্ভব; ‘‘সঙ্গচ্ছতে গাবো দোহনভূমিং যস্মিন্ কালে স সঙ্গবঃ’’—সায়ণ, ঋ. স. ৫. ৭২. ৩. ভাষ্য। দিব্য প্রথম তিনি যুক্ত প্রাতঃকাল, তাহার পর তিন যুক্ত সঙ্গবঃ—‘‘প্রাতঃকালো যুক্তঃ প্রাতঃ সঙ্গবঃ’’

১১। পুনরাধান মধ্যদিনে সমুদ্রে; কা. শ্রো. ৪. ১১. ৬।

১২। কা. শ্রো. ৪. ১১. ৭।

১৩। ১. ১. ৩. ৭।

১৪। তত্ত্ব কতিকা জটবা।

হঠতে জলেরই দ্বারা ইহাকে নিষ্প্রিত করিয়া থাকেন। সেই জন্য তিনি দর্ভ সমূহের দ্বারা উদ্ধরণ করেন।

১২। তিনি ছুটী মর্ক পত্রে এহিঃর অপূপ (পাক) করিয়া, যে স্থানে গার্হপত্যকে আধান করিবেন, সেই স্থানে গাছ স্থাপন করেন, ও তাহাতে গার্হপত্যকে আধান করেন।

১৩। তিনি ছুটী অর্কপত্রে যবদ্রব অপূপ (পাক) করিয়া যে স্থানে আহবনীয়কে আধান করিবেন, সেই স্থানে স্থাপন করেন, ও তাহাতে আহবনীয়কে স্থাপন করেন।^{১*} ঙ্গাহারা (ইহাঃ করেন, ও) বাৎরা থাকেন—‘আমরা ইহাতে ইহাদিগকে (এই পুনঃস্থাপিত অগ্নিদ্বয়কে) পূর্ব অগ্নিদ্বয় হইতে ব্যবহিত করি।’ কিন্তু তিনি তাহা করিবেন না; কেননা, ঙ্গিঃসমূহ দ্বারা ইহাঃ ব্যবহিত হইয়া পড়ে।

১৪। তিনি পঞ্চ কপাঃ সংকৃত পুরোডাশ কেবল অগ্ন্যেষ্ঠ প্রদান করেন।^{২*} হহার বাজা ও সমুবাঃ^{৩*} মুঃ পঞ্চপদ পঙ্ক্তিঃ জন্মের তর্জি থাকে;^{৪*} কেননা, ঙ্গু পাঁচটি, এবং তিনি (১৫) ঙ্গুসমূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি ইহাতে ঙ্গুসমূহ হতে ইহাকে নিষ্প্রিত করিয়া থাকেন।

১৫। সমগ্র (বজ্র) অগ্নির (অগ্নিসম্বন্ধ) হইবে কেননা, তথা এই প্রকারেই অগ্নির প্রায় বামে গিয়া ছিলেন; অতএব সমগ্র (বজ্র) অগ্নির হইয়া থাকে।^{৫*}

১৫। কা. শ্রৌ. ৪. ১১. ৮।

১৬। অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পর যে তনু হইয়া গিয়াছে, যখন তনু নেত্রি বিহিত হইয়াছে, তাহারই স্থানে ইহা কথিত ও বিহিত হইতেছে। ইহার দ্বারা অপর হবিসমূহ নিষ্প্রিত হইতেছে বুঝিতে হইবে। জঃ—২. ১. ৫৩।

১৭। অনুবাক্য। ঙ্গ. স. ৪. ১০. ২; বাজা।—ঐ ৪. ১১. ৩; ঙ্গিঃকৃতের অনুবাক্য।—ঐ ৪. ১০. ৪; বাজা।—৪. ১০. ১; আ. শ্রৌ. ২. ৮. ১৪।

১৮। এই জন্তই পুনরাবেষের ইচ্ছিতে প্রযাগসমূহ বিভিন্ন। বিভিন্ন বিভক্তিতে অগ্নির নাম আছে; আশ্বাশ্বায়ন শ্রৌতসূত্রে (২. ৮. ৫-৬) উক্ত হইয়াছে—“তন্মাত্রা প্রযাগানুবাক্যান্ বিভক্তিক্রি-
তক্লেং।। ‘সমিধঃ স’বসোহগ্নেঃস্বঃ আজামা বাক্ত।’ ‘তনুনপাঃসরিঃ স্ব আজামা বেতু।’ ‘ইডোহগ্নিনাগ্র
আজাত্ত বাক্ত।’ ‘বহিরগ্নিরগ্র আজাত্ত বেজিত।’ ৬।” জন্তর আজাত্তাগ্রঃ সোম ও অগ্নিকে
প্রদত্ত হয়, কিন্তু এখানে উক্তর আজাত্তাগ্রই অগ্নিকে দেওয়া হইয়া থাকে। জঃ—আ. শ্রৌ. ২. ৮. ৭।

১৬। তাঁহারা সেই সমস্ত অনুচ্চস্বরে (মন্ত্ৰগুলি উচ্চারণ) করেন; কেননা যদি কেহ কেবল (নিম্নেব) জ্ঞাপিত বা বজ্রের জন্য কিছু করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে, তাহা (অন্যের নিকট হইতে) শিখাঙ্কিত (করা) হয়। অন্য যজ্ঞ সমস্ত দেবগণের - হু হুস (‘বৈশ্বদেব’), কল্প তাহা কেবল নাত্র অগ্নির; বাহা শিখাঙ্কিত করিয়া (যা তাহা) অনুচ্চস্বর (দ্বারা) কথিত হয়; অতএব তাঁহার অনুচ্চস্বরে কার্য্য থাকেন।

১৭. 'শেখ' শব্দটিকে উচ্চৈঃস্বরে করিয়া থাকেন; কেননা, তখন
নিম্ন কণ্ঠস্বর, এবং স্বর-চক্র-কাগজের গানিয়া থাকে।

১৮ 'কিন্তু একদুর্ভাগ্যবশতঃ (এবং অগ্নিশঙ্কর প্রভাবের লাভ
করিয়া) (হোমস) বলেন—“সংসারমুখের উদ্দেশ্যে বাজা পাঠ করুন।”—ইহা
অগ্নির পোষক রূপে; কিন্তু (কিন্তু) ইহাও বলিতে পারেন—“অগ্নিসমুহের উদ্দেশ্যে
বাজা পাঠ করুন।”—এই আশ্রয় প্রদান করুন।”

১৯। "নিম (ভোগ) উচ্চেষ্টা করুন" — "হে অগ্নি, 'সাহারা' (সমিৎসমূহ) আজোর (ভা) গ্রহণ করুন। 'বোম্বক'।" "নিম (সুনপাৎ) আজোর অগ্নিকে গ্রহণ করুন। 'বোম্বক'।" "সাহারা (উচ্চ-সমূহ) অগ্নির দ্বারা আজোর (ভাগ) গ্রহণ করুন। 'বোম্বক'।" "বহিঃ" অগ্নি আজোর (ভাগ) গ্রহণ করুন। 'বোম্বক'।"

১২। যঃ ১ ৪. ৬. ৬, ৪র্থ ঠিক; ৬ কণ্ঠকা ৮ ম ঠিকা, ১. ৪. ৫. ১ প্রভৃতি.

২৭। মনিব-এই নামে অগ্নি সনিক্ত-সম্প্রদায় হয় বলিয়া মনিব অগ্নির রূপ, কিন্তু তাহা পোষক।

১১। পূর্বে (১, ৪, ৫, ৮) পৰ্যন্ত পৰ্যন্তে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এখানে স্পষ্টতঃ
অগ্নিশক্তি উৎসাহপ্রায় বলিয়া বিহিত হইয়া - পাতাখন এখনে বিকল্পে উদ্ধৃত্ত বিধান করিয়াছেন;
ক। প্রা. ৪, ১১, ১১।

২২। প্রকৃতিভূত যে প্রবাহ-বাহ্যি আছে, তাহাতেই বহ্যকমে 'অগ্নে', 'অগ্নিন্', 'অগ্নিনা', ও 'অগ্নিঃ', এই কয়টি বিভক্তি যোগ করিয়া পাঠ করিতে হয়। পূর্বোক্ত ৮৭ নং শিকায় আশ্বলাধনশ্রোত-মুদ্রোক্ত মন্ত্ৰ, ও ৪. ৮. ৩. ৬ষ্ঠ টীকা জটনা।

২৩. “বৌ ক কৃ” শব্দের অর্থ কি তাহা সারণ ব্যাখ্যা করেন নাই। ইহা বৌ ষ ট্ শব্দেরই অনুরূপ হইবে, কাণ্ডার্থ বৌ ষ ট্ ই আছে। পুসে (১, ৫. ৫. ২১) বৌ ক শব্দ পাওয়া গিয়াছে।

২০। তিনি আগ্নেয় আজ্যভাগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—“অগ্নিকে স্বাহা!”^{২০} যদি তাঁহারা পবমানের জন্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে, তিনি বলেন—“পবমান অগ্নিকে স্বাহা!”^{২১} তাঁহারা যদি ইন্দ্রমানে অগ্নির জন্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে, তিনি বলেন—“ইন্দ্রমানে অগ্নিকে স্বাহা!” “অগ্নিকে স্বাহা! আজ্যপ অগ্নিগণকে স্বাহা! দেবনকানো অগ্নি আজ্যপ (নাগ) গ্ৰহণ করুন!” তিনি (এই সমুদয়) উচ্চারণ করেন।

২১। তিনি (অথর্বায়) বলেন—“আগ্নেয় আজ্যভাগকে লক্ষ্য করিয়া অগ্নির অম্বুবাণী উচ্চারণ করুন!” তিনি (হোতা) উচ্চারণ করেন—“স্তোত্র দ্বারা অম্বুবাণী অগ্নিকে বোধিত কর, তুমি প্রকাশমান হইয়া দেবগণের নিকট আমাদের আবাসমুহ স্থাপন করুন!”^{২২} কেননা, অগ্নি যখন অপসারিত হন, তখন যেন তিনি নিজা যান; তিনি হস্তে হস্তে পশুবাণী উচ্চারণ করেন, এবং উঠাইয়া দেন। তিনি বাজ্যপাঠ করেন—“দেবনকানো অগ্নি আজ্যেব (ভাগ) গ্ৰহণ করুন!”

২২। তাঁহারা যদি (দ্বিতীয় আজ্যভাগ) পবমান অগ্নির জন্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তাঁহা হইলে তিনি বলিবেন—“পবমান অগ্নির অম্বুবাণী উচ্চারণ করুন!” তিনি উচ্চারণ করেন—“তুমি অগ্নি আমাদের অম্বুবাণী (বাহ্যে বর্জিত হয়, সেচকপ)^{২৩} তুমি শোষণ করিও। পশু ও (ফালাদি) রস আমাদের দিকে প্রেরণ কর, এবং উপজ্ঞকে দূরে বিনাশ কর!”^{২৪} এতদপেক্ষ হইয়া আগ্নেয় হইয়া থাকে। সোমস পবমান, এবং সোমসম্বন্ধী আজ্যভাগ হইতেই তাঁহারা তহা লইয়া যান।^{২৫} তিনি বাজ্য পাঠ করেন—“দেবনকানো পবমান অগ্নি আজ্যেব (ভাগ) গ্ৰহণ করুন!”

২৩। অ. ১. ১. ১১, ১২।

২৪। প্রথম আজ্যভাগ কেবল অগ্নির জন্ত, দ্বিতীয় আজ্যভাগ সোমের জন্ত না করিয়া। (১. ৪. ৪. ২২) তৎস্থানে পবমান অগ্নি অথবা ইন্দ্রমানে অগ্নির জন্ত বিবেক। কা. শ্রো. ৪. ১১. ১২।

২৫। অ. ১. ১. ১১, ১২।

২৬। সার্বপাণ্য, তৈ. স. ১. ৩. ১৪, ১৫।

২৭। অ. স. ১. ১৪, ১৫; অ. স. ১২, ১৩; তৈ. স. ১. ৩. ১৪, ১৫।

২৮। পবমান অর্থাৎ বাহ্য পবিত্র হয়, সোমের যে পবমানতা অর্থাৎ পবিত্রীতা তাহা সোমসম্বন্ধী আজ্যভাগ হইতেই আনীত। দ্বিতীয় আজ্যভাগ সোমসম্বন্ধী, ইহা পূর্বে (১. ৪. ২২) বলা হইয়াছে।

২৩। আর যদি তাঁহারা ইন্দুমানু অগ্নির জন্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে তিনি বলিবেন—‘ইন্দুমানু অগ্নির অনুবাক্য উচ্চারণ করুন!’ তিনি (গোষ্ঠী) উচ্চারণ করেন—‘হে অগ্নি, আগমন কর; আমি এইরূপে তোমার অপরাধ ক্ষমা সমূহ উচ্চারণ করিব; তুমি এই সমস্ত সোমের দ্বারা (‘ইন্দুভিঃ’) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও!’^{১০০} এইরূপেই তাঁহা আগ্নেয় হইয়া থাকে। সোমই ইন্দু, এবং সোমসম্বন্ধী আত্মভাগ হইতে তাঁহারা তাঁহা (সোমই) লইয়া যান। তিনি যাজ্ঞাপাঠ করেন—‘সেবনকারী ইন্দুমানু অগ্নি আজ্যের (ভাগ) গ্রহণ করুন!’ এবং এই প্রকারেই তিনি সমস্ত আগ্নেয় করিয়া থাকেন।

২৪। অনন্তর তিনি (প্রধান) হবির সম্বন্ধে বলেন—‘অগ্নির অনুবাক্য উচ্চারণ করুন!’ ‘অগ্নির যাজ্ঞা পাঠ করুন।’ ‘স্বিষ্টকৃতের অনুবাক্য উচ্চারণ করুন!’ ‘স্বিষ্টকৃতের যাজ্ঞা উচ্চারণ করুন!’ আর যখন তিনি বলেন যে, ‘দেবগণের বাজ্ঞা পাঠ করুন!’ তখন, ‘অগ্নিসমূহের যাজ্ঞা পাঠ করুন!’^{১০১} তাহাই তিনি বলিয়া থাকেন।

২৫। তিনি যাজ্ঞা পাঠ করেন—“(দেব বহিঃ), অগ্নিব ধনলাভ ও ধন-নিধানের জন্য (হবিঃ) গ্রহণ করুন! বৌবক্!”^{১০২}—“(দেব নরাশংস), ধনলাভ ও ধননিধানের জন্য অগ্নিতে (হবিঃ) গ্রহণ করুন! বৌবক্!” “দেব অগ্নি স্বিষ্টকৃত...!”—এই তৃতীয় (অনুভাজ্য ত) নিজেই আগ্নেয় রহিয়াছে। তিনি এই প্রকারে অনুযাজ্যসমূহকে আগ্নেয় করিয়া থাকেন।

২৬। তিনি (যাজ্ঞাসমূহে অগ্নি-শব্দে) এই ছয়টি বিভক্তি উচ্চারণ করিয়া থাকেন; যথা—প্রযাজ্যসমূহে চারিটি, এবং অনুযাজ্যসমূহে দুইটি।^{১০৩} ঋতুসমূহ ছয়টি, এবং তিনি (অগ্নি) ঋতুসমূহেই প্রবেশ করিয়াছিলেন; তিনি ইহাতে ঋতুসমূহ হইতেই ইহাকে নির্মিত করিয়া থাকেন।

১০০। ক. স. ৬. ১৬. ৬; আব. শ্রৌ. ২. ৮. ৭।

১০১। ঋষ্টবা—১. ৬. ৪. ১৪; ক। শ্রৌ. ৪. ১১. ১২।

১০২। ঋষ্টবা—১. ৬. ৪. ১৫; এখন ও দ্বিতীয় অনুবাক্যের বাজ্ঞার বথাক্রমে ‘অগ্নেঃ’ ও ‘অগ্নৌ’ পদ যোগ করিয়া তাহাদের অগ্নিসম্বন্ধ বক্ষা করা হয়; তৃতীয় অনুবাক্যে ত ‘অগ্নি’ পদ পড়িতই আছে।

১০৩। পূর্বোক্ত ১৮ শ, ২২শ, ও ৩২ শ শ্লোকা ঋষ্টবা।

২৭। (সেট সমস্ত বিতন্ত্রিতে) দ্বাদশ বা ত্রয়োদশটি অক্ষর আছে।^{৩৩}
 সংবৎসরের দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ মাস থাকে ; এবং তিনি (অগ্নি) সংবৎসর
 (রূপ) ঋতুসমূহে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; (অতএব) তিনি ইহাতে সংবৎসর
 ইহঁতেই ইহঁকে নিশ্চিত করেন। পুনরুৎপত্তির জন্য (এই সমস্ত রূপের) কোন
 দুইটিই সমান নহে ; যদি দুইটি সমান হয়, তবে তিনি পুনরুৎপত্তি করিয়া ফেলেন।
 ‘তাহারা গ্রহণ করুন।’ ‘তিনি গ্রহণ করুন।’ ইহাই প্রবাসসমূহের রূপ, এবং
 ‘ধনসাত্তের জন্য ও ধননিধনের জন্য’ ইহা অনুযায়ীসমূহের রূপ।^{৩৪}

২৮ ইহার (এই যজ্ঞের) দক্ষিণা হিরণ্য। এই যজ্ঞ অগ্নিসম্বন্ধী, এবং
 হিরণ্য অগ্নির রেশ ;^{৩৫} অতএব দক্ষিণা হিরণ্য ইহঁয়া থাকে। অথবা বলীবর্দ্ধ
 (দক্ষিণা) ইহঁবে ;^{৩৬} কেননা, তাহা (স্বকীয়) স্বকীয় দ্বারা অগ্নিসম্বন্ধী,
 কারণ, তাহার স্বকীয় অগ্নিদেব ন্যায় হয়।^{৩৭} অগ্নি দেবগণের হব্য বহন করেন,
 এবং বলীবর্দ্ধ মনুষ্যাগণের (ভার) বহন করে ; অতএব বলীবর্দ্ধ দক্ষিণা হয়।

৩৩। বিভিন্ন অনুযায়ী যে অগ্নি শব্দের সম্ভবান্ত ‘অগ্নৌ’ পদ আছে, ইহা ‘অগ্নাউ’ বলিয়
 উচ্চারিত হয়, ইহারই শেষ অক্ষর ছাড়াইয়া দিলে যেটি বারটি, এবং না ছাড়িলে যেটি তেরটি অক্ষর
 হয়—সায়ণ।

৩৪। অঃ—১.৪.৪.১৫।

৩৫। ২. ১. ১. ৫ ; ২. ২. ২. ১৫ ; রজতদক্ষিণা নিবদ্ধ, “ন রজতং দক্ষিণাং দদাৎ, পুরাস
 সংবৎসরং গৃহীত্ব দত্ত্বাতি ঋতুঃ”—কা. শ্রৌ. ১. ৩. ২. ৩৭।

৩৬। কা. শ্রৌ. ৪. ১১. ১৩।

৩৭। ১. ১. ২. ৯।

দ্বিতীয় ভ্রাঙ্কণ

[১ সারঃ ও প্রান্তে অগ্নিহোত্রের বিধানের জন্য আখ্যায়িকা, পূর্বক কেবল প্রজাপতি ছিলেন, তাহার বর্ণ হইতে অগ্নির উৎপত্তি, বায়ু হইতে উৎপন্ন হওয়ার অগ্নি প্রসঙ্গান্তঃ ;—২ অগ্নি-শব্দের অর্থনির্দেশন, —৩ তখন প্রজাপতি দেখিলেন যে, তাহা তিন সপ্তর অন্ন কিছু নাই, পৃথিবী তখন উদ্ভিদ-হীন, তাহার গুহা চিন্তা হইল ;—৪ অনন্তর অগ্নি তাহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য বরন বিসৃত করিয়া উপস্থিত হয়, ভীত প্রজাপতির বাক্যরূপ বহিষা অপগত হইল, তিনি নিজেতেই সন্ততি লাভের ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুহুতি ও দুষ্কৃতি পাইলেন ;—৫ তাহা অগ্নিও তৃপ্তিগত হয় নাই, প্রজাপতি তাহা অগ্নিতে ফেলিয়া দেন, তাহা হইতে ওষধিসমূহ উৎপন্ন হয়, ওষধি শব্দের ব্যুৎপত্তি, তিনি দ্বিতীয়বার হস্ত (বা শরীর) সর্জন করার আবার মৃত্যুহুতি বা দুষ্কৃতি প্রাপ্ত হন ;—৬ তাহা প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল, তাহার হোমসম্বন্ধে প্রজাপতির সম্বোধ, ‘হোম কলন !’ বলিয়া তাহার বহিষার উক্তি, শাস্ত্রশব্দের ব্যুৎপত্তি, সূর্য্য ও বায়ুর উৎপত্তি ;—৭ প্রজাপতির হোমদৃষ্টান্তে অগ্নিহোত্র হোমের বিধি ও তাহার কলকীর্তন ;—৮ অগ্নিহোত্র হোম করিলে মৃত্যুর পর অগ্নি তাঁহার শরীরমাত্র দহন করে, এবং সে ‘সু’কীর্ত্তির উৎপন্ন হয়, না করিলে সেদণ হয় না, ওষধি অগ্নিহোত্রে হোম বিধেয় ;—৯ প্রজাপতি যেমন সম্বোধনপূর্বক আহুতি অগ্নিষ্ঠানে প্রেরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যজ্ঞমানও সেইরূপ বিচারপূর্বক অগ্নিষ্ঠানে প্রেরণকেই পাইয়া থাকেন ;—১০ অগ্নিহোত্রহবনী বিকল্পত কাকের হইবে বলিয়া ঐ বৃকের উৎপত্তিবর্ণন ; দেববীর অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের জনকজ্ঞানে বায়ু পুত্র উৎপন্ন হয় ;—১১-১২ অগ্নিহোত্রের হোমসম্বন্ধে দুষ্কৃতি, তজ্জনা গাতীর উৎপত্তিবর্ণনাত্মক আখ্যায়িকা, অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের স্তুতি, সমুদ্রের উৎপত্তি, ঐ দেবগণের পাত্তিবর্ণন ;—১৩ গাতী যজ্ঞরূপা, গাতী অন্নধরূপা ;—১৪ যজ্ঞ ও গাতীর ‘গো’ এই সমান নাম, তাহাদের উভয়ের রক্ষণে রক্ষকের প্রচুর গাতী হয়, এবং যজ্ঞ বহু’ আসিয়া উপস্থিত হয় ;—১৫ গাতীর সহিত অগ্নির সম্বন্ধ, অগ্নির তাহাতে রেতঃসেক, তাহা হইতে দুষ্কের উৎপত্তি, —১৬ বরমাবেরা এই দুষ্ক হোম করিতে উদ্যত হইলে অগ্নি, সূর্য্য ও বায়ু প্রত্যেকেই প্রথমে তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, অনৈক্য হওয়ার তাহাদের প্রজাপতির নিকটে গমন, — ৭ তিনি বখাবধরূপে অগ্নি, সূর্য্য ও বায়ুর দান নির্দেশ করিয়া দেন ;—৮ অগ্নিহোত্রহোমে ঐ দেবগণের কলসাত, যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র অমুষ্ঠান করে, সে ঐ কলই পাইয়া থাকে ।]

১। ইহার পূর্বে এক প্রজাপতিই ছিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন যে, কেমন করিয়া আমি প্রভূত হইব।’ তিনি পরিশ্রম করিলেন ও তপস্তা

১। “প্রজাহোত্রঃ” ইহার অর্থ এই প্রকারও হইতে পারে—(‘প্রজা’) উৎপাদন কবিঃ’ অর্থাৎ—“প্রকৃৎপৎ হৈবাসা প্রী বিজারতে”—১.২.৬.৫ ; তুলঃ—পালি ‘বিজারতি,’ ‘বিজারি’ পুংঃ বিজাতা’, ইত্যাদি। Eggeling করিয়াছেন—“How may I be reproduced ?”

করিলেন। তিনি মুখ হইতে অগ্নিকে উৎপাদন করিলেন। তিনি ইহাকে মুখ হইতে উৎপাদন করিয়াছিলেন বলিয়া অগ্নি অন্নভোজী হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই প্রকারে এত অগ্নিকে অন্নভোজী বলিয়া জানে, সে অন্নভোজী হইয়া থাকে।

২। তিনি ইহাকে এষ্ট (রূপে) দেবগণের অগ্নি উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাহা অগ্নি (বলিয়া প্রসিদ্ধ) ; কেননা, এই যে অগ্নি, তাহা বস্তু অগ্নি। সে জাত হইয়া পূর্ব (প্রথম) হইয়া গমন করিয়াছিল, এবং যে ব্যক্তি পূর্ব হইয়া গমন করে, (লোকেরা) তাহাকে বলিয়া থাকে যে ‘(এ) অগ্নি যাইতেছে।’ ইহাই ইহার অগ্নি।*

৩। প্রজাপতি দেখিলেন—‘আমি এত অগ্নিকে আশা (আত্মা) হইতে অন্নাদ (অন্নভোজী) করিয়া উৎপাদন করিলাম। কিন্তু আশা ভিন্ন আর কোন অন্ন এখানে নাই, যাহাকে (সে আনাকে) সে খাটবেই না।’ সেই সমুদ্র পৃথিবী কেশহীন^১ ছিল; ওষধিসমূহও ছিল না, বনস্পতিসমূহও ছিল না। (তখন) তাঁহার মনে এই (চিন্তা) হইয়াছিল।

৪। অনন্তর অগ্নি বিবৃৎ বদনে তাঁহার নিকটে কিরিয়া আগমন করিল, তিনি ভীত হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার (অকায়) মহিমা অপক্লান্ত হইল, বাক্য ইহার অকায় মহিমা, তাঁহার বাক্য অপক্লান্ত হইয়াছিল। তিনি নিজেও তাহাতি নাভে ইচ্ছা করিলেন, এবং (হস্তদ্বয়)^২ উন্মার্জন (অর্থাৎ মর্দন) করিলেন; তিনি উন্মার্জন করিয়াছিলেন বলিয়া এত ও এত (উভয়

২। অর্থাৎ অগ্নির স্বকৃপতা, অগ্নি-নামের মূল। নিরুক্তে (১.৫.১) অগ্নি-শব্দের নির্ধাচন-মন্তকে উক্ত হইয়াছে—‘অগ্নিঃ কস্মৎ? অগ্নীর্ভবতি; অগ্নং যজ্ঞে অগ্নীকৃতং; অগ্নঃ নহিতি সমুদ্রমগ্নঃ; অকোপনো ভবতিতি যৌলজিবিঃ, ব কোপয়তি ন মেহয়তি। ত্রিভা আখাতেভ্যো জায়ত ইতি শাওপুণিঃ; ইত্যাদ্, অজ্জ-দ্ বা দজ্জাদ্ বা, নীতাপ, স খণ্ডভেদকায়াদন্তে, গজারস অনজ্জো দহন্তেবা, নীঃ পরঃ।’

৩। ‘কবালীকৃতঃ,’ ‘অপলীতবালাঃ কবালঃ’—ইতি হসিবাণী; তুলঃ—খখাল, খখাট-টাকপুত্র।

৪। অথবা ‘হস্তদ্বয় দ্বারা শরীরকে’—সারণ।

পাণিতল) লোমহীন হইয়াছে। তিনি সেখানে স্তুতাহতিই, বা পয় আহতি লাভ করিয়াছিলেন, —তাহারা উভয়ে পয়ট (হুইট) ছিল।

৫। তাহা (আহতি) ইহাকে তৃপ্ত করে নাই; কেননা তাহা কেশ-মিশ্রিত ছিল। তিনি তাহা (এই বলিয়া অগ্নিতে) ফেলিয়া মিলেন—“উষ (করিয়া), পান কর (“ও যং যং”)। তাহা হইতে ওষধিসমূহ (“ও যং যং”) উৎপন্ন হইল; তাহাদের ওষধি নাম এই জনাত। তিনি দ্বিতীয় বার উন্মার্জন করিলেন, * এবং সেখানে অপর স্তুতাহতি বা পয়-আহতি লাভ করিলেন, তাহারা উভয়ে পয়ট ছিল।

৬। তাহা (সেই আহতি) ইহাকে তৃপ্ত করিয়াছিল। তিনি (প্রজাপতি) সংশয় কমিয়াছিলেন—‘আমি কি ইহা হোম করিব? অথবা হোম করিব না?’ তাঁহাকে তাঁহার (অপক্ৰান্ত) স্বকীয় মহিমা (বাক্য) বলিয়াছিল—‘হোম করুন!’ প্রজাপতি জানিলেন যে, (আবার) নিজের (“স্বঃ”) মহিমা বলিল (“আঃ”), এত জল্প তিনি তাহা বলিয়া হোম করিলেন।* সেই জনাত স্ব. তা বলিয়া হোম করা হইয়া থাকে। তাহা (এই হোম) হইতে, এত যাহা (স্বর্ষা) তাপ প্রদান করিতেছে, তাহা উদ্ভিত হইল; তাহা হইতে, এই যাহা (বায়ু) প্রবাহিত হইতেছে, তাহা উৎপন্ন হইল; এবং তাহাতেই অগ্নি পরাভূত হইয়া ফিরিয়া গেল।

৭। প্রজাপতি হোম করিয়া (প্রজা) উৎপাদন করিয়াছিলেন, এবং ভক্ষণোদাত্ত মৃত্যুরূপ অগ্নি হইতে নিজেকে ত্রাণ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোম হোম করেন, তিনি, প্রজাপতি যেমন (প্রজা) উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রজা উৎপাদন করেন, এবং এইরূপই মৃত্যুরূপ অগ্নি হইতে নিজেকে ত্রাণ করেন।

৮। তিনি যখন মৃত হন, এবং যখন তাঁহাকে তাঁহার অগ্নির উপরি স্থাপন করেন, তখন তিনি অগ্নি হইতে (আবার) জাত হন, এবং অগ্নি যেন তাঁহার শরীরকেই দগ্ধ করে। যেমন পিতা, বা মাতা হইতে (লোক) জাত হয়, সেই

৫। ৪র্থ কড়িকা ও ৪র্থ টিকা স্তব্ধ।

৬। ভুল:—তৈ. ব্রা. ২. ১. ২. ১—৩।

রূপই তিনি অগ্নি হইতে জাত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করেন না, তিনি নিশ্চয়ই সমুদ্র (উৎপন্ন) হন না; অতএব অগ্নিহোত্র হোম করা কর্তব্য।

৯। সেই জন্ম সন্দেহেরই জন্য, কেননা, প্রজাপতি সন্দেহ করিয়াছিলেন; তিনি সন্দেহ করিয়া শ্রেয়ঃ (পক্ষেট) স্থির ছিলেন,^৭ এবং (প্রজা) উৎপাদন করিয়াছিলেন, ও মৃত্যুরূপ অগ্নি হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ সন্দেহের জন্য জন্মকে জানেন, তিনি যাহা কিছু সন্দেহ করেন, তাহাতে শ্রেয়ঃ (পক্ষেট) স্থির থাকেন।

১০। তিনি হোম করিয়া (হস্ত) মার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে বিকল্পত (বৃক্ষ) সমুদ্র হয়; সেই জনাই এই বৃক্ষ বজ্রের ও বজ্রপাত্রীর।^৮ তাহাতে দেবগণের (সেই) বীণেরা জাত হয়, যথা—অগ্নি, এই বাহা (বায়ু) প্রবাহিত হইতেছে, ও সূর্য। যে ব্যক্তি দেবগণের এই বাঁহসমূহকে জানেন, তাহার বীর (পুত্র) জাত হয়।

১১। তাহার (অগ্নিপ্রভৃতি) বলিয়াছিলেন—‘আমরা ত পিতা প্রজাপতির পরে হইয়াছি,’ অহো! আমরাও তাহা সৃষ্টি করি, যাহা আমাদের পরে হইবে।’ এই বলিয়া তাহার (একটি স্থান) চারিদিকে আশ্রয় করিয়া (ঘিরিয়া) হিষ্কারহীন^৯ গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা স্তুতি করিলেন। তাহার বাহা চারিদিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহ সমুদ্র হইয়াছিল, এবং এত পৃথিবী হইয়াছিল স্তোত্র-স্থান।

১২। তাহার স্তুতি করিয়া, এবং ‘আবার আমরা আসিব’ এত মনে করিয়া উষ্ণিরা পূর্বমুখে গমন করিয়াছিলেন। (সেই) দেবগণ উৎপন্ন একটি গাতৌর নিকট আসিয়াছিলেন। ইহা তাহাদিগকে দেখিয়া হিষ্কার (শব্দ) করিল।

৭। অথবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৮। অগ্নিহোত্রহবী বিকল্পত বৃক্ষের কাষ্ঠের হইয়া থাকে, এই জন্য বিকল্পত বৃক্ষের উৎপত্তির কথা বলা হইল; অঃ—১. ১. ২. ১, ২য় পীকা; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ৭।

৯। অর্থাৎ তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

১০। ব্রহ্মণ্য—১, ৩. ৩. ১ ইত্যাদি।

সেই দেবগণ জানিলেন যে, তাঁরা সামের হিষ্কার;^{১১} কেননা, তাঁহার পূর্বে (তাঁহাদের) সাম হিষ্কারহীনই ছিল।^{১২} সামের সেই হিষ্কার গাভীতে রহিয়াছে বলিয়াই তাঁরা (গাভী) উৎপাদনীয়; এবং যে ব্যক্তি এই রূপে গাভীতে সামের এই হিষ্কার জানেন, তিনি উৎপাদনীয় হইয়া থাকেন।

১৩। তাঁহারা বলিলেন—‘এই যে আমরা গাভী উৎপাদন করিয়াছি, তাহা ভালই উৎপাদন করিয়াছি; কেননা, ইহা যজ্ঞট, কারণ, ইহা স্নিগ্ধ যজ্ঞ বিস্তার কৰিতে পারা যায় না; ইহা অন্তর্গত, কেননা, যাহা কিছু অন্ত আছে, তাহা গাভীই।’

১৪। ইহাট (‘গো’ শব্দট) ইহাদের (গাভীদের) নাম, এবং যজ্ঞেরও নাম ইহাট। অতএব উৎকৃষ্ট পুণ্য বলিয়া (লোকে এই উভয়কেই) রক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানিয়া তাহা (উভয়কে) রক্ষা করেন, তাঁহার তাঁহার (গাভীর) প্রচুর হয়, এবং যজ্ঞও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে।

১৫। ‘আমি ইহার (গাভীর) দ্বারা ‘মধুনা হইব’ এই মনে করিয়া অগ্নি ইহাকে চিস্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ইহাতে সঙ্গত হইলেন, এবং ইহাতে রোত সেচন করিলেন; ইহা পয় (দুগ্ধ) হইল; এই জন্ত গাভী যখন কাঁচা, তখন তাহাতে ইহা (পয়ঃ) পক (উষ্ণ, “শূভং”) হয়; কেননা, তাহা অগ্নির রোত। ইহা (পয়ঃ) যদি কৃষ্ণা বা লোহিতা (গাভীতে) থাকে, তথাপি অগ্নির সদৃশ শুক্লই হইয়া থাকে, কেননা তাহা অগ্নির রোত। সেই জন্ত প্রথম দুগ্ধ^{১৩} উষ্ণ হইয়া থাকে, কারণ তাহা অগ্নির রোত।

১৬। তাঁহারা (বজ্রমানেরা) বলিলেন—‘অহো আমরা ইহা হোম করিব!’ (সেই দেবগণ বলিলেন)—‘আমাদের মধ্যে ‘কাহাকে ইহারা প্রথমে হোম করিবেন?’ অগ্নি বলিলেন—‘আমাকে!’ এই বাহা (বায়ু) বহিতেছে, তিনি বলিলেন—‘আমাকে!’ সূর্য্য বলিলেন—‘আমাকে!’ তাঁহারা একমত হইতে পারিলেন না; তাঁহারা একমত হইতে না পারিয়া বলিলেন—‘আমরা

১১। জঃ-১.৩.৩.১ সম টিকা।

১২। ১১শ কড়িকা।

১৩। বাহাকে প্রথমেই দোহন করা হইয়াছে।

পিতা প্রজাপতিরই নিকট গমন করিব, তিনি আমাদের মধ্যে যাহাকে প্রথমে হোম করিবার জন্ত বলিবেন, ইহার (যজ্ঞমানেরা) তাঁহাকেই প্রথমে হোম করিবেন।' তাঁহারা পিতা প্রজাপতির নিকট গমন করিয়া বলিলেন—
'(ইহারা) আমাদের মধ্যে কাহাকে প্রথমে হোম করিবেন ?'

১৭। তিনি বলিলেন—‘অগ্নিকে ; অগ্নি প্রযত্ন দ্বারা নিজের রক্তকে (পরোরূপে) উৎপাদিত করিবে, এবং তোমরাও এইরূপে উৎপন্ন হইবে।’ তিনি সূর্য্যাকে বলিলেন—‘অনন্তর তোমাকে !’ ‘আর যাহা তিনি হুয়মান চক্রে (অবশিষ্ট অংশ) প্রাপ্ত হন, তাহা ইহাকে,—এই যাহা (বায়ু) প্রবাহিত হইতেছে।’ এই জন্ত এখনো (যজ্ঞমানেরা) ইহাদিগকে সেই রূপেই হোম করিয়া থাকেন ; অগ্নিকেই সায়ংকালে, সূর্য্যকে প্রাতঃকালে, আর যাহা তিনি হুয়মান (চক্রে অবশিষ্ট) প্রাপ্ত হন, তাহা ইহাকে,—এই যাহা (বায়ু) প্রবাহিত হইতেছে

১৮। সেই দেবগণ হোম করিয়াই এই জাতিতে জাত হইয়াছেন—এই যে জাতি (এখন) তাঁহাদের রহিয়াছে ; এবং এই বিজয়কে বিজয় করিয়াছেন,—এই যে বিজয় (এখন) তাঁহাদের রহিয়াছে ; অগ্নি এই (পৃথিবী) লোককেই জয় করিয়াছেন, বায়ু অস্তরিক্ষকে, এবং সূর্য্য দ্যৌকে। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি সেই জাতিতে জাত হন,—যে জাতিতে তাঁহারা জাত হইয়াছিলেন ; এবং সেই বিজয়কে বিজয় করেন,—যে বিজয়কে তাঁহারা বিজয় করিয়াছিলেন। যিনি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন ; তিনি ইহাদেরই সহিত সমান লোকে অবস্থান কবেন। অতএব অগ্নিহোত্র হোম করা উচিত।

১৪। “অগ্নি যবেব হুয়মানস্ত বায়ুর্ভূতঃ” সাধারণ ভাষায় করিয়াছেন—“হুয়মানস্ত চ পরমঃ যদ্বিগুহ্যমাপ্নোতি ;” হুয়মান চক্রে যে বিজয় অংশ তিনি প্রাপ্ত হন।

তৃতীয় ভ্রাঙ্কণ

[১-২ অগ্নিহোত্রে সাহা ও প্রাতঃকালে হোম করিতে হয়, হোমের এই সাহাংকাল ও প্রাতঃকাল বিধানের অন্য অগ্নিহোত্রে স্বর্ধারূপে বর্ণনা ;—৩ স্বর্ধা যখন লুপ্ত গমন করে তখন তাহা যোনিরূপ অগ্নিতে স্বর্ধরূপে অবস্থান করে ;—৪ সাহাংকালে হোমের দ্বারা অগ্নির স্বর্ধারূপ পূর্ণ বৃদ্ধিশ্রান্ত হয় ;—৫ প্রাতঃকালে হোমের দ্বারা স্বর্ধারূপ পূর্ণ অশুভ হইয়া থাকে ;—৬ সর্প যেনন নির্মোহ (খোলস) হইতে মুক্ত হয়, স্বর্ধাও সেইরূপ উন্মিত হইয়া স্বর্ধারূপ পাপ হইতে মুক্ত হয়, যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্রে করে, সেও ঐরূপ পাপমুক্ত হইয়া থাকে ;—৭ সূর্য্যের অন্তঃগমনের পূর্বেই (গর্ভপতা হইতে) আহবানীয়ের উদ্ধরণ, তাহা না করিলে দোষ, স্বর্ধারশ্মিরূপ বিষদেবগণ অগ্নিহোত্রে আগমন করেন, অশ্মিসমূহের দপরিভিত্ত জ্যোতিঃ ইন্দ্র বা পূজাপতি ;—৮ কোনো মহান বস্তু আসিবেন বলিয়া যেনন আসনবিন্যাস সংকার করা হয়, স্বর্ধান্তের পূর্বে উদ্ধরণ করিলে রশ্মিরূপ দেবগণেরও সেইরূপ সংকার করা হইয়া থাকে ;—৯ সাহাংকালে স্বর্ধান্তের পর এবং প্রাতঃকালে স্বর্ধান্তের পূর্বে হোম করিলে দেবগণ সেট হোম পাইয়া থাকেন, অতঃপর রাত্রে হইয়া অতিক্রম করিলে অস্ত্রিষিগুস্ত্র পুত্র অন্তঃপান্য অ'চরণ করার ক্ষার হয় ;—১০-১২ পকারান্তরে সাহা ও প্রাতঃকালের প্রশংসা, জীবনসাধন পদার্থে দ্বিবিধ, মনুষ্য ও মূল হীন, পশুসমূহ মূল, ওষধিসমূহ মূলহীন, এই উভয় হইতে রস উৎপন্ন হয়, তাহা দেবগণের, এবং মনুষ্যগণ তাহাশ্রেয়েই দাবিত থাকে, অতএব সাহা ও প্রাতঃকালে প্রথমে দেবগণকে রসেই রস হইতে দেবভাগ প্রদান করিয়া অগ্নিহোত্রে তাহার পর অবশিষ্ট অংশভোজন করেন, অগ্নিহোত্রেই হতাশিষ্ট বস্তুই ভোজন করিতে হয় ;—১৩ অগ্নিহোত্রে কখনো পরিস্রাব্য হয় না, অন্তান্ত যজ্ঞের সমাপ্তি আছে, কিন্তু ইহার নাই, অগ্নিহোত্রে এই স্বভাবের প্রশংসা ;—১৪ (হোম দুই দ্বারা কিংব, অম্ববুর্জিকর্তৃক) এই দুইয়ের পাক, ঐ দুই ক্ষতক্ষণ জ্ঞান হিতে হইবে বাহাতে তাহা পাত্রেব শান্ত পদার্থে কাঁপিয়া না উঠে, ওরূপ হইলে তাহা দোষবাহ ;—১৫ অগ্নির উপর স্থাপন করাব্যজ্ঞই ঐ দুইবে জ্ঞান দেওয়া হইয়া যায়, তাহার বৃদ্ধি ;—১৬ দুই জ্ঞান হইয়াছে কি না অনন্ত তৃণ দ্বারা তাহার বর্শন, তাহাতে কিঞ্চিৎ জনপ্রক্ষেপ, তাহার কার্যনির্দেশ ;—১৭ হোমের স্তম্ভ স্থানী হইতে প্রবেশ দ্বারা অগ্নিহোত্রেই হোমের চারিবার দুই তুলিয়া লওয়া, তিনি তাহা আহবানীয়ের অপর ভাগে বা রাখিয়া বাত ধরিয়াই হোম করেন, তাহার প্রয়োজন, পূর্ব আহুতির সম্বন্ধে এই নিয়ম, বিধৌ আহুতিতে তাহা রাখিয়াই হোম করিতে হয়, এই বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করিবার কল ;—১৮ হোমপ্রভৃতি কাব্যের সংখ্যাউল্লেখ যজ্ঞের প্রশংসা ;—১৯-২০ হোমপ্রভৃতি কার্যের প্রয়োজনপ্রদর্শন, হোমাবির দ্বারা দেবপ্রভৃতি (যজ্ঞ) বিবরণ থাকেন, প্রজা ও পশুপক্ষের যজ্ঞে ভাগপ্রাপ্তির উল্লেখ ;—২১ যা জ ব কো র মতে অগ্নিহোত্রে হবির্ধ্বজ্ঞ নেহ, পাকযজ্ঞ বলিয়া ইহাকে মনে করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে বৃদ্ধি ;—২২ অগ্নিহোত্রে দুইটি আহুতি দিবার কারণ ;—২৩ পূর্ণাহুতি ও উত্তরাহুতির প্রশংসা ;—২৪-২৮ সেট

আহুতিবহ্নের সমগ্রকণ্ঠ-অবগ্রকণ্ঠ-বিধানের জন্য ভূত-ভবিষ্যৎ জাত-অনিয়ামাণ ইত্যাদি বস্তুরূপে বর্ণনা, এবং ঐ দক্ষ বহ্নের আত্মা (নিম্ন) ও প্রদাসপুত্ররূপে কল্পনা, তাহাদের যথাক্রমে প্রত্যক্ষ-প্রত্যক্ষক বর্ণনা ;—২৯ পূর্বাহুতি মন্ত্রপূর্বক, এবং উত্তরাহুতি অবগ্রক পৃথক্ হোম করা হয় ;—৩০ সায়াং ও প্রাতঃকালের হোমের মন্ত্র, তাহার যোগ্যতাপ্রতিপাদন ;—৩১ ত ত্বা ব্রহ্মবর্চসকাম আক শির জন্ত মন্ত্রান্তর ব্যবহার করিদ্ধাঙ্কিতেন, তদবহারে ব্রহ্মবর্চসপ্রাপ্তি ;—৩২ সায়াং-হোম-মন্ত্রের প্রাণংদা ;—৩৩ প্রাহুর্হোমমন্ত্রের প্রাণংদা ;—৩৪-৩৫ এতদ্বিষয় চৈ ন কি জী ব ল-কর্তৃক আক শির মন্তের বস্তন, প্রাতঃকালে মন্ত্রান্তরেব বিধান ও তাহার প্রাণংদা ;—৩৬ চৈ ন কি জী ব ল-কর্তৃক যুক্তি, এই পক্ষ উদ্ভিত হোমকারিগণের, ইহার দোষপর্যন ;—৩৭-৩৮ অনুরিত-হোমপক্ষে মন্ত্রান্তরের বিধান, ইহাতে প্রত্যক্ষভাবেই অগ্নি ও সূর্য্যকে হোম করা হয় ;—৩৯ হোদাবশিষ্ট স্রবোর অত্রাক্ষণ-কর্তৃক পানের নিবেদন ।]

১। সূর্য্যই আগ্নিহোবঃ যেহেতু ইহা অ গ্নে আহুতি হইতে উদ্ভিত হইয়াছিল, সেট জন্ত সূর্য্য আগ্নিহোএ ।

২। যিনি মনে করেন যে, ইহাতে (অগ্নিতে) তিনি (সূর্য্য) থাকিতে থাকিতে আমি ইহা (হব) হোম করিব, তিনি সায়াংকালে (সূর্য্য) অন্তর্মিত হইলে হোম করেন। যিনি মনে করেন যে, ইহাতে (অগ্নিতে) তিনি (সূর্য্য) থাকিতে থাকিতে আমি ইহা হোম করিব, তিনি প্রাতঃকালে (সূর্য্য) অন্তর্মিত থাকিতেই হোম করেন। এই জন্ত তাঁহারা সূর্য্যকে আগ্নিহোত্র বলিয়া থাকেন।

৩। তিনি (সূর্য্য) যখন অন্তঃগমন করেন, তখন গর্ভ (-স্বরূপ) হইয়া বানি (-রূপ) অগ্নিতে প্রবেশ করেন ;^১ তিনি (এষ্টরূপে) গর্ভ হইলে, তদনুসরণে সমস্ত প্রজাতি গর্ভ হয় ; কেননা, তাহারা (সেট সময়ে) রুপ্ত ও একমত হইয়া শয়ন করে। আর রাত্রি যে ইঁগকে (সূর্য্যকে) আচ্ছাদিত করে, (তাহার কারণ এই যে), গর্ভ আচ্ছাদিত হইয়াই থাকে ।

১। ১. ২. ২. ৬।

২। ত্রঃ—“অগ্নিং বাবাদিতাঃ সাক্র প্রবশতি...উদ্যাক্র বাবাদিতানগ্নিরমুসমারোহতি—”
তৈ. ব্রা. ২. ১. ২. ২। অত্রত্য তৈত্তিরীয়শ্রুতি অবলম্বন করিয়াই বিরূপদ্রাঘে (২ অং. ৮. ২১-২২) উক্ত হইয়াছে—“প্রজা বিববন্তো রাজাবন্তা গচ্ছতি তান্বরে। বিশত্যগ্নিমতো রাত্নৌ বহির্দূরং প্রকাশতে ॥ বহির্শাশ্বত্বা তানুং দিনেদাবিশতি দ্বিধ। অতীব বহিঃসংযোগদতঃ সূর্য্যঃ প্রকাশতে ॥” শ্রীধরদাসী ইহার বাবায় পূর্ব্বোক্ত তৈত্তিরীয়শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন ।

৪। তিনি যে সায়াংকালে (সূর্য্য) অন্তর্মিত হইলে হোম করেন, তাহা গৰ্ভ (-অবস্থায়) অবস্থিত ইহাকেই (সূর্য্যকেই) লক্ষ্য করিয়া হোম করেন ; গৰ্ভ (-রূপে) অবস্থিত ইহাকে লক্ষ্য করিয়া হোম করেন বলিয়াই এই গৰ্ভ-গমুহ আহার না করিয়াও জীবিত থাকে।

৫. আর যে তিনি প্রাতঃকালে (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতেই হোম করেন, তাহাতে তিনি ইহাকে উৎপাদিতই করিয়া থাকেন,* এবং ইনি তেজ হইয়া দোষামান হইয়া উদ্ভিত হন। তিনি যদি এই আহুতি হোম না করেন, তবে ইনি নিশ্চয়ই উদ্ভিত হন না। তিনি সেহ অস্ত্রই এই আহুতি হোম করিয়া থাকেন।*

৩। সায়াং হোমের দ্বারা গৰ্ভের বৃদ্ধি, এবং প্রাতঃহোমের দ্বারা তাহার জন্ম অর্থাৎ প্রসব হইয়া থাকে, ইহাই এখানে তাৎপর্য্য।

৪। এ স্থলে জানিতে পারা যেন যে, অগ্নিহোমে সায়াং ও প্রাতঃকালে হোম হয়, এবং এই হোম সায়াংকালে সূর্য্য অন্তর্মিত হইলে, এবং প্রাতঃকালে সূর্য্য অনুদিত থাকিতেই বিধেয়। এই উভয় হোমের মধ্যে সায়াংকালের হোম যে সূর্য্য অন্তর্মিত হইলে করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে সকলেরই একমত। আছে, কিন্তু প্রাতঃকালের হোমের সম্বন্ধে প্রবানত দুইটি মত দেখিতে পাওয়া যায় ; এক পক্ষ বলেন যে, সূর্য্য অনুদিত থাকিতেই হোম করিতে হইবে ; এবং অপর পক্ষ বলেন যে, সূর্য্য উদ্ভিত হইলে হোম বিধেয়। শতপথব্রাহ্মণে অনুদিত হোমপক্ষই বৃহীত হইয়াছে, তাহ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ; কেবল তাহাই নহে, হোমের পরে (৯ম ও ৩৯শ কণ্ডিকায়) উদ্ভিতহোমকে নিন্দ্যাত করা হইয়াছে। অপর পক্ষে ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৫. ৫. ৪-৬) বিপুল প্রযত্নে প্রবলভাবে অনুদিতহোমের নিন্দ্য্য করিয়া উদ্ভিতহোমেরই স্তুতি করা হইয়াছে। আবার তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে প্রথমে (২. ১. ২. ৭) উদ্ভিতপক্ষ বিধান করিয়া পরে (২. ১. ২. ১২) তাহার নিন্দ্য্য করা হইয়াছে, এবং অনুদিতপক্ষের বৃদ্ধতা প্রতিপাদিত হইয়াছে (“তস্মাদ্ বহু উৎসং তবৈব সম্ভাতি”)। ইহার ফলে দেখা যায় পরবর্তী কোন কোন মুক্তপ্রভৃতি গ্রন্থে বিকলিতভাবে উভয় পক্ষই স্থান পাইয়াছে। “পুরোদয়াৎ প্রাঙ্কৃতোদিতোহনুদিতে বা প্রাতঃসাহিত্যং জুহোয়াৎ”—গো. পূ. সূ. ১. ১. ২৮। কোন কোন স্থলে বঙ্গবাসেই উপর নির্ভর করা হইয়াছে যে, উদ্ভিত-অনুদিতের মধ্যে তিনি যে-কোন পক্ষ গ্রহণ করিবেন। ঙ্ :—শাখ্য। শ্রৌ. ২. ৭. ১—৫, ও ৩৬-ভাষ্য ; (See also the remarks on this point made by Dr. Alfred Hillebrandt in the Preface to his edition of the শাখ্যায়ন-শ্রৌতব্রহ্ম published from the Asiatic Society of Bengal, pp. X-XII) ; আপ. বৌ. সূ. ৫. ৮—১০।

* সমু (২. ১৫) ও গোতিলসংহাসংগ্রহকার (১. ৭২) বলিয়াছেন—“উদ্ভিতেহনুদিতে চৈব সমদ্বাধু-

৬। অহি যেমন স্বক্ (ষোলস) হইতে নির্মুক্ত হয়, ইনিও (সূর্য্যও) এই-রূপ পাপ রাক্তি হইতে নির্মুক্ত হন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোম হোম করেন, অহি যেমন স্বক্ হইতে নির্মুক্ত হয়, তিনিও সেইরূপ সমস্ত পাপ হইতে নির্মুক্ত হন। ইহারই (সূর্য্যের) উৎপত্তির (উদয়ের) পর এই প্রজাসমূহ উৎপন্ন (জাগ্রিত) হয়, এবং স্বাপ্রয়োজনে (নিজ নিজ কার্য্যে) পবিত্র হইয়া থাকে।

৭। তিনি যে আদিত্যের অন্তর্গমনের পূর্বে (গার্হপত্য হইতে) আহবনীয়কে উদ্ধরণ করেন (উঠাইয়া লইয়া বান, তাহার কারণ এই)—“বিশ্ব দেবগণই (সূর্য্যের) রশ্মিসমূহ ; এবং (এই রশ্মিসমূহের) উপরি অবস্থিত অথবা

বিত্তে তথা। সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞ ইতীহ্য বৈদিকী শ্রুতিঃ।” আবার এই উক্তিত্ত-অনুদিত সময়-নির্দেশেও বিবিধ প্রকার দোষা দায়। অনুদিত বিবিধ, অনুদিত ও সময়স্থায়িত। যোভিলগদাদ-গহকার (১. ৭৩—৭৫) ইহাদের লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন—“গতঃ যোভিলমে ভাগে গহনক্ষত্রভূমিতে। অনুরাগ বিজানীয়াৎ হোমস্তত্র প্রকরয়েৎ।” ওতঃ প্রভাতসময়ে নষ্টে নক্ষত্রমন্তলে। রবিস্থিতং ন দৃশ্যতে সমরাস্থায়িতং সূর্য্যং। রেখাস্তত্র দৃশ্যতে রশ্মিভিক্ত সমবিতং। উহয়ং তৎ বিজানীয়াৎ হোমং কৃত্বাণ বিবেকঃ।” কর্ত্ত্বপ্রদীপে (অর্থাৎ ছন্দোপরিপাঠে, ১. ৯. ২—৫) এতৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে :—“হস্তাশ্বর্ষঃ রবির্দ্বাষট্ শিবিং হিবা ন গচ্ছতি ; তাবচ্ছানবিধিঃ পুণ্যো নানোহিত্বাঙ্গিগ্ৰহামিনাম্। যাবৎ সমান্ত ন ভাবন্তে নতস্তু কাশি সর্ব্বতঃ। ন চ লোহিতানাশ্রোতি তাবৎ সারক্ লুয়তে।” অপরন্তু-শ্রোতান্ত্রে সারংহোমে তিনটি কাল বিহিত হইয়াছে, যথা—প্রথমনক্ষত্রমর্শনে, অথবা প্রদোষে (প্রথম বায়ে), অথবা নিশায় (দ্বিতীয় বায়ে)। ই স্থলে প্রাতঃগোমে চারিটি কাল উক্ত হইয়াছে ; যথা—উষায় (পূর্ব্বমিচ্ প্রকাশিত হইলে), উপোময়ে (উদয়ের পূর্ব্বসময়ে), সমর্য্যাবিধিতে (সূর্য মণ্ডল লৈব্দ আবৃত্ত হইলে), অথবা উদ্বিতে (সূর্য্যমণ্ডল উদ্বিত হইলে)। আগ্নেয়সময়ে কালান্ত্রেও হোম করিতে পারা যায় ; আগ্নেয় ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্নে, যথাক্ষ বা অপরাহ্নেও প্রাতঃহোম করিতে পারেন ; এবং সারংহোম পূর্ব্বাহ্নে, যথারাত্র ও অপরাহ্নেও করিতে পারা যায়। অ :—আপ. শ্রো. ৩. ৪. ৮—১১। এই ত তেল নিত্য অগ্নিহোত্রহোমের কালের ব্যবস্থা, আবার কামাহোমের জন্তু বিবিধ কালের বিধান আছে, অঃ—ক. শ্রো. ৩. ১৫. ১২—১৫। আবার কামনাবিশেষে অগ্নির বিশেষ বিশেষ অবস্থায় হোমের বিধান আছে, তাহা পরে (২. ২. ৪. ২—১৩) উক্ত হইবে (ক. শ্রো. ৪. ১৫. ১৩—২০)। বিশেষ বিশেষ রূপে হোম করিলেও বিশেষ বিশেষ ফল লাভ হয় ; আলোচ্য—ক. শ্রো. ৪. ১৫. ২১—২৮।

৮। অগ্নিহোত্র হোমের জন্তু পূর্বে যথাবিধি আহবনীয়ধ্বজের সংস্কার করিয়া গার্হপত্য হইতে

শ্রেষ্ঠ) যে জ্যোতিঃপ্রতিষ্ঠা, তাহা প্রজাপতি, বা ইন্দ্র। সে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করেন, বিশ্বদেবগণ তাঁহার গৃহে আগমন করেন; কিন্তু (আহবনীয়) উদ্ধৃত না হইলে তাঁহার বাঁজার (অগ্নিহোত্র) আগমন করেন, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহা চলিয়া যান;* এবং বাঁজার নিকট হইতে দেবগণ চণ্ডিয়, বাণ, তাঁহার পক্ষে তাহা (অগ্নিহোত্র) ঋদ্ধিহীন হয়; এবং সেট ঋদ্ধিহীনতা লক্ষ্য করিয়া,—যে ব্যক্তি জানে, বা যে না জানে,—(সকলো) বলিয়া থাকে যে, (আহবনীয়কে) অল্পদ্রব্য দেখিয়া সূর্য্য অন্তর্গমন করিয়াছেন।

৮। তিনি যে আদিতির অন্তর্গমনের পূর্বে আহবনীয়কে উদ্ধরণ করেন, (তাঁহার অপরাধ কারণ এই যে),—যেমন কোন শ্রেয়ান্ ব্যক্তি আমিবেন বলিয়া (লোকে) উপস্থাপিত আসনের দ্বারা* তাঁহার উপাসনা (সংকার) করিয়া থাকে, ইত্যাদি সৌকর্য্য; তাঁহার বাঁজার (আহবনীয়) উদ্ধৃত হইলে আগমন করেন, তাঁহার আহবনীয় প্রবেশ করেন ও তাঁহার আহবনীয়েই নিবিশিষ্ট থাকেন।

৯। তিনি যে সায়ংকালে (সূর্য্য) অন্তর্মিত হইলে হোম করেন, তাহাতে অগ্নিতে প্রবিষ্ট এই দেবগণকেই হোম করিয়া থাকেন; আর যে প্রাতঃকালে (সূর্য্য) অন্তর্মিত থাকিলে তিনি হোম করেন, তাহাতে অগ্নিহোত্র ইহাদিগকেই (দেবগণকেই) হোম করিয়া থাকেন। সেতুহোত্র আ স্মৃতি বলেন—‘আমরা মনে করি যে, বাঁজার (সূর্য্য) উদ্ভূত হইলে হোম করেন, তাঁহাদের অগ্নিহোত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়;’ শূক্ৰ গৃহে (কেহ অন্নপানাদি) আহরণ করিলে, তাহা যেরূপ হয়, ইত্যাদি সৌকর্য্য হইয়া থাকে।*

অল্প অগ্নি উঠিয়া লইয়া এই আহবনীয়কে স্থাপন করিতে হয়; ইহা সূর্য্যাস্তের ও সূর্য্যোদয়ের পূর্বে বিধেয়; কা. প্রো. ৪. ১২. ২।

৬। আহবনীয় উদ্ধৃত হইলে রশ্মিরূপ দেবসমূহ তাহাই আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারেন (অর্থাৎ—সূর্য্য অন্তর্গমন করিলে তাহা অগ্নিতে থাকে); কিন্তু তাহা উদ্ধৃত না হইলে আশ্রয়ের অভাবে তাঁহার চলিয়া যান—সায়ংকাল; তুল্য :—১. ১. ১. ৭; ২. ১. ৪. ১—২।

৭। “আবসন্ধান উপকল্পেন;” সায়ংকালে আবসন্ধানের অর্থ করিয়াছেন আসন—“আবসন্ধান ইতি আবসন্ধান আসনং।”

৮। অর্থাৎ প্রাণীতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন।

১০। জীবন (অর্থাৎ জীবনসাধন পদার্থ) দ্বিবিধ ; যথা—সমূল ও অমূল । এই উভয়ই দেবগণের, এবং মনুষ্যগণ তাহা আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে । পশুসমূহই অমূল, এবং ওষধিসমূহই সমূল ; অমূল পশুসমূহ সমূল ওষধি সমূহকে ভক্ষণ করে ও জল পান করে, এবং তাহার পর এই (হৃদরূপ) রস সন্তুত হয় ।

১১। তিনি যে সায়াংকালে (সূর্য্য) অন্তর্মিত হইলে হোম করেন, তাহাতে তিনি এই মনে করেন যে, ‘এই জীবন (স্বরূপ) রসের (ভাগ) দেবগণকে হোম করিব ; কেননা, ঠাণ্ডা (রস) ইঁহাদের (দেবগণের), এবং তাহাই আশ্রয় করিয়া আমরা জীবিত আছি ।’ তিনি তাহার (হোমের) পর রাজিতে বাহা ভোজন করেন, তাহা হৃতাবশিষ্টই ; তিনি তাহা হইতে দেবভাগ (বলি) নিষ্কৃষ্ট করিয়া ও তাহা প্রদান করিয়া (ঐ অবশিষ্ট) ভোজন করেন ; কেননা, যিনি অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি হৃতাবশিষ্টই ভোজন করিয়া থাকেন ।

১২। আর যে তিনি প্রাতঃকালে (সূর্য্য) অন্তর্মিত থাকিতে হোম করেন, তাহাতে তিনি মনে করেন যে, ‘আমি জীবন (স্বরূপ) এই রসের (ভাগ) দেবগণকে হোম করি, কেননা, ঠাণ্ডা ইঁহাদের ; এবং উষ্ণই আশ্রয় করিয়া আমরা জীবিত আছি ।’ তিনি তাহার পর দিবানে বাহা ভোজন করেন, তাহা হৃতাবশিষ্টই ; তিনি তাহা হইতে দেবভাগ নিষ্কৃষ্ট করেন ও তাহা প্রদান করিয়া (ঐ অবশিষ্ট) ভোজন করেন ; কেননা, যিনি অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি হৃতাবশিষ্টই ভোজন করিয়া থাকেন ।

১৩। এতদ্বিধে তাহার বলিয়া থাকেন—‘অল্প সমস্ত যজ্ঞ সমাপ্ত হয়, কিন্তু কেবল অগ্নিহোত্রই সমাপ্ত হয় না । দ্বাদশ সংবৎসর (-সাপ্য সংবৎসর) অস্ত আছে, কিন্তু ঠহারই (অগ্নিহোত্রেরই) অস্ত নাই ; কেননা, (অগ্নিহোত্রী) সায়াংকালে হোম করিয়া জানেন যে, ‘আমি (আবার) প্রাতঃকালে হোম করিব ; এবং প্রাতঃকালে হোম করিয়া জানেন যে, ‘(আমি আবার) সায়াংকালে হোম করিব ।’ অতএব অগ্নিহোত্র অপরিসমাপ্ত ; এবং ঠহার অপরিসমাপ্তি অনুকরণ করিয়া এই অপরিসমাপ্ত প্রজাসমূহ উৎপন্ন হয় । যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রকে এইরূপ অপরিসমাপ্ত জানেন, তিনি স্ত্রী ও প্রজার অপরিসমাপ্ত হন ।

১৪। তিনি (অধবর্ষী) তাহা (দুগ্ধ) দোহন করিয়া (গার্হপত্য অগ্নির উপর) স্থাপন করেন, কেননা, তাহা পাক করিতে হইবে। তদ্বিষয়ে তাহারা বলেন যে, ‘যখন তাহা পক হইয়া (পাত্রের) প্রান্ত পর্য্যন্ত (কাঁপিয়া) উঠিবে, তখন (তাহা) দ্বারা চোম করিব।’ কিন্তু তিনি প্রান্ত পর্য্যন্ত উঠিতে দিবেন না; কেননা, তিনি যদি প্রান্ত পর্য্যন্ত উঠিতে দেন, তবে তাহা উপদগ্ধ করিয়া ফেলিবেন; রক্ত উপদগ্ধ হইলে তাহা অমুৎপাদক হইয়া পড়ে।’ অতএব তিনি প্রান্ত পর্য্যন্ত উঠিতে দিবেন না।

১৫। তিনি (ঐ দুগ্ধ অগ্নির উপর) স্থাপন করিবার পরেই হোম করিবেন; ইহা অগ্নির রেণু বলিয়া পাক করাত (অর্থাৎ উষ্ণ) থাকে, এতজন্ত তাহারা যে ইহাকে (অগ্নির উপর) স্থাপন করেন, তাহাতেই’’ ইহা পক হইয়া যায়। অতএব তিনি (অগ্নির উপর) স্থাপন করিবার পরেই হোম করিবেন।

১৬। ‘(তাহা) পক হইয়াছে (কি না, তাহা) জানিব’ এই মনে করিয়া গিনি (অধবর্ষী, জলন্ত তৃণ দ্বারা) তাহার শাস্তির জন্ত ও রসের সমগ্রতার জন্ত তাহা প্রকর্শিত করেন।২২ অনন্তর তিনি (তাহার মধ্যে স্রবের দ্বারা কপিং) জল আসেচন করেন। যখন বৃষ্টি হয়, তখন ওষধিসমূহ জাত হয়; এবং

২। দুগ্ধ পাক করিবার পূর্বে আরও বিধি আছে :—যে গাতীর দুগ্ধে অগ্নিহোত্রে দে’ হইবে, তাহার পুরুষ বৎস থাকিবে। বোহনের সময় এই গাতী বিহারের দক্ষিণ দিকে পুরু উত্তর-মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে, এবং শূদ্রের জাতি শূদ্রের নিমিত্ত যুগ্ম পাত্রকে উর্দ্ধমুখ করিয়া ইহাকে দোহন করিবে! অবধূঁ। ঐ দুগ্ধ জলে দিবার জন্য গার্হপত্যখরের মধ্যেই কিছু অম্বার পৃথক করেন, এবং তদনন্তর গাতীর নিকট গমনপূর্বক ঐ দুগ্ধ আনিয়া গার্হপত্যে পাক করেন। কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১ ইত্যাদি, বাজিক্ষেপ-পদ্ধতি।

১০। পরঃ যে অগ্নির রক্ত, তাহা পূর্বে (২-২.২.১৫) উক্ত হইয়াছে।

১১। অর্থাৎ কেবল স্থাপনমাত্রই ঐ দুগ্ধ জল বেওয়া হয়, প্রান্ত পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিবার আর কোন প্রয়োজন থাকে না।

১২। “অব্যজোত্তরতি”—অব্যজোত্তরতি; দা—দা; তুল—প্রাকৃত ও পালি, পালিপ্রকাশ ১৫২২, ১৮পৃ; কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র (৪. ১৪. ৫) ইহা অবলম্বনে ‘অব্যজোত্তা’ না বলিয়া ‘অব্যজোত্তা’ বলা হইয়াছে। নিবন্ধ্যতে (১. ১৬) অগ্ননার্থক ধাতুর মধ্যে যোজ্যে, জোজ্যে উভয়ই পঠিত হইয়াছে।

ওষধিসমূহ ভোজন ও জল পান করিবার পর এই রস সম্ভূত হয় ; অতএব রসেরই সমগ্রতার জন্ত (তিনি তাহাতে জল আসেচন) করেন ; এবং এই নিমিত্তই যদি ইহাকে কেবল দুগ্ধ পান করিতে হয়, তাহা হইলে শাস্তির জন্য ও রসের সমগ্রতার জন্য তাহার মধ্যে উদকবিন্দুকে আসেচনীয় বলিতে হয় ।

১৭। অনন্তর তিনি (স্থালী হইতে ঋষের দ্বারা অগ্নিহোত্রহবনীতে চারিবার^{১০} দুগ্ধ) উঠাইয়া লন ; কেননা, এই দুগ্ধ চারি প্রকারে বিহিত হইয়াছে ।^{১১} অনন্তর তিনি সন্দোপ্ত (সমিধের উপর)^{১২} হোম করিবার জন্ত (ঐ অগ্নিহোত্রহবনীয়-দণ্ডের উপর) এক ধানি সামিৎ ধারণ করিয়া (গার্হপত্য হইতে আহবনীর নিকট) গমন করেন ।^{১৩} তিনি তাহা (আহবনীর) অপরভাগে স্থাপন না করিয়াই, (অর্থাৎ হাতে ধারণাই), পূর্ব আচ্ছতি হোম করিবেন । তিনি যদি তাহা (সেখানে) স্থাপন করেন, তাহা হইলে, যে ব্যক্তির জন্য ভোজ্য বস্তু আহরণ করিতে হইবে, তাহার (পূর্বেস্থিত পাত্রে তাহা না দিয়া) যথা (পথে) তাহা প্রাক্ষিপ্ত করিলে, তাহা বেগন হয়, তাহাও সেইরূপ হইয়া থাকে । আর যদি তিনি স্থাপন না করিয়া (ঐ আচ্ছতি হোম করেন), তাহা হইলে, তাহার জন্ত ভোজ্য বস্তু আহরণ করিতে হইবে, তাহার নিকটে তাহা আহরণ করিয়াই স্থাপন করিলে, তাহা বেক্রপ হয়, তাহাও সেইরূপ হইয়া থাকে ।^{১৪} তিনি তাহা স্থাপন করিয়া^{১৫} দ্বিতীয় (আচ্ছতি) হোম করিয়া থাকেন । তিনি তহাতে^{১৬}

১৩। অমর দ্বি-প্রবরীয়পণের হনিঃ পঞ্চবর্ণিত হয়, তাহাদের পক্ষে পাঁচবার গ্রহণ করিতে হইবে । কা. শ্রৌ. ১. ৯. ৩-৫, ৪. ১৪. ১০, শাস্তিকণ্ঠের ব্যাখ্যা ; জঃ—১. ৫. ৫. ৮ ।

১৪। অর্থাৎ গাতার চারিটি স্তন হইতে তাহা দোহন করা সিদ্ধ আছে ।

১৫। সাধারণ লিখিয়াছেন—“সন্ধিদ্ধে অগ্নৌ ;” কিন্তু জটুবা—কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১৪ ; যে অগ্নি সমিধে প্রদীপ্ত, তাহাতে হোম বিষয়ে—এই অর্থ করিলে সাক্ষণের ব্যাখ্যা সম্মত হইতে পারে ।

১৬। বিশেষ বিধির জন্ত জঃ—কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১২ ।

১৭। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে ২. ১. ৫. ৮) স্থাপনপক্ষই বিহিত হইয়াছে, এখানে তাহাই নিষিদ্ধ হইল ।

১৮। কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১৬ ।

১৯। স্থাপন ও অস্থাপনে ।

ইহাদিগকে (ঐ উভয় আহুতিকে) বিভিন্নসামর্থ্যযুক্ত করিয়া থাকেন।
মন ও বাক্যই এই আহুতির দ্বয় ; এবং তিনি ইহাতে মন ও বাক্যকেই (স্বভাব-
ভেদে) পৃথক্ করেন ; এই জন্যই মন ও বাক্য সমান হইয়াও পৃথক্ ('নানা') ।

১৮। তিনি হুইবার অগ্নিতে হোম করেন, হুই বাব (অকের প্রণালিকাকে)**
মাৰ্জ্জন করেন, হুইবার (অক্রে অবশিষ্ট দ্রব্যরূপ হবি) ভোজন করেন,** এবং
চারিবার (হালী হইতে অক্রে দ্রব্য) উঠাইয়া লন ;** অতএব তাহা দশটি কার্য,
এবং বিরাট্ (ছন্দ) দশাক্ষরই, ও বিরাট্‌ই যজ্ঞ (স্বরূপ) ; অতএব তিনি ইহাতে
যজ্ঞকে বিরাট্‌ই অভিসম্পন্ন করেন ।

১৯। তিনি যে অগ্নিতে* হোম করেন, তাহাতে দেবগণেরই নিকটে হোম
করিয়া থাকেন, এবং সেই জন্তই দেবগণ বিদ্যমান আছেন ।** তিনি যে (অক্-
প্রণালিকা) মাৰ্জ্জন করেন, তাহাতে পিতৃগণ ও ওষধিসমূহের নিকট হোম
করেন, এবং তাহাতেই পিতৃগণ ও ওষধিসমূহ বিদ্যমান আছেন । আর যে
তিনি হোম করিয়া ভোজন করেন, তাহাতে মনুষ্যাগণের নিকটে হোম করেন,
এবং সেইজন্তই মনুষ্যাগণ বিদ্যমান আছে ।

২০। যে সকল প্রজা যজ্ঞে ভাগগ্রহিত, তাহারা পরাতুত ; এবং এই যে
সমস্ত প্রজা অপরাভুত, তিনি তাহাদিগকে যজ্ঞের আরম্ভে ইহার দ্বারা ভজনা
করিয়া থাকেন ; এবং তাহাতেই পশুসমূহ (যজ্ঞে) ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছে, কেননা
পশুসমূহ মনুষ্যাগণের অনুগামী (অবীন) ।

২০। মূগ বা অগ্নিতাপের যে স্থান দিয়া তরল পদার্থ গলিয়া গড়্বে ।

২১। অনাদিকা অনুগির দ্বারা হুতাবশিষ্ট প্রকৃত হবি হুইবার ভোজন করিতে হয় ;
কা. শ্রৌ ৪. ১৪. ২৬ ।

২২। এই সময়ে স্থানীতে দ্রব্য অবশিষ্ট রাখিতে হয় এবং হোম শেষ হইলে ব্রাহ্মণে তাহা
ভোজন করে ; অঃ—৩১ কতিকা ; কা. শ্রৌ ৪. ৩৪. ১১।

২৩। “তস্মাদ্ দেবো সত্তি ;” সাধন ব্যাখ্যা করিয়াছেন—অগ্নিতে প্রাকৃত অগ্নিহোজ-হবির দ্বারা
পুতপত্রীয় হুইবা সর্বদা বিদ্যমান আছেন । কিন্তু যোগ হইলে যজ্ঞে তাহারা ভাগপ্রাপ্ত হইয়া বিদ্য-
মান থাকেন, এইরূপ ভাষণার্থ করিলেই তাক্ হয় । পংবর্তী ২০শা কতিকা জটয়া । বর্তমান
কতিকার অন্যান্য স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে ।

২১। এতদ্বিষয়ে বা জ্ঞা ব ক্য বলিয়াছেন—(অগ্নিহোত্রকে হ বি ব্-) যজ্ঞে র
নাম্ন মনে করিতে হইবে না, পাক যজ্ঞে র ভ্রায় (মনে করিতে হইবে) ;
কেননা, তিনি অপর (হবিব্-) যজ্ঞে (হবি হইতে) ঋকে বাহা ঋণ্ডিত করিয়া
লন, তৎসমস্ত অগ্নিতে হোম করেন, কিন্তু এখানে (অগ্নিহোত্রে) তিনি (কিক্বিৎ)
হোম করিয়া ও (অবশিষ্ট কিক্বিৎ গ্রহণপূর্বক) বহির্গত হইয়া** আচমন ও
নিঃশেষরূপে লেহন করেন ; এবং ইহা পাকযজ্ঞের লক্ষণ । অতএব ইহার
(অগ্নিহোত্রের) এই (পাকযজ্ঞের) লক্ষণ পণ্ডিতকর ; কেননা, পাকযজ্ঞ
পণ্ডিতকর ।

২২। ঐ বাহা (যে আহুতিকে) প্রজাপতি ঋগে হোম করিয়াছিলেন,**
তাঁহাই এই একটি আহুতি (পূর্বাহুতি) । আর যেহেতু ইহার পরে তাঁহারা—
অর্গাৎ অগ্নি, ঐঐ বাহা (বায়ু) বহিত্তেছে, এবং সূৰ্য্য,—(হোম করিয়া) অব-
স্থান করিয়াছিলেন,** সেই জন্য এই দ্বিতীয় আহুতি হোম করা হইয়া থাকে ।

২৩। ঐ যে পূর্বা হুতি, তাহা অগ্নিহোত্রের দেবতা, সেই জন্য তিনি
ইহাকে (ইহার উদ্দেশ্যে) হোম করেন।** আর যে দ্বিতীয় আহুতি (উত্তরা
হুতি), তাহা ঋষ্টকৃত্তের সমান ; সেই জন্যই তিনি তাহা উত্তর ভাগে হোম
করেন ; কেননা ইহাই ঋষ্টকৃত্তের দিক্ ।** এই দ্বিতীয় আহুতি মিথুনের জন্যই
হোম করা হইয়া থাকে, কেননা মিথুন দ্বন্দ্ব (ছুটি) হইয়াই উৎপাদক হয় ।

২৪। “হোবাৎসপা ;” সাধারণ লিখিয়াছেন—“অগ্নৌ কিক্বে হুবা কিক্বিবশেষমুৎসপা বহির্নির্গমা ;”
অনুবাদ সাধারণসূত্রানুসারেই করা হইয়াছে । কা. শ্রো. (৩. ১৪. ২৭) বাখ্যায় ভাজিকৃত্তেব বলিয়াছেন
—“তিনি স্রুত্বিত্ত হুতশেষত্রবা পাত্রান্তরে গ্রহণ করিয়া (“উৎসপা”), অববা হস্তে করিয়া ভক্ষণ
করেন (“পাচাসতি”), এবং তাহার পর সেই পাত্র ব হস্ত অসকৃত্ত লেহন করেন ।”

২৫। ঋষ্টব্য—২.২.২.৪ ইত্যাদি ;

২৬। ২.২.২.১৮ ।

২৭। ইহার ভাষ্যার্থ আদিত্য স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই ; মূল—“স বা পূর্বাহুতিঃ সাগ্নহোত্রস্ত
দেবতা, তস্মাৎ তস্মৈ জুহোতি ।” হবির্ভজ্ঞের এখান আহুতির সহিত ইহার সম্বন্ধ কেন সূচিত হইয়াছে,
ইহার পরই ঋষ্টকৃত্ত হোম হইয়া থাকে ।

২৮। শ্রঃ—১.৬.১.২০ ।

২৪। এই আহতি দুইটি দ্ব্যস্তক ; ভূত ও ভবিষ্যৎ, জ্ঞাত ও জনিষ্যমাণ, আগত ও আশার বিষয়ীভূত, এবং অদ্য ও আগামী কল্য, ইহা (অর্থাৎ এই সকল) সেই দ্ব্যস্তকেরই অন্তরগণে হইয়া থাকে ।

২৫। আত্মাই ভূত ; কেননা, বাহ্য ভূত তাহা প্রত্যক্ষ,^{২৪} এবং আত্মাও প্রত্যক্ষ । প্রজাই^{২৫} ভবিষ্যৎ ; কেননা, বাহ্য ভবিষ্যৎ তাহা অপ্ৰত্যক্ষ,^{২৬} এবং প্রজাও অপ্ৰত্যক্ষ ।

২৬। আত্মাই জ্ঞাত ; কেননা, বাহ্য জ্ঞাত তাহা প্রত্যক্ষ, এবং আত্মাও প্রত্যক্ষ । প্রজাই জনিষ্যমাণ ; কেননা, বাহ্য জনিষ্যমাণ তাহা অপ্ৰত্যক্ষ, এবং প্রজাও অপ্ৰত্যক্ষ ।

২৭। আত্মাই আগত ; কেননা, বাহ্য আগত তাহা প্রত্যক্ষ, এবং আত্মাও প্রত্যক্ষ । প্রজাই আশার বিষয়ীভূত ; কেননা, বাহ্য আশার বিষয়ীভূত তাহা অপ্ৰত্যক্ষ, এবং প্রজাও অপ্ৰত্যক্ষ ।

২৮। আত্মাই অদ্য ; কেননা, বাহ্য অদ্য, তাহা প্রত্যক্ষ, এবং আত্মাও প্রত্যক্ষ । প্রজাই আগামী কল্য ; কেননা, বাহ্য আগামী কল্য তাহা অপ্ৰত্যক্ষ, এবং প্রজাও অপ্ৰত্যক্ষ ।

২৯। সেই যে পূর্বাহতি, তাহা আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া হৃত হইয়া থাকে ; তিনি তাহা মস্ত্রে দ্বারা হোম করিয়া থাকেন ; বাহ্য মন্ত্র, তাহা প্রত্যক্ষ, এবং আত্মাও প্রত্যক্ষ । আর বাগ উত্তরাহতি, তাহা প্রজাকে লক্ষ্য করিয়া হৃত হইয়া থাকে ; তিনি তাহা তুষ্ণোস্তাবে হোম করেন ; কেননা, তুষ্ণোস্তাব অপ্ৰত্যক্ষ ও প্রজাও অপ্ৰত্যক্ষ ।^{২৭}

৩০। তিনি (সাযংকালে এই মন্ত্রে পূর্বাহতি) হোম করেন—“অগ্নি জ্যোতি, জ্যোতি অগ্নি, বাহ্য ।”^{২৮} আর প্রাতঃকালে (এই বলিয়া হোম করেন) —“সূর্য্য জ্যোতি, জ্যোতি সূর্য্য, বাহ্য ।”^{২৯} ইহাতে সত্য দ্বারাই হোম করা হইয়া

২২। অর্থাৎ সঙ্কতিই।

৩০। “অদ্য ;” অর্থাৎ অনিচ্ছিত।

৩১। কা. শ্রো. ৪. ১৪. ২৪

৩২। “অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিঃস্বাঃ ।” বা. স. ৭. ১. ১ ; কা. শ্রো. ৪. ১৪. ১৪ ।

৩৩। বা. ২. ৩. ২. ২।

থাকে ; কেননা, যখন সূর্য্য অস্ত গমন করেন, তখন অগ্নি জ্যোতিঃ ; এবং যখন সূর্য্য উদিত হন, তখন সূর্য্য জ্যোতিঃ । বাহ্য সত্য দ্বারা হৃত হয়, তাহা “দেবগণের নিকটে গমন করে ।

৩১ । এতদ্বিধয়ে ত ক্সা^{১১} ব্রহ্মবর্চসকাম আ ক পি ব অন্য (এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র) উচ্চারণ করিয়াছিলেন—“অগ্নি তেজ (‘বর্চঃ’), জ্যোতিঃ তেজ, স্বাহা !” —“সূর্য্য তেজ, জ্যোতিঃ তেজ, স্বাহা !”^{১২} যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন তিনি ব্রহ্মবর্চসযুক্ত হন ।

৩২ । তাহাতে (প্রথম মন্ত্রে) উৎপাদনের লক্ষণ আছে । “অগ্নি জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃ অগ্নি, স্বাহা !”—এই বলিয়া তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ রেতকে দেবতা দ্বারা উভয়দিকে পরিগৃহীত করেন ; এবং রেত উভয়দিকে পরিগৃহীত হইয়াই (প্রজারূপে) উৎপন্ন হয় । অতএব তিনি ইহাতে ইহাকে উভয় দিকেই পরিগৃহীত করিয়া (প্রজারূপে) উৎপাদিত করিয়া থাকেন ।

৩৩ । আর তিনি প্রাতঃকালে বলেন—“সূর্য্য জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃ সূর্য্য, স্বাহা ।” ইহাতে জ্যোতিঃস্বরূপ রেতকে দেবতা দ্বারা উভয়দিকে পরিগৃহীত করেন ; এবং রেত উভয়দিকে পরিগৃহীত হইয়াই (প্রজারূপে) উৎপন্ন হয় । অতএব তিনি ইহাতে ইহাকে উভয়দিকেই পরিগৃহীত করিয়া (প্রজারূপে) উৎপাদিত করিয়া থাকেন ।

৩৪ । তদ্বিধয়ে চৈ ল কি জী ব ল^{১৩} বলিয়াছেন—“আ ক পি কেবল গর্ত্তই করেন, (তাহাকে আর প্রজারূপে) উৎপাদিত করেন না ।”^{১৪} অতএব তিনি ইহারই^{১৫} দ্বারা সায়াংকালে হোম করিবেন ।

৩৫ । কাশ্মাধায় ব ক উক্ত হইয়াছে ।

৩৬ । বা. স. ৩. ৯. ২-৩ । ব্রহ্মবর্চসকাম ব্যক্তির এই মন্ত্রই পাঠ্য ; বা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১৫ ।

৩৭ । “তদ্ব্যহোবাচ জীবনশৈলবিঃ ;” সায়াং এখানে ঐ ল কি (‘এ ল ক্ত পূজাঃ’) ধরিয়াছেন, কিন্তু এখানে চক্করের কোন আবশ্যকত্ব দেখা যায় না । রচনারীতি দেখিয়া চৈ ল কি পাঠই ভাল মনে হয় । Eggeling ইহাই করিয়াছেন ।

৩৮ । সায়াং বলিল—উভয়কালেই (৩১ শ কণ্ডিকা এইরূপ) দেবতাবাদী পন্থের ব্যাধি (রেতঃ-বাদী) জ্যোতিঃ শব্দ পরিগৃহীত (না ?) হওয়ার, পরিগৃহীত রেত অন্তরবহিত হইয়া কেবল গর্ত্তবহন-ভেদে থাকে, প্রজারূপে উৎপন্ন হয় না ।

৩৯ । “অগ্নি জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃ অগ্নি, স্বাহা”—ইহার দ্বারা (৩৩ শ কণ্ডিকা) ; বা. প. ৩.৯.১ । ‘ইহাতে গর্ত্ত ধৃত হয়’—সায়াং ।

৩৫।—‘এবং প্রাতে “জ্যোতিঃ সূর্য্য, সূর্য্য জ্যোতিঃ, স্বাহা।”’ তিনি ইহাতে জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মকে দেবতা দ্বারা বহির্ভাগে করেন ; ব্রহ্ম বহির্ভাগেই (প্রজারূপে) উৎপন্ন হয়, এবং তিনি ইহাকে (প্রজারূপেই) উৎপাদিত করিয়া থাকেন।’

৩৬। ‘অগ্নিষয়ে তাঁহারা বলেন—“তিনি সায়ংকালে অগ্নিতেই (বর্তমান) সূর্য্যকে, এবং প্রাতঃকালে সূর্য্যে (বর্তমান) অগ্নিকে হোম করিয়া থাকেন।’ কিন্তু তাহা উদ্ভিতহোমকারিগণেরই পক্ষে ; কেননা, যখন সূর্য্য অন্তঃগমন করেন, তখন অগ্নি জ্যোতিঃ (প্রকাশমান) হন, এবং যখন সূর্য্য উদ্ভিত হন, তখন সূর্য্য জ্যোতিঃ হন।” ইহার (যজ্ঞমানের) তাহা নিন্দা নহে ; কিন্তু ইহাই নিন্দা যে, যিনি অগ্নিহোত্রের দেবতা, সেই দেবতাকে (বধাক্রমে অগ্নি ও সূর্য্যকে) প্রত্যক্ষভাবে হোম করা হয় না। তিনি (সায়ংকালে) বলেন—“অগ্নি জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃ অগ্নি, স্বাহা।” এখানে তিনি “অগ্নিকে স্বাহা।” বলেন না ; প্রাতঃকালে (বলেন)—“সূর্য্য জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃ সূর্য্য, স্বাহা।” তিনি এখানে “সূর্য্যকে স্বাহা।” বলেন না।”

৩৭। তিনি (সায়ংকালে) ইহারই দ্বারা হোম করিবেন—“দেব সন্নিবাসনং সহিত—,” (তিনি ইহা) সন্নিবাসনং (নিজের) প্রেরণায় জ্ঞাত (বলেন) ; —“ইন্দ্রবতী রাজির সহিত—,” তিনি ইহাতে রাজির সহিত মিশ্রণ করেন, (যজ্ঞমানকে) ইন্দ্রের সহিত যুক্ত করেন, কেননা, ইন্দ্রই বজ্রের দেবতা ;—“প্রীত-

৩২। বা. স. ৩. ২. ৫ ; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ১১।

৩০। স. স্তম্ভ এখানে বলিতেছেন—“অতএব “অগ্নি জ্যোতিঃ...” ও “সূর্য্য জ্যোতিঃ...” এই যজ্ঞে অগ্নিহোত্র হোম করিলে পূর্ব্বোক্ত “তিনি ইহাতে গর্ভই করেন, (তাহাকে প্রজারূপে) উৎপাদন করেন না (৩৪ শ কণ্ডিকা),”—এই যে নিন্দা, তাহা হয় না। তবে কি উদ্ভিতহোমগণই গ্রহণ করিতে হইবে? এই আশঙ্কা করিয়া (তাহাতে বাক্যসম) দোষান্তর উক্ত হইতেছে।’

৩১। সায়ংকাল ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, উদ্ভিতহোমগণের এই দোষ যে, ইহাতে “অগ্নয়ে স্বাহা” “সূর্য্যায় স্বাহা” এইরূপে প্রত্যক্ষভাবে চতুর্ভাঙ্গপদপ্রয়োগে দেবতাকে হোম করা হয় না, কিন্তু ‘অগ্নি জ্যোতিঃ...’, ‘সূর্য্য জ্যোতিঃ...’, ইত্যাদি অধ্বন্যপদপ্রয়োগে অস্পষ্টভাবে দেবতার উল্লেখে হোম করা হইয়া থাকে। অতএব এগণকে দেবতার অস্পষ্টতাই দোষ।

৩২। বা. স. ৩. ১০. ১ ; কা. শ্রৌ. ৪. ১১।

মাণ অগ্নি (হবি) ভক্ষণ (বা ইচ্ছা) করুন ! স্বাগ !” তিনি ইহাতে প্রত্যক্ষ ভাবেই অগ্নিকে হোম করেন ।

৩৮। তিনি প্রাতে (ইহারই দ্বারা হোম করেন)—“দেব সন্নিভার সহিত —,”** (তিনি ইহা) সন্নিভূকর্তৃক (নিজের) প্রেরণার জন্য (বলেন) ;— “ইন্দ্রবতী উষার সহিত—,” তিনি ইহাতে দিবা বা উষার সহিত** মিথুন করেন, এবং (যজমানকে) ইন্দ্রযুক্ত করেন, কেননা, ইন্দ্রই ষজ্ঞের দেবতা ;—“প্রীয়মাণ সূর্য্য (হবি) ভক্ষণ করুন ! স্বাগ !” তিনি ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে সূর্য্যকে হোম করেন । অতএব তিনি এইরূপেই হোম করিবেন ।

৩৯। তাঁহারি বলিয়াছিলেন—‘কে আমাদের ইহা হোম করিবে ?’ ‘ব্রাহ্মণই ।’ ‘ব্রাহ্মণ, আমাদের ইহা হোম করুন !’ ‘তাহাতে আমার কি হইবে ?’ ‘(স্বাগ) অগ্নিহোত্রের উচ্ছিষ্ট ।’ তিনি স্বাগ স্রুকে অবশিষ্ট রাখেন, তাহা অগ্নিহোত্রের উচ্ছিষ্ট ;** আর স্বাগ তিনি স্থানীতে অবশিষ্ট রাখেন, তাহা ঠিক সেই প্রকার,—যেমন কেহ (শকটে) পরিবহন (বানোয় কিছু) গ্রহণ করেন (এবং অবশিষ্ট যাপাস্ত্রের যোগা থাকে) ।** অতএব যে কেহ তাহা পান করিবেন ; কিন্তু অত্রাহ্মণ তাহা পান করিবে না ; কেননা, তাঁহারি ইহা অগ্নিতে (পাকের জন্য) স্থাপন করিয়াছিলেন, (এবং তাহাতে ইহা পবিত্র ব্যবহারের জন্য স্থাপিত) ; অতএব অত্রাহ্মণ পান করিবে না ।**

৩৮। বা.স.৩.১০.২ ; কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১৪ ।

৩৯। এখানে বিভিন্ন পাঠি দৃষ্ট হয়, যথা—“অহুতি বা উষসি বাস”, “তদহুতি বাসসঃ বা,” ইহার মধ্যে প্রথম পাঠের “অহুতি বা” এই অংশ অধিক বোধ হয় ; ইহা ছাড়িয়া দিলে কাণ্ব-শাখার “উষসি বাসি বা” এই পাঠের সহিত সঙ্গত হয় ।

৪০। ব্র.—১২ ল কতিকা ।

৪১। “যথা পরীক্ষণে নির্বৃত্তপদ্ এবং তৎ ;” ব্রহ্মব্য সারণতাব্য, এখানে তৎশব্দম্বলনে ভাবানুবাদ করা হইয়াছে ।

৪২। কা. শ্রৌ. ৪. ১৪. ১১ ; ‘নারঃ ব্রাহ্মণস্ত পানে নিষয়ঃ । কিং তর্হি ? অত্রাহ্মণস্ত ঐতি-বেদোহয়দ্’—বাজিকরবে ।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১-৩ আহবোধাদি অগ্নির উপস্থান অর্থাৎ অর্চনা বিধানের অন্ত তৎসমূহের দেবতারূপে বর্ণন, ইহারা যজ্ঞমানেই (অথবা যজ্ঞমানের নিকটে) বাস করেন, কোন অগ্নি কোন দেবতার স্বরূপ তাহার উক্তি, কয়েকটি দেবতার নামের ব্যুৎপত্তি ;—৪—৫ ক্রিয়াক্রমে সেই সমস্ত দেবতারূপী অগ্নির উপস্থান হইতে পারে, তাহার উল্লেখ ;—৬ অরাহাধ্যাপন বা যজ্ঞপারিক্ষে প্রতিদিন আহরণ করিতে হয় না, প্রতিদিন আহরণ না করিলে যজ্ঞমানের শাস্ত্যাপন হয় ;—৭ উপবস্তুস্বয়ং দিন ঐ অগ্নি-আহরণের বিধান ;—৮ নবগৃহে তাহার আহরণবিধি, অগ্নিতে পাকার্থ সমস্ত অন্নের পাক, পাক করিবার অগ্নির কিছু না পাইলে ছুড়ই পাক করিতে হইবে, এবং তাহা ব্রাহ্মণে ভোজন করিবেন, “ যিনি এইরূপ করেন ও তাহার এইরূপ অনুষ্ঠান করা হয়, সেই যজ্ঞমানের শাস্ত্য নিকৃষ্টতম হইয়া পড়ে ;—৯ অগ্নি যখন প্রথম প্রজ্জ্বলিত হইয়া সধূম থাকে, তখন তাহা ব্রহ্মস্বরূপ, এই অবস্থায় হোম করিলে ব্রহ্ম যেক্ষণ প্রজ্ঞাপ্রাপ্তক বলপূর্বক সেবন করেন, হোমকর্ত্তাও (কজ্রিয়) সেইরূপ (ধন-ধাত্তাদিক্রিয়) ভোজনীয় অন্ন লাভ করিতে পারেন ;—১০ প্রতীপ্ততর অবস্থায় অগ্নি বরুণস্বরূপ, সেই সময়ে হোমের ফল ;—১১-১৩ অগ্নি বিভিন্ন বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন বিভিন্ন দেবতারূপ হয়, সেই সেই অবস্থায় হোমের ফলকীর্ত্তন ;—১৪-১৫ পূর্কোক্ত বিভিন্ন বিভিন্ন অগ্নির এক-একটিতে সংবৎসর পর্য্যন্ত হোম করিলে তবেই উত্তমকাম্যতার সিদ্ধি হইয়া থাকে ;—১৬-১৮ পূর্কোক্ত অন্নতর, উত্তরতরহিত তরুণকাম্য অধিকতর হইবে, এবং ত্রকে বাহ্য অবশিষ্ট থাকিবে তাহা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর হইবে, ইহাই প্রতিপাদনের অন্ত পূর্কোক্ত তি, উত্তরতরহিত এবং ত্রকে অবশিষ্ট হবির যথাক্রমে দেব, নমুবা ও পশু-রূপে বর্ণনা, দেবগণ অপেক্ষা নমুবাগণ অধিকসংখ্যক, আবার নমুবাগণ অপেক্ষা পশুসমূহ অধিকসংখ্যক, এইরূপ হোম করিলে হোমকারীর পশুসমূহ অধিক-সংখ্যক ও পোষ্যবর্গ অল্পসংখ্যক হয় ।]

১। যিনি (যজ্ঞমান) আছেন, তাঁহাতে (অথবা তাঁহার নিকটে) এই সকল দেবতা বাস করেন ; যথা—ইন্দ্র, রাজা যম, নৈ বিধ ন ড়, অনগ্রং সজ্জন, ১ ও অসৎ পাংসব ।”

১। সাধারণ ইহার অর্থ করিয়াছেন—“নিযথকোশাধিশির্ষলঃ প্রসিদ্ধো রাজাঃ” সাধারণভাষায় কোন পুস্তকে ন ড় নৈ বিধ হানে স্পষ্টত ন ল (ড়-ল) নৈ ব ব আছে ; Eggeling ইহা লক্ষ্য করিয়াই স্বকীয় অনুবাদে নৈ ব ব লিখিয়াছেন, ও এ সম্বন্ধে Weber-এর প্রামাণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন—See Weber, Ind. Stud. I, p. 225 Seq.

২। সত্য অগ্নি।

৩। আবাস্থা অগ্নি।

২। এই যে আহবনীর, ইনিই ইন্দ্র; আর এই গার্হপত্যই রাজা যম; এবং অম্বাহাধ্যাপচনই (দক্ষিণ অগ্নি) নৈবিধ নড়। যেহেতু তাঁহার ইহাকে (অগ্নিকে) প্রতিদিন দক্ষিণ দিকে আহরণ করেন, সেইজন্য তাঁহার বলিয়া থাকেন যে, নৈবিধ নড় রাজা যমকে দক্ষিণ দিকে লইয়া যান।*

৩। আর এই যে অগ্নি সত্য থাকে, ইনিই অনন্ত সন্ধ্যম; যেহেতু তাঁহার (প্রাতে) ভোজন না করিয়াই (‘‘অনশিত্বৈব’’) ইহার নিকট উপসন্নত (উপস্থিত, ‘‘উপসন্নচ্ছত্বে’’) হন,* সেইজন্য ইনি অনন্ত ৭। আর যেহেতু তাঁহার (গার্হপত্যাদি অগ্নি হইতে প্রাতে) তত্ত্ব উদ্ধৃত করিয়া এখানে নিষ্ক্ষেপ করিয়া থাকেন,* সেই জন্য ইহা অসংপাংসব। যে ব্যক্তি এইরূপে ইহা জানেন যে, আশাতে এই সকল দেবতা বাস করিয়াছেন, তিনি এই সমস্ত লোক জয় করেন, সলস্ত লোকে অনুসংগরণ করেন।

৪। অনন্তর তাঁহাদের উপস্থান (অর্চনা)। তিনি যে সায়ং ও প্রাতে আহবনীরের নিকটে দাঁড়ান ও উপবেশন করেন, তাহাই তাঁহার উপস্থান।* আর যে তিনি (আহবনীরাগার হইতে গার্হপত্যে) প্রতিনিবৃত্ত হইয়া উপবেশন বা শয়ন করেন, তাহাই তাঁহার উপস্থান।* আর যখন তিনি (যাগস্থান হইতে) নির্গত হন, তখন তিনি অম্বাহাধ্যাপচনকে (দক্ষিণ অগ্নিকে) স্মরণ করিবেন, তাহাতেই তিনি তাঁহার উপস্থান (সমীপ গমন) করিবেন, তাহাই তাঁহার উপস্থান।*

৫। তিনি প্রাতে ভোজন না করিয়া সুহৃৎ কাল সত্য উপবেশন করিবেন এবং তাঁহার পর ইচ্ছা হইলে তাঁহার চারিদিকে গমন করিবেন (ঘুরিবেন);

৪। ‘‘নড়ে নৈবিধো বনং রাজানং দক্ষিণত উপবসতীতি’’ সায়ং বাখ্যা করিলেন—‘‘তন্মাদেব নৈবিধনলোহপি বসন্ত রাজো দক্ষিণ উপবচ্ছতীতি লোকপ্রসিদ্ধঃ’’—নল বসন্ত দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হন, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ।

১। কা. শ্রো. ৪. ১৫. ৩৩।

৩। কা. শ্রো. ৪. ১৫. ৩৪।

৭। কা. শ্রো. ৪. ১৫. ৩০।

৮। কা. শ্রো. ৪. ১৫. ৩১।

৯। কা. শ্রো. ৪. ১৫. ৩২।

হঁহাই তাঁহার উপস্থান। আর যেখানে (অগ্নিসমূহ হইতে) ভস্ম উদ্ধৃত (হইয়া) রাশীকৃত হয়, তিনি তাঁহার নিকট গমন করিবেন, তাহাই তাঁহার (আবস্থা অগ্নির) উপস্থান।^{১০} এবং এই প্রকারেই হঁহার (যজমানের) দেবতাগমূহ অর্জিত (‘‘উপস্থিতাঃ’’) হইয়া থাকেন।

৬। গার্হপত্যের দেবতা যজমান, ও অম্বাহার্যাপচনের (দক্ষিণ অগ্নির) দেবতা শক্র; অতএব তাঁহারা হঁহাকে (অম্বাহার্যাপচনকে, গার্হপত্য হইতে) প্রতিদিন আহরণ করিবেন না। যিনি এইরূপ জানেন ও যাহার সঙ্ঘে তাঁহারা হঁহাকে (অম্বাহার্যাপচনকে) প্রতিদিন আহরণ করেন না, তাঁহার শত্রুসমূহ থাকে না। হঁহা অম্বাহার্যাপচনই।^{১১}

৭। তাঁহারা হঁহাকে উপবসণের দিনেই^{১২} আহরণ করিবেন,—যেদিন তাঁহারা হঁহাতে (আহবনৌষে) যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হন; তাহাতেই তাহা (দক্ষিণ অগ্নি) হঁহার (যজমানের) অমোষের (অম্বার্থের) জন্য হইয়া থাকে।

৮। অথবা তাঁহারা হঁহাকে নুতন গৃহে আহরণ করিবেন; এবং তাহাতে পাক করিবেন ও ব্রাহ্মণেরা তাহা ভোজন করিবেন।^{১৩} তিনি (যজমান) পাক করিতে পারেন এমন কিছু না পাইলে গাভীর ছুই তাহাতে (পাকের নিমিত্ত) স্থাপন করিবার জন্ত (অধ্বর্ষ্যাকে) বলিবেন, এবং তিনি (অধ্বর্ষ্য) তাহা ব্রাহ্মণগণকে পান করাইবার জন্ত (যজমানকে) বলিবেন। যিনি এইরূপ জানেন, এবং যাহার সঙ্ঘে তাঁহারা এইরূপ করেন, তাঁহার শত্রুগণ হীনতর হয়। অতএব তিনি এইরূপই করিতে ইচ্ছা করিবেন।^{১৪}

৯। যখন হঁহা (আহবনৌষ অগ্নি) প্রথম সমিদ্ধ (সংজলিত) হয় ও

১০। কা. শ্রো. ৪. ১০. ৩৩।

১১। ব্রা.—১. ২. ১. ৫, ৪র্থ স্তিকা।

১২। অর্থাৎ দর্শ ও পূর্ণমাসের প্রথম দিবসে। সভাস্থলে প্রতিদিনই আহরণ করিতে হয়।
কা. শ্রো. ৪. ১৩. ৩—৭।

১৩। মাংস ভিন্ন পাকার্ক সমস্ত অন্নই সেখানে পাক করিতে হয়. এবং ব্রাহ্মণেরা তাহা ভোজন করেন। কা. শ্রো. ৪. ১৩. ৮-৯।

১৪। কা. শ্রো. ৪. ১৩. ১০-১১।

সুমারমান হয়, তখন ইহা ক্রত্ব। যে ব্যক্তি কামনা করে যে, 'ক্রত্ব যেমন প্রজাসমূহকে কখনো অশ্রদ্ধায়, কখনো বলাৎকারে, ও কখনো আঘাত করিয়া অগ্নিস্রবণ করেন,'^{১৫} আমিও সেইরূপ (অধীন লোকগণের) অগ্নি (ঘনধান্যাদি) ভোজন করিব', তিনি সেই সময়েই হোম করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই সময়ে হোম করেন, তিনি ভোজনীয় অগ্নি প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।^{১৬}

১০। আর যখন ইহা প্রদীপ্ততর হয়, তখন ইহা বরুণ। যে ব্যক্তি কামনা করেন যে, 'বরুণ যেমন প্রজাসমূহকে কখনো গ্রহণ (উপকৃত্ত) করিয়া, কখনো বলাৎকার করিয়া ও কখনো আঘাত করিয়া অগ্নিস্রবণ করেন, আমিও সেইরূপ অগ্নি ভোজন করিব,' তিনি সেই সময়েই হোম করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই সময় হোম করেন, তিনি তাহাতে ভোজনীয় অগ্নি প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।^{১৭}

১১। আর যখন ইহা প্রদীপ্ত হয় ও উপরে ধূম উঠিতে থাকে, এবং মহান্ বেগে ইহা 'বল্-বলি' শব্দ করিয়া থাকে,^{১৮} তখন তাহা ইন্দ্র। যে ব্যক্তি কামনা করেন যে, 'আমি ইন্দ্রের জায় যশ ও ত্রি-বিশিষ্ট হইব,' তিনি সেই সময়ে হোম করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই সময়ে হোম করেন, তিনি তাহাতে ভোজনীয় অগ্নি প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।^{১৯}

১২। আর যখন ইহা প্রশান্ত হইতে আরম্ভ করে, ও ইহার শিখা নিম্নতর হইয়া যেন তির্ধাকৃভাবে (জলিতে) থাকে, তখন তাহা মিত্র। যে ব্যক্তি কামনা করেন যে, আমি মৈত্র দ্বারা অগ্নি ভোজন করিব,—ঐহাকে

১৫। "সচক্রে;"। যঃ যদভ্যা আলোচনা করিলে দেবা যঃ সাক্ষ্য ইহার অর্থ কখনো "সেবতে", ও কখনো "সমচ্ছতে" করিয়াছেন; এক স্থানে (ক. স. ১.১৪০.২) অগ্নিস্রবণ করার তাৎপর্যও তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১৬। ইহা ক্রিয়বিবরক; কা. শ্রো. ৫. ১৫. ১৬।

১৭। কা. শ্রো. ৫. ১৫. ১৭; ইহাও ক্রিয়বিবরক।

১৮। "উচ্চৈরুচ্চঃ পরময়া জুত্যা বল্-বলীতি;" অধুবাঃ সার্বপান্থসারে করা হইয়াছে। এরূপ অর্থও হইতে পারে—'যখন ধূম 'বল্-বলি' (অধুকার-শব্দ) শব্দ করিয়া অত্যন্ত বেগে উপরে উঠিতে থাকে।'

১৯। ইহা ব্রাহ্মণাদি বর্ণিত হইলে : কা. শ্রো." ৫. ১৫. ১৮।

(লেকেরা) বলিয়া থাকে যে, 'এই ব্রাহ্মণ মিত্র, ইনি কাশ্যকেও হিংসা করেন না,'— তিনি সেই সময়ে হোম করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই সময়ে হোম করেন, তিনি ভোজনীয় অন্ন প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।^{১০}

১৩। আর যখন অন্নায়সমূহ দেদীপমান হয়, তখন ইহা ব্রহ্ম। যে ব্যক্তি কামনা করেন যে, 'আমি ব্রহ্মবর্চসযুক্ত হইব,' তিনি সেট সময়ে হোম করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সেই সময়ে হোম করেন, তিনি ভোজনীয় অন্ন প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।^{১১}

১৪। তিনি (যজ্ঞমান) যদি স্নয়ং হোম করেন, অথবা অন্নে (অধ্বৰ্য্য) হোম করেন, (উভয় পক্ষেই) তিনি এই সকলের (এই সমস্ত অগ্নি বা দেবতার) মধ্যে একটির নিকট সংবৎসর পর্য্যন্ত ঋদ্ধি ইচ্ছা করিবেন (অর্থাৎ একটিতেই হোম করিবেন)। যে ব্যক্তি বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারে হোম করেন,^{১২} তাঁহার তাহা ঠিক সেইরূপ হয়, যেমন কেহ জল বা অপর কোন ভোজনীয় খাদ্য লক্ষ্য করিয়া খনন করিতে করিতে তাহা অর্দ্ধেক করিয়াই নিবৃত্ত হন। আর যে ব্যক্তি অবিচ্ছেদে (সংবৎসর পর্য্যন্ত) হোম করেন, তাঁহার তাহা ঠিক সেই রূপ হয়, যেমন কেহ জল বা অপর কোন ভোজনীয় খাদ্য লক্ষ্য করিয়া খনন করিতে করিতে, সম্বরেই তাহা খননপূর্ব্বক উৎপাদন করিয়া থাকেন।^{১৩}

১৫। এই আহুতিসমূহ ভোজনীয় অন্নের (খননসাধন) তীক্ষ্ণযুথ দণ্ডই।^{১৪} এবং যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি ভোজনীয় অন্নকে খননপূর্ব্বক উৎপাদন করিয়াই থাকেন।

১৬। ঐ যে পূর্বাহুতি তাহা দেবগণ, আর যে উত্তর (আহুতি), তাহা মনুষ্যগণ, এবং বাহা ত্রকে অবশিষ্ট থাকে, তাহা গণ্ডগণ।

১০। ইহাও ত্রৈবর্ষিকসাধন; কা. শ্রো. ৪. ১৫. ১০।

১১। ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে; কা. শ্রো. ৪. ১৫. ২০।

১২। অর্থাৎ একদিন একরূপ অগ্নিতে হোম করিয়া অন্তদিন আর একরূপ অগ্নিতে করেন।

১৩। কা. শ্রো. ৪. ১৫. ১৭।

১৪। "অন্নয়ঃ;" অগ্নিশব্দের অর্থ তীক্ষ্ণত্র দণ্ড, খনিত্রবিশেষ; ত্রঃ—"অগ্নিঃ কাশ্যায়সং দদাৎ"—মম্ব. ১১. ১৩৪; কুল্লুকভট্ট তাহার অর্থ লিখিয়াছেন "তীক্ষ্ণত্রঃ সৌহৃৎসু;" ত্রঃ—"অগ্নিঃ দ্রৌ কঠকুৎসলঃ"—অমর।

১৭। তিনি পূর্বাহ্নিকেকে অন্নতর করিয়া হোম করেন, উত্তরাহ্নিকেকে (তদপেক্ষা) অধিকতর করিয়া হোম করেন, এবং ঋকে (তদপেক্ষাও) অধিকতর অবশিষ্ট রাখেন ।

১৮। তিনি যে পূর্বাহ্নিকেকে অন্নতর করিয়া হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, দেবগণ মনুষ্যাগণ হইতে অন্নতর ; আর যে তিনি উত্তরাহ্নিকেকে তদপেক্ষা অধিকতর করিয়া হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, মনুষ্যাগণ দেবগণ অপেক্ষা অধিকতর ; আর যে তিনি ঋকে (তদপেক্ষাও) অধিকতর অবশিষ্ট রাখেন, তাহার কারণ এই যে, পশুসমূহ মনুষ্যাগণ অপেক্ষা অধিকতর ; যে ব্যক্তি এই রূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র করেন, ঊঁহার প্রতিপাল্যসমূহ অন্নতর ও পশুসমূহ বহুতর হইয়া থাকে ; ঊঁহার প্রতিপাল্যসমূহ অন্নতর ও পশুসমূহ বহুতর হয়, ঊঁহারই তাহা সমৃদ্ধিব জন্য হইয়া থাকে ।

২৫। শাখ্যো. শৌ. ২. ২. ৪-৫ ; কা. গো. ৪. ১৪. ১৭-১৮।

২৬। ভোক্তা অপেক্ষা ভোগ্য বেশী হইলেই সমৃদ্ধি হয়।

তৃতীয় প্রপাঠক

প্রথম ভ্রাঙ্কণ

[১-৩ পূর্ববিহিত অগ্নির আধান ও তাহাতে অগ্নিহোত্র হোমের প্রশংসার জন্ত আবাদিকা—
 অগ্নি পত্নাপতিকর্তৃক সৃষ্ট হইয়া প্রজাপতিকে দক্ষ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ইহাতে ব্যাকুল প্রজাপন
 অগ্নিকে পোষণ করিতে উদ্যত হয়, তাহা সহ্য করিতে না পারায় অগ্নির পূর্ববিশেষের নিকট
 গমন, উপকার-প্রত্যাশাকারের প্রতিক্রিয়াতে সেই পূর্ববের অগ্নিকে দ্বাদশ অর্থাৎ রক্ষা করা ;—
 ৪-৬ (আমরণ এই অগ্নিকে দ্বাদশ করিতে হয়, অতএব) যথো ইহার বিসর্জন উচিত নহে, তাহার
 দোষ, ঐ নিষেধের সম্বন্ধ ;—৭ অগ্নিহোত্র হোমের দ্বারা অমৃতব্রশাণ্ডি বলিবার জন্ত সূর্যের
 মৃত্যুরূপে বর্ণনা, সূর্য্য মৃত্যুরূপ বলিয়া তাহার অখোভাববর্তী প্রাণবন্ত সূত হয়, উদ্ধবন্তী দেবগণ
 দেব বলিয়াই মৃত হন না, রক্তের দ্বারা অশ্বের দ্বারা সূর্য্যরশ্মির দ্বারা জীবনমুহ প্রাণে বদ্ধ হয় ;—
 ৮ সূর্য্য যাহার ইচ্ছা করে তাহারই প্রাণ গ্রহণ করিয়া উদ্ভিত হয়, সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া না গেলে—
 তাহার নিকট হইতে মুক্তি না পাইয়া সেখানে পরলোকে সূর্য্য বারিষা শেষে ;—৯ অগ্নিহোত্রে
 সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের আভিক্রম পদের দ্বারা বজ্রমান সূর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হন, এবং সূর্য্য যখন
 উদ্ভিত হয়, তখন তাহাকে লইয়াই উঠে, এবং ইহাতেই তিনি সূর্য্যরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া
 যান ;—১০ অগ্নিহোত্রই সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহারই দ্বারা সমস্ত যজ্ঞ-কৃত মৃত্যুকে অতিক্রম
 করে (অর্থাৎ তাহাতেই অস্ত্রান্ত যজ্ঞও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়) ;—১১-১২ দিবা
 ও রাত্রি পর্যটন কথিয়া বায়ুবেগ আবৃত্ত্য করে, কিন্তু যিনি সূর্য্যোক্ত রূপে সূর্য্যরূপ মৃত্যুকে
 অতিক্রম করেন, দিবা ও রাত্রি তাহার নীচে থাকার তাহার আর আবৃত্ত্য করিতে পারে না ;—
 ১৩ পূর্ব দিক দিয়া আহবনীয়কে প্রদক্ষিণ করিয়া আহবনীয় ও গার্গপত্যের মধ্যে দিয়া গমনপূর্বক
 যজ্ঞমানের উপবেশন-স্থানে যখন, ইহার প্রশংসা ;—১৪-১৬ তেহ কেহ দক্ষিণ দিক দিয়া গমনের
 বাবস্থা যেন, ইহার বজ্রন, অগ্নিহোত্র স্বর্গপানিনী নৌকা, আহবনীয় ও গার্গপত্য তাহার পার্শ্ব
 (অথবা দাঁড়), ও যজ্ঞমান তাহার নাবিক, পূর্ব দিকে দিয়া তিনি সেই নৌকাকে পূর্বদিকে স্বর্গে
 প্রেরণ করেন ও তাহাতে স্বর্গ প্রাপ্ত হন, নৌকা চলিয়া যাইবার পর উপস্থিত হইলে যেমন
 পাড়িয়া থাকিতে হয়, দক্ষিণ দিক দিয়া গমনেও সেইরূপ হইয়া থাকে ;—১৭ সোমযাগে ইষ্টক
 বা ইটের দ্বারা অগ্নির বোধ চন্দ্রন করিতে অর্থাৎ গাঁথিতে হয়, তদীয় আভিক্রমে বর্ণনা করিয়া
 অগ্নিহোত্র-আভ্যন্তর প্রশংসা ;—১৮ চন্দ্রনম্পর বেদিতেই অগ্নিহোত্র হোম হইয়া থাকে—এই
 বলিয়া অগ্নিহোত্রের প্রশংসা—১৯-২০ এক বৎসরের অগ্নিহোত্রের আভিতি সংখ্যা ও মহত্ব
 কথার সংখ্যার ঐক্যবর্ণন—অগ্নিহোত্র মহত্ব কথার দ্বারা সম্পন্ন হয়—এইরূপ বর্ণনা দ্বারা
 অগ্নিহোত্রের প্রশংসা ।]

১। প্রজাপতি যখন প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি যখন অগ্নিকে সৃষ্টি করিয়া ছিলেন, তখন ইহা (অগ্নি) জাত হইয়া সমস্তকেই দ্বন্দ্ব কাম্বার জন্ত উদাত হইয়াছিল ; এই নিমিত্ত সেই সময়ে যে সকল প্রজা ছিল, তাঁহারা বাকুণ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা ইহাকে সম্যগ্‌রূপে পিষিয়া ফেলিতে উদাত হইয়াছিল, এবং সে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া এক পুরুষের নিকট গমন করিয়াছিল।

২। সে (অগ্নি) বলিল—‘অহো, ইহা সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমি তোমাতে প্রবেশ করি ! তুমি আমাকে উৎপাদন করিয়া ধারণ কর ; তুমি যেমন এই (ঐহ) লোকে আমাকে উৎপাদন করিয়া ধারণ (বা পোষণ) করিবে, আমিও সেইরূপ ঐ (পর) লোকে তোমাকে উৎপাদন করিয়া ধারণ করিব।’ সে (ঐ পুরুষ) ‘তাহাই হউক’ এই বলিয়া তাহাকে উৎপাদন করিয়া ধারণ করিল।

৩। তিনি যে অগ্নিধর আধান করেন, তাহাতে ইহাকে (অগ্নিকে) উৎপাদন করেন, এবং উৎপাদন করিয়া ধারণ করেন। তিনি যেমন ইহাবে এই লোকে উৎপাদন করিয়া ধারণ করেন ইহাও সেইরূপ ইহাকে ঐ (পর) লোকে উৎপাদন করিয়া ধারণ করে।

৪। তিনি ইহাকে (অগ্নিকে) মৰ্য্যে অপসারিত (বা বিসর্জন) করিবেন না ; কেননা, (তাহা হইলে) ইহা তাঁহার জন্ত মৰ্য্যেই গ্লানিযুক্ত হইয়া পড়ে ; এবং ইহা যেমন এই লোকে তাঁহার জন্ত মৰ্য্যেই গ্লানিযুক্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপই ঐ (পর) লোক তাঁহার জন্ত মৰ্য্যেই গ্লানিযুক্ত হয়।^১

৫। তিনি যখন মৃত হন, এবং যখন তাঁহাকে তাঁহার অগ্নিতে স্থাপন করেন, তখন অগ্নি হইতে জাত হন ; এবং তাহা (অগ্নি) পুত্র হইয়া পিতা হইয়া থাকে।^২

১। আমরা এই অগ্নি ধারণ করিতে হইবে, অতএব ইহার পূর্বে তাহার বিসর্জন বিধেয় নহে, ইহাই এখন তাৎপৰ্য্য।

২। ব্রহ্মান যখন আধানের দ্বারা অগ্নিকে উৎপাদন করেন তখন সেই অগ্নি তাঁহার পুত্র হয় ; আর যখন তিনি মৃত হইয়া অগ্নি হইতে জাত হন, তখন সেই অগ্নিই পিতা হইয়া থাকে।

৬। এইজন্ত ঋষি দ্বারাও উক্ত হইয়াছে—“হে দেবগণ, শত বৎসর (আমাদের) নিকটে (উপস্থিত হউক),—যাহার মধ্যে তোমরা আমাদের শরীরের জরার বিধান করিয়াছ, এবং যাহার মধ্যে পুঞ্জেরা পিতা (হইয়া উঠিবে) ; এবং আয়ুর (সম্পূর্ণরূপে) গমনের পূর্বে আমাদেরগকে বধ করিও না!”^{৩০} কেননা ইহা পুত্র হইয়া আবার পিতা হয় ; এবং তিনি যে জন্ত অগ্নিধ্বংসাখান করেন, তাহাও ইহাই।

৭। এই যাহা (সূর্য্য) তাপ প্রদান করিতেছেন, ইনিই মৃত্যু ; বেহেতু ইনি মৃত্যু, সেইজন্যই ইহার অধোভাগবর্তী (‘অধোভাগ্য’) প্রজাসমূহ মৃত হয়, আর যাহারা পরবর্তী (উর্ধ্ববর্তী,) তাহারো দেব, এবং সেট জন্তই তাহারো মৃত হন না। অথ যেমন অশ্ববন্ধনরজ্জ্ব বা অশ্বীভাসমূহের দ্বারা বদ্ধ হয়, এই প্রজাসমূহও সেইরূপ ইহার (সূর্য্যের) রশ্মিসমূহের দ্বারা প্রাণ (বায়ু)-সমূহে বদ্ধ হয়। সেই জনাই (ইহার) রশ্মিসমূহ প্রাণসমূহের দিকে নীচে বিস্তারিত হইয়া থাকে।

৮। তিনি (সূর্য্য) যাহার ইচ্ছা করেন, তাহার প্রাণ গ্রহণ করিয়া উদ্ভিত হন, এবং সে মৃত হয়।^{৩১} যে ব্যক্তি এই (সূর্য্যরূপ) মৃত্যুকে অতিক্রম না করিয়া ঐ (পর) লোকে গমন করে, তাহাকে তিনি ঐ লোকে (ঠিক সেই রূপে) পুনঃ পুনঃ মারিয়া ফেলেন,—যেমন কেহ এই লোকে কোন বদ্ধ ব্যক্তিকে আদর করে না, এবং যখনই ইচ্ছা করে, তখনই মারিয়া ফেলে।

৯। তিনি যে সায়াংকালে (সূর্য্য) অন্তর্মিত হইলে ত্রুটি আহুতি হোম করেন, তাহাতে এই পূর্ববর্তী পদদ্বয়ের দ্বারা এই মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠিত হন ; আর যে প্রাতে (সূর্য্য) অনুদিত থাকিতে ত্রুটি আহুতি হোম করেন, তাহাতে এই অপর পদদ্বয়ের দ্বারা এই মৃত্যুতে প্রতিষ্ঠিত হন ; এবং ইনি (সূর্য্য) যখন উদ্ভিত হন, তখন ইহাঁকে (যজমানকে) গ্রহণ করিয়া উদ্ভিত হইয়া থাকেন, এবং

৩০। ঋ. স. ১. ৮৯. ৮।

৩১। “অশ্বাভিধান্তা বা অশ্বীভাবীঃ” সাধারণ বলিয়াছেন—যাহা দ্বারা অশ্বকে বন্ধন করা যায় তাহা অশ্বাভিধানী, আর অপর রজ্জ্বসমূহ অশ্বীভা। কেহ বলেন অশ্বীভা শব্দে প্রচলিত ঘোড়ার “বাগভোর” বা “লাখান” (বলগ্রা) বুঝায়।

৩২। “আয়ুর্হয়তি বৈ পুংসানুদ্যায়ন্তকং বরদো”—ভাষ্যকত, ২. ৫. ৩৩।

ইহাতেই তিনি (বজ্রমান) এই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন । অগ্নিহোত্রে মৃত্যুর অতিক্রমণ ইহাই, এবং যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রে মৃত্যুর এই অতিক্রমণকে জানেন, তিনি (পুনঃ) পুনঃ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন ।

১০ । বাণের যেমন অগ্নি, সেইরূপ বজ্রমৃৎের মধ্যে অগ্নিহোত্র ; কেননা, অগ্নি যেখানে গমন করে সমস্ত বাণ সেইখানে গমন করে, এবং ইহারই (অগ্নিহোত্রের) দ্বারা ইহার (বজ্রমানের) সমস্ত বজ্রক্রতু এই মৃত্যুকে অতিক্রম করে ।

১১ । ঐ (পর) লোকে দিন ও রাত্রি পর্য্যাবর্তন করিতে করিতে পুরুষের স্মৃকৃত (পুণ্য) ক্ষয় করে ; কিন্তু (তিনি যখন পূর্বোক্ত রূপে সূর্য্যাকে অতিক্রম করিয়া যান, তখন) দিবা ও রাত্রি তাক হইতে (সূর্য্যের) অধোদেহেত থাকে, এবং তাহাতেই দিবা ও রাত্রি ইহার স্মৃকৃত ক্ষয় করিতে পারে না ।

১২ । যেমন কেহ রথের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া পর্য্যাবর্তমান রথচক্র-দ্বয়কে উপর হইতে দর্শন করে, এই প্রকারেই তিনি অবায়ুগ্রহ হইয়া নীচে (পর্য্যাবর্তমান) দিবা ও রাত্রিকে উপর হইতে দর্শন করেন । যে ব্যক্তি এই রূপে দিবা ও রাত্রির অতিক্রমণকে জানেন, দিবা ও রাত্রি তাঁহার স্মৃকৃত ক্ষয় করে না ।

১৩ । তিনি পূর্ব দিক দিয়া আহবনীয়কে পরিভ্রমণ করিয়া, (ইহার) ও গার্হপত্যের মধ্য দিয়া (নিজের উপবেশন স্থানে) আগমন করেন ।* দেবগণ মনুষ্যকে জানেন না, (কিন্তু) ইনি যখন তাঁহাদের মধ্য দিয়া গমন করেন, তখন তাঁহারা ইহাকে (এই মনুষ্যকে) জানিতে পারেন যে, ‘ইনিই আমাদের কাছে এই হোম করিতেছেন ।’ অগ্নিই পাণের অপহন্তা, এবং যখন ইনি (বজ্রমান, আহবনীয় ও গার্হপত্যের) মধ্য দিয়া চলিয়া যান, তখন সেই আহবনীয় ও গার্হপত্য ইহার পাপকে অপহৃত করিয়া দেন ; এবং তিনি অপহৃতপাপ হইয়া ত্রী ও বশে উজ্জল (“জ্যোতিঃ”) হইয়া উঠেন ।

* ১। ক। শ্রো. ৪. ১৩. ১২ ।

৭ । অর্থাৎ সমাগত দেবগণ, বাঁহায় বেদির চারিদিকে থাকেন, ১. ২. ৬ ৮ ; মনুষ্য-শব্দে এখানে বজ্রমানকে বুঝিতে হইবে ।

১৪। অগ্নিহোত্রের দ্বার উত্তর দিকেই হইয়া থাকে; যেমন কেহ দ্বার দিয়া (গৃহাদিতে) প্রবেশ করে, ইহাও সেইরূপ। আর যিনি দক্ষিণ দিক দিয়া আগমন করিয়া (আহবনীর সমীপে) উপবেশন করেন, তাহার তাহা ঠিক সেই বকম হয়,—যেমন কেহ বাহিরে বাহিরেই বিচরণ করে।^১

১৫। এই যে অগ্নিহোত্র, ইহা স্বর্গীয় (“স্বর্গ্যা”) নৌকা; এবং সেই এই স্বর্গীয় নৌকার আহবনীয় ও গার্হপত্য হুহতি পার্শ্ব,^২ ও ক্ষীরহোতা (যজ্ঞ-মান) তাহার নাবিক।

১৬। তিনি যে পূর্বাদিকে উপস্থিত হন^৩, তাহাতে ইহাকে (ঐ নৌকাকে) পূর্বাদিকে স্বর্গ লোকে প্রেরণ করেন, এবং তাহা (নৌকা) দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। উত্তর দিক দিয়া তাহার (নৌকার) আরোহণ হয়, এবং তাহা ইহাকে (যজ্ঞমান) সম্পূর্ণরূপে স্বর্গলোক প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। আর যিনি দক্ষিণ দিক দিয়া আগমন করিয়া উপবেশন করেন, তিনি—যেমন কেহ (নৌকা) উত্তীর্ণ হইয়া বাতাব পর আগমন করেন, ও পরিত্যক্ত হন, এবং তাহাতেই বাহিরে থাকেন,—সেইরূপই হইয়া থাকেন।^৪

১৭। তিনি এই যে-সমিৎকে (আহবনীরে) আধান^৫ করেন, তাহা ইষ্টকা

১। এখানে সাধারণ বলেন—পূর্বে (১৩^১ কতিকাঃ উক্ত হইয়াছে যে, যজ্ঞমান উত্তর অগ্নির মধ্য দিয়া) গমন করিবেন। এ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, মধ্য দিয়া না গিয়া দক্ষিণ দিক দিয়া যাইবে, অঃ—ক। শ্রো. ৪. ১৩. ১৫); ইহাই এখানে দৃষ্যত হইতেছে। যে ব্যক্তি উত্তর দিকে প্রবেশ তাগ করিয়া অর্থাৎ আহবনীয় ও গার্হপত্যের মধ্য আতিক্রম না করিয়াই দক্ষিণ দিকে আগমনপূর্বক আহবনীয় সমীপে উপবেশন করে, সে অগ্নিহোত্রে প্রবেশ করিতে অশক্ত হইয়া বাহিরে অবস্থান করে। যেমন কেহ প্রাকারপরিবৃত্ত আশ্রমাদির দ্বারদ্বেল প্রাপ্ত না হইয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে সনর্থ হয় না, এবং বাহিরে অবস্থান করে, তাহাও সেইরূপ।

২। “পার্শ্বাপ্তিহেতুভূতা”—ইতি সাধারণ।

৩। “নৌমতে”; সাধারণ লিখিয়াছেন—“পার্শ্ব, ভিত্তী”, অর্থাৎ দুই দ্বার। কিন্তু এখানে ক্ষেপণী বা দাঁড় অর্থ ধরিলে উপমাটি ভাল হয়; অঃ—১৩^২ কতিকা।

১০। অর্থাৎ পূর্বরূপ হইয়া গার্হপত্য হইতে আহবনীর নিকট হোমের জন্য উপস্থিত হন।

১১। অষ্টকা—১৪^১ কতিকা, ৩ ৭ম দীকা।

১২। ২. ২. ১৭; ক। শ্রো. ৪. ১৪. ২৩।

(ইট) ; এবং যে মন্ত্র দ্বারা হোম করেন, তাহা বহুঃ—দ্বারা দ্বারা তিনি ইষ্টকা উপস্থাপন করিয়া থাকেন ;^{১০} ইষ্টকা যখন উপস্থাপিত হয়, তখনই হোম করা হইয়া থাকে ; অতএব এই যে অগ্নিহোত্রের আহুতিসমূহ, তাহারা উপস্থাপিত ইষ্টকাসমূহেই আহুত হইয়া থাকে ।

১৮। অগ্নি^{১১} প্রজাপতি (-স্বরূপ), এবং সংবৎসরেই প্রজাপতি ; অতএব সংবৎসরে সংবৎসরে চরননিষ্পন্ন অগ্নিবেদির^{১২} দ্বারা ইহার অগ্নিহোত্র সমাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তিনি সংবৎসরে চরননিষ্পন্ন অগ্নিবেদি প্রাপ্ত হন । এই রূপেই ইহার অগ্নিহোত্র চরননিষ্পন্ন অগ্নিবেদির দ্বারা সমাপ্ত হয়, এবং ইনি চরননিষ্পন্ন অগ্নিবেদি পাইয়া থাকেন ।

১৯। অশীতিসমূহের^{১৩} সাত শত কুড়িটি (৭২০) ঋক থাকে । তিনি যে সারং ও প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্র হোম করেন, তাহাতে ছইটী আহুতি হইয়া থাকে, এবং সংবৎসরে সেই সমস্ত আহুতি হয়—

১০। অর্থাৎ সোমযাগের অগ্নি চরন, বা ইষ্টকা দ্বারা বেদিনির্মাণে ।

১৪। সায়ণ বলেন—এখানে অগ্নি-বাক্যে চিত্তা অগ্নি অর্থাৎ চরননিষ্পন্ন অগ্নির স্থল বা বেদি । প্রজাপতির সহিত তাহা সংস্কৃষ্ট বলিয়া তাহা প্রজাপতি-স্বরূপ ।

১৫। “চিভেনারিণা ;” অগ্নিকে এখানে অগ্নির স্থল বা বেদি বুক্তিতে হইবে ; সোমযাগে পাঁচ বাক ইটের দ্বারা ইহা বহু একারে নির্মিত হইয়া থাকে ; “অগ্নিঃ সোমাকং তদ্বৎপব্যতিষজ্জাৎ”—কা. শ্রো. ১৩. ১. ১ ;—“অগ্নিশব্দেন পঞ্চাচিভকঃ স্থল উচ্যতে লক্ষণম্, ন জলনঃ ; সোহগ্নিঃ সোমাকং তবতি...”—ই বাখ্যা ; পাঁচ বাক ইটে ইহা পাঁচিতে হয়, এই পাঁচার নাম চি ভি অর্থাৎ চরন .

১৬। অর্থাৎ তিনটি অশীতির ; গাঙ্গদী তৃচাশীতি, ঠাকদী তৃচাশীতি, ও বাহতী তৃচাশীতি । তিনটি একের সমষ্টির নাম তৃ চ, তুচের অশীতি অর্থাৎ অশীটি তৃচাশীতি । অতএব এক-একটি ত্রিচাশীতিতে (৩×১০=) ২৪০ ঋক থাকে, এবং তাহা হইলে তিনটি তৃচাশীতিতে (২৪০×৩=) ৭২০ ঋক হয় । ইহার মধ্যে একটি তৃচাশীতি গাঙ্গদী হ্রস্বের, ইহার নাম গাঙ্গদী তৃচাশীতি ; একটি ঠাকদী হ্রস্বের, ইহার নাম ঠাকদী তৃচাশীতি ; আর একটি বাহতী হ্রস্বের, ইহার নাম বাহতী তৃচাশীতি । ব্র.—ই. আ. ৫. ২. ৩—৫ ।

চিত্তা অগ্নি অর্থাৎ চরননিষ্পন্ন অগ্নিবেদি, স হা ব্র ত সার, ও ন হ হু ক্ ষ নারক ঋকসমূহ, এই তিনটি সহচর । অগ্নিহোত্রে যখন চিত্তা অগ্নির সপক উক্ত হইয়াছে, তখন সহচরকৃষের সপকও

২০। সাত শত কুড়ি (১২০)। অতএব সংবৎসরে সংবৎসরে ইহার অগ্নি-
হোত্র মহদ্রু কথ দ্বারাই সম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র
হোম করেন, তিনি সংবৎসরে সংবৎসরে মহদ্রু কথ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।
এইরূপেই ইহার অগ্নিহোত্রসমূহ দ্রু কথ দ্বারা সম্পন্ন হয়, এবং তিনি
মহদ্রু কথ প্রাপ্ত হন।

বলিতে হইবে। এইজন্ত এখানে ১২শ ও ২০শ কণ্ডিকার অগ্নিহোত্রে মহদ্রু কথের সম্বন্ধ কথিত
হইতেছে। যথা—মহদ্রু কথ প্রসৌক্ত্যুতিনটি তৃচাশীকিতে ১২০ বক্ থাকে; আর অগ্নিহোত্রে প্রতি-
দিন সায়ং ও প্রাতে এক-একটি আহুতি দান করিলে এক বৎসরে তাহা (৩৬০ x ২ =) ৭২০ হয়।
অতএব মহদ্রু কথ ও অগ্নিহোত্রে এই ৭২০ সম্বাদ্য সমান হওয়ার, বলিতে হইবে যে, মহদ্রু কথ
দ্বারাই অগ্নিহোত্র সম্পন্ন হয়। ইহাই এই ১২শ ও ২০শ কণ্ডিকার তাৎপর্য্যার্থ :

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[১-২ সার্বজনীন অগ্নি উপস্থান বিধানের জন্য আখ্যায়িকা—অগ্নির নিকট দেবদগ্ধকর্তৃক প্রার্থনা ও আরণ্য পশুসমূহের স্ত্রাসঙ্গ্রহে স্থাপন, অগ্নির তৎসমূহে লৌহ হওস্ত্র তর্জাদিরূপে লইয়া রাত্রির মধ্যে প্রবেশ, দেবদগ্ধ ইহা জানিতে পারিয়া পরদিন রাত্রিতে অগ্নির উপস্থান করেন ও পশুসমূহ ফিরাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করেন, অগ্নি তৎসমূহের পুনর্ব্বার প্রদান করেন ;—৩ অগ্নিহোতার উপস্থানের বিধি, উপস্থান করিলে অগ্নি পশুসমূহ প্রদান করেন ;—৪ কেহ কেহ বলেন উপস্থান করিতে হইবে না, ইহাদের মতের উল্লেখ ও তাহাতে যুক্তি প্রদর্শন ;—৫ এই মত বশ্তন করিয়া উপস্থান করা পক্ষেই সমর্থন ও তাহাতে যুক্তি প্রদর্শন ;—৬ অনুপস্থান পক্ষের বুদ্ধান্তর ;—৭-৮ প্রকারান্তরে উপস্থান পক্ষেই সমর্থন ;—৯ উপস্থানের বস্ত্রসমূহের মধ্যে প্রথম বস্ত্রটি উপ (শব্দ) বৃত্ত হইবে, তাহার কল ;—১০-১৫ উপস্থানের ক্রমোত্তরে চরটি বস্ত্রের বিধান ও তাহাদের তাৎপর্য্যাব্যাখ্যা ;—১৬ অস্ত্রিম বস্ত্রে প্রাপ্ত শব্দ থাকিবে, তাহার তাৎপর্য্য ;—১৭ প্রথম ও অস্ত্রিম বস্ত্রের তিন-তিন বার করিয়া জপ করিবার বিধি, তাহার যুক্তি ;—১৮ অগ্নিহোতার হোম করিতে যতি বাক্য বা কণ্ঠ দ্বারা কিছু ভুল গৃহীত হইয়া, তাহা হইলে তাহা বজ্রাঘাতের বহুবিধ ক্রতির জন্য হয় ;—১৯ এই দোষ সমাধানের জন্য উপস্থানে বস্ত্রবিশেষের বিধান ;—২০ ঐ বস্ত্র দ্বারা সেই দোষ সমাহিত হয় ;—২১-২৩ আরো কয়টি উপস্থান-বস্ত্র ও তাহার তাৎপর্য্যাব্যাখ্যা ;—এই পর্য্যন্ত উক্ত বস্ত্রগুলি দাঁড়াইয়া পাঠ করিতে হয় ;—২৪ পরবর্ত্তী উপস্থান-বস্ত্র উপবেশন করিয়া উচ্চারণ, বস্ত্রবিশেষের বিধান ও তাহার ব্যাখ্যা ;—২৫-২৬ অগ্নিহোত্রে হোমের ভ্রম-বাক্যী পাত্যার নিকট গমন ও তাহার মন্ত্র ;—২৭ গাতীকে স্পর্শ ও তাহার মন্ত্র ;—২৮ ৩০ গার্হপত্যের নিকট গমন ও তাহার উপস্থান, ঐ তাহার মন্ত্র ও তাৎপর্য্যাব্যাখ্যা ;—৩১ বিপদ বক্ষ-মন্ত্রে উপস্থান ;—৩২ আহবনীর-উপস্থানের কল, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ চন্দ্রের মন্ত্রে তাহার উপস্থানের কারণ, গার্হপত্য-উপস্থানের কল, গার্হপত্য-উপস্থান করিবার উদ্দেশ্য ;—৩৩ বিপদ বক্ষ-মন্ত্র উচ্চারণের কল ;—৩৪ (পুনর্ব্বার) গাতীর নিকট গমন ও স্পর্শ, তাহার মন্ত্র ;—৩৫ আহবনীর ও গার্হপত্যের মধ্যে পূর্ব্ব মুখে দাঁড়াইয়া (আহবনীর) অগ্নিকে দেখিতে দেখিতে জপনীর মন্ত্রত্রয় ;—৩৬ ঐ মন্ত্রত্রয় জপ করিবার উদ্দেশ্য ;—৩৭ জপনীর জপের মন্ত্রত্রয় ও তাহার তাৎপর্য্যাব্যাখ্যা ;—৩৮ ইন্দ্র-বক্ষের উচ্চারণ ;—৩৯ সার্বজনী-বক্ষের জপ ;—৪০ অগ্নিহোতার জপ, ইহা তিনবার জপনীয় ;—৪১ মন্ত্রে পুত্রের নামোল্লেখ, পুত্র না থাকিলে নিজের নামোল্লেখ ।]

১। দেবদগ্ধ নিকটের উদ্দেশে গমনের জন্য, বা স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের ইচ্ছা হেতু, অথবা 'আমাদের মধ্যে বক্ষকতম ঈনি (অগ্নি) বক্ষা করিবেন' এই মনে করিয়া প্রার্থনা ও আরণ্য সমস্ত পশু অগ্নির নিকটে নিহিত (স্থাপিত) করিয়াছিলেন ।

২। অগ্নি তৎসমুদয়কে অত্যন্ত কামনা (লোভ) করিয়াছিলেন, এবং সমস্ত সংগৃহীত করিয়া তৎসমুদয়ের সহিত রাজিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দেবগণ মনে করিলেন—‘আবার আমরা (আমাদের স্থানে) ফিরিয়া বাই’, এবং (যে স্থানে) অগ্নি তিরোভূত হইয়া ছিলেন, (সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন)। তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, তিনি সেই স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন, রাজিতে প্রবেশ করিয়াছেন। (অনন্তর) তাঁহারা আগামী রাজিতে সায়াংকালে তাঁহার (অগ্নির) উপস্থান করিলেন ও বলিলেন—‘আমাদের পশুসমূহ প্রদান করুন! আবার আমাদের পশুসমূহ প্রদান করুন!’ (অনন্তর) অগ্নি পুনর্বার পশুসমূহ প্রদান করিলেন।

৩। এষ্ট জনা তিনি অগ্নিধ্বয়ের উপস্থান করিবেন; অগ্নিধ্বয় যাতা, তিনি ইহাতে তাঁহাদিগকেই বাচ্ঞা করিয়া থাকেন।^২ তিনি সায়াংকালে উপস্থান করিবেন, কেননা, দেবগণ সায়াংকালেই উপস্থান করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া উপস্থান করেন, তাঁহাকে ইহার (অগ্নিধ্বয়) পশুপ্রদান করিয়াই থাকেন।

৪। অনন্তর তিনি যে কারণে উপস্থান করিবেন না, (তাঁহা উক্ত হইতেছে)। অগ্রে দেবগণ ও মনুষ্যাগণ উভয়েই একত্র ছিলেন। এবং মনুষ্যাগণের বাহা হইত না, তাঁহা তাঁহারা (এই বলিয়া) দেবগণের নিকট বাচ্ঞা করিতেন—‘ইহা ত আমাদের নাই, আমাদের ইহা হউক!’ দেবগণ সেই বাচ্ঞায় ঘেঘহেতু তিরোভূত হন। (তিনি মনে করিতে পারেন যে) ‘পাছে আমি (ইহাদিগকে) হিংসা করি, পাছে আমি (ইহাদিগের) ঘেঘা হইয়া পড়ি;’ অতএব তিনি উপস্থান করিবেন না।^৩

৫। আর যে তিনি উপস্থান করিবেনই, (তাঁহার কারণ উক্ত হইতেছে)। দেবগণের যে বজ্র, তাঁহা বজ্রমানের আশীঃস্বরূপ; এবং এই যে (অগ্নিহোত্রের) আচ্ছতি, তাঁহা বজ্র, এবং তাঁহা বজ্রমানের আশীঃস্বরূপ; অতএব এখানে

২। অর্থাৎ পশুপ্রাপ্তিরূপ বলের লজ্জা—সারণ।

৩। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ২।

বাহা থাকে*, তাহাই তিনি উপস্থান করিয়া (সম্পাদন) করিয়া থাকেন। অতএব তিনি উপস্থান করিবেনই।

৬। তিনি যে জন্ত উপস্থান করিবেন না (তাহার কারণ পুনর্বার উক্ত হইতেছে)। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কে এই আশা করিয়া অনুযত্ন কয়ে যে, 'ইনি আমাকে (আনার অভিলষিত বস্তু) দান করিবেন, ইনি আমার গৃহ করিয়া দিবেন', এবং যে ব্যক্তি তাহাকে স্তুতি ও কৰ্ম দ্বারা আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে, তিনি (সেই ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়) মনে করেন যে, ইহাকে (সেই ব্যক্তিকে তাহা) দান করা উচিত। আর যে ব্যক্তি বলে যে, 'তুমি আমাকে দান করিতেছ না, তুমি আমার কি !' তিনি ইহাকে ঘৃণা করিতে সমর্থ হন, ও (উহার সম্বন্ধে) নিবেদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। অতএব তিনি উপস্থান করিবেন না ; তিনি যে ইহাকে (অগ্নিকে) সন্দ্বীপ্ত করেন, তিনি যে ইহাতে হোম করেন, তাহাতেই তিনি ইহাকে বাচ্ছা করিয়া থাকেন ; অতএব তিনি উপস্থান করিবেন না।

৭। তিনি যে জন্ত উপস্থান করিবেনই (তাহা পুনর্বার উক্ত হইতেছে)। (লোক) বাচ্ছা করিয়াই দাতাকে লাভ করিয়া থাকে ; এবং এই পর্য্যন্ত* ভরণকর্ত্তাও ভরণীয়কে জানিতে পারেন না। কিন্তু সে বধন বলে যে, 'আমি আপনার ভরণীয়, আমাকে ভরণ করুন !' তখন তিনি তাহাকে ভরণীয় বলিয়া মনে করেন। অতএব তিনি উপস্থান করিবেনই। তিনি যে জন্ত উপস্থান করিবেন, ইহাই তাহার সমস্ত (যুক্তি)।*

৮। তিনি যে অগ্নিহোত্র হোম করেন, তাহাতে প্রজাপতিস্বরূপ হন, এবং তিনি যে-সমস্তের প্রভু ও যে-সমস্ত তাহার অনুকূলে থাকে, তৎসমস্তেই রক্ত

৪। অর্থাৎ অগ্নিহোত্রে আশীষরূপ যে বল থাকে।

৫। অর্থাৎ অগ্নির সন্দ্বীপন ও হোমের দ্বারাই বাচ্ছা করা হইয়া থাকে, উপস্থান করিয়া তাহার দ্বারা আবার বাচ্ছা করা ঠিক নহে।

৬। অর্থাৎ বাচ্ছা না করা পর্য্যন্ত।

৭। এসম্বন্ধে তৈত্তিরীয় সাহিত্যেও (১. ৫. ২. ৬-৭) উক্ত পক্ষ উপস্থাপিত করিয়া উপস্থান-পক্ষই সমর্থিত হইয়াছে।

সেচন করেন, এবং (অগ্নির) উপস্থান করিয়া তৎসমুদয়কে বিশিষ্টরূপযুক্ত করেন ও অনুরূপে উৎপাদন করিয়া থাকেন।

৯। তিনি উ প রি (“উপ” এই উপসর্গ)-যুক্ত (ঋকের দ্বারা অগ্ন্যুপস্থান)^১ আংস্ত করেন।^২ ইহাট (পৃথিবী) উ প রি, এবং ইহা দুই প্রকারে উ প রি; এই বাহ্য কিছু জাত হয়, তাহা ইহারট (পৃথিবীরট) উ প রি জাত হয় (“উপজাগতে”), এবং বাহ্য কিছু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা ইহারই উপরি নিলীন হয় (“উপ-উপাতে”, √বপ্); অতএব তাহা (উপস্থান) দিবা ও রাত্রিতে বহুতর হইয়াই অক্ষয্য (অক্ষগুহ) হইয়া থাকে, এবং তিনি ইহাতে অক্ষয্য প্রাচুর্য্যে দ্বারাট (উপস্থান) আরস্ত করেন।

১০। তিনি বলেন—“অধ্বরের নিকটে গমন করিয়া—,”^৩ “অধ্বর” অর্থে যজ্ঞ, অতএব ‘যজ্ঞের নিকটে উপস্থিত হইয়া’ ইহাই তিনি তাহাতে বলিয়া থাকেন;—“আমরা (সেই) অগ্নির মন্ত্র উচ্চারণ করিব—,” কেননা, তিনি তাহার মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন বলিয়াই (উদ্ভাও) হন,—“এই (বিনি) দূর হইতে আমাদিগকে (অর্থাৎ আমাদের বাক্যকে) শ্রবণ করিতেছেন;” তিনি ইহাতে এই বলেন যে, ‘বদিও আপনি আমাদের নিকট তইতে দূরে আছেন, তথাপি আপনি

৮। সাধারণ বলিয়াছেন—অগ্নিহোত্রোহাম স্তেতসেকহানীয়। পর্তানয়ে নিবিত্ত রেতের হস্তপাদি দ্বারা যে বিশিষ্টরূপ-সম্পাদন, তাহা অগ্নির উপস্থানসাধ্য। অতএব বহুমান অগ্নিকে উপাসনা করিয়া এই সমস্ত নিবিত্ত (রেতকে) বিশিষ্টরূপযুক্ত করেন, ও অনুরূপে উৎপাদন করিয়া থাকেন। অতএব অগ্নির উপস্থান করা অবশ্য উচিত।

৯। এই উপস্থানের নাম বাৎ স শ্রো প স্থান; কেননা, এই উপস্থান বাৎ স শ্রী নামক দ্বি দ্বারা দৃষ্ট। বাৎ স শ্রো শব্দের ২. ৩৮, ও ১. ৪৫-৪৬ যুক্তের দ্বারা। ২ম হইতে ৪১শ কণ্ঠিকা পর্যন্ত এই উপস্থানেরই মন্ত্রসমূহ (বা. স. ৩. ১১. ৩৬) বিহিত হইয়াছে ইহাতে বহু মন্ত্র থাকার ইহা দ্বীর্ঘো প স্থান (জঃ—২. ৩. ২), বৃহদু প স্থান (বা. স. ৩. ১১ মহাধর ভাষ্য), অথবা স শ্রো প স্থান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এই উপস্থান-স্থলে আর একটি ক্ষুদ্র উপস্থান বিহিত হয় (২. ৩. ৩); ইহা আ হ রি-কর্তৃক দৃষ্ট। ইহাকে ক্ষুদ্র কো প স্থান, বা ল যু প স্থান বলা হইয়া থাকে।

১০। “উ প অগ্নস্তো অধ্বরং—,” বা. স. ৩. ১১; ঠে. স. ১. ৫. ৪. ১; কা. শ্রো.

আমাদের ইহা (মন্ত্র-জ্যোতি) শ্রবণ করুনই, এ বিষয়ে আপনি এইরূপই মনে করুন !’

১১। “হ্যালোকের উন্নত মন্তক ও পৃথিবীর পতি এই অগ্নি জলের রেতসমূহকে প্রীত (বা গৃহীত) করিতেছেন।”^{১১} তিনি ইহাতে ইহাকে অমুসরণই করেন ; কোন বাচক ব্যক্তি যেমন তত্ত্বভাবে বলে—“আপনি অমুকের পুত্র ; আপনি ইহা করিতে সমর্থ !” টিহাও (এই ঋক্মন্ত্রও) সেইরূপ ;

১২। অনন্তর (উচ্চাৰ্য্যমাণ ঋক্টি) ইন্দ্র ও অগ্নির ;—“হে ইন্দ্র ও অগ্নি আপনাদের উভয়কে আমি আহ্বান করিতে (ইচ্ছা করি), আপনাদের উভয়কে আমি এক সঙ্গে অগ্নের দ্বারা আনন্দিত করিতে (ইচ্ছা করি) ; আপনারা উভয়েই অন্ন ও ধনসমূহের দাতা, অন্নপ্রদানের জন্য আপনাদের উভয়কে আমি আহ্বান করিতেছি !”^{১২} এই বাহা (স্থূৰ্য্য) তাপ প্রদান করিতেছে, তাপই ইন্দ্র ; তাহা যখন অস্ত গমন করে, তখন আহবনীয়ে প্রবেশ করে ; অতএব তিনি ইহাতে এক সঙ্গে বর্তমান তাঁহাদ্বিগের উভয়কেই^{১৩} এই মনে করিয়া উপস্থান করেন যে, ‘তাঁহারা উভয়ে এক সঙ্গে আমাকে প্রদান করিবেন।’ সেই জন্তই তাহা (ঐ ঋক্টি) ইন্দ্র ও অগ্নির।

১৩। “হে অগ্নি তুমি বাহা হইতে জাত হইয়া দীপ্তি প্রাপ্ত হইতেছ, এই তোমার (সেই) ধাতুমন্তকী যোনি ;”^{১৪} তুমি তাহা জানিয়া উথিত হও, এবং আমাদের ধন বর্দ্ধন কর !” “ধন”-অর্থে গৃহীত ; অতএব তিনি ইহাতে এই বলেন যে, ‘তুমি আমাদের ইহাকে ভূয়োভূয়ঃ পুষ্ট কর !’

১১। বা. স. ৩. ১২ ; টৈ. স. ১. ৫. ৫. ৩ সাধারণতঃ। সাধারণভাবে “জলের রেতসমূহ...” ইত্যাদির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—অগ্নি জলের অর্থাৎ জলের কার্য্য তাবর-জলসের পরীক্ষকে জাঠির অনিয়মে প্রীত করিয়া থাকেন ; বা. স. ৮. ৪৪. ১৩।

১২। বা. স. ৩. ১৩ ; টৈ. স. ১. ৫. ৫. ২ ; বা. স. ৩. ৩০. ১৩।

১৩। অর্থাৎ স্থূৰ্য্যরূপ ইন্দ্র ও আহবনীর অগ্নি, এই উভয়কে।

১৪। “অন্য তে যোনির্বাহিকঃ ;” “অন্য আহবনীরপ্রদেশঃ তে যোনিঃ স্থানং বাহিকঃ স্বতু-সবন্ধঃ সর্বশ্রিয়পি কতো অগ্নেন হোবনিশ্চতেঃ”—সাধারণ।

১৪। “আ প্র বা নঃ” এবং ভৃ গু গ ন যে বিচিত্র ও সমস্ত প্রজার বিভূকে বনসমূহে দীপিত করিয়াছিলেন, যিনি (দেবগণের) আহ্বানকারী ও অতিশয় বাগাহুতা, এবং যিনি বাগসমূহে স্তবাহ, সেই প্রধানভূত ইনি (অগ্নি) আধানকর্তৃগণ কর্তৃক এখানে স্থাপিত হইয়াছেন।”^{১১} তিনি ইহাতে তাঁহাকে অনুসরণই করিয়া থাকেন; কোন বাচক ব্যক্তি যেমন ভক্তভাবে বলে—‘আপনি অমূকের পুত্র, আপনি ইহা করিতে সমর্থ!’ ইহাও (এই স্বকৃপ) সেইরূপ। তিনি যে বলেন—‘সমস্ত প্রজার বিভূকে,’ তাহাতে, ইনি (অগ্নি) যেক্রপ, সেইরূপই ইহাকে বলিয়া থাকেন; কেননা, ইনি সমস্ত প্রজার (অভীষ্টদানে) সমর্থ।^{১২}

১৫। —“ইহার পুরাতন (‘প্রজাঃ’) দ্রুতিকে অনুসরণ করিয়া লজ্জারহিত (দোহনকারী ঋষিগণ) সহস্রপ্রদ গাতীর (‘বিশ্ব’) বিপুল দ্রুত দোহন করিয়া-
ছিলেন।”^{১৩} সমস্ত দানের মধ্যে সহস্র-দানই পরম; অতএব তাহা ইহারই প্রাপ্তির জগৎ-হইয়া থাকে, এবং সেই জন্তই তিনি বলেন—“সহস্রপ্রদ গাতীর বিপুল দ্রুত।”

১৬। “আপ্রবানঃ” সাধারণ বর্ণভাষ্যে (৪. ৭. ১) লিখিয়াছেন—“আ প্র বা নো ভৃ গু-
সম্বদা কশ্চিদৃষ্টিঃ;” তৈত্তিরীয়াসংহিতা-ভাষ্যে (১. ৫. ৫. ১) বলিয়াছেন—“আপ্রবানসংজ্ঞকঃ;”
মহীধর বা. স. ভাষ্যে (৩. ১৫) ঐ শব্দের অর্থ নিবন্ধ (২. ৩. ৫)-অনুসারে “পুত্রবন্তঃ” বলিয়া
বিকল্পে “আপ্রবানস্তৎপ্রভৃতাঃ ভৃগবশ্চ বুনয়ঃ” বলিয়াছেন।

১৭। বা. স. ৩. ১৫; (১৫. ২৩; ৩৬. ৩)।

১৮। অনুবাদঃ সাধারণানুসারে।

১৮। অনুবাদ মহীধরানুসারে; তিনি বলেন—সাক্ষ্যকালে দোহনের সময় আলোকাভাবে
দ্রুত কোনরূপে নীচে পড়িয়া বাইতে পারে এবং তাহা দোহনকারীর লজ্জার বিষয়; কিন্তু অগ্নির দ্রুতি
থাকিলে সেই লজ্জার কাশণ থাকে না। অতএব তাঁহার লজ্জারহিত। ঋষিশব্দের অর্থ ইনি এখানে
শ্রীচী দ্বির্যছেন—“অর্থাৎ দোহনকালে সচ্ছতি ঋষির্গোঃ।” তিনি এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হইয়া
প্রকারান্তরেও ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন (বা. স. ৩. ১৬)। তৈ. স. ভাষ্যে (১. ৫. ৫. ১)
সাধারণ বাহা লিখিয়াছেন, তদনুসারে এইরূপ অনুবাদ হয়—(‘বিশ্বগুণ’) লজ্জা না করিয়া ইহার
(গো-স্থানীয় এই অগ্নির) অনুকূল দীপ্তি হইতে সহস্র (যন)-প্রদ ও অভীষ্টদানপ্রদ উচ্চল পন্নঃ
(দ্রুত) দোহন করিয়াছিলেন।” অঃ-ব. স. ৯. ৫০. ১।

১৬। এই ছয়টি^{১১} ঋক্ সমাহরণীয়।^{১২} ইহাদের প্রথম ঋক্‌টি উ প (এই উপসর্গ)-যুক্ত, এবং অস্তিমটি প্র ছ (এই শব্দ)-যুক্ত।^{১৩} (ইহাদের মধ্যে পৃথিবী) যেজনা উ প (শব্দ)-যুক্ত, তাহা আমরা বলিয়াছি; আর উহাই (দৌ) হইতেছে প্র ছ, কেননা, অগ্রে পুরাকালে যতগুলি দেব ছিলেন, (এখনো) ততগুলিই দেব আছেন; অতএব^{১৪} উহাই প্র ছ ইহাদেরই উভয়ের মতো সমস্ত কাম (কামাবস্তু) অবস্থিত, এবং ইহারাই ইহার (যজমানের) জন্য ঐকমত্যে অবলম্বন করিয়া সমস্ত কাম উপস্থাপিত করিয়া থাকে।

১৭। তিনি প্রথম (মন্ত্রটিকে) তিনবার এবং অস্তিম (মন্ত্রটিকে) তিনবার জপ করেন; কেননা, যজ্ঞসমূহের প্রারম্ভ ত্রিরাবৃত্ত, এবং সমাপ্তিও ত্রিরাবৃত্ত;^{১৫} অতএব তিনি প্রথমটিকে তিনবার এবং অস্তিমটিকে তিনবার জপ করেন।^{১৬}

১৮। তিনি অগ্নিহোত্র হোন করিতে করিতে বাকা দ্বারা বা কশ্ব দ্বারা যাহা কিছু অন্যথা অনুষ্ঠান করিয়া ফেলেন, তাহাতে নিজেরই অশু, বা তেজ, বা সমস্তটিকে ধ্বংস করিয়া থাকেন।

১৯। সেই জন্ত (তিনি এই মন্ত্রে উপস্থান করেন)—“হে অগ্নি, তুমি তত্ত্বরক্ষক; তুমি আমার তত্ত্বকে রক্ষা কর! হে অগ্নি, তুমি আয়ুঃপ্রদ; আমাকে আয়ু দান কর! হে অগ্নি, তুমি তেজঃপ্রদ; তুমি আমাকে তেজ

১২। ১০ম হইতে ১৫শ কণ্ডিকা পর্যন্ত পঠিত।

২০। অর্থাৎ এই সমস্ত ঋক্ বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে পঠিত হইয়াছে, তৎসমূহকে একত্র সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে; পুরোক্ত ঋক্‌গুলি কবচের ৭. ১৪. ১; ৮. ৪৪. ১৬ ইত্যাদি স্থানে পঠিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলানৈসর্গহিতাতে (৩. ১১. ১৬) এ সমস্ত একত্রই পঠিত হইয়াছে।

২১। “উপপ্রায়স্তো অধ্বরং...;” ও “অস্যা প্রত্নাক্ষরুত্বুতিং...;” বা. স. ১৩. ১১, ১৬; ত্রা:—১০ম ও ১৫শ কণ্ডিকা।

২২। যেহেতু দেবগণ দেখানে পুরাকাল হইতে আছেন, সেই জন্ত দ্বালোক পুরাতন বা প্রত্ন।

২৩। কারণ, হবির্নির্বাপ, হবিত্রোগ্রাক্ষণ ও সান্নিবেশীপাঠ প্রভৃতি ভিন্ন-ভিন্ন বার করিয়া করিতে হয়, দেখা যায়।—সারণ।

২৪। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৩।

প্রদান কর! হে অগ্নি, আমার শরীরের বাহা উন রহিয়াছে, তুমি তাহা সম্পূর্ণ কর!”**

২০। তিনি অগ্নিহোত্র হোম করিতে করিতে বাক্য দ্বারা বা কণ্ঠ দ্বারা যাহা কিছু অল্পখা অনুষ্ঠান করিয়া ফেলেন, তাহাতে নিজেরই আয়ু, বা তেজ, বা সঙ্গতিক ঋণিত করেন; সেই জন্য তিনি তাহাতে বলেন যে, ‘পুনর্বার আমার তাহা বর্দ্ধিত হউক!’ এবং তাহাতে তাঁহার তাহা পুনর্বার বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

২১। —“দীপ্যমান আমরা হ্রাতিমান্ তোমাকে শত তিম (ঋতু)** যাবৎ সন্দীপিত করি—;”** তিনি ঠাহাতে এই বলেন যে, ‘আমরা যেন শতবর্ষ জীবিত থাকি;’ আর যে তিনি বলেন—“হ্রাতিমান্ তোমাকে সন্দীপিত করি,” তাহাতে এই বলেন যে, ‘মহান্ তোমাকে আমরা তাবৎ কাল সন্দীপিত করি;’—“অন্নবান্ (আমরা) অন্নকারী (তোমাকে), বলবান্ (আমরা) বলকারী (তোমাকে),” তিনি ঠাহাতে এই বলেন যে, ‘আমরা যেন অন্নবান্ হই, আর তুমি যেন অন্নকারী হও! এবং আমরা যেন বলবান্ হই, আর তুমি যেন বলকারী হও!’—“হে অগ্নি, শক্রগণের হিংসক ও (কাহারো) অহিংসনীয় (তোমাকে), অহিংসিত আমরা—,” তিনি ঠাহাতে এই বলেন যে, ‘আমরা যেন তোমার দ্বারা শক্রগণকে পাপীয়ান্ করিতে পারি!’

২২। —“হে চিত্রাবস্তু (রাত্রি), আমি যেন মঙ্গলে তোমার অবসান প্রাপ্ত হই!” তিনি এই (মন্ত্র) তিনবার জপ করেন।** রাত্রিই চিত্রাবস্তু, কেননা ইহা চিত্র (গ্রহনক্ষত্র) সমূহ সংগ্রহ করিয়া বাস করে, সেই জন্যই (রাত্রিতে) দূরে কেহ চিত্র দর্শন করিতে পারে না।**

২৫। বা. স. ৩. ১৭।

২৬। উঃ—উ. স. ১. ৫. ১১, ১৪; ৭. ১৪।

২৭। বা. স. ৩. ১৮; উ. স. ১. ৫. ৫. ৮।

২৮। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৩।

২৯। অর্থাৎ রাত্রিতে কেহ দূর হইতে চিত্র অর্থাৎ, জটনা বস্তু দেখিতে পার না। বস্তুতঃ এহাদের অর্থ আমার নিকটে স্পষ্ট হয় নাই। বুল এই—“তআগ্নারকাচ্চিত্রং নৃশ্বে;” সারণ

২৩। ইহা (এই মন্ত্র) দ্বারাই ঋষিগণ মঙ্গলভাবে রাজির অবসান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাতেই নাশকজীব ও রক্ষোগণ রাজিতে ইহাদিগকে 'প্রাপ্ত' হয় নাই ; তিনি ইহাতেই মঙ্গলভাবে রাজির অবসান প্রাপ্ত হন, ইহাতেই তাঁহাকে নাশকজীব "ও রক্ষোগণ রাজিতে প্রাপ্ত হইতে পার না। তিনি এই পর্য্যন্ত** (মন্ত্র আহবনীরের সমীপে) দণ্ডায়মান হইয়া পাঠ করিবেন।

২৪। অনন্তর উপবিষ্ট হইয়া (তিনি এই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করেন)^{৩০} —“হে অগ্নি, তুমি সূর্য্যের তেজের সহিত সঙ্গত (মিলিত) হইয়াছ—;”^{৩১} আদিত্য যখন অস্ত গমন করেন, তখন আহবনীরে প্রবেশ করিয়া থাকেন, সেই জন্তই তিনি তাহা বলেন ;—“(তুমি) ঋষিগণের স্তুতির সহিত (সঙ্গত হইয়াছ) ;” তিনি উপস্থান করেন বলিয়াই ইচ্ছা বলিয়া থাকেন ;—“(তুমি) প্রিয় স্থানের সহিত (সঙ্গত) হইয়াছ ;” আহুতিসমূহই ইহার প্রিয় স্থান, এবং সেইজন্ত তিনি তাহাকে “আহুতিসমূহের সহিত” ইহাই বলিয়া থাকেন ; —“আমি যেন আয়ুর সহিত, তেজের সহিত, সন্ততির সহিত, এবং ধনপুষ্টির সহিত সঙ্গত হইতে পারি।” তিনি ইহাতে এষ্ট বলেন যে, ‘তুমি যেমন এই সমুদ্রের সহিত সঙ্গত হইয়াছ, আমিও যেন সেইরূপ আয়ুর সহিত, তেজের সহিত, সন্ততির সহিত, ও ধন-পুষ্টি অর্থাৎ প্রাচুর্য্যের সহিত,—এইরূপে সমস্তের সহিত সঙ্গত হইতে পারি।’

যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহার মতে এই স্থানের মূল পাঠ “তন্মাৎ তারকাচিহ্নং মদৃশে ;” তাঁহার ব্যাখ্যা যথা—“অতএব ইমানীমপি রাজৌ নভসি তারকাঅক্ষং চিহ্নং মদৃশে দৃশ্যতে।” Eggeling ‘চিহ্ন’ শব্দে আলোক অর্ধ ধরিয়াছেন, এবং উল্লিখিত অংশটুকুর ব্যাখ্যায় তাহার অর্থ ‘স্পষ্টরূপে (clearly)’ করিয়াছেন ; অতএব তাঁহার মতে অনুবাদ এইরূপ হয়—‘সেইজন্য (রাজিতে) কেহ দূর হইতে স্পষ্টভাবে দেখিতে পার না।’

৩০। অর্থাৎ ১০ম হইতে ২২শ কতিকা পর্য্যন্ত ; বা. স. ৩. ১১—১৮।

৩১। কা. প্রো. ৪. ১২. ৪।

৩২। বা. স. ৩. ১৯ ; তৈ. স. ১. ৫. ৫. ৪।

২৫। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে)** পাতীর* নিকট উপস্থিত হন—
 “তোমরা’অন্ন,* আমি যেন তোমাদের অন্ন সেবন করিতে পারি! তোমরা
 তেজ, আমি যেন তোমাদের তেজ উপভোগ করি!” তিনি ইহাতে এই
 বলেন যে, ‘তোমাদের বে সকল বীৰ্য্য ও তেজ আছে, তৎসমুদয়কে আমি
 যেন উপভোগ করি।’—“তোমরা বল, তোমাদের বলকে আমি যেন উপ-
 ভোগ করি।” তিনি ইহাতে এই বলেন যে, ‘তোমরা রস, তোমাদের রসকে
 আমি যেন উপভোগ করি।’—“তোমরা ধনপুষ্টি, তোমাদের ধনপুষ্টিকে আমি
 যেন উপভোগ করি।” তিনি ইহাতে এই বলেন যে, ‘তোমরা প্রাচুর্য্য
 (স্বরূপ), তোমাদের প্রাচুর্য্যকে আমি যেন উপভোগ করি।’

২৬।—“হে ধনবতীগণ, তোমরা ক্রৌড়া কর—,” পশুসমূহ ধনযুক্তই,**
 এবং সেইজন্য তিনি বলেন—“হে ধনবতীগণ, তোমরা ক্রৌড়া কর—;” “এই
 স্থানে, এত গোষ্ঠে, এই দর্শনপথে (নজরের মধ্যে), এবং এই গৃহে; এই
 স্থানেই তোমরা থাক, চলিয়া যাইও না।” তিনি ইহাতে নিজেরই সম্বন্ধে
 বলেন যে, ‘তোমরা আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইও না।’

২৭। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) পাতী স্পর্শ করেন*—“সকলরূপ-
 বিশিষ্ট তুমি সংস্থাপিত হইয়াছ;” পশুসমূহ সকলরূপবিশিষ্টই হইয়া থাকে,
 এবং সেই জন্য তিনি বলেন “সকলরূপবিশিষ্ট;”—“তুমি বলের সহিত ও
 গোস্বামিদের সহিত আমার নিকট আগমন কর।” তিনি যে বলেন “বলের

৩৩। বা. স. ৩. ২০—২১; ২৫শ ও ২৬শ কাণ্ডে উক্ত।

৩৪। অর্থাৎ সারং ও গ্রাণ্ডে অগ্নিহোত্র হোমে অঙ্গিকৃত হ্রদের জন্য নির্দিষ্ট অগ্নি হোত্রী
 (‘অগ্নিহোত্রার্থী দেহুরগ্নিহোত্রী’—আপ. শ্রৌ. ৩. ৩. ১১, ব্রহ্মবট-ভাষ্য) পাতীর; কেহ কেহ বলেন
 অপর পাতী হইলেও হয়। যদি হ্রদ দ্বারা হোম হয়, তবেই অগ্নিহোত্রী পাতীর প্রয়োজন; আর
 যদি যবাণু প্রভৃতির দ্বারা হোম হয়, তবে অন্য পাতী হইবে। আপত্যক ঘোষ্ঠে ঘাইবার বিধান
 নির্দাহেন। কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৫. বাজিকবেদব্যাসা।

৩৫। ক্র. ২. ২. ১৩।

৩৬। পশুসমূহ বলের হেতু বলিয়া ধনবান—সহীদর, বা. স. ৩. ২১; গুরুশৌর্যাদির অভি-
 যুক্তিতে পশুসমূহ ধনযুক্ত—সায়ণ।

৩৭। বা. স. ৩. ২২. ১; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ৬।

সহিত," তাহাতে 'রসের সহিত' বলেন, আর যে বলেন "গোস্থামিষের সহিত," তাহাতে 'প্রোচুর্ষের সহিত' বলিয়া থাকেন।

২৮। অনন্তর তিনি গার্হপত্যের সম্মুখে গমন করেন, এবং (এই সকল মন্ত্রে) গার্হপত্যের উপস্থান করেন—“হে রাজিতে অবস্থানকারী” অগ্নি, আমরা প্রতিদিন নমস্কারপূর্ব্বক কণ্ঠের সহিত তোমার নিকট আগমন করি ”“ তিনি তাহাতে ইহাকে নমস্কারই করিয়া থাকেন, যাহাতে ইনি (গার্হপত্য অগ্নি) তাঁহাকে হিংসা না করেন।

২৯।—“অধ্বরসমূহে শোভমান, সত্যের রক্ষক, সমুজ্জ্বল ও স্বকীয় গৃহে বর্দ্ধমান (তোমার নিকট আমরা আগমন করি)।”“ তিনি ইহাতে এই বলেন যে, ‘এই যাহা (যে গৃহ) আমাদের আছে, তাহা (তোমার) নিজের, তুমি ইহাকে বহুতর বহুতর কর।’“

৩০।—“হে অগ্নি, পুত্রের সম্বন্ধে পিতার জ্ঞান তুমি আমাদের সুখোপগমনীয় হও? এবং আমাদের মঙ্গলের জ্ঞান সমবেত হও?”“ তিনি ইহাতে এই বলেন যে, পিতা যেমন পুত্রের সুখোপগমনীয়, এবং সে (পুত্র) যেমন ইহাকে (পিতাকে) কোনোক্রমে হিংসা করে না, তুমিও সেইরূপ আমাদের সুখোপগমনীয় হও, এবং আমরা যেন তোমাকে কোনোক্রমে হিংসা না করি।’

৩১। অনন্তর দ্বিপদা- (ষক্ সমূহ)ঃ—“হে অগ্নি, তুমি আমাদের নিকটবর্তী হও, এবং রক্ষক, কুশলপ্রদ ও গৃহের হিতকর হও! তুমি ধনবান্ এবং ধনের জ্ঞান প্রসিদ্ধ, তুমি আমাদের অতিমুখে আগমন কর, এবং উজ্জ্বল ধন দান কর! হে সমুজ্জ্বলতম ও অতিশয়জ্যোতির্বিশিষ্ট, বহুগুণের সুখের জ্ঞান আমরা

৩৮। কা. শ্রৌ. ৪. ১৭. ৭।

৩৯। “দোষাবন্তঃ ;” প্রঘর্ষিত অনুবাদ বহীধরাসুয়ারে ; ইনি বলেন—সমস্ত রাজিতে অগ্নিকে ধারণ করিয়া রাখিতে হয় বলিয়াই অগ্নি ‘রাজিতে বাস (বা অবস্থান)-কারী।’ অথবা পূর্ব্বোক্ত (২. ৩. ২. ২.) ইতিহাসাসুয়ারেও অগ্নিকে ঐরূপ বলিতে পারা যায়।

৪০। বা. স. ৩. ২২. ২।

৪১। বা. স. ৩. ২৩।

৪২। অথবা—‘তুমি ইহাকে পুনঃ পুনঃ (বর্দ্ধিত) কর’—মাধব।

৪৩। বা. স. ৩. ২৪।

তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি; তুমি আমাদিগকে জান, আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর, এবং সমস্ত পাশাচারী (শত্রু) হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর!”*

৩২। তিনি যে আহবানীয়ের উপস্থান করেন, তাহাতে পশুসমূহ বাচ্চা করিয়া থাকেন; সেইজন্ত তিনি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ চন্দ্রসমূহের** দ্বারা তাঁহার (আহবানীয়ের) উপস্থান করেন, কেননা পশুসমূহ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হয়। আর যে তিনি গার্হপত্যকে (উপস্থান) করেন, তাহাতে পুরুষসমূহ অর্থাৎ (পুত্রপৌত্র-প্রভৃতি) বাচ্চা করেন; সেইজন্ত প্রথম ঋক্‌সমূহ** গায়ত্রীচন্দ্রের হইয়া থাকে, কেননা, গায়ত্রীই অগ্নির চন্দ্র; তিনি ইহাতে অগ্নির নিকটে তাঁহার (অগ্নির) নিজের চন্দ্রেই উপস্থান করিয়া থাকেন।**

৩৩। অনন্তর (তিনি) দ্বিপদা ঋকসমূহ (উচ্চারণ করেন)। দ্বিপদা ঋক পুরুষের চন্দ্র, কেননা, পুরুষ দ্বিপদ; সেইজন্ত তিনি ইহাতে পুরুষসমূহ বাচ্চা করেন; এবং তিনি পুরুষসমূহ বাচ্চা করেন বলিয়াত দ্বিপদা ঋকসমূহ (উচ্চারণ করেন)। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া উপস্থান করেন, তিনি ইহাতে পশুমান্ ও পুরুষবান্ হইয়া থাকেন।

৩৪। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে পুনর্বার)** গাভীর নিকটে গমন করেন—“হে ঠেড়া, আগমন কর! হে অদিতি আগমন কর!”** কেননা, গাভী ইড়া ও অদিতি (বলিয়া) প্রসিদ্ধ।** তিনি তাহাকে (এই মন্ত্রে) স্পর্শ করেন—“হে কমনীয় (অভিলষণীয়)-গণ, আগমন কর!” কেননা, মন্ত্রযোগের কাম (অভিলাষ)-সমূহ ইচ্ছাদেবই যথো প্রবিষ্ট হইয়াছে,** এবং সেই জন্তই তিনি

৪৪। বঃ স. ৩. ২৫—২৬।

৪৫। অর্থাৎ গায়ত্রী প্রভৃতি; বধা—১০৭ ও ১১৭ কণ্ডিকোক্ত মন্ত্র গায়ত্রী, ১২৭ কণ্ডিকোক্ত ত্রিষ্টুপ, ১৩৭ কাণ্ডোক্ত অমৃষ্টুপ, ইত্যাদি।

৪৬। ২৮ শ, ২৯ শ. ও ৩০ শ কণ্ডিকায় উক্ত।

৪৭। চৈ. স. ৭. ১. ১. ৪।

৪৮। জঃ—২৫শ কাণ্ডিক। কা. শ্রো. ৪. ১২. ৮।

৪৯। বঃ স. ৩. ২৭।

৫০। নিধক্টুতে (২-১১) ইড়া (ইল।) ও অদিতি শব্দ গোনাগের যথো পঠিত হইয়াছে।

* ৫১। জঃ—১. ১. ১. ২; কা. শ্রো. ৪. ১২. ১০।

বলেন—“হে কমনীয়গণ, আগমন কর !”—“তোমাদের কর্তৃক যে কামনার পূরণ হইয়া থাকে, তাহা আমার জন্য হউক !” তিনি ইহাতে এই বলেন যে, ‘যেন তোমাদের প্রিয় হই !’

৩৫। অনন্তর তিনি আহবনীয় ও গার্হপত্যের মধ্যে পূর্বমুখে দাঁড়াইয়া (আহবনীয়) অগ্নিকে দেখিতে দেখিতে (এই তিনটি মন্ত্র) জপ করেন—^{৩২} “হে ব্রহ্মণস্পতি (বেদ বা স্তোত্রের রক্ষক), ঔ শি জ^{৩৩} ক কৌ বা নে র ত্রায় সোমভিষবকারী আমাকে প্রকাশিত কর ! যিনি ধনবান্, বোগহারী, ধনজ, পুষ্টি (সমৃদ্ধি)-বর্দ্ধক ও ক্রতগতি, সেই (ব্রহ্মণস্পতি) আমাদিগকে সেবন (অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া অনুগ্রহ) করুন !—সমাগত (শক্ররূপ) মর্ত্যের হিংসাবাদ যেন আমাদিগকে স্পর্শ না করে ; হে ব্রহ্মণস্পতি, আমাদিগকে রক্ষা কর !”

৩৬। তিনি যে আহবনীয়ের উপস্থান করেন, তাহাতে দোদর উপস্থান করিয়া থাকেন ; আর যে গার্হপত্যের উপস্থান করেন, তাহাতে পৃথিবীর উপস্থান করিয়া থাকেন ; এবং ইহার^{৩৪} দ্বারা অন্তরিক্ষের উপস্থান করেন ; ইহা (অন্তরিক্ষ) বৃহস্পতির দিক্^{৩৫} অতএব তিনি ইহাতে এই দিকেরই উপস্থান করিয়া থাকেন ; এবং সেই জন্যই বার্ষস্পত্য (মন্ত্রজয়) জপ করেন।^{৩৬}

৩৭। (তিনি জপ করেন)—মিজ, অর্যমা, ও বরুণ এই তিনের (কর্তৃক আমার) দীপ্ত ও দূরাধ্ব্য মহৎ রক্ষণ হউক ! পাপশংসী রিপু তাহাদিগের মিজ-প্রভৃতি দ্বারা রক্ষিত জনগণের উপর গৃহেও প্রভুত্ব করিতে পারে না, এবং

৩২। বা. ম. ৩. ২৮. ৩১ ; ব. স. ১. ১৮. ১—৩।

৩৩। ঔ শি কে র পূত, ক কৌ বা নে র মাতার নাম ঔ শি ক্ (জ্) ছিল—মহীধর।

৩৪। অর্থাৎ ৩২ শ কণ্ডিকার উক্ত মন্ত্রজয়ের দ্বারা।

৩৫। অর্থাৎ সোম ও পৃথিবীর সমাবর্তী উর্দ্ধদিক্ বৃহস্পতির। অঃ—‘উর্দ্ধা দিক্ বৃহস্পতি-দেবতা,’ তৈ. ব্রা. ৩. ১১. ৫. ৬।

৩৬। ৩৫ শ কণ্ডিকার উক্ত মন্ত্রজয় ব্রাহ্মণস্পত্য, অর্থাৎ ব্রাহ্মণস্পতির ; সেই মন্ত্রজয় এখানে বার্ষস্পত্য অর্থাৎ বৃহস্পতি দেবতার ক্রিয়ণে হইতে পারে ? ইহার উত্তরে সাধারণতঃ বলেন যে, ব্রহ্মণস্পতি ও বৃহস্পতির ভেদ না থাকতেই তাহা হইয়া থাকে। ইহা সমর্থনের জন্য তিনি ঋগ্বেদের (২. ২৩. ১) মন্ত্র উদাহৃত করিয়াছেন ; এখানে ব্রাহ্মণস্পত্য পুস্তকসমূহে বৃহস্পতির স্তব করা হইয়াছে।

প্রতিবন্ধক (‘বারণ’) পঞ্চসমূহেও না। কেননা, সেই অদিতির পুত্রগণ (মিত্র-প্রভৃতি) মর্ত্যকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অজস্র (অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন) জ্যোতি প্রদান করেন।”^{১৭} ইহার (উক্ত মন্ত্রের) মধ্যো “প্রতিবন্ধক পঞ্চসমূহেও না” আছে, কেননা, এষ্ট ঘোঁ ও পৃথিবীর মধ্যে এই যে সকল পঞ্চ রহিয়াছে, তাহারাই প্রতিবন্ধক,^{১৮} তিনি ইহাতে ইহাদেরই উপস্থান করেন, এবং সেই জন্তই বলেন যে, “প্রতিবন্ধক পঞ্চসমূহেও না।”

৩৮। অনন্তর ইন্দ্রের (ঋক্); কেননা, ইন্দ্রই যজ্ঞের দেবতা, এবং তিনি ইহাতে ইন্দ্রেরই সহিত অগ্নির উপস্থান করিয়া থাকেন;— “হে ইন্দ্র, তুমি কখনো হিংসক নও; তুমি (হবিঃ-) দানকারীকে অনুগ্রহ^{১৯} করিয়া থাক;—” যজ্ঞমানই (হবির) দাতা, অতএব তিনি ইহাতে এই বলেন যে, “তুমি যজ্ঞমানের দ্রোহ কর না;”—“হে মঘবন্ (ঘনবন্), দ্যোতমান তোমার বহুতর দান (যজ্ঞমানের) অতিনিকটে সমৃদ্ধ (অর্থাৎ সম্বলিত) হইতেছে!”^{২০} তিনি ইহাতে এই বলেন যে, “তুমি বহুতর বহুতর করিয়া আমাদের ইহা (ঘন) পুষ্ট কর।”

৩৯। অনন্তর সবিত্রী (সবিতার ঋক্);^{২১}—সবিতাই দেবগণের প্রেরিতা; এবং এইরূপেই ইহার (যজ্ঞমানের) এই কামনাসমূহ সবিতার দ্বারা

১৭। বা. স. ৩. ৩১—৩৩; ঋ. স. ১০. ১৮৫. ১—৩।

১৮। কেননা, ইহার পুরুষের (ঋগাদি) কলপ্রাপ্তির নিষেধের জন্য হয়—সারণ।

১৯। “মন্দসি” ইহার অর্থ “সেকসে”—সহীধর; সারণ এখানকার ভাবার্থ দিখিয়াছেন (তৈ. স. ১. ৪. ২২. ১)—যিনি হবি দান করিয়াছেন, এতাদৃশ যজ্ঞমানকে কল দান করিবার জন্য তুমি (তাহার নিকট) গমন করিয়া থাক।

২০। বা. স. ৩. ৩৩; ঋ. স. ৮. ৫২. ৭।

২১। ইহারই অপর নাম মণ্ডসিদ্ধি পারত্রী; বা. স. ৩. ৩৫। এসম্বন্ধে ইহার অর্থসম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বাইতেছে। ইহার মূল কথা—“অসমিতুর্কুর্যেণাং ভর্গো দেবস্ত হীমহি। যিহো যো নঃ অর্চোষয়াৎ।” ঋ. স. ৩. ৩২. ১১; সা. স. ২. ৮১. ২; বা. স. ২. ৩৫, ২২. ৯, ইত্যাদি; তৈ. স. ১. ৫. ৬. ৪; ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহার পূর্বে “সুং, তুসং, অং” এই তিন ব্যাকৃতি যোগ করিয়া দেওয়া হয়। সারণ ইহার দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন, পরমেশ্বরপক্ষে ও

প্রেরিত হইয়াই সমুদ্র (পরিপূর্ণ) হয় ;—“যিনি আমাদের বুদ্ধিসমূহকে প্রেরণ করিতেছেন, সেই দেব সবিতার বরণীয় তেজকে আমরা ধ্যান করি !”*

৪০। অনন্তর অগ্নির স্বকৃৎ ;**—তিনি ইহাতে ব্রহ্মার জন্য নিজেকে পরিশেষে অগ্নির নিকটে সর্বতোভাবে দান করেন ;—“তুমি যাহা দ্বারা (হবিঃ-) দাতৃগণকে রক্ষা কর, তোমার সেই ছুশ্রুত্বা রথ সমস্ত দিকে আমাদিগকে পরিব্যাপ্ত করুক !” যজ্ঞমানেরাই (হবিঃ-) দাতা ; এবং ইহার যে রথ অনন্তিবনীয়-তম, তাহার দ্বারা ইনি যজ্ঞমানগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন ; অতএব তিনি

স্বর্গাপকে। পরবেশরণকে অর্থ এইরূপ—যে ‘নঃ’ অশ্রাকং ‘বিয়ঃ’ কর্ণাবি স্বর্গাদিবিষয়া বুদ্ধির্বা ‘প্রচোদ্যাস’ প্রেরয়তি ; ‘ভব’ ভক্ত ‘দেবন্ত’ দ্যোতমানস্ত ‘সবিতুঃ’ সর্বাভ্যর্থাশ্রিতঃ প্রেরকস্ত জগৎসৃষ্টঃ পরবেশরস্ত ‘বরণ্যাস’ বরণীয় ‘ভর্গঃ’ তেজঃ ‘ধীমহি’ ব্যায়ামঃ ;—যিনি আমাদের বুদ্ধিসমূহ (অথবা কর্ণসমূহ) প্রেরণ করিতেছেন, সেই দ্যোতমান সবিতার (অর্থাৎ সর্বাভ্যর্থাশ্রিতপে সকলের প্রেরক জগৎসৃষ্টা পরবেশরের) বরণীয় তেজকে আমরা ধ্যান করি। স্বর্গাপকে এইরূপ—যিনি আমাদের কর্ণসমূহ প্রেরণ করেন (স্বর্গা উদিত হইলেই লোক কর্ণে প্রবৃত্ত হয়, ও তাহাতেই স্বর্গা কর্ণসমূহ প্রেরণ করেন), সেই প্রকাশমান দেব সবিতার (স্বর্গের) তেজ (অর্থাৎ তেজোমণ্ডল) আমরা ধ্যান করি। ‘ভর্গঃ’ পক্ষে অল্পও বৃদ্ধা দায়, অতএব স্বর্গাপকে আর এক প্রকার অর্থ হয়, যথা—সেই সবিতার অল্প (অর্থাৎ তাহার অসাদে অস্মাদিরূপ কলকে) আমরা ধারণ করি, (ধীমহি—ধারণ্যঃ, অর্থাৎ তাহার আধার হই) ; মৈত্রাপনিবৎ (৬৭) ও গোপথব্রাহ্মণে ও (১.৩১—৩৮) ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যদীদর বলেন—‘ভর্গঃ’ শব্দের অর্থ তেজোমণ্ডল, অথবা (তেজোমণ্ডলে অবস্থিত) পুরুষ। যদীদর আরো বলেন যে, বাক্যভেদে ও ‘লিঙ্গ-ভেদেও ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে। বাক্যভেদে যথা—‘দেব সবিতার সেই ভর্গকে আমরা ধ্যান করি ; এবং যিনি আমাদের বুদ্ধিসমূহ প্রেরণ করিতেছেন, তাহাকেও ধ্যান করি !’ লিঙ্গভেদে যথা—‘দেব সবিতার সেই (ভব) ভর্গকে আমরা ধ্যান করি, যাহা (বঃ) আমাদের বুদ্ধিসমূহকে প্রেরণ করিতেছে,’ ঋতুধ্বন আদিত্যে এ সম্বন্ধে বোলিবার্জক্যের এই কথাটি স্রোত উদ্ধৃত করিয়াছেন—“দেবন্ত সবিতুর্কো ভর্গস্তভর্গন্ত ভিঃ। ব্রহ্মাবিনি এবাহবঃশ্যাকাত ধীমহি। চিত্তহাসো বয়ং ভর্গং দিহো যো নঃ প্রচোদয়ৎ। বর্ষাঃঋত্বোঃস্ব বুদ্ধিস্তুভীঃ পুনঃ পুনঃ বুদ্ধ্যেত্যাদিত্য বস্ত চিত্তাহা পুরুষো বিয়ট্। বরণ্যং বরণীয়কং অন্তঃসারভীকৃতিঃ। আভিত্যাক্তর্গন্তং যচ্চ ভর্গাখ্যং তদুৎকৃতিঃ। অন্তঃসারবিদ্যায় ছুশ্রুত্বং দ্বিতরুত্বং চ। ধ্যানেন পুরুষো যচ্চ জট্বাঃ স্বর্গমণ্ডলে ॥”

তাহাতে এই বলেন যে, 'তোমার সেই যে রথ অনতিভবনীয়তম, ও বাহার দ্বারা তুমি যজমানগণকে রক্ষা কর, তাহা দ্বারা আমাদিগকে সমস্ত দিকে অভি-
রক্ষিত কর।' তিনি ইহা তিনবার জপ করেন।

৪১। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রের মধ্য) পুত্রের নাম গ্রহণ করেন—
'আমার এই (অমুক) পুত্র এত বীরকণ্ঠকে অল্পক্ৰমে বিস্তারিত করুক!'" যদি
পুত্র না থাকে, তবে তিনি নিম্নেরই নাম গ্রহণ করিবেন।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১ পুরোহিত বীর্ণো গৃহ্যেনেব হলে বিকল্পে কিম্বদন্তি পূর্ণ হা নেব প্রথম মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা ;—২ পুরোহিত উপস্থানের হলে পুরোহিত উপস্থানবিধানের হুক্তি, আত্মরিত্তির বাক্যে তাহার সমর্থন ;—৩ প্রবাসে যাইতে হইলে অগ্নে গার্হপত্যের ও পরে আহবনীয়ে উপস্থান ;—৪-৫ এই উপস্থানের মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা ;—৬ অনন্তর তিনি পদব্রজে বা অন্ত কোন বাহনে প্রবাসের অন্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যতদূর ইচ্ছা করেন ততদূর পর্য্যন্ত সৌনাবলম্বনেই থাকিবেন ও তাহার পর সৌনভ্যাগ করিবেন, প্রবাস হইতে কিরিবার সময়েও যে স্থানে মনে করিবেন সেইস্থান হইতে সৌনাবলম্বন করিয়া গৃহে কিরিবেন, সেই সময় পশ্চিমযো রাজ্যও আসিলে তিনি তাহার নিকট না যাইয়া (একেবারে অগ্নির নিকট বাইবেন) ;—৭ প্রবাস হইতে আগমনের পর প্রথমে আহবনীয় ও তাহার পরে গার্হপত্যের উপস্থান ;—৮-৯ এই উপস্থানদ্বয়ের মন্ত্র ও উপস্থানের পর তৃণপান অগ্নিদমন (অগ্নিতে নিক্ষেপ), অধিকাংশ লোকের উল্লিখিত মন্ত্রের অপেক্ষেই প্রবাসের পূর্বে ও পরে অগ্নির উপস্থান করিয়া থাকেন ;—১০ পশ্চাত্তরে সৌনাবলম্বনেই উপস্থানের বিধি ও লৌকিক দৃষ্টান্তে তাহার হুক্তি ;—১১ তৎসম্বন্ধে অগ্নির হুক্তি ;—১২ উপস্থানের পর প্রবাসে গমন করিবার সময় অতিমত স্থান-পর্য্যন্ত সৌনাবলম্বনে গমন, কিরিবার সময়ও অতিমত স্থান ইহতে সৌনাবলম্বন করিয়া (গৃহে) গমন ;—১৩ অগ্নে আহবনীয় ও পরে গার্হপত্যের উপস্থান, উভয়েই উপস্থান ও তৃণপানদ্বয় সৌনাবলম্বনে কিম্বদ ;—১৪ প্রবাস হইতে আসিবার দিনেই তিনি কাহারো কিছু অগ্নির করিবেন না, ইচ্ছা হইলে পর দিন করিতে পারেন ।]

১। অনন্তর অগ্নিহোত্র হোম করা হইলে তিনি (বিকল্পে) এই মন্ত্রে উপস্থান করেন—“ভুঃ ! ভুবঃ ! স্বঃ !” তিনি যে বলেন—“ভুঃ ! ভুবঃ ! স্বঃ !” তাহাতে বাক্যকে সত্য^১ দ্বারাই সমৃদ্ধ করিয়া থাকেন, এবং সেই সমৃদ্ধ (বাক্যের) দ্বারা এই আশীঃ প্রার্থনা করেন ;—“আমি সন্ততিসমূহের দ্বারা হুসন্ততিযুক্ত হইব !” তিনি ইহাতে সন্ততি প্রার্থনা করেন ;—“আমি বীরসমূহের^২ দ্বারা সুবীর-

১। ভুঃ—২. ৩. ২. ৩, ২৫ টীকা।

২। ভুঃ=পৃথিবী, ভুবঃ=বয়স্থান, বায়ুগণ, স্বঃ=হাছান, প্রহলোক ; বা. স. ৩. ৩৭ ; কা. শ্রো. ৪. ১২. ১২।

৩। “সত্যব্রূপা হোতা বাক্ততমঃ ত্রীসারবাক্য, তথাচারাতম (ই. ব্রা. ৫. ৫. ৭)”—ভূরিভাষেন্দ্রাৎ, ভুব ইতি বহুব্বেদাৎ, বহিষ্ঠি সাববেদাৎ, ”—সারণ।

৪। বীর=বীরাণাম্ পুত্র।

যুক্ত হইব।” তিনি ইহাতে বীরগণকে প্রার্থনা করেন ;—“আমি সমৃদ্ধিসমূহের দ্বারা সুসমৃদ্ধিযুক্ত হইব।” তিনি ইহাতে সমৃদ্ধি প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

২। ঐ যে দীর্ঘ অগ্নি-উপস্থান,* তাহা আশীঃ (ফলপ্রার্থনা), এবং ঠহাও* আশীঃ; এই জন্ত তিনি এতাবৎ (উপস্থানেই) সমস্ত (ফল) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অতএব তিনি ইহারই দ্বারা উপস্থান করেন। আত্মরি বলিয়াছেন—“আমরা ইহারই দ্বারা অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।”

৩। অনন্তর তিনি প্রবাসে যাইবেন,* তখন গার্হপত্যেরই অগ্নে ও তাহার পরে আহবনীর উপস্থান করেন।

৪। তিনি (এই মন্ত্রে) ‘গার্হপত্যের উপস্থান করেন—“হে নরহিতকর, আমার সন্তৃতিকে রক্ষা করন।” ইনি (গার্হপত্য) সন্ততিরই প্রভু; সেই জন্ত তিনি ইহাতে সন্তৃতিকে ইহার নিকটে রক্ষার জন্ত সম্পূর্ণভাবে দান করেন।

৫। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) আহবনীর উপস্থান করেন—“হে স্তবাহ*, আমার পশুসমূহকে রক্ষা করন।” ইনি (আহবনীর) পশুসমূহেরই প্রভু; সেই জন্য তিনি ইহাতে পশুসমূহকে ইহার নিকটে রক্ষার জন্ত সম্পূর্ণরূপে দান করেন।

৬। অনন্তর তিনি পদব্রজে গমন করেন, অথবা (কোনো অশ্বাদি বাহনে আরুঢ় হইয়া তাহা) চালন করেন;* এবং যেখানে তিনি সীমা মনে করেন,

১। ঙ্গ:—২. ৩. ২. ২, ২২ দীক।

২। “ভূভূবঃ...” ইত্যাদি ত্রয়স্যথা লগ্নপস্থান।

৩। অর্থাৎ নিজের অগ্নিভূক্ত প্রাসের সীমা অভিক্রম করিয়া ব্যক্তিগত অগ্ন্যস্ত্র বাস করিবেন। কা. শ্রো. ৪. ১২. ১৩, ব্যাক্কসেব। “প্রাসান্তরে নবর্ঘ্যঃ বা পন্ধ্যাঃ বাধ্যতঃ বা কটিং। মীমামতীভ্য চেদ্ রাভৌ বাসঃ প্রবসনঃ স্মৃতং॥”—ইতি কারিকাকার। এই উপস্থানের নাম ঐ বৎস্ত দুপ স্থান, অথবা ঐ বাসোপস্থান।

৪। বা. ন. ৩. ৩৭। এই মন্ত্রেরই অবশিষ্ট অংশ দ্বারা দক্ষিণাগ্নির উপস্থান বিহিত হইয়াছে। ত্রঃ—শাখ্য। শ্রো. ২. ১৪. ৩; কা. শ্রো. ৪. ১২. ১৩ ব্যাক্কসেব। পদ্ধতিতে সত্য ও আবসখ্য আগ্নিরও যোনাবলম্বনে উপস্থান বিহিত হইয়াছে।

৫। কা. শ্রো. ৪. ১২. ১৪।

সেখানে গমন করিয়া বাগ্‌বিসর্জন (অর্থাৎ মৌনভাগ) করেন।” অনন্তর তিনি প্রবাস করিবার পর আগমনের সময়, দেখিয়া যে স্থানে সীমা মনে করেন, সেই স্থানে মৌনাবলম্বন করেন। (এই সময়ে অগ্নিশালা ও তাঁহার) মধ্যে যদি রাক্ষাণ্ড (আগমন করেন, তথাপি) তিনি তাঁহার নিকট যাইবেন না।”

৭। তিনি অগ্নে আহবনীয়ের এবং তাহার পর গার্হপত্যের উপস্থান করেন। গার্হপত্য গৃহস্বরূপ, এবং গৃহই প্রতিষ্ঠা (আশ্রয় স্থান); অতএব তিনি ইহাতে (পরিশেষে) গৃহরূপ প্রতিষ্ঠাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

৮। তিনি (এই মন্ত্রে) আহবনীয়ের উপস্থান করেন—“বিশ্বক্স ও শ্রেষ্ঠধন-প্রদ (তোমার নিকট) আমরা আগমন করিয়াছি; হে সন্দীপ্যমান অগ্নি,

১০। “মত্যা বাগ্‌বিসর্জনং”—কা. শ্রৌ. ৬.১২.১৫। বাজিকেরা বলেন যে, তিনি যখন প্রবাসে গমন করিতে আরম্ভ করেন, তখন অগ্ন্যুপস্থান করিয়া মৌনাবলম্বন করেন, এবং গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বতকশ অগ্নিশালায় ছাৎ ঘেঁষিতে পাওয়া যায়, ততকশ মৌনাবলম্বনেই থাকিয়া তাহার পর মৌন ত্যাগ করেন। উক্ত হইয়াছে—“অগ্ন্যস্তিকং সমাংস্তা তান্ মৌনী প্রতিষ্ঠতে। বাবজ্বীংষি দুশান্তে হব্যাবলম্বনঃ।” শাখ্যায়িন বলেন যে, বতকশ অগ্নি ঘেঁষিতে পাওয়া যায় ততকশই মৌনাবলম্বন করিতে হইবে—“চক্ষুবিক্রেত্য়ীনাং বাচং যচ্ছৎ”—২. ১৫. ১১; কিন্তু ইহার ভাষ্যকার বরদত্তশ্রুত আনন্ত্য ইহার দ্বারা পুরোক্ত মতেরই সমর্থন করিতেছেন দেখা যায়—“অগ্ন্যাগারস্ত দর্শনযোগের বাগ্‌ব্রবনং কুৰ্য্যাত্।” “করিকায় উক্ত হইয়াছে—“অনলাদর্শনং বাগ্‌ তাবজ্জাখ্যায়িনশ্রুতে:। স্ববুদ্ধিকরিতো দেশ ইতি বাজসনেয়িনঃ।” আপস্তম্ব-শ্রৌতশূত্র (৬. ২৫. ৫) ও আশ্বলায়িন-শ্রৌতশূত্রে (২. ৫. ৫) উক্ত হইয়াছে—“আগ্নাদগ্নিত্যা বাচং বিশ্বজ্ঞেং;” অর্থাৎ অগ্নিসমূহ হইতে দূরে গমন করিয়া বাগ্‌বিসর্জন করিবে। কিন্তু আশ্বলায়িন-শ্রৌতশূত্রের বৃত্তিকার পার্শ্বানারম্ভ বলিয়াছেন যে সূত্রস্থিত “আগ্নাৎ” শব্দে ভুলটা দূর বুঝিতে হইবে যেস্থান হইতে অগ্নিশালায় ছাৎ ঘেঁষা যায় না। ত্রঃ—আপ. শ্রৌ. ৬. ২৫. ৬, ব্রহ্মবস্ত-ভাষ্য।

১১। বাগ্‌সংস্কারের পর পূজ্য ব্যক্তি নিকটবর্তী হইলে তিনি তাঁহার দিকে দৃষ্টি না করিয়া অগ্নিরই নিকটে থকম করিবেন; ইহাই এখানে তাৎপর্য্য। আপস্তম্বশ্রৌতশূত্রে (৬. ২৫. ৬) ইহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে—“যদ্যনং রাজা পিতৃচার্য্যো বাজসনেয়ীন্ তাদজ্জ্বদ্বির্দর্শে বৈনমাজিয়েত।” ত্রঃ—কা. শ্রৌ. ৬. ১২. ১৮।

তুমি আমাদিগকে দোতমান ধন (বশ বা অন্ন) ও বল প্রদান কর !”^{১০০} অনন্তর তিনি উপবেশন করিয়া তৃণসমূহ অপনয়ন করেন ।^{১০১}

৯। অনন্তর তিনি (এই মন্ত্রে) গার্হপত্যের উপস্থান করেন—“গার্হপত্য অগ্নি গৃহের পতি, ও সম্বতিগণের শ্রেষ্ঠ ধনপ্রদ ; হে গৃহপতি অগ্নি, তুমি আমাদিগকে দোতমান ধন ও বল প্রদান কর !”^{১০২} অনন্তর তিনি উপবেশন করিয়া তৃণসমূহ অপনয়ন করেন । বহুতর ব্যক্তি এই (মন্ত্রেই) জপের দ্বারা উপস্থান করিয়া থাকেন ।

১০। তিনি মৌনভাবেই উপস্থান করিতে পারেন ;^{১০৩} কেননা, যেখানে কোনো ব্রাহ্মণ, বা রাজা, বা কোনো শ্রেষ্ঠ মনুষ্য বাস করেন, সেখানে তদনু-বর্তনকারী কোনো ব্যক্তি এ কথা বলিতে পারে না যে,—‘আপনি আমার ইহা রক্ষা করুন, আমি প্রবাসে গমন করিতেছি !’^{১০৪} (সেইরূপ) এখানে (তঁাহার বাসস্থানে) এত শ্রেষ্ঠ দেব অগ্নিসমূহ বাস করিতেছেন ; কে তাঁহাদিগকে বলিতে পারে যে,—‘আপনারা আমার ইহা রক্ষা করুন, আমি প্রবাসে গমন করিতেছি !’

১১। দেবগণ মনুষ্যগণের মনকে জ্ঞানেন ; (অতএব) গার্হপত্য জ্ঞানেন যে, ‘তিনি (গৃহপতি, রক্ষার উদ্দেশে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দান করিবার ভক্ত) আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন ।’ তিনি মৌনভাবেই আহবানীয়ের উপস্থান

১২। বা. স. ৩. ৩৮ ; কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ১৮। পবাস হইতে আসিবার পর বিধের এই উপস্থানকে আগ্নেয় উপস্থান বলা হয় ।

১৩। অর্থাৎ চারিদিকে পতিত তৃণসমূহ অর্বাণ্ড সমিৎপ্রভৃতিকে ভেদন করিয়া অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত করেন—যাযব ।

১৪। বা. স. ৩. ৩৯ :

১৫। পূর্বে প্রবাসের অগ্নি ও পরে উভয় উপস্থানেই ততঃসমুদ্রগণ বিহিত হইয়াছে. এবং উক্ত হইয়াছে যে, অনেকে সেই মন্ত্র জপ করিয়াই উপস্থান করিয়া থাকেন । এখন উক্ত স্থানেই (স্রঃ— ১০ শ কণ্ডিকা) বিকল্পে বিনা মন্ত্রেই উপস্থান বিহিত হইতেছে । কা. শ্রৌ. ৪. ১২. ২০-২১ ।

১৬। স্রঃ—শাণ্ড. শ্রৌ. ৬. ২৭. ১ ; তুলঃ—উত. ব্রা. ১. ১. ১০. ৬, এখানে বলা হইয়াছে যে, যখন কেহ শিশুরে পূজন করে, তখন গৃহবাসী ব্রাহ্মণকে গৃহরক্ষার ভার দিয়াই পূজন করে ।

করেন ; (কেননা), আহবনীয় জানেন যে, 'ইনি (রক্ষার উদ্দেশে নিজেকে) সম্পূর্ণ ভাবে দান করিবার লক্ষ্য আমার নিকটে আসিয়াছেন ।'

১২। অনন্তর তিনি পদব্রজে গমন করেন, অথবা (অশ্বাদি বাহনে অধিরূঢ় হইয়া তাহা) চালন করেন ; এবং যেখানে তিনি সীমা মনে করেন, সেখানে গমন করিয়া বাগ্‌বিসর্জ্জন (অর্থাৎ মৌনত্যাগ) করেন । অনন্তর তিনি প্রবাস করিবার পর আগমনের সময় দেখিয়া যেখানে সীমা মনে করেন, সেইস্থানে মৌনাবলম্বন করেন । (এই সময়ে অগ্নিশালা ও তাঁহার) মধ্যে যদি রাজাও (আগমন করেন, তথাপি) তিনি তাঁহার নিকট যাইবেন না ।^{১১}

১৩। তিনি অগ্নে আহবনীয়ের এবং তাহাদ্‌ পর গার্হপত্যের উপস্থান করেন । তিনি মৌনভাবেই আহবনীয়ের উপস্থান করেন, এবং মৌনভাবেই উপবেশন করিয়া তৃণসমূহ অপনয়ন করেন । তিনি মৌনভাবেই গার্হপত্যের উপস্থান করেন, এবং মৌনভাবেই উপবেশন করিয়া তৃণসমূহ আনয়ন করেন ।^{১২}

১৪। অনন্তর গৃহোপচার ^{১৩} (উক্ত হইতেছে) । গৃহপতি যখন প্রবাস করিয়া আগমন করেন, তখন গৃহ তাঁহা হইতে অভ্যস্ত উৎক্লান্ত হইয়া পড়ে যে, 'ইনি কি বলিবেন, বা কি করিবেন !' (অতএব) যে ব্যক্তি সেই সময়ে কিছু বলেন, বা কিছু করেন, তাঁহা হইতে গৃহ অভ্যস্ত ক্লান্ত হয়, এবং তাঁহার পরিবারকে বিমষ্ট করিতে সমর্থ হয় ; কিন্তু যে ব্যক্তি সেই সময়ে কিছু বলেন না, ও কিছু করেন না, তাঁহাকে তাহা এই মনে করিয়া আশ্রয় করে যে, 'ইনি এখানে কিছু বলেন নাই, কিছু করেন নাই !' অতএব তিনি যদি এই সময়ে (কোন বিষয়ে) সংক্লান্ত হইয়া থাকেন, তবে, যাহা বলিবার বা করিবার থাকে, তিনি তাহা আগামী কল্যাই (পরদিনেই) করিবেন । ইহাট গৃহোপচার ।^{১৪}

১১। ব্রঃ—পূর্ববর্তী ৩৪ কণ্ডিকা।

১২। ব্রঃ—পূর্ববর্তী ১৮ ও ১৯ কণ্ডিকা।

১৩। অর্থাৎ গৃহব্যবহার ; গৃহে আগমন করিয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাই এখানে বিহিত হইতেছে ।

১৪। এখানে গৃহে গমন বা উপস্থানের লক্ষ্য কোনো মত বিহিত হয় নাই ; কিন্তু কাণ্ডশাখার ও মূলে বিহিত হইয়াছে । এই মত কর্তি অতি হৃদয় বধা—“হে (মহঃ)

রসবারী গৃহ, ভীত হইও না। কলিত হইও না। আমি আলিয়াছি। জোয়ার (অন্ন) রস
 প্রস্রবণে তন্তু তোরণকে স্পর্শ করিয়া ('স্নেহাৎ') প্রস্রব হইয়া যবে যবে প্রস্রাবমান হইয়া আমি
 আগমন করিতেছি।" "প্রবাসী কৃষ্ণি বাহাকে স্পর্শ করে, এবং যেখানে প্রভূত শ্রীতি রহিয়াছে,
 সেই গৃহকে আমরা নিকটে আহ্বান করিতেছি। তাহা জানুক যে, আমরা তাহাকে জানিতেছি
 (ভুলিয়া যাই নি)।" "আমাদের এই গৃহে গোসমূহ উপহৃত হইয়াছে, ছাগ ও মেঘসমূহ উপহৃত
 হইয়াছে, এবং অন্তরঙ্গও উপহৃত হইয়াছে।" ইহাদের বুল এইঃ—“গৃহা যা বিভীত না
 বেগধনমুর্জিব্রত এমসি। উর্জঃ বিলম্বঃ, হৃৎনাঃ হৃৎনাঃ গৃহানেমি মনসা যোজনানঃ।” “যেখানে যেখানে
 প্রবসন যেষু সৌমনসো বহুঃ। গৃহাংগুপস্যানবহে তে নো জানন্ত জানতঃ।” “উপহৃত ইহ গাষ
 উপহৃত অভাবনঃ। অথো অন্তঃ কীলান উপহৃতো গৃহেযু নঃ।” বা. স. ৩. ৪১-৪৩, ১-২; কা.
 শ্রো. ৪. ১২, ২২; জঃ—আপ. শ্রো. ৬. ২৭, ৩। অন্তর তিনি এই মন্ত্রে গৃহে প্রবেশ করেন—“আমি
 কেমের (মঙ্গলের, অথবা প্রাণ বস্তুর স্বকর্পের) এক শাস্তির ভক্ত তোমাকে আশ্রয় করিতেছি;
 আমি হৃৎকামী, আমার হৃৎ ও বজল হৃৎক।” বা. স. ৩. ৪৩, ৩; কা. শ্রো. ৪. ১২.
 ২৩; আপ. শ্রো. ৬. ২৭, ৪। প্রবাস হইতে প্রত্যাপ্ত হইয়া অগ্নিহোত্রী সেই দিনই বাড়ীতে কোনো
 অপ্রিয় কথা বলিবেন না, এবং কঠোর ব্যবহারও করিবেন না, পরমিত করিতে পারেন; ইহা
 অন্তিম ১৪শ কৃত্তিকার ত্যগপার্ধ্যাৎ প্রকাশিত হইয়াছে; কাত্যায়নশ্রোতমুত্রে (৪. ১২. ২৩) ও
 বাজিকমেঘের বৃত্তিতে তাহা সুস্পষ্ট লিখিত হইয়াছে—“ন হিংস্যাৎ গৃহ্যান্ কামঃ যঃ।”
 ইহার বৃত্তি যথা—“জান্ন গৃহাগমনদিনসে গৃহ্যান্ গৃহে তবান্ তর্ধ্যাপুস্তপ্রভৃত্যাদীন্ অপরাধে
 সতাপি ন হিংস্যাৎ অনিষ্টবিরপতাবর্ণতাদ্ভিনাধিনা নোচ্চাতিবেৎ।” আবার গৃহস্থিত পরিবারেরাও
 তাহাকে সেই দিন কোনো অশ্রিয় সংবাদ দিবেন না (আখ. শ্রো. ২. ৫. ১৮)। সন্ত্যদায়-পদ্ধতি
 অনুসারে গৃহে প্রবেশ করিবার পর তিনি গৃহোক্ত (পা. গৃ. সূ. ১. ১৮; আখ. গৃ. ১. ১৫, ৯)
 বিনি-অনুসারে সন্তকান্নাণাধির দ্বারা পুস্তপ্রভৃতিকে আদ্যাদি করিয়া খাওন।

অগ্নিহোত্রী প্রবাসী হইলে যে তাঁহাকে অগ্নিহোত্রসম্বন্ধী কোনো কাজই করিতে হইবে না, তাহা
 নহে; কোনো কোনো কাৰ্য্য তাঁহাকেও সেই প্রকার আদর্শন করিতে হয়। প্রবাসী অগ্নিহোত্রী
 অগ্নিহোত্রের সময়ে, যে দিকে তাঁহার অগ্নিহোত্র-বিহার আছে সেই মুখে যা জ ন ন (বজ্রমানসম্বন্ধী)
 কর্ণসমূহ অনুষ্ঠান করিবেন; কিন্তু সমস্ত বজ্রমান কর্ণই করিতে হয় না, যে সমস্ত কর্ণের দ্বারা
 তাঁহার অগ্নিহোত্রফললাভের যোগ্যতা সম্পাদন হয়, তৎসমূহ করিতে হয়; যথা, বৃণ্ডন, ব্রতগ্রহণ,
 ব্রতোপলোপী জ্যোতঃ আহার ইত্যাদি। কেবলমাত্র, পানাসাদ্যাদি আহার্য (অমলপুস্পাদি)
 কর্ণসমূহ গৃহেই অনুষ্ঠিত হয়, তিনি তৎসমূহ ভেদন যবে যবে চিন্তা করিবেন। কর্ণপ্রদীপে
 (২. ১০. ১২) উক্ত হইয়াছে—“বিকিণ্ণাগ্নিঃ যদ্যেবু গরিকল্পার্ধিঃ জং তথা। প্রবসেৎ কার্য্যবান্
 বিশ্রো মুদৈব ন চিত্তং কতিং। মনসা নৈজিকং কর্ণং প্রবসন্নপাতজিতঃ। উপবিশ্ত শুচিঃ সর্বং
 যথাকালঅনুবেৎ।” জঃ—১১. ২. ৪৮; কা. শ্রো. ৪. ১২. ১৩ ও পদ্ধতি; আখ. শ্রো. ২. ৫. ১।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১ বাসে বাসে পি ও পি তৃ বজ্র বিধানের জন্য আখ্যায়িকাবিশেষ—প্রজাপতির নিকটে সমস্ত জীবের নিম্ন-নিম্ন জীবিকার বিধানের জন্য উপস্থিতি, প্রজাপতিকর্তৃক দেবগণের সম্বন্ধে যজ্ঞাদির ব্যবস্থা ;—২-৪ পিতৃগণ, মনুষ্যগণ ও পশুসমূহের জীবিকার বিধান ;—৫ প্রজাপতি অমৃতগণকে তমঃ ও মার্য্য প্রদান করেন ;—৬ দেবগণ ও পিতৃগণ প্রভৃতি সকলেই প্রজাপতির বিধান অনুসরণ করেন, কেবল বহুবাহুই তাহা অতিক্রম করে, এজন্য মামুষ পুষ্ট হইলেও তাহা অনৃত দ্বারাই হইয়া থাকে, এবং সেই নিমিত্ত সে অমোগানী হয়, অতএব সাহঃ ও ঐত্যঃ এই দুই সময়েই আহার করা উচিত, ইহার ফল ;—৭ বাসে বাসে অব্যবস্তার পিতৃগণকে পিতৃদানের বিধান, অপর দিনে তাহার নিবেদন ;—৮ ঐ পিতৃদান অপরাহ্নে কিম্ব, তাহার যুক্তি ;—৯ পিতৃের জন্য (শকট হইতে ত্রীঃ) গ্রহণ, তাহার অবস্থাত ও তত্ত্ব লক্ষ্যসমূহের অর্পনরূপ ;—১০ পিতৃের জন্য সেই হবির (দক্ষিণাধিতে) স্থাপন, অগ্নির উপর থাকিতে থাকিতেই তাহাতে ঘৃতনিক্ষেপ, তাহার যুক্তি ;—১১ তাহা নীচে নামাইয়া অগ্নিতে আহুতিদ্বারা প্রদান, তাহার যুক্তি ;—১২ অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে হোমের বিধান ও তাহার সমর্থন ;—১৩ ঐ হোমের মন্ত্র, অগ্নিতে বৈষ্ণবের নিক্ষেপ ও তাহার তাৎপর্য্য, দক্ষিণাগ্নির দক্ষিণদিকে একটি রেখার অঙ্কন ও তাহার তাৎপর্য্য ;—১৪ ঐ রেখারও পরে (দক্ষিণ দিকে) অঙ্গস্ত অগ্নিমুষ্টির স্থাপন, তাহার উদ্দেশ্য ;—১৫ তাহা স্থাপন করিবার মন্ত্র ;—১৬ অবনেজন অর্থাৎ পিতৃগণের হস্তধৌঃ করিবার জন্য ঘলের প্রদান ;—১৭ পূর্ব্বোক্ত রেখার উপর আন্তরশেব জন্য আবশ্যক বহিঃসমূহের একই আঘাতে মূলদেশে ছিন্ন হওয়া ধরকার, ইহার কারণ ;—১৮ দক্ষিণাগ্র করিয়া বহিঃসমূহের ঐ রেখার উপর আন্তরণ, কিরূপে পিতৃদান করিতে ইহাে অভিনয় দ্বারা তাহার প্রদর্শন ;—১৯ বজ্রদানের পিতা ও পিতামহ প্রভৃতিকে কি বলিয়া পিতৃদান করিতে ইহাে, তাহার উদ্দেশ্য ;—২০ পিতৃদানান্তর অর্পণীয় মন্ত্র, তাহার তাৎপর্য্যব্যাখ্যা ;—২১ পিতৃদানের ষিগরীত (অর্থাৎ উত্তর দিকে) মুণ্ড করিয়া সূর্য্য উপবেশন, যতান্তরে বাসরোমে কষ্ট হওঁয়া পর্য্যন্ত তদবস্থার অবহান, তাহা এখন করিয়া মুহূর্ত্ত কাল থাকিবার ব্যবস্থা ;—২২ পুনর্ব্বার অধক্ষিপণভাবে ঈপঙাভিমুখ হইয়া মন্ত্রবিশেষের অঙ্গ ;—২৩ পিতৃপ্রভৃতির মুখাদি দুইবার জন্য জলপ্রদান ও শুষ্কিত্রে লৌকিক ব্যবহারের উদ্দেশ্য ;—২৪ অবস্তর বসনের নীচি অর্থাৎ প্রান্ত বা অগ্রভাগ খুলিয়া পিতৃগণকে নমস্কার, নমস্কার হয় বার করিতে হয়, তাহার যুক্তি, পিতৃগণের নিকট প্রার্থনা, পিতৃের আত্মাণ, বহিঃসমূহ ও উল্লস্কের অগ্নিতে নিক্ষেপ ।]

১। (একদা) সমস্ত ভূত প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। সমস্ত ভূত (অর্থে) জীবসমূহ। তাহারা বলিয়াছিল—‘আপনি (একগ) বিধান করুন,

বাহাতে আমরা জীবিত থাকিতে পারি।’ অনন্তর দেবগণ যজ্ঞোপবীতী^১ হইয়া ও দক্ষিণ জাহ্নু সঙ্কুচিত করিয়া তাঁহার নিকটে (অর্থাৎ সম্মুখে) গমন করিলেন, এবং তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—‘যজ্ঞ তোমাদের অন্ন, অমৃতত্ব তোমাদের বল, এবং সূর্য্য তোমাদের জ্যোতি (হউক) !’

২। অনন্তর পিতৃগণ বাম জাহ্নু সঙ্কুচিত করিয়া ও প্রাচীনাবীতী হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন, এবং তিনি বলিলেন—‘মাসে মাসে তোমাদের ভোজন (হউক) !’ স্বধা (শব্দ) তোমাদের (হউক) ! তোমাদের মনের ত্রায় বেগ (হউক) ! এবং চক্ষুমা তোমাদের জ্যোতি (হউক) !’

৩। অনন্তর মনুষ্যাগণ (ধমন-) প্রাবৃত হইয়া^২ ও দেহ অবনমিত করিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিল, এবং তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—‘সায়ং ও প্রাতঃ সময়ে তোমাদের আহার (হইবে) ! তোমাদের সমৃদ্ধি (হইবে) ! তোমাদের মৃত্যু (হইবে) ! এবং অর্য্য তোমাদের জ্যোতি (হইবে) !’

৪। অনন্তর পশুসমূহ তাঁহার নিকটে গমন করিল। তিনি তাহাদের স্বেচ্ছাক্রমে বিধান করিলেন এবং বলিলেন—‘কালে বা অকালে (হউক), যে-কোন সময়ে তোমরা (কিছু) লাভ করিবে, তখনই তাহা ভোজন করিবে !’ এষ্ট জনা, কালে বা অকালে (হউক), তাহারা যে-কোন সময়ে (কিছু) লাভ করে, তখনই তাহা ভোজন করে।

৫। অনন্তর, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, অম্বরগণও বার বার^৩ তাঁহার নিকট

১। ব্রহ্মহুত্র বা যজ্ঞহুত্র ধারণের প্রকারভেদে তিন নামে কথিত হইয়া থাকে ; বধা, উপবীত, প্রাচীনাবীত, এবং নিবীত। বধন দক্ষিণ বাহ উত্তোলিত করিয়া বাম স্বক্ষে ধারণ করা হয়, তখন তাহার নাম উপবীত, ইহা দৈব কার্য্যে বিহিত হয় ; বাম বাহ উত্তোলিত করিয়া দক্ষিণ স্বক্ষে ধারণ করিলে তাহা প্রাচীনাবীত, ইহা পৈতৃ কার্য্যে প্রশস্ত ; এবং গ্রীবা দেশে সম্মুখে বুলাইয়া ধারণ করিলে তাহা নিবীত, ইহা মানুষ্য কার্য্যে বিদ্যেয়। বাহারা এইরূপে^১ যজ্ঞহুত্র ধারণ করেন তাহাদিগকে বধাক্রমে যজ্ঞোপবীতী, প্রাচীনাবীতী, ও নিবীতী বলা হয়।
অঃ—“নিবীতং যজ্ঞোপবীতং, প্রাচীনাবীতং পিতৃণাম্, উপবীতং দেবানাম্”—তৈ. স. ৬. ২. ১১. ১ ;
অত্রত্য সাধারণত্যাঃ স্তুত্যা।

২। অর্থাৎ কঠলম্বিতবসন বা নিবীতী হইয়া—সারণ।

৩। “শব্দং” ; সারণ এখানে ইহার অর্থ করিয়াছেন—“বহুবচনং,” অঃ—১.৫.২.১০।

গমন করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে তিসির ("তমঃ") ও মারা প্রদান করিয়াছিলেন ;* এবং সেই জন্ত অমর মারা (লোকে প্রসিদ্ধ) আছে। সেই সমস্ত জীব (অর্থাৎ অমরেরা) পরাভূতই হইয়াছিল। এই সমস্ত জীবের (অর্থাৎ দেবপ্রভৃতির) সম্বন্ধে প্রজাপতি বেক্রণ বিধান করিয়াছিলেন, তাহারা সেইরূপই তাহা অবলম্বন করিয়া জীবিত রহিয়াছে।

৬। দেবগণ, বা পিতৃগণ, বা পুত্রগণ (প্রজাপতির বিধান) অতিক্রম করে না, কেবল এক মনুষ্যেরাই অতিক্রম করে। অতএব মনুষ্যগণের মধ্যে যে ব্যক্তি পুষ্ট হয়, সে অন্তত দ্বারাই পুষ্ট হয় ; সে নীচেই পড়িয়া যায়, ভ্রমণ করিতে পারে না, কেননা, সে অন্তত* করিয়াই পুষ্ট হইয়াছে। অতএব তিনি সাগং ও প্রাতেই ভোজন করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া সাগং ও প্রাতে ভোজন করেন, তিনি সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন ; তিনি বাহা বলেন, তাহাই হইয়া থাকে ; কেননা, যিনি ইহার (প্রজাপতির, এই) নিয়ম আচরণ করিতে পারেন, তিনি তাহাতে দেব-সংগা একা করিয়া থাকেন, এবং তাহারই নাম ব্রাহ্মণত্বজ্ঞ।

৭। যিনি মাসে মাসে পিতৃগণকে (পিতৃ) দান করেন, তাহারই ইহা (পূর্কোক্ত তেজ) হইয়া থাকে। যখন (যে দিন) ইনি (চন্দ্রমা) পূর্বদিকে ও পশ্চিম দিকে চুষ্ট না হন, তখন তিনি ইহাদিগকে (পিতৃগণকে, পিতৃ) দান করেন।* এই যে চন্দ্রমা, ইনি রাজা (রাজমান) সৌম, দেবগণের

৪। এখানে উক্ত হইল যে, প্রজাপতি অমরগণকে তম ও মারা দান করিয়াছিলেন ; তুল :— ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রজাপতির নিকট হইতে ইন্দের বর্ষাৰ্ধ আয়তন ও অমর বিয়োচনের দেহাঙ্ক-বায়ুপাত (৮-৭৮) ; সৈক্যোপনিষদে (৭. ৯) বৃহস্পতির নিকট হইতে অমরগণের নৈরাজ্য-বায়ুগণ অবিন্যাস আশ্রিত।

৫। "সেদ্যতি ;" "নিহতি পৃথাতীতি বাবৎ"—সামণ ; সামণ ঋগ্বেদে (৩১. ৫২. ২) সেদন-শব্দের অর্থ পুষ্টকর বিবিরাজন। সেদন-শব্দের অর্থও চিন্তনীয়। তিনি আবার এই কতিকাতেই দ্বিতীয় "সেদ্যতি" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "এসন্নো ভবতি।"

৬। অসত্য, অর্থাৎ প্রতিবদ্ধ।

৭। মনুষ্যগণের আহাৰ প্রতিকর্ষি সাক্ষ ও প্রাতে, কিন্তু পিতৃগণের আহাৰ মাসে মাসে এক-একবার, ইহা পূর্ব আখ্যাতিকা দ্বারা বর্ণনা করিয়া এখানে তাহার বিধান করা হইতেছে। মাসে

অন্ন।^{১*} ইনি এই (অন্নাব্যাহা-র) রাজিতে কীণ হন; ইনি কীণ হইলেই তিনি (শিঙ) দান করেন, এবং তাহাতেই ইহাদের (শিঙগণের, দেবগণের সহিত) কলহ উৎপাদন করেন না। আর যদি ইনি (চন্দ্রমা) অক্ষীণ থাকিতেই তিনি দান করেন, তাহা হইলে দেবগণ ও শিঙগণের কলহ উৎপাদন করেন।^{১*} অত-এব যখন ইনি পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দৃষ্ট না হয়, তখন তিনি দান করিয়া থাকেন।

৮। তিনি অপরাত্নেই দান করেন; কেননা, দেবগণের পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন-গণের মধ্যাহ্ন, ও শিঙগণের অপরাহ্ন। সেই জন্য তিনি অপরাত্নে দান করেন।^{১*}

৯। তিনি গার্হপত্যের পশ্চিমে প্রাচীনাবীতী হইয়া দক্ষিণ দিকে^{১*} উপ-বিষ্ট হন ও এই (ব্রাহ্মিণ হবিকে শিঙের অন্ত শকট হইতে) গ্রহণ করেন। অনন্তর তিনি সেই স্থান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অন্নাব্যাহ্যপচনের (দক্ষিণায়ির) দক্ষিণে দাঁড়াইয়া (সেই ব্রাহ্মিকে) আঘাত করেন। তিনি তাহার এক বা র

মানে শিঙগণকে যে আহার প্রদান করা হয়, তাহারই নাম শিঙ শিঙ বজ্র; ইহার ব্যাপ্তিসম্বন্ধ অর্থ—শিঙের দ্বারা শিঙগণের বজ্র। ইহা অন্নাব্যাহ্য অপরাহ্নে বিধেয়, এবং তাহাই এখানে উক্ত হইতেছে। ঐ—ক। শ্রো. ৪. ১. ১; আগ. শ্রো. ১. ১. ১। শিঙশিঙবজ্র বর্ষাবাগের পূর্বে অনুষ্ঠান করিতে হয়।

১০। ঐ—১. ৪. ৩. ৪; তৈ. স. ২. ৪. ১৪. ১।

১১। চন্দ্র অক্ষীণ বা দৃষ্টমান থাকিতে (অর্থাৎ কৃকচতুর্দশী বা শুক্ল প্রতিপদে) শিঙদান করিলে চন্দ্ররূপ অন্নের অন্ত দেবগণ সন্নিহিত থাকায় প্রবৃত্ত (শিঙরূপ) হবি লইয়া দেবগণ ও শিঙগণের কলহ হইতে পারে—সারণ।

১২। ক। শ্রো. ৪. ১. ১; আব. শ্রো. ২. ৬. ১; শাখ্য। শ্রো. ৪. ৩. ১। কেহ কেহ বলেন যে, দিনকে সন্ধ্যা দুই ভাগে বিভক্ত করিলে দ্বিতীয় ভাগ অপরাহ্ন; আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিন ভাগে বিভক্ত করিলে তৃতীয় ভাগের নাম অপরাহ্ন;—বাজিক বৈব। আবার কেহ বলেন যে, দিনকে নয় ভাগ করিলে নবম ভাগ অপরাহ্ন—ব্রহ্মবস্তু (আগ. শ্রো. ১. ৭. ২)। আপত্ত্য (শ্রোতৃসূত্র ১. ৭. ২) বলেন যে, বৈকালে যে সন্ধ্যা সূর্য্যাস্ত কৃষ্ণের অগ্রভাগে নিবিষ্ট হয় (“অধি-বৃকসূর্য্যো”), তখনও তাহা করা বাহিতে পারে।

১৩। ব্রাহ্মিণ শকটের দক্ষিণ দিকে—সারণ।

ফলীকরণ^{১০} করেন ; কেননা, পিতৃগণ ঐতিহ্যমতাবে এক বার ই চলিয়া গিয়াছেন ;^{১১} অতএব তিনি একবার ফলীকরণ করেন ।

১০। তিনি তাহা (দক্ষিণাঘ্নিতে)^{১২} পাক করেন । ইহা (পাকের জন্ত অগ্নির) উপর স্থাপিত (ও পক) হইলে, তিনি ইহাতে আত্মা নিক্ষেপ করেন ; কেননা, তাঁহার। (বজ্রমানের।) দেবগণের জন্ত (দেয় আত্মা) অগ্নিতে হোম করেন, মনুষ্যগণের জন্ত তাহা উদ্ধৃত (পাত্ৰান্তরে স্থাপিত অর্থাৎ পরিবেষণ) করেন, আর পিতৃগণেরই জন্ত (এইরূপ করিয়া থাকেন) ; এইজন্ত তাহা (অগ্নির উপর) স্থাপিত থাকিতে তিনি তাহাতে আত্মা নিক্ষেপ করেন ।

১১। তিনি তাহা (অগ্নি হইতে) নামাইয়া অগ্নিতে দেবগণের^{১৩} উদ্দেশে দুইটি আছতি হোম করেন ; কেননা, যিনি আহিতাগ্নি হন, ও যিনি দর্শ-পূর্ণমাস দ্বারা বাগ করেন, তিনি দেবগণের নিকট উপাগত (আশ্রিত) হইয়া থাকেন ; কিন্তু এখানে তিনি পিতৃযজ্ঞের দ্বারা (পৈতৃক কার্য) অনুষ্ঠান করেন ; সেই জন্ত তিনি ইহাতে (আছতিদ্বয় দ্বারা) দেবগণকে প্রসন্ন করেন, ও তাহাতে দেবগণের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া পিতৃগণকে প্রদান করেন । অতএব তিনি তাহা নামাইয়া অগ্নিতে আছতিদ্বয় হোম করিবেন ।^{১৪}

১২। তিনি অগ্নি ও সোমের হোম করেন । তিনি যে অগ্নির হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, অগ্নি সর্বত্রই^{১৫} ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

১২। তত্ত্বলুক্ণাসমূহের অগ্নয়ন ; বিশেষ বিবরণের জন্ত ত্রৈতীয়া—১. ১. ৪ ; কা. শ্রৌ. ৪. ১. ৩।

১৩। ৩২শ শ্লোকা ত্রৈতীয়া।

১৪। কা. শ্রৌ. ৪. ১. ২।

১৫। বস্তুত সোম ও অগ্নি এই দুইয়ের হোম করা হয়, ১২শ কতিকা ; কা. শ্রৌ. ৪. ১. ৭ ; বহুবচনসম্বন্ধে দাহরণ বলিয়াছেন—“সামান্তাতিপ্রায়েণ বহুবচনং ।”

১৬। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ৩. ১০. ৩) তিনটি আছতি বিহিত হইয়াছে, এবং তাহা অগ্নি, সোম ও বহুকে প্রদত্ত হয়, আগ. শ্রৌ. ১. ৮. ৩—৪ ; আবার মতান্তরে বহুকে দিতে হয়না, তাহাও এখানে উক্ত হইয়াছে, ঐ ৩ ; বৌ. শ্রৌ. ৩. ১০. ৫—৭ পৃ.।

১৭। সৈব ও পিত্রা উক্ত্য কার্যেই।

আর যে তিনি সোমের হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, সোম পিতৃগণের দেবতাপূজা।^{১১} সেট জন্ত তিনি অগ্নি ও সোমের হোম করেন।

১৩। তিনি (এই মন্ত্রে) হোম করেন—“কব্যবাহন অগ্নিকে (এই হবি) স্বাহা (প্রদত্ত)।” “পিতৃগণস্তু সোমকে স্বাহা।”^{১২} অনন্তর তিনি মেষ্য ধানি^{১৩} (দক্ষিণাশ্বিনে) নিক্ষেপ করেন, এবং তাহাট (এখানে) স্থিষ্টকৃত-স্থানীয়।^{১৪} অনন্তর তিনি দক্ষিণ অগ্নির দক্ষিণ দিকে (স্ফা দ্বারা) এক বা রে একটি রেখা (অঙ্কিত) করেন,^{১৫} এবং তাহাট বেদি স্থানীয় হয় ; পিতৃগণ প্রতিলোম ভাবে এক বা রে চলিয়া গিয়াছেন, সেই জন্ত তিনি এক বা রে একটি রেখা (অঙ্কিত) করেন।

১৪। অনন্তর তিনি (সেই রেখার) পরে (দক্ষিণ দিকে) একটি উল্লুক (জলন্ত অগ্নিমুষ্টি) স্থাপন করেন।^{১৬} তিনি যদি উল্লুক স্থাপন না করিয়া পিতৃগণকে ইহা (পিণ্ড) প্রদান করেন, তাহা হইলে অশ্রু ও বক্ষোগণ ইহাদের (পিতৃগণের) তাহা (সেই পিণ্ড) বিমথিত করে ; কিন্তু ইহাতে (উল্লুক-স্থাপনে) অশ্রু ও বক্ষোগণ ইহাদের তাহা বিমথিত করিতে পারে না ; এইজন্ত তিনি পরে উল্লুক স্থাপন করেন।

১৮। পূর্বে (২য় কড়িকা) উক্ত হইয়াছে যে, চন্দ্র পিতৃগণের হইবে, এবং চন্দ্র ও সোম অগ্নির, অতএব চন্দ্র বা সোম “পিতৃদেবতা” বা পিতৃগণের দেবতাপূজা।

১৯। বা. স. ২. ২২. ১—২। পিতৃগণকে যে হবি দেওয়া হয়, তাহার নাম কব্য ; এবং এই হবিকে যে বহন করে, তাহার নাম কব্যবাহন, ইহা পিতৃগণের অগ্নির অসাধারণ নাম ; দেবগণের অগ্নির নাম কব্যবাহন ; এবং অশ্রুগণের অগ্নির নাম সহরস্বা ; ভে. স. ২. ২. ৮৩।

২০। যে কাষ্ঠপাত্র দ্বারা চর আলোড়ন করিয়া হোম করা যায় তাহার নাম মেষ্য। ইহা দীর্ঘে এক অরতি প্রমাণ, অগ্রভাগে চতুরঙ্গ চতুরঙ্গ, ও তাহার পরেই বগবিশিষ্ট। প্রচলিত হাতার অগ্রভাগ বগু ল না হইয়া চতুরঙ্গ হইলে বেনন হয়, মেষ্যও সেইরূপ। ইহা অবশ্যকাবে নির্মিত হইয়া থাকে।

২১। ব্র.—১. ৬. ১০ ইত্যাদি।

২২। ব্র. বা. স. ২. ২০-৩—“বেদিতে উপবিষ্ট অহরণ অপসত (হটক)।” বা. শ্রো.

৪. ১. ৮০।

২৩। ইহা দক্ষিণারি হইতেই উঠাইয়া নইতে হয়।

১৫। তিনি (তাহা এই মন্ত্রে) স্থাপন করেন—“স্বধার”^{১৫} জন্ত যে সকল অস্ত্রেরা বহুরূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে এবং বাহারা সূল ও হস্ত দেখ ধারণ করিতেছে, অগ্নি তাহাদিগকে এই লোক হইতে অপসারিত করুন।^{১৬} কেননা, অগ্নি রাক্ষসগণের অপহৃত্তা; তিনি সেইজন্ত এইরূপে স্থাপন করেন।

১৬। অনন্তর তিনি উদকপূর্ণ পাত্ৰ লইয়া (এইরূপে পিতৃগণকে পাণি-দ্রব্য) শোধন (অর্থাৎ ঘোঁত) করান^{১৭}—‘হে অমুক, শোধন করুন!’ এই বলিয়া বহুমানের পিতাকে; ‘হে অমুক, শোধন করুন!’ এটি বলিয়া পিতামহকে, এবং ‘হে অমুক, শোধন করুন!’ এই বলিয়া প্রপিতামহকে। যেমন ভোক্তান্যাত অভিধির (ইহু লোকে) জল সেচন করে, ইহাও সেইরূপ।

১৭। (বক্ষ্যমাণ বর্হিঃসমূহ) একবারে (অর্থাৎ এক আঘাতে) মূলসমীপে ছিন্ন হইয়া থাকে; কেননা, অগ্নি দেবগণের, মধ্য মনুবাগণের, এবং মূল পিতৃগণের;^{১৮} সেইজন্য তৎসমুদয় মূলসমীপে ছিন্ন হয়; আর তাহারা এক বা রে ছিন্ন হইয়া থাকে, কেননা, পিতৃগণ এক বা রে চলিয়া গিয়াছেন; অতএব তৎসমুদয় মূলসমীপে একবারে ছিন্ন হইয়া থাকে।

১৮। অনন্তর তিনি সেই (বর্হিঃ) সমূহ (পূর্বোক্ত রেখার উপর) দক্ষিণ দিকে^{১৯} আন্তরণ করেন এবং তদুপরি (পিণ্ড) প্রদান করেন।^{২০} তিনি তাহা

১৫। স্বা—পিতৃগণের অগ্নি।

১৬। বা. স. ৭. ৩০।

১৭। কা. শ্রো. ৪. ১. ১০।

১৮। ঠে. ব্রা. ১. ৬. ৫. ৬।

১৯। অর্থাৎ অগ্রভাগ দক্ষিণ দিকে করিয়া; কা. শ্রো. ৪. ১. ১১।

২০। পিতৃহত্যার মধ্যে বাহ্যার উদ্দেশ্যে যেখানে অবনমন-জন্য বেত্তরা হইয়াছে, তাহার পিতৃ সেই স্থানে দিতে হয়। পূর্বোক্ত অবনমন-জন্য সূল, বধ্য ও অগ্র ভাসে দিতে হয় এবং সেই ক্রমেই পিতৃদান কর্তব্য; মূলে পিতার, মধ্যে পিতামহের এবং ক্রমে প্রপিতামহের।

এ টু রু পে^{১১} দান করেন; কেননা, তাঁহার দেবগণকে এ টু পে^{১২} হোম করেন ও সমুদ্রগণকে পরিবেষণ করেন;^{১৩} আর পিতৃগণের সম্বন্ধে এই প্রকারেই করিয়া থাকেন, অতএব তিনি এ টু রু পে ই দান করেন।

১৯। 'হে অমুক, ইহা আপনার!'^{১৪} এই বলিয়াই তিনি যজ্ঞমানের পিতাকে (পিতৃ)^{১৫} দান করেন। কেহ কেহ (ঐ মন্ত্রের শেষে) বলিয়া থাকেন 'এবং যাহারা আপনার অনুগামী (তাঁহাদের)।'^{১৬} কিন্তু তিনি তাহা বলিবেন না; কেননা তাহা হইলে, তিনি যাহাদিগকে একসঙ্গে (পিতৃ দান করিবেন), তাঁহাদিগের মধ্যে স্বয়ং (তিনিও) (একজন বলিয়া গণ্য হইলেন) *। অতএব তিনি 'হে অমুক, ইহা আপনার!' ইহা যজ্ঞমানের পিতার জন্ত, 'হে অমুক, ইহা আপনার!' ইহা (তাঁহার) পিতামহের জন্য,

৩০। ইহা হস্তের দ্বারা অভিনয় করিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে; অর্থাৎ অকূট ও তর্জনী অঙ্গুলীর মধ্যে দ্বাগ্র দিয়া, ইহার নাম পিতৃ তীর্থ।

৩১। অর্থাৎ অনুব্রাহ্মণের দ্বারা, ইহার নাম দেব তীর্থ।

৩২। কার্পদ্ব্যাপ্য আছে—'একরূপে সমুদ্রগণকে পরিবেষণ করেন;' এ টু রু পে অর্থাৎ কনিষ্ঠ সূত্রী প্রামাণ্যে, কা. শ্রৌ. ৪. ১১. ১১, যাজ্ঞিকদেবপদ্ধতি। "উদ্ধরন্তি সমুদ্রোক্তাঃ;" "উদ্ধরণং পরিবেষণাপরমার্থঃ"—ঐ, যাজ্ঞিকদেব. ৯২—১০ম কণ্ডিকা।

৩৩. অথবা 'ইহা আপনাকে প্রদত্ত হইতেছে।' অনাত্তও এইরূপ।

৩৪। পঞ্চম বা পিতার পিতৃ আরও অর্থাৎ তাত্ত্বিক আয়লক কলের দ্বারা, দ্বিতীয় বা পিতামহের পিতৃ তাহা অপেক্ষা স্থূল, এবং তৃতীয় বা পিতামহের পিতৃ দ্বিতীয় পিতৃ অপেক্ষা স্থূলতর হইবে—যাজ্ঞিকদেবপদ্ধতি।

৩৫। কা. শ্রৌ. ৪. ১১. ১১। আবলান শ্রৌতসূত্রে (২. ৬. ১৫) ঐ মন্ত্রণেবটুকু বিহিত হইয়াছে; আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র (১. ২. ৬) ও বোধায়ন শ্রৌতসূত্র-এও (৩. ১০. ১১—১২ পং) ইহার বিধান দেয়া যায়, কিন্তু তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১. ৩. ১০) এ সম্বন্ধে কিছু উক্ত হয় নাই।

* "স বৈ ত্রৈবাং সহ যোবাং সহ"; পূর্বেোক্ত মন্ত্র মন্ত্রের তাৎপর্যার্থ এই—'হে বজ্রমানসিত', অপরকে এবং যাহারা আপনার অনু- (পশ্চাৎ-) গমন করেন, তাঁহাদিগকে আমি পিতৃ প্রদান করিতেছি,' এই বলিয়া যদি বজ্রমানসিতাকে পিতৃ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহার পিতার অনুগমনকদিগের মধ্যে যজ্ঞমানও একজন বলিয়া স্বয়ং তাঁহাকেও পিতৃ প্রদত্ত হয় বলিয়া ধরিতে হইবে; কিন্তু তাহা উচিত নহে। অতএব শেষের মন্ত্রটুকু বলিতে হইবে না। ইহাই অত্রতা সাধারণতায়ের তাৎপর্য।

এবং ‘হে অমুক, ইহা আপনার!’ ইহা (তাঁহার) প্রপিতামহের জন্য বলিবেন। তিনি তাহা ইহা হৃদয়ে প্রতিশ্রুতি ভাবে দান করেন, কেননা, পিতৃগণ প্রাতি গো ম ভাবেই একবারে গমন করিয়াছেন।”

২০। তিনি তখন জপ করেন—“হে পিতৃগণ, আপনারা এখানে হৃষ্ট হউন, এবং নিজ নিজ ভাগ লক্ষ্য করিয়া বৃষের ন্যায় আচরণ করুন।” তিনি ইহাতে এই বলেন যে ‘আপনারা, নিজ নিজ ভাগ ভোজন করুন।’

২১। অনন্তর তিনি পরাশ্রু হইয়া (অর্থাৎ পিণ্ডদানের বিপরীত দিকে মুখ করিয়া) ঘুরিয়া বসেন;” কেননা, পিতৃগণ মহুষ্যসমূহের নিকট হইতে তিরোহিত হইয়া রহিয়াছেন, এবং তাহাতে (পরাস্রু হইয়া অবস্থানে, তাঁহাদের) তিরোধানই করা হয়। কেহ কেহ বলেন—তিনি (বাসনিরোধ করিয়া) গ্লানি-পর্যন্ত (ঐ ভাবে) উপবেশন করিয়া থাকিবেন, কেননা, প্রাণ তাবৎ পর্যন্তই থাকে।” (কিন্তু) তিনি সুহৃষ্ট কালই (সেই ভাবে) উপবেশন করিয়া—

২২। তাহার পর (পুনর্বার পিণ্ডের সমীপে গমন করেন” ও (এই মন্ত্র) জপ করেন—“পিতৃগণ (এখানে) হৃষ্ট হইয়াছেন, এবং নিজ নিজ ভাগ লক্ষ্য করিয়া বৃষের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন।”

৩০। পিতৃবনাতের ক্রম এই—প্রথমে পপিতামহ, তাহার পর পিতামহ, এবং তাহার পর পিতা। অতএব এই ক্রমকে ভাগ করিয়া, অর্থাৎ প্রথম পপিতামহ, তার পর পিতামহ ও তদনন্তর পিতাকে পিণ্ডদান না করিয়া, অথবা পিতা হইতে পিণ্ডদান আরম্ভ করিবার হেতু কি, ইহারই এখানে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। “ইহা হইতে” অর্থাৎ পপিতামহ হইতে পিণ্ডদানের যে ক্রম, তাহা হইতে। পিতৃগণ স্বর্গের দিকে গমন করায় এখান হইতে প্রাতি গো ম পতিতে গিয়াছেন।

৩৭। বৃল—“অজ পিতরো বাসন্থং যবাতাপনাবুবারন্থম্; বা. স. ২. ৩১. ১; কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১৩। মহীধর “বাসন্থং” শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—“আবুবারন্থম্ সমস্তাদ্ বৃষৎ আচরত, যথা বৃষঃ স্বাভীষ্টং বাসং প্রাপা তৃপ্তিপরাং স্বীকারোতি, তদ্যং স্বীকৃতং;” অর্থাৎ বৃষ স্বাভিলষিত বাস প্রাপ্ত হইয়া যেন তৃপ্তিপরা ভোজন করে, আপনারাও তেমনি তৃপ্তিপরা ভোজন করুন।

৩৮। দক্ষিণমুখ হইয়া পিণ্ডদান করিতে হয়, অতএব তিনি উত্তরমুখ হইয়া ঘুরিয়া বসেন, ঘুরিবার সময় অক্ষিপথভাবে ঘুরিতে হয়। কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১৩।

৩৯। অর্থাৎ অক্ষিপথভাবে আবার প্রত্যাবর্তনমূলক পিতৃভিক্ষু হইয়া।

৪০। ৩৭শ টীকা দ্রষ্টব্য। বা. স. ২. ৩১. ২; কা. শ্রৌ. ৪. ১. ১৪।

২৩। অনন্তর তিনি উদকপাত্র লইয়া (এইরূপে পিতৃগণকে মুখাদি) শোধন (অর্থাৎ ধোত) করান—‘হে অমুক, শোধন করুন!’ এই বলিয়া বজ্রমানের পিতাকে; ‘হে অমুক, শোধন করুন!’ এই বলিয়া বজ্রমানের পিতামহকে; এবং ‘হে অমুক, শোধন করুন!’ এই বলিয়া বজ্রমানের প্রপিতামহকে; যেমন কুত্তোজন ব্যক্তির (হস্তে লোকে জল) সেচন করে, ইহারূপে সেইরূপ।”

২৪। অনন্তর তিনি নীবি^{১২} খুলিয়া (অজ্ঞানবন্ধন পূর্বক) নমস্কার করেন। নীবির দেবতা পিতৃগণ (অর্থাৎ নীবি পিতৃগণের তৃপ্তিকর),^{১৩} সেই জ্ঞাত তিনি নীবি খুলিয়া নমস্কার করেন। নমস্কার অর্থে পূজা (বা যজ্ঞ), অতএব তিনি ইহাতে তাঁহাদিগকে পূজাইই (বা যজ্ঞাইই) করিয়া থাকেন। তিনি ছয়বার নমস্কার করেন,^{১৪} কেননা ঋতু ছয়, এবং পিতৃগণ ঋতুনুসংস্করূপ; অতএব তিনি ছয়বার নমস্কার করেন। তিনি জপ করেন^{১৫}—“হে পিতৃগণ, আমাদের গৃহ দান

৪১। ১৬শ কণ্ডিকা ব্রহ্মবা।

৪২। নীবি-অর্থে পরিবেশ বস্ত্রের আচ্ছাদন, বশা।

৪৩। অগ্নেস্তবধানং, যাম্যোর্বীতপানং, পিতৃণাং নীবিঃ—তৈ. ম. ৩. ১. ১. ৩।

৪৪। এখানে এই ছয়বার নমস্কারের চরিত্র বহু (বা. স. ২. ৩২. ১—৩. কা. শ্রো. ৪, ১ ১৫) পঠনীয়; যথা—(১) “হে পিতৃগণ, তোমাদের (বসন্তঋতুজাত) রসকে নমস্কার।” (২) “হে পিতৃগণ, তোমাদের (গ্রীষ্মঋতুজাত) শোধকে (শুদ্ধতাকে) নমস্কার।” (৩) “হে পিতৃগণ, তোমাদের (বর্ষাঋতুজাত) জীবকে (জল অথবা বেগকে) নমস্কার।” (৪) “হে পিতৃগণ, তোমাদের (শরৎঋতুজাত) অগ্নিকে নমস্কার।” (৫) “হে পিতৃগণ, তোমাদের (হেমন্তঋতুজাত) ঘোর (অশ্রাবকে) নমস্কার।” (৬) “হে পিতৃগণ, তোমাদের (শিশিরঋতুজাত) ক্রোধ (অশ্রাবকে) নমস্কার। তোমাদিগকে নমস্কার।” এই অনুবাদ সাময়িকভাবে। মহাশয় বলেন যে, পিতৃগণ ঋতুসংস্কর বলিয়া (হুল ব্রাহ্মণেই এই কণ্ডিকায় ইহা উক্ত হইয়াছে) রসাদি-শব্দে তত্ত্বসং-বিশিষ্ট পিতৃগণকে নমস্কার করা হইয়াছে; যথা, “তে চ (যতঃ) পিতৃণাং স্রবৎসংস্করভূতাঃ, অতন্তোভো নমস্করোতি।” ইহার সতে পূর্বোক্ত বস্ত্রের অর্থ এইরূপ—“হে পিতৃগণ, তোমাদের রসকে (অর্থাৎ রসসংস্কর বসন্তকে) নমস্কার।” অগ্নিও এইরূপ বুঝিতে হইবে। পিতৃগণ ঋতুসংস্কর বলিয়াই প্রচলিত শ্রদ্ধাবিশিষ্ট একুত্তরহলে পূর্বোক্ত ঐ বৈদিক বস্ত্রের পরিবর্তে এই পৌরাণিক বস্ত্রকে লেখিতে পাওয়া যায়—“ঐ বসন্তায় নমস্ততঃ গ্রীষ্মায় চ নমঃ। বর্ষাত্যন্ত শরৎসংস্করভূতবে চ নমঃ সদা। হেমন্তায় নমস্ততঃ নমস্তে শিশিরায় চ। সামসংস্করভূতং দিম্বসেভ্যো নমোনমঃ।”

৪৫। গৃহ, পত্নী, বা পিতৃসমূহকে বর্নন করিতে করিতে এই বস্ত্র জপ করিতে হয়—বায়িকদেব।

করুন !” কেননা পিতৃগণ গৃহের ঈশ্বর, এবং ইহাই এই কর্মের আশীঃ (শুভ-প্রার্থনা) ।” অনন্তর তিনি (যজমান) পিণ্ডসমূহকে (পিণ্ডপাত্র) পুনর্বার হাণন করিয়া আশ্রাণ করেন ; এই (কর্তব্য) অংশ (অর্থাৎ পিণ্ড-আশ্রাণ) যজমানের । তিনি এক বারে ছিন্ন (পূর্বোক্ত আত্মীর্ণ বর্হিঃ) সমূহকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন, এবং উল্লুককেও (তাহার) ফেলিয়া দেন ।”

৪৬। ইহার পর শ্রোতস্থলে এই কয়টি কার্যের নিধান দৃষ্ট হয় ; যথা,—তিনি প্রতিপিতের উপর (তিনতিনখানি) সূত্র এই সূত্রে (বা. স. ২. ৩২. ১০) প্রদান করেন—“হে পিতৃগণ, এই তোমাদের বস্ত্র !” সূত্রের পরিবর্ত্তে কতকগুলি মেঘরোম, বা মেঘরোমনির্ধিত বস্ত্রের প্রাপ্ত, অথবা যে-কোন বস্ত্রের প্রাপ্ত ছেদন করিয়া দিতে পারা যায় । যজমানের বয়স যদি পঞ্চাশের অধিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে তৎপরিবর্ত্তে তিনি হুবয়ের পক্ষ লোভ দিতে পারেন—কা. শ্রো. ৪. ১. ১৬—১৮, ও বৃষ্টি; আপ. শ্রো. ১. ১৭. ১, টীকা; আপ. শ্রো. ১. ১০. ১, টীকা; আশ. শ্রো. ২. ৭. ৬, বো. শ্রো. ৬. ১১. ২—৩ পং । কেহ কেহ বলেন যে, বয়স ৬৬ বৎসর ৮ মাসের অধিক হইলে নিঃসর লোম প্রদান করিতে হয় । অনন্তর যন্ত্রবিশেষ উচ্চারণ করিয়া (বা. স. ২. ৩৪) পিতৃের উপর জলসেচন করিতে হয় ।

৪৭। অনন্তর সূত্রে (কা. শ্রো. ৪. ১. ২২ ; জঃ—আপ. শ্রো. ১. ১০. ১০—১১ ; আশ. শ্রো. ২. ৭. ১২—১৩) উক্ত হইয়াছে যে, পুত্রকামা যজমানপত্নী যথাম অর্থাৎ পিতামহের পিণ্ডকে এই সূত্রে (বা. স. ২. ৩৩) ভোজন করিবেন—“হে পিতৃগণ, ইহাতে পশুমালাধারী (অথবা অশ্বিনীকুমারের ন্যায়—মহাবীর) পুত্ররূপ প্রভৃৎ সম্পাদন করুন, বাহ্যতে সে পুত্র ব (অর্থাৎ পূর্বোচিতশুণ্যদুঃ) হইতে পারে ।” এ স্থলে ব্রাহ্মিকগণ বলেন যে, যদি যজমানের অনেক পত্নী থাকেন, তবে পিতৃ বিভাগ করিয়া সকলকে দিতে হইবে । অপর পিণ্ডযয়কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে, বা ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, অথবা গলে ফেলিয়া দিবে । পরিশর বলেন—যখন পিণ্ডকে শ্রাদ্ধকারীর পুত্র, কন্তা, ভাৰ্য্যা, বা সূত্ৰা, অথবা অপর কোন সর্বোচ্ছাত্ত্রী ভোজন করিবেন ; অথবা ব্রাহ্মণেরা বা মহারোধব্রত (ক্ষয়, কুষ্ঠ ইত্যাদি মহারোধ) ব্যক্তি রোগোপশমনের কস্ত গ্রহণ করিবেন (আশ. শ্রো. ২. ৭. ১৭) ; এবং অপর পিণ্ডযয়কে অগ্নি বা জলে নিক্ষেপ করিবে, অথবা ব্রাহ্মণ, বা গো, বা ছাগকে প্রদান করিবে । জীবৎপিণ্ডকের পিণ্ডপিণ্ডযজ্ঞে অধিকার নাই । শ্রোতস্থলের ভাব্যাকারণ বলেন যে, ইহা ধর্ম্মবাসেরই অঙ্গ ; কিন্তু সমাধায় সেরূপ নহে ।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

[১ আ গ্র ৭ ইষ্টি বিধানের জন্য প্রথমে তাহার কর্তব্যভাসকে ক হো তু আচার্যের মতোলেপঃ—২ যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, যেন ও অহরশব্দের পরস্পর স্পর্শা, অহরশব্দকর্তৃক মনুষ্য ২০ পশুসমূহের উপভোজ্য ও বর্ষসমূহের নান শু তাহাতে বিবলেপন, অন্যাহারে জীবসমূহের পরিত্যব;—৩ ঐ সংবাদ গ্রহণ করিয়া দেবগণের বজ্র দ্বারা সেই উপদ্রব নিবারণের সজ্জা;—৪ উক্ত বজ্র কাহার হইবে— এই সীমাসময় দেবগণ প্রত্যেকেই 'আমার হইবে। আমার হইবে।' বলায় একটি লক্ষ্য স্থির করিয়া সকলের দোড়াইবার প্রস্তাব হইল, এবং নির্ণীত হইল যে, যিনি সন্মত করিবেন, বজ্র তাহারই হইবে। সকলেই সোড়িতে আরম্ভ করিলেন;—৫ ঐ দোড়ি ইন্দ্র ও অগ্নি জয় লাভ করায় (আ গ্র ৭ ৭) ঐ দুই দেবতার জন্ত যাদবকপালপক পুরোডাশ প্রদেয়, ইন্দ্র ও অগ্নির নিকট বিশ্বদেবগণের আগমন :—৬ ইন্দ্র ও অগ্নিকর্তৃক তাহাদিগকে বজ্রে ভাগ প্রদান, বিশ্বদেবগণের জন্ত চক্রর ব্যবস্থা;—৭ মতান্তরে বৈবস্বত চক্র পুরাতন শস্ত্রের বিধেয়, এই মত বজ্রন করিয়া ঐজাম পুরোডাশ ও বৈবস্বত চক্র উভয়কেই নবশস্ত্রের করিবার বিধি;—৮ দো ও পৃথিবীর জন্ত এক কপালে সংকৃত পুরোডাশের বিধি;—৯ এই বিধির নিম্না;—১০ তাহার বণ্ডন (এবং তাহা দ্বারা পূর্ববিধিরই স্থাপন), ঐ দোয় কালনের জন্ত দো ও পৃথিবীর আজ্য দ্বারা দাগের বিধান, তাহার বৃষ্টিপ্রদর্শন;—১১ দেবগণ এই আগ্রহণের দ্বারা পূর্বোক্ত অহরকৃত ও বর্ষসমূহের ক্ষতিকে অপনয়ন করিয়াছিলেন;—১২ আগ্রহণের ফলদর্শন, ইত্যাক্তে ও বর্ষসমূহ নীরোগ ও নিশাণ হয়, এবং নোকেরা সেই ভবধিকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকিতে পারে;—১৩ আগ্রহণে সেই বৎসরে প্রথম উৎসব গোবৎসকে দক্ষিণাক্রমে দিতে হয়, (কারণ বিশেষে) দশপূর্বমাস অনুষ্ঠিত না হইলে চতুস্ত্রীণ্য ওদন পাক করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই আগ্রহণ অনুষ্ঠান করা হয়;—১৪ তৎপরে বৃষ্টি, ভোজনের পর ঐক্ষণগণকে যথাশক্তি দক্ষিণাদান; মতান্তরে বাহারা দশপূর্বমাস ত্যাগ করিয়াছেন, তাহারা (নবশস্ত্রের হবি দ্বারা, অথবা ভুক্তনবশস্ত্র খাতীর দ্রব্ধের দ্বারা) সাহা ও প্রাতে অগ্নিহোত্র হোম করিবেন, তাহাতেই আগ্রহণ-অনুষ্ঠান সিদ্ধ হয়, এই মতের বণ্ডন।]

১. তদ্বিষয়ে (অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ আ গ্র ৭ ৭-বিষয়ে) 'কৌ যৌ ত কি (কু যৌ-

১। আশ্বলায়নশ্রোতসূত্রের বৃত্তিকার (২.৯.১) বলিয়াছেন—“অগ্নে অন্নং ভক্ষণং যেম কর্ণাণা তদাগ্রহণঃ” অর্থাৎ যে কর্ণের দ্বারা প্রথমে নব শস্ত্রের ভক্ষণ করা যায় তাহার নাম আ গ্র ৭ ৭। ইহা ত্রিবিধ; শ্যামাকাগ্রহণ, ব্রীহাকাগ্রহণ ও ববাকাগ্রহণ। ইহার ববাক্রমে স্ত্রীমাক, ব্রীহি ও ববের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে বলিয়াই ঐ নাম হইয়াছে। ইহার মধ্যে ব্রীহাকাগ্রহণ ও ববাকাগ্রহণই প্রধান। স্ত্রীমাকাগ্রহণ বর্ষান্ত, ব্রীহাকাগ্রহণ শরতে ও ববাকাগ্রহণ বসন্তে পূর্বমাস বা অমাবস্তা, অথবা শুক্লপক্ষের

ত কে র পুত্র) ক হো ডু^২ বলিয়াছেন—‘এই (ব্রাহ্মবাদির) রস এই দো ও পৃথিবীর ; আমরা এই রসের (অংশ) দেবগণকে হোম করিয়া তাহার পর ইহা ভোজন করিব ।’ সেই ক্ষত তিনি আ প্র য় ৭ টাই দ্বারা বাগ করেন ।

২। তদ্বিধয়ে যাক্তবক্তা বলিয়াছেন—‘দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির পুত্র ; ইহারা পরস্পর স্পর্ধা করিয়াছিলেন । অনন্তর অসুরগণ ‘আমরা ইহাতে দেবগণকে অতিভব করিতে পারি’ এই মনে করিয়া, যে সকল (যবাদি) ওষধি সমুদায়গণ ও যে সকল (তৃণাদি) ওষধি পশুগণ অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে, সেই উভয়বিধ ওষধিকে কোন স্থানে (আভিচারিক) ক্রিয়া* দ্বারা (বিনষ্ট করিয়াছিল), এবং কোন স্থানে বিষ দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া দিয়াছিল । অনন্তর সমুদায়গণ (তাহা) ভোজন করিল না, এবং পশুসমূহও (তাহাতে) চরিল না (অর্থাৎ তাহা ভক্ষণ করিল না) ; এবং (এইরূপে) জীব-সমূহ অনশনে অত্যন্ত পরাভূত হইয়া পড়িল ।

৩। দেবগণ তাহা শুনিতে পাইলেন যে, এই জীবসমূহ অনশনে পরাভূত হইতেছে । তাঁহারা (পরস্পর) বলিলেন—‘অহো ! আমরা ইহাদের (এই উপদ্রবকে) অপনয়ন* করিতে চেষ্টা করি !’ ‘কাহার দ্বারা ?’ ‘যজ্ঞের দ্বারা ।’ (অনন্তর) তাহাদের (সমুদায়াদির) সম্মুখে যাহা বিধেয় ছিল, তাহা তাঁহারা যজ্ঞেরই দ্বারা বিধান করিলেন এবং ঋষিগণও তাহা করিলেন ।

অপর কোন পুণ্য নক্ষত্রে অগুষ্ঠের । স্রাসকগ্রহণে সোমের স্রস্ত স্রাসকভণ্ডের চরু এবং ঋত্বিক্কে বস্ত্র দক্ষিণা প্রদত্ত হয় । ব্রাহ্মগ্রহণ ও বনাগ্রহণে তিনটি করিয়া হবি হইয়া থাকে ; যথা, (১) ইন্দ্র ও অগ্নির স্রস্ত দ্বাবশ কপালে নূতন ব্রাহ্মি বা যবের তত্ত্বানির্ধৃত পক পুরোভাশ ; (২) বিষ্ণুদেবগণের স্রস্ত ঐ তত্ত্বানির্ধৃত চরু ; (৩) এবং দ্বাবা-পৃথিবীর অন্য ঐ তত্ত্বান্নই একটিনাত্র কপালে পক পুরোভাশ । ইহাতে ঋত্বিক্কে বৎসরের প্রথমজাত বৃষবৎস দক্ষিণা দিতে হয় । ইহা ভিন্ন গ্রীষ্ম ঋতুতে বৎসক বৎসপ্তকের দ্বারাও এক আগ্রহণের বিধি আছে (কা. শ্রৌ. ৪.৩.১৭) । হ্রঃ—কা. শ্রৌ. ৪.৩ অধ্যায় । বৈবিক আগ্রহণ ও আজকাল প্রচলিত ন্যায় একই । এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ অনুবাকের লিখিত “বৈবিক শাসনোৎসব” প্রবন্ধে (প্রবাসী, ১৩১৫, কার্তিক) উল্লেখ ।

২। সারপত্যো ক হো ল পঠিত হইয়াছে ; ভ—ল ।

৩। “কৃতাহা ;” “কৃতাহা বাগাল্লম্বিব”—ইতি সারণ ; ‘magic’—Eggeling.

৪। “অপরিহার্যসাম ;” কাণ্পাঠ—“অপহনাম ।”

৪। তাঁহারা বলিলেন—‘(আমাদের মধ্যে) কাহার ইহা (যজ্ঞ-হবিঃ) হইবে?’ তাঁহারা (সকলেই) ‘আমার! আমার!’ করিয়া তদ্বিষয়ে একমত হইতে পারিলেন না। একমত হইতে না পারিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে, ‘আমরা এই বিষয়ে (পত্ন্যবাসীরা নর্দেশ করিয়া) দৌড়াইব,* এবং যে ব্যক্তি (অপর সকলের উপর) জয়লাভ করিবে, তাঁহারই ইহা হইবে!’ ‘তাঁহাই (হউক)।’ বলিয়া তাঁহারা তখন দৌড়িলেন।

৫। (তাঁগতে) ইন্দ্র ও অগ্নি জয়লাভ করিলেন এবং সেই জন্ত (আগ্র-
য়ণে) ইন্দ্র ও অগ্নির নিমিত্ত দ্বাদশকপালসংস্কৃত পুরোডাশ (বিহিত) হইয়া
থাকে;† কারণ ইন্দ্র ও অগ্নিই ইহার ভাগকে জয় করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ও অগ্নি
যখন জয় লাভ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন বিশ্ব দেবগণ (সেখানে)
সমাগত হইলেন।

৬। ইন্দ্র ও অগ্নি ক্ষত্র (ক্ষত্রিয়জাতি), এবং বিশ্বদেবগণ বিট্ (অর্থাৎ
সাধারণ প্রজা বা বৈশ্যজাতি, “বিশঃ”); ক্ষত্র যেখানে জয়লাভ করে, বিট্
সেখানে তাহাতে ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; (সেই জন্ত) তাঁহারা (ইন্দ্র ও অগ্নি)
বিশ্ব দেবগণকে তাহাতে ভাগবৃত্ত করিয়াছিলেন; এবং সেই নিমিত্ত (আগ্রয়ণে)
বিশ্বদেবগণের জন্ত চক্ (বিহিত) হইয়া থাকে।

৭। (কেহ কেহ) বলেন—‘তিনি তাহা (বিশ্বদেব চক্) পুরাতন (ত্রীহি-
প্রভৃতি শস্ত্রের) করিবেন; কেননা, ইন্দ্র ও অগ্নি ক্ষত্র, এবং (তিনি মনে করেন
যে, যদি আমি নূতন ত্রীহি দ্বারা বিশ্বদেব চক্ নির্মাণ করি, তাহা হইলে সাধারণ
প্রজা বা বৈশ্যভূত বিশ্বদেবগণকে ইন্দ্র ও অগ্নি রূপ ক্ষত্রের সমান স্থানে) আরো-
হণ করাইয়া ফেলিব।’ কিন্তু তাহা উভয়ই (পুরোডাশ ও চক্) নব (শস্ত্রের)
হইবে; কেননা, (তাহাদের উভয়ের) একটি পুরোডাশ ও অপরটি চক্, এই যে
(পার্থক্য), তাহাতেই (সাধারণ প্রজা বা বৈশ্যজাতি) ক্ষত্রের (সমান স্থানে)
আরোহণ করিতে পারে না। অতএব উভয়ই নব (শস্ত্রের) হইবে।

*। “আগ্নিসমাবাগ্নিমানসৈঃ” অম্ববাদ সাধন-মতে।

†। কা. শ্রৌ. ৪.৩.২।

৮। বিশ্বদেবগণ বলিয়াছিলেন—‘এই (শতরূপ) রস দ্যৌ ও পৃথিবীর ; অহো ! আমরা ইহাতে তাঁহাদিগকে ভাগযুক্ত করিব !’ (তদনুসারে) তাঁহারা তাঁহাদিগের জন্ত দ্যৌ ও পৃথিবীকে সমর্পণীয় এই এককপালসংস্কৃত পুরোডাশকে ভাগরূপে বিধান করিয়া দিলেন। সেই জন্য দ্যৌ ও পৃথিবীর জন্য এককপাল-সংস্কৃত পুরোডাশ (বিহিত) হইয়া থাকে। ইহাই (এই পৃথিবী) তাহার (পুরোডাশের) কপাল,^১ এবং ইহা একটিটি ; সেই জন্য (ঐ পুরোডাশ) একটি কপালে সংস্কৃত হইয়া থাকে।

৯। তাহার^২ একটি পরিবাদ (নিন্দা) আছে ; যে কোন দেবতার জন্য (বাগে) হবি পৃথীত হয় সৰ্ব্বএই ষিষ্টকৃত^৩ (অগ্নি) ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,^৪ কিন্তু তিনি ইহাকে (ঐ পুরোডাশকে) সমস্তই হোম করিয়া ফেলেন, ষিষ্টকৃতের জন্য (কিছুই তাহা হইতে) কর্তন করেন না ; ইহাই পরিবাদ ; আবার (ঐ এককপাল-পুরোডাশ) হত (হইলেও) ফিরিয়া আসে।

১০। তদ্বিশেষে তাঁহারা বলিয়া থাকেন—‘এই এককপাল (পুরোডাশ) ঘুরিয়া আসিয়াছে ; ইহা রাষ্ট্রকে মোহযুক্ত করিবে !’ ইহা তাহার কোনো পরিবাদ নহে,^৫ কেননা, আহবনীয় সমস্ত আহুতির প্রতিষ্ঠা ; (অতএব) তাহা যদি আহবনীয়কে প্রাপ্ত হইয়া দশবারও ফিরিয়া আসে, তবুও তাহা আদর (গ্রাহ্য) করিবে না। আর যদি অন্যেরা বলেন যে, ‘কে সেই (উভয় দোষের) সন্নিগন স্বীকার করিবে,’^৬ তাহা হইলে তিনি আজোরই দ্বারা বাগ করিবেন ;

১। পুরোডাশ-পাক বস্তুঃ পৃথিবীরই উপর হইয়া থাকে বলিয়া পৃথিবী তাহার কপালস্বরূপ।

৮। এককপালসংস্কৃত পুরোডাশের।

২। প্রঃ—১, ৩, ১, ৭।

১০। এককপাল-পুরোডাশের দুইটি দোষ স্বীকৃত হইয়াছে ; প্রথম, তাহাতে ষিষ্টকৃতের ভাগ থাকে না ; দ্বিতীয়, তাহা হত হইলেও ফিরিয়া আসে। এখানে দ্বিতীয় দোষেরই খণ্ডন করা হইতেছে।

১১। অর্থাৎ পূর্বাভিষিত পুরোডাশ যে ফিরিয়া আসে, তাহা অগ্রাহ্য করিলেও, বস্তুত তাহার দোষ থাকিয়াই যায়, এবং ষিষ্টকৃতের অংশ থাকে না বলিয়া ইহাও এক দোষ রহিয়াছে, এই উভয় দোষকে কে স্বীকার করিতে বাইবে।

কেননা, আজ্ঞা এই দৌ ও পৃথিবীর প্রত্যক্ষ’’ রস ; তিনি ইহাতে তাঁহাদিগকে (দৌ ও পৃথিবীকে, তাঁহাদের) স্বকীয় ও সারভূত রসে প্রীত করিতে পাবেন ; অতএব তিনি আজ্ঞারই দ্বারা বাগ করিবেন ।’’

১১। দেবগণ এই যজ্ঞেরই দ্বারা বাগ করিয়া মনুষ্যাগণ ও পশুগণের উপ-জীবা উভয়বিধ ওষধির কোনো স্থানে (সেই আভিচারিকী) ক্রিয়া,ও কোন স্থানে (সেই বিষকে) অগ্নয়ন করিয়াছিলেন ; এবং তদনন্তর মনুষ্যাগণ তাহা ভোজন করিয়াছিল, ও পশুগণ তাহাতে চলিয়াছিল ।’’

১২। তিনি যে ইহার (আগ্রয়ণের) দ্বারা বাগ করেন, তাহাতেই কেহ তাঁহার (ওষধিসমূহকে) সেইরূপে (আভিচারিকী) ক্রিয়া দ্বারা (নষ্ট), বা কোন স্থানে বিষ দ্বারা লিপ্ত করে না । দেবগণ তাহা করিয়াছিলেন বলিয়া ইনিও তাহা করেন, এবং দেবগণ (নিজদেরই জন্য) যে ভাগ বিধান করিয়াছিলেন, গিনিও ইহাতে তাঁহাদের সেই ভাগ বিধান করেন । এই যে-ওষধিসমূহকে মনুষ্যাগণ, ও যে-ওষধিসমূহকে পশুগণ অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে, এই উভয় ওষধিগণকে তিনি ইহাতে রোগহীন ও শাপহীন করিয়া থাকেন, এবং এই লোকসমূহ রোগহীন ও শাপহীন তৎসমূহকে অবলম্বনপূর্বক জীবিত থাকে । সেই জন্য তিনি ইহার দ্বারা বাগ করিয়া থাকেন ।

১৩। তাহার দক্ষিণা (সেই বৎসরের) প্রথমজাত গো (বৎস) ইহা থাকে ; কেননা, ইহা (পাতীগণের) অগ্রজাত (ফলস্বরূপ) । তিনি যদি পূর্বে (সোম) বাগ করিয়া থাকেন, বা দশ-পূর্ণমাস দ্বারা বাগ করেন, তবে তাহার (সেই বাগের) পরেই ইহার (আগ্রয়ণ) দ্বারা বাগ করিবেন, আর যদি তিনি (পূর্বে দশ-পূর্ণমাস)

১২। আজ্ঞা অবলম্বন বলিয়া তাহা প্রত্যক্ষ রস ; কিন্তু ব্রীহি ও বব কঠিন বলিয়া প্রত্যক্ষ-ভাবে রস বহে, তাহা পরোক্ষভাবে রস ।

১১। ক্রা. শ্রো. ৪. ৬. ৬।

১৪। আগ্রয়ণটির উপাদেশতা-এবম্বয়ের মন্ত এখানে পূর্বে প্রকৃত আখ্যায়িকা আকর্ষণ করিয়া দেখা হইল যে, দেবগণও ইহা দ্বারা বর্ণিত একার বল গরিয়াছিলেন ।

১৫। ক্রা. শ্রো. ৪. ৬. ৮।

১৬। মূল আগ্রয়ণ যেমন অ প্র জাত শব্দে সম্পাদিত হয়, ইহার দক্ষিণাও সেইরূপ অ প্র জাত শব্দবৎ দ্বারা সম্পাদ্য ।

বাগ না করিয়া থাকেন,” তাহা হইলে তাঁহার অবার্হাণচনে (দক্ষিণ অগ্নিতে) চাতুশ্রাশ্য-ওদন পাক করিবেন, এবং (চারি জন) ব্রাহ্মণ তাহ ভোজন করিবেন।”

১৪। দেবগণ স্থিতি ; (স্বয়ং) দেবগণ দেব, আর যে সকল ব্রাহ্মণ (বেদ) শ্রবণ করিয়াছেন ও অনুষ্ঠান,” তাঁহার মনুষ্যদেব ! বযট্কারে (দেবগণকে) প্রদান করিলে, ও (স্বধাকারে) হোম করলে যেমন হয়, ইহাও (উক্ত ব্রাহ্মণ-ভোজনও) তাঁহার সেইরূপ হইয়া থাকে। তিনি তখন যাহা পারেন (ঐহাদিগকে) প্রদান করিবেন ; কেননা, উক্ত হইয়া থাকে যে, (ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত) হবি দক্ষিণাহীন হয় না। তিনি অগ্নিহোত্রে (নবশস্ত্রের হবি দ্বারা, বা ভুক্তনবশস্ত্র গাভীর দ্বন্ধের দ্বারা)” হোম করিবেন না, কেননা, তিনি তাহাতে (অগ্নিহোত্রের দেবগণের সহিত আগ্রয়ণ-দেবগণের) বিবাদ উৎপাদন করিয়া ফেলেন ; এবং আগ্রয়ণ অস্ত্র ও অগ্নিহোত্র অস্ত্র ; অতএব তিনি অগ্নিহোত্রে হোম করিবেন না।

১৭। অনুষ্ঠান সাধারণসূত্রে : স্তম্ভক, বা শুক্রাঙ্কপ্রভৃতি-নির্মিত যদি বর্ণ-পূর্ণ্যাস পরে অনুষ্ঠান করিতে হয়, এবং ইহারই মধ্যে আগ্রয়ণ-কাল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আগ্রয়ণ অনুষ্ঠান না করিয়া চাতুশ্রাশ্য-ওদন (৩-৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) পাক করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে, এবং তাহাতেই আগ্রয়ণ-অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে। অঃ—“বর্ণপূর্ণ্য-বাসান্ অনীমানো দক্ষিণাগ্নিপকং চাতুশ্রাশ্যং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, কিঞ্চিদ্ দক্ষিণং বধ্যাৎ”—কা. শ্রো. ৪. ৬. ১০, বৃত্তি।

১৮। “অনুষ্ঠানঃ” অমু + √চ + কানচ্, যিনি বেদের অনুবচন অর্থাৎ উচ্চারণ করিয়াছেন, সাক্ষবেদবিচক্ষণ, “অনুষ্ঠানো বিনীতে স্যাদ্ সাক্ষবেদবিচক্ষণে”—মেঘিনী ; সাধারণ বলেন—“অমুগতানুষ্ঠানপরঃ।”

১৯। কাণ্ডায়ন (ও আপস্তম্বপ্রভৃতি) শ্রোতসূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি কেবল অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করেন, (আর বর্ণপূর্ণ্যাস অনুষ্ঠান করেন না,—অঃ কা. শ্রো. ৪. ২. ৪৬.), তিনি আগ্রয়ণের সময়ে সাক্ষ ও প্রাক্তকালে নব (ত্রীহিব্যক্তের) দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করিবেন ; (ইহাতেই আগ্রয়ণ অনুষ্ঠান করা হয়)। গাভীকে নুতন যব বা ত্রীহি ভোজন করাইয়া সেই গাভীর দ্বন্ধ দ্বারাও সাক্ষ ও প্রাক্তকালে হোম করিতে পারা যায়। কা. শ্রো. ৪. ৬. ১১—১২। কেহ কেহ বলেন ইহার বর্ণপূর্ণ্যাস জাপ করেন নাই, তাহারাও এইরূপে আগ্রয়ণ করিতে পারেন, কেননা শাখান্তরে এই বিধি সাধারণভাবে উক্ত হইয়াছে—ঐ বৃত্তি।

চতুর্থ প্রপাঠক

প্রথম ভ্রাজ্জণ

১। [দাঁকা য় পংক্ত বিধানের মন্ত আখ্যায়িকা—প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া ইহার দ্বারা
 বাস করিয়া প্রজা ও পশু প্রভৃতি লাভ করিয়াছিলেন ;—২ বৎক প্রজাপতি প্রথমে তাহা দ্বারা
 বাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম দাঁকা য় পংক্ত, কেহ কেহ ইহাকে বসিষ্ঠ পংক্ত বলেন,
 এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কল ও বিধি ৩—৩ অনন্তর যৈক প্রতীদর্শন তাহা অনুষ্ঠান করিয়া যে কল
 প্রাপ্ত হন, তদ্ব্যজ্ঞে তাহার বিধান ;—৪ অনন্তর সাঙ্ঘের হস্তা তাহা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার
 সহ দেব নাদে প্রশিক্ষিত হইবার কারণ, তাহার উদ্দেশ্যে ঐ যজ্ঞের বিধান ;—৫ অনন্তর শ্রোতর্বি
 দেবতাও তাহা অনুষ্ঠান করেন, তিনি কুক ও পকাল জনপদের পুরোহিত ছিলেন, তাহার
 উদ্দেশ্যে ঐ যজ্ঞের বিধান ;—৬ অনন্তর পার্বীতি বৎক তাহা অনুষ্ঠান করেন, দাঁকা য় পংক্তের
 তৎকাল এখানে ব্রাহ্মপ্রাপ্তি, ব্রাহ্মরূপ যজ্ঞ দুই দিনে সমাপ্ত হয়, ইহার এক-একদিনে এক-একটি
 পুরোডাশ হইয়া থাকে, ইহার কল, পৌর্ণমাসী ও অমাবস্যা দুই-দুই দিন করিয়া বাস করিবার
 কল ;—৭ পূর্ণমাসে পূর্ণদিন অগ্নি ও নোমের যজ্ঞ (অগ্নীযোবীর) পুরোডাশ হয়, তাহার কল ;—
 ৮ পরদিন অগ্নির (আগ্নের) পুরোডাশ ও ইন্দ্রের যজ্ঞ (ইন্দ্র) সাম্রাঘা হয়, ইহার কল ;—৯ দশম
 প্রথম দিন ইন্দ্র ও অগ্নির যজ্ঞ (ইন্দ্রা) পুরোডাশ হয়, ইহার কল ;—১০ পরদিন প্রাতে
 অগ্নির পুরোডাশ এবং মিত্র ও বরুণের যজ্ঞ (মৈত্রাবরুণা) পংক্ত (ছানা) হবি হইয়া থাকে ;
 —১১ পৌর্ণমাসীতে পূর্ণদিন অগ্নিযোবীর পশুবৎ করার কলপ্রাপ্তি হয় ;—১২ পৌর্ণমাসীর
 পরদিনে কর্তব্য আগ্নের পুরোডাশ ও ইন্দ্র সাম্রাঘা যজ্ঞক্রমে সোমযাগের প্রান্তঃসবন ও মধ্যমিন-
 সবন-স্বরূপ হয় ;—১৩ অমাবস্যার পূর্বে দিনের ইন্দ্রা পুরোডাশ সোমযাগের তৃতীয় সবন-স্বরূপ ;
 —১৪ অমাবস্যার পরদিনে কর্তব্য আগ্নের পুরোডাশের দ্বারা মূল যজ্ঞ হইতে নিযুক্ত হওয়া যায়
 না, মৈত্রাবরুণ পংক্তা সোমযাগে হননায় বক্ষ্যা গাভী-স্বরূপ, অতএব সোমযাগের দ্বারা যে কল
 পাওয়া যায়, পূর্বোক্তরূপে ব্রাহ্মরূপ যজ্ঞের দ্বারাও সেই কল লাভ করিতে পারা যায় ;—১৫ ১৬
 পূর্ণমাসে অগ্নিযোবীর পুরোডাশ ও ইন্দ্র সাম্রাঘ্যের প্রকারান্তরে প্রথম, অগ্নিযোবীর যাগের দ্বারা ই-
 ইন্দ্র যজ্ঞকে বৎ করিয়াছিলেন, বসবানও এইরূপ শব্দ-ক বৎ করিতে পারেন, বৃত্তবৎ করার পর
 ইন্দ্রকে সাম্রাঘ্য দেওয়া হইয়াছিল, যে ব্যক্তি এরূপ জানিয়া সম্রাঘা প্রবান করেন, তিনি সত্বর পাপ
 দূর করিতে পারেন, অগ্নিযোবীর বাস সোম্যতিবৎস্বরূপ, সাম্রাঘ্য দ্বারা সেই সোম তীত্র হয় ও
 তাহাতে তাহা যোগ্যের কটিকর হয় ;—১৭-১৮ অমাবস্যার পূর্ণদিন অগ্নুভের ইন্দ্রাযাগের
 প্রশংসা, পরদিন অগ্নুভের আগ্নের পুরোডাশের উদ্দেশ্য-বর্নন, মৈত্রাবরুণ পরদ্যা দ্বারা বিত্র ও বরুণের

ঐতিসাধন, বরণ গুরুগন্ধধারণ ও মিত্র কুরুগন্ধধারণ, অববস্যায় দ্বিত্ব বরণে য়েত দেখ করেন ও তাহা হইতে চন্দ্র জাত হয় ;—২০ মূল দর্শনের দুইটিকে দাক্ষায়ণ্যবশে অববস্যায় পরদিন ঐন্দ্রায় সান্নাধ্য অমৃতের নহে, ঐহলে যৈত্রাবরণ পরস্যাই বিধে—ইহাইই প্রতিপাদন ;—২১ বাজিন- (ছানার জল) ; হোমবিধানের জন্য পরস্যায় সজ্জিত তাহার প্রণত্যা ;—২২ বা জিগ পণে র উদ্দেশ্যে বাজিন-হোম ও তাহার প্রণত্যা ;—২৩ বাজিন-হোমের কাল ও অগ্নির স্থান-বিধান ;—২৪ দিক-প্রভৃতির উদ্দেশে সজ্জিতে অবশিষ্ট বাজিনের দীর্ঘধারা প্রদান ;—২৫ অবশিষ্ট অংশ বহমানপ্রভৃতি তৎক্ষণ করেন ।]

১। পূর্বে প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া এই (বক্ষ্যমাণ) যজ্ঞের দ্বারা বাগ করিয়াছিলেন ; (তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, 'ইহা দ্বারা) আমি প্রজা ও পশু-সমূহে, বহু হইয়া উঠিব, স্ত্রী প্রাপ্ত হইব, ও বশবী 'হইয়া অন্নভোজী হইব ।'

২। তিনি (প্রজাপতি) দক্ষ নামে (প্রেমিক ছিলেন) ; এবং তিনি ইহা দ্বারা বাগ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম দাক্ষায়ণ্য জাত ।' কেহ কেহ ইহাকে

১। গুণধিগণের বিধান করিয়া পূর্বোক্ত বর্ণ ও পূর্ববাসকেই দাক্ষায়ণ্য বলিয়া অভিহিত করা হয় । ইহার ব্যুৎপত্তি মূল ব্রাহ্মণেই (২য় ও ৩ষ্ঠ কণ্ডিকা) উক্ত হইয়াছে ; মূল দর্শন-পূর্ব-মাসের নাম ইহাও দিনবহুসাবা । মূল দর্শন-পূর্ব মাসে পূর্বদিন ব্রত গ্রহণ করিয়া পরদিন প্রধান কার্য্য করিতে হয়, কিন্তু দাক্ষায়ণ যজ্ঞে উক্ত দিনেই বিশেষ বিশেষ হবি প্রদান করিতে হয় । দ্বিতীয় দিবসে মূল পূর্বমাসে অগ্নির স্তম্ভ একটি (আগ্নেয়), এবং অগ্নি ও সোমের স্তম্ভ আর একটি (অগ্নীষোমীয়) এই দুইটি পুরোভাণ ; এইরূপ মূল দর্শে দ্বিতীয় দিবসে অগ্নির জন্য একটি (আগ্নেয়) পুরোভাণ, এবং ইন্দ্র ও অগ্নির স্তম্ভ আর একটি (অগ্নীষোমীয়) পুরোভাণ, অথবা ইন্দ্রের (বা মহেন্দ্রের) জন্য সান্নাধ্য, এই দুইটি ইহাও থাকে । পক্ষান্তরে দাক্ষায়ণ্যযজ্ঞে পূর্বদিনের প্রথম দিনে অগ্নি ও সোমের পুরোভাণ, এবং দ্বিতীয় দিনে অগ্নির পুরোভাণ ও ইন্দ্রের সান্নাধ্য ; অববস্যায় প্রথম দিবসে ইন্দ্র ও অগ্নির পুরোভাণ, এবং দ্বিতীয় দিবসে অগ্নির পুরোভাণ, ও মিত্র ও বরুণের পরস্যা ইহাও থাকে । দাক্ষায়ণ্য যজ্ঞে পূর্ববা ও অববস্যায় উল্লিখিত হবি প্রদান করিয়া অপরাহ্নে ব্রতগ্রহণ, ব্রতোগ্রহণী স্রবোর ভোজন, পলাশশাখার ছেদন, গাভীর নিকট হইতে বৎসকে পৃথক করিয়া বন্ধন ইত্যাদি কার্য্য করিতে হয় । পরদিন পূর্ব উদিত হইলে ব্রহ্মাকে বরণ করিয়া প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ করা হয় ।

দর্শ ও পূর্বমাস জ্যৈষ্ঠ (৩০) বৎসর পর্বান্ত করিবার নিয়ম (কা. স্রো. ৪. ২. ৪৭), কিন্তু এই দাক্ষায়ণ যজ্ঞ পকরণ (১৫) বৎসরমাত্র করিবার নিয়ম । ইহা পরে উক্ত হইবে, এবং মৃত্তিও প্রদর্শিত হইবে ; তাহারি তাৎপর্য্য এই যে, বসন্ত এক-একটি দাক্ষায়ণ্যযজ্ঞে দুই দুইটি দর্শ ও পূর্বমাস

ব সি ঠ ব জ্ঞ বলিয়া থাকেন ; কেননা, তিনি (প্রজাপতি) ব সি ঠ (বহুমন্তন, অধিকতম বহু বা ধন-শালী) ; এবং তদনুসারেই তাঁহার ইহাকে (ব সি ঠ ব জ্ঞ) বলেন । তিনি (দ ক্ষ অথবা ব সি ঠ প্রজাপতি) এই বজ্র দ্বারা বাগ করিয়াছিলেন ; এবং তখন এই বজ্র দ্বারা বাগ করিয়া প্রজাপতির এই যে; (প্রজাপতির) উৎপত্তি ও এই যে শ্রী হইয়াছিল,—যিনি এইরূপ জানিয়া এই বজ্র দ্বারা বাগ করেন, তিনি সেই উৎপত্তিকে উৎপাদন করেন, এবং সেই শ্রীকে প্রাপ্ত হইতে পারেন । অতএব তিনি ইহার দ্বারা বাগ করিবেন ।

৩। শ্বৈ কৃ (শি কৃ-পুত্র) প্র তী দ র্শ তাহার পর তাহা (ঐ বজ্র) দ্বারা বাগ করিয়াছিলেন ; এবং বাহারা তাঁহাকে প্রতিকিষ্ট (অভিভূত) করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই তিনি বিশিষ্ট (প্রাণাধিক) বচনের^২ ন্যায় হইয়াছিলেন । যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া ইহার (দাক্ষায়ণ বজ্রের) দ্বারা বাগ করেন, তিনি বিশিষ্ট বচনেরই ন্যায় হইয়া থাকেন । অতএব তিনি তাহা দ্বারা বাগ করিবেনই । .

৪। সা জ্ঞ'য় (স্ব জ্ঞ য় পুত্র) সূ প্লা^৩ ব্রহ্মচর্য্য (করিবার জন্য) তাঁহার (প্র তী দ র্শে ব) নিকটে আগমন করিয়াছিলেন ; সেই বজ্র তিনি তাঁহাকে এই (দাক্ষায়ণ) ও অপর^৪ বজ্র অনুক্রমে বলিয়াছিলেন (শিক্ষা দিয়াছিলেন) ; এবং তিনি (সূ প্লা) তাহা অনুক্রমে উচ্চারণ করিয়া (অর্থাৎ অধ্যয়ন করিয়া) পুনরায় স্ব জ্ঞ য় (জনপদে) গমন করিয়াছিলেন । স্ব জ্ঞ য় (জনপদবাসি-)গণ

অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে (এই ব্রাহ্মণে ৭৯ শ্লোকা আছে) ; অতএব ত্রিশটি বর্ণ-পূর্ণমাসের কাজ পনেরটি দাক্ষায়ণবজ্রেই সম্পন্ন হইয়া থাকে । সেই জন্য যেখানে বর্ণ-পূর্ণমাস ত্রিশ বৎসর বাবৎ অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে দাক্ষায়ণবজ্রের পনের বৎসর বাবৎ অনুষ্ঠান হওয়াই সম্ভব । অঃ—১১. ১. ২. ১৩ ; কা. শ্রো. ৪. ২. ৪৭-৪৮ ; ৪. ৩. ৩, বৃষ্টি । আবার কেবল এক বৎসরমাত্র করিলেও হয় ; কিন্তু পঞ্চদশ বর্ষ বাবৎ বতন্তলি ইষ্ট হইতে পারে, ততন্তলি নিয়মাদুসারে এক বৎসরের মধ্যেই অবশ্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে । কা. শ্রো. ৪. ৪. ২০ ; তুল্য :—৪. ২. ৪২ ।

২। “নিবচনম্ ইব ;” “বিশিষ্টবচনং পক্ষপাতবচনম্”—সায়ণ, অর্থাৎ অনুকূলবাক্য ।

৩। সূ প্লা ন্দ শব্দ ।

৪। অর্থাৎ সৌ জা ব দ্বী ; আছে—১২. ৪. ১. ৩ ।

জানিলেন যে, 'হিনি আমাদের জন্ত যজ্ঞকে অধ্যয়ন করিয়া আগত হইয়াছেন।' তাঁহারা বলিলেন—'বিনি আমাদের জন্ত যজ্ঞকে অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছেন, সেই (হিনি) আমাদের নিকট দেবগণের সহিত ই ('সহ দেবৈঃ') 'আসিয়াছেন।' তিনি (ইহাতে) সহদেবসার্জয় (নামে প্রসিদ্ধ) হইয়াছেন; তাহাই এখনো উক্তি ('নিবচনং') আছে যে, 'ওহে ("অরে"), তুমি আমার নাম ধারণ করিয়াছিলেন।' তিনি ইহারই দ্বারা বাগ করায় যজয় (জনপদের) যে প্রজোৎপত্তিও ত্রী হইয়াছিল,—বিনি এইরূপ জানিয়া এই যজ্ঞের দ্বারা বাগ করেন,—তিনি সেই প্রজোৎপত্তিকে উৎপাদন করেন, ও সেই ত্রীকে প্রাপ্ত হন। অতএব তিনি ইহার দ্বারা বাগ করিবেন।

৫। তাহার পর স্রৌতৰ্ষ (শতর্ষি-পুত্র) দেবতাগ ইহার দ্বারা বাগ করেন। তিনি কুক্ষ ও যজয় উভয় (জনপদেরই) পুরোহিত ছিলেন। বিনি একটি রাষ্ট্রের পুরোহিত হইতে পারেন, তাহার ত তাহাই পরম উৎকর্ষ,* কিন্তু বিনি দুইটি (রাষ্ট্রের পুরোহিত হইতে পারেন), তাহার পরম উৎকর্ষ-সম্বন্ধে আর কি (বক্তব্য আছে)। যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া এই যজ্ঞদ্বারা বাগ করেন, তিনি পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হন। অতএব তিনি ইহা দ্বারা বাগ করিবেন।

৬। তাহার পর পার্শ্বতি (পার্শ্ব-পুত্র) দক্ষ ইহার দ্বারা বাগ করেন, (সেই জন্ত) এখনো দাক্ষায়ণ (দক্ষ সম্ভানগণ) রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া আছেন। বিনি এইরূপ জানিয়া ইহার দ্বারা বাগ করেন, তিনি রাজ্যলাভ করিয়া থাকেন। অতএব তিনি ইহা দ্বারা বাগ করিবেন। তাহাতে প্রতিদিন এক-একটি পুরোডাশ হয়;* এবং ইহাতে তাঁহার ত্রী শক্রদ্বারা অম্লপীড়িত হইয়া থাকে।

৫। "পরমজা;" তুল্য:—বোদ্ধ পারমী।

৬। অর্থাৎ বাগের উভয় দিনের মধ্যে এক-এক দিনে এক-একটি পুরোডাশ হইবে। পূর্ণমাসে দুইটি পুরোডাশ, একটি অগ্নির (আগ্নের), ও অপরটি অগ্নি ও সোমের (আত্মীমৌদীর); এবং অমাবাস্যাত্তেও দুইটি, একটি অগ্নির (আগ্নের) ও অপরটি ইন্দ্র ও অগ্নির (ইন্দ্রাগ্নের)। প্রতিবাসের এই দুই-দুইটি পুরোডাশের মধ্যে পূর্ণমাসে প্রথম দিন অগ্নি ও সোমের এবং দ্বিতীয় দিনে অগ্নির পুরোডাশ আগের; এইরূপ অমাবাস্যাত্তেও প্রথম দিন ইন্দ্র ও অগ্নির, এবং পরদিন অগ্নির পুরোডাশ দ্বিতীয়।

তিনি পৌর্ণমাসীর দুই দিন ও অমাবস্তার দুই দিন বাগ করেন ; কেননা, দুই-এ মিথুন হয়, এবং ইহাতে ইহাকে উৎপাদক মিথুনই করা হইয়া থাকে ।

৭। তিনি যে পৌর্ণমাসীতে পূৰ্ব্বদিন অগ্নির ও সোমের (অর্থাৎ অগ্নীবোমীর পুরোডাশের) দ্বারা বাগ করেন, তাহাতে দুইটি দেবতা থাকে ; দুই-এ মিথুন হয়, এবং ইহাতে ইহা উৎপাদক মিথুন হইয়া থাকে ।

৮। অনন্তর (পরদিন) প্রাতে অগ্নির (আগ্নেয়) পুরোডাশ, ও ইন্দ্রের (ঐজ্র) সান্নাধ্য হয় ; তাহাতে দুইটি দেবতা থাকে ; দুই-এ মিথুন হয়, এবং ইহাতে ইহা উৎপাদক মিথুনই করা হইয়া থাকে ।

৯। আর যে তিনি অমাবস্তার পূৰ্ব্বদিনে ইন্দ্র ও অগ্নির (ঐজ্রায় পুরোডাশের) দ্বারা বাগ করেন, তাহাতে দুইটি দেবতা থাকে ; দুই-এ মিথুন হয়, এবং ইহাতে ইহা উৎপাদক মিথুনই করা হইয়া থাকে ।

১০। অনন্তর (পরদিন) প্রাতে অগ্নির (আগ্নেয়) পুরোডাশ, এবং মিত্র ও বরুণের (মৈত্রাবরুণৌ) পরস্তা হয় । (যেহেতু তিনি মনে করেন যে),

৭। আক্ষরিক—“তিনি দুইটি পৌর্ণমাসী ও দুইটি অমাবস্তা বাগ করেন”—“স বৈ যে পৌর্ণমাস্তে বজ্রতে যে অমাবাস্তে ।” আপস্তম্বভোক্তব্যে “যে পৌর্ণমাস্তে যে অমাবাস্তে যজ্ঞত...” (৩-১১-১৩) এই সূত্রের ভাষ্যে রূপবন্ত লিখিয়াছেন—“পৌর্ণমাসীমমাবাস্তাং চ যে যে কালে যে যে যজ্ঞত । কিমুভং ভবতি ? একস্মিন পূর্ণাণি পৌর্ণমাসীমভ্যন্ত্রেণ পঞ্চমস্ত্রায়ৈক্যং প্রতিপদী-ভরাম্ । তথা স্বকালে অমাবাস্তানিভ্যর্থঃ ।” অর্থাৎ য য কালে দুই-দুইটি বর্ষ ও পূর্ণমাসকে করিতে হইবে ; ইহার ভাংগর্য্য এই যে একই পূর্ণের পঞ্চমীর দিন একটি ও তাহার পরদিন প্রতিপদে আর একটি, এই দুইটি পূর্ণমাস করিতে হইবে । অমাবাস্তাতেও এইরূপ । দুই দিন বর্ষ বা পূর্ণমাস করিলেও, বস্তুর পূর্ণোক্ত প্রকৃতিভূত বর্ষ-পূর্ণমাস দুই-দুইটি করা হয় না ; বরং বর্ষ-পূর্ণমাসেই বিশেষ কিছু কিছু বিধান করিয়া দুইদিনে করা হয় । প্রঃ-প্রথম দীপিকা ; বৃহৎ স্রাৱণ—১১. ১. ২. ১৩ ।

৮। ইহার অপর নাম আ মি ক্কা । (“আমিকা পরস্তেতি চ অনর্থাভাবঃ”—কা. জ্যো. ৪. ৩. ৯. বৃত্তি ;—স্রঃ ঐ. ব্রা. ২. ৩. ৩) । ইহা অকিকালকার হান্না তির অস্ত কিছু নহে । ইহার উৎ-পাদন-সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—“তদ্রোহ দোহনম শূতে বা ক্যানায়তি” কা. জ্যো. ৪. ৪. ৮ । ব্যক্তিকপণ এতদ্বাক্যম্বে বলিয়া থাকেন যে, পাত্রে সাধারণ দধি রাখিয়া তাহাতে দুগ্ধ দোহন করিতে হইবে, অথবা দুগ্ধ দোহনপূর্ব্বক তণ্ড করিয়া তাহাতেই দধি নিক্ষেপ করিতে হইবে । কেহ কেহ বলেন অমাবস্তার দ্বিতীয় দিন প্রাতেই (পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে নহে) দোহন করিতে হইবে, এবং গরম করিয়া বা না করিয়া তাহাতে সাধারণ দধি নিক্ষেপ করিতে হইবে । আবার কেহ কেহ

পাছে আমি যজ্ঞ হইতে (বিযুক্ত হইয়া) যাই, সেই জন্ত অগ্নির পুরোডাশ হয় ।^১ আর এই যে মিত্র ও বরুণ, ইহার ছুইটি ঘেবতা, এবং ছুই এ মিথুন হয় ; (অতএব) ইহাতে উৎপাদক মিথুনই করা হইয়া থাকে । ইহাট (এই মিথুন-ভাবই) ইহার (যজ্ঞের) সেই রূপ, যাহাতে তিনি (প্রজা ও পশুসমূহে) বহু হইয়া উঠিতে পারেন, যাহাতে তিনি (প্রজাপ্রভৃতিকে) উৎপাদন করিতে পারেন ।

১১। তিনি যে পৌর্ণমাসীতে পূর্ণদিন অগ্নীষোমীয় (পুরোডাশের) দ্বারা বাগ করেন, (তাহার কারণ এই যে), তিনি (সোমবাগে) উপবসনের দিন^২ ঐ যে অগ্নীষোমীয় পশু বধ করেন, ইহা (অগ্নীষোমীয় পুরোডাশ) তাঁহার তাহার (অগ্নীষোমীয় পশুই) হইয়া থাকে ।

১২। অনন্তর (পরদিন) প্রাতে আগ্নেয় পুরোডাশ ও ঐন্দ্র সান্নায্য হইয়া থাকে । ইহার (এই) আগ্নেয় পুরোডাশ (সোমবাগের) প্রাতঃসবন-স্বরূপ,^৩ কেননা, প্রাতঃসবন আগ্নেয় । ইহার ঐন্দ্র সান্নায্য (সোমবাগের) মাধ্যম্নিনসবন-স্বরূপ, কেননা, মাধ্যম্নিনসবন ঐন্দ্র ।

১৩। আর যে তিনি অমাবস্তায় প্রথম দিনে ঐন্দ্রায় (পুরোডাশের) দ্বারা বাগ করেন, তাহা তাঁহার (সোমবাগের) তৃতীয়সবনের স্বরূপ ; কেননা, তৃতীয়সবন বিশ্বদেবসম্বন্ধী, এবং ইন্দ্র ও অগ্নি বিশ্বদেবস্বরূপ ।

বলেন যে, পরদিন সৈন্দ্ৰাবরূপ পয়সা উৎপাদনের জন্ত পূর্ণদিন সারাকালে ঘনি উৎপাদন করিয়া পরদিন প্রাতে দুই ঘোহন ও পরন করিয়া ইহার মধ্যে সেই ঘনি নিক্ষেপ করিতে হইবে । আপত্ত্য-প্রভৃতিতে এই বিধি দৃষ্ট হয় । তাদৃশ ঘনি-দ্রুত একত্র হইলে যে ঘনীভূত পাক্য পাওয়া যায় তাহার নাম পয়সা বা আমিকা, এক অবশিষ্ট জলীয় অংশের নাম বা ক্রি ন । জঃ ১২ বক্ত ১৪৪ পৃ. ২ম টীকা ।

১৪। এখ সে ঘেবতার মিথুনও মিত্র ও বরুণের দ্বারাই বধন সম্পাদিত হয়, তখন আগ্নেয় পুরোডাশ গ্রহণ করিবার আর প্রয়োজন কি ? এই আশঙ্কার বলা হইতেছে যে, যদি আগ্নেয় পুরোডাশ গুণ্ড করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত বর্নবার হইতে তিনি বিযুক্ত হইয়া পড়েন, কেননা, তাহাতে আগ্নেয় পুরোডাশ অবশ্য কর্তব্য । জটব্য—১. ৫. ১. ৬ ।

১০। এখানে উপবসন-শব্দে, হুতা বা সোমোতিবনের পূর্ণ দিবস বুঝিতে হইবে । সোমবাগে এই দিন অগ্নি ও সোমের জন্য একটি ছাপন বধ করা হইয়া থাকে ।

১১। জঃ—১. ১. ৩. ১, ১৪১কা, ২০৮ পৃষ্ঠা ।

১৪। অনন্তর (পরদিন) প্রাতে অগ্নির পুরোডাশ, এবং মিত্র ও বরুণের পয়স্তা হয়। (যেহেতু তিনি মনে করেন যে), “পাছে আমি বজ্র হইতে (বিযুক্ত হইয়া) যাউ, সেইজন্ত অগ্নির পুরোডাশ হয়। আর তাঁহার (সোমযাগে) মিত্র ও বরুণের জন্ত ঐ যে অ নু ব দ্বা-নামক^{১২} বন্ধা গাভীকে বধ করেন,^{১৩} ইহার মিত্র ও বরুণের পয়স্যাও তাহাই হইয়া থাকে। (এইরূপে) সোমযাগের দ্বারা যাগ করিয়া তিনি যে পরিমাণ জয়লাভ করিতে পারেন, পৌর্ণমাস ও আমাবাস্তা (হবি) দ্বারা যাগ করিয়াও তৎপরিমাণ জয়লাভ করিয়া থাকেন, এবং তাহাতেই ইহা ম হা ব জ্র^{১৪} হয়।

১৫। তিনি যে পৌর্ণমাসীতে পূর্বদিন অগ্নীষোমীয় (পুরোডাশের) দ্বারা যাগ করেন, (তাঁহার কারণ এই যে), ইন্দ্র উহারই^{১৫} দ্বারা বজ্রকে বধ করিয়াছিলেন, এবং এত যে তাঁহার বিজয়, তাহা তিনি ইহারই দ্বারা বিজয় করিয়াছিলেন ; আর যে তিনি (পৌর্ণমাসীতে) দধি-দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত করেন,^{১৬} (তাঁহার কারণ এই যে), সান্নাষা অমাবাস্যা-সম্বন্ধী,^{১৭} এবং এই যে অমাবাস্যা, ইহা (পৌর্ণমাসী হইতে) দূরে।^{১৮} তিনি বজ্রকে শীঘ্র বধ করিয়া ফেলিবার পর তাঁহার তাহাকে এই (সান্নাষারূপ) রসের দ্বারা প্রীত করিয়াছিলেন ; যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া পৌর্ণমাসীতে (দধি-দুগ্ধ) একত্র মিশ্রিত করেন (অর্থাৎ সান্নাষা প্রস্তুত করেন), তিনি শীঘ্রই পাপকে অপহৃত (তাড়িত)

১২। যজ্ঞে বধ করিবার জন্ত যে পশুকে বন্ধন করা হয়, তাহা অ নু ব দ্বা বলিয়া কথিত হয়।

১৩। সোমযাগের অন্তর্গত ঔষমীয় হস্তি সমাপ্ত হইলে মিত্র ও বরুণের জন্ত একটি বন্ধা গাভী বধ করা হয়। ব্রা.—৪. ৫. ২. ১ ; কা. প্রো. ১০. ২. ১২।

১৪। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৩.২.২.২) সোমযাগ ম হা ব জ্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে—“তে দেবা এতং ম হা ব জ্র নু অপশন্ত।”

১৫। অগ্নীষোমীয় পুরোডাশ দ্বারা ; অগ্নীষোমীয় পৌর্ণমাস হবি, এবং ইহা দ্বারা ইন্দ্র বজ্রকে বধ করিয়াছিলেন,— ১.৪.৩.১২।

১৬। ইহা আক্ষরিক, “সমন্বতি ;” অর্থাৎ দধি-দুগ্ধরূপ সান্নাষা করেন।

১৭। ব্রহ্মা ১. ৫. ৩. ৩ ইত্যাদি।

১৮। কেননা, ইহা প্রতিপদ হইতে চতুর্দশী-পর্যন্ত দিনসমূহ দ্বারা ব্যতীত—সায়ণ।

করিতে পারেন। এই যে চন্দ্রমা, ইহা দেবগণের অন্ন রাজা সোম;^{১৯} তাঁহার (পরদিন) প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিবেন বলিয়া পূর্বদিন ইহাকে অভিষব করেন;^{২০} এবং তাঁহার ইহাকে ভক্ষণ করেন বলিয়া ইহা (চন্দ্রমাঃ) অপক্ষীণ হয়।

১৬। তিনি যে পৌর্ণমাসীতে পূর্বদিন অগ্নীষোমীর (পুরোডাশ) দ্বারা বাগ করেন, (তাঁহার অগ্নির কারণ এই যে), তিনি ইহাতে (সোমকে) অভিষবই করিয়া থাকেন,^{২১} এবং তাহা অভিষুত হইলে তিনি তাহাতে (পরদিন) এই (সান্নাধ্যাক্রম) রস স্থাপন করেন, এবং ইহা দ্বারা (সেই সোমকে) তীত্র করেন, ও (এইরূপে) দেবগণের হব্যকে স্বাহ করিয়া থাকেন।^{২২} যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া পৌর্ণমাসীতে (দধি-দুগ্ধ) একত্র মিশ্রিত করেন (অর্থাৎ সান্নাধ্য করেন), তাঁহার হব্য দেবগণের কৃচিকর হয়।

১৭। তিনি যে অমাবস্যার পূর্বদিন ঐন্দ্রাণ (পুরোডাশ) দ্বারা বাগ করেন, (তাঁহার অগ্নির কারণ এই যে), ইন্দ্র ও অগ্নিই দর্শ-পূর্ণমাসের দেবতা, এবং তিনি ইহাতে প্রকাশ ও প্রত্যক্ষভাবে ইহাদ্বিগেরই বাগ করেন। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তাঁহার দর্শ ও পূর্ণমাস দ্বারা প্রকাশ ভাবেই বাগ করা হইয়া থাকে।

১৮। আর (পরদিন) প্রাতে আগ্নেয় পুরোডাশ ও বৈজ্ঞানবরুণী পয়সা হইয়া থাকে। (যেহেতু তিনি মনে করেন যে), ‘গাছে আমি যজ্ঞ হইতে (বিযুক্ত হইয়া) বাই’ সেই জন্য আগ্নেয় পুরোডাশ হয়। আর এই যে মিত্র ও বরুণ, ইহারা দুইটি অর্চ্যমাস (পক্ষ); বাহা আপূর্য্যমাণ হয় (অর্থাৎ গুরু), তাহা বরুণ, এবং বাহা অপক্ষীণ হয় (কৃক্ষ), তাহা মিত্র। এই (অমাবস্তার) রাজ্যিতে ইহারা উভয়ে^{২৩} একত্র সমাগত হন; সেই জন্ত তিনি সহাবস্থিত ইহাদের উভয়কেই ইহা দ্বারা প্রীত করেন; এবং যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ

১৯। জঃ—১. ৫. ৩. ৫; ২. ৩. ২. ৭।

২০। “অভিষুজ্জি,” “রসভাব প্রাপয়জ্জি”—সারণ, অর্থাৎ তাহার রস বহির্গত করেন।

২১। অর্থাৎ পূর্বদিনকর্তব্য অগ্নীষোমীর বাগ সোমাবিষবহানীর।

২২। ব্রহ্মণ্য — ১. ৫. ৩৩।

২৩। অর্থাৎ মিত্র ও বরুণকল্পে চন্দ্র-সূর্য্য-বরুণ বরুণ ও মিত্র।

জানেন, তাঁহার সম্বন্ধে সমস্তই প্রীত হয়, এবং সমস্তই তাঁহার পাওয়া হইয়া থাকে।

১৯। এই রাত্রিতে (কৃষ্ণগন্ধরূপ) মিত্র (গুরুগন্ধরূপ) বন্ধনে র্ত্ত সেচন করেন, এবং সেই র্ত্ত হইতে—এই বাহ্য আগুর্ধ্যমাণ হয় (অর্থাৎ চক্রে)—তাহা উৎপন্ন হয়। এবং সেই জন্তই এই মৈত্রাবরূপ পয়স্যা এখানে উপযুক্ত হইয়া থাকে।

২০। সান্নাঘোর ভাজন (স্থান) অমাবস্যা;^{২৪} কিন্তু তাহা (এখানে) এই পৌর্ণমাসীতে করা হইয়া থাকে।^{২৫} তিনি যদি এখানেও (অর্থাৎ দাক্ষায়ণ-বাগে অমাবস্যাতেও সেই দর্শ-দৃষ্ট) একত্র সংযুক্ত করেন (অর্থাৎ সান্নাঘা করেন), তাহা হইলে পুনরুক্তি করিয়া ফেলেন, এবং (দর্শ ও পূর্ণমাসের দেবতা দ্বয়ের মধ্যে) কলহ (উৎপাদন) করিয়া থাকেন।^{২৬} তিনি তাহা দ্বারা^{২৭} জল ও ওষধিসমূহ হইতে ইহাকে (সোম বা চন্দ্রকে) সংগৃহীত (অর্থাৎ দধি-পয়োরূপে সম্পাদিত) করিয়া আহুতিসমূহ হইতে উৎপাদন করেন, এবং আহুতিসমূহ হইতে সে উৎপাদিত হইয়া (প্রতিপৎ তিথিতে অকাশের) পশ্চিম দিকে দৃষ্ট হয়।^{২৮}

২৪। মূল প্রকৃতিভূত দর্শবাসে ইন্দের দধিছন্দরূপ সান্নাঘা বিহিত হইয়াছে; ত্রঃ—১. ৫. ৩. ৫।

২৫। দর্শবাসে অমাবস্তার ইন্দের জন্ত যে সান্নাঘা বিহিত হইয়াছে, তাহা দাক্ষায়ণবাসে পৌর্ণমাসীতে পরদিনেই হইয়া থাকে; অমাবস্তার পরদিনে আর তাহার অনুষ্ঠান হয় না।

২৬। এখানে তাৎপর্য এই যে, দাক্ষায়ণবাসে পৌর্ণমাসীতে যে ঐন্দ্র সান্নাঘা হয়, মূল দর্শবাসের দৃষ্টান্তে দাক্ষায়ণে অমাবস্তার সেই ঐন্দ্র সান্নাঘা করা উচিত নহে; তাহা করিলে পুনরুক্তি ও দেবতা-দ্বয়ের কলহ উৎপন্ন হয়। অতএব দাক্ষায়ণে অমাবস্তার ঐ ঐন্দ্র সান্নাঘা জ্ঞাপ্য করিয়া মৈত্রাবরূপ, পয়স্যা করাই উচিত। সান্নাঘোর জ্ঞার পরতাও দধি-দুগ্ধের বিকার, অতএব ইহাও এক প্রকার সান্নাঘা। অতএব অমাবস্তা। যে সান্নাঘোর ভাজন, তৎসম্বন্ধেও কোনো বাধাত হইল না। “পূর্ণমাসে কৃতমৈত্রেয়ঃ সান্নাঘাঃ পরিত্যজ্য দর্শে মিত্রবরণদেবতাকা পয়সৈব কাঁকি। তস্যা অপি দধিপয়সোর্ধ্বিকারবাৎ অমাবাস্যায়াঃ সান্নাঘাতভজনবশপি ন ব্যাহব্যাতে ইত্যবর্তঃ”—সায়ণ।

২৭। অর্থাৎ দর্শে অনুষ্ঠিত সান্নাঘাবাসের দ্বারা।

২৮। ১.৫.৩.৬, ১৫।

২১। তিনি ইহাকে (চক্ষকে) মিথুন হইতেই উৎপাদন করিয়া গাকেন ; (এখানে) পয়সা (জীং) জী, এবং বা জি ন^{২০} রোত ; এবং যাহা মিথুন হইতে জাত হয়, তাহাই সমাক্রূপে (জাত)। এইরূপে তিনি ঈহাকে এই উৎপাদক মিথুন হইতে উৎপাদন করিয়া থাকেন, এবং সেই জন্ত এখানে পয়সা (হত) হয়।

২২। তিনি বা জি গণকে বাজিন হোম করেন।^{২১} ঋতুসমূহই বা জী, এবং বাজিন রোতস্বরূপ ; অতএব তাহা দ্বারা সমাগতাবেই রোত সিক্ত হইয়া থাকে, এবং ঋতুসমূহ সেই সিক্ত রোতকে এই ঋতুসমূহরূপে উৎপাদন করে ; সেইজন্য তিনি বা জি-গণকে বাজিন হোম করেন।

২৩। তিনি (তাহা) যজ্ঞের পশ্চাত্তাগে ^{২২} হোম করেন ; কেননা যুবা পশ্চাৎ হইতেই ঘুরিয়া আসিয়া জীব সহিত সঙ্গত হয়, ও তাহাতে রোত সেচন করে। তিনি প্রথমে পূর্বদিকে (অন্ন অংশ) হোম করেন। তিনি (হোতা) “হে অগ্নি, ভক্ষণ কর!”^{২৩} এই বলিয়া অ হু ব ব ট্ কা র উচ্চারণ করেন, এবং তাহাই (এখানে) স্থিতকৃত্ত্বস্থানীয় হয়। তিনি পূর্বদিকেই হোম করিয়া থাকেন।^{২৪}

২২। ৮ম টীকা দ্রষ্টব্য।

৩০। কা. প্রো. ৪. ৪. ২।

৩১। অর্থাৎ শেষ ভাগে। এখানে বাজিনহোমের কাল বিহিত হইয়াছে ; ইহা প্র শু বা ব র-বানু প্র হ র ণ, ও প রি থি-অ হু প্র হ র ণে র পর (১. ৭. ১. ১১, ২২ ; ১ম ভাগ ১৪৩—১৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) অন্তর্গত। দ্রষ্টব্য—কা. প্রো. ৪. ৪. ২-১২। ইহা হোম করিতে হইলে প্রথমে অগ্নির পূর্বভাগে অন্ন অংশ হোম করিতে হয়, তাহার পর হোতা অ হু ব ব ট্ কা র (৩২শ টীকা দ্রষ্টব্য) উচ্চারণ করিলে পূর্বদিকের অগ্নির পূর্বভাগেই হোম করিতে হয়।

৩২। ঋ. স. ১০. ১২৩. ৩ ; ঐ. ব্রা. ১. ৪. ৫ ; সাধারণ অজ্ঞাত ঐতরেয়ভাষ্যে বলিয়াছেন—ববটকার বিবিধ, প্র থ ম ব ব ট্ কা র ও অ হু ব ব ট্ কা র ; বাজ্যধরের (‘তগো বাহু...’, “বাহু. ৪. ৭. ৪ ; ও ‘উত্তা পিক্ত...’ ; ঋ. স. ১. ৪৬. ১৫) পাঠের পর যে বৌ ব ট্ উচ্চারণ করা হয়, তাহা প্র থ ম ব ব ট্ কা র ; এবং “হে অগ্নি, ভক্ষণ কর... !” (ঋ. স. ১০. ১২৩. ৩) এই বস্তুোচ্চারণ করিয়া যে বৌ ব ট্ বলা হয় তাহা অ হু ব ব ট্ কা র।

৩৩। অ হু ব ব ট্ কা রে র পর আবার হোম করিতে হয়, এবং তাহারই কথা এখানে বলা হইয়াছে।

২২। অনন্তর তিনি (হতাশিষ্ট বাজিনের দ্বারা এই মস্ত্রে অগ্নিতে পূর্বাঙ্গ) দিক্‌সমূহে দীর্ঘ দ্বারা পাঠ করেন (“ব্যাবারতি”)—“দিক্‌সমূহ!—মধ্যস্থিত দিক্‌সমূহ (“প্রদিশঃ”)!—অন্নদিক্‌সমূহ (“আদিশঃ”)!—বিদিক্‌সমূহ (“বিদিশঃ”)!—উর্দ্ধ দিক্‌সমূহ (“উদ্দিশঃ”)!—(এই) দিক্‌সমূহকে স্বাহা!”** দিক্‌ পাঁচটা, এবং ঋতুও পাঁচটি; অতএব তিনি হাতাতে ঋতু (পুং)-গণের সহিত দিক্‌ (স্ত্রীং)-সমূহের মিশ্রণই করিয়া থাকেন।**

২৫। সেই (অবশিষ্ট** বাজিনকে) পাঁচ জনে ভক্ষণ করেন, যথা, হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, আয়ীত্র, ও বজ্রমান। ঋতু পাঁচটি;** অতএব তিনি হাতাতে ঋতু-গণেরই রূপ করিয়া থাকেন, তিনি হাতাতে ঋতুসমূহে (পূর্বে) সিক্ত** রেতকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া থাকেন। ‘প্রথমে আমি যেন রেতকে স্বীকার করিতে পারি!’ এই মনে করিয়া প্রথমে বজ্রমান ভক্ষণ করেন; অথবা ‘শেষে আমাতে রেত প্রতিষ্ঠিত হইবে!’ এই মনে করিয়া তিনি শেষে (ভক্ষণ করেন)।** ‘উপহৃত, ও উপহৃত কর!’** এই বলিয়া তাঁহারা তাহাকে (ঐ বাজিনকে) সোম (-সদৃশই) করিয়া থাকেন।**

৩৪। ব। স. ৩. ১২. ২-৩; “দিক্‌সমূহাঃ প্রদিশঃ, উদ্দিশঃ, আদিশঃ, বিদিশ আশ্বেদাদি-কোপদিশঃ, উদ্দিশ উদ্দা দিশঃ”—সারণ। প্রতিমস্ত্রেই বাহ্যকার উচ্চারণ করিয়া যথাক্রমে অগ্নির পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, মধ্য ও পূর্বদিকে হোম করিতে হয়; কা. শ্রো. ৪. ৪. ১৩-১৮। এই কার্যের বৈদিক নাম দি দ্ বা দা র ণ।

৩৫। “ঋতুনেবৈতদ্‌ দিক্‌ভির্বিধুনান কুরোতি”—কাণ্ড, পাঠ।

৩৬। কেহ কেহ বলেন একে অবশিষ্ট, অগ্নিরেরা বলেন স্থানীতে অবশিষ্ট।

৩৭। শ্রো—১. ৩. ২. ১০, ১ম বক্তৃ, ১০০ পৃ. ৮ম টীকা।

৩৮। শ্রো—২২শ কণ্ডিকা।

৩৯। কা. শ্রো. ৪. ৪. ২৭।

৪০। ইহা আকরিকার্ব; তাহার এইরূপ—“অনুজাত, ও অজ্ঞাত কর।” ইত্যুপহৃত উপহৃত-যেতি; “উপহৃত” ইত্যনুজাতঃ, “উপহৃত” ইত্যনুজাতগননঃ,—সারণ। “উপহৃতর ভক্ষণার্থ-অনুজাতীহ...উপহৃত ইতি...অনুজাতঃ”—কা. শ্রো. ৪. ৪. ১২, বাজিক্রমে; যী. দ্. ৩. ৫. ৪২।

৪১। পূর্বে উক্ত হইয়াছে হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা, আয়ীত্র ও বজ্রমান এই পাঁচজন অবশিষ্ট বাজিন ভক্ষণ করেন, কি এখানেতে ভক্ষণ করিতে হইবে। তাহাই এখানে উক্ত হইতেছে। তাঁহারা অবশিষ্ট

বাজিন ভক্ষণের জন্ত হস্তে গ্রহণ করিয়া পরস্পর সকলকেই হোতৃপ্রকৃতি পথে সম্বোধনপূর্বক ‘(এই বাজিন ভক্ষণের জন্ত) অনুজ্ঞা প্রার্থন করন (‘উপহৃৎব’) ।’ এইরূপে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া ও অনুজ্ঞাত (‘উপহৃৎব’) হইয়া ঐ বাজিন ভক্ষণ করেন । তাহা ভক্ষণ করিবার কয়েকটি বৈকল্পিক যন্ত্র যত্রগ্রাস্তে দৃষ্ট হয়, যথা—‘তুমি বাজী (অন্নবান্) ঋতুস্রের বাজিন, আমি তোমাকে ভক্ষণ করি ।’ অথবা ‘আমি বাজী (বলবিশেষণালী, বা অন্নবান্), আমি অনুজ্ঞাত হইয়া অনুজ্ঞাত বাজিনকে ভক্ষণ করি ।’ অথবা ‘আমি অন্নের দ্বারা অন্নবান্ হইব (কিংবা বলবিশেষে বলবান্ হইব) ।’ যন্ত্রকয়টির মূল এই—“ঋতুনাং হঃ বাজিনাং বাজিনঃ ভক্ষয়ামি ।” “বাজাহং বাজিনস্যোপহৃতস্যোপহৃতো ভক্ষয়ামি ।” “বাজে বাজী তুম্যাম্ ।” সোমবাগে ছত্ৰাবিনিষ্টে সোমভক্ষণও এইরূপেই করিতে হয় (ব্রঃ—কা. শ্রৌ. ৪.৪.২১) । এই জন্ত উক্ত হইয়াছে যে, তাদৃশ বাজিনপান সোমসমৃদ্ধ । কা. শ্রৌ. ৪. ৪. ১২-২৭ । দ্ব্যাক্ষর্যবজ্ঞের দক্ষিণা এক হুর্বা (১০০ রতি পরিমাণ) অথবা অদ্ব্যাহার্য-ওদন ।

দ্বিতীয় ভ্রাঞ্জন

[১ স্বাক্ষার চাক্ষুসীসমূহ বিধানের জন্য তত্ত্ববর্তক বৈশ্বদেববাণ যে প্রজাপতির অনুকূল, ইহাই প্রতিপাদনের জন্য আখ্যায়িকা—প্রথমে প্রজাপতি একাই ছিলেন, তিনি তাহার পর প্রজা সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্ট শ্রজাসমূহ পরাকৃত (মৃত) হইয়া বিহঙ্গ হইয়া উৎপন্ন হইল ;—২ তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারেও প্রজাসৃষ্টি করিলেন, কিন্তু পূর্বের নাম পরাকৃত হইয়া বাকসে কৃত সন্ন্যাস ও সর্প হইয়া জন্মিল, অন্যরা বলেন প্রজাপতির দ্বিবিধ প্রজা পরাকৃত হইয়াছিল, কিন্তু স্বল্পে ত্রিবিধের উল্লেখ পাওয়া যায় ;—৩ প্রজাপতি পরাক্রমের কারণ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, অনশনে তাহারাই ঐরূপ হইয়াছে, এই জন্য তিনি অশরীরে ছদ্মগুণ স্তবধর উৎপাদন করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিলেন, প্রজারা তাহাই অবলম্বন করিয়া অপরাভূত হইয়া থাকিতে লাগিল ;—৪ উক্ত বৃক্ষান্তের স্বল্প-উল্লেখ সমর্থন, এই স্তবের ব্যাখ্যা ;—৫ প্রজাপতির স্তবহিত ঐ ছদ্ম অন্তরূপ, এবং অন্ন প্রজাবরণ ;—৬ প্রজাকান ব্যক্তি (বৈশ্বদেবের) হবির দ্বারা বাগ করেন ;—৭ বৈশ্বদেবের প্রথম হবি অষ্টকপালসমূহ পুরোডাশ, এবং তাহা অগ্নিকে প্রদত্ত হয় ;—৮ দ্বিতীয় হবি সোমের জন্য চক ;—৯ তৃতীয় হবি সবিতার জন্য দাদশ বা অষ্ট কপালে সংকৃত পুরোডাশ ;—১০ চতুর্থ ও পঞ্চম হবি যথাক্রমে সরস্বতী ও পূবর চক, এই হবিদ্বয়ের প্রশংসা ;—১১-১২ পূর্বোক্ত পাঁচটি হবির পর ষষ্ঠ স্থানে পরস্যাধারের অবসর, কিন্তু সেখানে সরস্বতীর জন্য সপ্তকপালসংযুক্ত চক প্রদান করিতে হয়, আখ্যায়িকা দ্বারা ইহার সমর্থন ;—১৩ এই চক বা দাদশ বা এই বিশেষণযুক্ত স্তব দান করিতে হয়, তাদৃশ স্তব (অর্থাৎ যজ্ঞা ও অনুবাক্য) না পাওয়া গেলে কেবল ব্রহ্মসংকে দেয় ;—১৪ অনন্তর পরস্যাধার, তাহার প্রশংসা ;—১৫ এই পরস্যা যে বিশেষণযুক্তী হয়, তাহার প্রতিপাদন ;—১৬ অনন্তর দ্বৌ ও পৃথিবীর জন্য এককপালে সংকৃত পুরোডাশের বিধান ও তাহার সমর্থন ;—১৭ পূর্ববিহিত প্রধান কার্গাসমূহের প্রণালী-উল্লেখ, বৈশ্বদেবে উক্তরবেদি নির্মাণ করিতে হয় না, তাহার যুক্তি, বহিঃকল ও অন্তঃগ্রহণ ;—১৮ হবিসমূহ আদান করিবার পর অগ্নিসম্বন ;—১৯ বৈশ্বদেবে নব্বটি প্রজা ও নব্বটি অনুবাক্য হইয়া থাকে ;—২০ বৈশ্বদেবগণের তিনটি সমষ্টবলুর্ভোগ হয়, তাহার যুক্তি, পক্ষান্তের একটিও হইতে পারে, যজ্ঞবানের গোষ্ঠে (সেই বংশের) যে গোবৎস প্রথমে জাত হয়, বৈশ্বদেবগণের তাহাকেই বলিপাক্ষক দিতে হয় ;—২১ বৈশ্বদেবগণের কলকীর্জন—ইহাতে প্রজালাভ ও স্ত্রীলাভ হইয়া থাকে ।]

১। অগ্রে ইহা (বিশ্ব) এক প্রজাপতিই ছিলেন। তিনি দেখিলেন

১। এখান হইতে কাণ্ডেব পরাকৃত চাক্ষুসী সম্ভবতঃ। সপ্তবিধ হবির্ভাজের মধ্যে চাক্ষুসী সম্ভব অন্যতম। চাক্ষুসী বলিতে চারিটি বাগ বুঝা যায়, যথা,—বৈশ্বদেব, ব্রহ্মণ্য

(চিন্তা করিলেন) যে, ‘কিরাপে আমি প্রজাত (অর্থাৎ প্রভূত)^২ হইব ।’ তিনি শ্রম ও তপস্যা করিলেন, এবং (তদনন্তর) প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিলেন । ‘ তাঁহার সৃষ্ট প্রজাসমূহ পরাভূত (মৃত) হইয়াছিল, এবং তাহারা ই (এই) বিহঙ্গসমূহ (হইয়াছে) । পুরুষই প্রজাপতির সন্নিহিততম, এবং পুরুষ পদদ্বয়যুক্ত হইয়া থাকে ; এই জন্ত বিহঙ্গসমূহ গদদ্বয়বিশিষ্ট (হইয়াছে) ।

২ । প্রজাপতি দেখিলেন ‘আমি পূর্বে যেমন এক ছিলাম, এখনো (সেই-রূপ) একই আছি ।’ তিনি দ্বিতীয় (প্রজাবৃন্দ) সৃষ্টি করিলেন, (কিন্তু) ইঁহার এগুলিও পরাভূত হইল ; ইঁহার সর্পাভিন্ন এই ক্ষুদ্র সরীসৃপ হইল । তাঁহার বলেন যে, তিনি তৃতীয় (প্রজাবৃন্দ) সৃষ্টি করিয়াছিলেন । (কিন্তু) ইঁহার এগুলিও পরাভূত হইয়াছিল ; ইঁহার ঐট সর্প হইয়াছে । যা জ ব দ্বা

প্র য়া ন, সা ক য়ে ধ, ও শু না সী রী য বা শু না সী য়া । বৎসরের মধ্যে চারি-চারি দাশ অন্তর অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাদের নাম চাতুর্দশান্ত ; এবং শ ক্তি অর্থাৎ পূর্ণিমার দিন ইহাদের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় বলিয়া ইঁহার শ ক্তি নামে প্রসিদ্ধ ।

শাখ্যন্তরে উক্ত হইয়াছে—“ঋতুসুখে কতুসুখে চাতুর্দশান্তৈর্জ্যেত—কা. শ্রৌ. ৫. ১. ১. বৃত্তি । ইঁহার দ্বারা ব্রহ্ম যায় যে, ঋতুর প্রারম্ভে ইহাদের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । কিন্তু সমস্ত ঋতুর প্রারম্ভে হয় না ; বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ ঋতুতেই হইয়া থাকে । কান্তন বা চৈত্রের পূর্ণিমার ঐশ্বদেব, তাহার পর চার মাস অতীত হইলে আষাঢ় বা শ্রাবণের পূর্ণিমার বরুণপ্রদাস ; ইঁহার পর চারিমাস অতীত হইলোকাগ্নিক বা অগ্রহায়ণের পূর্ণিমার সাকসেধ হইয়া থাকে । সাকসেধের অব্যবহিত পরে, অথবা তাহার পর যে দিন ইচ্ছা (দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বা ঋতুদাস, বা মাস, অথবা চারি মাসে) শুনাসীরীয় করিতে পারা যায় । ঋঃ—২.৫. ৪.১০ ; ঐ শাখ্যভাষ্য ও হরিথামিতায্য ; কা. শ্রৌ. ৫.১১.১২, ঐ বৃত্তি ; আবার কেহ কেহ বলেন শাখ্যপূর্ণিমাত্তেও করিতে পারা যায়, শাখ্যা. শ্রৌ. ৩.১৮. ১৭-১৮ ; ৩.১৩. ; ১-২ ; ১৪.১-২ ; ১৫.১-২ । শুনাসীরীয় বহিঃ চারিমাসের পর অনুষ্ঠিত হয় না, তথাপি তাহার চাতুর্দশান্তার ব্যাখ্যাত হয় না । এতদসম্বন্ধে শাখ্যচাৰ্য্যের বক্তব্য জটিল, ২.৫.৫. ১০ । ঐশ্বদেব-সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১.৬.২) এক আখ্যায়িকা আছে ।

২ । “বহ প্রভূতং স্যাৎ তবৎস্রা আজায়ের প্রকর্ণণে উৎপল্লবঃ”—শাকরভাষ্য, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৬.২.২ ।

বলিয়াছেন যে, প্রজাপতি দুইটি প্রজাবৃন্দ সৃষ্টি করিয়াছেন ; কিন্তু (বক্ষ্যমাণ)^৩ ঋকের দ্বারা জানা যায় যে, তিনি তিনটি (সৃষ্টি করিয়াছেন) ।

৩। প্রজাপতি অর্চনা ও শ্রম করিতে করিতে দেখিলেন (ভাবিলেন) যে, ‘আমার সৃষ্ট প্রজাসমূহ কি অল্প পরাভব প্রাপ্ত হইতেছে?’ তিনি ইহাতে দেখিতে পাইলেন যে, ‘অনশন হেতুই আমার প্রজাসমূহ পরাভব প্রাপ্ত হইতেছে।’ তিনি পুনরায় সৃষ্টি করিবার অগ্রে নিজের শরীরে (স্থিত) তনুদ্বয়ে দুগ্ধ পূর্ণ করিলেন।^৪ (অনন্তর) তিনি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিলেন ; এবং সেই সৃষ্ট প্রজাসমূহ ইহার তনুদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া (জীবন ধারণ করিল), ও তাহার পর ইহারা অপরাভূত হইয়া সমাগতাবে অবস্থান করিল।

৪। সেইজন্তই ঋষি দ্বারা (ইহা) লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে—“তিনটি প্রজাবৃন্দ^৫ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল,”—ঐ বাহারা পরাভূত হইয়াছিল, তাহা-দিগকে লক্ষ্য করিয়া ইহা উক্ত হইয়াছে ;—“অপরেরা (অপর প্রজাগণ) অর্কের চারিদিকে নিবিষ্ট হইয়াছিল,”—অগ্নিই অর্ক, এবং এই যে সকল প্রজা অপরাভূত ছিল, তাহারা অগ্নির চারিদিকে নিবিষ্ট হইয়াছিল,—ইহাই লক্ষ্য করিয়া তাহা উক্ত হইয়াছে।

৫। —“মহৎ ভুবনসমূহের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল,”—প্রজাপতিকেই লক্ষ্য করিয়া ইহা উক্ত হইয়াছে ;—“পবমান হরিৎসমূহে প্রবেশ করিয়া-ছিল,”—দিক্‌সমূহই হরিৎ, এবং এই পবমান বায়ু তৎসমূহে প্রবিষ্ট ইয়াছিল, এবং তাহাদিগকেই (অর্থাৎ ঐ পূর্কোক্ত প্রজাসমূহ) লক্ষ্য করিয়া এই ঋক্ উক্ত হইয়াছে। প্রজাপতি যে প্রকারে প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই প্রকারেই এই প্রজাসমূহ প্রজাত হয় ; কেননা, ইদানীং বধন জীলোকের তনুদ্বয়, ও পশুগণের পালান (উষঃ) বর্জিত হইয়া উঠে, তখন বাহা জাত হয়,

৩। পরবর্তী ৩৬ ও ৪র্থ কণ্ডিকা স্রষ্টব্য।

৪। “স আশ্বন এবাশে তনুরোঃ পদ আগায়রাব্ধঃ,” অনুবাদ গান্ধার্মীয়ারে ; Eggeling করিয়াছেন—‘তাহাদের শরীরের অগ্রভাগে গুণ উৎপাদন করিয়াছিলেন।’

৫। অর্থাৎ ত্রিবিধ প্রজা।

৬। ঋ. স. ৮. ১০১. ১৪। স্রঃ—ঐ. ভা. ২.১.১.৪—৮।

৭। মুদ্রিত সংহিতায় (ঋ. স. ৮. ১০১. ১৪) “বৃহৎ” পাঠ আছে।

তাহাই (সম্যক্) জ্ঞাত হইয়া থাকে, এবং তৎসমুদয় (অর্থাৎ জ্ঞাত সেই প্রজা-
সমূহ) স্তনঘরকেই প্রাপ্ত হইয়া সম্যগ্ভাবে বর্তমান থাকে (অর্থাৎ বর্দ্ধিত হয়) ।

৬। তখন * দুগ্ধই অন্ন (ছিল) ; কেননা, প্রজাপতি অগ্নে ইহাই উৎপাদন
করিয়াছিলেন : (আবার) অন্নই প্রজা ;^১ কেননা, অগ্নেই প্রজাগণ সম্যগ্-
ভাবে বর্তমান থাকে ; অধুনা বাহাদেয় দুগ্ধ আছে, তাহার স্তনঘরকেই
প্রাপ্ত হইয়া সম্যগ্ভাবে বর্তমান থাকে ; আর বাহাদেয় দুগ্ধ হয় না, তাহাদিগকে
জন্মমাত্রেই (পূর্বে প্রজারা দুগ্ধ) পান করাইয়া থাকে, এবং তাহাতেই তাহার
সম্যগ্ভাবে বর্তমান থাকে ; অতএব অন্নই প্রজা ।

৭। যে ব্যক্তি প্রজাকাম হন^২, তিনি ঐই (বৈবস্বদেব পরাক্রম) হবির
দ্বারা বাগ করেন, এবং তাহাতে প্রজাপতিস্বরূপ নিজেকেই বহু বিধান করিয়া
থাকেন ।

৮। (সেখানে প্রথমে) অষ্টকপালসংস্কৃত আগ্নেয় (অগ্নিদেবতার) পুরো-
ডাশ হইয়া থাকে ; কেননা, অগ্নি দেবতাগণের সুখ (অথবা শ্রেষ্ঠ), লোকের
উৎপাদক,^৩ ও প্রজাপতি ; এইজন্ত আগ্নেয় পুরোডাশ হইয়া থাকে ।

৯। অনন্তর সৌম্য (অর্থাৎ সোমের) চক হয় । সৌম্য রেতস্বরূপ ;
অতএব, তিনি রেতস্বরূপ সোমকে উৎপাদক অগ্নিতে সেচন করেন, এবং
তাহা সমুদ্রে উৎপাদক মিথুন হয় ।

১০। অনন্তর স্যাবিজ (অর্থাৎ সবিতার) দ্বাদশ বা অষ্ট কপালে সংস্কৃত
পুরোডাশ হইয়া থাকে । সবিতা দেবগণের প্রেরয়িতা, তিনি প্রজাপতি এবং
মধ্যে উৎপাদক ;^৪ সেইজন্ত স্যাবিজ চক হইয়া থাকে ।

১১। অনন্তর সারস্বত (সরস্বতীর) ও পৌক (পুবার) চক হইয়া থাকে ।

১। “তৎ” ; “জন্ম বস্তু জন্মানন্তরকালে,” ভগ্ন হইবার পর,—সায়ণ ।

২। অর্থাৎ অন্ন প্রজাস্বরূপ ।

৩। কা. ভো. ৫. ১. ১০।

১১। সায়ণ কল্পন—অগ্নি বাতাগিতার তুষ্ণ অন্নপ্রভৃতিকে কাঠের-অগ্নিরূপে পরিণত করে, ও
তাহা হইতে গুরু-পোষিত হয়, এবং তাহাতেই সন্তান জাত হয়, এইরূপে অগ্নি উৎপাদক ।

১২। বৈবস্বদেব পাঁচটি হবি হইয়া থাকে, যথা আগ্নেয়, সৌম্য, স্যাবিজ, সারস্বত ও পৌক ।
ইহাদের মধ্যে স্যাবিজ অর্থাৎ সবিতার হবি ভূতীর হওয়ার সম্যবর্তী, এবং বৈবস্বদেব প্রজাস্বতীর হেতু

সরস্বতী জী, এবং পূবা যুবা ; অতএব ইহাতে পুনর্বার^{১০} এক উৎপাদক মিথুন হয়। প্রজাপতি এই উৎপাদক মিথুনেরই দ্বারা উভয় দিকে অর্থাৎ এখান হইতে উর্কে ও এইখানে নীচে অবস্থিত প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।^{১১} ইনিও সেইরূপ এই উৎপাদক মিথুন হইতে উভয়দিকে অর্থাৎ এখান হইতে উর্কে ও এখানে নীচে অবস্থিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সেই জন্ত এই পাঁচটি হবি হইয়া থাকে।

১২। অনন্তর এইজন্ত^{১২} পরজা (বাগের) স্থান ; কিন্তু^{১৩} মরুদগণের জন্ত সপ্তকপালে সংস্কৃত (পুরোভাণ) হইয়া থাকে। মরুদগণ প্রজা (‘বিশঃ’), দেবপ্রজা। তাঁহারা নিষেধরহিত হইয়া বিচরণ করিতেন। প্রজাপতি যখন (পুরোভাণ পাঁচটি হবির দ্বারা) বাগ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—‘আপনি এই হবির দ্বারা বাহাদিগকে সৃষ্টি করিবেন, আমরা আপনার এই সেই প্রজাসমূহকে বিমণ্ডিত করিব’।^{১৪}

১৩। প্রজাপতি দেখিলেন—‘আমার পূর্ব প্রজাসমূহ পরভূত হইয়াছে, ইহারা যদি এই সকলকেও বিমণ্ডিত করে, তাহা হইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।’ তিনি বাহাদিগের জন্ত এই সপ্তকপালসংস্কৃত মারুত (মরুৎ-

বলিয়া এই সকল হবি যে বেতোগণকে বেওয়া হয়, তাঁহারা প্রজাপতিস্বরূপ ও প্রকার উৎপাদক। এইজন্তই এখানে কলা হইল যে, সবিতা সখ্যবর্তী।

১৩। সোম্য চকর দ্বারা পূর্ব এক মিথুনের কথা উক্ত হইয়াছে ; ১৪ কতিকা জটবা।

১৪। অথবা, ‘উভয় দিকে এই উৎপাদক মিথুন দ্বারা...’ ইত্যাদি। এপক্ষে উভয়দিকে বলিতে পাঁচটি হবির আদিও অন্তস্তাপ বৃদ্ধিতে হইবে। সখ্যভাসে সবিতা প্রজা উৎপাদন করেন উক্ত হইয়াছে, ১০৪ কতিকা। ‘এখান হইতে,’ মূল ‘ইতঃ’ ; সাধারণ অর্থ করেন ভুলোক হইতে।

১৫। সাধারণ এ স্থানে বলিয়াছেন—‘পুরোভাণ পাঁচটি হবির দ্বারা প্রজা উৎপন্ন হইল, এখন উৎপন্ন প্রজাগণের হিতির জন্ত পরভূতরূপে অথবা অবশিষ্ট হইতেছে,—‘অবঃ এবং প্রজাপতিস্বরূপ যতঃ সৃষ্টানাং প্রজানামন্বপেক্ষিক, ততঃ পরভূত্যা এবং পরোষিকারহব্যামাখ্যাত বাগত এতৎ আয়তনং স্থানমিত্যর্থঃ।’

১৬। পুরোভাণ শব্দ হবির পর ষষ্ঠ স্থানে পরস্যান্যাইনিয়ারখ্যাত ছিল, কিন্তু তাহা না করিয়া এই স্থানে মরুদগণের জন্য সপ্তকপাল চকরই বিবরণ। ১৫—কা. শ্রো. ৫.১. ১৬—১৭। পুরোভাণ পাঁচটি হবি সমস্ত চাতুর্মাত্রেই হইয়া থাকে, ই ১৫।

১৭। কাদশাখার আরো একটু আছে —‘যদি আপনি বাহাদিগকে কিছু ভাগ না দেন।’

দেবতার) পুরোডাশ বিধান করিলেন । এবং ইহাই সেই সপ্তকপালসংস্কৃত পুরোডাশ । তাহা যে সপ্তকপালে সংস্কৃত হয়, (তাহার কারণ এই যে), মরুৎ-সমূহের গণ সাত-সাতটি করিয়া হইয়া থাকে ।^{১৮} সেইজন্যই মারুত পুরোডাশ সপ্তকপালসংস্কৃত হইয়া থাকে ।

১৪। তিনি তাহা স্বা ধী ন ব ল (মরুদগণের) জ্ঞাত করিবেন ।^{১৯} কেননা, তাঁহারা স্বয়ং এই ভাগ (অধিকার) করিয়াছিলেন । কিন্তু তাঁহারা (যদি) স্বা ধী ন ব ল (এই বিশেষণযুক্ত মরুদগণের) বাজ্যা ও অনুবাক্য প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে সেই (পুরোডাশ) মরুদগণেরই হইবে ।^{২০} ইহা প্রজাগণেরই অহিংসার জন্য করা হইয়া থাকে ; এবং সেইজন্য ইহা মরুদগণের হয় ।

১৫। অনন্তর ইহা (এই স্থান) হইতে^{২১} পরন্তা^{২২} (-বাগ উক্ত হই-

১৮। মরুতেরা মোট ৩৬টি (ঋ. স. ৮. ২০. ৮) । তাঁহাদিগকে নয় গণ বা বর্গে বিভক্ত করা হয়, প্রত্যেক বর্গে সাত-সাতটি করিয়া থাকেন । জঃ—ঋ. স. ৮. ২০. ৮, সারণ-ভাষ্য ; তৈ. স. ৪. ৬. ৫. ৫-৬ ; তৈ. ব্রা. ২. ৭. ২ । আর সারণ এই স্থানের শতপথভাষ্যে লিখিয়াছেন যে মরুতেরা মোট ৪৯ জন—“তে চৈকোনপঞ্চাশৎসংখ্যাকঃ ।”

১৯। অর্থাৎ মরুদগণ এই বিশেষের সহিত স্বা ধী ন ব ল এই বিশেষণ বোধ করিয়া ঐ পুরোডাশ প্রদান করিতে হইবে ; স্বা ধী ন ব ল শব্দের মূল “অভবোভ্যঃ ;” কা. শ্রৌ. সূত্রে (৫. ১. ১০) “অভবত্যঃ” পাঠ আছে ।

২০। কাশ্মীরাখ্য আছে—“ তদুত বাজ্যানুবাক্যে অভবত্যৌ ন বিন্দন্তি ; যদি বাজ্যানুবাক্যে অভবত্যৌ ন বিদেদগি বাজন্ত্যাবৌ স্তাত্যাব্ ।”

২১। “অথাভ্যঃ ;” সারণ এখানে “অভঃ” শব্দের বাখ্যা করিয়াছেন—“যে হেতু মারুত ঋগ্বেদের দ্বারা মরুদগণযুক্ত হিংসা পরিক্রম্য হস্তায় যষ্ট প্রজাসমূহ স্বর্গে অবস্থান করিয়া অগ্নি অকাজ্জা করে, সেই জ্ঞাত তাহাদিগের বিভিন্ন পরোক্ষপ অগ্নি উপাধন করিবার সন্ত পনম্যাবাধ করা উচিত ।” ব্রহ্মসূত্রের “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” (১. ১. ১) সূত্রের “অভঃ” শব্দকে সমস্ত ভাষ্যকারই হেতু-অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু বকীর বিজ্ঞানানুভভাষ্যে অর্থ করিয়াছেন “অভঃ ইত্যত্র ইদমা প্রকৃত-সূত্রযুচ্যতে পঞ্চমী চাক্ষৌ, তথাচ ইদম সূত্রসারভ্যোভ্যার্থাঃ ;” অর্থাৎ তিনি এখানে অবধি-অর্থে (হেতু অর্থে নহে) পঞ্চমী বলিতে চাহেন, তবেই তাহার, অর্থ হয়—“এই হইতে ;” অর্থাৎ ‘এই (সূত্র) হইতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ।’ ব্রাহ্মণের এই সকল স্থলে (১৮ কণ্ডিকা দেখ) বিজ্ঞানভিক্ষুর বহু সমর্থন করিতে পারা যায় ।

২২। ইহারই অপর নাম আ সি দ্ধা (কা. শ্রৌ. ৩. ৩. ১৮. বাজিকদেব), বহুদেশে ইহা ছা না

তেছে)। পর হইতেই প্রজাসমূহ সম্ভূত (বর্দ্ধিত) হইয়া থাকে, এবং পর হইতেই সম্ভূত হইয়াছে ; অতএব বাহা হইতে তাহার সম্ভূত হইয়াছে, ও বাহা হইতে সম্ভূত হয়, তিনি ইহাতে (পরম্পরাগণের দ্বারা) তাহাদিগের (প্রজাদের) জন্য তাহাই (সম্পাদন) করিয়া থাকেন ; এবং তিনি যে সকল প্রজাকে পূর্ব (কথিত আগ্নেয়াদি পঞ্চ)^{২০} হবির দ্বারা সৃষ্টি করেন, তাহারা এই পরম্পরা (প্রকৃতিভূত) পর হইতে সম্ভূত (বর্দ্ধিত) হইয়া থাকে ।

১৬। তাহাতে (এই পরম্পরাতে) মিথুন (বিদ্যমান) আছে ; (কেননা) পরম্পরা স্ত্রী, এবং বাজিন রোত । সেই মিথুন হইতে (এই) অপরিমিত বিশ্ব অনুক্রমে জাত হইয়াছে । অতএব যেহেতু এই মিথুন হইতে অপরিমিত বিশ্ব অনুক্রমে জাত হইয়াছে, সেইহেতু (এই পরম্পরা) বৈশ্বদেবী (বিশ্বদেবসম্বন্ধিনী) হইয়া থাকে ।

১৭। অনন্তর দ্যৌ ও পৃথিবীর জন্য এক কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ (প্রদত্ত) হইয়া থাকে । প্রজাপতি এই সমস্ত (পুরোক্ত) হবির দ্বারা প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে দ্যৌ ও পৃথিবীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন, এবং তাহারাও (সেইরূপে) দ্যৌ ও পৃথিবীর দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে । এই প্রকারই তিনি (সম্ভবমান) যে সকল প্রজাকে এই (পুরোক্ত) হবিসমূহ দ্বারা সৃষ্টি করেন, তাহাদিগকে দ্যৌ ও পৃথিবীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন ; এবং সেই জন্তই দ্যৌ ও পৃথিবীর জন্ত এক কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ (প্রদত্ত) হইয়া থাকে ।

১৮। অনন্তর এই স্থান হইতে^{২১} (কার্য্য-) ঐশালীই (উদ্ভূত হইতেছে) । তাহারা (এই মনে করিয়া) উদ্ভূত হইবে^{২২} উৎপাদিত করেন না যে,

নামে প্রসিদ্ধ । অঃ—“পরম্পরা ভবতি পরো হি বা এতদ্বাদশকানতি”—ঐ. ব্রা. ২. ৩. ৬ ; তৈ. ব্রা. ১. ৬. ২০. ৪ ; কা. শ্রৌ. ৪. ৪. ৮-৯ ; ১ম খণ্ড ১৪৪ পৃঃ । ছানার লোককে বা জি ন কলে ।

২৩। ৮ম হইতে ১১শ কণ্ডিকা জটয়া ।

২৪। ২১শ শ্লোক জটয়া ; সারণ্য এখানে “অতঃ” শব্দের অর্থ করিয়াছেন—“যেহেতু প্রধান (কার্য্য)—সমূহের অস্ত্রের অপেক্ষা আছে, সেই কারণে ।”

২৫। আত্মবলীর অগ্নির উত্তর দিকে চা দ্বা ল হইতে পৃথিবী হস্তিকা দ্বারা নির্জিত হস্তিকের নাম উদ্ভূত হইবে^{২৬} ইহা বর্ণনা এখানে আবশ্যক হয় । বৈশ্বদেব যে তাহার প্রয়োজন হয় না । বিশেষ বিবরণ ২. ৪. ৩. ৪ম কণ্ডিকার শ্লোক জটয়া ।

(ইহাতে^{১*} অহুষ্ঠীয়মান কাষা) বিস্ফট (অর্থাৎ অপ্রতিবন্ধ) হইতে পারিবে, সমগ্র (সম্পূর্ণ) হইতে পারিবে, এবং বিশ্বদেব-সম্বন্ধী^{২*} হইতে পারিবে। বহি (প্রথমে) তিন ভাগে (পৃথক্ পৃথক্) বদ্ধ হয়, এবং পুনর্বার তাহাকে এক করিয়া বন্ধন করা হয়; কেননা, ইহাই প্রজোৎপত্তির রূপ, কারণ পিতা ও মাতা এই (উভয়ই) উৎপাদক হন, এবং যে জন্মগ্রহণ করে সে (ঔহাদের) তৃতীয়।^{৩*} সেই স্তম্ভ (ঐ বহি প্রথমে) তিন ভাগে (বদ্ধ) হইয়া পুনর্বার এক করিয়া (বদ্ধ হইয়া থাকে)। (সেখানে দর্ভের) গ্রন্থ (পুণ্ডিত অক্ষুর)-সমূহ বদ্ধ হইয়া থাকে, এবং তৎসমূহকে তিনি ঐ স্তম্ভ রূপে গ্রহণ করেন; কেননা ইহা (বৈশ্বদেব কক্ষ) উৎপাদক, এবং গ্রন্থসমূহও উৎপাদক; সেই জনা তিনি গ্রন্থসমূহকে গ্রন্থরূপে গ্রহণ করেন।

১২। ঔহারী হবিসমূহ আসাদন (স্থাপন) করিয়া অগ্নি বহন করেন।^{৩*}

২৬। অর্থাৎ সেই বেদি না করায়।

২৭। অসমগ্র বস্ত বিশ্বদেবযোগ্য নহে—নাশ্য।

২৮। কা. শ্রো. ৫. ১. ২৫। তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৩. ১।

২৯। ব্রা. —১. ২. ৬. ৫, ৭৪ দ্বিতীয়া; ১. ২. ১. ১১।

৩০। কাত্যায়ন শ্রোতসূত্রে (৫. ৮. ৩১) অগ্নিবহনসম্বন্ধে এই। সকল বিধি লিখিত হইয়াছে:—অধ্বর্যু! বজ্রীয় কাষ্ঠখণ্ড গ্রহণ করিয়া “তুমি অগ্নির জন্মস্থান (‘জনিত্র’)” এই মন্ত্রে (বা. স. ৫. ২. ১.) তাহা বেধিতে স্থাপন করিবেন, “তোমরা উত্তরে (অগ্নিবহনের) সামর্থ্য-সম্পাদক (‘বৃষণী’)” এই মন্ত্রে (২) দর্ভতৃণাদি পূর্বাগ্ন করিয়া ঐ কাষ্ঠখণ্ডের উপরে স্থাপন করিবেন, এবং তদনন্তর “তুমি উর্দ্ধশী” (উর্দ্ধ শী যেমন পুরুষ বা র তোমার অন্ত নীচে শয়ন করে, তুমিও সেইরূপ নীচে অবস্থিত হইলে—মহীধর) এই মন্ত্রে (৩) ঐ তৃণাদির উপরে অধ্বর্যুর পিতাকে উক্ত রূপ করিয়া স্থাপন করিবেন। অনন্তর “তুমি আয়ু” এই মন্ত্রে (৪) অধ্বর্যুর অগ্রভাগ দ্বারা হালীমিত আত্মা স্পর্শ করিয়া “তুমি পুরুষ বা” (পুরুষ বা যেমন উর্দ্ধ শী উপরে থাকে অধ্বর্যু ও সেইরূপ উর্দ্ধশীরূপা অধ্বর্যুর পিতার উপরে থাকে বলিয়া অধ্বর্যু পুরুষ বা বলা হইতেছে—মহীধর) এই মন্ত্রে (৫) অধ্বর্যুকে অধ্বর্যুর পিতার বধ্যস্থলে স্থাপন করিতে হয়। (অনন্তর অধ্বর্যুর উপরে চাত্র এবং তদুপরি উক্তব্রাণ্ড ও বিলী স্থাপন করিয়া একজন তাহা ধারণ করিয়া থাকেন, এবং অধ্বর্যু চাত্রে তিন ফের-নেত্র অর্থাৎ রক্ষা বন্ধন করিয়া। বহন করিতে আরম্ভ করেন)। ব্রা.—কা. শ্রো. ৫. ২. ১—৩।

অগ্নি জাত হইবার পর প্রজাপতির প্রজাসমূহ জাত হইয়াছিল।* এবং সেই প্রকারই অগ্নি জাত হইবার পর ইহার (বজমানের) প্রজাসমূহ জাত হইয়া থাকে ; সেই জন্য তাঁহারা হবিসমূহ আগাদন করিয়া অগ্নি মন্ডন করিয়া থাকেন ।

২০। (বৈশ্বদেব পর্বে) নয়টি প্রবাজ ও নয়টি অল্পবাজ হইয়া থাকে । বিরাট্ (ছন্দ) দশাক্ষর হয়, অতএব তিনি (ইহাতে) প্রজননের (অর্থাৎ প্রজোৎপত্তিসাধনের) জন্য উভয় দিকেই** এই নান বিরাট্কে (উৎপন্ন) করিয়া থাকেন । প্রজাপতি এই উভয়দিকে নান প্রজনন (উৎপত্তিসাধন) হইতেই ইহা হইতে উর্দ্ধবর্তিনী ও ইহা হইতে নিম্নবর্তিনী প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করি-
ছিলেন ; সেই প্রকারই তিনি এই উভয়দিকে নান প্রজনন হইতে ইহা হইতে উর্দ্ধবর্তিনী ও ইহা হইতে নিম্নবর্তিনী প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন , এবং সেইজন্যই (বৈশ্বদেবে) নয়টি প্রবাজ ও নয়টি অল্পবাজ হইয়া থাকে ।**

২১। (ইহাতে) তিনটি স মি ষ্ট য জুঃ* হইয়া থাকে ; কেননা, ইহা (অন্তান্ত) , হবির্ঘজ হইতে মহত্তর (“জ্যায়ঃ”),** (কারণ) ইহাতে নয়টি প্রবাজ ও নয়টি অল্পবাজ হইয়া থাকে । অথবা একটিও (স মি ষ্ট য জুঃ) হইতে পারে, কেননা ইহা হবির্ঘজ ।** তাঁহার (বজমানের, গোষ্ঠে) প্রথম জাত গো (এই বৈশ্বদেব পর্বের) দক্ষিণা হইয়া থাকে ।

৩১। ব্রঃ—ঐর্ঘ্য কণ্ডিকা ।

৩২। অর্থাৎ প্রধান বাণের পূর্বে ও পরে—সাম্বৎ ।

৩৩। বঙ্গপ্রবাসেও এইরূপ, ২. ৪. ৩. ৩০, ৪১ ; সাকসেবীয় মহাবিশিষ্টেও এইরূপ, কা. শ্রো. ৪. ২. ৮ ।

৩৪। ঐষ্টেয় ১. ৭. ৩. ২৫ ইত্যাদি ।

৩৫। দর্শ ও পূর্ণিমা হবির্ঘজের মধ্যে ; ইহাতে প্রবাজ পাঁচটি ও অল্পবাজ তিনটি (১. ৪. ৪. ১ ; ১. ৬. ৪. ১১—১৩) । বৈশ্বদেব পর্বে তাহারা প্রত্যেকে নয়টি হওয়ার তাদৃশ দর্শ-পূর্ণিমা হইতে ইহা মহত্তর ।

৩৬। সনিষ্টেবজুর্হোম একটি হইলে দর্শ-পূর্ণিমা (১. ৭. ৩. ২৮) যে সন্নে (বা. স. ২. ২১. ২ ; ৮. ২১) হোম করা হয়, এখানেও সেইমত্রে হইয়া থাকে । তিনটি হইলে একটি বাত, একটি বজ, ও আর একটি কণ্ডপাতিকে হত হইয়া থাকে ; তাহাদের মত বচাক্রমে বা. স. ৮. ২১ ; ৮. ২২. ১ ; ৮. ২২. ২ । কা. শ্রো. ৪. ২. ৮ ।

২২। প্রজাপতি এই যজ্ঞেরই দ্বারা (বাগ করিয়া ছিলেন) ; এবং বাগ করিয়া এখানে প্রজাপতির এই যে প্রজা (‘প্রজাতি’) ও ত্রী হইয়াছে, যে ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া এই যজ্ঞের দ্বারা বাগ করেন, তিনি সেই প্রজাকেই উৎপাদন করেন, এবং সেই ত্রীকেই লাভ করেন। সেইজন্য তিনি ইহা দ্বারা বাগ করিবেন। ১৩৭

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

[১ বক্র ৭ প্র যা স বাগের উৎপত্তি, সম্বন্ধে আখ্যায়িকা, প্রজাপতির সৃষ্ট প্রজাসমূহ বক্রণের যথ ভরণ করিয়াছিল ;—২ বক্রণ সেই সমস্ত প্রজাকে গ্রহণ করায় তাহার নিত্যন্ত দ্রব ও পিন্ন হইয়া পড়ে, কেবল তাহারে নিবাস-প্রবাস চলিতেছিল যাত্র ;—অনন্তর প্রজাপতি বক্রণপ্রবাস-নামক হবি দ্বারা তাহারে চিকিৎসা করেন, এবং তাহাতেই প্রজাসমূহ বক্রণপাশ হইতে মুক্ত হইয়া নীরোগ ও নিষ্পাশ হয় ;—৩ বৈষ্ণবের পর চতুর্থভাবে বক্রণপ্রবাস করিবার কারণ ও যুক্তি ;—৪ বক্রণপ্রবাসে বেড়ি দুইটি ও অগ্নি দুইটি হইয়া থাকে, ঐরূপ করিবার কল ;—৫ উত্তরদিকেরই বেদিতে উত্তর বেদি নির্মাণ করিবার বিধি ও যুক্তি ;—৬ বৈষ্ণবে আশ্রয়প্রাপ্তি যে পাঁচটি হবি হইয়া থাকে বক্রণপ্রবাসেও সেই পাঁচটি হয় ;—৭ ইন্দ্র ও বক্রণের জন্ত ঋকপাশসংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে ;—৮ উত্তর বেদিতেই পয়স্তারপ হবি হইয়া থাকে ;—৯ উত্তর-বেদির পয়স্তা বক্রণের এক দক্ষিণবেদির পয়স্তা বক্রণপাশের জন্ত হইয়া থাকে, ইহার যুক্তি ;—১০ পূর্বোক্ত উভয় পয়স্তাতেই করীরনামক ফলের নিক্ষেপ ;—১১ ঐ উভয়েরই মধ্যে শবীপত্রের নিক্ষেপ ;—১২ ক অর্থাৎ প্রজাপতির জন্ত এককপাশসংস্কৃত পুরোডাশের বিধান ;—১৩ বাড়ীতে বসন্তলি পরিবার থাকে তাহারে অপেক্ষা একটি বেশী করিয়া কতকগুলি করন্ত (দধিযুক্ত শক্ত) পাত্রের নির্মাণ ;—১৪ করন্ত পাত্র করিবার সময় (পিষ্ট কবের দ্বারা) একটি মেঘ ও একটি মেঘার প্রতিবৃষ্টি নির্মাণ, মেঘের তির অপর কোন লোম পাওয়া গেলে ঐ মেঘ-মেঘাতে সেই লোম লাগাইয়া বেওয়া, না পাওয়া গেলে কুশকেই ; লোমরূপ লবহার করিতে পারা যায় ;—১৫ ঐ মেঘ ও মেঘী নির্মাণের কল ;—১৬ উত্তরবেদিত পয়স্তার মেঘকে ও দক্ষিণবেদিত পয়স্তার মেঘকে প্রক্ষিপ্ত করিবার বিধি ও তাহার সমর্থন ;—১৭ প্রতিপ্রযাতা কেবল বক্রণপাশের পয়স্তাকে দক্ষিণবেদিতে উপস্থাপিত করেন, অপর সমস্ত হবিকে অক্ষয়্যাই স্বকীয় বেদিতে উপস্থাপিত করেন ;—১৮ অক্ষয়্যের অগ্নিসংহন, অগ্নিসংগন ও ঐ অগ্নিতে হোম, অনন্তর কেবল তিনিই সানি-

যেনী উচ্চারণ করিবার জন্য হোঁচকে আঁধার করেন, অন্ধখুঁ ও প্রতিপ্রহৃতার অগ্নিতে দুইটি ইয়া নিক্ষেপ, ও দুইখানি সন্ধিরে রক্ষণ;—২০ বজমানপত্নী কাহারো সহিত ব্যভিচার করিয়াছেন কি না তাহা দেখিবার নিমিত্তে প্রতিপ্রহৃতার প্রহ, একাশ না করিলে বজমানপত্নী জাতিগণের অনঙ্গল হয়;—২১ বজমানপত্নীর একটি সন্তের উচ্চারণ;—২২ পুঁহে বজমান পরিবার থাকে তাহা অপেক্ষা একটি অধিক করতপাত করিবার কারণ;—২২ করতের পা আঁই করিতে হয়, তাহার যুক্তি, ঐ পাত্রে বসন হইবে, পত্নী (ও বজমানের) ঐ পাত্রের হোম;—২৩ করতপাত্র-হোমের কালবিধি;—২৪ দক্ষিণাগ্নিতে হোম, তাহার সন্ত ও ব্যাধা;—২৫—২৭ বজমানের মরুৎপনবৃত্ত ঐল্ল বকের অশ, তাহার প্রশংসার আখ্যায়িকা;—২৮ উল্লিখিত সন্ত;—২৯ প্রতি-প্রহৃতার বজমানপত্নীকে বিদ্যা যজ্ঞকিনেবের উচ্চারণ, তাহার ব্যাধা;—৩০ প্রতিপ্রহৃতার বজমানপত্নীকে বধ্যাহনে রাখিয়া বহীনে আগমন, আতীতের অগ্নিসম্মানজন, অন্ধখুঁ ও প্রতিপ্রহৃতার শেষ আহুতিধর (উত্তরাধার) প্রধান, নরটি প্রবাহের অনুষ্ঠান;—৩১ অন্ধখুঁ ও প্রতিপ্রহৃতার অগ্নেয় আত্মভাষের হোম;—৩২ সোমের আত্মভাষ প্রধান;—৩৩ বৈষ্ণবপত্নী বাক্যধারা বাহা কিছু করিবার থাকে তাহা অন্ধখুঁই করিয়া থাকেন;—৩৪ প্রতিপ্রহৃতার ঐ কাধ্য না করার কারণ;—৩৫ স্নেহস্তে প্রতিপ্রহৃতার উপবেশন, এক অন্ধখুঁর আয়েদাদি হবির ব্যাধা কাধ্য;—৩৬ অন্ধখুঁ ও প্রতিপ্রহৃতার পরজাহোম করিবার জন্য পুঁকোক্ত দেব-দেবীকে পরস্পরের হান পরিবর্তন করিয়া স্থাপিত করেন, তাহার যুক্তি;—৩৭ বাক্ষী পরস্তার হোমের বিধান;—৩৮ নারী পরস্তার হোম বিধান;—৩৯ ক'র পুরোডাশহোম ও ষষ্টিতুহোম;—৪০ প্রাশিত ও উড়ার অবধান;—৪১ নরটি অনুবাক্যহোম ও তাহার প্রশংসা;—৪২-৪৩ স্কক্সসুহকে পরস্পর পুখক করিয়া স্থাপন ও অন্তরানুপ্রহরণ প্রভৃতি;—৪৪ অন্ধখুঁ ও আতীতের পরস্পর আলাপ, পরিধি-সমূহের অগ্নিতে নিক্ষেপ, স্কক্সসুহের গ্রহণ ও স্ক-এর উপর স্থাপন;—৪৫ অন্ধখুঁর পত্নী স ম বা জ ও তদনন্তর আহবনৌদসমীপে প্রত্যাবসন;—৪৬ স মি ঙ্গ ব জু হোঁ ম, বজমান ও বজমানপত্নী বৈষ্ণবে করিবার জন্ত যে বসন পরিধান করিয়াছিলেন তখনো তাহাই পরিধান করিয়া থাকিবেন, অবভূত-মানের জন্য বাক্ষী পরস্তার পাঞ্জর শুক জবোর সহিত বজমান, বজমানপত্নী ও বজ্ঞগণের জলসমীপে গমন, ঐ পাত্রের জলে নিমজ্জন;—৪৭ নিমজ্জনের রজ, পরিহিত বসনগুলোর দান, ও তাহার প্রশংসা;—৪৮ বজমানের কেশসংগ্রহেদন, উত্তরবেদি হইতে অগ্নিতপ্তসমিধগ্রহণপূর্বক সাধারণ অগ্নিগৃহে গমন, অগ্নিবহনপূর্বক গোপীদাস অনুষ্ঠান ও তাহার প্রশংসা।]

১। প্রজাপতি বৈ স্ব দে বে ব ব্যাধা প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার সৃষ্ট প্রজাসমূহ ব ক্ৰ ণে ব বকলাপ ত ক্ৰ ণ করিয়াছিল (‘জমুঃ’, ১/১৮); অগ্রে যব বক্রণেরই ছিল, অতএব বেহেতু তাহারা ব ক্ৰ ণে ব বকলাপ ত ক্ৰ ণ করিয়াছিল, সেই জন্য ব ক্ৰ ণ প্র বা সাঃ’ (এই) নাম (উৎপন্ন হইয়াছে)।

১। এখানে সারণি নির্দিষ্ট।—‘ব ক্ৰ ণ সখ্যি যব প্র বা সাঃ’ প্রজাঃ ব ক্ৰ ণ প্র বা সাঃ।’

২। বরুণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারা বরুণগৃহীত হও-
য়ার পরিদীর্ঘ্য হইতে লাগিল, নিখাস গ্রহণ ও প্রধাস ভাগ করিতে করিতে
(হাঁকাহিতে হাঁকাহিতে)^{*} তাহারা শুইয়া পড়িয়াছিল ও বসিয়া পড়িয়াছিল।
প্রাণ ও উদানই (এই দুই বায়ুই)^{*} ইহাদিগের নিকট হইতে অপক্রান্ত হয় নাই,
আর অস্ত্র সমস্ত দেবতাই^{*} অপক্রান্ত হইয়াছিল ; এবং তাহাদের উভয়ের জন্যই
ইহার (প্রজাপতির) প্রজাসমূহ পরাভূত (বিনষ্ট) হয় নাই ।

৩। প্রজাপতি তাহাদিগকে এই (বরুণপ্রধাস) হবির দ্বারা চিকিৎসা
করিয়াছিলেন ; এবং তাঁহার যে সমস্ত প্রজা জাত ছিল, এবং যে সমস্ত অজাত
(অর্থাৎ জননিয়মাণ) ছিল, সেই উভয়বিধকেই তিনি তাহা দ্বারা বরুণপাশ
হইতে প্রমুক্ত করিয়াছিলেন ; তাঁহার সেই সমস্ত প্রজা রোগহীন ও পাশহীন
হইয়াছিল ।^{*}

৪। ইনি (বজ্রমান) যে (বৈশ্বদেবের) পর চতুর্ভাসে^{*} এষ্ট সকল
বরুণের বব প্রবাস অর্থাৎ ভক্ষণ হেতু প্রজাসমূহের নাম বরুণ প্রধাস। অনন্তর তিনি
বলিয়াছেন যে, এক্ষণে বরুণপাশগৃহীত প্রজাবৃন্দের পাশ বিমোচনের জন্য অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া
লক্ষ্যীয় বাসেরও নাম বরুণ প্রধাস ।

২। “পরিদীর্ঘ্যঃ” সাধারণ—“পরিভো দীর্ঘাশাশবরবাঃ” তাহাদের শরীর চারিদিকে ফাটয়া
গিয়াছিল ।

৩। “অনন্তশ্চ প্রাণভাস্চ ;” “অনন্তাঃ চেষ্টমানাঃ হস্তপদাবিধুননং কুর্বাণাঃ প্রাণভাস্চ
প্রাণনধ্যাপারং বাসোজ্জাসাদিলক্ষণং কুর্বতাঃ”—সাধারণ ।

৪। ১.১.৩.৩, ৩ষ্ঠ টীকা হইয়া ।

৫। অর্থাৎ অস্ত্রান্ত ইন্দ্রিয় ; সাধারণ বলেন—ইন্দ্রিয়াবিষ্টাঙ্গী অগ্নাদি দেবতা ।

৬। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (১.৩.৩.১) একতমস্থকে আখ্যায়িকাটি এই প্রকার :—প্রজাপতি সবিতা
(অর্থাৎ ভূতসমূহের উপদায়ক) হইয়া প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন । তাহারা ইহাকে অবজ্ঞা
করিয়াছিল এবং ইহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিল । ইনি বরুণ হইয়া বরুণের (বরুণপাশরূপ
কলোদর রোগের—সাধারণ ভৈ. ম. ১.৫.৩.১) দ্বারা সেই প্রজাসমূহকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ।
প্রজাসমূহ বরুণগৃহীত হইয়া পূর্বকার প্রজাপতিকে নানরূপে স্বীকার করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার
নিকট খাতিত হইয়াছিল । তিনি তখন এই বরুণপ্রধাসনামক বাসসমূহ দর্শন করিলেন, এবং
তৎসমূহর অনুষ্ঠান করিলেন ও তাহাদেরই দ্বারা বরুণপাশ হইতে প্রজাসমূহকে মুক্ত করিলেন ।

৭। ২.৪.২.১, ১ম টীকা : “অথ বস্তুভূমু চতুর্ভাসেভ্যু স চাচুর্ভাসাবাজী...” আপ. শ্রৌ.
৩.৪.১৩ ; কা. শ্রৌ. ৬২.১২-২০ ।

(বক্ষ্যমাণ হবির) দ্বারা যাগ করেন, (তাহার কারণ এই যে), তাহাতে বরুণ ইহার প্রজাসমূহকে সেইরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না ; দেবগণ (পূর্বে ইহা) করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনিও ইহা করেন ; এবং যে সকল প্রজা হইয়াছে, ও যে সকল প্রজা হয় নাই (অর্থাৎ অনিয়ামাণ), ইনি সেই উভয়কেই বরুণ-পাশ হইতে প্রমুক্ত করেন, এবং ইহার সেই প্রজাসমূহ রোগহীন ও পাপহীন হইয়া থাকে । সেই জনাই তিনি এই সকল (হবির) দ্বারা চতুর্থ মাসে যাগ করিয়া থাকেন ।

৫। তাহাতে (বরুণ প্রেধাসে) বেদি দুইটি ও অগ্নি দুইটি হইয়া থাকে ।*

৮। এই দুইটি বেদির একটি অধর্ষ্য ও অপরটি প্রতিগ্রহাতার। আহবনীয়ে পূর্বদিকে তিন প্রস্তম (পদ) বা ততোধিক হান পরিত্যাগ করিয়া উত্তর ভাগে একটি এবং দক্ষিণ ভাগে আর একটি বেদি নির্দিষ্ট হয়। উত্তর ভাগে নির্দিষ্ট বেদি অধর্ষ্য, দ্বিতীয়টি প্রতিগ্রহাতার। এই দুই বেদির মধ্যে এক প্রাচেশ অথবা প্রেদোশ অঙ্গুলি (‘পৃথ’, বোধানন ; যথিক্ত হইতে মধ্যমাঙ্গুলির অগ্ন পর্য্যন্ত—যুক্তিক্রমে) ব্যবধান থাকিবে (তিন তিন পরিমাণ ব্যবধানের জন্য ক্তব্যঃ—আপ. শ্রো. ৮.৫.১০)। এই উত্তর বেদির মধ্যে প্রতিগ্রহাতার বেদির পরিমাণ ঋণপূর্ণমাসীয় বেদির স্তায়ই হইয়া থাকে ; অধর্ষ্য বেদির পরিমাণসম্বন্ধে সন্তোষ আছে। কেহ কেহ বলেন ইহা পশ্চিম দিকে তিষ্ঠাক (অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণে) বিস্তারে চারি অরতি, পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্যে ছয় বা সাত অরতি, এবং পূর্বে তিষ্ঠাক (বিস্তারে) তিন অরতি হইবে। কেহ কেহ বলেন পশ্চিমে তিষ্ঠাক ৪০০ অঙ্গুলি, পূর্ব-পশ্চিম দৈর্ঘ্যে ১৮০ অঙ্গুলি, এক পূর্বে উত্তর-দক্ষিণ বিস্তারে ৮০ অঙ্গুলি হইবে। অঙ্গুলি-শব্দে এখানে এক অরতির ৫ত্বিংশ ভাগ বুঝিতে হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন, উল্লিখিত দুই প্রকার হইতেও অধিকপ্রমাণ বেদি করিতে পারা যায়। উত্তরদিকের বেদির পূর্বধারে ষ্টিক বধ্যস্থানে একটা শঙ্খ (অর্থাৎ কৌলক, খুঁটি) স্থাপন করিতে হয়। দক্ষিণভাগের বেদিতে উৎকর (বেদি সাজান করিয়া খুলি-প্রভৃতি কেলিবার জন্য ক্তব্য গর্ভ) করিতে হয় না, উত্তরদিকের বেদিতে যে উৎকর থাকে তাহাতে উত্তর বেদিরই কার্য হইয়া থাকে। বেদির নির্মাণ ও সাজানামির পর অধর্ষ্য দ্বা (১.১.২৮ টীকা ; ১.২.২.৩, টীকা) ও শমা (যদিহকাঠনির্মিত ৩০ অথবা ৩২ অঙ্গুলি দীর্ঘ কাঠি, ইহার অগ্রে আঠি অঙ্গুলি পর্য্যন্ত এক একটা করিয়া বর্তুল গ্রহি রচনা করা হয় ; কেহ বলেন ইহা প্রাচেশপ্রমাণ, বাধ্যশঙ্খ)। বিশেষ বিবরণ অন্তর যজ্ঞরপাজ্ঞানামক বিশেষ অংশে প্রদত্ত হইবে।) গ্রহণ করিয়া উত্তরদিকের বেদির উৎকর প্রদেশের পূর্বে গমনাগমনের জন্য একটু পথ ছাড়িয়া বেদির সংলগ্ন (শাখাস্তর-সভে এক বা দুই প্রস্তম ব্যবধান, অথবা অপরিসিত স্থলেই) একটি চা দ্বা ল (পর্ভ, বক্ষ্যমাণ প্রকারে নির্দিষ্ট স্তম্ভের নাম চা দ্বা ল, “মানাদিসংকারসংকৃতস্য গর্ভস্ত নামধেয়ং—যজ্ঞিকদেব, ক। শ্রো. ৪. ৩. ২০) খনন করে। খননের প্রণালী এইরূপ :—প্রথমে পূর্বোক্ত

সেখানে যে বেদি দুইটি ও অগ্নি দুইটি হইয়া থাকে, তাহাতে তিনি (উত্তর ও দক্ষিণ এই) উত্তর দিকেই প্রজাসমূহকে বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত করিয়া দেন — (যে সকল প্রজা) এখান হইতে উর্দ্ধবর্তিনী ও এখান হইতে অধোবর্তিনী । সেই জন্যই বেদি দুইটি হইয়া থাকে ।

হানে শম্বাখানি পশ্চিম দিকে উত্তরাংশে স্থাপন করিয়া (বা. স. ৫. ৯. ১ মন্ত্রে) ক্ষা দ্বারা তাহার ভিতরে ধারে ধারে উত্তরাংশ একটি রেখা করিতে হইবে । তাহার পর মধ্যে একশম্বা পরিমিত ব্যবধান দিয়া পূর্বদিকে পূর্বকণ্ঠ উত্তরাংশ শম্বা পাতিত করিয়া (বা. স. ৫. ৯. ২. মন্ত্রে) ক্ষা দ্বারা রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে, এইরূপ যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তরপার্শ্বেও শম্বা ও ক্ষা সাহায্যে (বা. স. ৫. ৯. ৩—৪ মন্ত্রে) অগ্নর দুইটি রেখা অঙ্কিত করিলে একটি চতুর্কোণ স্থান অঙ্কিত হইবে । অনন্তর অধ্বযুঁ বজ্রমানকর্কুক স্পৃষ্ট থাকিয়া (বা. স. ৫. ৯. ৫ মন্ত্রে) এই অঙ্কিত স্থানে ক্ষা দ্বারা প্রহার করেন, এবং হস্ত ও ক্ষা দ্বারা উৎখাত পুরীষ (মৃত্তিকা) গ্রহণ করিয়া (বা. স. ৫. ৯. ৬—৭ মন্ত্রে) পূর্ব স্থাপিত শম্বুর নিকট লইয়া স্থাপন করেন । আদ্যীশ্র এই মৃত্তিকাকে হস্তদ্বয় দ্বারা সেখানে ঢাপিয়া দেন । অধ্বযুঁ পূর্বকণ্ঠ অথবা দুইবার মৃত্তিকা আনয়ন করেন, এবং আদ্যীশ্রও তাহা সেখানে ঢাপিয়া দেন । অনন্তর অধ্বযুঁ অলি (কোদালমিশ্র) গ্রহণ করিয়া এই চাহাল বনন করেন ও (বক্ষাণ) উত্তর বেদি নামক মৃত্তিগের উপযুক্ত মণ্ড মৃত্তিকা কোনো কুরীতে গ্রহণ করিয়া (বা. স. ৫. ৯. ৮ মন্ত্রে) পূর্বোক্ত শম্বু হানে লইয়, যান, এবং তাহা দ্বারা একটি শম্বাপরিমাণ চতুর্কোণ বেদি নির্মাণ করেন । উত্তরদিকের বেদির ক্ষেত্রফলের এক তৃতীয়াংশ সমচতুরশ্র করিলে বচটা হয়, এই বেদি ততটা হইলেও চলে । ইহারই নাম উত্তর বেদি (অর্থাৎ উপরিস্থিত বা উত্তরদিকে হিত বেদি) । এই উত্তরবেদির মধ্যস্থলে প্রাদেশপ্রমাণ সমচতুরশ্র একটি নাভি (পর্ভ) করিতে হয় । অনন্তর (বা. স. ৫. ১০. ২ মন্ত্রে) উত্তরবেদি প্রোক্ষণ করিয়া (৫. ১০. ৩ মন্ত্রে) তদুপরি সিকতা ছড়াইয়া দেওয়া হয়, এবং সমস্ত রাজি উদ্বহর শাখা, ধক্ষশাখা, অথবা বর্ডসমূহের দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখা হয় । অনন্তর প্রাতঃকালে অধ্বযুঁ ও প্রতিপ্রহাতা উভয়েই এক একটি ইয় (একত্র বদ্ধ কাঠপণ্ডসমূহ, ১. ২. ৬. ১, গীক। ব্রহ্মব্য ; এ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে) আহবনীর অগ্নিতে বরাইবার জল স্থাপন করেন, এবং তাহা বহিরা উঠিলে গ্রহণ করিয়া, সিকতা (উপবসনো, “উপবসাতে উপগৃহাতে অগ্নিরাভিরিতি উপবসন্তঃ সিকতা ; অগ্ন্যুচ্চারণার্থে পাণ্ডে সন্তাপগরিহারায় উপ সন্যাপে কল্পয়ন্তি স্থাপনন্তীতি হরিষ্যসিকতা—কা. শ্রৌ. ৫. ৪. ২. বাখ্য) অথবা (চোদাল হইতে গৃহীত) মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ কর্পরাদি পাণ্ডে তাপ নিবারণের জন্য স্থাপন করিয়া (কথোক্ত বিধিতে) উভয়েই য য বেদান্তে লইয়া যান ; প্রতিপ্রহাতা নিষেধ অগ্নি লইয়া যাইবার সময় তাহা বাস হস্তে ধারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্তে ক্ষা দ্বারা আহবনীর হইতে আরম্ভ করিয়া অধ্বযুঁবেদির মধ্যস্থল পর্যন্ত, কিংবা উত্তরবেদি

৬। তিনি উত্তর দিকেরই বেদিতে উত্তর বেদি উপাধিত করেন, দক্ষিণ দিকের (বেদিতে) নহে। ক্ষত্রই বক্ষণ,^১ এবং মক্ষংসমূহ প্রজা (‘‘বিশঃ’’); তিনি ইহাতে ক্ষত্রকেই প্রজাসমূহের উপরে (‘‘উত্তরং’’) করেন, এবং সেই জন্যই উপরি-আসীন ক্ষত্রিয়কে নীচে স্থিত প্রজাগণ উপাসনা করিয়া থাকে। অতএব তিনি উত্তর দিকেরই বেদিতে উত্তর বেদি কে উপাধিত করেন, দক্ষিণ দিকের নহে।

৭। (এখানে) এই পাঁচটি হবিই হইয়া থাকে ;^২ কেননা প্রজাপতি এই সমস্ত হবিরই দ্বারা প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে সকল (প্রজা) ইহা হঠতে উর্দ্ধে এবং তৈহা হঠতে নিম্নে অবস্থিত, প্রজাপতি সেই সমস্ত

পর্দাত্ত অথবা উত্তরবেদির দক্ষিণশ্রেণি পর্দাত্ত একটি রেখা অঙ্কিত করেন। অক্ষর্যু' উত্তরবেদি সমীপে অগ্নি লইয়া দ্বিগুণ অস্ত্র ব্যক্তিকে সেই অগ্নি ধারণ করিতে দেন, এবং নিজে প্রোক্ষণা জল লইয়া ও উত্তরবেদির দক্ষিণ ভাগে বেদিমধ্যে উত্তরমূখে উপবিষ্ট হইয়া ঐ জলের দ্বারা উত্তরবেদির বধাক্রমে পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিক (বা. স. ৫. ১১. ১-৪) প্রোক্ষণ করেন, এবং অবশিষ্ট জল বেদির বাহিরে বক্ষিণীসেতর সংলগ্ন স্থানে ঢালিয়া দেন (বা. স. ৫. ১১. ৫)। অক্ষর্যু' পূর্বেই জুহুতে পাঁচবার আজ্য গ্রহণ করিয়া কাহাকেও ধারণ করিবার অস্ত্র দ্বিগুণ রাখেন, এবং আর এক জন দেবদাক্ষক্যের তিন বামি পরিধি (১. ২. ৩. ১৩, দীক্ষা ১৫) গুণ্ডলু, হৃগ্ধিক-তেজস (রোহীত কৃষ্ণের পুষ্প), এবং মেঘের মস্তকস্থিত লোম এই করটি জিনিস আর এক জনের হস্তে থাকে। বেদি প্রোক্ষণের পর অক্ষর্যু' বেদির উত্তর দিকে উপবেশন ও দক্ষিণ বাহু আবৃদ্ধিত করিয়া পূর্বোক্ত নান্নির চারিদিকে দর্ভ আন্তরণ করিয়া বর্ণ অবলোকন করিতে করিতে নান্নির দুই শ্রেণি, দুই অঙ্গ ও সধ্য স্থলে পূর্বোক্ত শকৃগৃহীত আজ্য (বা. স. ৫. ১২. ১-৫) হোম করেন, এবং সেই নান্নিকে পরিবেষ্টিত করিয়া পরিধি তিনখানি স্থাপন করেন (বা. স. ৫. ১৩. ১), ও নান্নিমধ্যে গুণ্ডলু, হৃগ্ধিকতেজস ও সেবলোম স্থাপন করিয়া থাকেন (বা. স. ৫. ১৩. ২)। অনন্তর তিনি এই গুণ্ডলুপ্রভৃতি স্রাব্যের উপরেই অগ্নিকে স্থাপন করেন। ঐতিশ্রবাতাও নিজের বেদিতে নির্ধৃত এক অরতি সযতকুরশ্র আহবনীয় ধরে পর্কবধ ভূমিসংস্কার (অথ পৃষ্ঠা) এবং রেধাকন (? ‘‘উদ্ধৃত’’, পুনরুৎসেধন) ও অভূক্ষণ করিয়া তাহাতে অগ্নি স্থাপন করেন। অঃ—বা. 'প্রো. ৫. ৩; ৫. ৩. ৩. ১—১২।

৮। ক্ষত্র-ক্ষত্রিয় জাতি। অঃ—১৪. ৩. ২. ২৩। দক্ষিণ বেদিতে মরুদগুণের যাগ হইয়া থাকে।

১০। বৈশ্বদেবে আরোহণপ্রভৃতি যে পাঁচটি হবি বিহিত হইয়াছে, বক্ষণপ্রধাসও ঐ করটি হইয়া থাকে; অঃ—২. ৪. ২. ৮ ইত্যাদি।

প্রজাকে ইহাদের দ্বারা বরণ পাশ হইতে উভয়দিকে প্রযুক্ত করিয়াছিলেন ; সেই জন্ত এই পাঁচটি হবি হইয়া থাকে ;

৮। অনন্তর ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য দ্বাদশ কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে ।^{১১} ইন্দ্র ও অগ্নি (যথাক্রমে) প্রাণ ও উদান (স্বরূপ) ; যেমন কেহ পুণ্য (কার্য উপকার) করিলে (তাহার প্রভূত্বকাররূপ) পুণ্য (কার্য) করিতে হয়, ইহাও সেইরূপ । তাঁহাদেরই উভয়ের জন্য ইহার (যজমানের) প্রজা-সমূহ পরাভূত হইয়া যায় নাই ; তিনি তাহাতে প্রাণ ও উদানেরই দ্বারা প্রজা-সমূহের চিকিৎসা করিয়া থাকেন, — প্রাণ ও উদানকে প্রজাসমূহের মধ্যে স্থাপন করেন ; এই নিমিত্ত ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য দ্বাদশ কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে ।

৯। উভয় (বেদিতেই) পরস্যা (রূপ) হবি হইয়া থাকে । পর হইতেই প্রজাসমূহ সন্তৃত (বৃদ্ধি প্রাপ্ত) হয়, এবং পর হইতেই তাহার সন্তৃত হইয়াছে ; অতএব বাহা হইতে (প্রজারা) সন্তৃত হইয়াছে ও বাহা হইতে সন্তৃত হইয়া থাকে, তাহা (অর্থাৎ তাদৃশ সন্তবের কারণস্বরূপ পর) স্বাকা হেতুই তিনি ইহাতে (অর্থাৎ পরস্যারূপ হবি প্রদানে) যে সকল (প্রজা) এখান হইতে উদ্ধে এবং যে সকল (প্রজা) এখান হইতে নিম্নে অবস্থিত রহিয়াছে, সেই সমস্ত প্রজাকে বরণপাশ হইতে উভয়দিকে প্রযুক্ত করেন ।

১০। উত্তরা (অর্থাৎ অধ্বযুর উত্তরবেদিস্থিত পরস্যা) বরণের জন্য হয় ; কেননা, বরণই ইহার (প্রজাপতির) প্রজাসমূহকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ; অতএব তিনি ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে বরণপাশ হইতে প্রজাগণকে প্রযুক্ত করেন । দক্ষিণা (অর্থাৎ প্রতাপ্রস্থতার দক্ষিণবেদিতে অবস্থিত পরস্যা) মরুৎগণের জন্য হইয়া থাকে,^{১২} এবং মরুৎগণের জন্য হইলেই তাহাতে পুনরুক্তি হয় না ; আর যদি উভয়ই (দুইটি পরস্যাই) বরণের জন্ত হয়, তাহা হইলে তিনি পুনরুক্তি করিয়া

১১। “উক্ত বস্ত্র হবিরপ্রাক্ত দ্বাদশকপালঃ পুরোডাশো ভবতি” — কা. শ্রো. ৫. ৪ ২৩ বৃহত্ ।

১২। ২. ৪. ২. ৩ বৃহত্যা ।

১৩। কা. শ্রো. ৫. ৪. ২৩ বৃহত্ ।

১৪। কা. শ্রো. ৫. ৫. ৫ ।

ফেলেন।^{১১} আরও, মরুদগণ দক্ষিণ দিকে ইহার (প্রজাপতির) প্রজাসমূহকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এবং তিনি তাঁহাদিগকে এই (পরস্যা)-ভাগের দ্বারা উপশান্ত করিয়াছিলেন ; সেই জন্য দক্ষিণ (পরস্যা) মরুদগণের জন্য হইয়া থাকে।

১১। তিনি তাহাদের (পরস্যাধরের) উভয়েরই মধ্যে করীর (নামক ফল)-সমূহ^{১২} প্রক্ষিপ্ত করেন। প্রজাপতি করীরসমূহের দ্বারা প্রজাগণের সুখ (“কং”) করিয়াছিলেন, এবং তিনিও ইহাতে প্রজাগণের সুখ করিয়া থাকেন।

১২। তিনি তাহাদের উভয়েরই মধ্যে শমীপত্রসমূহ প্রক্ষিপ্ত করেন।^{১৩} প্রজাপতি শমীপত্রসমূহের দ্বারা প্রজাগণের ভুত (“শং”) করিয়াছিলেন, এবং তিনিও ইহাতে প্রজাগণের ভুত করিয়া থাকেন।

১৩। অনন্তর ক-এর (প্রজাপতির) অন্ত এককপালসংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে। প্রজাপতি ক সম্বন্ধী এককপালসংস্কৃত পুরোডাশের দ্বারা

১৫। অর্থাৎ উক্ত পরস্যাই বরুণের অন্ত হইলে বরুণের নাম পুনরন্ত হয়, ইহা উচিত নহে।

১৬। করীর এক প্রকার হস্তি কুম্ব ফল, সারণ লিখিয়াছেন “সধ্বাঃ কল্লিশেষাঃ করীরাপি, তানি চোত্তরাপথে প্রসিদ্ধানি।” শ্রীযুত সারস্বত মহাশয় লিখিয়াছেন যে, রাজপুত্রার জয়পুত্র-প্রভৃতি অঞ্চলে এই সকল ফল প্রভূত হয়ে, তাঁচা অবস্থায় শাক্তরূপেও ইহা ব্যবহৃত হয়। “সৌম্যানি বৈ করীরাপি” (তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৪. ৫.) ইহার ব্যাখ্যায় (তৈ. স. ১. ৮. ৬. ১) সারণ লিখিয়াছেন করীর-অক্ষুর সৌমকরীর জায় ; তিনি এখানে আরো লিখিয়াছেন যে, কেহ কেহ খর্জুরী ফলকেই করীর বলিয়া থাকেন। তৈত্তিরীয়সংহিতায় (২. ৪. ২. ২) এ সম্বন্ধে এক আখ্যানিকা আছে। (সম্ভ্রামালম্ এক্ষণ করিয়াও যে সকল যতির সুখে ব্রহ্মস্মরণতিপাদক যোগান্ত শুনা যাইত না ; ইহা সেই সমস্ত যতিকে বধ করিয়া আরণ্য কুকুরগণকে প্রদান করেন—কৌষীতক ব্রাহ্মণ ; তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও ৬ষ্ঠ কাণ্ডে এইরূপ ভাবের কথা আছে)। কুকুরগুলি বধন এই সমস্ত যতির মস্তক ভক্ষণ করে, তখন কপালাস্থিগুলি (ভূমিতে) পতিত হইয়াছিল, এবং তৎসমুদয়ই খর্জুর-বৃক্ষরূপে জগৎগ্রহণ করে ; ইহাষের (সারণ বলেন,—ইহাষের ফলের) রস উপরে উঠিয়া (ভূমিতে) পড়িয়া যায়, এবং তাহাই করীর হইয়াছে। সারণ এখানেও করীরকে সৌমলতা সদৃশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ব্যাক্যকষেব (ক. শ্রো. ৫. ৫. ১) বলিয়াছেন যে, পাত্যাহীন কীটাপাছ—“অপর্ণঃ কষ্টকীরুকঃ।”

প্রজাগণের স্মৃণ (“কং”) করিয়াছিলেন এবং, ইনিও ইহাতে ক-সম্বন্ধী এক-কপালসংস্কৃত পুরোডাশের দ্বারা প্রজাগণের স্মৃণ করিয়া থাকেন ; অতএব ক-এর জন্ত এককপালসংস্কৃত পুরোডাশ ইহা থাকে ।

১৪। তাঁহারা^{১৮} পূর্নদিন^{১৯} যবকে তুষহীন করিয়া এবং অস্বাহার্য্য-পচনে (দক্ষিণায়তে) তাহা ঈষৎ উপতপ্ত করিয়া (ভাজিয়া) তাহা দ্বারা গৃহে যতগুলি পরিবার থাকে, একাধিক ততগুলি করন্ত পাত্র^{২০} (সজ্জিত) করিবেন ।

১৫। তাঁহারা সেই সময়ে (যব দ্বারা) একটি মেঘ ও একটি মেঘীকে (নির্মাণ) করেন ।^{২১} তিনি যদি মেঘ (‘এড়ুক’) ছাড়া অপর কাহারো উর্ণা (লোম) পান, তবে তাহা প্রক্ষালন করিয়া সেই মেঘ ও মেঘীতে সংশ্লিষ্ট করিয়া দিবেন ; আর যদি মেঘ ছাড়া অপর কাহারো লোম না পান, তাহা হইলে কুশই উর্ণা (-রূপে ব্যবহৃত) হইতে পারিবে ।

১৬। সেখানে যে মেঘ ও মেঘী (নির্মিত) হয়, তাহার কারণ, এই যে মেঘ, ইহা বরুণের প্রত্যক্ষ পত্ন ; তিনি ইহাতে প্রত্যক্ষভাবেই বরুণপাশ হইতে প্রজাসমূহকে প্রমুক্ত করিতে পারেন । তাহারা দুইটি (মেঘ ও মেঘী) যবমগ্ন হয় ; কেননা, বরুণ (যে সকল প্রজাকে) গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা যব^{২২} ভক্ষণ করিয়াছিল ।^{২৩} তাহারা দুইটি এক যিবুন হয় ; এবং তিনি ইহাতে

১৮। অঙ্গদুর্গ-বজ্রধান-প্রভৃতি ।

১৯। যেদিন বরুণপ্রবাস হইবে, তাহার পূর্নদিন ।

২০। দধিভুক্ত ছাত্রের নাম করন্ত, তৎপূর্ণ পাণের নাম করন্ত পাত্র কা. শ্রো. ৫. ৫. ২ ব্যক্তিকসেব। সাধারণ এখানে ভূষ্ট বস্তুকেই করন্ত বলিয়াছেন। কা. শ্রো. ৫. ৫. ৩-৫ ।

২১। তুষহীন যব পেষণ করিয়া তাহারই দ্বারা একটি মেঘ ও একটি মেঘীর প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিতে হয়। অঙ্গদুর্গ মেঘ ও প্রতিগ্রহাতা মেঘী নির্মাণ করেন। এতৎসবকে বিদ্যুত বিদারণের জন্য স্তুতি—কা. শ্রো. ৫. ৩. ৩. ব্যক্তিকসেবমূর্তি। তৈত্তরীয়ব্রাহ্মণেও (১. ৩. ৪. ৪) ইহা আছে ।

২২। যব ভক্ষণ করায় বরুণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইজন্য তাহাদের মোচনের নিমিত্ত তিনি যৎসম্মে মেঘ-মেঘী প্রদান করিয়া সেই যবই তাঁহাকে আবার ফিরাইয়া দেন ।

মিথুনেরই দ্বারা বরুণপাশ হইতে প্রজাগণকে প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

১৭। তিনি উত্তর^{১৭} পয়স্তাতে মেঘকে এবং দক্ষিণ^{১৮} পয়স্তাতে মেঘকে অবস্থাপিত করেন ; এইরূপেই মিথুন সম্পন্ন হইয়া থাকে, কেননা, জ্যৈ পুরুষের নিকট উত্তর (বাম) দিকেই শয়ন করিয়া থাকে ।^{১৯}

১৮। অধ্বৰ্য্য সমস্ত হবির্কেই উত্তরবেদিতে আসাদিত (উপস্থাপিত) করেন, আর প্রতিপ্রস্থাতা কেবল (মরুদগণের জন্য) এই পয়স্তাকে দক্ষিণ বেদিতে স্থাপন করিয়া থাকেন ।^{২০}

১৯। তিনি (অধ্বৰ্য্য) হবিসমূহ আসাদন করিয়া অগ্নি মন্থন করেন এবং অগ্নি মন্থন করিয়া (ও তাহাকে বিহিত যজ্ঞে^{২১} আহবনীয়ধরে) প্রক্ষিপ্ত করিয়া (তাহাতে বিহিত যজ্ঞে^{২২}) হোম করেন । অনন্তর কেবল অধ্বৰ্য্যই^{২৩} (হোতাকে) বলেন—“সন্দোপ্যমান অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া আগ্নি (সামিধেনী-সমূহ) উচ্চারণ করুন !”^{২৪} তাহার উত্তরেই (অধ্বৰ্য্য) প্রতিপ্রস্থাতা, অগ্নিতে এক-একখানি করিয়া) ছুইখানি ইন্দ্র নিক্ষেপ করেন, উত্তরেই (এক-একখানি করিয়া) ছুইখানি সমিৎ অবশিষ্ট রাখেন, এবং উত্তরেই প্রথম আহুতিধর (পূর্বাধার)^{২৫} প্রক্ষিপ্ত করেন । অনন্তর কেবল অধ্বৰ্য্যই (আগ্নীধ্রকে) বলেন—“আগ্নীধ্র, অগ্নিকে সন্মার্জিত করুন !” (এই) আদেশ (অহুসারে অগ্নি) সন্মার্জিত না হইতেই^{২৬}—

১৭। অর্থাৎ অধ্বৰ্য্য উত্তর দিকের বেদিতে হিত ।

১৮। অর্থাৎ প্রতিপ্রস্থাতার দক্ষিণ দিকের বেদিতে হিত ।

২৫। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ৩ ।

২৬। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ৪—৫ ।

২৭। বা. স. ৫. ৩ ।

২৮। বা. স. ৫. ৪ ।

২৯। প্রতিপ্রস্থাতাও ইহার সহিত বর্ণিবেন না ।

৩০। বিদ্যুত বিবরণের অন্তঃস্টব্য :—১. ৩. ২. ১ ইত্যাদি ।

৩১। ১. ৩. ৬. ১ ইত্যাদি ।

৩২। “অসমুদ্রসেব ভবতি সন্মোহিতঃ” ভাবানুবাদ করা হইয়াছে, অ :—কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ৩

২০। প্রতিপ্রহাতা (গার্হপত্যের পশ্চিমে পশ্চীর উপবেশন স্থানের নিকট) প্রত্যাগমন করেন। তিনি পশ্চীকে (করন্তপাত্র-হোমের উদ্দেশ্যে আহবনীয়-সমীপে) লইয়া বাইবার প্রস্তুত করেন—‘আগ্নি কাহার সহিত বিচরণ করেন?’ তিনি যে অন্যের হইয়া অন্যের সহিত বিচরণ করেন, তাহাতে বরুণেরই (নিকটে গাপ) করিয়া থাকেন। তিনি (অধ্বৰ্য্য) যে তাঁহাকে প্রস্তুত করেন, তাহার কারণ এই যে, তিনি (অধ্বৰ্য্য) মনে করেন—‘পাছে ইনি (যজমান-পশ্চী) অস্ত্রে (গাপরূপে) শল্যবিশিষ্ট হইয়া আমার (এই অগ্নিতে) হোম করিয়া ফেলেন।’ গাপ প্রকাশিত হইলে অন্তর (অর্থাৎ লবু) হইয়া থাকে, কেননা তাহা সত্য হয়, এবং সেইজন্যই তিনি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আর তিনি যদি প্রত্যুত্তর প্রদান না করেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞাতিগণের অহিত হইয়া থাকে।

২১। (অনন্তর) তিনি তাঁহাকে (যজমানপশ্চীকে এই মন্ত্র) বলান—“শক্রগণের নিরাসকারী, প্রভুতভোজী ও করন্তে সম্রাতিশালী মরুদগণকে আহ্বান করিতেছি!” ইহা (এই মন্ত্র) পুরোহিত্যাকার স্নায়, এবং ইহারই দ্বারা তিনি ইহাদিগকে (মরুদগণকে) এই সকল (করন্ত-) পাত্রের জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন।

৩০। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার কোন উপপতি আছে কি না। যদি না থাকে, তবে তিনি তাহা বলিবেন; আর থাকিলে বতগান থাকে সমস্তকেই প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে। সজ্জবশত নাম না করিলে এক-একখানি তৃণদ্বারাও তিনি তাহা প্রকাশ করিতে পারেন। না প্রকাশ করিলে তাঁহার জ্ঞাতিবন্ধুর বিরোধ হয়। কা. শ্রো. ৫. ৫. ৭—২। মানবজ্যোতিষত্রে আছে—“প্রতিপ্রহাতা গার্হপত্যস্তে পৃচ্ছতি—পশ্চি, কতি তে কাস্তাঃ, যদি মিথ্যা বক্ষাসি প্রিয়তমস্তে সংহাততীতি; বা নির্জিহৎ তু বরুণো গৃহাধিতি ত্রয়াদিতি।” কঠিক—“প্রতিপ্রহাতা পশ্চীমাহ কতি তে কাস্তা ইতি সত্যং বরুণে, নির্জিহৎস্তান্ বরুণো গৃহাধিতি।” তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১.৩.৫.২) ইহা আছে :—“পশ্চীং বাচয়তি, সেযানেকৈবাং কত্রোতি, অথো তপ এবেনানুপনয়তি। যজ্ঞারং সন্তং ন প্রজ্ঞায়ৎ প্রিয়ং জ্ঞাতিং বক্ষ্যৎ, অসৌ যে জ্ঞার ইতি নির্জিহৎ, নির্জিহোবেনাং বরুণপাশেন গ্রহীয়তি।”

৩৪। অর্থাৎ পশ্চী তাহা বলিবার পর, কা. শ্রো. ৫. ৬. ১০।

৩৫। বা. স. ৩.৪৪।

২২। সেই সমস্ত (করন্তপাত্র) প্রতিপুরুষের (জন্য এক-একটি) হইয়া থাকে ; গৃহে বতন্তুলি (জাতিজন) থাকে, একাধিক বতন্তুলি (পাত্র) হয়। তিনি এইরূপে প্রতিপুরুষে এক-একটি (করন্তপাত্রের) দ্বারা তাঁহার উৎপন্ন প্রজাবৃন্দকে বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত করেন ; আর যে একটি অতিরিক্ত (পাত্র) হয়, তাহাতে তিনি তাঁহার অজাত (প্রজাবৃন্দকে) বরুণপাশ হইতে প্রমুক্ত করিয়া থাকেন ; সেইজন্যই (ঐ পাত্র সকলের) একটি অতিরিক্ত হইয়া থাকে।

২৩। (করন্তের) পাত্র সমূহ নিশ্চিত হইয়া থাকে ; কেননা, ভোজ্য-বস্তু পাত্রেরই ভোজন করা যায়। (সেই সমস্ত পাত্র করন্তরূপ-) ব্যবহার হয়, কেননা, বরুণ (যে প্রজাবৃন্দকে) গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার (তাঁহার) ব্যবহার করিয়াছিল। তিনি (যজমানপত্নী) শূর্পের দ্বারা (ঐ করন্তপাত্র) হোম করেন, কেননা, শূর্পেরই দ্বারা ভোজ্য দ্রব্য (অন্ন) করা হইয়া থাকে। তাহা পত্নী হোম করেন ;** এবং ইহাতে তিনি (যজমান) মিবুন দ্বারাই বরুণপাশ হইতে প্রজাবৃন্দকে প্রমুক্ত করিয়া থাকেন।

২৪। তিনি (পত্নী) যজ্ঞের পূর্বে ও আহুতিসমূহের পূর্বে** হোম করেন, কেননা প্রজারা (“বিশঃ”) অহতভোজী এবং মরুৎসমূহই প্রজা। প্রজাপতির প্রজাসমূহ যখন বরুণগৃহীত হইয়া পরিদীর্ণ হইয়াছিল, নিশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে (হাঁকাইতে হাঁকাইতে) শুইয়া পড়িয়াছিল ও বসিয়া পড়িয়াছিল, তখন মরুৎসমূহই ইহাদের পাশ বিমর্ষিত করিয়াছিলেন ; সেইরূপই মরুৎগণ ইহাদের প্রজাবৃন্দের পাশকে বিমর্ষিত করেন ; এবং সেই জন্যই তিনি যজ্ঞের পূর্বে ও আহুতিসমূহের পূর্বে হোম করিয়া থাকেন।

৩৬। যজমানপত্নী করন্তপাত্রসমূহ শূর্পের উপর করিয়া নিজের মস্তকের উপর তুলিয়া ধরেন এবং তখনস্তর পশ্চিমমুখে তাহা দক্ষিণ অরিতে হোম করেন। কেবল পত্নীই এই হোম করেন, অথবা যজমান ও পত্নী উভয়েই করিতে পারেন।—কা. শ্রো. ৫. ৫. ১১। ব্রাহ্মণে কেবল পত্নীর হোম বিহিত দেখা যায়, কিন্তু “মিবুন দ্বারাই” পদে উক্তেরই হোম সূচিত হইয়াছে। আবার পরবর্তী ৪৫শ কণ্ঠিকার “স বৈ...কুহাতি” বলিয়া পুনর্নির্দেশ করা হইয়াছে। ৩৭শ গীক্য দ্রষ্টব্য।

৩৭। অর্থাৎ স্বকহোম ও আধার হোমের পূর্বে ; পূর্বাতি যজ বা বা গ, অপরাতি হোম ; ৩ :—কা. শ্রো. ১.২.৫—৭।

২৫। তিনি (বজ্রমান)^{৩৭} দক্ষিণায়িতে এই মন্ত্রে (তাহা) হোম করেন—
 “বাহা গ্রামে ও বাহা অরণ্যে—”, কেননা, গ্রামে বা অরণ্যেই পাপ করা
 যায় ;—“বাহা সভায় ও বাহা ইন্দ্রিয়ে—”, তিনি যে বলেন “সভায়” তাহার
 অর্থ মনুষ্যসমূহে, আর যে বলেন “ইন্দ্রিয়ে” তাহার অর্থ ‘দেবসমূহে’ ;—
 “আমরা যে পাপ করিয়াছি তাহা ইহাতে সমর্পণ করিতেছি, বাহা।”^{৩৮}
 তিনি ইহাতে এই বলেন যে, “আমরা বাহা কিছু পাপ করিয়াছি, তৎ সমস্ত
 হইতে আমরা প্রমুক্ত হইতেছি।’

২৬। অনন্তর তিনি ম রু ৭ পদযুক্ত ইন্দ্রের (ঋক্) জপ করেন।
 মরুলাপ যখন প্রজাগতির প্রজাসমূহের পাপকে বিমথিত (বিলুপ্ত) করিয়া-
 ছিলেন, তখন তিনি (প্রজাগতি) পর্যালোচনা করিয়াছিলেন যে, ‘ইহারা
 (মরুলাপ) আমার প্রজাসমূহকে বিমথিত করিবে না।’

২৭। তিনি (তখন) এই (বক্ষ্যমাণ) ম রু ৭ পদযুক্ত ইন্দ্রের (ঋক্)
 জপ করিয়াছিলেন। ইজ্র ক্ষত্রিয়জাতি, এবং মরুলাপ (তাহার) প্রজা ; ক্ষত্রিয়-
 জাতিই প্রজাগণের নিরোপক, (অতএব সেই ইন্দ্রের দ্বারা ই প্রজাসমূহ) নিরুদ্ধ
 হইতে পারিবে ; অতএব (বক্ষ্যমাণ) ইন্দ্রের (ঋক্ জপনীর)।

২৮। “হে ইজ্র, এই সংগ্রামসমূহে (আমাদের প্রজাবৃন্দকে) একেবারে
 (মারিও) না ! হে বলশালিন, দেবগণের সহিত তোমার পৃথক্ বাগভাগ
 আছে ; তুমি (বজ্রমানকে) বর বর্ষণ করিয়া থাক, তোমার যবময় হবি
 রহিয়াছে, তোমার মরুলাপকে (আমাদের) বাণী বন্ধনা করিতেছে।”^{৩৯}

২৯। অনন্তর তিনি (প্রতিপ্রস্থাতা) ইহাকে (বজ্রমানপত্নীকে, এই
 মন্ত্র)^{৪০} পাঠ করান—“কর্ষকারিগণ^{৪১} কর্ষ করিয়াছেন,” কেননা, বাহার

৩৭। ৩৬শ শ্লোকা দ্রষ্টব্য। কিন্তু সাময়িকভাবে “স” পদই দেখা যায়, এবং তাহা হইলে তাহার
 অর্থ বজ্রমানপত্নী ধরিতে হইবে। এই পক্ষে পূর্বের সহিত সামঞ্জস্য থাকে।

৩৮। বা. স. ৩. ৪৫ ; কা. শ্রো. ৫. ৫. ১১।

৪০। বা. স. ৩. ৪৬ ; বা. শ্রো. ৫. ৫. ১২।

৪১। বা. স. ৩. ৪৭ ; কা. শ্রো. ৫. ৫. ১৩।

৪২। অর্থাৎ বজ্রমানপণ—সায়ণ ; বহিঃপণ—বহীধর।

কর্ম করেন তাঁহারা কর্ম করিয়াই ছিলেন ;—“সুখোৎপাদক (স্ততিরূপ)
বাণীর সহিত,” কেননা, বাণীর সহিতই তাঁহারা করিয়াছিলেন ;—“দেব-
গণের কর্ম করিয়া”, কেননা, দেবগণেরই কর্ম করিয়া,—“হে মহাবাহন-
কারিগণ, * গৃহে (“অস্ত”) প্রস্থান করুন।” তাঁহারা (তখন) অস্তহান **
হইতে (আহবনীরসমীপে) আনীত (যজমানপত্নীর) সন্তিত অবস্থান
করিতেছিলেন বলিয়া তিনি “মহাবাহনকারিগণ” বলিয়া থাকেন। “গৃহে
প্রস্থান করুন” (ঠোঁটের তাৎপর্য এই যে), পত্নী যজ্ঞের পশ্চাত্ত্ব, এবং (প্রতি-
প্রস্থাতা) তাঁহাকে পূজাভিমুখী করিয়া যজ্ঞের নিকটে আগমন করাইয়া-
ছিলেন। “অস্ত”-অর্থ গৃহ, এবং গৃহই প্রতিষ্ঠা ; অতএব তিনি ঠোঁটে
প্রতিষ্ঠারূপ গৃহই ইহাকে (যজমানপত্নীকে) প্রতিষ্ঠাপিত করেন।

৩০। (অনস্তর) প্রতিপ্রস্থাতা (পত্নীকে তাঁহার স্থানে) ফিরাইয়া লইয়া
গিয়া (নিজের স্থানে) আগমন করেন। (অনস্তর) তাঁহারা ** অগ্নিকে **
সম্বার্ষ্জন করেন, এবং অগ্নি সম্বার্ষ্জিত হইলে তাঁহারা উত্তরেই ** শেষ আহুতি
দ্বয় (উত্তরাচার) ** প্রক্ষিপ্ত করেন। অনস্তর অধ্বর্যুই (আয়ীত্রকে)
আহ্বান করিয়া ** হোতাকে বরণ করেন এবং হোতা বৃত্ত হইয়া উত্তরবেদীর
হোতৃ-উপবেশন স্থানে উপবেশন করেন ; তিনি উপবেশন করিয়া (অধ্বর্যু
ও প্রতিপ্রস্থাতাকে প্রবাক্র অনুষ্ঠানের ভক্ত) ** প্রবর্তিত করেন, এবং তাঁহারা
উভয়েই প্রবর্তিত হইয়া স্রক্সমূহ ** গ্রহণপূর্বক (হোম করিবার ভক্ত দক্ষিণ

২৩। অর্থাৎ যজমানের অমাত্য ও বহির্গ, —সারণ।

২৪। পত্নীর বসিবার স্থান।

২৫। আয়ীত্র, বহুবচন দ্বৌরবার্হ।

২৬। প্রথমে উত্তরবেদীর আহবনীরকে সম্বার্ষ্জন করিয়া পরে দক্ষিণবেদীর আহবনীরকে সম্বার্ষ্জন
করেন।

২৭। অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা।

২৮। দ্রঃ—১. ৩. ৬. ১ ইত্যাদি ; পূর্ববর্তী ১২৭ কতিকা।

২৯। দ্রঃ—১. ৪. ৩. ৬. ৪ কীকা ; ১৩, ৮ কীকা।

৩০। দ্রঃ—১. ৪. ৪. ২ ইত্যাদি।

৩১। অধ্বর্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা উভয়েই পৃথক পৃথক জুহু ও উপজুহু থাকে।

দিকে পূর্ক্ৰস্থান) অতিক্রমপূৰ্বেক গমন করেন; অতিক্রমপূৰ্বেক গমন করিয়া অধ্বযু'ই (হোতাকে) আহ্বান করিয়া (প্রথম প্রযাজসম্বন্ধে) বলেন—‘সমিৎসমুহের উদ্দেশে যাজ্ঞা পাঠি করুন!’ (আর অন্ত্যান্ত প্রযাজসম্বন্ধে বলেন) ‘যাজ্ঞা পাঠি করুন।’^{১২} তাঁহারা উভয়ে চতুৰ্ধ^{১৩} প্রযাজে (উপভূৎ হইতে জুহুতে আজ্য) সমানীত করিয়া নয়টি প্রযাজ^{১৪} অনুষ্ঠান করেন।

৩১। অনন্তর অধ্বযু'ই আগ্নেয় আজ্যভাগ (লক্ষ্য করিয়া) (হোতাকে) বলেন—‘অগ্নির অনুবাক্য উচ্চারণ করুন’ এবং তাঁহারা উভয়ে (অধ্বযু' ও প্রতিপ্রস্থাতা, প্রবাসিত) আজ্যকে চারিবার অবদান (অর্থাৎ খণ্ডন বা বিভাগ) করিয়া (জুহুতে) গ্রহণ করেন ও (পূর্ক্ৰস্থান) অতিক্রমপূৰ্বেক (উত্তরদিকে) গমন করেন। অতিক্রমপূৰ্বেক গমন করিয়া অধ্বযু'ই (হোতাকে) আহ্বান করেন ও বলেন ‘অগ্নির যাজ্ঞা উচ্চারণ করুন!’ এবং বযট্কার উচ্চারিত হইলে তাঁহারা উভয়েই (স্ব স্ব আহবনীয়ে হোম করেন)।

৩২। অনন্তর অধ্বযু'ই (হোতাকে) সৌম্য (সোমদেবতার) আজ্যভাগ (লক্ষ্য করিয়া) বলেন, —‘সোমের অনুবাক্য উচ্চারণ করুন!’ এবং তাঁহারা উভয়ে আজ্যকে চারিবার অবদান করিয়া গ্রহণ করেন ও অতিক্রমপূৰ্বেক গমন করেন। অতিক্রমপূৰ্বেক গমন করিয়া অধ্বযু' হোতাকে আহ্বান করেন ও বলেন ‘সোমের যাজ্ঞা উচ্চারণ করুন!’ এবং বযট্কার উচ্চারিত হইলেই তাঁহারা উভয়ে হোম করেন।

১২। ব্র :—ক. প্রো. ৩. ৫. ৩; আগ. প্রো. ৩. ৫. ১।

১৩। মূল এখানে “চতুৰ্ধে চতুৰ্ধে” আছে; সাধারণ বলেন প্রতিপ্রস্থাতা ও অধ্বযু' এই দুই জনে কাজ করেন বলিয়া জুইবার “চতুৰ্ধে চতুৰ্ধে” বলা হইয়াছে—“চতুৰ্ধে চতুৰ্ধে ইতি বীজ্য দ্বিধাপেক্ষয়া।”

১৪। বৈশ্বদেবগণের নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অনুবাজ হইয়া থাকে, ইহা পূর্বে (২.৪.২.২০) উক্ত হইয়াছে। এই প্রযাজগুলির দেবতার ক্রমিক নাম এই :—১ সন্নিধিসমুহ, ২ তন্নুনপাৎ (বা নরাশংস), ৩ ইত্ৰসমুহ, ৪ বর্হিসমুহ (এই চারিটি হবির্ভোজ্যও সমান, ১. ৪. ৫. ১—১২, ব্র:—১ম ভাগ, ১৫২ পৃ ১০ পঙ্কি), ৫ (দ্বিয) ঋতসমুহ (জুহু বা দ্বারঃ), ৬ উষা ও রাত্রি (উষা-সানজা) ৭ মৈব হোতৃগণ, ৮ দেবীজয় (ইড়া, সরস্বতী ও ভারতী), ও ৯ অগ্নিপ্রভৃতি যাজ্ঞাপাঠিত সমস্ত দেবতা।

৩৩। সেখানে বাক্য দ্বারা যাহা কিছু কর্তব্য থাকে, অধ্বর্যুই তাহা করিয়া থাকেন, প্রতিপ্রস্ফাতা নহে।** যেখানে (হোতৃকর্তৃক) বসট্কার উচ্চারিত হয়, সেখানেই অধ্বর্যু'ত যে (হোতাকে) আহ্বান করেন (তাহার কারণ এই যে),—

৩৪। প্রতিপ্রস্ফাতা (অধ্বর্যুর) কৃতানুকারীই হইয়া থাকেন।** কেননা, বরুণ ক্ষত্রিয়জাতি এবং মরুদগণ (তাঁহার) প্রজা; সেই জন্য তিনি (প্রতিপ্রস্ফাতা) ইহাতে প্রজাকে (ক্ষত্রিয়ের) কৃতানুকারিণী ও অনুগামিনী করিয়া থাকেন। যদি প্রতিপ্রস্ফাতা (হোতাকে) আহ্বান করেন, তাহা হইলে তিনি প্রজাবন্দকে ক্ষত্রিয়ের প্রতি প্রতিশোধমভাবে উদ্যত করিয়া থাকেন এবং সেই ক্ষণে তিনি আহ্বান করেন না।

৩৫। প্রতিপ্রস্ফাতা অগ্নি (জুহু ও উপভূৎ) হস্তেই (ধারণ) করিয়া উপবেশন করেন এবং অধ্বর্যু'গণন এই সমস্ত (বক্ষ্যমাণ) হবির দ্বারা (কার্য্যে) অগ্নিসর হন, বক্ষা, অষ্টকপালে সংস্কৃত আধ্বের পুরোডাশ, সৌম্য (সোমের) চক্ৰ, দ্বাদশ বা অষ্ট কপালে সংস্কৃত সাবিজ (সবিতার) পুরোডাশ, সারস্বত (সরস্বতীর) চক্ৰ, পৌক (পুয়ার) চক্ৰ, এবং দ্বাদশ কপালে সংস্কৃত ঐন্দ্র্যায় (ইন্দ্র ও অগ্নির) পুরোডাশ।

৩৬। অনন্তর তাঁহার উভয়ে এই পয়স্তায়ের দ্বারা কার্য্য করিবার জন্ত (পূর্বোক্ত মেঘ ও মেঘীকে) পরস্পরের স্থান পরিবর্তন করিয়া রাখেন,— সেই যে মেঘ মাক্তী (পয়স্তায়) ছিল, তাহা তিনি বাক্ণী (পয়স্তায়) স্থাপিত করেন, এবং বাক্ণী (পয়স্তায়) যে মেঘ ছিল, তাহা তিনি মাক্তী (পয়স্তায়) স্থাপিত করেন। তাঁহার উভয়ে যে এইরূপ পরস্পরের স্থান পরিবর্তন করিয়া রাখেন (তাহার কারণ এই যে), বরুণ ক্ষত্রিয় এবং পুরুষ বীৰ্য্যস্বরূপ; তাঁহার ইহা দ্বারা ক্ষত্রিয়ে বীৰ্য্যই স্থাপন করেন। দ্বী অবীৰ্য্য; এবং মরুদগণ প্রজাস্বরূপ; তাঁহার ইহাতে প্রজাকে অবীৰ্য্যই করিয়া থাকেন। এবং এইজন্তই তাঁহার এইরূপে পরস্পরের স্থান পরিবর্তন করিয়া রাখেন।

৫৫। আগ. শ্রো. ৮. ৫. ১৭।

৫৬। ক. শ্রো. ৫. ৪. ৩৩-৩৪।

৩৭। অনন্তর অধ্বযুঁহি (হোতাকে) বলেন—‘বরুণের অম্বাবাক্য উচ্চারণ করুন!’ তিনি (জুহুতে কিঞ্চিৎ) আভ্য আন্তরণরূপে ঢালিয়া বারুকী পয়স্তার দুইবার অবদান করেন (অর্থাৎ ঐ পয়স্তা হইতে দুইবার কিছু কিছু কাটিয়া গ্রহণ করেন), এবং অন্ততর অবদানের সহিত মেঘকে (ঋকে) অবস্থাপিত করেন। অনন্তর তিনি (তাহার) উপরে আভ্যধারাপাত করেন, এবং (পয়স্তার যে স্থান হইতে) অবদান দুইটি (করা হইয়াছিল, সেই স্থান) দ্বুতাক্ত করেন। অনন্তর তিনি (দক্ষিণ দিকে) গমন করিয়া (হোতাকে) বলেন—‘বরুণের বাজ্যা উচ্চারণ করুন!’ এবং বযট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি (তাহা) হোম করেন।’

৩৮। অধ্বযুঁহি হস্তে ঋগ্‌ঘর (জুহু ও উপভূৎ) গ্রহণ করিয়া দক্ষিণদিকে প্রতীপ্রস্থাতার বস্ত্র ধারণ করিয়া (হোতাকে) বলেন—‘মরুদগণের অম্বাবাক্য উচ্চারণ করুন!’ প্রতীপ্রস্থাতা (জুহুতে কিঞ্চিৎ) আভ্য আন্তরণরূপে ঢালেন, এবং মারুকী পয়স্তার দুইবার অবদান করেন। তিনি অন্ততর অবদানের সহিত মেঘীকে (ঋকে) অবস্থাপিত করেন। অনন্তর তিনি (তাহার উপরে) আভ্যধারাপাত করিয়া, (পয়স্তার যে স্থান হইতে) অবদান দুইটি (করা হইয়াছিল, সেই স্থান) দ্বুতাক্ত করেন; এবং (অগ্নির দক্ষিণদিকে) গমন করেন। ইহার পর অধ্বযুঁহি (হোতাকে) আহ্বান করিয়া বলেন—‘আপনি মরুদগণের উদ্দেশে বাজ্যা পাঠ করুন!’ এবং বযট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি (প্রতীপ্রস্থাতা, তাহা) হোম করেন।

৩৯। অনন্তর অধ্বযুঁহি ক’র (প্রজাপতির) এককপালসংস্কৃত পুরো-
ডাশ লইয়া (কার্য্যে) অগ্রসর হন; এবং (ঐ) ক’র নিমিত্ত এককপাল-
পুরোডাশের দ্বারা (কার্য্যে) অগ্রসর হইয়া (হোতাকে) বলেন—‘ঐষ্টকুৎ
অগ্নির অম্বাবাক্য উচ্চারণ করুন!’ অধ্বযুঁহি সমস্ত^{৩৩} হবি হইতেই এক-একবার
করিয়া অবদান করেন, আর প্রতীপ্রস্থাতা কেবল এই (মারুকী) পয়স্তার

৩৩। অর্থাৎ অগ্নি হইতে ব-পঞ্চাক্ত দেবতার; বধা, অগ্নি, সোম, নবিতা, সরস্বতী, পূষা, ইন্দ্রাগ্নি, বরুণ, মরুদগণ, ও ক।

একবার অবদান করেন। অনন্তর তাঁহার তছপরি হুইবার আজ্ঞাধারাগাত করিয়া উভয়েই (দক্ষিণদিকে) অতিক্রমপূর্বক গমন করেন ; গমন করিয়া অধরঘুই (হোতাকে) আহ্বান করিয়া বলেন—‘স্বইকুৎ অধির যাজ্ঞা পাঠ করুন !’ অনন্তর বশটকার উচ্চারিত হইলে তাঁহার উভয়েই হোম করেন।

৪০। অনন্তর অধরঘুই প্রা শি ত্র^{১৫} অবদান করেন। তিনি ই ডা^{১৬} অবদান করিয়া (উত্তরবেদি) অতিক্রমপূর্বক প্রতিপ্রস্থাতাকে প্রদান করেন, এবং প্রতিপ্রস্থাতাও তছপরি মাক্তী পরিত্যক্ত হইতে হুইবার অবদান করেন।^{১৭} (অনন্তর অধরঘুই) তছপরি হুইবার আজ্ঞাধারাগাত করেন। (অতঃপর) তাহার (ইডাকে) উপহৃত করিয়া^{১৮} মার্জ্জন করেন।^{১৯}

৪১। অনন্তর অধরঘুই বলেন—‘ব্রহ্মনু, আমি কি (অগ্রে) প্রস্থান করিব ?’ তিনি সমিৎ নিষ্ফেপ করিয়া (আগ্নিক্রকে) বলেন—‘আগ্নীত্র, আগ্নিকে মার্জ্জনা করুন !’^{২০} সেই অধরঘুই (পৃথদাজ্ঞাপাত্রস্থিত) পৃথদাজ্ঞাকে^{২১} অগ্নেই (অর্থাৎ জুহু ও উপভূতেই) বিভাগ করিয়া আনয়ন করেন।^{২২} আর যদি প্রতিপ্রস্থাতার পৃথদাজ্ঞা থাকে, তাহা হইলে তিনিও তাহা দ্বিগা বিভাগ করিয়া (জুহু ও উপভূতে) আনয়ন করেন ; আর যদি তাঁহার সেখানে পৃথদাজ্ঞা (গৃহীত) না থাকে, তাহা হইলে উপভূতে যে আজ্ঞা থাকে, তাহাই

৪০। ১ম ভাগ, ২১৫ পৃ ৭ টিকা দ্রষ্টব্য।

৪১। ঐ ২ টিকা দ্রষ্টব্য।

৪২। ক। সৌ. ৫. ৫৫. ২২—২৩।

৪৩। ১. ৬. ৩. ১৮, ও তাহার টিকা দ্রষ্টব্য।

৪৪। নিম্নেক অথবা অগ্নিকে, জঃ—পূর্ববর্তী ১১শ কটিকা এবং ১. ৬. ৩. ৫। সুত্রে এই মার্জনবিধি না দেখিয়া পদ্ধতিকার বলিয়াছেন যে, “স্বত্রকৃত ভু কেনাতিশায়েণ ন স্মৃতিমিতি স এব জানাতি।” ক। সৌ. ৫. ৫. ২৩।

৪৫। ১. ৬. ৩. ৩ ইত্যাদি।

৪৬। দ্বিবিমুক্তি আজ্ঞার নাম পৃথদাজ্ঞা।

৪৭। অর্থাৎ পৃথদাজ্ঞানীহিত পৃথদাজ্ঞার অর্ধ অংশ জুহুতে ও অবশিষ্ট উপভূতে আনয়ন করেন।

তিনি বিধা বিভাগ করিয়া আমনন করেন।^{১০} তাঁহার উভয়েই (অগ্নি, দক্ষিণ দিকে) অতিক্রমপূর্বক গমন করেন। গমন করিয়া প্রথম-অমুযাজ-সম্বন্ধে অধ্বয়ুঁই (হোতাকে) বলেন—‘দৈবগণের উদ্দেশ্যে বাজা পাঠ করুন !’ (আর অমুযাজ অমুযাজসম্বন্ধে বলেন)—‘বাজা পাঠ করুন !’ তাঁহার চতুর্থ (অমুযাজ উপভূতে স্থিত আজ্যকে জুহুতে) সমানীত করিয়া নয়টি অমুযাজ অমুষ্ঠান করেন।^{১১} (বৈবস্বদেবপর্বে) যে নয়টি প্রযাজ, এবং নয়টি অমুযাজ হয়, (তাহার কারণ এই যে), তিনি ইহাতে উভয় দিক্ হইতেই ইহার উর্দ্ধ ও নিম্নে স্থিত প্রজাসমূহকে বরণপাশ হইতে প্রসূক্ত করেন। অতএব (বৈবস্বদেব-পর্বে) নয়টি প্রযাজ ও নয়টি অমুযাজ হইয়া থাকে।

৪২। তাঁহার উভয়েই ঋকসমূহকে (বেদিতে প্রাথমে) স্থাপন করিয়া (তাহার পর) পরস্পর বিপরীত দিকে প্রেরণ (অর্থাৎ পৃথক্) করেন।^{১২} ঋকসমূহকে পরস্পর বিপরীত দিকে প্রেরণ করিয়া ও প রি বি সমূহকে (আজ্য-দ্বারা দ্বারা) লিপ্ত করিয়া,^{১৩} এবং তদনন্তর (মধ্যম) প রি বি কে স্পর্শ করিয়া ও (আয়ীশুকে) আহ্বান করিয়া অধ্বয়ুঁই (হোতাকে) বলেন—“দৈবহোতৃগণ মঙ্গল (-কল-) কথনের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন এবং মানবীয় হোতা হুক্তবাক কথনের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন।”^{১৪} (অনন্তর হোতা) হুক্তবাক উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করেন। হোতা বখন হুক্তবাক উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তাঁহার উভয়েই (নিজ-নিজ) প্র স্ত র কে উঠাইয়া গ্রহণ করেন, এবং উভয়েই তাহা (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন; তাঁহার উভয়ে (তাহা) হইতে এক-এক ঝানি তৃণ গ্রহণ

১০। অর্থাৎ প্রথম অঙ্ক জুহুতে আসন করিয়া অবশিষ্ট অংশ চতুর্থ প্রযাজে আসন করেন।

১১। নয়টি অমুযাজবেতস বধা—বহিঃ, দ্বাঃ, উপাসানজা, জ্যোতিঃ, উর্দ্ধাহতী, দৈব্যা হোতার, তিস্রো দেব্যা, নরশংসঃ, ষিষ্টকৃৎ। জঃ—গুরুবাক ৪৪ দীকা; ১ম ভাগ ১২২ পৃঃ।

১২। জষ্টক ১. ৭. ১. ১।

১৩। জষ্টক ১. ৭. ১. ৭।

১৪। ১. ৭. ১. ২—১৭, এক-এ দীকা।

করিয়া (অগ্নির) নিকটে উপবেশন করেন ; এবং যখন হোতা অক্ষুণ্ণক উচ্চারণ করেন—

৪৩। তখন আগ্নীত্র বলেন—‘(গৃহীত তৃণধানিকে অগ্নিতে) নিক্ষেপ করুন !’ তাঁহারা উভয়েই (তাহা) নিক্ষেপ করেন, এবং নিক্ষেপে স্পর্শ করেন ।^{৭১}

৪৪। অনন্তর (আগ্নীত্র অধ্বর্যুকে) বলেন^{৭২}—‘আপনি (আমার সহিত) সন্তোষণ করুন !’ (অধ্বর্যু তাঁহাকে প্রণাম করেন)—‘হে আগ্নীত্র, তিনি কি (স্বর্গে) গিয়াছেন ?’ (আগ্নীত্র বলেন)—‘তিনি গিয়াছেন ।’ (অধ্বর্যু বলেন)—‘(দেবগণকে) শ্রবণ করান !’ (আগ্নীত্র উত্তর করেন)—‘(তাঁহারা) শ্রবণ করিতেছেন !’ (অধ্বর্যু বলেন)—‘ঐষ হোতৃগণের স্বস্থান গমন ! মানবীয় (হোতৃগণের) স্বস্তি !’ অধ্বর্যুই (আবার) বলেন—‘আপনি “শাস্তি ও ভয়বিনাশ”^{৭৩} বলুন !’ (অনন্তর) তাঁহারা উভয়েই পরিশিসমূহকে (অগ্নিতে), নিক্ষেপ করেন,^{৭৪} এবং উভয়ে অক্ষুণ্ণমূহ একমুখে গ্রহণ করিয়া ক্ষ-এর উপরে স্থাপন করেন ।^{৭৫}

৪৫। অনন্তর অধ্বর্যুই (আহবনীয়ের নিকট হইতে গার্হপত্যের নিকটে) প্রত্যাবর্তন করিয়া প দ্বী সং বা জ^{৭৬} করেন এবং ঐতিপ্রহ্লাতা (সেই সমস্ত নীরবে) উপবেশন করিয়া থাকেন । অধ্বর্যু প দ্বী সং বা জ করিয়া (আহবনীয়-দেশে) আগমন করেন ।

৪৬। তিনি (অধ্বর্যু, ময়জয়ের দ্বারা) তিনটি স মি ঙ্গ ব ছু হৌ য়^{৭৭}

৭১। ১. ৭. ১. ১২ ঋত্ব্য ।

৭২। ১. ৭. ১. ২০ ইত্যাদি ঋত্ব্য ।

৭৩। ২. ৭. ২. ২৪, ১৭শ পিকা ।

৭৪। ১. ৭. ১. ২২ ।

৭৫। ১. ৭. ১. ২৩-২৬ ।

৭৬। ১. ৭. ৩. ১ ইত্যাদি ।

৭৭। ১. ৭. ৩. ২৫ ইত্যাদি ; ২. ৪. ২. ২১ ।

করেন, এবং প্রতিপ্রস্থাতা নীরবেই (দক্ষিণাশ্রিতে) অক্ষ গ্রহণ করেন ।^{৭৮} বৈশ্বদেব করিবার জন্ত বজ্রমান ও বজ্রমানপত্নী যে বসনদ্বয় পরিধান করিয়াছিলেন, এখনো তাঁহাদের তাহাই থাকিবে ।^{৭৯} অনন্তর বারুণী পয়স্তার শুরু কর্ব^{৮০} দ্বারা মিশ্রিত (হবি) গ্রহণ করিয়া (বজ্রমান, বজ্রমানপত্নী ও ঋত্বিগ্গণ) অ ব ভূ খে র^{৮১} (জলের) নিকটে গমন করেন । ইহা (এই হবি) বরুণের, (অতএব) বরুণের সম্বন্ধ নিবারণের জন্য (তাঁহারা ঐ স্থানে গমন করেন) । সেখানে সাম গীত হয় না,^{৮২} কেননা সামের দ্বারা এখানে কিছু করা হয় না । অতএব নীরবেই (অবভূখের) নিকট গমন করিয়া ও (তাহাতে) প্রবিষ্ট হইয়া (অধ্বয্য^{৮৩} সেই শুদ্ধকর্ষমিশ্রিত হবিঃপাত্রে অবভূখে) মগ্ন করিয়া দেন ।^{৮৪}

৪৭। (তিনি তাহা এই মন্ত্রে মগ্ন করেন)—“হে অবভূখ (উদক), হে নীচগামী, তুমি অত্যন্ত গমন করিয়া থাক ; তুমি (এখন) নীচে গমন কর !

৭৮। অর্থাৎ দক্ষিণবেদীর দক্ষিণাশ্রিতে প্রবাহিত আভা দ্বারা সমস্তকই ঐ তিন স যি ষ্ট-ব জু হো ন করেন । কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ২৮ ।

৭৯। অর্থাৎ বৈশ্বদেবপূর্বে বজ্রমানের নিম্নের যে কার্ণা থাকে তাহা অশ্রুতিত হইবার পূর্বেও তিনি ও তাঁহার পত্নী ঐ বসন পরিধান করিবেন । অ ব ভূ খ মানের পর এই বসন ঋত্বিগ্গণের মধ্যে কাহাকেও দিতে হয় (৪৭ কণ্ডিকা ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য) ।

৮০। দুই প্রভৃতি জল দিলে কড়ারের মধ্যে তলদেশে যে অংশ শুকাইয়া বা পুড়িয়া লাগিয়া থাকে, তাহারই নাম কর্ব । সুত্রে এই শব্দই আছে । সাম্য কাণ্ডা লিখিয়াছেন—“কামকর্ষমিজ্রং কাসোহতিপাতেন বর্ষপাত্রে সংসক্তং কুব্ বিলোখনে, কুযাত ইতি কর্বঃ কাবচ্চাসৌ কর্বচেতি ।” কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে (৫. ৫. ৩০) ঐ অর্থে নি ক া য শব্দ পণ্ডিত হইয়াছে । বৃত্তিকার তাহার অর্থ করিয়াছেন—“তাশবশাদব্ধহালীতললগ্নঃ পয়স্তারখঃ ।”

৮১। অ ব ভূ খ বান সোম বাগে প্রসিদ্ধ । সোমলিপ্ত পাত্রসমূহ ইহাতে নীচু করান হয়—ডুবাইয়া দেওয়া হয় বলিয়া ঐ জলের নাম অ ব ভূ খ । সাম্য লিখিয়াছেন—“সোমলিপ্তানি পাত্রানি অবাচীনান্তস্মিন্ ক্রিয়ন্ত ইত্যবভূখঃ”—পরবর্তী কণ্ডিকা । মহীধর লিখিয়াছেন (বা. স. ৩. ৪৮)—“অর্বাচীনানি পাত্রানি ক্রিয়ন্তে স্মিন্ যজ্ঞকিশোবে (?) সোহববভূখঃ ।” কিন্তু বাস-সেনেসিংহিতায় এই প্রসঙ্গের স্মৃতি (৩. ৪৮) আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, পাপসমূহ ইহার মধ্যে অ ব ভূ ত (নীচে বুত) হয় বলিয়া ঐ জলের নাম অ ব ভূ খ হইয়াছে ।

৮২। জঃ—৪. ৫. ৮ ।

৮৩। কা. শ্রৌ. ৫. ৫. ২৮—২৯ ;

আমি দেবগণের নিকটে ইচ্ছিয়সমূহ দ্বারা বে পাণ করিয়াছি এবং মর্ত্যগণ (ঋত্বিগ্গণ) মর্ত্যসমূহের নিকটে বে পাণ করিয়াছেন, তাহা তোমার নীচে নিক্ষিপ্ত করিতেছি! হে দেব, বহু (-দুঃখ-) প্রদ (পাপরূপ) বধ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর! ১৮০ ইহার উভয়ে (যজমান ও যজমানপত্নী) বাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকেই (পরিহিত বসনযুগল) প্রদান করিবেন; কেননা, দীক্ষিত (হইবার সময় বাহা পরিধান করিয়াছিলেন, সেই) বসনযুগল (আর পরিধেয়) নহে। ১৮১ অহি যেমন ব্রহ্ম হইতে নিষ্কৃত হয়, তিনিও (যজমানও) সেইরূপ ইহাতে (সমস্ত পাপ হইতে) নিষ্কৃত হন।

১৮১। বা. স. ৩. ৪৮; কা. শ্রো. ৫. ৫. ৩০।

১৮১। কা. শ্রো. ৫. ৫. ৩০; কাভ্যায়ন এখানে বলিয়াছেন যে, অধিকৃত অর্বাং ঋত্বিগ্গণের মধ্যে বাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিতে হইবে। ইহার পূর্বে সূত্র ও পদ্ধতিতে (৫. ৫. ৩০—৩৩) এই কয়টি কাহী উক্ত হইয়াছে:—যজমান, তাহার পত্নী, ও ঋত্বিগ্গণ পূর্বোক্ত বাক্ত্রী পয়স্তার পাক্ষিত নিকায়, সূহ, স্রব, আত্মস্থানী, সনিক, শ্রুতাবধান, ক্ষা, বহিস্টু ও পরিধেয় বস্ত্র গ্রহণ করিয়া কোন প্রবাহযুক্ত নদীপ্রভৃতি জলাশয়ের যে স্থানে জল হ্রির থাকে সেই স্থানে উপস্থিত হন। প্রবাহযুক্ত জলাশয় না পাইলে যে-কোন জলসমীপে গেলোও চলে। অনন্তর অধ্বা বাহা ধারণ করিয়া যজমানকে জলে প্রবেশ করান, এবং নিজেও প্রতিষ্ট ইয়া সূহুতে আত্মস্থানী হইতে চারিবার আত্মা গ্রহণ করিয়া জলের উপরে কুশ বিছাইয়া যেন এবং একখানি সনিক গ্রহণ করিয়া তত্ত্বগরি স্থাপন করেন এবং তাহাতে (বা. স. ৮. ২৪ মন্ত্রে) অগ্নিকে এক আহুতি হোম করেন। অনন্তর বহিভিক্স সনিকপ্রভৃতি চারিটি প্রবাহের অনুষ্ঠান করেন, অনন্তর নিকায় হইতে দুইবার অবধান করিয়া একটি আহুতি বর্ণকে এবং তদনন্তর আর একটি আহুতি এক সঙ্গে অগ্নি ও বর্ণকে দেওয়া হয়। বাজসনেয়িরণের পক্ষে ছয়টি আহুতি দেওয়াই নিয়ম। শাখাশ্বরে দশটি আহুতি দেওয়া বিধান আছে; যথা, বহিভিক্স চারিটি প্রবাহ, দুইটি আত্মস্থান, একটি বর্ণপের, একটি বর্ণ ও অগ্নির এক সঙ্গে, এবং তদনন্তর দুইটি অনুবাহ: বৃশস্রাক্ষ-অমুসারে হরিদ্রাবানী বলেন যে, এই দশাহুতিপক্ষ আঁ দি র স য় পের (৪. ৫. ২০)। এই আহুতিদান শেষ হইলে অধ্বা ঐ নিকায়স্থানীকে “হে অ ব ভূ য—” ইত্যাদি মন্ত্রে (বা. স. ৩. ৪৮) জলে ডুবাইয়া যেন। অনন্তর যজমান ও তৎপত্নী স্নান করেন, কিন্তু ডুব যেন না, এবং পরস্পর পরস্পরের পৃষ্ঠদেশ ধুইয়া যেন। অন্তঃপার উভয়ে পৃথক স্রজ পরিধান করিয়া পূর্বপরিহিত বসনযুগ ঋত্বিগ্গণের মধ্যে বাহাকে ইচ্ছা প্রদান করেন।

৫৮। অনন্তর তিনি (বলমান) কেশ ও ঋক ছেদন করিয়া অগ্নিদ্বয়কে (গার্হপত্য ও আহবনীয়কে, সমিধে) আরোপিত করিয়া^{১০} ও (উত্তরবেদি হইতে) নিষ্ক্রমণ করিয়া^{১১} ইহার (অর্থাৎ পৌর্ণমাসযাগ) দ্বারা যাগ করেন। তিনি যদি উরবেষ্মিতে অগ্নিহোত্র হোম করেন তবে তাহা ঠিক হয় না; এইজন্য তিনি নিষ্ক্রমণ করেন। তিনি গৃহ^{১২} প্রাণ হইয়া ও অগ্নিদ্বয়কে মছন করিয়া পৌর্ণমাস দ্বারা যাগ করেন। এই যে চাতুর্মাসমূহ, ইহারা বিচ্ছিন্ন^{১৩} যজ্ঞ; আর এই যে পৌর্ণমাস, ইহা সম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠিত। তিনি ইহাতে শেষে সম্পন্ন যজ্ঞের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন; এবং সেইজন্যই তিনি (সে স্থান হইতে) নিষ্ক্রমণ করেন।

১০। অর্থাৎ এবানকার অগ্নি এই সমিধে প্রবেশ করুক এই চিন্তা করিয়া সেই অগ্নির উপর সমিধকে প্রতপ্ত করেন। ইহার পারিত্যয়িক নাম স যা রো প ৭। “অগ্নিযুক্তঃ সমিধি উত্তরবেদ্যাগ্নিং সমারোপয়তি...অত্রতোহগ্নিরক্তাঃ সমিধিঃ প্রবিশতু ইতি ভাষনয়া বহৌ সমিধঃ প্রতাপনং স মা রো প ৭ নৃ—” শ্রৌতপদ্ধতিবিবচন, ১২৭ পৃঃ। এইরূপ ত্রুট্য—কা. শ্রৌ. ৫. ৩. ১ বৃতি—“গার্হ-পত্যাহবনীয়াবদী অরপোঃ সমারোহ প্রতাপনেন অরপোরোরকটো কৃৎ।”

১১। ইহার পারিত্যয়িক নাম উ দ ব সা ন। “সমারোপিতাগ্নিবদরীস্বপূর্নকং বেবয়জন-দেধাং প্রতি পুনম্ উ দ ব সা ন নৃ। ই ১৫৪ পৃঃ। “উৎপূর্নক অবলতিঃ প্রদেশান্তরপননে বর্ততে” —কা. শ্রৌ. ৫. ৩. ১ বৃতি।

১২। অর্থাৎ সাধারণ যজ্ঞশালা।

১৩। ইহারা কোন বিশেষ সময়ে অসুষ্ঠিত হইয়া বিচ্ছিন্ন; কিন্তু পৌর্ণমাস যাগ সেরূপ নহে, ইহা সব সময়েই অসুষ্ঠিত হয়। সাধারণ কলন—“দর্শপূর্ণমাসব্য চাতুর্মাসানাং অসুষ্ঠানবাহল্যাতাবাৎ তৎসম্প্রযজতম্।”

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১ বরুণপ্রদ্বাসের কালোজলের সহিত এই প্রকরণে বর্ণনীয় সা ক মে ব নামক চাতুর্দশ-পর্কের দশকৌতুহ, ইহা অব্যবহিত ছই দ্বিমে সম্পন্ন হয় ;—২ ঐ দিনঘরসাধা^১ সাক্ষমেধের পূর্ব দিবসের পূর্বাঙ্কে অ নী ক বা নু অগ্নির লজ্জা অষ্টকপালসংযুক্ত পুরোভালের বিধান ;—৩ মধ্যাহ্নে সা স্ত প ন (সস্তাপকারী) বরুণপণকে চরুতধান, তাহার প্রশংসা ;—৪ সাধ্যাহ্নে শূ হ মে ধী বরুণপণের লজ্জা চরুপাক, তাহার প্রশংসা, চরু খে দুগ্ধমিশ্রিত অন্নবরুণ হয় তাহার কারণ ;—৫ পূহসেবীয় বাগের প্রণালী, সন্তপন বরুণপণের বাগে ব্যবহৃত বেদিই এই বাগে ব্যবহৃত হইবে, পরিধিপ্রভৃতি জ্বরের তছুপরি স্থাপন, গাভীদোহন, চরুপাক, তাহাতে আজ্যদারানিক্ষেপ, এবং অগ্নি হইতে ওহা নামাইয়া নীচে স্থাপন ;—৬ শরব ও অপর ছইখানি বৃহৎপাত্র প্রস্থালন করিয়া তছুপরি ঐ চরুকে বিধা বিভক্ত করিয়া স্থাপন, তাহাতে বর্গ করিয়া আজ্যানিক্ষেপ, শ্রব ও শ্রবের সম্ব্যর্জ্জন, ঐ চরুপণ ওদন ও শ্রব-শ্রব ছইয়া বেদির নিকট আগমন, ঐ কুশাভীর্ষ বেদি স্পর্শ করিয়া অগ্নির চারিমিকে পরিধিস্থাপন, অগ্নিতে ইচ্ছান্ন কতকগুলি কাঠখণ্ডের নিক্ষেপ, বেদিতে সেই ওদন ও শ্রব-শ্রবের স্থাপন, হোতৃবদনে হোতার উপবেশন, শ্রব-শ্রব গ্রহণপূর্বক অধ্বযুর হোতাকে অগ্নির অনুবাক্য উচ্চারণের লজ্জা প্রার্থনা ;—৭ হোতার তাহা উচ্চারণ, অধ্বযুর দক্ষিণদিকে অবস্থিত বৃত্ত-আসেন গর্ভ হইতে চারিটি অবস্থানের গ্রহণ, হোতা বাজ্য উচ্চারণ করিলে ঐ হবির হোম ;—৮ সোমের অনুবাক্য ও বাজ্য উচ্চারিত হইলে অধ্বযুর ঐরূপ হবির হোম ;—৯ শূ হ মে ধী বরুণপণের হোম ;—১০ বিষ্টকৃৎ অগ্নির হোম, ই ভা ব বা ন, ই ড়ো গ হো ন, ও মার্জ্জন ;—১১-১৫ ঐ হোমেরই বিভিন্ন প্রণালী ;—১৬ ইড়াবদান, ইড়াভক্ষণ, বলমানেরা অথবা বজমানের পূর্বে উপনীত ব্যক্তিগণ ইড়াভক্ষণ করিবেন, অথবা প্রচুর ওদন হইলে অন্ন ব্রাহ্মণেরা ভক্ষণ করিতে পারেন, অশুভ হালকে আচ্ছাদিত করিয়া দক্ষীহোমের লজ্জা স্থাপন, রাত্রিতে গাভী ও বাহুরকে একস্থানে রাখিতে হয়, রাত্রিতে বহাগু ঘারা হোম, প্রাতে পিতৃকণ্ডের লজ্জা নি বা জ্ঞা গাভীর (এই ব্রাহ্মণেরই ২৭শ সীকা ব্রত্বে) দোহন ;—১৭ দক্ষীহোমের উপক্রম, দক্ষী ঘারা পূর্বোক্ত স্থানী হইতে ওদনের গ্রহণ ;—১৮ অধ্বযুর বজমানকে বলেন যে, এক্ষণ ভাবে একটি বৃষকে ভাঙ্কিতে হইবে বাহাতে ওহা ভাঙ্কিয়া উঠে, বৃষভ-ধনির প্রশংসা, বৃষ না ভাঙ্কিলে ব্রহ্মাই হোম করিবার অনুমতি দিবেন ;—১৯ হোমের মন্ত্র ;—২০ ত্রী ডা কা রী বরুণপণের পুরোভাপ হোম, বক্ষ্যমাণ ন হা হ বি নামক হোমের উপক্রম ।]

১। প্রজাপতি^২ বরুণপ্রদ্বাস^২ দ্বারা প্রজাপণকে বরুণপাণ হইতে প্রস্তুত

১। চাতুর্দশমের তৃতীয় পর্কের নাম সা ক মে ব, এই প্রকরণে তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

২। বরুণপ্রদ্বাসে উৎকর্ষিত অনেকগুলি বাধ আছে বলিয়া স্থলে এখানে বহুবচন আছে। এই কতিকাতেই পরবর্তী সা ক মে ব শব্দে বহুবচনেরও ইহাই কারণ।

করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রজাবৃদ্ধ রোগহীন ও পাণহীন হইয়া জাত হইয়াছিল, আর এই সা ক মে ধ দ্বারা দেবগণ বৃত্তকে বধ করিয়াছিলেন, এবং এই যে ইহাদের বিজয় রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা ইতারই দ্বারা জয় করিয়াছিলেন। ইনি (বজ্রমান) ইহা (সাকমেধ) দ্বারা এইরূপেই ঘেবকারী পাঁচ শতকে বধ করেন, এবং সেইরূপেই বিজয় লাভ করিয়া থাকেন। সেইজন্যই ইনি (বজ্র-প্রদাসের) চতুর্থ মাসে ঠহা (সাকমেধ দ্বারা) বাগ করেন। তিনি অব্যবহিত দুইদিন যাগ করিয়া থাকেন।

২। তিনি পূর্নদিন অ নী ক বা ন্ অগ্নিকে অষ্টকপাল সংস্কৃত পুরোডাশ প্রদান করেন।^১ দেবগণ বৃত্তকে বধ করিবার ঈশ্র অগ্নিকেই অনীক (অগ্র অর্থাৎ অগ্রগামী) করিয়া সম্মুখে তাহার নিকট গমন করিয়াছিলেন, এবং তেজঃস্বরূপ অগ্নি (গাহাতে) ব্যাধিত হন নাই। ইনি (বজ্রমান) এইরূপেই ইহার দ্বারা পাঁচ ও ঘেবকারী শতকে বধ করিবার ঈশ্র অগ্নিকে অনীক করিয়া সম্মুখে গমন করেন, এবং সেই তেজোরূপ অগ্নিতে ব্যাধিত হন না।

৩। অনন্তর তিনি মধ্যাহ্নে সান্ত্বপনং মন্ত্রদ্বয়কে একটি চক্র প্রদান করেন। সান্ত্বপন মন্ত্রদ্বয় মধ্যাহ্নে বৃত্তকে সংস্কৃত করিয়াছিলেন, এবং সে

৩। বৈদিক সাহিত্যে অ নী ক শব্দের অর্থ স্থানে স্থানে মনুষ্য বা মণ্ডল সেবা দ্বারা, আবার কোন কোন স্থানে তাহার অর্থ অগ্নি নির্দিষ্ট হইয়াছে। “অনীকশব্দঃ অগ্রবাচী”—সায়ণ, অথ. স. ৭. ৩৬. ১। শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত (৩. ৩. ২, ১৪৫. ২. ৫. ২) এই অর্থই বোধ হয়। কখন কখন আবার সৈন্ত অর্থ করা হয় (সায়ণ, তৈ. ব্রা. ১. ৩. ৩. ১; তৈ. স. ১. ৮. ৪. ১)। সায়ণ, আর এক স্থানে (তৈ. স. ১. ২. ১১) লিখিয়াছেন—“অনীকশব্দঃ বাগন্ত প্রথমভাগং কাঠমাচাঠে, লগ্যলকো লোহং, তেজশশব্দন্তগ্রন্থ।” বৃহৎ ব্রাহ্মণেরই অন্তর্ভুক্ত (৫. ৩. ১) ইহার অর্থ সেনানী করা হইয়াছে। এখানে অগ্নি, সৈন্ত, বা সেনানী অর্থ করিতে পারা যায়। এখানে অগ্নি বলিতে অগ্নির শিখা বুঝিতে হইবে।

৪। সাকমেধের পূর্নদিন প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াকে একটি একটি করিয়া ইষ্ট করিতে হয়। এখানে প্রাতঃকালের ইষ্ট বিহিত হইল।

৫। অর্থাৎ সন্তানকারী।

খাস-প্রখাস করিতে করিতে পরিদীর্ণ হইয়া* উইয়া পড়িয়াছিল। সান্ত্বনন মরুদগণ এইরূপই ইহার (বজ্রমানের) পাণ ও বেবকারী শত্রুকে সন্তুষ্ট করেন ; এবং সেইজন্ত (তিনি) সান্ত্বনন মরুদগণকে (চক্র প্রদান করেন)।

৪। অনন্তর তিনি (সারাহে) গৃহ মে বী (গৃহস্থ) মরুদগণের জন্ত (পলাশ) শাখা দ্বারা বৎসগণকে (গাভীর নিকট হইতে) অগ্নিস্রব করিয়া (ও তদনন্তর) প বি অ যুক্ত (পাত্রে হুঙ্ক) দোহন করিয়া* তাহা দ্বারা চক্র পাক করেন ; তাহা চক্রই হইয়া থাকে। তাঁহারা যে-কোন স্থানে তণ্ডুল নিক্ষেপ করেন, তাহাই সার হয় ; এবং দেবগণ প্রাতে ব্রহ্মকে বধ করিবার জন্ত (পূর্ব-দিন সারাহে) তাহা ধারণ করিয়াছিলেন। ইনি (বজ্রমান) এইরূপই পাণ ও বেবকারী শত্রুকে বধ করিবার জন্য সার ধারণ করেন। তাহা (সেই চক্র) যে ক্ষীরোদন** হয়, তাহার কারণ এই যে, হুঙ্ক সার এবং তণ্ডুলও সার ; এবং তিনি ইহাতে এই উভয় সারকে নিজের মধ্যে ধারণ করিতে পারেন ; এবং সেই জন্তই ক্ষীরোদন হইয়া থাকে।

৫। তাহার* প্রয়োগ (এইরূপ):—সান্ত্বনন মরুদগণের জন্ত যে (কুশ-) আত্মীর্ণ বেদি হয়, তাহাই (এই গৃহবেদীর ইষ্টিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে)। তাঁহারা সেই আত্মীর্ণ বেদিতে প রি বি সমূহ ও কাটবৎসমূহ উপস্থাপিত করেন, এবং (গাভী) দোহন করিয়া চক্র পাক করেন, চক্র পাক করিয়া তাহাতে আভ্যধারা নিক্ষেপপূর্বক (অগ্নি) হইতে উঠাইয়া রাখেন।

* ৬। অনন্তর তাঁহারা ছইধানি শরাব (‘‘পিশিল’’) অথবা ছইধানি বৃহৎ ও গভীর পাত্রে** (জলে খুইয়া) গুচ্ছ করেন, এবং সেই ছইধানিতে ইহা (চক্র) ছইভাগে (বিভক্ত) করিয়া স্থাপন করেন। তিনি (অধ্বযুঁ) তাহাদের মধ্যে (বৃত্ত-আসেচনের জন্ত) এক-একটি গর্ভ করিয়া তন্মধ্যে দ্রুত আসেচন করেন।**

৬। সর্কোভাবে কাটিয়া দিয়া।

৭। ১. ৫. ১ ইত্যাদি।

৮। ক্ষীর—হুঙ্ক, ওদন—অন্ন, হুঙ্কবিভিত অন্ন।

৯। অর্থাৎ গৃহবেদীর বাসেয়।

১০। ‘‘পাত্রে’’ ; ‘‘বহুভোনিরয়োঃ পাত্রে’’—কা. ভৌ. ৫. ৬. ১১, বৃত্তি।

১১। কা. ভৌ. ৫. ৬. ১২।

অনন্তর তিনি ঋক্ ও ঋককে সম্বাদ্বন্দন করেন ও ঐ (দ্বিধাবিভক্ত) ওদনবর গ্রহণপূর্বক উষ্টিয়া (বেদির নিকট) আগমন করেন ; তিনি ঋক্ ও ঋব গ্রহণপূর্বক উষ্টিয়া (পুনর্বার বেদির নিকট) আগমন করেন । এই বে কুশ-আত্মীর্ণ বেদি, তিনি ইহাকেই স্পর্শ করিয়া ও (অগ্নির) চারিদিকে পরিধিসমূহ স্থাপন করিয়া, ১৭ বতগুলি ইচ্ছা করেন তত্তগুলি কাষ্ঠখণ্ড (ঐ অগ্নির উপরে) স্থাপিত করেন । অনন্তর তিনি ঐ ওদনবর, এবং ঋব ও ঋককে (সেই বেদিতে) স্থাপিত করেন । হোতা নিজের উপবেশনস্থানে (“হোতৃ-বদন”) উপবেশন করেন ; এবং তিনি (অধ্বর্যু) ঋক্ ও ঋব গ্রহণ করিয়া বলেন—

৭। ‘আগ্নের আজ্যতাপ লক্ষ্য করিয়া অগ্নির অনুবাক্য উচ্চারণ করুন !’ তিনি দক্ষিণস্থিত ১৮ ওদনের দ্বত-আসেচন গর্ত হইতে আগ্নেয় চারি অবদান গ্রহণ করিয়া (হোমের জন্য দক্ষিণদিকে) গমন করেন, গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্বক বলেন—‘অগ্নির বাজ্য উচ্চারণ করুন !’ এবং বযট্কার উচ্চারিত হইলে (তাহা) হোম করেন ।

৮। অনন্তর তিনি বলেন—‘সোমের অনুবাক্য উচ্চারণ করুন !’ তিনি উত্তরস্থিত ওদনের দ্বত-আসেচন গর্ত হইতে আগ্নেয় চারি অবদান গ্রহণপূর্বক, (হোমের জন্য দক্ষিণ দিকে) গমন করেন ; গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বান পূর্বক বলেন—‘সোমের বাজ্য উচ্চারণ করুন !’ এবং বযট্কার উচ্চারিত হইলে (তাহা) হোম করেন ।

৯। অনন্তর তিনি বলেন—‘গৃহমেধী মরুদগণের অনুবাক্য উচ্চারণ করুন !’ তিনি দক্ষিণস্থিত ওদনের দ্বত-আসেচন গর্ত হইতে তদবস্থিত আজ্য (গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা জুহুর মধ্যদেশ) উপস্থিত (আচ্ছাদিত অর্বাং লিপ্ত) করেন, এবং (তাহাতে) তাহার (দক্ষিণস্থিত ওদনের) ছুই অবদান গ্রহণপূর্বক তদুপরি আজ্যধারা নিক্ষেপ করেন ; অনন্তর (হোমের জন্য দক্ষিণ দিকে) গমন

করিয়া (হোতাকে) আহ্বান করিয়া বলেন—‘গৃহবেশী মঙ্গলদায়ক বাখ্যা উচ্চারণ করুন।’ এবং বসট্কার উচ্চারিত হইলে (তাহা) হোম করেন।

১০। অনন্তর তিনি বলেন—‘স্বিষ্টকৃত্য অগ্নির অম্বাবাক্যা উচ্চারণ করুন।’ তিনি উত্তরস্থিত ওদনের দ্বত-আসেচন গৰ্ভ হইতে তদবস্থিত আজ্য (গ্রহণ করিয়া তাহা জুহুর উপরে) উপস্থিত করেন, এবং (তাহাতে) তাহার (উত্তরস্থিত ওদনের) দুই অবদান গ্রহণ করেন ও তাহাতে আজ্যদ্বারা নিক্ষেপ করেন। অনন্তর তিনি (হোমের দ্বন্দ্ব দক্ষিণ দিকে) গমন করেন, গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্বক বলেন—‘স্বিষ্টকৃত্য অগ্নির দ্বাক্যা উচ্চারণ করুন।’ এবং বসট্কার উচ্চারিত হইলে (তাহা) হোম করেন। অনন্তর তিনি ইড়া অবদান করেন,^{১৪} প্লা শি ব্র^{১৫} নহে। অতঃপর তাঁহার (ই ডা কে) উপহৃত করিয়া (নিজেকে) মার্জন করেন।^{১৬} ইহা এক পদ্ধতি।

১১। আর দ্বিতীয় (পদ্ধতি) এই :—সাত স্ত প ন মঙ্গলদায়ক জন্য বাহা (হইয়াছিল), সেই (বর্হি-) আত্মীর্ষ বেদিই (এখানে ব্যবহৃত হয়)। তাঁহার সেই (বর্হি-) আত্মীর্ষ বেদিতেই পরিধি ও (কাঠ-) খণ্ডসমূহ উপস্থাপিত করেন, এবং তিনি সেইরূপে (পূর্ববৎ গাভী) দোহন করিয়া চক্ষু পাক করেন, এবং সেই সময়েই (দক্ষিণাগ্নির উপরে আজ্যস্থানীতে) প্রতিনিধিরূপ উপকারক^{১৭} আজ্যকে স্থাপিত করেন। তিনি (চক্ষু) পাক করিয়া ও তাহাতে আজ্যদ্বারা পাত করিয়া (অগ্নির উপর হইতে) উঠাইয়া স্থাপন করেন এবং তাহা (আজ্য দ্বারা) লিপ্ত করেন। (অনন্তর) তিনি (আজ্য-) স্থানীস্থিত আজ্যকে (অগ্নির উপর হইতে) উঠাইয়া স্থাপন করেন, এবং ঋব ও ঋক্ সম্বার্জন করেন। তাহার পর তিনি স্থানীসহিতই চক্ষুকে গ্রহণপূর্বক উঠিয়া (বেদিতে) আগমন করেন, স্থানীসহিতই আজ্যকে গ্রহণপূর্বক উঠিয়া আগমন করেন, এবং ঋব ও ঋক্কে গ্রহণ করিয়া আগমন করেন। (অনন্তর) তিনি এই (পূর্বোক্ত) আত্মীর্ষ বেদি স্পর্শপূর্বক পরিধিসমূহকে (আহবনী

১৪। ১. ৩. ৩. ১১, ৩ টিকা; কা. বৌ. ৫. ৩. ২৩।

১৫। ১. ৩. ২. ৮, ৩ টিকা।

১৬। ১. ৩. ৩. ১৮ ইত্যাদি, ৪৩।

১৭। ভূগঃ—“প্রতিবেশমোক্ষন”—আপ. বৌ. ৮. ১০. ১০।

অগ্নির) চারিদিকে স্থাপন করিয়া, যে করখানি ইচ্ছা করেন, সেই করখানি (কার্ভ) খণ্ড (ঐ অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন । তিনি (ভবনস্তর বখাহানে) স্থালী সহিতই চক্র স্থাপন করেন, স্থালীসহিতই আজ্য স্থাপন করেন, এবং স্রব ও স্রব্ধ স্থাপন করেন । হোতা হোতৃবদনে (হোতার উপবেশনস্থানে) উপবেশন করেন, এবং তিনি (অম্বযু) স্রব ও স্রব্ধ গ্রহণ করিয়া (হোতাকে) বলেন—

১২। আগ্নেয় আজ্যভাগের উদ্দেশে ‘অগ্নির অম্ববাক্যা উচ্চারণ করুন !’ তিনি স্থালীর আজ্যের চারি অবদান গ্রহণ করিয়া (আহবনীর অগ্নির যজ্ঞতিস্থানে) গমন করেন ; গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বান করিয়া বলেন— ‘অগ্নির বাজ্যা উচ্চারণ করুন !’ অনস্তর বযট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি (তাহা) হোম করেন ।

১৩। অনস্তর তিনি সোমের আজ্যভাগ লক্ষ্য করিয়া বলেন— ‘সোমের অম্ববাক্যা উচ্চারণ করুন !’ তিনি স্থালীরই আজ্যের চারি অবদান গ্রহণ করিয়া (যজ্ঞতিস্থানে) গমন করেন ; গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বান করিয়া বলেন— ‘সোমের বাজ্যা উচ্চারণ করুন !’ অনস্তর বযট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি (তাহা) হোম করেন ।

১৪। অনস্তর তিনি (হোতাকে) বলেন— ‘গৃহমেধী মরুৎগণের অম্ববাক্যা উচ্চারণ করুন !’ তিনি তাহার পর (বৃহতে) আজ্য উপভূত করেন । অনস্তর এই চক্র হইতে তিনি দুইটি অবদান গ্রহণ করেন, (তাহার) উপরে আজ্যধারা নিক্ষেপ করেন, এবং অবদান-স্থানকে (অর্থাৎ চক্রের যে স্থান হইতে অবদান করেন, সেই স্থানকে আজ্য দ্বারা) লিপ্ত করেন । তাহার পর তিনি (যজ্ঞতিস্থানে) গমন করেন ; গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্বক বলেন— ‘গৃহমেধী মরুৎগণের বাজ্যা উচ্চারণ করুন !’ অনস্তর বযট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি (তাহা) হোম করেন ।

১৫। অনস্তর তিনি (হোতাকে) বলেন— ‘স্বিষ্টকৃৎ অগ্নির অম্ববাক্যা উচ্চারণ করুন !’ তিনি তাহার পর (বৃহতে) আজ্য উপভূত করিয়া থাকেন । অনস্তর এই চক্র হইতে তিনি একটি অবদান গ্রহণ করেন, ও (তাহার) উপরে দুইবার আজ্যধারা নিক্ষেপ করেন, (কিন্তু) তিনি (এইবার) অবদান-স্থানকে (আজ্য দ্বারা) লিপ্ত করেন না । অনস্তর তিনি (যজ্ঞতিস্থানে) গমন করেন ;

গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্বক বলেন—“অষ্টকুণ্ড অগ্নির বাজ্যা উচ্চারণ করুন!” অনন্তর ববট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি (তাহা) হোম করেন।

১৬। অনন্তর তিনি ইড়া অবদান করেন, প্রা শি জ নৃহে। তাঁহার। (ঋত্বিগ্গণ,^{১৬} ইড়াকে) উপহৃত (সমীপে আহ্বান^{১৭}) করিয়া ভক্ষণ করেন।^{১৮} (যজ্ঞমানের) গৃহে বসন্তগুলি লোক হবির অবশিষ্টে (অংশ) আশা করিতে পারেন,^{১৯} ততগুলিই ভক্ষণ করিবেন; অথবা ঋত্বিকেরা ভক্ষণ করিবেন; অথবা যদি বহু ওদন থাকে, তবে অপর ব্রাহ্মণেরা ভক্ষণ করিবেন।^{২০} অনন্তর তাঁহার। অরিক্ত^{২১} স্থালীকে আচ্ছাদিত করিয়া পূর্ণ দর্শী^{২২} কার্ণোর জন্ত (কোন সুরক্ষিত স্থানে) স্থাপন করেন। অনন্তর (সেই রাত্রিতে) তাঁহার। মাতৃগণের সহিত (গো-) বৎসগুলিকে সংবত করেন; শতগণ ইহাতে নিজের মথো সার ধারণ করিতে পারে। তিনি এই রাত্রিতে যবাগু দ্বারা অগ্নিহোত্র হোম করেন। তিনি প্রাতে পিতৃযজ্ঞের জন্ত নি বা ন্য^{২৩} গাভীকে দোহন করিবেন।

১৭। অনন্তর প্রাতে (অগ্নিহোত্র) হত হইলে, বা না হইলে, যেরূপ তিনি ইচ্ছা করেন সেইরূপই, ঐ অরিক্ত স্থালীর (ওদন) দর্শী দ্বারা (এই মন্ত্রে) গ্রহণ করেন—“হে দর্শী, তুমি পূর্ণা হইয়া উৎকৃষ্টা হইয়া গমন কর, আবার

১৮। কা. শ্রো. ৫.৩.২২।

১৯। ১.৩.৩.১৮।

২০। ১.৩.৩.৩৩—৩৯।

২১। অর্থাৎ বাহ্যে উপনয়ন হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তি। কা. শ্রো. ৫.৩.৩০।

২২। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণমতে (১.৩.৭.১) গরুর জন্ত ইড়ার প্রতিনিধিরূপে অপর অন্ন পাক করা হইয়া থাকে। এই অন্ন দক্ষিণাশ্রিতে পাক করা হয়, আপ. শ্রো. ৮. ১০. ১০।

২৩। অর্থাৎ ইড়াকে বাহা হইতে অবদান করা হইয়াছিল ঐ চরকে কিঞ্চিৎ পাত্রেই রাখিয়া দিতে হইবে। কা. শ্রো. ৫.৩.৩১।

২৪। বুল “পূর্ণদর্শী,” যে কার্ণো দর্শী অর্থাৎ হাতা আলা দ্বারা পূর্ণ করা হয়, তাহার নাম পূর্ণদর্শী, অর্থাৎ ২ বি হো ব; ইহার বিবরণ পরে উক্ত হইবে; ১৭শ কণ্ডিকা ব্রহ্মব্য।

২৫। বৎস হৃত হইলে যে গাভীকে অন্য গাভীর বৎস দ্বারা বোহন করা যায় তাহার নাম নি বা জা।

পূৰ্ণা হইয়া আগমন কর ! হে শতকৰ্মকারী (“শতকৰ্ম” ইন্দ্র), আমরা/উভয়ে
যেন ধনেন্দ্র দ্বারা অন্ন ও রসকে বিক্রয় করি !”^{১৬} যেমন পুরোহিতবাক্য দ্বারা
(আহ্বান করা হয়), সেইরূপই তিনি ইহারই দ্বারা ইহাকে (ইন্দ্রকে) এই
ভাগের জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন ।^{১৭}

১৮। অনন্তর তিনি (অশ্বযুঁ, যজ্ঞমানকে) শ্বভ (বলীবর্দ) আহ্বান
করিবার জন্য বলিবেন ।^{১৮} কেহ কেহ বলেন—‘সে (শ্বভ) যদি শব্দ করে, তবে
তাহাই বযট্কার (বলিয়া গণ্য হইবে) ; এবং সেই বযট্কার (উচ্চারিত)
হইলে তিনি তাহা হোম করিবেন ।’^{১৯} তিনি ইহাতে বৃদ্ধবধের জন্ত ইন্দ্রকেই
(ঠাঁহার) স্বীয়রূপে আহ্বান করিয়া থাকেন ; এই যে শ্বভ, ইহা ইন্দ্রেরই
রূপ ; অতএব তিনি ইহাতে বৃদ্ধবধের জন্য ইহাকে (ইহার) স্বীয় রূপেরই
দ্বারা আহ্বান করেন । সে (শ্বভ) যদি শব্দ করে, তবে তিনি জানিবেন যে,
‘ইন্দ্র আমার যজ্ঞে আগমন করিয়াছেন, আমার যজ্ঞ স-ইন্দ্র হইয়াছে ;’ আর সে
যদি শব্দ না করে, তাহা হইলে দক্ষিণদিকে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণই (অর্থাৎ ব্রহ্মাই)^{২০}
বলিবেন যে, ‘হোম করুন !’ এবং তাহাই ইন্দ্রের (আহ্বানোচিত) বাক্য
হইবে ।

১৯। তিনি (তাহা এষ্ট মন্ত্রে) হোম করেন—“তুমি আমাকে দান কর,
আমি তোমাকে দান করি ! তুমি আমার জন্য নিহিত (স্থাপিত) কর, আমি

২৬। বা. স. ৩.৪৯; কা. শ্রৌ. ৫. ৬. ৩৬। অনুবায় সাধারণ ও মহাবর অনুসারে। শেবাংশের
তাপপথ এই যে, লোকের যেমন ধন দ্বারা জব্য বিনিময় করে, আখরাও সেইরূপ করিতেছি; আমি
তোমাকে ঐ অবশিষ্ট গুহন দিতেছি; আর তুমি তাহার পরিবর্তে অন্ন ও রস আমাকে দিবে।

২৭। পূর্বে সা জ্ঞ প ন বসুধপণ ও গৃ হ সে বী বসুধপণের ইষ্টির কথা বলা হইয়াছে, ঐ দুই
ইষ্টিকে বধাক্রমে সা জ্ঞ প নী রা ও গৃ হ সে বী রা বলিয়া ব্যক্তিকরণ ব্যবহার করিয়া গণেন।
কেহ কেহ দ বি হো ম কে বৃহসেবীয়া ইষ্টিরই অন্ন বনে করা হয়।

২৮। যেক্রমে আহ্বান করিলে বাক্যটি ডাকিয়া উঠে, সেইরূপভাবে আহ্বান করুন,—ইহাই
এখানে তাপপথ, কা. শ্রৌ. ৫. ৬. ৩৭।

২৯। ঠে. ব্রা. ১. ৬. ৭. ৫।

৩০। কা. শ্রৌ. ৫. ৬. ৩৯।

ভোমার জন্য নিহিত করি! তুমি আমাকে (ফলের) মূল্য দিবে, এবং আমি তোমাকে (হবির) মূল্য দিই।”৩১

২০। অনন্তর তিনি ক্রীড়া কারী মরুদগণকে সম্ভবশাণে সংযুক্ত পুরোডাশ প্রদান করেন। ইন্দ্র যখন বৃদ্ধকে বধ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন, তখন ক্রীড়াকারী মরুদগণ সংকার করিতে করিতে তাঁহার চারিদিকে ক্রীড়া করিয়াছিলেন; ইনি (যজমান) যখন ঘেবকারী পাশ শব্দকে বধ করিবার জন্য প্রস্তুত হন, তখন তাঁহারা সেইরূপই ইহার চারিদিকে ক্রীড়া করিয়া থাকেন; এই জন্যই তিনি ক্রীড়াকারী মরুদগণকে (পুরোডাশ প্রদান করেন)।”৩২
অনন্তর ম হা হ বি র হৈ (প্রয়োগ অল্পাধিক হয়); (পুরোক্ত) ম হা হ বি র (বরুণ প্রযাসের, অল্পাধিক) বরুণ (উক্ত হইয়াছে), ইহারও সেইরূপ (হইয়া থাকে)।”৩৩

৩১। বা, ম. ৩. ৫০; কা. শ্রো. ৫. ৩. ৫০।। বহুধর বলেন এই কয়েক পূর্বোক্ত ইন্দ্রের, ও অপসারি বজ্রমণ্ডলের উক্তি; সারণ সমস্ত মন্তব্যকেই ইন্দ্রের উক্তি বলেন।

৩২। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ৩. ৭. ৫) উক্ত হইয়াছে, ইন্দ্র বৃদ্ধকে গ্রহণ করিয়া ঠিক দ্বারিতে পারিয়াছেন কি না মনে হওয়ার দূরে পলায়ন করেন এবং ভাবেন যে, কে তাহা জানিবে। মরুদগণ সেই সময় বলিল যে, ইন্দ্র যদি তাঁহাদিগকে প্রথমহবির্দানরূপ বর প্রদান করেন, তবে তাঁহারা ই জানিয়া যিবেন। তখন অন্তর তাঁহারা তাহার (বৃদ্ধের) নিকট ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

৩৩। পূর্বোক্ত বরুণপ্রযাসে (২. ৪. ২. ৮—১১) যে পাঁচটি হবির কথা উক্ত হইয়াছে; বাক্যমাণ ম হা হ বিঃ সেইরূপভাবেই অল্পাধিক। বাক্যমাণ মহাবিতে পূর্বোক্ত আধের প্রভৃতি পাঁচটি ভিন্ন আরো তিনটি অধিক হবি হয়, যথা,—ঐন্দ্রায় পুরোডাশ, বাহেস্ত চরু, ও বৈষকর্ষণ এককণ্ঠ্য পুরোডাশ। কা. শ্রো. ৫. ২. ৭—১০।

পঞ্চম প্রপাঠক

প্রথম ভাষণ

[১ ম হা হ বি র প্রশংসা, দেবগণ তাহা দ্বারা কৃতকে বধ করিয়াছিলেন ;—২ উত্তরবেদির উপা-
পন, পৃথ্বীজাগ্রহণ, অগ্নিসম্বন, নরটি প্রবাক ও নরটি অনুবাকের এবং তিনটি সমিষ্টযজুর বিধান,
ইহতে প্রথমে আধেয়ামি পূর্বোক্ত পাঁচটি হবি হয় ;—৩ আগ্নেয় পুরোডাশের বিধি ও প্রশংসা ;—৪
সৌম্যের চরুবিধান ও তাহার প্রশংসা ;—৫ সবিত্রের পুরোডাশের বিধান ও তাহার প্রশংসা ;—৬
সরস্বতীর চরুবিধান ও তাহার প্রশংসা ;—পুষ্যের চরুবিধান ও তাহার প্রশংসা ;—৮ ইন্দ্রাগ্নির পুরো-
ডাশ-বিধান ও তৎপ্রশংসা ;—৯ যজুস্বের চরুবিধান ও তৎপ্রশংসা ;—১০ বিবস্বতীর পুরোডাশ-
বিধান ও তৎপ্রশংসা ;—১১ মহাহবির্বিধের প্রশংসা ।]

১। দেবগণ ম হা হ বি র ই দ্বারা কৃতকে বধ করিয়াছিলেন ; তাঁহাদিগের
এই যে বিজয় রক্ষিয়াছে, তাহা তাঁহারা ইহারই দ্বারা জয় করিয়াছিলেন ; সেই
রূপই ইনি (যজুমান) ইহা দ্বারা দেবকারী পাপ শত্রুকে বধ করেন, ও সেই-
রূপই বিজয় প্রাপ্ত হন ; এবং সেই জন্যই তিনি ইহার দ্বারা যাগ করিয়া
থাকেন ।

২। তাহার অমৃতান (উক্ত হইতেছে) :—তাঁহার উত্তরবেদিকে উপ-
ক্লিপ্ত (উপাণিত) করেন,^১ পৃথ্বীজা গ্রহণ করেন,^২ এবং অগ্নি সম্বন করেন ।
এখানে নরটি প্রবাক ও নরটি অনুবাক,^৩ এবং তিনটি সমিষ্টযজুঃ হইয়া থাকে ।
ইহাতে (প্রথমে) ঐ (পূর্বোক্ত আধেয়ামি) পাঁচটি হবি হয় ।^৪

৩। (এখানে) যে সেই অষ্টকপালে সংস্কৃত আগ্নেয় পুরোডাশ তইয়া
থাকে, (তাহার কারণ এই যে, দেবগণ) এই তেজোরূপ অগ্নিরই দ্বারা ইহাকে
(ব্রহ্মকে) বধ করিয়াছিলেন ; এবং সেই তেজোরূপ অগ্নি (ইহাতে) ব্যথিত
হয় নাই ।^৫

১। ২. ৪. ৭. ৩।

২। ২. ৪. ৭. ৪।

৩। ২. ৪. ২. ৮—১১। কা. শ্রৌ. ৫. ১, ৫—১ ; ৫. ৭. ১১।

৪। ২. ৪. ৭. ২।

৮। অনন্তর সোমের অন্য যে চক্র হয়, (তাহার কারণ এই যে), তাঁহাদের (দেবগণের) রাজ্য ছিলেন সোম, এবং তাঁহারা রাজ্য সোমেরই দ্বারা ইহাকে (বৃত্তকে) বধ করিয়াছিলেন ; সেই জন্যই সোমের অন্য চক্র হইয়া থাকে ।

৯। অনন্তর সন্ধ্যার জন্য যে দ্বাদশ বা অষ্টাদশ কপালে সংযুক্ত পুরো-
ডাশ হইয়া থাকে, (তাহার কারণ এই যে), সন্ধ্যা দেবগণের প্রেরক, এবং
তাঁহারা (দেবগণ) সন্ধ্যা দ্বারা প্রেরিত হইয়াই ইহাকে বধ করিয়াছিলেন ;
সেই জন্য সন্ধ্যার (পুরোডাশ) হইয়া থাকে ।

১০। অনন্তর সরস্বতীর জন্য যে চক্র হয়, (তাহার কারণ এই যে), বাকুই
(বাকাই) সরস্বতী, এবং বাকুই (ইন্দ্রকে বৃত্ত বধের জন্য এই বলিয়া) অহু-
মোদন করিয়াছিলেন যে, “(ইহাকে) প্রহার কর ! বধ কর ! ” সেই জন্য সর-
স্বতীর চক্র হইয়া থাকে ।

১১। অনন্তর পূবার জন্য যে চক্র হয়, (তাহার কারণ এই যে), এই পৃথিবীই
পূবা,* এবং ইনিই (পৃথিবী) ইহাকে (বৃত্তকে) বধের জন্য (ইন্দ্রের নিকটে)
দিয়াছিলেন, তাঁহারই দ্বারা প্রদত্ত ইহাকে (বৃত্তকে) তাঁহারা (দেবগণ) বধ
করিয়াছিলেন ; সেই জন্যই পূবার চক্র হইয়া থাকে ।

১২। ইহার পর ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য দ্বাদশ কপালে সংযুক্ত পুরোডাশ হইয়া
থাকে ; কেননা, ইহারই দ্বারা তাঁহারা ইহাকে বধ করিয়াছিলেন, কারণ, অগ্নি
তেজঃস্বরূপ এবং ইন্দ্র স্বপ্রদত্ত* বীৰ্য্যস্বরূপ ; তাঁহারা এই উভয়েরই দ্বারা ইহাকে
বধ করিয়াছিলেন । অগ্নি ব্রাহ্মণজাতি, এবং ইন্দ্র কজ্জিরজাতি ; তাঁহারা সেই
উভয়কে অধলঙ্ঘন করিয়া,—ব্রাহ্মণ ও কজ্জিরজাতিকে সংযুক্ত (বা পরস্পর
সহায়ভূত) করিয়া সেই উভয় বীৰ্য্যের দ্বারা ইহাকে বধ করিয়াছিলেন । সেই
জন্য ইন্দ্র ও অগ্নির জন্য দ্বাদশ কপালে সংযুক্ত পুরোডাশ হইয়া থাকে ।

১৩। অনন্তর য হে জে র জন্য চক্র হয় । বৃত্তবধের পূর্বে ইনি ইন্দ্র ই
ছিলেন, তাহার পর, যেমন (কোন রাজা) বিজয়ী হইয়া য হা রা জ হয়, ইনিও

* । এখানে পূবাতে (পূ) পৃথিবীর সহিত অভিন্ন করা হইয়াছে । এই অভিন্ন সম্বন্ধে সারণ
বলিয়াছেন যে, পৃথিবী ভূতসমূহকে গো ব ণ ককেন বলিয়া তাহা পূ বা ।

১ । “ইন্দ্রিয়া ;” “ইন্দ্রলিঙ্গ ইন্দ্রেণ লভ্যমিতি”—সারণ ।

সেইরূপ য হে জ্ঞ হইরাছেন ; এই জনা য হে জ্ঞে র চক্র হইয়া থাকে । তিনি ইহাতে বুকের ব্যবহার জন্য ইহাকে (ইন্দ্রকে) মহানুই করিয়া থাকেন ; এবং সেই জনাই য হে জ্ঞে র চক্র হয় ।

১০। অনন্তর বিশ্বকর্মার জন্য এক কপালে সংকৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে । সা ক মে ষ দ্বারা বাগ করিয়া বিজয়ী দেবগণের ইহার দ্বারা সমস্ত (বি ষ) কার্যই (ক র্ম) করা হইয়াছিল, এবং সমস্তই জয় করা হইয়াছিল ; যিনি সা ক মে ষ দ্বারা বাগ করিয়া বিজয়ী হন, তাঁহার সমস্ত কর্মই করা হয়, এবং সমস্তই জয় করা হয় । সেই জনাই বিশ্বকর্মার এক কপালে সংকৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে ।

১১। দেবগণের এই যে উৎকৃষ্ট জাতি ও শ্রী রহিয়াছে, তাহা তাঁহার এই যজ্ঞেরই দ্বারা বাগ করিয়া প্রাপ্ত হইরাছেন । যিনি এইরূপ জানিয়া এই যজ্ঞের দ্বারা বাগ করেন, তিনি সেট উৎকৃষ্ট জাতিকেই উৎপাদন করেন, এবং সেই শ্রীকে প্রাপ্ত হন । সেই জনা তিনি ইহা দ্বারা বাগ করিবেন ।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

[১ দেবগণ মহাহবি দ্বারা কৃত্রকে বধ করেন, এবং সেই সংগ্রামে হত দেবগণকে তাঁহার পিতৃ-
 বজ্রের দ্বারা জীবিত করিয়াছিলেন;—২ কৃত্রের সহিত যুদ্ধে দেবগণের মধ্যে বীর্ষেরা বিজয়ী ছিলেন,
 তাঁহার বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-ঋতুগণ, আর বীর্ষাদিবকে পরে জীবিত করা হইয়াছিল তাঁহার শরৎ-হেমন্ত-
 শিশির-বরুণ;—৩ পিতৃবজ্র করিবার হেতু ও কাল;—৪ সোম বা ন পিতৃগণ অথবা পিতৃমান
 সোমের দ্বয় কপালে সংস্কৃত পুরোভানের বিধি ও তাহার যুক্তি;—৫ বহিঃবৎ পিতৃগণের জন্ত
 দক্ষিণাশ্রিতে প্রস্তুত হানার ছইতাৎ করিয়া একতাৎ সেবণ করিতে হয়, এবং অপরাহ্নে অপিত্তি থাকে,
 এই অপিত্তিতাপই পিতৃগণকে প্রবেশে;—৬ নিবাস্তা গাতীর হৃদে ভূষ্ট বর্চুৎ মিশ্রিত ও আলোড়িত
 করিলে যত্ন হয়, অগ্নি বা স্ত পিতৃগণের জন্ত এই মহের বিধান;—৭ পিতৃগণের পূর্কোক্ত বিধি
 সংজ্ঞার বাখ্যা;—৮ পাইশত্যের পশ্চিমে অক্ষয়্যুর বটুকশাল-পুরোভান-নির্মাণের জন্ত ব্রাহ্মগ্রহণ,
 তাহার অবধাত ও তত্ত্বলকার্য অনশনয়ন,—৯ দক্ষিণযুখে দূষৎ ও উপলার উপস্থাপন, দক্ষিণযুখে
 কার্য্য করিবার হেতু;—১০ দক্ষিণাশ্রির দক্ষিণদিকে দ্বিতীয় দক্ষিণাশ্রির জন্ত চতুক্ষণ বেদির নির্মাণ;
 —১১ এই বেদির বধ্যস্থানে দক্ষিণাশ্রির স্থাপন ও তাহার যুক্তি;—১২ তদ্বক্ষুগ্রহণ, বেদির পূর্ব ও
 উত্তর পরিগ্রহ, এবং মার্জ্জন, শ্রোক্ষণীজলপ্রভৃতির উপস্থাপন, শ্রক্ষমার্জ্জন, আজাগ্রহণ;—
 ১৩ কাহারো কাহারো সঙ্গে উপভুক্ত ছইবার আজাগ্রহণ করিতে হয়, এই মন্ত গণন করিয়া
 আটবার গ্রহণ করিবার বিধি, আজাগ্রহণানন্তর পুনর্বার প্রাচীনাব্যতী হওয়া;—১৪ অক্ষয়্যুর শ্রোক্ষণী-
 গ্রহণ, ইয়া ও বেদির শ্রোক্ষণ, অক্ষয়্যুকে আয়ীগ্র প্রভৃতির বহিঃস্থান, বহির স্থাপন, বহির মূলে
 অবশিষ্ট শ্রোক্ষণীজলকে ঢালিয়া দেওয়া, বহির বন্ধনগ্রহণ মোচন, প্রস্তরগ্রহণের নিবেদ, তাহার
 যুক্তি;—১৫ বহির বন্ধন রজ্জু পুলিন্দা অপ্রদক্ষিণভাবে বহির দ্বারা তিনবার বেদির আশ্রয়ণ ও তাহার
 চারিদিকে জমণ, প্রস্তরযোগ্য বহিঃকে অবশিষ্ট রাখা, তিনবার প্রদক্ষিণভাবে বেদির চারিদিকে জমণ,
 তাহার যুক্তি;—১৬ পশ্চিমে পরিস্থাপন, প্রস্তরান্তরণ, বিবৃতিস্থাপনের নিবেদ;—১৭ লুহপ্রভৃতির
 স্থাপন ও হবির স্পর্শ;—১৮ বরুণান ও বহিঃগুণের যজ্ঞোপবীতী হওয়া অর্থাৎ দক্ষিণদক্ষ হইতে
 বামদক্ষে উপবীতধারণ, একা ও বরুণানের বেদির পশ্চিমদিকে এবং আয়ীগ্রের পূর্বদিকে গমন—১৯
 পিতৃবজ্রে অমুক্ত করে কার্য্য করিবার বিধি ও তাহার যুক্তি;—২০ পিতৃবজ্রের স্থানটি পরিব্রজিত
 হওয়া আবশ্যক, তাহার যুক্তি;—২১ অক্ষয়্যুকর্তৃক অগ্নিতে ইয়ানিকোপ ও সানিথেনীপাঠের জন্ত
 হোতার আহ্বান, এখানে একটিনাত্র সানিথেনী উচ্চারিত হয়, তাহার যুক্তি;—২২ হোতার
 সানিথেনীপাঠ;—২৩ ইহাতে (ঐশ ও মানবীঃ) হোতার বরণ নাই, অক্ষয়্যুর বহিঃতন্ত্র অপর
 চারিটি প্রবাজ্যপের অনুষ্ঠান, বহিঃস্বাজকে ত্যাগ করিবার যুক্তি;—২৪ বজ্রমান ও
 বহিঃগুণ এখন পুনর্বার প্রাচীনাব্যতী হইবেন, এবং ব্রহ্মা ও বজ্রমান পূর্বদিকে ও আয়ীগ্র

পঞ্চাদশিকে আশ্বিন করেন, অনন্তর অশ্বিনের কার্যে আশ্বিন পূর্ণিমা পূর্ণিমা পরিবর্তন ;—২৫ আশ্বিনের মধ্যে পূর্ণিমা বিনয় ;—২৬ সোমবার পিতৃপুত্র বা পিতৃপুত্র সোমবার উদ্দেশে অশ্বিনীকা পাঠ করিবার জন্য অশ্বিনীকর্ক হোতার আশ্বিনী, ইহাতে দুইটি অশ্বিনীকা হইয়া থাকে, তাহার বৃত্তি ;—২৭ অশ্বিনীর জুহুতে আত্মাশ্রয়, পুরোচন, বন্য ও সংহর অবধান গ্রহণ করিয়া জুহুর মধ্যে বিক্ষেপ, হোতা বামা উচ্চারণ করিলে তাহার হোম ;—২৮ পূর্ণোক্ত রূপেই বহিঃ পিতৃপুত্রের হোম ;—২৯ এই রূপেই অগ্নিহোম পিতৃপুত্রের হোম ;—৩০ ক বা বা হ ন অগ্নির উদ্দেশে অশ্বিনীকাউচ্চারণ ;—৩১ পিতৃপুত্রের জ্ঞান কবাবান অগ্নির হোম, এখানে অবধানহানে আত্মাশ্রয় করা হয় না ;—৩২ পূর্ণ-পূর্ণ কৃত্তিকার পূর্ণোক্ত বাসচতুর্দশের যে কয়টি বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার বৃত্তি-উল্লেখ ;—৩৩ কাহারো কাহারো হাতে এই হলে হোতার হাতে সহ অর্পিত হয় এবং তিনি তাহা আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাকে দেন, ব্রহ্মা তাহা আশ্রয় করিয়া আত্মীকৃত দেন, আত্মীকৃত তাহা আশ্রয় করেন, (এবং উৎকর দেশে নিক্ষেপ করেন), কাহারো কাহারো হাতে এখানে ইড়া ও প্রাণিদের অবধান করা হয়, এবং ইড়াকে দ্রাব্যই করিতে হইবে ভোজন করিতে হইবে না, আশ্বিনের মধ্যে ভোজনই বিনয় ;—৩৪ বজ্র ন বা অশ্বিনী যেকোন পিতৃপুত্র করিবেন তিনি পিতৃপুত্রকে অ ব ন ন (অর্থাৎ বুধাশ্রয় শোমন বা ধুই-বার জন্ত) জল প্রদান করেন, লৌকিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ ইহার সমর্থন ;—৩৫ পিতৃপুত্র সমস্ত হবিই খণ্ডিত করিয়া বান হাতে গ্রহণ করেন, অর্থাৎ সমস্ত একত্র মিশ্রিত করেন ;—৩৬ তিনি উত্তর-পশ্চিম কোণে বজ্রময় পিতাকে, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তাহার পিতামহকে এবং পূর্ব-দক্ষিণ কোণে তাহার পিতামহকে পিতৃপুত্র করেন, উত্তর-পূর্ব কোণে হস্তার হবির সেপকে সাজান করেন, এই সাজানের মত, পিতৃপুত্রকে পিতৃপুত্র করার তাহার এই বজ্র হইতে বাবহিত হন না ;—৩৭ তাহার নকলেই বজ্রোপবীতী হইয়া পরিবৃত্ত বজ্রহান হইতে নির্গত হইয়া আহবনী অগ্নির নিকট উপস্থিত হন (অর্থাৎ তাহার উপহান বা পূজা করেন), তাহার বৃত্তি ;—৩৮ তাহার বজ্রময়ের উল্লেখ ;—৩৯ গার্হপত্যের উপহান, তাহার বজ্র ও ব্যাখ্যা ;—৪০ পিতৃপুত্রকে বুধাশ্রয় ধুইবার জন্য জলপ্রদান, পুনর্বীর বেদিকে তিনবার পরিবর্তিত করিয়া তাহার চারিদিকে প্রদান, তাহার তাৎপর্য ;—৪১ প্রাণিগতভাবে পরিবর্তিত করিতে করিতে তিনবার বেদির চারি দিকে প্রদান, বজ্রময়ের পিতৃপুত্রকে (বুধাশ্রয়) শোমনের জন্য জলপ্রদান, লৌকিক দৃষ্টান্তে তাহার সমর্থন, প্রাণিগতভাবে তিনবার এই রূপে বেদির চারিদিকে প্রদানের তাৎপর্য ;—৪২ নীবি ধুলিয়া পিতৃপুত্রকে নমস্কার, নমস্কার হস্তের করিতে হয়, তাহার বৃত্তি, পিতৃপুত্রের নিকটে পুত্রের প্রার্থনা ;—৪৩ হস্তেরই বজ্রোপবীতী হওয়া, অশ্বিনী-বানের আশ্রয়, বজ্রময় ও ব্রহ্মার পশ্চিম-দিকে এবং আগ্নেয় পূর্বদিকে পশম, হোতার বহানে উপবেশন ;—৪৪ অগ্নিবার্জন-প্রভৃতি, বাহিত্র অপর দুইটি অশ্বিনী বিনয়, তাহার বৃত্তি ;—৪৫ বজ্রময়ের পূর্বকরণ, বজ্রময় পারিধিসমূহের লেখন, একটি পারিধির গ্রহণ, আত্মীকৃত আশ্রয়, হোতার প্রেরণাযুক্ত বজ্রময়,

হোতার উচ্চারণ, অথবা) এখানে প্রস্তর গ্রহণ করেন না, আদীশে অগ্নিতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে বলিলে তিনি চুপ করিয়া থাকেন এবং নিজেই স্পর্শ করেন ;—৪৭ আদীশ ও অধ্বায়্যর পরস্পর উত্তরপ্রত্যুত্তর, শং বু বা ক উচ্চারণের কণ্ড অধ্বায়্য কর্তৃক হোতার প্রেরণা, যথি শু পারিদিসহুহর অগ্নিতে নিক্ষেপ ;—৪৮ কেহ কেহ এখানে অশ্বশিষ্ট হবি অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন, তাহা কর্তব্য নয়, অধিকেরা তাহা জলে দিতে পারেন, অথবা ভক্ষণ করিবেন ।]

১। দেবগণ মহাহবিরই দ্বারা বুদ্ধকে বধ করিয়াছিলেন ; এবং এই যে ইহাদের বিজয় রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা তাহারই দ্বারা জয় করিয়াছিলেন । আর সেই সংগ্রামে (অশুরেরা) ইহাদের (দেবগণের) মধ্যে বাঁহাদিগকে বধ করিয়াছিল, তাঁহাদিগকে ইহারা পিতৃ বজ্রের দ্বারা সমীরিত^১ করিয়া ছিলেন ; তাঁহারা পিতা ছিলেন, সেই জনা (অর্থাৎ তাঁহাদের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হওয়ায়, বক্ষ্যমাণ কর্ত্তের) নাম পিতৃ বজ্র ।^২

২। সেই সময়ে (দেবগণের মধ্যে) বাঁহারা বিজয়ী হইয়াছিলেন, তাহারা বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা (-ঋতুস্বরূপ) ; আর বাঁহাদিগকে তাঁহারা সমীরিত করিয়া ছিলেন, তাঁহারা শরৎ, হেমন্ত ও শিশির (-ঋতুস্বরূপ) ।^৩

৩। ইনি (বজ্রমান) ইহার দ্বারা বাগ করেন বলিয়াই (অশুরগণ) ইহার কাঁহাকেও সেইরূপ বধ করিতে পারে না ; ‘দেবগণ (ইহা) করিয়াছিলেন’ এই মনে করিয়াই তিনি ইহা করেন । দেবগণ ইহাদের (পিতৃগণের) যে ভাগ (পুরোডাশাদিরূপ) বিধান করিয়াছিলেন, ইনিও (বজ্রমান) ইহাদিগের সেই ভাগ বিধান করিয়া থাকেন ; দেবগণ বাঁহাদিগকে সমীরিত করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ইহা দ্বারা ভূষ্ট করিয়া থাকেন, তিনি ইহা দ্বারা স্বকীর পিতৃগণকে প্রাশস্ত্যের লোকে লইয়া বান ; এখানে তাঁহার

১। অর্থাৎ চোঁটাবুল, জীবিত ; মূল “তান্ সটৈরয়ন্ ;” সাধারণ অর্থ করিয়াছেন “সমাপচ্ছত্” অথবা “সমগচ্ছত্” (ব্রঃ—২য় কণ্ডিকা, সোমাইষ্ট সন্ধেরণ) ; অর্থাৎ সেই দেবদ্বন্দ্ব হত দেবগণের সহিত সমস্ত অর্থাৎ বিলিত হইয়াছিলেন । তিনি আবার ভাবিবার লিখিয়াছেন—তাঁহারা সূক্ত হইয়া পিতৃ দেবতা হইয়াছিলেন । অত্র কণ্ডিকা পর্যালোচ্য ।

২। ইহা পুরোক্ত (২. ৩. ৪.) পিতৃ পিতৃ বজ্র হইতে ভিন্ন, এবং সাধারণতঃ মহা পিতৃ বজ্র নামে উক্ত হয় ; ব্রঃ—বৌ. জ্যো. ৫. ১১, ১৪৩. পৃ. ১৭. পং ; সাধারণ-ভাষ্য, ভৈ. স. ১. ৮. ৫ ।

৩। ব্রহ্মা—২. ১. ৩. ১ ইত্যাদি ।

মিষ্টের অনাচার (বা বিকৃষ্টাচার, বা অকরণ) হেতু বাহা কিছু হত বা; বিনষ্ট হয়, তাহা তাঁহার পুনর্বার ইহা দ্বারাই বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । এই অস্ত্র তিনি ইহা দ্বারা বাগ করেন ।

৪। তিনি সো ম বা নু* পি তৃ গ ণ কে, অথবা পি তৃ মা নু সোম কে* ছয় কপালে সংস্কৃত পুরোডাশ প্রদান করেন । ষড়্ ছয়টি, এবং পিতৃগণ ষড়্ (স্বরূপ) ;* সেই অস্ত্র (ঐ পুরোডাশ) ছয় কপালে সংস্কৃত হয় ।

৫। অনন্তর তাঁহার ব হি ষ ৭* পি তৃ গ ণে র অস্ত্র অধাহার্যাপচনে (ক্ষিণা-গ্নিতে) ধান্য (ভূষ্ট বব)* করেন । তাঁহার তাহার অর্ধেক পেষণ করেন, আর অর্ধেকই অপিষ্ট থাকে ; ইহাই (অপিষ্ট ধান্যই) ব হি ষ ৭ পি তৃ-গ ণে র অস্ত্র হইয়া থাকে ।

৬। অনন্তর অ গ্নি ষা ত্ত * পি তৃ গ ণে র জন্য নিবান্য গাভীর দুগ্ধে (প্রক্ষিপ্ত, ও) একটি শলাকার* দ্বারা একবার আলোড়িত (পুঙ্খোক্ত ধান্যচূর্ণ) স হু* (-নামক হবি হইয়া থাকে) । পিতৃগণ এ ক বা রে ঐ প্রতিলোম

৪। অর্থাৎ বাহারা সো ম বা গ করিয়াছেন ।

৫। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১. ৮. ৭. ১) এই দ্বিতীয় গন্ধই বিহিত হইয়াছে ; ১৫. ব্রা. ১. ৬. ৮. ২। সারণ এই স্থলে পি তৃ মা নু শব্দের অর্থ করিয়াছেন—বাহার পি তৃ গ ণ আছে । তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ঐ স্থলে সোমশব্দের তাৎপর্যার্থ সং বৎ স র পূহীত হইয়াছে—“সংবৎসরো বৈ সোমঃ ।”

৬। জঃ—“পূর্বব যে কতৃতে যত হয়, পরলোকে সেই কতৃই হয়”—তৈ. ব্রা. ১. ৬. ৮. ৩ ; “বসন্তে সরিলে বসন্ত হয়” ইত্যাদি সাক্ষ্যতাম্বা, ১৫. স. ১. ৮. ৭. ১ ।

৭। ইহার ব্যুৎপত্তিলতা অর্থ—বাহারা ব হি তে (কূলে) স দ ব (উপবেশন) করেন ; পারিভাষিক অর্থ—বাহারা কেবল হ বি ব জ করিয়াছেন, সো ম বা গ করেন নাই ।

৮। জঃ—১. ৪. ৩. ১৩, ২য় দীক।

৯। ব্যুৎপত্তিলতা অর্থ—অ গ্নি বাহাদিনকে বদ্ধ করিয়া আ ব করে । বুল ব্রাহ্মণে পরবর্তী কতিকাতেই এই সমস্ত নাম ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

১০। “একশলাকার ;” কাভ্যায়ন শ্রৌতসূত্রের (৫. ৮. ১৮) বৃত্তিকার ইহার অর্থ করিয়াছেন শীর্ষকরহিত শলাকা । বৌধায়ন (শ্রৌ. সূত্র. ৫. ১১, ১১৪পৃ. ১৭ পং) এখানে একটি ইকুশলাকা দ্বারা আলোড়ন করিবার নিধি দিয়াছেন । আপস্তম্ব (শ্রৌ. সূ. ৮. ১৪. ১৪) উক্তই বলিয়াছেন ।

১১। দুগ্ধের মধ্যে ভূষ্ট ববর্ণ নিমিত্ত করিয়া আলোড়ন করিলেই তাহারক স হু বলা হয় ।

ভাবে গমন করিয়াছেন, সেই জন্ত (ঐ মহ) এক বা র আলোড়িত হয়।
এই কয়টি হবি হইয়া থাকে।

৭। ষাঁহারা সোমের দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত পিতৃগণ
সো ম বা নৃ; আর ষাঁহারা পক্ষ (চক্রপুত্রোডাশাদি হবি) দান করিয়া
(দেব-) লোক জয় করেন, তাঁহারা ব হি যৎ; আর ষাঁহারা তাহাদের একটিও
(করেন) নাষ্ট, এবং ষাঁহাদিগকে অ গ্নি দগ্ধ করিয়া স্বা দ করে, তাঁহারা অ গ্নি
যা ত।^{১৭} ষাঁহারা পিতা, তাঁহারা এই (ত্রিবিধ)।

৮। তিনি (অম্বর্যু) গার্হপত্যের পশ্চিম দিকে প্রাচীনাবীতী^{১৮} হইয়া
দক্ষিণমুখে উপবেশনপূর্বক এই বটুকপালসংস্কৃত পুরোডাশ (অর্থাৎ তদুপ-
যুক্ত ব্রীহি) গ্রহণ করেন। তিনি (অতঃপর) সেইস্থান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া
নিকটেই অগ্নিহোমচর্চনের উত্তরদিকে দক্ষিণমুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাহা অবশ্যত
করেন, এবং একবার কলীকরণ^{১৯} করেন; পিতৃগণ এক বা রে ই প্রতিলোম-
ভাবে গমন করিয়াছেন, সেই জন্ত তিনি এক বা র কলীকরণ করিয়া থাকেন।

৯। তিনি (আহবনীয় দেশে) দক্ষিণ মুখেই দ্বন্দ্ব ও উপলাকে উপ-
স্থাপিত করেন, এবং গার্হপত্যের দক্ষিণভাগে ছয়টি কপাল উপস্থাপিত
করেন।^{২০} তাঁহারা যে এই দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করেন, (তাহার কারণ এই
যে), ইহাই পিতৃগণের দিক্;^{২১} সেই জন্ত তাঁহারা দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়া
থাকেন।

১০। তিনি অগ্নিহোমচর্চনের দক্ষিণ দিকে একটি (সম-) চতুষ্কোণ বেদি

মহ বহুপ্রকার হইয়া থাকে; যথা, আধ্যমহ, পয়োমহ, দধিমহ ও উদমহ; আপু.
শ্রো. ২২. ২৬. ১। বৈদ্যকশাস্ত্রেও ইহা প্রসিদ্ধ আছে।

১২। “যে বা অম্বর্যো পুত্রসমিঃ তে পিতরোহগ্নিযাতিঃ”—ভৈ. ব্রা. ১. ৬. ২. ৬।

১৩। ২. ৬. ৩. ২।

১৪। ১. ১. ৪. ২০; সাধারণত তিনবার কলীকরণ করিতে হয়।

১৫। ১. ১. ৫. ১।

১৬। ভৈ. স. ৬. ১. ১. ১।

করেন ; তিনি (ইহার) কোণগুলিকে (আশ্রয়াদি) অবাস্তর দিকে করেন ।^{১৭}
অবাস্তর দিক্ চারিটি, এবং পিতৃগণ অবাস্তরদিক্ সমুদ্রব্রহ্মণ ; এই জন্ত তিনি
কোণগুলিকে অবাস্তরদিকে করিয়া থাকেন ।

১১। তিনি তাহার মধ্যদেশে অগ্নিকে স্থাপন করেন । মেঘগণ পূর্বদিকে^{১৮}
পশ্চিমমুখে মানবগণের (স্বাক্ষিগ-বজ্রমানের) নিকট উপস্থিত হন ; সেই জন্ত
তিনি (অক্ষয়্য) পূর্বমুখে দাঁড়াইয়া হোম করেন । (আর) পিতৃগণ সমস্ত
দিকেই থাকেন, কেননা, পিতৃগণ অবাস্তরদিক্ সমুদ্রব্রহ্মণ, এবং এই অবাস্তর
দিক্ সমুদ্র সর্বদিকেই রক্ষিয়াছে ; সেই জন্ত তিনি তাহার (ঐ বেদির) মধ্যে
অগ্নিকে স্থাপন করেন ।^{১৯}

১২। তিনি তাহা (বেদি) হইতে পূর্বদিকে স্তম্ভ বজ্র^{২০} লইয়া যান ।

১৭। উষ্টব্য—“যক্ষিণেন দক্ষিণাঙ্গি পরিকৃতসুদৃশ্যং তন্মধ্যে বেদিং কৰোত্যবাস্তরদিক্-
শক্তিং আশ্রয়তে”—কা. শ্রো. ৫. ৮. ২২। ইহার তাৎপর্য এইরূপঃ—আশ্রয় দেয়গণের উদ্দেশে
পাত্র ও অঙ্গুলী প্রকালনের মত লইয়া বাইবার পর (১.১. ৩. ১৮, ২. ১. ৫) অক্ষয়্য দক্ষিণাঙ্গিকে
বস্ত্র বা মাছের প্রকৃতির দ্বারা সমচতুরশ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ চারিদিকে বেষ্টিত করেন । ইহার দ্বারা
উত্তর দিকে থাকিবে : ইহার মধ্যে দক্ষিণাঙ্গি হইতে (তিনি পা, অথবা পরিমাণসত্ত) দক্ষিণ দিকে
(পূর্বপ্রমাণ, বা বজ্রমানপ্রমাণ) দর্শপূর্ণবাসের স্তায় এক বেদি নির্মাণ করেন ; ইহা চতুঃকোণ
হইবে, এবং কোনগুলি আশ্রয়াদি অবাস্তর দিকে থাকিবে । (দর্শপূর্ণবাসের স্তায় এই বেদিকে খনন
করিয়া নির্মাণ করিতে হয় না, কেবল বেদা দ্বারা অঙ্কিত করিয়া লইলেই হয়—উক্ত. ব্রা. ১. ৩. ৮,
৫—৩ ; বৌ. শ্রো. ৫. ১১ ; ১৪৫ পৃ. ২ পং) । অনন্তর ঐ বেদিমধ্যে দক্ষিণাঙ্গির নূতন বস বা কুণ্ড
করিয়া ও বসাবিধি গন্ধ ভূমিসংস্কার করিয়া (৩ পৃ. ৫—৭ পং) তাহাতে দক্ষিণাঙ্গিকে স্থাপন
করিবে ।

১৮। আহবনীয়ের নিকট ।

১৯। সাহায্য বলিয়াছেন—“অবাস্তরদিক্ সমুদ্র ব্যাপী বলিয়া জন্মব্রহ্মণ পিতৃগণও ব্যাপী,
অতএব তাহার কোন মুখে আছেন তাহা হুজুর । সেই জন্ত বাহ্যে সর্বদিক্ হইতেই তাহাদিগের
উদ্দেশে হোম করিতে পারা যায়, সেই ভাবে বেদির মধ্য দেশেই অগ্নিকে স্থাপন করা হয় ।”

২০। শ্রুঃ—১. ২. ২. ১৪—১৪। দর্শপূর্ণবাসে স্তম্ভ বজ্র হ্রদ উপর দিকে হইয়া থাকে,
এখানে তৎস্থানে পূর্ব দিক্ বিহিত হইল । প্রকৃত পিতৃবজ্র বা বহাগিত্যজ্ঞে দক্ষিণ দিক্ পূর্ব,
পূর্ব দিক্ উত্তর, পশ্চিম দিক্ দক্ষিণ, এবং উত্তর দিক্ পশ্চিম দিক্ বলিয়া ব্যবহৃত হয় । কা.
শ্রো. ১. ৮. ২৩ ; ৫. ৮. ২ ; এক ঐ পদ্ধতি ।

তিনি স্তম্ভযজ্ঞঃ লইয়া গিয়া^{১১} প্রথমে এইরূপে^{১২} (অর্থাৎ পশ্চিম দিকে), অন-
স্তর এইরূপে (অর্থাৎ উত্তর দিকে), এবং তদনস্তর এইরূপে (অর্থাৎ পূর্বদিকে)
পরিগ্রহ (অর্থাৎ রেখা দ্বারা বেদিকে বেষ্টিত) করেন।^{১৩} তিনি (অধ্বর্যুঃ)
পূ র্ণ প রি গ্র হ করিয়া (তিনটি) রেখা অঙ্কন করেন, (আর'আর্য্যীধ্র) বাহা
(অর্থাৎ বেদিক্ত উৎখাত পাংশু) লইয়া বাইবার থাকে, তাহা লইয়া বান
(নিক্ষেপ করেন)।^{১৪} অনস্তর তিনি সেইরূপেই উ ত্ত র প রি গ্র হে র দ্বারা
(বেদিকে) পরিগৃহীত করেন।^{১৫} তিনি উ ত্ত র প রি গ্র হে র দ্বারা (বেদিকে)
পরিগৃহীত করিয়া ও প্রতিসার্কজন করিয়া^{১৬} (অর্য্যীধ্রকে) বলেন—‘প্রো ক্ষণী
(প্রোক্ষণ করিবার জল) স্থাপন করুন!’^{১৭} তাহার (অর্থাৎ আর্য্যীধ্র)
প্রোক্ষণী, ঠেঙ ও বহি উপস্থাপিত করেন।^{১৮} তিনি এক্সমুহ সম্ভার্কজন
করেন,^{১৯} এবং আজ্য গ্রহণ করিয়া (অগ্নির পূর্বদিকে) গমন করেন।^{২০}
(অনস্তর) তিনি (অধ্বর্যুঃ) যজ্ঞোপবীতী^{২১} হইয়া আজ্য গ্রহণ করেন।

২১। কলিকাতা ও আশ্রমীর উত্তর সংস্করণেই এবানে মূল “হুতা (হোম করিয়া)” আছে,
কিন্তু এবানে সম্ভবত “কুতা” পদ হইবে।

২২। অভিনয় দ্বারা দেখাইয়া দেওয়া হইতেছে।

২৩। দ্রষ্টব্য ১. ২. ৩. ৩, ও টীকা।

২৪। ১. ২. ৩. ১৭।

২৫। ১. ২. ৩. ১১; পূর্ববর্তী ২৩শ টীকা।

২৬। ১. ২. ৩. ১৮, ও টীকা।

২৭। ১. ২. ৩. ২০।

২৮। দক্ষিণাগ্রিকের মধ্যে পূর্বদিকে বর্হি ও পশ্চাৎ দিকে ইয় থাকে; প্রোক্ষণী দ্রোণিতে।

২৯। ১. ২. ৪. ১।

৩০। ১. ২. ৪. ২০, ও টীকা। যজ্ঞপিতৃধ্রজে যজমান-পত্নী যজ্ঞমানের সঙ্গে থাকেন না (ক।প্রো.
৫. ৮. ৫), এই স্তম্ভ এবানে প ত্নী স র হ ন ও আ জ্যা বে ক্ষ ণ (১. ২. ৪. ১৩—১৯)
নাই।

৩১। তিনি ইহার পূর্বপর্ধ্যন্ত প্রাচীনাবীতী হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, এখন উপবীতী
হইবেন। কা. প্রো. ৫. ৮. ২৩।

১৩। তদ্বিষয়ে (কেহ কেহ) বলেন—“তিনি উপভূতে হইবার (আজ্ঞা) গ্রহণ করিবেন ; কেননা, এখানে হইটি অতুয্য হইয়া থাকে ।”^{১৩৩} কিন্তু তিনি সেখানে উপভূতে আটবারই গ্রহণ করিবেন, (কেননা), তাহার মনে হয় যে, ‘পাছে আমি যজ্ঞের বিধি হইতে পবিত্র হই।’ অতএব তিনি উপভূতে আটবারই (আজ্ঞা) গ্রহণ করিবেন। আজ্ঞাসমূহ গ্রহণ করিয়া তিনি পুনর্বার প্রাচীনাবৃত্তী হন।

১৪। অনন্তর অধ্বর্ষ্য প্রোক্ষণী (জল) গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমেই ইথাকে প্রোক্ষণ করেন ও তাহার পর বেদিকে। তদনন্তর (বহির) বহি প্রদান করেন, এবং তিনি তাহার (বন্ধনরজ্জ্ব) গ্রন্থিকে পূর্ব দিকে করিয়া (বেদিতে) স্থাপন করেন,^{১৩৪} ও (প্রোক্ষণী দ্বারা) তাহা প্রোক্ষণ করিয়া (অবশিষ্ট প্রোক্ষণী জলকে সেই বহিরূপ ঔষধির মূল দেশে) লইয়া যান (ঢালিয়া দেন) ;^{১৩৫} (অনন্তর) তিনি (সেই বন্ধন) গ্রন্থিকে খুলিয়া (তাহা হইতে) প্রান্তরকে (আর পৃথক করিয়া) গ্রহণ করেন না ;^{১৩৬} কেননা, পিতৃগণ একবারই প্রতিলোম ভাবে গমন করিয়াছেন ; সেই জন্য তিনি প্রান্তর গ্রহণ করেন না।^{১৩৭}

১৫। অনন্তর তিনি (বহির বন্ধন)রজ্জ্ব খুলিয়া (এবং বহি ও রজ্জ্ব উভয়ই গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা উত্তর দিকের পশ্চিম কোণ হইতে) বেদিকে অপ্রদক্ষিণ ভাবে তিনবার আস্তরণ করিতে করিতে বেদির চারিদিকে গমন

১৩৩। ‘প্রকৃতিযোগে আটবার গ্রহণ করা হয় (১. ২. ৫. ৯.) ; এখানে বিকল্পে ইহাই বিহিত হইয়াছে ; কা. শ্রো. ৫. ৮. ২৭।

১৩৪। ১. ২. ৬. ১—৩। কা. শ্রো. ৫. ৮. ২৮।

১৩৫। ১. ২. ৬. ৪।

১৩৬। ১. ২. ৬. ৫।

১৩৭। এখানে সারণি লিখিয়াছেন—“বহিঃ সকাশাৎ প্রস্তরস্ত পৃথক্করণে বহিঃ সন্ধুঃ ব্যাহন্যেত, ন চৈতৎ পিতৃভ্যো যুক্তমিতি ।”

করেন; ৩৩ তিনি অপ্রদক্ষিণ ভাবে তিনবার আন্তরণ করিয়া প্রান্তরের উপযুক্ত পরিমাণ (বহি) অবশিষ্ট রাখেন। অনন্তর তিনি আবার প্রদক্ষিণভাবে (বেদির) চারিদিকে গমন করেন; তিনি যে আবার তিনবার প্রদক্ষিণভাবে চারিদিকে গমন করেন, তাহার কারণ—তিনি যে ঐ (পূর্বাঙ্ক সোম বা নু ইত্যাদি) তিন পিতৃগণের নিকট গমন করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা তাঁহাদের নিকট হইতেই তিনি পুনর্বার স্বকীয় এই লোককেই লক্ষ্য করিয়া আগমন করেন; সেই জন্যই তিনি পুনর্বার প্রদক্ষিণ ভাবে গমন করেন।

১৬। অনন্তর তিনি (অগ্নির) দক্ষিণদিকেই প রি বি স মু হ কে পরিস্থাপিত করেন; ৩৪ তিনি প্রান্তরকে ও দক্ষিণদিকে আন্তরণ করেন; তিনি (বহি ও প্রান্তরের) মধ্যে বিষ্ণু তি দ্ব য় কে ৩৫ স্থাপন করিবেন না, কেননা, পিতৃগণ এক বা রে ই প্রাতিলোমভাবে গমন করিয়াছেন; সেই জন্য তিনি যথো বিষ্ণু তি দ্ব য় কে স্থাপন করেন না।

১৭। তিনি তাহাতে (প্রান্তরে অর্থাৎ তাহার পশ্চাদ্ভাগে) জুহুকে স্থাপিত করেন, এবং (তাহার) পূর্বদিকে উপভূৎকে; অনন্তর (তাহারও পূর্বদিকে) ক্রমে-ক্রমে (পর-পর) ব্রহ্মা, পুরোডাশ, যানী, ও মহু স্থাপিত করিয়া (স্থাপিত) হবিসমুহ স্পর্শ করেন। ৩৬

৩৭। তিনবার আন্তরণ করা সম্বন্ধে তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (১.৬.৮.৭) মুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে—‘গেহেভু পিতৃগণ এবান হইতে তৃতীয় লোক গ্রহিয়াছেন’—‘অঃ পথোতিঃ। তৃতীয়ে বা ইতো লোকে পিতরঃ।’ বহির বন্ধন রজুখানি বেদির দক্ষিণ শ্রোণিতে বিছাইয়া দেন, কা. শ্রৌ. ২.৭.২২; ৪.৮.২২, ব্যাক্তিকয়েব।

৩৮। ১.২.৬.১৩.; ১.৬.১—৪। পরিধিসমূহকে অগ্নির পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরদিকে স্থাপন করিতে হয়; কিন্তু প্রকৃত হলে (পূর্বাঙ্ক ২০ টিকা অনুসারে) পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে স্থাপন করিতে হয়। ইহাঙ্গের মধ্যে দক্ষিণ-পরিধিকে দক্ষিণদিকে স্থাপন করিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পরিধিকে দক্ষিণাংশ করিয়া স্থাপন করিতে হয়।

৩৯। ১.৩.১.১০-১১, ৩ ঐ টিকা।

৪০। কা. শ্রৌ. ৪.৮.৩১-৩২। পাত্ৰসমূহকে ক্রমান্বয়ে পূর্বদিকে স্থাপন করিবার কথা বলা হইল, কিন্তু প্রকৃত হলে দিকের বিপর্যয় হেতু এই পাত্ৰস্থাপন উত্তর দিকে হইবে।

১৮। তাঁহারা (যজমান ও ঋত্বিজগণ) সকলেই (এই সময়ে)^{১১} যজ্ঞোপ-
বীতী হইয়া (থাকেন), এবং যজমান ও ব্রহ্মা এইরূপে^{১২} (আহবনীয়ের পূর্ব-
দিকে গমন করিয়া এবং সেখান হইতে অপ্রাক্ষিপভাবে অর্থাৎ দক্ষিণপার্শ্বপথে
পিতৃবজ্রবেদির) পশ্চাৎ দিকে ঘুরিয়া গমন করেন,^{১৩} এবং আধৌত্র (পশ্চিম
পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া) পূর্বদিকে (ঘুরিয়া গমন করেন)।^{১৪}

১৯। তাঁহারা তাহাতে (এই পিতৃবজ্রে) অমুক্তস্বরে (“উপাংস্ত”) বিচ-
রণ করেন (ব্যাপ্ত হন) ; কেননা, পিতৃগণ তিরোহিত (অপ্রকাশ), এবং
অমুক্তস্বরও তিরোহিত ; সেই জন্য তাঁহারা অমুক্তস্বরে বিচরণ করেন।^{১৫}

২০। তাঁহারা পরিবৃত (পরিবেষ্টিত, স্থানে) বিচরণ করেন, কেননা, পিতৃ-
গণ তিরোহিত, এবং পরিবৃত (স্থানও) তিরোহিত ; সেই জন্য তাঁহারা পরিবৃত
(স্থানে) বিচরণ করেন।^{১৬}

২১। অনন্তর তিনি (অশ্বযু) অগ্নিতে ইম্ব নিক্ষেপ করিয়া (হোতাকে)
বলেন—‘সন্দীপ্যমান অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া (সামিধেনী) উচ্চারণ করুন !’
হোতা এক টি মা ত্র^{১৭} সামিধেনীকে তিনবার উচ্চারণ করেন ; কেননা, পিতৃগণ
এ ক বা র ই প্রতিলোমভাবে গমন করিয়াছেন ; অতএব হোতা এক টি মা ত্র
সামিধেনীকে তিনবার উচ্চারণ করেন।

২২। তিনি উচ্চারণ করেন—‘আমরা কামনা করিয়া (হে অগ্নি),
তোমাকে স্থাপিত করিতেছি, কামনা করিয়া তোমাকে সন্দীপ্ত করিতেছি ;
তুমিও কামনা করিয়া হবি-ভোজনের জন্য কামনাকারী পিতৃগণকে আনয়ন

১১। সামিধেনীপ্রথ (১.৩.২.২ ইত্যাদি) হইতে আরম্ভ করিয়া আভ্যাতাশব্দ (১.৫.২.১১
ইত্যাদি) পর্যন্ত উপবীতী হইয়া থাকিতে হয় ; কা. শ্রো. ৫.৮.৩০।

১২। ইহা অভিনয় করিয়া দেখান হইজেছে।

১৩। অনন্তর ব্রহ্মা ও যজমান সেখানে পশ্চিমযুগে উপস্থিতি থাকেন।

১৪। কা. শ্রো. ৫.৮.৩৫।

১৫। ত্রঃ—১.৭.৩.৮।

১৬। ত্রঃ—১.৭.৮।

১৭। একাংশ সামিধেনীর স্থানে একটিসমি বিধিত হইয়াছে ; ত্রঃ—১.৩.২.২ ইত্যাদি।

কর!”^{৪০} অনন্তর তিনি বলেন—“অগ্নিকে আনয়ন করুন!”^{৪১} সৌমকে আনয়ন করুন! সৌমবান্ পিতৃগণকে আবাহন করুন! বর্হিষৎ পিতৃগণকে আনয়ন করুন! অগ্নিষাত পিতৃগণকে আনয়ন করুন! আজ্যাপ দেবগণকে^{৪২} আনয়ন করুন! হোতৃকার্যের জন্য অগ্নিকে আনয়ন করুন! নিজের মহিমাকে আনয়ন করুন!”^{৪৩}

২৩। অনন্তর তিনি আহ্বান করিয়া হোতাকে (আর) বরণ করেন না;^{৪৪} কেননা, ইহা পিতৃগণ; যেহেতু তিনি মনে করেন যে, “পাছে আমি হোতাকে পিতৃগণের মধ্যে স্থাপিত করিয়া ফেলি,” সেইজন্য তিনি হোতাকে বরণ করেন না। তিনি এইমাত্র বলেন যে, ‘হে হোতা, আপনি উপবেশন করুন!’ হোতা হোতৃষদনে উপবেশন করিয়া (সক্ গ্রহণের জন্য) অনুজ্ঞা প্রদান করেন, এবং অম্বযু (ঐক্যপে) অনুজ্ঞাত হইয়া স্ফগ্ধ গ্রহণপূর্বক (অগ্নির) পশ্চিমদিকে গমন করেন; গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্বক বলেন—‘সমিদ্ধগণের উদ্দেশে যাজ্ঞা পাঠ করুন!’ তিনি বর্হি তিন্ন (আর) চারিটি প্রযাজ অনুষ্ঠান করেন;^{৪৫} কেননা, বর্হিষ্ট প্রজা, এবং তিনি মনে করেন যে, ‘পাছে আমি (আমার) প্রজাসমূহকে পিতৃগণের মধ্যে স্থাপন করিয়া ফেলি;’ সেই জন্যই তিনি বর্হি-তিন্ন (আর) চারিটি প্রযাজ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অনন্তর তাঁহার আজ্যভাগদ্বয়^{৪৬} অনুষ্ঠান করেন; এবং আজ্যভাগদ্বয় অনুষ্ঠান করিয়া—

২৪। তাঁহার সকলেই (বক্ষ্যমাণ) তবিসমূহের দ্বারা কার্য্য করিবার জন্য

৪৮। ব. স. ১০.১০.১২; বা. স. ১২.৭০।

৪৯। কান্দুপাঠ—‘অগ্নিকে এখানে আনয়ন করুন!’ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে (২.১২.৭) ইহার পূর্বে উক্ত হইয়াছে—‘দেবগণ ও পিতৃগণকে বক্ষমানের দ্বারা আনয়ন করুন!’ জঃ—২.৩৪.১৬।

৫০। জঃ—১.৩.৪.১৭।

৫১। কান্দুপাঠের স্তোত্র ইহার পরে দর্শপূর্ব্যাসেষ্টিতে উক্ত (১.৩.৪.১৭) মন্ত্রও পঠিত হইয়া থাকে। এই মন্ত্রটি ব্রাহ্মণের, সংহিতায় নাই।

৫২। জঃ—১.৩.৪.৩; ৪.২.১ ইত্যাদি; এখানে ঐষ ও মানবীয় হোতার বরণের কথা উক্ত হইয়াছে।

৫৩। জঃ—১.৩.৪.৯ ইত্যাদি।

৫৪। জঃ—১.৫.২.১৯ ইত্যাদি।

প্রাচীনাবীভী হইয়া থাকেন, এবং বজ্রমান ও ব্রহ্মা পূর্বদিকে ও আশ্বীত্র পশ্চাদ্ দিকে আগমন করেন,** সেখানে** তিনি** (অধ্বযুঁ, এই বলিয়া) আ শ্রা ব গ (আস্থান) করেন—“ওঁ স্বধা !” (আশ্বীত্রের) প্রে ত্যা শ্রা ব গ (প্রত্যাভ্র) —“অন্ত স্বধা !” এবং (হোতার) ব য ট্ কা র—“স্বধা নমঃ !”**

২৫। তদ্বিষয়ে আ স্ত্র রি বলিয়াছেন যে, “তিনি (অধ্বযুঁ, পূর্বেরই মত)** আ শ্রা ব গ করিবেন, তিনি (আশ্বীত্র, পূর্বেরই মত) প্রে ত্যা শ্রা ব গ করিবেন, এবং তিনি (হোতা, পূর্বের মত) ব য ট্ কা র করিবেন ; কেননা, তাঁহারা মনে করেন যে, ‘পাছে আমরা যজ্ঞের বিধি হইতে চলিত (ভ্রষ্ট) হইয়া পড়ি ।’”

২৬। অনন্তর (অধ্বযুঁ) বলেন—‘সোমবান্ পিতৃগণের অথবা পিতৃমান্ সোমের অম্বুবাঁকা উচ্চারণ করুন ।’ তিনি (হোতা) দুইটি পু রো ২ যু বা ক্য** উচ্চারণ করেন, (কারণ), তিনি একটি দ্বারা দেবগণকে ও দুইটি দ্বারা পিতৃগণকে (যাগস্থলে আসিবার জন্য) চালিত করেন ;** কেননা, পিতৃগণ প্রাতিলোম-

২৫। ১৮শ কতিকা জটয়া ; অর্থাৎ তাঁহারা যে স্থান হইতে গিয়াছিলেন, আবার সেই স্থানেই আগমন করেন ।

২৬। অর্থাৎ পিতৃযজ্ঞের প্রধান হবির দানে ।

২৭। মূলে বহুবচন পূজার্থ, যৌরবার্ধ,—সায়ণ, পরবর্তী কাণ্ডকা ।

২৮। ট্রিঃ—১.৪.৩.৭ ইত্যাদি ; ঐ কাণ্ডের ৮ম টীকা দেখ ; সে স্থানের “ওঁ শ্রাবয়” “অন্ত শ্রোয়” ও “যৌবট্” এই কয় শব্দের স্থানে এখানে যথাক্রমে “ওঁ স্বধা” প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হইবে । সায়ণ এই তিনটি শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—ওঁ অঙ্গীকারার্থক, স্ব ধা শব্দে পিতৃ গণকে প্রসেদ হবি বুঝায় ; সমগ্রার্থ—‘হে আশ্বীত্র, পিতৃগণের জন্ম পৃহীত এই হবি ত তোমার অতিমত ?’ বিত্তীয় স্বত্বে আশ্বীত্র বক্তিতেছেন—‘তাহা সেইরূপ হটক !’ ন মঃ শব্দের অর্থ তাগ, অতএব হোতার বাক্যের অর্থ—‘পিতৃগণের উদ্দেশে পৃহীত হবি তাজ (অর্থাৎ প্রদত্ত) হটক !’ কা.প্.প্রা. ৫.২.১১-১২ ।

২৯। অর্থাৎ “ওঁ শ্রাবয়” এই শব্দে , অন্তরও এইরূপ ; ৫৮ তম টীকা জটয়া ।

৩০। ট্রিঃ—১.৩.৪.১৮, ও ২২ টীকা ।

৩১। সায়ণ এখানে বলিয়াছেন—পিতৃগণ এখান হইতে পরানুব হইয়া চলিয়া যাওয়ার (“পরাগমনাৎ”) আর তাঁহারা পুনরাগমন করেন না, এই জন্য একটীমাত্র অম্বুবাঁকা দ্বারা তাঁহাদিগকে তাঁহাদের স্থান হইতে আনা যায় না, তদ্বিনিমিত্ত বিশেষ প্রবৃত্ত পরকার এবং সেই জন্যই দুইটি

ভাবে একবারেই চলিয়া গিয়াছেন; অতএব তিনি দুইটি পুরোহনুবাফা উচ্চারণ করেন।

২৭। অনন্তর তিনি (অধ্বয়ী) আজাকে (জুহুতে) উপস্তোত্র করেন (উপরে উপরে লাগাতর দেন)। তিনি তদনন্তর পুরোডাশ হইতে (এক) অবদান গ্রহণ করেন, এবং তাহারই সহিত ধান ও তাহারই সহিত মস্কের (অবদান গ্রহণ করেন)। তিনি তাহা (অর্থাৎ পুরোক্ত অবদানসমূহ) এক-বারেই (একসঙ্গেই, জুহুতে) প্রক্ষিপ্ত করেন।^{১২} অনন্তর তিনি তাহাতে দুইবার

অনুবাফার প্রয়োজন। প্রকৃত স্থলেই প্রথমে পুরোহনুবাফা দুইটি ও বাজ্যা একটি হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১.৬.২.৪) এ সম্বন্ধে এইরূপ বুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে:—“তান প্রথম পুরোহনুবাফা দ্বারা পিতৃগণকে গৃহীত হবির সম্বন্ধে নিবেদন করেন, দ্বিতীয় পুরোহনুবাফা দ্বারা তাহা তাঁহাদের নিকট নইরা বান (অর্থাৎ প্রদান করেন), এবং বাজ্যা দ্বারা তাহা তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করেন, কেননা, পিতৃগণ এবান হইতে তৃতীয় লোকে রহিয়াছেন।” সেই স্থানই আবার অপর ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে—“তিনি প্রথম পুরোহনুবাফা দ্বারা দ্বিবা হইতে, ও দ্বিতীয় পুরোহনুবাফা দ্বারা ব্রাহ্ম হইতে পিতৃগণকে আনয়ন করেন, এবং বাজ্যা দ্বারা আবার তাহা দ্বিগণকে প্রেরণ করেন।” অ. ব্রাহ্মণের শ্রোতমুত্রে (২.১০.২২-২৩) পুরোহনুবাফা ও বাজ্যাগুলি এই রূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে:—সোমবান্ পিতৃগণের পুরোহনুবাফা ১০. ১৫. ১, ও ২.২৬.১১, বাজ্যা ১০.১৫. ৫; পিতৃবান্ সোমের পুরোহনুবাফা ১০. ২১. ১, ও ২০, বাজ্যা ৮. ৪৮.১৩; বর্হিবৎ পিতৃগণের পুরোহনুবাফা ১০. ১৫. ৪, ও ৩, বাজ্যা ১০. ১৫. ২; অগ্নিবান্ পিতৃগণের পুরোহনুবাফা ১০. ১৫. ১১, ও ১৩, বাজ্যা ১০. ১৫. ১৪। ইহা ছাড়া সেখানে ঐ মতে বসে ৪ ও হোম হয়, এবং তাহার পুরোহনুবাফা ১০. ১৪. ৪, ও ১, বাজ্যা ১০. ১৪. ২। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১.৮.৫; ও ২.৬.১২) এই মন্তব্যগুলি কিঞ্চিৎ ভিন্ন। যথা, পিতৃবান্ সোমের পুরোহনুবাফা ১০. ২১. ১, ও ২.২৬.১১, বাজ্যা ৮. ৪৮.১৩; বর্হিবৎ পিতৃগণের পুরোহনুবাফা ১০. ১৫. ৪, ও ৩, বাজ্যা ১০. ১৫. ৫, অগ্নিবান্ পিতৃগণের পুরোহনুবাফা ১০. ১৫. ১১, ও তৈ. ব্রা. ২.৬.১৩.১ (ইহার প্রথম অংশ ১. ১০. ১৫. ১৪ এরই মত), বাজ্যা তৈ. ব্রা. ২.৬.১৩.২, আগ. শ্রো. ৮. ১৫. ১৭। ইহার পরবর্তী বিধনের জন্য আনোচা তৈ. ২. ৬. ১২; তৈ. ব্রা. ২. ৬. ১৩।

৩২। শৃতা বদান (শৃতা অর্থাৎ পক হবিকে যাহা দ্বারা অ বদান অর্থাৎ যখন করা যায়) নামে এক প্রকার যজ্ঞীয় পাত্র আছে, ইহা বরণ বা বরণ কাঠে নির্মিত একটি লগ্নবিশেষ, দীর্ঘে একপ্রান্তে পশ্চিম, অগ্রভাগ অকূটপর্কপ্রমাণ সর, গণ্ডে একটু বিস্তৃত। কেহ বলেন ইহা কতকটা গোমর্কের ন্যায়:—“অকূটপর্কপ্রমাণ তীক্ষ্ণং পূর্ববৃত্তকং। শৃতা বদানং প্রাশেষমাত্র নীধনমাহুতং।” “গোমর্কাকৃতিবা শৃতা বদানেন”—ক। শ্রো. ৫.২.২ বৃতি। আত্মিকহস্তাবলীতে

আজাদারা পাত করেন এবং (সেই সমস্ত হবির) যে স্থান হইতে ঐ অবদান-সমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ স্থান আজ্ঞা দ্বারা লিপ্ত করেন । (ইহার পর) তিনি (আর বজ্রতিস্থানে পূর্বের ন্যায়) গমন করেন না ; তিনি সেই স্থানেই আসিয়া (অগ্নির) সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্বক (অর্থাৎ আশ্রা বণ করিয়া) বলেন—‘সোমবান্ পিতৃগণের উদ্দেশে যাজ্ঞা পাঠ করুন !’ (অনন্তর) বযট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি তাহা হোম করেন ।

২৮। অনন্তর তিনি বলেন—‘বর্হিবৎ পিতৃগণের উদ্দেশে অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন !’ তিনি আজ্ঞাকে (জুহুতে) উপস্থাপন করেন, ঐ সমস্ত ধান্য হইতে এক অবদান গ্রহণ করেন, এবং তাহারই সহিত মস্তুর ও তাহারই সহিত পুরোডাশের (অবদান গ্রহণ করেন) । তিনি তাহা একবারে (জুহুতে) প্রক্ষিপ্ত করেন । অনন্তর তিনি তাহাতে দুইবার আজাদারা পাত করেন, এবং (সেই সমস্ত হবির) যে স্থান হইতে অবদানসমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই স্থানে আজ্ঞা লিপ্ত করেন । (ইহার পর) তিনি (আর বজ্রতিস্থানে) গমন করেন না ; তিনি সেই স্থানেই থাকিয়া (অগ্নির) সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্বক বলেন—‘বর্হিবৎ পিতৃগণের উদ্দেশে যাজ্ঞা পাঠ করুন !’ (অনন্তর) বযট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি তাহা হোম করেন ।

২৯। অনন্তর তিনি বলেন—‘অগ্নিষাত্ত পিতৃগণের উদ্দেশে অনুবাক্যা উচ্চারণ করুন !’ তিনি আজ্ঞাকে (জুহুতে) উপস্থাপন করেন, ঐ সমস্ত হইতে এক অবদান গ্রহণ করেন, এবং তাহারই সহিত পুরোডাশের ও তাহারই সহিত ধান্য (অবদান গ্রহণ করেন) । তিনি তাহা একবারে জুহুতে প্রক্ষিপ্ত করেন । অনন্তর তিনি তাহাতে দুইবার আজাদারা পাত করেন, এবং (সেই সমস্ত হবির) যেস্থান হইতে অবদান গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইস্থানে আজ্ঞা লিপ্ত করেন । (ইহার পর তিনি আর বজ্রতিস্থানে) গমন করেন না ; তিনি সেই স্থানেই থাকিয়া (অগ্নির)

(বৈদ্যানারায়ণশর্মাঃসুহীত, বোম্বাই, ৮১ পৃঃ) তাহার যে ত্রিভু বেওয়া হইয়াছে, তাহাতে গো-কর্ণাকৃতি দেখা যায় না । এই পূতাবদান দিয়া বথাক্রমে পুরোডাশ, ধান্য ও মস্তুর সন্ধান হইতে এক-একটি অবদান লইয়া তাহা একই সঙ্গে জুহুতে প্রক্ষিপ্ত করিতে হইবে । কা. শ্রো. ৫.২.২-৩, ও পদ্ধতি ।

সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্বক বলেন—‘অগ্নিষাভ পিতৃগণের যাজ্ঞা পাঠ করুন!’ (অনন্তর) বযট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি তাহা হোম করেন।

৩০। অনন্তর তিনি বলেন—‘ক বা বা হ ন অগ্নির উদ্দেশ্যে অমুবাচ্যা উচ্চারণ করুন!’ তাহা শ্রি ষ্ট কৃ ৭ (অগ্নির) স্তম্ভই হইয়া থাকে।*৩ হ বা বা হ ন দেবগণের (অগ্নি), এবং ক বা বা হ ন পিতৃগণের;*৪ এইজন্ত তিনি বলেন—‘ক বা বা হ ন অগ্নির উদ্দেশ্যে অমুবাচ্যা উচ্চারণ করুন!’

৩১। তিনি আত্মাকে (জুহুতে) উপস্থীর্ণ করেন, সেই পুরোডাশ হইতে এক অবদান গ্রহণ করেন, এবং তাহারই সহিত বান্ধা ও তাহারই সহিত মধুর (অবদান গ্রহণ করেন)। তিনি তাহা একবারে (জুহুতে) প্রক্ষিপ্ত করেন। অনন্তর তিনি তাহাতে জুহুবার আভাষা পাঠ করেন, কিন্তু যে স্থান হইতে অবদানসমূহ গ্রহণ করেন, তাহা আভাষা লিপ্ত করেন না। (ইহার পর) তিনি (আর যজ্ঞতিস্থানে) গমন করেন না; তিনি সেট স্থানেই থাকিয়া (অগ্নির) সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্বক বলেন—‘ক বা বা হ ন অগ্নির যাজ্ঞা পাঠ করুন!’ (অনন্তর) বযট্কার উচ্চারিত হইলে তিনি তাহা হোম করেন।

৩২। তিনি যে (সেই স্থান হইতে যজ্ঞতিস্থানে) গমন করেন না, এবং সেই স্থানেই থাকিয়া (অগ্নির) সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া হোম করেন, তাহার কারণ এই যে, পিতৃগণ এক বা রে ই প্রতিলোমভাবে গমন করিয়াছেন। আর যে তিনি সমস্ত হবিরই এক-এক-বার-মাত্র অবদান করেন, তাহারও কারণ এই যে, পিতৃগণ এক বা রে ই প্রতিলোমভাবে গমন করিয়াছেন। আর যে

৩৩। প্রথম বারের পর ষি ষ্ট কৃ ৭ অগ্নির বাগ করিতে হয়; জঃ—১.৩.১.৩ ইত্যাদি। এখানে পিতৃগণের দ্বারা প্রথম, তাহার পর ষি ষ্ট কৃ ৭ বাগ অবশ্যক। এই স্তম্ভ ক বা বা হ ন কে ই ষি ষ্ট কৃ ৭ কৃ ৭ বর্ণনা করা হইতেছে। দেবগণকে দেয় হবির নাম হ বা, এবং পিতৃগণকে দেয় হবির নাম ক বা।

৩৪। জঃ—উ. স. ২.৫.৮.৩—‘জয়ো বা অগ্নয়ঃ, ইবাবাহনো দেবাবাং, কবাবাহনঃ পিতৃণাং, সতরক্ষা অহরাণাম্।’

তিনি অবদানগুলিকে পরস্পর সংস্কৃষ্ট করিয়া গ্রহণ করেন, তাহার কারণ এই যে, ঋতুসমূহই পিতৃগণস্বরূপ, এবং তিনি ইহাতে ঋতুগণকেই পরস্পর সংস্কৃষ্ট করেন, ঋতুগণকেই পরস্পর সম্মিলিত করেন ; সেইজন্যই তিনি পরস্পর সংস্কৃষ্ট করিয়া অবদানসমূহ গ্রহণ করেন ।

৩৩। এই স্থানে কেহ কেহ ঐ মন্ব হোতার (তন্ত্বে) স্থাপন (প্রদান) করেন, হোতা তাহা উ প হ ত ** করিয়া আঘ্রাণই ** করেন, এবং (তদনন্তর) তিনি তাহা ব্রহ্মাকে প্রদান করেন ; ব্রহ্মা তাহা আঘ্রাণই করেন, এবং (তদনন্তর) আগ্নীত্রকে প্রদান করেন ; আগ্নীত্রও তাহা আঘ্রাণই করেন ।** আবার কেহ কেহ এই (বক্ষ্যমাণ) রূপই করিয়া থাকেন—৩৪ তাঁহারা অপর (অর্থাৎ দর্শ-পূর্ণমাসাদি) যজ্ঞের ইড়া** ও প্রা শি ত্র** অবদান করেন, ইহারও (এই পিতৃযজ্ঞেরও) সেইরূপ করিবেন । তাঁহারা ইড়াকে উপহৃত করিয়া আঘ্রাণই করিবেন, ভক্ষণ করিবেন না । কিন্তু আ সূ রি বলেন—‘আমরা মনে করি যে, তাঁহারা যেকোন (দ্রব্যের) হোম করেন, (তাহার বিক্ষিপ্ত) ভক্ষণ করিতেই হইবে ।’^{১১}

৩৪। অনন্তর (তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে) যিনি (পিতৃ) দান করিবেন—অধ্বর্যু অথবা যজ্ঞমান, তিনি উদকপাত্র গ্রহণ করিয়া অগ্রদক্ষিণ ভাবে তিনবার (বেদিকে) পরিষিক্ত করিতে করিতে (তাহার) চারিদিকে ভ্রমণ করেন । তিনি যজ্ঞমানের পিতাকে (এই বলিয়া মুখাদি) শোধন (অর্থাৎ ঘোত)

৩৫। ইহা এখানে ইড়া প হা নের পরিবর্তে বিহিত হইয়াছে, এবং তাহারই মন্ত্রসমূহ এখানে প্রযোজ্য । জঃ—১.৬.৩.১৮ ইত্যাদি ।

৩৬। ঐ মন্বকে ভোজন করিতে হইবে না—ইহাই ‘ইকার’ দ্বারা সূচিত হইতেছে ।

৩৭। আঘ্রাণ করিবার পর আগ্নীত্র তাহা উৎকরদেশে নিক্ষেপ করেন । কা. শ্রো. ৫.২.১৩। কাত্যায়নব্রোতসূত্রের মতে অধ্বর্যুও তাহা আঘ্রাণ করেন ।

৩৮। ইহা সারণ-মতে অনুবাদ । এইরূপ অনুবাদও হইতে পারে :—‘তাঁহারা এখানে ইহাই করিয়া থাকেন ;’ অর্থাৎ ইহার সহিত পূর্বোক্ত বিধির সন্ধ ।

৩৯। ১.৬.৩.৩২ ।

৭০। ১.৬.৩.৮ ।

৭১। কা. শ্রো. ৫.২.১৩—১৫ ।

করান!—‘হে অমুক, শোধন করুন!’ তিনি ‘হে অমুক, শোধন করুন!’ এই বলিয়া (যজ্ঞমানের) প্রপিতামহকে, এবং ‘হে অমুক, শোধন করুন!’ এই বলিয়া (যজ্ঞমানের) প্রপিতামহকে শোধন করান।^{১৩} যেমন ভোজন করিবার জন্য উদ্যত (ব্যক্তির হস্তে) লৌকে) জল সেচন করে, ইহাও সেইরূপ।

৩৫। অনন্তর তিনি সেই পুরোডাশের অবদান করিয়া (তাহা বাম হস্তে) (স্থাপন) করেন, ধানার অবদান করিয়া বাম হস্তে করেন, এবং মস্থের অবদান করিয়া বাম হস্তে করেন।^{১৪}

৩৬। এই^{১৫} অবাস্তুরদিকে (অর্থাৎ উত্তরপশ্চিম দিকে) যে কোণ রহিয়াছে, তিনি তাহাতে যজ্ঞমানের পিতাকে (এই বলিয়া পিণ্ড) দান করেন—‘হে অমুক, ইহা আপনার!’^{১৬} আর এই অবাস্তুর দিকে (দক্ষিণপশ্চিম দিকে) যে কোণ রহিয়াছে, তিনি তাহাতে যজ্ঞমানের পিতামহকে (এই বলিয়া পিণ্ড) দান করেন—‘হে অমুক, ইহা আপনার!’ আর এই অবাস্তুর দিকে (দক্ষিণপূর্ব দিকে) যে কোণ রহিয়াছে, তিনি তাহাতে যজ্ঞমানের

১২। ব্রঃ—২.৩.৪.২৩।

১৩। বিধেয় বিধানের জন্য অষ্টবা—কা.শ্রো. ৫.২.১৭; বেদীর বিভিন্ন-বিভিন্ন কোণে পিণ্ড দান করিতে হইবে, ইহা অব্যবহিত পরেই উক্ত হইবে। কোণে পিণ্ড দিতে হইলে অবশ্যই নৈবজ্ঞন (অর্থাৎ সুখাদি প্রাথমিক করিবার) ফলও এই নৈবজ্ঞনে কোণে দেয়। সুগে তিনবার পরিবেচন বলিয়া তাহার পর অবশ্যই নৈবজ্ঞন উক্ত হইয়াছে। যাজ্ঞিকপণ্ডিত কাত্যায়নশ্রোতসূত্র (৫.২.১৭) অবলম্বনে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন—তিনবার বেদি পরিবেচনের প্রত্যেক বারেই বেদীর কোণসমূহে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের মূলোক্ত নিয়মে অন্নদান দিতে হইবে। পরেরা বলেন—অপদক্ষিণভাবে বেদিকে তিনবার পরিবেচন করিয়া পিতার অবনৈবজ্ঞন, আবার তিনবার বেদিকে ঐরূপে পরিবেচন করিয়া পিতামহের অবনৈবজ্ঞন, এবং পুনর্বার তিনবার পরিবেচন করিয়া প্রপিতামহের অন্নদান দিতে হইবে। উত্তরপশ্চিম বা বায়ুকোণে পিতার, দক্ষিণপশ্চিম বা নৈবজ্ঞন কোণে পিতামহের, এবং পূর্বদক্ষিণ বা আগ্নিকোণে প্রপিতামহের অন্নদান দিতে হয়। কা.শ্রো. ৫.২.১৮, পদ্ধতি।

১৪। অর্থাৎ এই সমস্তকে একত্র মিশ্রিত করেন। কা.শ্রো. ৫.২.১৯।

১৫। ইহা অভিনয় করিয়া দেখান হইতেছে।

১৬। ব্রঃ—১১৩ পৃ. ৩৩ পঙ্ক।

প্রপিতামহকে (এই বলিয়া পিতৃ দান করেন—‘হে অমুক, ইহা আপনার !’ আর এই অবাস্তুরমিকে (উত্তরপুরুষ দিকে) যে কোণ রহিয়াছে, তাহাতে তিনি (এই মন্ত্রে হস্তলব্ধ হবির্বেশকে) মার্জন করেন—‘হে পিতৃগণ, আপনারা এখানে হুটে হউন ! এবং নিজ-নিজ ভাগ লক্ষ্য করিয়া বুকের দ্বার আচরণ করুন !’^{১১} তিনি ইহাতে এই বলেন যে, ‘আপনারা যথাভাগ ভোজন করুন !’ তিনি যে এইরূপে পিতৃগণকে (পিতৃ) দান করেন, (তাহার কারণ এই যে), তিনি তাহাতে এই বজ্র হইতে স্রী পিতৃগণকে ব্যবহৃত করেন না ।

৩৭। (অনন্তর) তাঁহার সকলই যজ্ঞোপবীতা হইয়া (সেই পরিবেষ্টিত^{১২} পিতৃবজ্রস্থান হইতে) উত্তরমুখে নির্গত হন ও আহবনীয় অগ্নির নিকটে উপস্থিত হন ।^{১৩} যিনি আহিতাগ্নি হন, যিনি দর্শ ও পূর্ণমাসের দ্বারা বাগ করেন, তিনি দেবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন ; কিন্তু তাঁহার (এখনই) পিতৃমজ্জের অনুষ্ঠান করিলেন, সেই জন্য তাঁহার ইহাতে দেবগণকে শাস্ত করিয়া থাকেন ।^{১৪}

৩৮। তাঁহার (এই) ঐশ্রী (অর্থাৎ হস্তের ঐশ্রী) দ্বয়ের দ্বারা আহবনীয়ের নিকট উপস্থিত হন ; কেননা, ইচ্ছাই আহবনীয় ; —(১) “তাঁহার (আনাদের প্রদত্ত হবি) ভক্ষণ করিয়াছেন এবং ভূগু হইয়াছেন ; কেননা, তাঁহার ঐশ্রী হইয়া” (ঐতিবাস্তবক নিজের সমস্তকে) কম্পিত করিয়াছেন ।^{১৫} স্বয়ং দাপ্ত

১১। বা.স.২.৩১.১ ; কা.সৌ.৫.৯.২০ ; অঃ—২.৩.৪.২০, ও ৩৭৭ টীকা।

১২। অঃ—পূর্ববর্তী ১৭৭ টীকা।

১৩। অর্থাৎ আহবনীয়ের উপস্থান বা পূজা করেন। অন্যত্রও এইরূপ।

১৪। অগ্নির আহিতাগ্নির দ্বারা তাঁহার দেবগণের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার তাহা উপেক্ষা করিয়া পিতৃমজ্জের অনুষ্ঠান করিলেন, ইহাতে দেবগণের মনে ক্রোধ হইয়াছিল ; সেই জন্য তাঁহার পুনর্বার আহবনীয়ের উপস্থান করিয়া দেবগণের সেই ক্রোধকে শাস্ত করেন।

১৫। ‘অথবা ‘সেই প্রিয়েরা।’

১৬। ইহা বহুবচন-অনুসারে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—‘(হবির রসভিশ্র প্রকাশের জন্য) প্রিয় (শরীরকে) কম্পিত করিয়াছিলেন ।’ পান্ডিত্য পণ্ডিতেরা অনেকে অনেকরূপ করিয়াছেন—
‘—the friends have shaken off (their intoxication),’—Ludwig ; ‘—they showered down upon us delightful gifts,’—Grassman ; ‘—have trampled through their precious (bodies)’—Wilson ; ‘—have shaken off (the enemies)’—Egeling.

বিশ্রাণ (মেধাবিশ্রাণ নূতনতম স্ততি দ্বারা তোমার স্তব করিয়াছেন,
(অতএব) হে ইন্দ্র, (গমনোজ্ঞ) তোমার অশ্বদ্বয়কে যোজিত কর!"—
(২) "হে মঘবন্ (ধনশালিন) চারুদর্শন তোমাকে আমরা বন্দনা করি!
তুমি স্তব ইষ্টার (যজ্ঞমানের) কামনা লক্ষ্য কর, এবং (ধন দ্বারা) রথের
ক্রোড়দেশ পূর্ণ করিয়া নিশ্চয়ই গমন করিয়া থাক। (অতএব) হে ইন্দ্র,
তোমার অশ্বদ্বয়কে যোজনা কর!"^{৮৩}

৩৯। অনন্তর তাঁহারা (সেই স্থান হইতে) প্রতিনিবৃত্ত হইয়া (এই মন্ত্রদ্বয়ে)
গার্হপত্যের নিকট উপস্থিত হন—(১) "আমরা নরগণের প্রশংসনীয়"
স্তোত্রের দ্বারা, এবং পিতৃগণের (চিন্তাসাধন) স্তোত্রসমূহের দ্বারা সত্বরে মনকে
আহ্বান করি!"—(২) "ক্রতুর" জন্ত, বলের" জন্ত, জীবনের জন্ত, এবং
দীর্ঘকাল বাবৎ সূর্য্যকে দেবতার জন্ত আমাদের মন পুনর্বার আগমন
করুক,"^{৮৪}—(৩) "হে পিতৃগণ দৈব (দেবসম্বন্ধী) পুরুষ আমাদের মনকে
পুনর্বার মন দান করুক! (বাহ্যে) আমরা জীবসমূহকে" উপভোগ করিতে
পারি!"^{৮৫} তাঁহারা এখনই পিতৃবৃন্দের অনুষ্ঠান করিলেন ও তাহার পর পুনর্বার
তাঁহারা জীবগণকে প্রাপ্ত হইতেছেন; সেই জন্তই তিনি বলেন যে, "জীব-
সমূহকে উপভোগ করিতে পারি।"

৪০। অনন্তর (অশ্বযুগ ও যজ্ঞমান) এই দুইটির মধ্যে যিনি (পিণ্ড)

৮৩। ঋ. স. ১.৮২.২—৩; বা. স. ৩. ৫১—৫২; কা. শ্রৌ. ৫. ৯. ২১।

৮৪। মূল "নারাশংসেন;" সাধারণ অর্থ করিয়াছেন—"নরৈঃ শংসনীয়েন," বহীষের লিখিয়াছেন—
"শংসঃ প্রশংসনং নরাণাং সমুদ্যোগাৎ যোগাঃ শংসঃ,"—অর্থাৎ যে স্তোত্রে সমুদ্যোগের যোগ্য প্রশংসা
করা হয়।

৮৫। অথবা "কর্ত্ত্ব" বা "সম্বন্ধের জন্য।"

৮৬। অথবা "উৎসাহের জন্য।"

৮৭। সাধারণ ইহার তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন—"পিতৃবৃন্দের কৃত্যের আশায়ের মন (পিতৃগণেরই)
নিকট গিয়াছিল, সেখান হইতে ইহা পুনর্বার (দেবগণের নিকট) আগমন করুক।" এই কণ্ডিকার
শেষ অংশ ত্রুটিবা।

৮৮। অর্থাৎ পূজাপ্রস্তুতিকে।

৮৯। ঋ. স. ১০.৫৭. ৩—৫; বা. স. ৩. ৫৩—৫৫; কা. শ্রৌ. ৫. ৯. ২২।

দান করেন, তিনি পুনর্বার প্রাচীনাবৌতী হইয়া (পরিত্যক্ত পিতৃযজ্ঞস্থানে) গমন করিয়া (এই যজ্ঞ) জপ করেন—“পিতৃগণ এখানে হুট হইয়াছেন, এবং নিজ-নিজ ভাগ লক্ষ্য করিয়া বুকের ভায়ে আচরণ করিয়াছেন।”^{২০} তিনি ইহাতে এই বলেন যে, তাঁহারা নিজ নিজ ভাগ লক্ষ্য করিয়া ভোজন করিয়াছেন।

৪১। অনন্তর তিনি উদকপাত্র লইয়া (এইরূপে পিতৃগণকে মুখাদি) শোধন (অর্থাৎ ধোত) করান—‘হে অমুক, শোধন করুন!’ এই বলিয়া যজ্ঞ-মানের পিতাকে; ‘হে অমুক, শোধন করুন!’ এই বলিয়া যজ্ঞমানের পিতামহকে; এবং ‘হে অমুক, শোধন করুন!’ এই বলিয়া যজ্ঞমানের প্রপিতামহকে। যেমন কৃতভোজন ব্যক্তির (হস্তে লোকে জল) সেচন করে, ঠিহাও সেইরূপ।^{২১} তিনি যে পুনর্বার তিনবার প্রদক্ষিণভাবে (বেদিকে) পরিধিক্ত করিয়া (তাঁহার) চারিদিকে ভ্রমণ করেন, (ভাগ্যতে তিনি এই মনে করেন যে), ‘প্রদক্ষিণভাবেই আমাদের এই কন্ম সম্পন্ন হইবে;’ এবং সেই জন্তই পুনর্বার তিনবার পরিধিক্ত করিয়া তিনি চারিদিকে ভ্রমণ করেন।

৪২। অনন্তর তিনি নীবি খুলিয়া (অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক) নমস্কার করেন; নীবির দেবতা পিতৃগণ; সেই জন্ত তিনি নীবি খুলিয়া নমস্কার করেন। নমস্কার-অর্থে যজ্ঞ (অর্থাৎ পূজা), অতএব তিনি ইহাতে ইহাদিগকে যজ্ঞার্হত (পূজার্হত) করেন। তিনি ছয়বার নমস্কার করেন; কেননা ঋতু ছয়, এবং পিতৃগণ ঋতু-সমুৎস্বরূপ; অতএব তিনি ছয়বার নমস্কার করেন। তিনি বলেন—“হে পিতৃ-গণ, আমাদের গৃহ দান করুন!” কেননা, পিতৃগণ গৃহের ঈশ্বর, এবং ইহাই এই কন্মের আশীঃ (শুভপ্রার্থনা)।^{২২}

৪৩। তাঁহারা সকলেই অনুযাজ্জর করিবার জন্ত যজ্ঞোপবীতী হইয়া (থাকেন) ; এবং (তদনন্তর) যজমান ও ব্রহ্মা (পিতৃযজ্ঞবেদির) পশ্চাদ্দিগে ও আশ্রী প্র পূর্বদিগে ঘুরিয়া গমন করেন, এবং হোতা হোতৃযদনে উপবেশন করেন।

৪৪। অনন্তর (অথর্বযুগ) বলেন—‘একান্ত সমুখে গমন করিব।’ তিনি

২০। বা. স. ২. ৩১; কা. ব্রো. ৫. ২. ২৩; অঃ—২. ৩. ৪. ২২।

২১। ২. ৩. ৪. ২৩।

২২। ২. ৩. ৪. ২৪, এবং ঐকাসব্ধ।

(তাহার পর) অগ্নিতে সমিৎ প্রক্ষেপ করিয়া বলেন—‘আগ্নীধ্র অগ্নিকে সম্ভার্ষ্জন করুন!’ অনন্তর তিনি অগ্ন্যধ্র (জুহু ও উপভূৎ) গ্রহণ করিয়া, পশ্চিম দিকে গমন করেন, গমন করিয়া (হোতাকে) আহ্বান করিয়া বলেন—‘দেবগণের যাজ্ঞা উচ্চারণ করুন!’ তিনি বহিঃ পরিভাগ করিয়া দুইটি অমৃত্যাজ অমৃত্যান করেন;” কেননা, প্রজ্ঞাই বহিঃ, এবং তিনি যনে কবেন মে, ‘পাছে আমি হাতে প্রজাসমূহকে পিতৃগণের মণ্ডে স্থাপন করিয়া ফেলি;’ সেই জন্য তিনি বহিঃ পরিভাগ করিয়া দুইটি প্রসাজ অমৃত্যান করেন।

৪৫। অনন্তর তিনি (নখাবিহিত স্থানে) অগ্ন্যধ্রকে (জুহু ও উপভূৎকে) স্থাপন করিয়া (পরস্পরকে) বিপরীত দিকে রাখেন (অর্থাৎ পৃথক করেন)।” অগ্ন্যধ্রকে বিপরীত দিকে রাখিয়া তিনি পরিধিসমূহকে (জুহুস্থিত যুত দ্বারা) লিপ্ত করেন, এবং একখানি পরিধি গ্রহণ করিয়া (হোতাকে) আহ্বানপূর্বক বলেন—‘দৈব হোতৃগণ স্বকথনের জন্ত প্রেরিত হইয়াছেন, এবং মানবীয় হোতা স্বকথকের (স্বকথনের) জন্ত প্রেরিত হইয়াছেন।’ হোতা স্তব্বাক উচ্চারণ করেন। অধ্বর্যু (এখানে) প্রস্তর গ্রহণ করেন না, তিনি এইরূপেই হোতার স্তব্বাক-উচ্চারণকে প্রতীক্ষা করিতে থাকেন।”

৪৬। অনন্তর আগ্নীধ্র বলেন—‘নিক্ষেপ করুন!’” তিনি কিছুই নিক্ষেপ করেন না, নীরবে নিজেকেই স্পর্শ করেন।”

৪৭। অনন্তর (আগ্নীধ্র অধ্বর্যুকে) বলেন—‘সম্ভাষণ করুন!’ (অধ্বর্যু প্রশ্ন করেন)—‘হে আগ্নীধ্র, তিনি কি গিয়াছেন?’ (আগ্নীধ্র উত্তর প্রদান করেন)—‘তিনি গিয়াছেন।’ (অধ্বর্যু বলেন)—‘শ্রবণ করুন!’ (আগ্নীধ্র উত্তর করেন)—‘(তঁাটার) শ্রবণ করিয়াছেন!’ অধ্বর্যু বলেন—‘দৈব-হোতৃগণের স্থানে গমন! এবং মানবীয় (হোতৃ)-গণের স্বাস্থ্য!’ (তিনি

২৩। ব্রঃ—১.৬.৪.১ ইত্যাদি।

২৪। ১.৭.১.১ ইত্যাদি।

২৫। ১.৭.১.৭ ইত্যাদি; কা. শৌ. ৫. ২. ২৭-২৮।

২৬। ১.৭.১.১২ ইত্যাদি।

২৭। বাজিকমশ্রাদায় বলেন এখানে হ্রস্ব স্পর্শ করিতে হয়; কা. শৌ. ৫. ২. ২৯-৩০।

হোতাকে বলেন) —আগনি মুখ ও নির্ভয়তা উচ্চারণ করুন ১৯৯ তিনি তখন পরিধিসমূহকে স্পর্শ করেন, (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন না। অনন্তর তিনি এই (বেদিতে আত্মার) বহি ও পরিধিসমূহকে (একসঙ্গে) নীরবে নিক্ষেপ করেন ১৯৯

৪৮। এখানে কেহ কেহ অবশিষ্ট হবি ২০০ এক সঙ্গে (অগ্নিতে) নিক্ষেপ করেন। কিন্তু তিনি তাহা করিবেন না; কেননা, তাহা হতাবশিষ্ট, এবং তিনি মনে করেন যে, ‘গাছে আমি হতাবশিষ্ট অগ্নিতে হোম করিয়া ফেলি!’ অতএব তাঁহারা তাহা জ্বলে নইয়া যাউবেন (অর্থাৎ ফেলিবেন), অথবা ভক্ষণ করিবেন ২০১

১৯৭। অঃ—১.৭.১.২০-২১; ৭.২.২৪ ইত্যাদি, ১৭শ শ্লোক।

১৯৮। ১. ৭. ১. ২২; কা. শ্রো. ৫. ২. ৩৩।

১৯৯। অর্থাৎ পিণ্ডবানের পর পুরোডাশ, বাবা ও মহুর বাহা শেষ থাকে, তাহা।

২০০। কা. শ্রো. ৫. ২. ৩৪—৩৫।

তৃতীয় ভ্রাম্বণ

[১ ভ্রাম্বণক হবিষ্যর প্রশংসা, এই ভ্রাম্বণকহবিষ্যর দ্বারা বাগ করিয়াই বৃজসংগ্রামে পরভাঙিত দেবগণকে তাহার পলায়িত করিয়াছিলেন ;—২ ইহা দ্বারা বাগ করিলে বজ্রমানেরও কেহ কখনো পরভাঙিত হয় না, এবং তাহার সম্ভ্রান্তিগণ নীবোপ নিপাপ ইহা জ্ঞাত হয় ;—৩ ভ্রাম্বণকহবিষ্যর পুরোডাশরূপ হবিষ্যরূপ রূপকে প্রবৃত্ত হয়, তাহার বৃত্তি, এই পুরোডাশগুলি এক কপালে সংস্কৃত হওয়া আবশ্যক, ইহার বৃত্তি ;—৪ গৃহে বজ্রমানের যতগুলি পরিবার থাকে একাদিক ততগুলি পুরোডাশ করিতে হয়, ইহার বৃত্তি ;—৫ পুরোডাশনির্ভারণের বিধানপ্রবালী, বিহিত কর্তব্যসমূহ উত্তরদিকে করিতে হয়, তাহার বৃত্তি ;—৬ বজ্রস্তরে পুরোডাশের ক্ষত অবস্থত ব্রীহিতে যতধারা নিক্ষেপ করিতে হয়, এই ভবের ঋণ ও বৃত্তি ;—৭ পুরোডাশগুলিকে একত্র পাঠ্যেতে চালাই ও দক্ষিণাঙ্গি হইতে উল্লুক গ্রহণপূর্বক উত্তরাভিমুখে আশ্বন, উত্তরাভিমুখে আশ্বিবার হেতু, চতুঃপাশে (এই উল্লুক দ্বারা স্থাপন করিয়া) হোমের বিধি ও বৃত্তি ;—৮ পলায়ের শয্যাবর্তী পত্রকে স্বর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা হোম, তাহার প্রশংসা, অতিরিক্ত তির আর সমস্ত পুরোডাশ হইতেই অবমানগ্রহণ ;—৯ হোমের মন্ত্র ও তাহার ব্যাখ্যা ;—১০ ইন্দ্র-উৎসাহে ধূলিরাশির মধ্যে অতিরিক্ত পুরোডাশটিকে চাকিয়া কেলা, তাহার মন্ত্র, তাৎপর্যব্যাখ্যা ও প্রশংসা ;—১১ (চতুঃপাশ হইতে অগ্নিসমাধে) আশ্বিয়ার বজ্রবিশেষের রূপ ;—১২ অগ্নিসমাধে আশ্বন করিয়া বজ্রমানপ্রভৃতির দুইটি মন্ত্রের রূপ ;—১৩ দক্ষিণ উত্তর বাজাইতে বাজাইতে তাহারিগণের অগ্নির চতুর্দিকে অপ্রদক্ষিণ-ভাবে তিনবার ভ্রমণ ;—১৪ (বজ্রমানের) কুমারীগণও অগ্নির চারিদিকে ভ্রমণ করেন, তাহার বৃত্তি ;—১৫ তাহার মন্ত্র ও তাৎপর্যব্যাখ্যা ;—১৬ দক্ষিণ উত্তর হস্তধারা বাজাইতে বাজাইতে তাহার পুনরায় প্রদক্ষিণভাবে তিনবার অগ্নির চতুর্দিকে ভ্রমণ, তাহার তাৎপর্যব্যাখ্যা ;—১৭ হস্তাশিষ্ট পুরোডাশ-গুলি গ্রহণ করিয়া বজ্রমান উপরে ছুঁ দিয়া কেলেন, বজ্রমান প্রভৃতি উপরে-উপরেই ধ্রুবাচার ঘরিতে না পারিলে—মাটিতে পড়িয়া গেলে তাহার তৎসমূহকে স্পর্শ করেন ;—১৮ তৎসমূহকে দুইভাগ করিয়া তৃণনির্ধিত দুইটি বৃত্তির মধ্যে বজ্রপূর্বক কোন বংশদণ্ড বা বাকেয় দুই ধারে আবদ্ধ করিয়া উত্তর-মুখে গমন, এবং বৃক্ষপ্রভৃতি পাওয়া গেলে তাহারে সেই তার সংলগ্ন করা, তাহার মন্ত্র ও ব্যাখ্যা—১৯ তাহার সাক্ষেপস্থানে বেদিসমীপে আশ্বন করিয়া ধূলস্পর্শ করেন, তাহার উদ্দেশ্যব্যাখ্যা ;—২০ বজ্রমানের কেশশঙ্কর ছেদন, উত্তরবেদি হইতে অগ্নিতত্ত্ব সমিধ গ্রহণপূর্বক আশ্বারণ অগ্নিগৃহে গমন, অগ্নি বহনপূর্বক পৌর্যাস অমুষ্ঠান ও তাহার প্রশংসা ।]

১। দেবগণ য হা হ বি র দ্বারাই বৃজকে বধ করিয়াছিলেন, এবং এই যে ইহাদের বিজয় রহিয়াছে, তাহা তাহার তাহা দ্বারাই জয় করিয়াছিলেন । আর সেই সংগ্রামে তাহারিগণের মধ্যে বাহরা (বৃজযুক্ত) ইন্দ্র-শর- সমূহে আচ্ছ

হইয়াছিলেন, * তাঁহাদিগকে তাঁহারা (সেই) শল্য হইতে ইহাদেরই (বক্ষ্যমাণ জা) য় ক হ বি স মু হে র ই) দ্বারা বিমুক্ত করিয়াছিলেন, উদ্ধার করিয়াছিলেন ; কেননা, তাঁহারা (এই) জা য় ক- (হবি)-^১ সমূহের দ্বারা যাগ করিয়াছিলেন ।

২। আর ইনি (যজ্ঞমান) যে ইহাদের দ্বারা যাগ করেন, ইহাতেই ইঁহার কাহাকেও সেইরূপে (কোন) ঈশু আঘাত করে না। ‘দেবগণ করিয়াছেন’ ইহাই মনে করিয়া তিনি ইহা করেন ; এবং ইঁহার যে সমস্ত প্রজা জাত হইয়াছে, ও যে সমস্ত (তথ্যনো) জাত হয় নাই, এই উভয়বিধ প্রজাকে তিনি ইহা দ্বারা ক্ষত্রের (প্রভাব) হইতে প্রমুক্ত করেন, এবং ইঁহার প্রজাসমূহ নীরোগ ও নিষ্পাপ হইয়া জাত হইতে পারে । সেই জন্তই তিনি ইহাদের দ্বারা যাগ করেন ।

৩। সেই সমস্ত (পুরোডাশ) ক্ষত্রের ইহারা থাকে ; কেননা, ঈশু ক্ষত্রেরই ;^২ অতএব তাহারা ক্ষত্রের হয় । তাহারা এক কপাল (অর্থাৎ একটিনাত্র কপালে সংস্কৃত) হয় ; কেননা, (তিনি মনে করেন যে), তাহারা একটি দেবতার হইবে ; অতএব তাহারা এককপাল হইয়া থাকে ।

৪। তাহারা (ত্রাঘকপুরোডাশসমূহ) প্রতিপুরুষে (এক-একটি) হইবে ; (যজ্ঞমানের) গৃহে যতগুলি পরিবার থাকেন ততগুলি হইবে, এবং অতিরিক্ত আর একটি হইবে । প্রতিপুরুষে (এক-একটি) হইবার কারণ এই যে, ইহাদের (পরিবারের) মধ্যে এক-এক জনের যে সমস্ত প্রজা জাত হয়, তিনি ইহাতে তাহাদিগকেই ক্ষত্রের (প্রভাব) হইতে প্রমুক্ত করেন । আর যে একটি অতিরিক্ত হয়, তাহার কারণ এই যে, ইঁহার যে সকল প্রজা জাত হয় নাই, তাহাদিগকেই তিনি ইহা দ্বারা ক্ষত্রের (প্রভাব) হইতে প্রমুক্ত করেন ; সেই জন্য তিনি একটি অতিরিক্ত করিয়া থাকেন ।

১। আক্ষরিক—শরসমূহ বাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছিল ।*

২। ক্রঃ—১ম কড়িকা ।

৩। ত্রিপুরবিনাশের সময় ক্রঃ ঈশু ভ্যাগ করিয়াছিলেন । তৈত্তিরীয়াণঃসিদ্ধান্ত (৩.২.৪) ত্রিপুরবিনাশ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে । ক্রঃ যে ঈশু ভ্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার অগ্র যে কিছু হইয়াছিলেন, ইহাও সেখানে পাওয়া যায় । পুরাণে ইহাও লিপ্যগতবে বিস্তারিত হইয়াছে ।

৫। তিনি গার্হপত্যের পশ্চিমদিকে যজ্ঞোশবীতী হইয়া উত্তরমুখে উপবেশনপূর্বক এই সমস্ত (পুরোডাশের জন্ত ত্রীহি) গ্রহণ করেন। তিনি সেই স্থানেই সমীপে উদ্ভিত হইয়া ও উত্তরমুখে দণ্ডায়মান হইয়া (সেই ত্রীহি) অবঘাত করেন, (কৃষ্ণসার চর্ম্মের উপর) উত্তরাংশ করিয়া ঘূর্ণ্য ও উপলা উপস্থাপিত করেন, এবং গার্হপত্যের উত্তরভাগে কপালসমূহ উপস্থাপিত করেন। তাঁহারা যে উত্তরদিকে সমবেত হন, তাহার কারণ এই যে, ইহাই (উত্তর) এই দেবের (কজ্জের) দিক্ ;^১ সেইজন্য তাঁহারা উত্তরদিকে সমবেত হইয়া থাকেন।^২

৬। তৎসমুদয় (অর্থাৎ পুরোডাশগুলি, আজ্য-) লিপ্ত^৩ হইবে ; কেননা, হবি (আজ্য-) লিপ্তই হইয়া থাকে।^৪ (কিন্তু) তাহা অলিপ্তই হইবে ; কেননা, তিনি যদি লিপ্ত করেন, তাহা হইলে ক্রম (যজমানের) পদসমূহকে পীড়া প্রদান করিতে পারেন।

৭। তিনি তৎসমুদয়কে (পুরোডাশগুলিকে) এক সঙ্গে পাত্ৰীতে ঢালিয়া ও দক্ষিণাধি হইতে একটি উল্লুক গ্রহণ করিয়া উত্তরমুখে আগমনপূর্বক হোম করেন ;^৫ কেননা, ইহাই (উত্তরই) এই দেবের (কজ্জের) দিক্ । তিনি পথে হোম করেন ; কেননা, সেই দেব পথে বিচরণ করেন। তিনি চতুষ্পথে হোম করেন ; কেননা, (এই) যে চতুষ্পথে, ইহা ইহার জনপরিকল্পিত^৬ প্রসিদ্ধ স্থান ; সেই জন্য তিনি চতুষ্পথ হোম করিয়া থাকেন।^৭

৪। অঃ—১.৬.১.৩, ৮ ও তাহার টীকা, এবং ২০।

৫। ইহাতে সমস্ত কার্গাই উত্তরমুখে করিতে হয়, বিশেষ বিবরণের জন্য জটিল—কা.শ্রৌ. ৫.১০.৬।

৬। মূল "অজ্ঞ" ; সাধারণ-মতে তাহার আসল অর্থ অতিচারিত, অর্থাৎ বাহাতে খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে। অনাত্রও রূপ বুঝিতে হইবে।

৭। ইহা তৈত্তিরীয়শাখার মত, তৈ.স.২.৬.৩.২। ইহা ঋগ্ ভাষ্যে প্রাণমান করা হয়, অঃ—কা. শ্রৌ. ৫.১০.৮ ; ২.৮.২।

৮। দক্ষিণাধি হইতে গৃহীত এই উল্লুককে বর্ষাবিধি স্থাপন করিয়া ইহাতেই হোম করিতে হয়।

৯। মূল "জাকিৎ" ; অনুবাদ সাধারণমুসারে। সামখ্যী মহাশয় ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন "জন+ধিত=হিত।" Eggeling-এর অর্থ favourite.

১০। কা. শ্রৌ. ৫.১০.৯ ক।

৮। তিনি পলাশের^{১১} মধ্যম পত্র দ্বারা হোম করেন। পলাশের পত্র ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণভাতি);^{১২} অতএব তিনি ইহাতে ব্রহ্মেরই দ্বারা হোম করিয়া থাকেন। তিনি সমস্ত (পুরোডাশেরই) অবদান করেন, কেবল এই যে একটি (পুরোডাশ) অতিরিক্ত থাকে,^{১৩} তাহারই অবদান করেন না।

৯। তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) গোস করেন—“হে রুদ্র, এই ভাগ তোমার, ভগিনী অশ্বিকার সহিত তাহা সেবন কর! স্বাহা!”^{১৪} অশ্বিকা নামে ইহার ভগিনী (আছেন), তাঁহারই সহিত ইহার (রুদ্রের) এই ভাগ।^{১৫} অতএব যেহেতু ঐরাবত সহিত ইহার ভাগ (কল্পিত হইয়াছে), সেই প্রজ্ঞ (এই পুরোডাশরূপ হবিসমূহ) ত্র্যম্বক^{১৬} নামে (প্রসিদ্ধ)। ইহার যে সমস্ত প্রজ্ঞা জাত হইয়াছে, তাহাদিগকে তিনি ইহা দ্বারা রুদ্রের (শক্তি) হইতে প্রাপ্ত করেন।

১০। এই যে একটি অতিরিক্ত (পুরোডাশ) থাকে, তিনি তাহা (এই মন্ত্রে) মৃষিকোৎক্লিপ্ত ধূলিরাশিতে অঙ্গুর্হিত করেন—^{১৭} “হে রুদ্র, এই (পুরোডাশ)

১১। অর্থাৎ পলাশবৃক্ষের (সারথী), অথবা পলাশপত্রের। পলাশের এক-একটি বৃক্ষে তিনটি করিয়া পাতা থাকে, এই তিন পাতার মধ্যে মধ্যমটি দ্বারা হোম করিতে হইবে; ইহা স্পৃহানীয়। তৈ. ব্রা. ১. ৩. ১০. ৩; তৈ. স. ১. ৮. ৬, সারণ্যভাষ্য।

১২। ত্র্য—তৈ. স. ৩. ৫. ৭. ২-৩।

১৩। ৪র্থ কল্পিকা উক্তব্য।

১৪। অথবা ‘হে রুদ্র, ভগিনী অশ্বিকার সহিত তোমার এই ভাগ।’ মন্ত্র—বা. স. ৩. ৫৭. ১।

১৫। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ৩. ১০. ৫) এই অশ্বিকাকে শরৎ-ঋতুরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—“শরৎই ইহার অশ্বিকা ভগিনী; তাঁহারই দ্বারা ইনি হিংসা করেন।” তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১.৮.৩) সারণ্য ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—“শরৎকালে। হি পৌনসম্ভরাছাৎপাদিনেন হিংসকঃ, তদ্বদিশমশ্বিকা হিংসিকা, ততঃ শরদিভ্যুদ্যাতে।”

১৬। অর্থাৎ ত্র্যম্বক শব্দ হইতে কর্ণশোণে ত্র্যম্বক হইয়াছে।

১৭। “মৃষিকোৎক্লিপ্তে পাণ্ডুরাণৌ উপসূহতি পাণ্ডুরাজীহত্য করোতি”—কা. শ্রো. ৫. ১০.

১৩ বৃত্তি; ইহাতে পাঠ্যই বুঝা যায় ঐ পুরোডাশখানি ইন্সুরের মাটির মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে হইবে। মূল “উপক্লিপতি” সারণ্য প্রতিশব্দ দিয়াছেন “উপক্লিপতি”।

তোমার ভাগ, এবং (এই স্থানে স্থিত) ইন্দুর (‘আখু’) তোমার পশু!”^{১৮} তিনি ইহাতে ইহাকে পশুগণের মধ্যে ইন্দুরকেই নির্দিষ্ট করিয়া দেন, এবং তাহাতেই তিনি (রুদ্র) অস্ত্র পশুসমূহকে হিংসা করেন না। তিনি যে (তাহা) অস্ত্র-হিত করেন, (তাহার কারণ এই যে), গর্ভসমূহ তিরোহিত হইয়া থাকে, এবং বাহ্য অস্ত্রহিত হয় তাহাও তিরোহিত হইয়া যায়;^{১৯} সেই জন্য তিনি অস্ত্র-হিত করেন। ইহার যে সমস্ত প্রজা অজ্ঞাত রহিয়াছে, তাহাদিগকেই ইনি ইহাতে রুদ্রের (শক্তি) হইতে প্রসূক্ত করিয়া থাকেন।

১১। অনন্তর তাঁহারা^{২০} পুনর্বার (অগ্নিসমীপে) আগমন করিয়া^{২১} (এই মন্ত্র দুইটি)^{২২} জপ করেন—(১) “রুদ্রের উদ্দেশে আমরা (পুরোডাশ) অবদান করিয়াছি, দেব ত্র্যম্বকের উদ্দেশে আমরা অবদান করিয়াছি,—বাহাতে তিনি আমাদিগকে অধিকতর ধনশালী করেন, বাহাতে তিনি আমাদিগকে অধিকতর প্রশংসনীয় করেন, এবং বাহাতে তিনি আমাদিগকে নিশ্চয়যুক্ত করেন!”^{২৩} (২) “তুমি ভেবজ (ঔষধ), গো ও অশ্বের ভেবজ, মনুষ্যের ভেবজ; (তুমি) সেব ও মেঘীর সূত্র (প্রদ)!” ইহা এই কর্ণের আশীর্বাদই।

১৮। বা. স. ৩. ৫৭. ২।

১৯। ‘উপকীর্ণ (=অস্ত্রহিত) জবা নিগলিত হইয়া তিরোহিত হইয়া বাহু’—সায়ণ।

২০। অর্বাং অধিকৃতমশ, বখা, বজমান, ব্রহ্মা, অশ্বধূঁ ও অগ্নীধ্ব।

২১। সায়ণ বলেন—চতুর্থ হইতে; কিন্তু কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের (৩.১০.১১) বৃত্তিকার বলেন—আগুৎকর অর্বাং ইন্দুরের দ্বারা উৎখাত বুলিরাশি হইতে—বাহার মধ্যে অতিরিক্ত পুরোডাশকে চুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে (১-৪ কড়িকা)।

২২। বা. স. ৩. ৫৮. ৫৯।

২৩। অদ্ব্যধি তৈত্তিরীয়সংহিতার (১.৮.৬) সায়ণভাষ্য-অনুসারে। মূল ব্রাহ্মণে সায়ণ এই মন্ত্র অন্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মূল “অব রুদ্রবলীমহি” এই অংশের ব্যাখ্যায় সায়ণ তৈ. সংহিতায় লিখিয়াছেন—“রুদ্রমুদ্ভিজ্জ অবাধিমহি পুরোডাশাবদানসকাম”। শতপথ্যে লিখিয়াছেন—“রুদ্রবলীমহি অবদীয়াসহৈ হবির্ভাগেন রুদ্রসবযুক্ত্য প্রজা রক্ষামহৈ,” লক্ষণীয় তৈ. সংহিতার পাঠ “অধিমহি”, শতপথ্যব্রাহ্মণের পাঠ “অদীমহি”। বা. সংহিতার (৩.৫৮) বহীধর আবার ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১২। অনন্তর তাঁহারা (হস্তধারা) বাম উরু আহত করিতে করিতে (বাজাইতে বাজাইতে, এই মন্ত্রে) তিনবার অপ্রদক্ষিণভাবে (অগ্নির) চতুর্দিকে ভ্রমণ করেন^{২৪}—“আমরা সুগন্ধমুক্ত ও গুপ্তির (ঘনধান্যাদির সমৃদ্ধির) বর্ধনকারী ত্রাঘককে পূজা করি। বৃন্ত হইতে ককটীকলের ন্যায় মৃত্যু হইতে আমি মুক্ত হইব, অমৃত হইতে নহে।”^{২৫} ইহা ঐ কণ্ঠের আশীর্বাদই; তাহারা ইহাতে আশীর্বাদই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি মৃত্যু হইতে মুক্ত হইতে পারে, অমৃত হইতে নহে, (তাহার) তাহাই শুভ; সেই জন্তই তিনি বলিয়া থাকেন—“মৃত্যু হইতে আমি মুক্ত হইব, অমৃত হইতে নহে।”

১৩। ‘আমরা সৌভাগ্যভাগী হইব’ এই (মনে করিয়া যজমানের) কুমারীগণও সেই সময় (অগ্নির) চতুর্দিকে ভ্রমণ করিবেন। সেই যে অধিকা নামে রুদ্রের ভগিনী, ইনিই সৌভাগ্যের প্রভু (স্বামিনী); সেই জন্ত ‘আমরা সৌভাগ্যভাগী হইব’ এই (মনে করিয়া যজমানের) কুমারীগণও চারিদিকে ভ্রমণ করিবেন।

১৪। ইহাধের (পরিভ্রমণের) মন্ত্র আছে—“সুগন্ধমুক্ত ও পতিপ্রদান-কারী ত্রাঘককে আমরা পূজা করি। বৃন্ত হইতে ককটীকলের ন্যায় ইহা হইতে আমি মুক্ত হইব, উহা হইতে নহে।”^{২৬} তিনি (কুমারী) যে বলেন “ইহা হইতে” তাহাতে তিনি ‘জ্ঞাতিগণ হইতে’ বলিয়া থাকেন; আর যে বলেন “উহা হইতে নহে,” তাহাতে তিনি ‘পতিসমূহ’ হইতে বলিয়া থাকেন; পতি-সমূহই দ্বীর প্রতিষ্ঠা, এবং সেই জন্তই তিনি বলিয়া থাকেন “উহা হইতে নহে।”

১৫। অনন্তর তাঁহারা (যজমানপ্রভৃতি) পুনর্বার দক্ষিণ উরু আহত করিতে করিতে এই মন্ত্রেই^{২৭} তিনবার প্রদক্ষিণভাবে (অগ্নির) চতুর্দিকে ভ্রমণ করেন। তাঁহারা যে পুনর্বার প্রদক্ষিণভাবে তিনবার পরিভ্রমণ করেন,

২৪। “চতুর্পাশে অগ্নিমণসলবি..... পরিরন্তি”—সারণ।

২৫। বা. স. ৩.৩০.১; কা. শ্রো. ৫.১০.১৫।

২৬। বা. স. ৩.৩০.২; কা. শ্রো. ৫.১০.১৭।

২৭। ১২শ কণ্ডিকা ব্রহ্মণ্য; কা. শ্রো. ৫.১০.১৬।

(তাহার কারণ এই যে, তাঁহার্য্য মনে করিয়া থাকেন)—‘আমাদের এই কৰ্ম্ম প্রদক্ষিণভাবে অনুকূলরূপে সম্পন্ন হইবে ;’ সেই মন্ত তাঁহার্য্য গুনধার প্রদক্ষিণ-ভাবে তিনবার পরিলম্বন করিয়া থাকেন ।

১৬। অনন্তর যজমান (হুতাশিষ্ট) এই সকল (পুরোডাশ) অঞ্জলিতে গ্রহণ করিয়া (এতদূর) উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করেন, বাহাতে (কোন) গো^{১০} (৩২-সমুদয়কে) উপরে প্রাপ্ত হইতে (অর্থাৎ গ্রহণ করিতে) না পারে । তাঁহার্য্য (যজমানপত্নী) ইহাতে (স্ব-স্ব) শরীর হইতে (রক্তের) শল্যকেই নির্গত করিয়া থাকেন । তাঁহার্য্য (৩২সমুদয়কে উপরে) ধরিতে না পারিলে, (ভূমিতে পড়িয়া গেলে), স্পর্শ করিবেন ।^{১১} তাঁহার্য্য ইহাতে (স্বশরীরের) ভেষজই করিয়া থাকেন, এবং সেত রক্তই, তাঁহার্য্য ধরিতে না পারিলে স্পর্শ করেন ।

১৭। অনন্তর তিনি সেই (পুরোডাশ-) তালিকে (সর্দ্ধার্ক ভাগ করিয়া) দুইটি তৃণনির্ম্মিত ভূড়িতে (‘মূত’)^{১২} বন্ধনপূর্ব্বক বংশদণ্ডে অধবা বাক (‘কূপ’)^{১৩} উভয় পার্শ্বে আবদ্ধ করিয়া উত্তরমূখে (কিছুদূর) গমনপূর্ব্বক

২৮। পুরোডাশতালিকে তিনি এতদূর উপরে ছুড়িয়া ফেলেন, বাহাতে কোন গো মূষ বাড়াইয়াও উপরে ধরিতে না পারে । এ সম্বন্ধে কাত্যায়ন লিখিয়াছেন (কা. শ্রো. ৫.১০.১৮)—‘দ্রৌতান্ যজমানোহঞ্জলিনোহম্যতি অগোঃ প্রাপণং ;’ বাজিকদেব ব্যাখ্যা করিয়াছেন—‘অগোঃ প্রাপণং দেশং যথা ক্ষিপ্তান্ উর্দ্ধবোহপি যৌন প্রাপ্নুযাৎ ।’ সায়ণ এখানে মূলের ষো-শব্দের অর্থ পৃথিবী ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ‘বাহাতে উৎক্ষিপ্ত পুরোডাশ ভূমিতে পতিত হইয়া না যায় ।’ এই পুরোডাশ মটিতে পড়িবার পূর্ব্বই আবার ধরিয়া ফেলিতে হয় । এই কণ্ডিকারই পরবর্তী অংশ জষ্টবা, দ্রৌতদ্বন্দ্বো ইত্যাদি বিহিত হইয়াছে (কা. শ্রো. ৫.১০.১৯-২০) ।

২৯। কা. শ্রো. ৫.১০.২০ ; কাত্যায়ন ও তনুযারী বাজিকদেবের মতে যজমানই গ্রহণ করিবেন, অন্যেরা নহেন । হরিদ্বারী লিখিয়াছেন—কেবল যজমানই নহেন, অপরেরাও ধরিতে ইচ্ছা করেন, সেই জন্যই মূলে বহুবচন । উ. ব্রা. ১.৬.১০.৫ ; উ. স. ১.৬.৬, সাধারণতাব্য ।

৩০। ‘যজ তৃণমগ্রে আবণনে ধাক্তং বধ্যতে তনুভ্যং’—সায়ণ । বাজিকদেব লিখিয়াছেন (কা. শ্রো. ৫.১০.২১)—‘ইহা রজ্জ্বনির্ম্মিত, এবং যেখানে শিকার (বা প্রচলিত শিকার) মত,—‘শিকারকারয়েঃ রজ্জ্বনির্ম্মিতয়োঃ ।’

৩১। ‘কূপঃ’ আমাদের দেশে প্রচলিত তারবহনঃ বংশদণ্ড, ইহার সংস্কৃত নাম বীথ । সায়ণ লিখিয়াছেন—‘বৈশ্বনির্ম্মিত তাজনঘনবৃন্তো দাক্ষিণেশঃ, বীথধাপরপর্ধ্যাক্ত কূপঃ ।’ বাজিক-

যদি বৃক্ষ, বা হাণু, বা বেণু, বা বন্থীক প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহাতে (ঐ বংশদণ্ড বা বীক এই মত্রে) সংলগ্ন করেন—“হে কজ্জ, এই তোমার পাথের,”^{৩২} তুমি তাহা দ্বারা মু জ বা নু (নামে প্রসিদ্ধ পর্বত) সমূহকে অতিক্রম করিয়া পরভাগে গমন কর।”^{৩৩} পাথেরই সহিত (লোকেরা) গমন করিয়া থাকে ; তিনি ইহাতে ইহাকে সপাথের করিয়াই বেধানে বেধানে তাঁহার (কজ্জের) গমন হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়াই গমন করাইয়া থাকেন। এখানে ইহার মু জ বা নু (পর্বত) সমূহের পরভাগে গমন হইয়া থাকে, এবং সেই জন্তই তিনি বলেন—“মু জ বা নু (নামে প্রসিদ্ধ পর্বত) সমূহকে অতিক্রম করিয়া পরভাগে গমন কর।”—“(তোমার) বন্ধ অবরোপিত ও পিনাক আচ্ছাদিত (করিয়া)—,”^{৩৪} তিনি ইহাতে এই বলেন যে, ‘আমাদের অহিংসক হইয়া শিব হইয়া অতিক্রম-পূর্বক গমন কর।’^{৩৫} “কৃতিবাসাঃ ;”^{৩৬} তিনি ইহাতে ইহাকে (কজ্জকে) অত্যন্ত স্পষ্ট করান ;^{৩৭} (তিনি) স্পষ্ট হইয়া কাহাকেও হিংসা করেন না ; সেই জন্তই তিনি বলেন “কৃতিবাসাঃ ।”^{৩৮}

যেদের পদ্ধতিতে জানা যায় পাঁচ ছুটি বংশপত্রনির্ধারিত হইয়া থাকে। “ঔহিবাদীন্ বন্ধা বহনার্থং তৃণবংশাদিনির্ধারিতঃ পাত্রেবিশেষো বৃহন্নাতে”—মহাধর, বা. স. ৩.৬১।

৩২। “অবসং” ; বাহাদারা বাস করা যায়। জটীয়া মহাধরভাষ্য।

৩৩। বা. স. ৩.৬১.১।

৩৪। “অবততথ্যা পিনাকাবসঃ ।” তৈত্তিরীয় সাংহিত্য (১.৮.৬) পাঠ—“অবততথ্যা পিনাক-হন্তঃ ।” সাধারণ এইরূলে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“অস্মদ্বিরোধিনং পাণ্যুনাং কৃৎসন্য কজ্জঃ পিনাক-নামকঃ ধমুহন্তে গুহীক। অবততথ্যা জ্যাকর্ষণেণ বিস্তারিতধমুকঃ কৃতিবাসাঃ সর্ববসনঃ ।”

৩৫। ব্রাহ্মণে এই অংশ পূর্বোক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যারূপে দেয়া যায়, কিন্তু মূল সাংহিত্য (বা. স. ৩.৬১) ইহা মূল মন্ত্রেরই মধ্যে নির্ধারিত হইয়াছে।

৩৬। কৃতি—চর্ম, বাসঃ—আচ্ছাদন, বাহ্যিক।

৩৭। চর্ম মৃদুতর বলিয়া অথকর হস্তদ্বারা কজ্জের নিষ্কা হন—সাধারণ।

৩৮। কেহ কেহ বলেন—এই শব্দ ব্রাহ্মণ দ্বারা বৃক্ষাদিতে আমক সেই পুরোডাশতারকে নিষ্কল করিতে হয়। আরও বলেন—ইহা কেবল অংশ করিতে হইবে।

১৮। অনন্তর** তাঁহারা (যজমান-পত্নী) দক্ষিণ বাহু লক্ষ্য করিয়া (প্রদক্ষিণভাবে) আবর্তন করেন, এবং (পশ্চাৎ)** অবলোকন না করিয়া পুনর্বার (বেদিসমীপে) আগমন করেন। পুনর্বার আগমন করিয়া তাঁহারা জলস্পর্শ করেন ; কেননা, তাঁহারা ক্রত্বের (কর্ম) করিয়াছেন, এবং জল শাস্তি ; অতএব তাঁহারা শাস্তি (-স্বরূপ) জলের দ্বারা শাস্ত করেন।**

১৯। অনন্তর তিনি কেশ ও শাশ্রু ছেদনপূর্বক অগ্নিদ্বয়কে (গার্হপত্য ও আহবনীয়কে, সম্মিমে) আরোপিত করিয়া ও (উত্তরবেদি হইতে) নিষ্ক্রমণ করিয়া উচ্চর (অর্থাৎ পৌর্ণমাসাগ) দ্বারা যাগ করেন। তিনি যদি উত্তর-বেদিতে অগ্নিহোত্র জোম করেন, তবে তাহা ঠিক হয় না ; এত জগ্ন তিনি নিষ্ক্রমণ করেন। তিনি গৃহপাশ্বে হইয়া ও অগ্নিদ্বয়কে মন্থন করিয়া পৌর্ণমাস দ্বারা যাগ করেন। এষ্ট যে চাতুর্মাসসমূহ, ইহারা বিচ্ছিন্ন বস্তু ; আর এই যে পৌর্ণমাস, ইহা সম্পন্ন ও প্রসিদ্ধিঃ। তিনি ইহাতে শেষে সম্পন্ন যজ্ঞের দ্বাৰাই প্রতীক্ষিত হইয়া থাকেন ; এবং সেই জন্তাই (সেই স্থান হইতে) নিষ্ক্রমণ করেন।**

৩৯। বৃক্ষপ্রভৃতিতে সেই বৌদ্ধপুত্রোক্তাংশ পূর্বোক্তরূপে লিপ্যাহবাব পর।

৪০। “অপ্তাকং ভৌহবিঃপ্রচরণস্থানবনবলোকয়ন্তঃ”—সাম্ব ; “পশ্চাদবলোকনম-কুবন্তঃ”—পত্নী (কা. প্রো. ২. ১-১)। তুল্যঃ—“বৌদ্ধপুত্রোক্তাংশহোমস্থানং চতুঃপদপশ্চাদ্ অবলোকয়ন্তঃ.....”—কা. প্রো. ৪. ১-১. ২৩ বৃত্তি ; এখানে অনবলোকয়ন্তঃ পাঠই উচিত বোধ হয়।

৪১। স রূপ বলেন—রৌদ্রহবিঃ প্রবানে তাঁহাদের যে উচ্চতা হইয়াছিল তাহাই তাঁহারা শাস্ত করেন। কিন্তু স্পষ্টই বোধ হয় যে, নিজেদের প্রতি ক্রত্বের শক্তিকেই তাঁহারা তাহা দ্বারা শাস্ত করেন।

৪২। এই কণ্ডিকাটি সম্পূর্ণই পূর্বে (২. ৪. ৩. ৪৮) উক্ত হইয়াছে। এখানে অস্তান্ত বিবরণের জন্য ই কণ্ডিকাটি বর্জ্য।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

[১ চাতুর্মাস্ত্রধারী স্নাত্তকে অগ্নি করিতে পারা যায় না, যুক্তিযায়া ইহার সমর্থন ;—২ শু না সী ধ্যঃ বাসের ফলকীর্তন ;—৩ তাহার ক্রিয়াপদ্ধতি ;—৪ বৈশ্বদেবপুর্বে আগ্নেয়াগ্নি যে পাঁচটি হবি হয়, ইহাতেও সেই পাঁচটি হইয়া থাকে, সেই হবিসমূহের প্রশংসা ;—৫ অনস্তর স্ত ন (বায়ু) ও সী রে র (সূর্য্যের) দ্বাদশকপালসংস্কৃত পুরোচাপ, তাহার কলোগ্রহণ ;—৬-৭ বায়ুর পুরোরূপ হবির বিধান, তাহার প্রশংসা ;—৮ সূর্য্যের এককপালসংস্কৃত পুরোডাশের বিধান, তাহার যুক্তি ও প্রশংসা ;—৯ তাহার দক্ষিণারূপে বেত অথ অথবা তদভাবে বেত গো প্রদান করিতে হয় ;—১০ সাকমেবের অম্বাবহিত পরেই শুনাগীর্ষের ব্যবস্থা, অথবা যজ্ঞমান যখন ইচ্ছা করেন তখন তাহা করিতে পারা যায় ;—১১ কয়েক রাত্রি অতীত করিবার ইচ্ছা করিলে কাস্তনের গুরু প্রতিপদের দিন তাহার অনুষ্ঠান হইবে ;—১২ অনস্তর (সোমবাণের জন্ত) দীক্ষা গ্রহণ, তাহার যুক্তি, যিনি পরে আর চাতুর্মাস্ত্র অনুষ্ঠান করেন না, তাহার পক্ষে এই বিধি ;—১৩ কিন্তু যিনি করেন, তিনি কাস্তনৌ পূর্ণিবার পূর্ণদিন শুনাগীর্ষ, পরদিন প্রাতে বৈশ্বদেব, এবং তদনস্তর গোপর্নাস করেন ;—১৪—১৬ যজ্ঞমানের কেশশ্রবণভূতি কানাইবার বিধি, ঐ বিধির সূচ্য ও অগ্নির চূষ্টান্তে প্রশংসা, তাহার ফলকীর্তন ;—১৭ আ হ রি র বতে তাহা করিবার প্রয়োজন নাই, এবং সংবৎসরে যে তিনবার যাগ করা হয় তাহাতেই পূর্বোক্ত কল পাওয়া যায় ।]

১। চাতুর্মাস্ত্রধারী স্নাত্ত অক্ষয্য (অগ্নি করিতে পারা যায় না) ; কেননা, তিনি সংবৎসরকে অগ্নি করেন ; সেই জন্ত তাঁহার (তাহা) অক্ষয্য হইয়া থাকে । তিনি তাহাকে (সংবৎসরকে) ত্রিধা বিভক্ত করিয়া যাগ করেন, (অতএব) ত্রিধা বিভক্ত করিয়া তিনি (তাহাকে) প্রকৃষ্টরূপে জগ্নি করিয়া থাকেন ।^১ সংবৎসর (-অর্থে) সমগ্রষ্ট, এবং সমগ্র অক্ষয্য ; (অতএব) ইহাতেই ইহার স্নাত্ত অক্ষয্য হইয়া থাকে ।^২ তিনি ইহাতে ঋতু (-স্বরূপ) হইয়া দেবগণের

১। ১৩৫ পৃষ্ঠার ১ম টিকা ভ্রষ্টব্য। চাতুর্মাস্যের বৈশ্বদেব, বরুণপ্রদাস ও সাকমেব এই তিনটি পক্ষ বৎসরের মধ্যে চারি-চারি বাস অন্তর অনুষ্ঠিত হয়। অতএব তাহাদের অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ বৎসরটি আসিয়া যায়। ইহাই লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে যে, তিনি তিনতান করিয়া সংবৎসরকে জগ্নি করেন।

২। সাধারণ এখানে তাৎপৰ্য্য লিখিয়াছেন—স্নাত্ত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কালের মধ্যে বাহা কিছু হয় তাহা সংবৎসরেরই অন্তর্ভুক্ত। আবার সংবৎসর সমগ্রকে ব্যাখ্য করিয়া থাকে বলিয়া তাহার আদি ও অন্ত নাই। এই হেতু সংবৎসরজন্ত কলও অক্ষয্য হইয়া থাকে।

নিকটে গমন করেন; দেবগণের (সমস্তই) অক্ষযা, (অতএব) ইহাতে তাঁহার স্মৃকৃত অক্ষযা হয়। তিনি যে ক্ষত্র চাতুর্মাত্তসমূহের দ্বারা বাগ করেন, তাহা ইহাই।

২। অনন্তর যে ক্ষত্র তিনি ত না সী র্য দ্বারা বাগ করেন, * (তাহা উক্ত হইতেছে)। সাকমেধসমূহের দ্বারা বাগ করিয়া ও (বুদ্ধকে) বিজয় করিয়া দেবগণের যে শ্রী হইয়াছিল, তাহা শু ন;° আর প্রকৃষ্টরূপে জিত সংবৎসরের যে রস হইয়াছিল, তাহা সী র। সাকমেধসমূহের দ্বারা বাগ করিয়া ও বিজয় করিয়া দেবগণের যে শ্রী হইয়াছিল, এবং প্রকৃষ্টরূপে জিত সংবৎসরের যে রস হইয়াছিল, এই উভয়কে পরিগ্রহ করিয়া তিনি ইহাতে নিজেতেই (স্থাপন) করিয়া থাকেন; এবং সেই ক্ষত্রই তিনি ত না সী র্য দ্বারা বাগ করেন।

৩। তাহার ক্রিয়াপদ্ধতি (এইরূপ):—তাঁহার (ইহাতে) উত্তরবেদি উপাশন (অর্থাৎ নিষ্ঠাশন) করেন না, পৃথদ্বাজ্য গ্রহণ করেন না, ও অগ্নিমহন করেন না।° (ইহাতে) পাঁচটি প্রবাজ, তিনটি অনুবাজ, ও একটি সমিষ্টবজ্জু: হইয়া থাকে।

৪। (ইহাতে) এই (পূর্বোক্ত) পাঁচটি হবিই হইয়া থাকে।° এই সমস্ত হবিরূপ দ্বারা প্রজাপতি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহাদের দ্বারা তিনি প্রজাগণকে উভয়দিকে বরণপাশ হইতে প্রসূক্ত করিয়াছিলেন, ইহাদেরই দ্বারা দেবগণ বুদ্ধকে বধ করিয়াছিলেন, এবং এই যে ইহাদের (দেবগণের) বিজয়,

৩। ইহার অর্থ হুথ (নিকট ৩.৯.১১)। হুথহেতু বলিয়া শ্রীকে শু ন অর্থাৎ হুথ বলা হইতেছে।—সাময়।

৪। উক্ত হইয়াছে (১১.৩.৪.৮) যে, চাতুর্মাত্তের সমস্ত অর্বাং চারিটি গর্বেই অগ্নিমহন করিতে হয়—“চতুর্হাঃ সপুস্তি।” অথচ এখানে শুনাসীর্বা স্রষ্টাই তাহার নিবেদ দেখা বাইতেছে। এই ক্ষত্র ব্যক্তিকগণ বলেন যে, শুনাসীর্বা অগ্নিমহন বৈকল্পিক। যদি অগ্নিমহন হয়, তাহা হইলে বৈধগ্নেবের জ্ঞান নষ্ট প্রবাজ, নষ্ট অনুবাজ ও তিনটি সমিষ্টবজ্জু: হইবে; আর যদি না হয়, তাহা হইলে পৌর্ণমাসের জ্ঞান পাঁচটি প্রবাজ, তিনটি অনুবাজ ও একটি সমিষ্টবজ্জু: হইবে। স্রষ্টব্য—২.৪.২.২১; ১৪০ পৃ. ৩৫৭ ও ৩৬৭ পৃকা; শাখ্যা. প্রো. ৩. ১৭. ১২—১৩, “অক্ষতিস্তু যদ্বা ন সধ্যতে পৌর্ণমাসেনৈব তদ্বজ্জু:”—ই ভাষ্য; কা. শ্রো. ৫.১১.৩, বৃজি।

৫। আগ্নেয় সৌম্য প্রভৃতি পাঁচটি, স্রষ্টব্য—২.৪.২.৮—১১। কা. শ্রো. ৫.১১.৪।

তাহা তাঁহার ইহাদেরই দ্বারা জয় করিয়াছিলেন ; উনিও সেইরূপ ইহাদের দ্বারা —সাকমেধসমূহে বাগ করিয়া ও বিজয় করিয়া দেবগণের যে স্ত্রী হইয়াছিল, এবং গুরুত্বরূপে বিজিত সংবৎসরে যে রস হইয়াছিল—এই উভয়কে পরিগ্রহ করিয়া নিজেতেই (স্থাপন) করেন। সেই স্ত্রীই এই পাঁচটি হবি হইয়া থাকে।

৫। অনন্তর শুনা সীর্ষা (অর্থাৎ শুন ও সী রে র)* স্বাদশকপালে সংস্কৃত পুরোডাশ হইয়া থাকে। আমরা পূর্বে বাহা বলিয়াছি, শুনা সীর্ষা (হবির) তাহাই অমুকুল (স্ততি)।*

৬। অনন্তর বায়ু দুগ্ধ হইয়া থাকে।^৮ জাত প্রজাসমূহ দুগ্ধকেই অনুমোদন করিয়া থাকে ; (এবং তিনি মনে করেন যে),^৯ ‘আমি জয়লাভ করিয়াছি ; প্রজাসমূহ আমাকে স্ত্রীর নিমিত্ত, বশের নিমিত্ত ও অন্তোজনসামর্থ্যের জন্য অনুমোদন করুক !’ সেই জন্ত দুগ্ধ হইয়া থাকে।

৩। শুন শব্দের অর্থ বায়ু, এবং সী র শব্দের অর্থ সূর্য। দেবতাঋত্বানাস বলিয়া শুন-হানে শুনা হইয়াছে। বায়ু এই শব্দের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন (বি. ২.৩.৬)। শুনা সীর্ষা-পর্বের এই হবি বর্ষ, ইহা শুন ও সীকে একত্র প্রদত্ত হয়, কা. শ্রো. ৫.১১.২। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১.৭.১.১) ইল্লকে শু না সী র বলা হইয়াছে—“অথেন্নায় শু না সী রার স্বাদশকপালং নির্বপতি।” তৈত্তিরীয়সংহিতায় (১.৮.৭) সায়েণ ঐ ব্রাহ্মণেরই (১.৭.১.১) ইন্দ্রা শু না সী র শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, বায়ু ও সূর্যের সহিত বর্ষমান ইল্লকে ইন্দ্রা শু না সী র বলা হয়। আবার অষ্টপা—ঋষি. শ্রো. ২.২.১.৩। শুন অর্থে বায়ু, এবং সী র অর্থাৎ সূর্য আছে যাহায় এই অর্থ ইল্লকে শু না সী র বলা হইয়া থাকে, ইহা প্রচলিত সাধারণ কোষেও প্রসিদ্ধ আছে। এই শব্দটি বিবিধ প্রকারে আধুনিক সংস্কৃতপণ্ডিতগণের নিকট দেখা গিয়াছে, এইজন্য তাঁহার বলেন—“শু না সী রো বিজানবতে শু না সী রো দ্বিঘন্ত্যকঃ। তালবান্বিত্যমধ্যঃ শু না সী র-শ্চ দুগ্ধতে।”—অমরসীকার ভ্রমত। শকার ও শকারের এতাদৃশ বিপর্যাসের জন্য আমার পালি-প্রকাশ (প্রবেশক, ৮১—৮৩ পৃঃ) ঐষ্টবা।

৭। অর্থাৎ পঞ্চবর্তী দ্বিতীয় কণ্ডিকায় যে বৎস কীর্তিত হইয়াছে, ইহারও সেই বৎস বুঝিতে হইবে।

৮। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে (৫.১১.৭) জানা বাহাবে, এই দুগ্ধ ঘোষন করিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই (পরম থাকিতে-থাকিতেই) প্রথান করিতে হয়। তাঁহার মতে দুগ্ধের পরিবর্তে এই হানে যথাগৃহিতে পারা যায় (৫.১১.১০)।

৭। তাহা যে জল বায়ুর হয়, (তাহা উক্ত হইতেছে)। এই বাহা বহিতেছে, ইহাট বায়ু ; বাহা-কিছুতে ইহা বর্ষণ করে, ১ তৎসমস্তকেই প্রবর্দ্ধিত করিয়া থাকে । বৃষ্টি হইতে ওষধিসমূহ জাত হয় ; (পশুসমূহ) ওষধি-সমূহ ভক্ষণ ও জল পান করিলে, তাহার পর জল হইতে এই জল সম্ভূত হয় । (অতএব) ইহাট (বায়ুই) তাহা উৎপাদন করে ; এবং সেই জল (তাহা) বায়ুর হইয়া থাকে ।

৮। অনন্তর সূর্য্যের এককপাল পুরোডাশ হয় । এই যিনি তাপ প্রদান করিতেছেন, ইনিই সূর্য্য । ইনিই এই সমস্ত (বিশ্বকে) সাধু ও অসাধু^{১০} (কর্ম) দ্বারা চারিদিকে রক্ষা করিতেছেন, ইনি এই সমস্তকে সাধু ও অসাধু (কর্মে) স্থাপিত করিতেছেন । (তিনি মনে করেন যে), ‘আমি (সাক্ষেপ দ্বারা) বিজয় লাভ করিয়াছি, তিনি আমাকে প্রীত হইয়া সাধু (কর্ম) দ্বারা চারিদিকে রক্ষা করবেন, এবং সাধু (কর্মে) স্থাপিত করবেন ;’ সেই জল সূর্য্যের এক-কপাল পুরোডাশ হইয়া থাকে ।

৯। তাহার (সূর্য্যের হবির) দক্ষিণা শ্বেত অশ্ব^{১১} ইহাতেই, এই যিনি (সূর্য্য) তাপ প্রদান করিতেছেন তাহার (অমুকুল) রূপ করা হইয়া থাকে । তিনি যদি শ্বেত অশ্ব না পান, শ্বেত গোষ্ঠ (দক্ষিণা) হইবে ; ইহাতেই, এই যিনি (তাপ) প্রদান করিতেছেন, তাহার (অমুকুল) রূপ করা হইয়া থাকে ।

১০। অর্থাৎ বৃষ্টি দ্বারা সেচন করে—সায়ণ । বায়ুও বৃষ্টির প্রতি কারণ ; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণও (১. ৭. ১. ১) উক্ত হইয়াছে—“বায়ুর্বে বৃষ্টৌ প্রদাপয়িতা,” অর্থাৎ বায়ু বৃষ্টিকে বান করাইয়া থাকে ।

১১। “সাবুনা বদ্ অসাবুনা বৎ” ; তৎশব্দ সমুচ্চার্য অর্থে ব্যবহৃত হয় ; বাহ্য লিখিয়াছেন (নি. ১. ৩. ৪—৫)—“অথাপি সমুচ্চার্যে ভবতি—‘পর্ধ্যায় ইব তদাখিনন্’ আখিনন্ পূর্বপদ্যাস্তেতি ।” সায়ণ এখানে ‘কেহ’ অর্থ ব্যাখ্যা করেন—“তৎ একং পূর্বাভূতং জনং ;” আবার এই কণ্ডিকাতেই পরে লিখিয়াছেন—“হৃদিত্তি, এতদ্বজ্র ক্রিয়াশিষ্যেণ যেন বোঝান” ।

১২। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ৭. ১. ২) দ্বাদশটি বলীর্ঘর্ষের সহিত লাকল (সীরা) দক্ষিণা বিহিত হইয়াছে । শাখ্যায়ন প্রোতসূত্রেও (৩. ১৮. ১০) ইহা বৈকল্পিকভাবে বিহিত হইয়াছে । মূল ওনাসীঘোর দক্ষিণা দ্বয়টি বলসের সহিত লাকল, অথবা দুইটি খুব বড়-বড় বলয়। কা. শ্রো. ৫. ১১. ১২-১৩ । পদ্ধতিতে দেখা যায় লাকলের বলয় দিলেও চলে ।

১০। তিনি যখনই সাক্ষেধ-(হবিঃ-) সমুহের দ্বারা যাগ করেন, তখন (তাহার অবাধিত পরেই) গুনাসীর্ঘ্য দ্বারা যাগ করেন।^{১২} তিনি যে সংবৎসরের মধ্যে তিনবার যাগ করেন, তাহাতেই সংবৎসরকে প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ ব্যাপ্ত করেন),^{১৩} অতএব তিনি যে-কোন সময়ে ইহার দ্বারা যাগ করেন।

১১। এখানে কেহ-কেহ (কয়েকটি) রাত্রি^{১৪} পাইতে ইচ্ছা করেন। তিনি যদি (কয়েকটি) রাত্রি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, ঐ যে দিন (আগামী) ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্বে (চন্দ্র) উপরে দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ ফাল্গুনী শুক্লপ্রতিপদ), সেইদিন গুনাসীর্ঘ্য দ্বারা যাগ করিবেন।

১২। তাহার পর তিনি (সোমযাগের জন্য) দ্বীকৃত হইবেন, যাহাতে (সোম-) যাগ না করিতেই আবার যেন তাঁহাকে ফাল্গুনী পূর্ণিমা অতিক্রম করিয়া না যায়।^{১৫} তিনি (সোম-) যাগ না করিতেই আবার যদি তাঁহাকে ফাল্গুনী পূর্ণিমা অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা (চাতুর্মাস্তসমুহের) পুনর্ব্বার প্রয়োগের প্রয়োজকরূপ হয়। অতএব (সোম-) যাগ না করিতেই আবার তাঁহাকে ফাল্গুনী পূর্ণিমা অতিক্রম করিয়া যাইবে না। যিনি (চাতুর্মাস্তসমুহ) ত্যাগ করেন (অর্থাৎ আর অনুষ্ঠান করেন না), তাঁহার সম্বন্ধে (এই বিধি)।^{১৬}

১২। জটক—১৩৬ পৃ. টীকা।

১৩। বৈশ্বদেব, বরুণগ্রহাস ও সাক্ষেধ এই তিনটি পূর্বে চাক্রি-চারি বাস করিয়া সমস্ত বৎসর লাগে, ইহাই এখানে উক্ত হইতেছে।

১৪। অর্থাৎ সাক্ষেধ অনুষ্ঠানের পর। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাক্ষেধ অনুষ্ঠানের অবাধিত পরেই গুনাসীর্ঘ্য না করিয়া কয়েক দিন পরে করিতে চাহেন।

১৫। আপ. শ্রৌ. ৮.২১.২—৫; কা. শ্রৌ. ৫.১১.১৫।

১৬। চাতুর্মাস্তব্রাহ্মী বিবিধ; কেহ-কেহ একবৎসরমাত্র তাহা অনুষ্ঠান করিয়া ত্যাগ করেন, পুনর্ব্বার অনুষ্ঠান করেন না; অপররা একবার অনুষ্ঠান করিয়া পুনর্ব্বার অনুষ্ঠান করেন। ব্রাহ্মণে (১২শ ও ১৩শ কণ্ডিকা) ইহাদের নাম যথাক্রমে উক্ত হইয়াছে—উৎস্রজমান (যিনি উৎসর্গ অর্থাৎ ত্যাগ করেন) ও পুনঃপ্রব্রাহ্মান (যিনি পুনর্ব্বার প্রয়োগ অর্থাৎ অনুষ্ঠান করেন)। উৎস্রজমান চাতুর্মাস্তব্রাহ্মী একবার চাতুর্মাস্ত অনুষ্ঠান করিয়া সোমযাগ (অগ্নিবোমীয়) পশুযাগ (অগ্নিষ্টোম), বা (আগ্নের) ইষ্ট অবলম্বন করেন (শাখা, শ্রৌ. ৩.১৮.

১০। আর যিনি পুনর্বার (চাতুর্মাস্তমস্) অনুষ্ঠান করেন,^{১*} তাঁহার (বিধি উক্ত হইতেছে)। তিনি ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্বদিন^{২*} স্নানসৌধে দ্বারা, অনন্তর প্রাতে বৈশ্বদেব দ্বারা, এবং তদনন্তর (নিত্য) গৌৰ্ভমাস দ্বারা বাগ করিবেন। যিনি পুনর্বার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার (বিধি) এই^{৩*}।

১৪। অনন্তর এস্থান হইতে (কেশ ও শাশ্রু-প্রভৃতির) চারিদিকে বগনের (অর্থাৎ কামান'র, কথা উক্ত হইতেছে)।^{৪*} ঐ আদিগা সর্বতোমুখ (অর্থাৎ সব দিকেই তাঁহার মুখ) ; (এবং) ঐ বাহা কিছু (এখানে) শুক হয়, তৎ-সমুদয়কে ইনি টানিয়া লইয়া পান করেন ("নির্ধর্য্যত") ; (অতএব) তিনি ইহাতে^{৫*} সর্বতোমুখ হন, এবং তহা দ্বারা অন্নভোজ্য হইয়া থাকেন।

২১ ; কা. শ্রো. ৫.১১.১৫), এবং ইহাতেই তাঁহার চাতুর্মাস্ত ত্যাগ করা হয়। ইহা করিতে হইলে ফাল্গুনের শুক্ল প্রতিপদে স্নানসৌধে অনুষ্ঠান করিয়া আগামা পূর্ণিমার সেমবাগপ্রভৃতির অন্তর অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ১১শ ও ১২শ কণ্ডিকার ইহাই ভাষ্যার্থ। দীক্ষাব্রহ্ম প্রতিপদেরই দিন অথবা আগামা পূর্ণিমার ন্যূন্যে যেকোন দিনে করিতে পারা যায় (হরিদ্বারী)। পুষ্টপ্রস্থানের সম্বন্ধে পরবর্তী কণ্ডিকার উক্ত হইয়াছে।

১৭। পুনঃ প্রস্থান।

১৮। অর্থাৎ চতুর্দশীতে—দাশপ; আগন্তব্যও এইরূপ বলিয়াছেন (আপ. শ্রো. ৮.২১.৩)।
সং—কা. শ্রো. ৫.১১.১৭—১৮।

১৯। এখানে উক্ত পক্ষেই (অর্থাৎ চাতুর্মাস্তের ত্যাগ ও অভ্যাস পক্ষে) বাহা উক্ত হইল, তাহা ফাল্গুনী পূর্ণিমার আরও চাতুর্মাস্তমস্কেই বুঝিতে হইবে (সং—১০৩ পৃ. উপা)। আর যদি চাতুর্মাস্ত প্রথমে চৈত্রী পূর্ণিমার আরম্ভ হয়, তবে এস্থলেও চৈত্রী শুক্লপ্রতিপদ ও চৈত্রী পূর্ণিমা ধরিতে হইবে। বৈশাখী পূর্ণিমাতেও চাতুর্মাস্ত আরম্ভ করিতে পারা যায় (কা. শ্রো. ৫.৩, পদ্ধতি, ৪২৭ পৃ.; ৫.১১, পদ্ধতি, ৫৪৭ পৃ.), এবং তাহা হইলে বৈশাখী প্রতিপদ ও পূর্ণিমা ধরিতে হইবে।

২০। মূল "পরিবর্তনতঃ" বোধ হয় চুল কাটাইয়া মাথাকে বেশ সোল করার ইহা পারি-
ভাষিক শব্দ। স্তম্ভ্য "পরিবর্তনতঃ", ১৩শ কণ্ডিকা; ২.৫.৫.৩; "পরিবর্তনিতুঃ", ১৭শ কণ্ডিকা
"পরিবর্তনতঃ—সুবেশ পরিভোজ্যাপেক্ষে"—দাশপ, ২.৫.৫.৬.। "নিবর্তনতঃ—হিনতি"—ব্রহ্ম,
আপ. শ্রো. ৮.৫.১.।

২১। বগনের দ্বারা।

১৫। এই অগ্নি সৰ্ব্বতোমুখ ; যে-কোন (দিক্) হইতে (লোকেরা) অগ্নিতে (যাহা-কিছু) নিক্ষেপ করে, সেই (দিক্) হইতেই তিনি (তাহা) প্রদত্ত করেন ; (অতএব) তিনি ইহাতে সৰ্ব্বতোমুখ হন, এবং ইহা দ্বারা অন্নভোজী হইয়া থাকেন।

১৬। অগ্নির পক্ষে^{২২} এই পুরুষের (বজ্রমানের) একদিকে মুখ ; কিন্তু তিনি যে (কেশবশ্রুত্বের) চারিদিকে বপন করেন, তাহাতে তিনি সৰ্ব্বতোমুখ হন। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানিয়া চারিদিকে বপন করেন, তিনি ইহাদের দুইটির (সূর্য্য ও অগ্নির) জ্ঞার অন্নভোজী হইয়া থাকেন। অতএব তিনি চারিদিকে বপন করিবেন।

১৭। তদ্বিষয়ে আত্মা যি বলিয়াছেন—“যদি সমস্ত লোমই বপন করা হয়, তাহা হইলেও মুখের তাহাতে কি হয় !”^{২৩} তিনি যে সংবৎসর মধ্যে তিনবার যাগ করেন, তাহাতেই তিনি সৰ্ব্বতোমুখ হন এবং তাহাতেই অন্নভোজী হইয়া থাকেন। অতএব চারিদিকে কাষাইবার জন্য তিনি আদর করিবেন না।

২২। “অথ-শব্দঃ কুর্থে”—সায়ণ।

২৩। অর্থাৎ মুখের সমস্ত কেশ-লোম কাষাইলেও তাহাতে সৰ্ব্বতোমুখ হইবার কোন স্বাধা দেখা যায় না।

পঞ্চম ভ্রাস্করণ

[১ চাতুর্মাস্ত্রের প্রশংসারূপ আখ্যায়িকা—দেবগণ ইহা দ্বারা বৃত্তকে বধ করিয়াছিলেন, ও বিজয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ;—২ অগ্নিকে রাজা ও সেনানী করিয়া দেবগণ চারি রাস জয় করিয়া-
ছিলেন ;—৩ বরুণকে রাজা ও সেনানী করিয়া তাঁহার চারি রাস জয় করিয়াছিলেন ;—৪ ইন্দ্রকে
রাজা ও সেনানী করিয়া তাঁহার চারি রাস জয় করিয়াছিলেন ;—৫ বৃজবান যে বৈবসবে দ্বারা ধাপ
করেন, তাহাতেই তাদৃশ অগ্নির দ্বারা তাঁহার চারি রাস জয় করা হয়, কেশবশ্রেষ্ঠের প্রশংসা ;—
৬ বরুণপ্রবাস দ্বারা ধাপ করার রাজা ও সেনানী বরুণ দ্বারা তাঁহার অপর চারি রাস জয় করা হয়,
কেশবশ্রেষ্ঠের প্রশংসা ;—৭ সাক্ষেদ দ্বারা ধাপ করার তাঁহার ইন্দ্র দ্বারা আর চারি রাস জয়
করা হয়, কেশবশ্রেষ্ঠের প্রশংসা ;—৮ বৈবসবে-অনুষ্ঠানে অগ্নির, বরুণপ্রবাস-অনুষ্ঠানে বরুণের
ও সাক্ষেদ-অনুষ্ঠানে ইন্দ্রের শাস্ত্রা ও সালোক্য-প্রাপ্তি হয় ;— ৯ চাতুর্মাস্ত্রযাজী পরম স্থান
পরম গতি প্রাপ্ত হন ।]

১। তাঁহারা যে বলেন^১ দেবগণ সাক্ষেদ- (হবিঃ-) সমূহেরই দ্বারা
বৃত্তকে বধ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের যে এই বিজয় রহিয়াছে, তাহাও
তাঁহারা (সেই) সকলেরই দ্বারা জয় করিয়াছিলেন, (তৎসম্বন্ধে) কিন্তু (বস্তুত)
দেবগণ চাতুর্মাস্ত্রসমূহেরই দ্বারা বৃত্তকে বধ করিয়াছিলেন, এবং এই যে
তাঁহাদের বিজয় রহিয়াছে, তাহাও তাঁহারা (সেই) সকলেরই দ্বারা জয়
করিয়াছিলেন ।

২। তাঁহারা (দেবগণ) বলিয়াছিলেন—‘আমরা কোন রাজার দ্বারা,
কোন সেনানী^২ দ্বারা বৃত্ত করিব ?’ অগ্নি বলিয়াছিলেন—‘আমি রাজা,
আমার দ্বারা ! আমি সেনানী, আমার দ্বারা !’ তাঁহারা রাজা অগ্নি দ্বারা,
সেনানী অগ্নি দ্বারা চারি রাসকে জয় করিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্ম (অগ্নি)^৩
দ্বারা ও জয়ী বিদ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন ।

৩। তাঁহারা বলিয়াছিলেন—‘কোন রাজা দ্বারা, কোন সেনানী দ্বারা
আমরা বৃত্ত করিব ?’ বরুণ বলিয়াছিলেন—‘আমি রাজা, আমার দ্বারা ! আমি
সেনানী, আমার দ্বারা !’ তাঁহারা রাজা বরুণ দ্বারা, সেনানী বরুণ দ্বারা অপর

১। ২. ৪. ৪. ১।

২। “অন্যকেন,” জঃ—২. ৪. ৪. ২, ৩য় পীকা।

৩। পরবর্তী ৪য় পীকা ত্রুটিয়।

চারি মাস জয় করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে ব্রহ্ম দ্বারা ও ত্রয়ো বিদ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন ।

৪। তাঁহারা বলিয়াছিলেন—‘কোন রাজা দ্বারা, কোন সেনানী দ্বারা আমরা যুদ্ধ করিব ?’ ইহা বলিয়াছিলেন—‘আমি রাজা, আমার দ্বারা ! আমি সেনানী, আমার দ্বারা !’ তাঁহারা রাজা ইহা দ্বারা, সেনানী ইহা দ্বারা আর চারি মাস জয় করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে ব্রহ্ম দ্বারা ও ত্রয়ো বিদ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন ।

৫। তিনি যে বৈশ্বদেব দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে রাজা অগ্নি দ্বারা, সেনানী অগ্নি দ্বারা চারি মাস জয় করেন । সেখানে (কেশশ্রবণের জন্ত) স্থানত্রেয়ে ষ্ঠেতবর্ণা শললী^৪ ও লোহ (লোহিতবর্ণ, তাম্রবর্ণ) ক্ষুর (আবশ্যক) হয় ।^৫ সেই যে স্থানত্রেয়ে ষ্ঠেতবর্ণা শললী, ইহা ত্রয়ো বিদ্যার রূপ ; এবং লোহক্ষুর একের রূপ । কেননা, অগ্নিই ব্রহ্ম, এবং অগ্নি লোহিতের জায় ; সেই জন্ত লোহ ক্ষুর হইয়া থাকে । তিনি তাহাতে (নিজের কেশশ্রবণকে) চারিদিকে ছেদন করান ; এবং তাহা দ্বারা (অধ্বযূ^৬) ইহাকে ব্রহ্মেরই দ্বারা ও ত্রয়ো বিদ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া থাকেন ।

৬। আর যে তিনি বরুণপ্রদাস- (হবিঃ-) সমূহের দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে রাজা বরুণ দ্বারা, সেনানী বরুণ দ্বারা অপর চারি মাস জয় করেন । সেখানে স্থানত্রেয়ে ষ্ঠেতবর্ণা শললী ও লোহক্ষুর (আবশ্যক) হয় । তিনি তাহাতে (নিজের কেশশ্রবণকে) চারিদিকে ছেদন করান ; এবং তাহা দ্বারা (অধ্বযূ^৬) ইহাকে ব্রহ্মেরই দ্বারা ও ত্রয়ো বিদ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া থাকেন ।

৭। আর যে তিনি সাকমেধ- (হবিঃ-) সমূহের দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে রাজা ইন্দ্র দ্বারা, সেনানী ইন্দ্র দ্বারা অপর চারি মাসকে জয় করেন । সেখানে স্থানত্রেয়ে ষ্ঠেতবর্ণা শললী ও লোহক্ষুর (আবশ্যক) হয় । তিনি তাহাতে

৪। শললী (অধ্বা শলক) মূর্ষের গাউলান, বাহ্লার সজার পণ্ডর কঁটা ।

৫। মগধের কঁটার চুল তুলিয়া ধরিয়া ক্ষুর দিয়া কানাইতে হয় । আপত্যশ্রোতপুত্রে (৮. ৪. ১) দেখা যায় যে, একজন্ত ইক্ষুকাণ্ড বা ইক্ষুশলাকাও ব্যবহার করিতে পারা যায় ।

৬। কেননা, উভয়েরই ত্রিকলংকারূপ সাদৃশ্য আছে ।

(নিজের কেশশৃঙ্গকে) ছেদন করান, এবং তাহা দ্বারা (অশ্বঘূর্ণি) হাঁহাকে ব্রহ্মেরই দ্বারা ও জয়ী বিদ্যার দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া থাকেন।

৮। তিনি যে বৈশ্বদেব দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে তিনি তখন^১ অগ্নিই হন; অগ্নিরই সায়ুজ্য ও সালোক্য^২ জয় করেন। আর যে তিনি বরুণ-প্রধাস- (হবিঃ-) সমূহের দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে তিনি তখন বরুণই হন; বরুণেরই সায়ুজ্য ও সালোক্য জয় করেন। আর যে তিনি সাকমেন- (হবিঃ-) সমূহের দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে তিনি তখন ইন্দ্রই হন; ইন্দ্রেরই সায়ুজ্য ও সালোক্য জয় করেন।^৩

৯। তিনি যে ঋতুতে ঐ (পর-) লোকে গমন করেন, সেই ঋতু হাঁহাকে পরবর্তী ঋতুর নিকটে দান করে, পরবর্তী (ঋতুও নিজের) পরবর্তী ঋতুর নিকটে দান করে,—সেই চাতুর্মাস্ত্রযাজী পরম স্থান, পরম গতি প্রাপ্ত হন। তদ্বিশেষেই তাঁহারা বলিতেছেন—“চাতুর্মাস্ত্রযাজীকে তাঁহারা অশ্বেষণ করিয়া পান না, কেননা, তিনি পরম স্থান, পরম গতি প্রাপ্ত হন।”^৪

দ্বিতীয় কাণ্ড সমাপ্ত।

১ “তহিঃ”; “তশ্মিন্ বৈশ্বদেবে যাপেহ্নুষ্ঠিতে”—সায়ণ।

২। সায়ুজ্য=সহযোগ, সহাবস্থান, (কেহ কেহ বলেন একত্ব); সালোক্য=সমানলোকে অবস্থান। সায়ণ এখানে বলিয়াছেন—“প্রথমে সালোক্য জয় করেন, এবং তাহার পরে সায়ুজ্য, এইরূপে যোজন্য করিতে হইবে।” তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ৪. ১০) ইহাই বুঝা যায়।

৩। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের অনুকূলরূপে কাণ্ডশাখার এইটুকু অন্তর্ভুক্ত আছে—‘আর যে তিনি শুনাসীর্ষ্য দ্বারা যাগ করেন, তাহাতে তিনি তখন বায়ু হন; বায়ুরই সায়ুজ্য ও সালোক্য জয় করেন।’ তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (১. ৪. ১০. ৩—৬) উক্ত হইয়াছে—বৈশ্বদেব দ্বারা অগ্নির সায়ুজ্য ও এই লোক, বরুণপ্রধাস দ্বারা আধিত্যের সায়ুজ্য ও আধিত্যের লোক, সাকমেন দ্বারা চন্দ্রবার সায়ুজ্য ও চন্দ্রবার লোক, এবং শুনাসীর্ষ্য দ্বারা বায়ুর সায়ুজ্য ও বায়ুর লোক লাভ করা যায়।

৪। জঃ—উক্ত ব্রা. ১. ৪. ১০. ১০। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১. ৪. ২. ৫) উক্ত হইয়াছে—তিনি বৈশ্বদেব দ্বারা এই (পৃথিবী-) লোকে, বরুণপ্রধাসসমূহ দ্বারা অন্তরিক্ষে, এবং সাকমেন-সমূহ দ্বারা ঐ (স্বর্গ-) লোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।



ଅନିଷ୍ଟଭବନ

পরিশিষ্ট

অগ্নিমহনযন্ত্র

অগ্নিমহনে পাঁচটি যন্ত্রের আবশ্যক হয়; যথা অধরারণি, উত্তরারণি, প্রমহু, ও বিলী, চাত্র, এবং নেত্র।

অগ্নিযন্ত্র শমীগর্ভ অর্থাৎ শমাবৃক্ষের মধ্য হইতে উৎপন্ন* অথবা শমাবৃক্ষের সহিত সংসক্তমূল† অথবা বৃক্ষের পূর্বমুখ, উত্তরমুখ, বা উর্দ্ধমুখ শাখা ছেদন করিয়া তাহারই দ্বারা নির্মাণ করিতে হয়। শমীগর্ভ অথবা না পাওয়া গেলে যে-কোন অশ্বথেরই শাখার হইতে পারে (কা. শ্রৌ. ৪. ৭. ২৩; কর্মপ্রদীপ, ১. ৭. ৩)।

অধরারণি এই অশ্বথশাখা হইতে নির্মিত একখানি চতুষ্কোণ কাষ্ঠ। ইহা দৈর্ঘ্যে ২৪ অঙ্গুলি, ‡ বিস্তারে ৩ অঙ্গুলি, এবং উচ্চতায় ৪ অঙ্গুলি। § চিত্রে ইহা সর্কান্নে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; যে কাষ্ঠখণ্ডে একখানি রজ্জু জড়ান রহিয়াছে দেখা যাইতেছে, তাহা এই অধরারণির উপরেই স্থাপিত রহিয়াছে। এই চতুষ্কোণ কাষ্ঠের মূলের দিকে আট অঙ্গুলি, এবং অগ্রের দিকে ১২ অঙ্গুলি ভাগ করিয়া মধ্য স্থানে একটু খুঁদিয়া নিম্ন করিয়া দিতে হয়, বাহাতে ঐ স্থানে স্থাপিত প্রমহু নামক কাষ্ঠখানি বেশ বুরিতে পারে।

অধরারণির ত্রায় উত্তরারণিও উল্লিখিত শমীগর্ভ অশ্বথ-শাখার কাষ্ঠে নির্মিত হয়, এবং ইহার আকার ও পরিমাণও ঠিক অধরারণির ত্রায়, কেবল ইহার মধ্য স্থলে অধরারণির ত্রায় খুঁদিয়া নিম্ন করা হয় না। চিত্রে ইহা অধরারণির বাম

* আপত্যশ্রৌতসূত্র ৫. ১. ২. ব্রহ্ম তাত্য; কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র ৪. ৭. ২২, ব্রহ্মি; পারশ্বর-সূত্রসূত্র ১. ২. ৫, হরিহর-তাত্য; তদ্ধূতবজ্ঞপার্বকারিকা।

† “সংসক্তমূলো যঃ শম্যা স শমীগর্ভ উচ্যতে”—কর্মপ্রদীপ, ১. ৭. ৩; বজ্ঞপার্বকারিকা।

‡ অঙ্গুলি—অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির ন্যায় পর্বের পরিমাণ, কা. শ্রৌ. ৪. ৭. ২২, ব্রহ্মি; কর্মপ্রদীপ ১. ৭. ৩।

§ ইহার পরিমাণ নব্বকে এক-আধটু বজ্রতর দেখা যায়; বৌধায়ন বলেন ১০ অঙ্গুলি দীর্ঘ হইবে (আপ. শ্রৌ. ৫. ১. ২, ব্রহ্মব্রহ্মি); আবার সৌতিলসৃকসংগ্রহে (১. ৭৮) উক্ত হইয়াছে উর্দ্ধপ্রমাণ বা ব্রহ্মপ্রমাণ হইলেও চল। ব্রহ্মি—এক মুঠ হাত।

দিকে (পাঁচকের দক্ষিণ দিকে) দেখা যাইতেছে। এই উত্তরারণিকে ১৮ ভাগে বিভক্ত করিতে হয়; এবং সেই এক-একটি ভাগেরই নাম প্রমহ। চিত্রে উত্তরারণিকে এইরূপ বিভক্তাবস্থায় দেখা যাইতেছে না; ইহাতে কেবল পরিমাণানুসারে চিহ্ন কাটা আছে। একটি প্রমহ শেষ হইয়া গেলে ঐ চিহ্নমত আবার একটি কাটিয়া লইতে হয়। অপরারণির উপরে হহারই দ্বারা অগ্নি ম হু ন করা যায় বলিয়া ইহার নাম প্রমহ।

অরণি শব্দের অর্থ নির্মহনকাঠ। অগ্নিমহনের সময় অরণির অর্থাৎ নীচে থাকে বলিয়া ঐ কাঠের নাম অরণি, এবং প্রমহরূপে উত্তর অর্থাৎ উপরে থাকে বলিয়া ইহার নাম উত্তরারণি।

চিত্রে আপাতত দেখা যাইতেছে যে, অপরারণির মধ্য স্থলে উপরে একখানি কাঠ উন্মিত আছে, এবং তাহাতে একখানি রজ্জু জড়িত রহিয়াছে; কিন্তু বস্তুর সেখানে দুইখানি কাঠ সংযোজিত রহিয়াছে; চিত্রে ইহা স্পষ্টই বোধ হয়। অপরারণির ঠিক উপরে সংলগ্ন হইয়া যে কাঠখানি উন্মিত আছে, ইহার নাম প্রমহ। ইহা যে পূর্বোক্ত উত্তরারণিরই এক অংশ তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। যে কাঠখানিতে রজ্জু বেষ্টিত আছে, তাহারই মূল দেশে এই প্রমহকে একটি লৌহকীলক (পেরেক) দ্বারা দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া দেওয়া হয়; এই কীলকটি রজ্জু, বেষ্টিত কাঠখানিতে লগ্ন করিয়াই রাখা হয়। প্রমহ দৈর্ঘ্যে ৮ অঙ্গুলি, বিস্তারে ২ অঙ্গুলি, এবং উচ্চতাতেও ২ অঙ্গুলি হইয়া থাকে।

যে কাঠখানিতে রজ্জু জড়িত রহিয়াছে, তাহার নাম চাত্র। ইহা যেকোন সারবান্ কাঠের হইতে পারে। কেহ কেহ খদির কাঠের করিবার বিধি দেন। ইহার নিম্নে লৌহকীলকবৃত্ত চতুরশ গর্ত থাকে, এবং তাহাতেই প্রমহ আবদ্ধ হয় ইহা বলা হইয়াছে। চাত্রের নিম্ন ও উপরিভাগ লোহার পাত দিয়া মোড়া হয়; ইহার উদ্দেশ্য এই যে, এইরূপ করিলে নিয়ত বর্ষণপ্রাপ্ত হইয়া সত্তরে তাহা নষ্ট হইয়া যায় না। ইহার উপরিভাগ এরূপ ভাবে একটু সঙ্ক করিয়া দিতে হয়, বাহাতে কোনো ছিন্নের মধ্যে তাহাকে প্রবেষ্ট করাইতে পারা যায়।

এই চাত্রের উপরিভাগে যে কাঠখানিকে মধ্যভাগে স্থাপন করিয়া বালকটি তাহার দুই প্রান্ত দুই হস্তে ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার নাম

ও বি লী ।* ইহাও স্বর্ষির বা অপর কোন সাববানু কার্ণেব হর । ইহা দৈর্ঘ্যে ১২ অঙ্গুলি । ইহার নিম্নদিকে লোহার পাত, এবং মধ্যস্থলে চাকের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট করাটবার জন্য গর্ত থাকে ।

চিত্রে যে ব্রহ্মখানি দেখা যাউতেছে, তাহারই নাম নৈত্র । ইহা শণ ও গোপুচ্ছের লোমে অতিমৃণভাবে নির্মিত হইয়া থাকে । ইহা দৈর্ঘ্যে যজ্ঞমানের হস্তের পরিমাণে ৩।০ হাত (১ ব্যাম) হওয়া আবশ্যিক ।

অগ্নিমহ্মন কিরূপ ভাবে করিতে হয়, তাহা চিত্রেই দেখা যাউতেছে । যজ্ঞমান পশ্চিমমুখে শুবিলা ধারণ করিয়া থাকেন, আর অগ্নিবরুণ-নামক ঋত্বিক পূর্বমুখে উপবেশন করিয়া ও নৈত্র ধারণ করিয়া অগ্নিমহ্মনের ন্যায় চাক্রকে ঘূর্ণিত করেন । যজ্ঞমানপত্নী অথবা অন্য কোন দৃঢ়কাব ব্রাহ্মণও মন্ত্রন করিতে পারেন । বিচক্ষণ মন্ত্রন করিলেই অধরারিণ ও প্রমহের সংযোগস্থলে ধূম উঠিতে থাকে, এবং তাহার পর অনাগ্রবিলম্বেই সেই স্থানে অগ্নিস্কুলিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয় । তখন সেই অগ্নিস্কুলিঙ্গকে শুক গোময়চূর্ণ অথবা তুষের উপর ধাবন করিলেই ক্রমশঃ তাহা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, এবং মন্দন্তর বধ্যাবধি সেই অগ্নিকে স্থাপন করা হইয়া থাকে । মন্ত্রন কৃষ্ণাজিনের উপর করিতে হয়, চিত্রে ইহাও দেখা যাউতেছে ।

অগ্নিমহ্মনযজ্ঞের হস্তমুখপ্রভৃতি অবস্থান করণা করিয়া পবনগ্রী ব্রাজকেরা মঙ্গলানুসঙ্গ মন্ত্রন করিয়া থাকেন । পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা সমগ্রই উদ্ধৃত হইতেছে :—

“অগ্নোঃ যঃ শমীপর্ভঃ প্রশস্তোবাসমুচ্চকঃ ।

হস্ত বা আত্মবী শাখা যোদোচী যোদ্ধুমাণি বা ॥১॥

অরশিত্তরয়ী প্রোক্তঃ তন্নয়ী চোত্তরারিণিঃ ।

সারবচ্ছাকঃ চাক্রমোবিধাঃ চ প্রশস্ততে ॥২॥

সংসক্তমূলো যঃ পন্যা শমীপর্ভঃ স উচ্যতে ।

অগ্নাতে ব্রশমীপর্ভাহরেদবিলম্বিতঃ ॥৩॥

চতুর্বিংশতিরনুষ্ঠা দৈর্ঘ্যঃ ষড়পি পার্শ্বকঃ ।

চত্বার উচ্ছ্রয়ো মানসরণোঃ পরিকীর্তিতম্ ॥৪॥

* বুঝ সম্ভব প্রাকৃতনিয়মানুসারে ইহা অ ব বি লী শব্দ হইতে হইয়াছে ; অব=নিম্ন, বি ল =গর্ত ।

ଅନ୍ତଃକୂଳଃ ପ୍ରସନ୍ନଃ ଶ୍ରୀଚ୍ ଚାକ୍ର ଶ୍ରୀଦ୍ ଦାସୀଶ୍ଚଳନ୍ ।

ଉଦିତୀ ଦାସୀଶ୍ଚଳନ୍ ଶ୍ରୀଦେବତାଶ୍ଚଳନ୍ ।

ଅନ୍ତଃକୂଳୀନାଂ ତୁ ଯତ୍ତ ଯତ୍ରୋପାଦିହତେ ।

ତତ୍ତ ତତ୍ତ ବୃହତ୍ପର୍ୟବସ୍ଥିତିର୍ଗିହ୍ୟାତ୍ ସଦା ॥୩॥

ନୋବାଟିନଃ ଅପମାନ୍ୟାନ୍ନିବଦ୍ଧିବଦ୍ଧନଂ ଶୁକ୍ତନ୍ ।

ବ୍ୟାସପ୍ରମାଣଃ ନେତ୍ର ଶ୍ରୀଂ ପ୍ରମଥାନ୍ତେନ ପାବକଃ ॥୪॥

ସୂକ୍ଷ୍ମାକ୍ଷିକର୍ମବଦ୍ଧାପି କକରା ଚାପି ପକ୍ଷୀ ।

ଅନ୍ତଃକୂଳୀନାଂ ଶ୍ରୀଦାସୀଶ୍ଚଳନ୍ ଶ୍ରୀଦେବତାଶ୍ଚଳନ୍ ॥୫॥

ଅନ୍ତଃକୂଳୀନଃ ଅନ୍ତଃକୂଳୀନଃ ଅନ୍ତଃକୂଳୀନଃ ।

ଏକାନ୍ତଃ କଟିକ୍ଷେପା ଶ୍ରୀ ବାଟିକ୍ଷେପା ତୁ ଶୁକ୍ତକନ୍ ॥୬॥

ଉକ୍ତ ଶ୍ରୀଦେବ ଚ ପାଦୋ ଚ ଚତୁର୍ଥୋକ୍ତ ଶ୍ରୀଦେବ ।

ଅନ୍ତଃକୂଳୀନଃ ଶ୍ରୀଦେବ ବାଟିକ୍ଷେପା ପରିକଳ୍ପିତା ॥୭॥

ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ରୀଦେବିତା ଶ୍ରୀଦେବ ଦେବଦାସୀନାମ୍ ଶ୍ରୀଦେବ ।

ତତ୍ତ ଶ୍ରୀ ଦାସୀଶ୍ଚଳନ୍ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ॥୮॥

ଅନ୍ତଃକୂଳୀନଃ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ।

ଅନ୍ତଃକୂଳୀନଃ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ॥୯॥

ଉକ୍ତରାଶିନିବଦ୍ଧଃ ଅନ୍ତଃକୂଳୀନଃ ଶ୍ରୀଦେବ ।

ବୋନିବଦ୍ଧଃ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ॥୧୦॥

ଅନ୍ତଃକୂଳୀନଃ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ।

ନ ହିତା ଶ୍ରୀଦେବୀନାମ୍ ଶ୍ରୀଦେବୀନାମ୍ ଶ୍ରୀଦେବୀନାମ୍ ॥

କର୍ମାନ୍ତରୀନଃ (= କାତାନ୍ତରୀନଃ) ୧ ୧

“ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଃ ତୁ ଅମୀଶ୍ଚଳନ୍ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ।

ଉଦିତୀ ଦାସୀଶ୍ଚଳନ୍ ଶ୍ରୀଦେବତାଶ୍ଚଳନ୍ ଶ୍ରୀଦେବ ।

ଅନ୍ତଃକୂଳୀନଃ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ।

ଅନ୍ତଃକୂଳୀନଃ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ।

ଉଦିତୀ ଦାସୀଶ୍ଚଳନ୍ ଶ୍ରୀଦେବତାଶ୍ଚଳନ୍ ଶ୍ରୀଦେବ ।

ମୁଳାନ୍ତଃକୂଳୀନଃ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ।

ଦେବଦାସୀନାମ୍ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ଶ୍ରୀଦେବ ।

হুলাদিষ্টাঙ্গলং তাক্ৰু। অথং তু হুলাঙ্গলং ।

দেবগোনিঃ স নিজেহুত্তং যথো। চতুশনঃ ॥”

গোভিলগুপ্তা, সংগ্রহ, ১. ৭৮-১০২ ক ।

“পরিধায়াহতং বাসঃ প্রাবৃত্য চ যথাবিধি ।

বিভ্রাণ্ডে অগ্নিপো যসমাগ্না বক্ষ্যমাণয়া ॥

চত্বিযুগে অম্বকাং পাতং কুৰ্ব্বা বিচক্ষণঃ ।

কুর্যেবরাগ্নিমগ্নিং তত্ প্রপুপরি স্তম্বে ॥

চাত্বাঙ্কীলকা যন্তোষোনিগৌমুদগুগমি ।

বিক্রতা ধারক্ৰেদ যগ্নং নিকল্পং অযতঃ শুচিঃ ॥

‘রক্ষাষট্যাব নেত্রেণ চত্রেং পত্ন্যহতাংস্তকা ।

পূৰ্বে নন্তদরপাত্তে প্রচ্যগেঃ কুৰ্ব্ব যথা চুতিঃ ॥”

কল্পপ্রদীপ ১.৮.১-৪ ॥

১৪১-—ক, .গা. ৪.৭, পদ্ধতি, পা. পু. যু. ১. ২, হরিতরত যা পদ্ধতি

ଅମାଟିକମୂଳୀ

ଅମାଟିକ	ପୃଷ୍ଠା
ପ୍ରଥମ	୧
ଦ୍ୱିତୀୟ	୧୨
ତୃତୀୟ	୧୧
ଚତୁର୍ଥ	୧୨୭
ପଞ୍ଚମ	୧୧୭

ଅଧ୍ୟାୟମୂଳୀ

ଅଧ୍ୟାୟ	ପୃଷ୍ଠା
ପ୍ରଥମ	୧
ଦ୍ୱିତୀୟ	୭୦
ତୃତୀୟ	୧୧
ଚତୁର୍ଥ	୧୦୧
ପଞ୍ଚମ	୧୭୫
ଷଷ୍ଠ	୧୧୯

ব্রাহ্মণসূচী

সংখ্যা	নাম	প্রাচীন-ব্রাহ্মণ	অধ্যায়-ব্রাহ্মণ	পৃ
১	মন্তারব্রাহ্মণ	১ ১	১ ১	১
২	নক্ষত্রব্রাহ্মণ	১ ২	১ ২	২
৩	ঋতুব্রাহ্মণ	১ ৩	১ ৩	১৬
৪	অগ্ন্যাদানব্রাহ্মণ	১ ৪	১ ৪	১৮
৫	প্ৰমানেষ্টিব্রাহ্মণ	১ ৫	২ ১	৩০
৬	দক্ষিণাব্রাহ্মণ	১ ৬	১ ২	৩৭
৭	পুনরাণেয়ব্রাহ্মণ	২ ১	১ ৩	৪২
৮	হুষ্টিব্রাহ্মণ	১ ২	১ ৪	৫১
৯	অগ্নিহোত্রবর্ষব্রাহ্মণ	১ ৩	৩ ১	৫৭
১০	অগ্নিহোত্রব্রাহ্মণ	১ ৪	১ ২	৭১
১১	উপস্থানব্রাহ্মণ	৩ ১	১ ৩	৭৭
১২	"	১ ২	১ ৪	৮৩
১৩	কুলকোপস্থানব্রাহ্মণ	১ ৩	৪ ১	১৩১
১৪	পিণ্ডপিতৃবজ্রব্রাহ্মণ	১ ৪	১ ২	১০৬
১৫	অগ্নিহোত্রব্রাহ্মণ	১ ৫	১ ৩	১১০
১৬	দাক্ষায়ণব্রাহ্মণ	৪ ১	১ ৪	১২৫
১৭	বৈশ্বদেবব্রাহ্মণ	১ ২	৫ ১	১৩৫
১৮	বরুণপ্রধানব্রাহ্মণ	১ ৩	১ ২	১৪৪
১৯	সাকমেষব্রাহ্মণ	১ ৪	১ ৩	১৬০
২০	মহাবিহিব্রাহ্মণ	৫ ১	১ ৪	১৭৬
২১	পিতৃবজ্রব্রাহ্মণ	১ ২	৬ ১	১৭৯
২২	দ্রাক্ষকহিব্রাহ্মণ	১ ৩	১ ২	২০১
২৩	শুনাসীর্ষাব্রাহ্মণ	১ ৪	১ ৩	২১০
২৪	চাতুর্মাসিকব্রাহ্মণ	১ ৫	১ ৪	২১০

বাঞিৎকস্মাদিসূচী*

নাম	প্র. প্র. ক.	নাম	প্র. প্র. ক.
অগ্নিনিধান ...	৩ . ৪ . ১৪	অক্ষবৃৎকস্মা ...	৪ . ৩ . ৩২
অগ্নিনির্মহন ...	৫ . ৩ . ১৯	অক্ষবৃৎপ্রৈষ ...	৫ . ২ . ২৪
অগ্নিমহন ...	১ . ৪ . ৮	অক্ষবৃৎপ্রৈষবাদ...৪ . ৩ . ৪৪	
	৪ . ২ . ১৯		৫ . ২ . ৪৭
	" ৩ . ১৯	অহুদিগমহন ..	১ . ৪ . ৮
	৫ . ১ . ২		" " ৯
	" ৪ . ৩ . ৪	অহুদিগ্হিত ...	৩ . ১ . ৯
অগ্নিসমাদান ..	৫ . ২ . ১১	অহুদিগ্হোম ...	২ . ৩ . ২
অগ্নিসমারোহণ ..	৪ . ১ . ৪৮		" " ৫
	৫ . ৩ . ১৯		" " ১২
অগ্নিসমিহন ...	১ . ৬ . ১৬	অহুদাজপ্রৈষ ..	৪ . ৩ . ৪১
অগ্নিসমাজ্জন ...	৪ . ৩ . ১০	অহুদাজাগ ...	২ . ১ . ১৭
	" " ৪১		৩ . ১ . ১৩
অগ্নিহরী ...	১ . ৪ . ১৮		৪ . ২ . ২০
অগ্নিহোজ্হোম ...	৪ . ৪ . ১৬		৪ . ৩ . ৪১
	৫ . ৩ . ১৯		৫ . ১ . ২
অগ্নোৎপ্রৈষ ..	৫ . ২ . ৪৭	অহুদাগমন ...	৩ . ১ . ১৩
অগ্নাপানন ...	১ . ৬ . ১৫	অগ্নাগ্নিগণন ...	২ . ৪ . ৪
অগ্নাপ্তিপ্রাণন ...	১ . ৬ . ১৫	অগ্নগ্নিগণন ..	২ . ১ . ১২
অগ্নাপান ...	১ . ২ . ১ ..		" " ১৩
অগ্নাদীপন ..	১ . ৬ . ১৬	অগ্ন-উপলপশন ...	৫ . ৩ . ১৮
অগ্নাপস্থান ...	২ . ৪ . ৪	অভ্যক্ষণ ...	১ . ১ . ৩
	৩ . ২ . ৩	অবনেজন .	৩ . ৪ . ১৬
	" " ৭		" " ২৬
অজোপবন্ধন ...	১ . ৪ . ৩		৫ . ২ . ৩৫
			" " ৪১

* অনুবাদে অধিকাংশ স্থলেই এই সকল শব্দের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে

নাম	প্র. ব্রা. ক.
অবভৃথগমন ...	৪ . ২ . ৪৬
(অবপদে) আধান	১ . ৪ . ২৪
(অব-) হরণ ...	১ . ৪ . ১২
অবীক্রমণ ...	১ . ৪ . ২০
অস্তমিতহোম ...	২ . ৩ . ২
	“ ” ৪
	“ ” ৯
	“ ” ১১
অস্তমিতাহতি	৩ . ১ . ২
আধ্ব্যকরোপকরণ	৫ . ৩ . ১০
আধ্ব্যগেষ্ট ...	৩ . ৫ . ১
(আজ্য-) অঞ্জন...	৪ . ৪ . ১১
	৫ . ৩ . ৬
আজ্যগ্রহণ ...	৫ . ২ . ১৩
আজ্যপ্রত্যাঞ্জন ...	৪ . ৪ . ১৪
আজ্যপ্রত্যানয়ন	৩ . ৪ . ১০
আজ্যভাগপ্রচরণ...	৪ . ৩ . ৩৬
আজ্যশ্রপণ ...	৪ . ৪ . ১১
আজ্যধিশ্রয়ণ ...	৪ . ৪ . ১১
আজ্যভিষারণ ...	৪ . ৩ . ৩৭-৪০
	“ . ৪ . ২ ১১
আজ্যাবদান ...	৪ . ৪ . ৭, ...
আজ্যাসাদন ...	৪ . ৪ . ১১
আজ্যোষাদন ...	৪ . ৪ . ১১
আজ্যোপস্করণ ...	৪ . ৪ . ২
	“ ” ১০
	“ ” ১৪
	৫ . ২ . ১০ ..

নাম	প্র. ব্রা. ক.
আশ্রাবণ ...	২ . ১ . ১৮
	৪ . ৩ . ৩০, ...
	৪ . ৪ . ৭
	৫ . ২ . ২৩
আহবনীয়াধান ...	১ . ৪ . ১৪
	২ . ১ . ১৩
আহবনীয়োদ্ধরণ	২ . ৩ . ৭-৮
আহবনীয়োপহান	৩ . ২ . ৩২.
	৩ . ৩ . ৩, ...
	৫ . ২ . ৩৭-৩৮
ইড়াগ্রাশন ...	৪ . ৪ . ১৬
ইড়াবদান ...	৪ . ৪ . ১০, ১৬
ইড়োপহান ...	৪ . ৪ . ১০, ১৬
ইয়্যপ্রোক্ষণ ...	৫ . ২ . ১৪
ইয়্যাত্যাদান ..	৫ . ২ . ২১
উত্তরণপরিগ্রহ ...	৫ . ২ . ১২
উত্তরণবেদ্যপকরণ	৪ . ৩ . ৬
	৫ . ১ . ২-৩.
উত্তরাধারাদারণ ..	৪ . ৩ . ৩০
উত্তরাহতি ...	২ . ৩ . ২২
	“ ৪ . ১৬-১৮
উদবসান ...	৪ . ৩ . ৪৮
	৫ . ৩ . ১২
উদিতমহন ...	১ . ৪ . ৮
উদিতাহতি ...	২ . ৩ . ৩৬
উদিতোদ্ধরণ ...	১ . ৪ . ৮
উদ্ধরণ ...	২ . ১ . ১১

নাম	প্র. ব্রা. ক.
উপসাদন	... ২ . ৩ . ১৭
উপস্থান	.. ১ . ৪ . ২০ ৩ . ৩ . ১
উপস্পর্শন	... ১ . ৪ . ২৭
উপাস্তচরণ	... ২ . ১ . ১৬ ৫ . ২ . ১০
উদ্ভা, কনিধান	৩ . ৪ . ১৪-১৫
উদ্ভা, কদর্গ	... ৩ . ৪ . ৩৪
উদ্ভা, কাদান	... ৫ . ৩ . ৭
উল্লিখন	... ১ . ১ . ২ ৩ . ৪ . ১৩
ঋষভাহ্বান	... ৪ . ৪ . ১৮
ঐন্দ্রমকল্পদ্বগ্জপ	৪ . ৩ . ২৬, ২৭
ওদভাদান	... ৪ . ৪ . ৬
ওদনাবসাদন	.. ৪ . ৪ . ৬
কপালোপধান	... ৫ . ৩ . ৫
করন্তপাএকরণ	... ৪ . ৩ . ১৫
(করন্তপাত্র-) হোম	৪ . ৩ . ২৪
করীরাবপন	.. ৪ . ৩ . ১১
কব্যাহনযাগ	.. ৫ . ২ . ৩০, ৩১
কুমারীপরিগমন	.. ৫ . ৩ . ১০
কুস্তানধান	... ৪ . ৪ . ১৬
কুভূপঘাত	... ৪ . ৪ . ১৬
কেশশ্রাবণ	... ৪ . ৩ . ৫৮ ৫ . ৩ . ১০
কীরোদনপাক	৪ . ৪ . ৪
গবাভিমর্শন	... ৩ . ২ . ২৭

নাম	প্র. ব্রা. ক.
গবালয়ন	... ৩ . ২ . ২৫, ৩৪
গার্হপত্যধান	... ২ . ১ . ১২
গার্হপত্যোপস্থান	৩ . ৩ . ৩, ৪... ৫ . ২ . ৩০
গোসন্ধোহন	... ৪ . ৪ . ৪, ৫,...
গ্রাহিব্রহ্মসন	... ৫ . ২ . ১৪
চতুঃস্রগন	... ২ . ৩ . ১৭
চতুঃস্রজিবেদিকরণ	৫ . ২ . ১০
চতুঃস্রহোম	... ৫ . ৩ . ৭
চক্ৰান্বপণ	... ১ . ৫ . ১৮
চক্ৰপণ	... ৩ . ৪ . ১০ ৪ . ৪ . ৪, ৫, .
চক্ৰহোম	... ৩ . ৪ . ১১
চক্ৰধামন	... ৩ . ৪ . ১১ ৪ . ৪ . ৫
চক্ৰতিধারণ	... ৪ . ৪ . ৬
চরাসাদন	... ৪ . ৪ . ১১
চাতুশ্রাশ্রোতি	... ৪ . ২ . ১
চাতুশ্রাশ্রোদনপাক	১ . ৪ . ৪ ৩ . ৫ . ১০ .
জাগরণ	... ১ . ৪ . ৭
জুহবাগদন	... ৫ . ২ . ১৭
জুহোপলোপন	... ৩ . ৩ . ৮
ভতুলাবপন	... ১ . ৪ . ৭
ত্র্যম্বকযাগ	... ৫ . ৩ . ১
ত্র্যম্বকর্হবঃ	... ৫ . ৩ . ৪
দক্ষিণবাহুবলবর্তন	৫ . ৩ . ১৮

নাম	অ. ব্রা. ক.	নাম	অ. ব্রা. ক.
দক্ষিণোক্তপার্শ্বন	৫. ৩. ১৫	পরিবৃত্তচরণ ...	৫. ২. ২০
দাক্ষিণ্যযজ্ঞ ...	৫. ১. ২	পলাশপর্ণহোম ...	৫. ৩. ৮
দিগ্ভাষার্ষণ ...	৪. ১. ২৪	পাত্তীনর্ষেজন ...	৪. ৪. ৬
দৃষত্পলোদধান ...	৫. ২. ৯	(পিণ্ডদাতৃ-) ভগ্ন ...	৩. ৪. ০, ২৭
	৫. ৩. ৫		৫. ২. ৪০
দ্যাবাপৃথিবাপুণ্ডোভাশ	৫. ২. ১৭	(পিণ্ডদাতৃ-) নমস্কার	৩. ৪. ২৪
নিবাত্তাদোহন ...	৪. ৪. ১৬		৫. ২. ৪২
	৫. ২. ৬	(পিণ্ডদাতৃ-) পরাক্-	
নীবাধর্ষণ ...	৩. ৪. ২৬	পর্ষ্যাবর্তন ...	৩. ৪. ২১
	৫. ২. ৪২	পিণ্ডদান ...	৩. ৪. ৭, ১৯
পকৃষ্ণিগ্ভক্ষণ ...	৪. ১. ২৫		৫. ২. ৩৪, ৩৬
পত্নীবাচন ...	৪. ৩. ২১, ২৯	পিণ্ডানোদীচ্যাক্ষ	৫. ২. ৪১
পত্নীসংযাজ ...	৪. ৩. ৪৫	পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ ...	৫. ৪. ৭
পথিহোম ...	৫. ৩. ৭	পিণ্ডাবগ্রাণ ...	৩. ৪. ২৪
পয়স্তা ...	৪. ৩. ৯	পিতৃপ্রার্থন ...	৩. ৪. ২৪
পয়স্তাপ্রচরণ ...	৪. ৩. ৫৬	পিতৃযজ্ঞ ...	৫. ২. ১
পয়স্তাবাগ ...	৪. ২. ১৫	পিত্রাবাহন ...	৫. ২. ২২
পয়স্তাবদান ...	৪. ৩. ৩৭-৪০	পিশ্চিনর্ষেজন ...	৪. ৪. ৬
পয়োহর্ষিশ্রয়ণ ...	২. ৩. ১৫	পুত্রনামগ্ৰহণ ...	৩. ২. ৪১
পরিগ্রাহপরিগ্রহণ	৫. ২. ১৩	পুনরাধোদ্যাবান ...	১. ২. ১০
পূরিধিপূরিধান ...	৪. ৪. ৬		২. ১. ৫
	৫. ২. ১৬	(পুণ্ডোভাশ-)উক্কোদমন	৫. ৩. ৬
পরিধিসমগ্জন ...	৪. ৩. ৪২	পূর্বদর্শকর্ষ ...	৪. ৪. ৭
	৫. ২. ৪৫	পূর্ণাহুতি ...	১. ৫. ৩
পরিধ্বাপনিধান ...	৪. ৪. ৫, ১১		২. ৩. ২৯
পরিবন্তন ...	৫. ৪. ১৪	পূর্ণাহুতিহোম ...	১. ৫. ১
	৫. ৫. ৬	পূর্বপরিগ্রহ ...	৫. ২. ১২

নাম	প্র. ব্র. ক.
পুষদাজাগ্রহণ ...	৫. ১. ২
পুষদাজাবানধন	৪. ৩. ৪১
প্রত্যাশ্রাবণ ...	৫. ২. ২৩
প্রবৎস্তদ্বাগ্ধমন	৩. ৩. ৬
প্রযাজ্যগ ...	৪. ২. ১০
	” ৩. ৪১
	৫. ১. ২...
প্রস্তরস্তরণ ...	৫. ২. ১৬
প্রস্তরসমুদ্রোপন	৪. ৩. ৪২
	৫. ২. ৪৫
প্রস্তরানুপ্রহরণ ...	৪. ৩. ৪৩
	৫. ২. ৫৬
প্রাচীনাবীতীভবন	৩. ৪. ১
ঐবৃতীভবন ...	৩. ৪. ৩
	৫. ২. ২৪
প্রাশিদ্ধাবদান ...	৪. ২. ৪০
প্রোক্ষণাদান ...	৫. ২. ১৪
প্রোক্ষণ্যাসদন...	৫. ২. ১০
ফলীকরণ ...	৩. ৪. ৯
	৫. ২. ৮
বহিঃপ্রোক্ষণ ...	৫. ২. ১৪
বহিঃস্তরণ ...	৫. ২. ১৬
বহিঃসাদন ...	৫. ২. ১০
বহিঃপনিনয়ন ...	৫. ২. ১৪
বহিঃপিতৃগণহবিঃ	৫. ২. ৫
(মন্ত্র-) জপ ...	১. ৪. ২৮
	৩. ৪. ২২

নাম	প্র. ব্র. ক.
মহাবিঃপ্ররোগ	৫. ১. ১
মহাবিঃপ্রিষ্টি ...	৪. ৪. ২০
মাক্তপুয়োডাশ	৪. ২. ১২, ১৩
মাক্তপ্রিষ্টি ...	৪. ৪. ২০
মার্জিন ...	৪. ৩. ৪০
	” ৪. ১০
মাহেন্দ্রচক্র ...	৫. ১. ২
মুক্তাবসজন ..	৫. ৩. ১৭
মুক্তকোশনহন ...	৫. ৩. ১৭
(মৃত্যুহোত্রি-) অগ্ন্যভ্যাধান	
	৩. ১. ৫
মেক্ষণ্যভ্যাধান	৩. ৪. ১৩
মেঘমেঘীকরণ ...	৪. ৩. ১৫
মেঘমেঘীবিপরিহরণ	৪. ৩. ৩৬
মেঘমেঘাবধান ...	৪. ৩. ১৭
যজ্ঞোপবীতীভবন	৩. ৪. ১
	৫. ২. ১৮
	” ৩. ৫
বৎসসমবার্জিন ...	৪. ৪. ১৬
বৎসাপাকরণ ...	৪. ৪. ৪
বরুণপ্রদাশ্রি ...	৪. ৩. ১
বসিষ্ঠবক্ত ...	৪. ১. ২
বাজিনহোম ...	৪. ১. ২২
বেদিপ্রোক্ষণ ...	৫. ২. ১৪
বেদ্যভিমর্শন ...	৪. ৪. ৬
বৈশ্বকর্ষণপুয়োডাশ	৫. ১. ১০
(বৈশ্বদেব-) দক্ষিণা	৪. ২. ২১

নাম	অ. ব্রা. ক.
বৈশ্বদেবপয়জ্ঞা ...	৪ . ২ . ১৬
বৈশ্বদেবপর্ক ...	৪ . ২ . ৭
ত্রীহবহনন ...	৩ . ৪ . ৯
শকলোপনিধান	৪ . ৪ . ৫, ১১
শমীপলাশাবপন	৪ . ৩ . ১২
শুনাসীর্ষাদক্ষিণা	৫ . ৪ . ৯
শুনাসীর্ষাপুরোভাশ	৫ . ৪ . ৫
শুনাসীর্ষায়াগ ...	৫ . ৪ . ২, ১১
সন্নহনামুঘিপ্রংসন	৫ . ২ . ১৫
সমিদভ্যাধান ...	১ . ৪ . ৫
সমিদাধান ...	৪ . ৩ . ৪১
সমিষ্টযজুঃ ...	৪ . ২ . ২১
	৫ . ১ . ২
	,, ৪ . ৩
সমিষ্টযজুর্হোম ..	৪ . ৩ . ৩৬
সম্ভরণ ...	১ . ১ . ১
সর্পরাঙ্ক্যুপস্থান	১ . ৪ . ২৯
সর্পিরাসেচন ...	৪ . ৪ . ৬, ...
সর্বোঙ্ক্যুপাহনন	৫ . ৩ . ১২
সাকমেধপর্ক ...	৪ . ৪ . ১
সান্নাধ্যায়াগ ...	৪ . ১ . ১৫
সান্নিধেজ্জুবচন	৫ . ৩ . ২১

নাম	অ. ব্রা. ক.
সূক্তবাকবচন ...	৪ . ৩ . ৪২
সুহবজুর্হরণ ...	৫ . ২ . ১২
স্বক্সম্মার্জন ...	৪ . ৪ . ৬
স্বগাদান ...	৪ . ৩ . ৩০
	,, ৪ . ৬
	৫ . ২ . ৪৫
স্বগাসাদন ...	৪ . ৪ . ১১
স্বগবাহ্ন ...	৪ . ৩ . ৪২
স্ববসম্মার্জন ...	৪ . ৪ . ৬
স্ববাদান ...	৪ . ৪ . ৬
স্ববাসাদন ...	৪ . ৪ . ১১
স্বিষ্টকৃদ্যাগ ...	৪ . ৩ . ৩৯
হবিববদান ...	৪ . ৩ . ৩৯
হবিরাসাদন ...	৪ . ৩ . ১৮
হতশিষ্টপ্রাশন	৫ . ২ . ৪৮
হতশিষ্টাধিহোম	৫ . ২ . ৪৮
হতশিষ্টাভ্যবহরণ	৫ . ২ . ৪৮
হোতৃপ্রবরণ ...	৪ . ৩ . ৩০
	৫ . ২ . ২৫
হোতৃপবেশন ...	৪ . ৪ . ১১
	৫ . ২ . ২৫

আখ্যানিকাসূচী

প্রথমে পৃষ্ঠা এবং তাহার পর বাক্যক্রমে কাণ্ড, অধ্যায়িক, বাক্য ও কবিতার সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

১। হিরণ্য বা স্বর্ণের উৎপত্তি, ৫ ; ২. ১. ১. ৫।

২। দ্ব্যলোক পৃথিবীকে (স্মারমুক্তিকারূপ) পশুভলি প্রদান করিয়া ছিলেন, ৬ ; ২. ১. ১. ৬।

৩। প্রজাপতির অগত্য দেবগণ ও অসুরগণ পরস্পর স্পর্ধা করিলে দেবগণ পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন, ৭ ; ২. ১. ১. ৮-১০।

৪। কৃত্তিকা (নক্ষত্র) সপ্তর্ষিগণের পত্নী ছিলেন, ১০ ; ২. ১. ২. ৪।

৫। দেবগণ ঈষু দ্বারা প্রজাপতিকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, ১১ ; ২. ১. ২. ১।

৬। মহাম পাণ্ডব অর্জুনের অর্জুন নামের মূল সূত্র, ১২ ; ২. ১. ২. ১১ (টীকা)।

৭। প্রজাপতির অগত্য দেবগণ ও অসুরগণ পরস্পর স্পর্ধা করিয়া দ্ব্যলোকে আরোহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ১৩-১৪ ; ২. ১. ২. ১৩-১৭ ; জঃ—১৪পৃ. ২০ টীকা।

৮। অগ্নি আধান করিবার জন্য উদাত দেবগণকে অসুরেরা বাধা দিয়াছিল, তাহাদের র অঃ নামের কারণ, ২৪ ; ২. ১. ৪. ৫-৬।

৯। দেবগণ ও অসুরগণ পরস্পর স্পর্ধা করেন, অনন্তর দেবগণ অগ্ন্যধ্বয় দ্বারা অগ্নিকে অন্তরাষ্ট্রায় স্থাপন করিয়া এবং তাহা দ্বারা অমৃত হইয়া অসুরগণকে অভিভব করেন, ৩৮-৩৯ ; ২. ১. ৬. ৮-১৪।

১০। দেবগণ প্রাণ্য ও আরণ্য সমস্ত রূপ অগ্নির নিকটে রাখিয়াছিলেন, এবং অগ্নি তৎসমুদয় একত্র সংগ্ৰহ করিয়া ঋতুসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছিলেন, ৪৩ ; ২. ২. ১. ২-৪।

১১। সৃষ্টির পূর্বে এক প্রজাপতিই ছিলেন ; কিরূপে প্রভূত হইব এই চিন্তা করিয়া তিনি মুখ হইতে অগ্নিকে উৎপাদন করেন। সে সময় পৃথিবীতে ওষধি বা বনস্পতি কিছুই ছিল না, অগ্নির আহার্য কিছুই ছিল না। অগ্নি

বদন বিসৃত করিয়া প্রজাপতিকেই ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। অনন্তর প্রজাপতি যুক্ত বা পরঃ (চুড়) উৎপাদন করিয়া ও তাহা দ্বারা আছতি দিয়া অগ্নিকে তৃপ্ত করেন, ৫১-৫৩ ; ২. ২. ২. ১-৭।

১২। বিকল্পত-বৃক্ষ, সমুদ্র, গাভী, ও গাভীর দুগ্ধের উৎপত্তি, ৫৪-৫৫ ; ২. ২. ২. ১০-১৫।

১৩। কাহার হোম অগ্নে হইবে এই লইয়া অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যের পরস্পর বিবাদ ও মীমাংসার জন্য প্রজাপতির নিকট গমন, এবং প্রজাপতিকর্তৃক তাহার মীমাংসা, ৫৬-৫৭ ; ২. ২. ২. ১৬-১৭।

১৪। প্রজাপতি প্রজাসমূহ ও অগ্নিকে সৃষ্টি করিবার পর অগ্নি প্রজা-সমূহকে দণ্ড করিতে উদ্যত হইলে প্রজাসমূহ তাঁহাকে শেষণ করিতে ইচ্ছা করে, অগ্নি ভীত হইয়া কোনো লোকের নিকট প্রত্যাশকারের প্রতিক্ষা করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, ৭৮ ; ২. ৩. ১. ১-২।

১৫। দেবগণ ঐশ্য ও আরণ্য পশুসমূহ অগ্নির নিকটে ন্যাসরূপে স্থাপন করিয়াছিলেন, অগ্নি তাহা গ্রহণ করিয়া তিরোভূত হন, পরে দেবগণ উপস্থান করিলে তিনি তাহা ফিরাইয়া দেন, ৮৪-৮৫ ; ২. ৩. ২. ১-২।

১৬। পূর্বে দেবগণ ও মরুৎগণ একত্র ছিলেন, বিস্ত্র মরুৎগণ দেবগণের নিকট বার-বার অভিলষিত বস্ত্ত প্রার্থনা করায় তাহারাই ইহাদের নিকট হইতে তিরোভূত হইয়া গিয়াছেন। ৮৫ ; ২. ৩. ২. ৪।

১৭। সমস্ত জীবই জীবিকার জন্য প্রজাপতির নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন, প্রজাপতি অনুরগণকে তমঃ ও মায়া দিয়াছিলেন, (বৃহস্পতিকর্তৃক নাস্তিকবাদের উদ্ভাবন-প্রবাদের সূচনা), ১০৬-১০৭ ; ২. ৩. ৩. ১-৫।

১৮। দেব ও অনুরগণের পরস্পর স্পর্ধা, অনুরেরা ওষধিসমূহ নষ্ট করায় ও তাহাতে বিষলেপন করার জীবসমূহের পরাভব, দেবগণ তাহা শ্রবণ করিয়া যজ্ঞের দ্বারা ঐ উপদ্রব নিবারণ করেন, ১১৮-১১৯ ; ২. ৩. ৫. ২-৫।

১৯। দক্ষ প্রজাপতির বক্ষ, ১২৪ ; ২-৪. ১. ১-২।

২০। প্রথমে প্রজাপতি একক ছিলেন, তাহার পর প্রজাসৃষ্টি করিলেন, সৃষ্ট প্রজাসমূহ মৃত হইয়া বিহ্বল হইয়া উৎপন্ন হইল ; তিনি দ্বিতীয়

ও তৃতীয় বারও প্রজা সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু পূর্বের ন্যায় মৃত হইয়া যথাক্রমে দ্বিতীয় স্রোতস্রূপ ও সর্প হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ; প্রজাপতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া স্বশরীরে জন্মদায়ের উৎপাদন, ১৩৬-১৩৭ ; ২. ৪. ২. ১-৩।

২১। প্রজাপতির সৃষ্ট প্রজািসমূহ বরুণের যব ভক্ষণ করিলে বরুণ তাহাদিগকে গ্রহণ করার তাহার। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও খিন্ন হইয়া পড়ে, এবং প্রজাপতি তাহাদিগকে বরুণপাশ হইতে মুক্ত করেন, ১৪৫-১৪৬ ; ২. ৪. ৩ ১-৩

২২। ঋজু-বৃক্ষের উৎপত্তি-বিবরণ, ১৫১, টীকা।

২৩। দেবগণ বৃজকে বধ করিয়াছিলেন, ১৭৭ ; ১৮১ ; ২০১ ; ২. ৫. ১. ১ ; ২. ৫. ২. ১ ; ২. ৫. ৩. ১।



নামসূচী

নাম	পৃষ্ঠা	নাম	পৃষ্ঠা
অপ্রবান (ঋষি) ...	৮৯	দাক্ষায়ণগণ ...	১২৬
অশ্বিকা (কৃত্তের ভগিনী) ...	২০৪	দেবভাগ ...	১২৬
অরুণ ...	৪১	নড় (নল) ...	৭১, ৭২
অর্জুন (ইন্দ্র) ...	১২	নৈষিধ (নৈষধ) ...	৭১, ৭২
আরুণি ...	৬৮	পাণি ...	২৮
আহুতি ... ২৮, ৬১, ১০১, ১২০, ১২৪		পার্কতি ...	১২৬
ঈজ ...	৭১	পিনাকার্ষস (কৃত্ত) ...	২০৮
ঋষি ... ৭২, ৯২, ১০৭		পুনর্বসু (নক্ষত্র) ...	১৭
ঋষিগণ ... ৩৪, ৯২		প্রতীদর্শ ...	১২৬
“একে” (কেহ কেহ) ... ২২, ৫৮, ১২৪		কল্পনী (নক্ষত্র) ...	১২
ঐলকি (ঔঃ-টেলকি) ...	৬৮	ভালবেশ ...	২০
ঔগবেশি ...	৪১	ভৃগুগণ ...	৮৯
ঔশিজ ...	২৬	মাধুকি ...	২৮
কক্ষীবান্ ...	২৬	মূছবান্ (পর্বত) ..	২০৮
কহোড় ...	১১৮	মৃগশীর্ষ (নক্ষত্র) ...	১১
কুরু (জনপদ) ...	১২৬	বস (ব্রাহ্মা) ...	৭১, ৭২
কুন্তিকা (নক্ষত্র) ...	৯, ১০	যাজ্ঞবল্ক্য ...	৬৬, ১১৮
কুন্তিবাঁসাঃ (কৃত্ত) ...	২০৮	রোহিণী (নক্ষত্র) ...	১০, ১১
কৌষীতিকি ...	১১৭	শ্রোতর্ষি ...	১২৬
চিঁড়া (নক্ষত্র) ...	১৩, ১৪	শৈব ...	১২৬
চৈলকি (ঔঃ-ঐলকি) ...	৬৮	সর্পরাজী ...	২৮, ২৯
জীবল ...	৬৮	সহদেব ...	১২৬
ভক্ষা ...	৬৮	সাজির ...	১২৬
ভ্রাধক (কৃত্ত) ... ২০৬; ২০৬		হুগ্না ...	১২৬, ১২৬
দক্ষ ... ১২৪, ১২৬		হৃগ্নয় (জনপদ) ..	১২৬
		হস্ত (নক্ষত্র) ...	১৩

সংযোজন ও সংশোধন

সংযোজন

২৩ পৃ. ১৫ প. ইহার পরে নিম্নলিখিত অংশ সংযোজনীয় :—

“১১। ‘ভূঃ’ এই বলিয়াই প্রজাগতি ইহাকে (এই পৃথিবীকে) উৎপাদন করিয়াছেন, ‘ভুবঃ’ এই বলিয়া অস্তরিককে, এবং ‘স্বঃ’ এই বলিয়া দ্যৌকে। যে পর্য্যন্ত এই (ভূ-প্রভৃতি) লোক রহিয়াছে, এই সমস্ত (জগৎ) তাবৎ পর্য্যন্তই ; অতএব সমস্তেরই দ্বারা (ইহাও অগ্নি) আহুত হয়।”

২২ পৃ. ২০ প. সংযোজনীয় :—“দ্রষ্টব্য—“ঈশং বৈ সর্পতো রাজী”—তৈ. ব্রা. ১.৪.৬.৬ ; “দেবো বৈ সর্পান্তেষামিহ রাজী”—তৈ. ব্রা. ২.২.৬.১।”

১১৪ পৃ. ১৭ প. সংযোজনীয় :—“তিনি ইহাতে এই বলেন যে, ‘তাহারা নিজ নিজ ভাগ লক্ষ্য করিয়া ভোজন করিয়াছেন।’”

১৪৭ পৃ. ১১ প ও ১৮৪ পৃ. ১৬ প. প্রাক্রম সম্বন্ধে কর্মপ্রদীপে (১৮.৮) উক্ত হইয়াছে—“সংস্কৃতপদবিভাস্ত্রণদঃ প্রাক্রমঃ স্মৃতঃ।”

সংশোধন

২ পৃ.	১২ প.	প্রথম “দক্ষিণায়ির” স্থানে “গার্হপত্যায়ির” হইবে।
৬ পৃ.	২ প.	(অগ্নিকে)।
১৫ পৃ.	৫ প.	‘এবং ইহাই নক্ষত্রসমূহের।
১২ পৃ.	১৭ প.	(বজ্রমান)।
২৩ পৃ.	২ প.	“দেবগণ” ইহার পরে দ্বিতীয় ছেদের স্থানে দাঁড়ি হইবে।
”	১৮ প.	“দ্যৌকে” স্থানে “বৈশ্বকে,” এবং “এই (ভূ-প্রভৃতি) লোক” স্থানে “এক, ক্ষত্র ও বৈশ্ব” হইবে।
২৪ পৃ.	২২ প.	“তিন” স্থানে “দুই” হইবে।
২৯ পৃ.	১২ প.	৩. ২২।
৩৫ পৃ.	১২ প.	“প্রহণ” স্থানে “প্রদান” হইবে।
৫৩ পৃ.	১৪ প.	(“আহ”),’।

৫৫ পৃ.	২২ প.	ইহার।
৫৬ পৃ.	১২ প.	হন, ১০।
৫৭ পৃ.	১৪-১৫ প.	“পশুসমূহ সমূল, ঔষধিসমূহ মূলহীন” স্থানে “পশুসমূহ মূলহীন, ঔষধিসমূহ সমূল” হইবে।
৬৪ পৃ.	২ প.	সমিৎ।
৬৫ পৃ.	২ প.	অহিতিত্বয়।
৬৬ পৃ.	১২ প.	কিকিৎ।
৭০ পৃ.	২০ প.	বোবসা।
৭৪ পৃ.	২ প.	ধুমারমান।
৭৮ পৃ.	২৬ প.	এখানে।
৮২ পৃ.	১৭ প.	প্রজাপতির।
৮৩ পৃ.	৫ প.	অগ্নিহোত্র ম হ হৃ ক্ ব।
৮৭ পৃ.	৩ প.	দাঁড়ির পর “৮” বসিবে।
”	২৩ প.	(বা. স. ৩.১১-৩৬)।
৮৮ পৃ.	১৮ প.	ঋতুসবন্ধী।
৯৫ পৃ.	১১ প.	বিপদা।
৯৬ পৃ.	১২ প.	আমার।
”	২১ প.	৩.২৮-৩০।
৯৭ পৃ.	২৪ প.	গায়ত্রী।
৯৮ পৃ.	৬ প.	হুশ্রুত্ব্য।
৯৯ পৃ.	১ প.	৩ অ. ৪ ব্রা.।
১০১ পৃ.	১৪ প.	পশুসমূহ।
”	২৬ প.	আবসখ্য।
১০২ পৃ.	৭ প.	আশ্রয়।
১০৪ পৃ.	১৩ প.	অপনয়ন।
১০৫ পৃ.	৩২ প.	-মহুজ্জবেৎ।
১১৫ পৃ.	১২ প.	তিনি বলেন (জপ করেন) ১৭।
১১৯ পৃ.	৫ প.	নির্দেশ।

১২১ পৃ.	২৩ প.	নহে ।
১২৩ পৃ.	৯ প.	“প কা ল” হ্যামে “নৃ জ র” হইবে ।
১২৫ পৃ.	১৬ প.	ঐ ভৌ দ দ ণ ।
১২৭ পৃ.	১৪ প.	পয়স্কা ।
১২৯ পৃ.	৭ প.	আমাবাস্ত ।
১৩২ পৃ.	২৫ প.	“তল্লো বাং...” ।
„	২৬ প.	আখ. শ্রৌ. ।
১৩৩ পৃ.	২৫ প.	উপহৃত ।
১৩৬ পৃ.	১৫ প.	চাতুর্মাসৈর্ষজ্ঞেত ।
„	২৩ প.	৩. ১৩. ১-২ ।
১৪২ পৃ.	২ প.	কার্য্য ।
১৪৯ পৃ.	১৬ প.	দক্ষিণশ্রোণি ।
১৫০ পৃ.	১৩ প.	তাহারা ।
১৬২ পৃ.	৩ প.	অনুযাজ ।
১৬৮ পৃ.	১ প.	৪ ব্রা. ।
„	২০ প.	(৩. ৩. ৫. ১৪ ; ২. ৫. ৫. ২) ।
১৮৭ পৃ.	১০ প.	বহি ।
১৮৯ পৃ.	২৫ প.	কাষ ।
